শ্রীবিচারচন্দ্রোদয়।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ,
প্রণীত।

নিত্যস্বাধ্যায়,

শ্রীবিচার-চন্দ্রোদয়

ও

বঙ্গানুবাদসহ নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার

ধ্যান, স্তোত্র ও সাধনা।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ

সঙ্কলিত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসব অফিস হইতে প্রকাশিত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ৩০নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
ষ্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ

শ্রীগুরুঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি।

প্রাণশূন্য প্রতিমা যেমন, ভাবশূন্য অনুষ্ঠানও সেইরূপ। সুন্দর ফুল সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিয়া, মালায় গ্রন্থি দিতে ভুল হইলে যেমন হয়, সর্ব্বশাস্ত্রের মধুর বচন নাড়াচাড়া করিয়া একক অবলম্বন না করিলেও সেইরূপ হয়। হিন্দিতে বলে "এক সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়।"

চিত্ত সর্ব্বদা বাসনাময় বলিয়া আকুল হইয়া ছুটিতেছে। এই চিত্তকে একে ধরিয়া রাখা প্রথম অবস্থায় অসম্ভব। সেই জন্য একেরই বহুভাব ধরিয়া চলিতে হয়। শ্রীঅর্জ্জুন তাই শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া" গীতা ১০।১৭ ভগবন্! কোন্ কোন্ ভাবে আমি তোমার ধ্যান করিব? তাই একক অবলম্বন করিয়া বহুভাবে বহু বিভূতি চিন্তা করিয়া সেই এককেই পূজা করার বিধি, ঋষিগণ প্রবর্ত্ত-সাধকের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমাজ এখনও সেই জন্য সেই এককেই পঞ্চভাবে উপাসনা করিতেছে; আর যতদিন সমাজ সত্যের আদর করিবে ততদিন পঞ্চোপাসনায় একের উপাসনা ছাড়িতে পারিবে না। ছাড়া যায় না বলিয়া ছাড়িবে না। শ্রীসীতার অনন্ত গুণ ছিল আর শ্রীভগবান্ বহুভাবে সীতাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীলক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে॥

পরামর্শ কার্য্যে মন্ত্রীর মত, সেবা কার্য্যে দাসীর মত, ধর্ম্মকার্য্যে সহধর্ম্মিণী, ক্ষমায় পৃথিবীর মত, স্নেহ করিতে মাতার মত, শয়নে বেশ্যা, রঙ্গে রঙ্গময়ী সখীর মত, হে লক্ষ্মণ! আমার প্রিয়া সীতা সর্ব্বগুণময়ী; তাই আজ তাহার বিরহে আমি ব্যাকুল হইতেছি।

স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ, অবতাররূপ এই চারিভাবে শ্রীভগবান্ সমকালে বিরাজ করিতেছেন। যখন কিছু না থাকে তখন তিনি আপনি-আপনি স্বরূপ, যখন বিশ্ব ভাসিয়া উঠে তখন সমষ্টিবিশ্বে তিনি বিশ্বরূপ; আবার ব্যষ্টিবিশ্বে তিনি জীবে জীবে, বস্তুতে বস্তুতে, চেতন আত্মারূপ; আবার বিশ্বের প্রচুর বিপদকালে তিনি মায়া-মানুষ বা মায়া-মানুষীরূপে অবতার। এই নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার তিনি সমকালে। যে মায়া সবলিত সগুণ পুরুষ সর্ব্বব্যাপী; যিনি সমকালে ৺কেদারে ও ৺কাশীধামে, তিনি সমকালে শীত উষ্ণ অনুভব না করিবেন কেন? যিনি সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তি তিনি সমকালে পুত্রহারার দুঃখও পুত্র প্রাপ্তির সুখ অনুভব না করিবেন কেন?

নিজেও অনুভব করি আর পরিচিত অনেকের কাছেও শুনি, এমন একখানি পুস্তক যদি হয় যাহাতে শ্রীভগবানের প্রধান প্রধান ভাবগুলি একত্র সংগৃহীত হয় আর সকল রকম সাধকের প্রধান প্রধান সাধনার কথাও পাওয়া যায় তবে বড় ভাল হয়, শাস্ত্রও অনন্ত আর বেদিতব্যও বহু। যদি একখানি পুস্তকে অনন্তশাস্ত্রের সার সার উপদেশগুলি কতক কতকও পাওয়া যায় তবে কোন দূরদেশে যাইতে হইলে সেই একখানি পুস্তক সঙ্গে লইলে শাস্ত্রজন্য অভাব কতকটা দূর হয়। এই পুস্তকখানি সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য সঙ্কলিত। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মমার্গের উদ্দেশ্য ও লাভের উপায়, ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে তিন ভাবে

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতি হইতে, শ্রীগীতা হইতে এবং রামায়ণ হইতে সার সাধনা তিন ভাবে দেওয়া হইয়াছে। সূচী দৃষ্টে বিষয়গুলি কি ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

এই আবৃত্তিতে শ্রীবিচার-চন্দ্রোদয়কে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। **আদি খণ্ডে** থাকিল মঙ্গলাচরণ, উৎসর্গ, উদ্বোধন, পাদুকাপঞ্চক, সর্ব্বাত্মা প্রণাম, প্রার্থনা এবং নিত্য স্বাধ্যায়। **মধ্য খণ্ডে** থাকিল মূল পুস্তক। মূল পুস্তক স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইল এবং কোথাও কোথাও নূতন কিছু সন্নিবেশিত করা গেল। শেষ অধ্যায়ে যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম দেওয়া হইয়াছিল তাহা আমূল পরিবর্ত্তিত হইল এবং **শেষ খণ্ডে** প্রস্তাবনা স্বরূপে সন্নিবেশিত করা গেল। শেষ খণ্ডে যে সমস্ত স্তব ছিল তাহা ব্যতীত অনেক নূতন প্রয়োজনীয় শাস্ত্রবাক্য ও স্তব সংগ্রহ করা হইল।

নিত্যস্বাধ্যায়ে ও অন্য অন্য স্থানে যে সমস্ত বেদের মন্ত্র সংস্কৃত অক্ষরে দেওয়া হইল এবং শেষখণ্ডে যে সমস্ত স্তব দেওয়া গেল সেই সকলের বঙ্গানুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশে চেষ্টা করা হইল। যাঁহারা ভাল সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা বঙ্গানুবাদ পাঠে একটি ভাব ধরিতে পারিবেন আশা করা যায়।

ফলে এই আবৃত্তিতে পুস্তকখানিকে নিত্যসঙ্গী করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইল।

পুস্তকের কলেবর বিশেষ বর্দ্ধিত হইল। ফলে পুস্তকখানি তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে। সময় অল্প এবং উৎপীড়নও নানাপ্রকার ছিল বলিয়া এই বৃহৎ কার্য্য আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও নির্ভুল করিতে পারি নাই। সাধারণের নিকট এইজন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে আমরা এই বলি যে সর্ব্বজীবহৃদয়বিহারী শ্রীভগবানের সন্তোষ, কণামাত্রও কি এই চেষ্টায় অনুভব সীমায় আসিবে? গ্লানিশূন্য প্রসন্নতার অনুভব, সেই অনুভবের সূচনা করে। তজ্জন্য আত্মতৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মগুলিকে যথাসম্ভব সুন্দর ভাবে করিতে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে কর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সেই চরণে অর্পণ করা যায় না। কর্ম্মই তখন মুখ্য হইয়া যায় আর শ্রীভগবানের প্রসন্নতা গৌণ হইয়া দাঁড়ায়। সর্ব্ববিধ সকাম কর্ম্মের প্রবল দোষ ইহাই। ফলাকাঙ্ক্ষা আদৌ না রাখিয়া মানুষ কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করিলেও তাহার উপর শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টির পূর্ণ আবশ্যকতা থাকিবেই। পুরুষকার ও দৈব না মিলিলে যথার্থ কর্ম্ম নিষ্পত্তি যাহা, তাহা হইতেই পারে না। হে মঙ্গলময়! যতদিন জীবের কর্ম্ম আছে ততদিন তোমায় ভুলিয়া যেন আমরা কোন কিছু না করি ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। প্রপঞ্চেনালম্।

কলিকাতা,
শকাব্দা ১৮৩৮
বঙ্গাব্দ ১৩২৩
২২শে বৈশাখ, শুক্রবার
অক্ষয়া তৃতীয়া।

গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি।

যাঁহার হৃদয়ে সুবিচারের উদয় হইয়াছে—যিনি বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে চৈতন্য, জড় হইতে পৃথক—যিনি বিচার অভ্যাস করিয়া নিত্য অনুভব করিতেছেন যে "আমি" চৈতন্য স্বরূপ—জড় দেহ "আমি" নই—যিনি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন যে এই দেহ হইতে "আমি" পৃথক—"আমি" শোক দুঃখ জরা-মরণ ব্যাধি ইত্যাদির অস্পৃশ্য—তাঁহারই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হইয়াছে নিশ্চয়।

জীব যেরূপে এই অবস্থা লাভ করিতে পারে এই গ্রন্থে তাহারই প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

হিন্দিভাষায় বিচার চন্দ্রোদয় নামক যে একখানি বেদান্ত গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থখানি তাহার অনুবাদ মাত্র। পণ্ডিত পীতাম্বর বহু শাস্ত্রদৃষ্টে ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন এবং ইহার তত্ত্ব নিজে অনুভব করিয়া লোকের অনুভব সীমায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুবাদক মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রের শ্লোক দিয়াএবং নিজের অনুভব দিয়া বিষয়গুলি আরও পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, লক্ষ্য যাহাতে পুস্তকের মত কার্য্য করিয়া **বিচার চন্দ্র-দ্বারা প্রবোধ চন্দ্রের** উদয় হয়।

বশিষ্ঠদেব ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন ;—

বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং।
দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্ ॥

যো বা মুঃ ১৪।২

বিচার দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এবং পরম পদ দর্শন করে ; বিচারই দীর্ঘ সংসার রোগের মহৌষধ। এজন্য—

বরং কর্দ্দম-ভেকত্বং মলকীটকতা বরং
বরমন্ধগুহাহিত্বং ন নরস্যাবিচারিতা ॥

যোগ বাঃ মু ১৪।৪৬

বরং কর্দ্দম মধ্যে ভেক হইয়া বাস করা ভাল, বরং বিট্‌সুখী কীট হইয়া থাকা ভাল, বরং গাঢ়তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুহামধ্যে সর্পরূপে বাস করা ভাল ; তথাপি মানবের বিচারশূন্যতা নিতান্ত হেয়।

বশিষ্ঠদেব দেখাইতেছেন ;—

হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মা বো দুঃখসিদ্ধয়ে।
পরিজ্ঞাতস্বনন্তায় সুখায়োপশমায় চ ॥

যো বা উপঃ ৫।২৩

হে জনগণ ! অজ্ঞানতাই সর্ব্বদুঃখের কারণ এবং আত্মবিজ্ঞানই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায়।

মিশ্রীভূতমিবানেন দেহেনোপহতাত্মনা।
ব্যক্তীকৃত্য স্বমাত্মানং স্বস্থা ভবত মা চিরম্ ॥২৪ ঐ

তোমরা দেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছ ; ঐ মিশ্রণ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া সুস্থ হও। বিলম্ব করিও না।

পৃথগাত্মা পৃথগ্ দেহী জলপদ্মলবোপমৌ।
উর্দ্ধবাহুর্ব্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে ॥ ঐ ২৬

পদ্মাধার মহাসলিল এবং পদ্মপত্রস্থিত সলিল বিন্দু পৃথক্। উপাধিরূপ পদ্মপত্র ভেদ জন্মাইতেছে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অন্তঃকরণরূপ উপাধি, ভেদ জন্মাইতেছে। আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছি। কেহই শুনিতেছে না।

যদি দুঃখশান্তি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে ঋষিবাক্য মত কার্য্য করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই ;—

জড়ধর্ম্মি মনো যাবৎ গর্ত্তকচ্ছপবৎ স্থিতম্।
ভোগমার্গবদামূঢ়ং বিস্মৃতাত্মবিচারণম্ ॥২৭ ঐ
তাবৎ সংসারতিমিরং সেন্দুনাপি সবহ্নিনা।
অর্কদ্বাদশকেনাপি মনাগপি ন ভিদ্যতে ॥২৮ ঐ

জড়ধর্ম্মী মন যতদিন গর্ত্তকচ্ছপের ন্যায় আত্মবিচারে বিমুখ হইয়া ভোগরত থাকিবে, ততদিন ইন্দু ও বহ্নি প্রভৃতি সর্ব্বতেজের সহিত দ্বাদশ সূর্য্যদ্বারাও সংসার-তিমির নষ্ট হইবে না।

কলিকাতা
১৩০৮।

সূচীপত্র।

আদিখণ্ড—নিত্য স্বাধ্যায়।

মধ্যখণ্ড—শ্রীবিচারচন্দ্রোদয়।

শেষ খণ্ড—নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার উপাসনায় সাধনা ও স্তোত্রাবলী।

আদিখণ্ড

নিত্যস্বাধ্যায়

বা

নিত্যমোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন ।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি
খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ।

ওঁ তৎ সৎ।

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ব্রহ্মবিদ্ভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যো
বশিষ্ঠ-বাল্মীকি-বিশ্বামিত্র-ব্যাস-শুকাদিভ্যঃ
শ্রীরামভদ্রায় চ।
শ্রীগণেশায় নমঃ

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশায়॥
মুগ্ধস্মিতাঞ্চিতমনোজ্ঞমুখেন্দুবিম্বং স্নিগ্ধামৃতপ্রতিমচারুকৃপাকটাক্ষম্।
অগ্রেসরৈরনুসৃতং মুনিভির্মুনীনাং ন্যগ্রোধমূলবসতিং গুরুমাশ্রয়ামঃ॥
ব্যক্তেন্দুভির্দ্দিক্ষু তমোহরন্তির্ব্বেদার্থসারামৃতমুদ্গিরন্তং।
বাণীভুজাশ্লিষ্টমভিষ্টসিদ্ধ্যৈ তং ব্রহ্মবিদ্যাদিগুরুং প্রপদ্যে॥

বটবটপি সমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকল মুনি জনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তি দেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি॥

পূর্ণানন্দস্বভাবঃ স্বজনহিতকৃতে মায়য়োপাত্তকায়ঃ
কারুণ্যাদুদ্দিধীর্ষু র্জনমনবরতং মোহপঙ্কে নিমগ্নম্।
আবিদ্যান্তর্ব্বশিষ্টং বহিরপি কলয়ন্ শিষ্যভাবং বিতেনে
যঃ সম্বাদেন শাস্ত্রামৃতজলধিমমুং রামচন্দ্রং প্রপদ্যে॥

যদ্বাক্যামৃতপায়িনাং প্রতিপদং সত্যং সুধা নীরসা
যদ্বাক্যার্থ বিচারণাদভিমতঃ স্বর্গোঽপি কারাগৃহম্ ।
যদ্বাণী বিশদাত্মপূর্ণমনসাস্তুচ্ছং জগৎতূলবৎ
তস্মৈ শ্রীগুরবে বশিষ্টমুনয়ে নিত্যং নমস্কুর্মহে ॥

শ্রুত্যা ব্রহ্মেব রামঃ প্রকটিতমহিমা যেন তস্মৈ বশিষ্ঠো
যঃ সীতাং ব্রহ্মবিদ্যামিব সদসি পুনঃ সত্যশুদ্ধাং কিলাদাৎ ।
যদ্বাণী মোহমূলং শময়তি জগদানন্দসন্দোহদোগ্ধ্রী
তস্মৈ বাল্মীকয়ে শ্রীগুরু-গুরবে ভূরি ভাবৈর্নতাঃ স্মঃ ॥

যস্যার্ষং প্রথিতা জগত্রয়হিতা সা বেদমাতা পরা
যশ্চক্রে তপসা বশে সুরগণানন্যান্ সিসৃক্ষুর্জগৎ ।
তং বোধাম্বুনিধিং তপস্বিমুকুটালঙ্কারচিন্তামণিং
বিশ্বামিত্রমুনিং শরণ্যমনঘং ভূয়ো নমস্যামহে ।

ওঁ তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্টিত-শুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্র-নুতং কবীন্দ্রম্ ।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥

যঃ স্বানুভাবমখিল শ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্ ।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্ ॥

বিশ্বেশোঽপি হরিঃ শরণ্যচরণো যান্ মানয়ন্ সৌহৃদা-
চ্ছাস্তান্নিত্যমনুব্রজামি রজসা পূয়েয় চেত্যব্রবীৎ ।
যৎ পূজাং বিদধে শ্রুতির্স্মৃতিমতাং সর্ব্বেষ্টসিদ্ধ্যৈ সদা
জীবন্মুক্তসুধাত্মপূর্ণমনসস্তান্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ ভজে ।

অশেষ বিদ্যাম্বুধিপারগাণা-
মপাস্তরাগাদি মনোমলানাম্।
কৃপানিধিনাং কৃতিনাং মমাস্মিন্
সতাং পদাব্জস্মরণং সহায়ঃ ॥

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ ॥

উৎসর্গ।

দ্যৌমূর্দ্ধি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ

চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী,

নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তোষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে

মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ

বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্যমাকাশমুদরং,

নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং,

কৈলাসমলয়াবূরূ, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং,

খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌবনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো

রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ

কেতুর্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো

নিমিষ মহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ॥*

শ্রীদেব্যৈ অর্পণ মন্ত্র

যথাগ্নির্দেবানাং ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং মেরুশিখরিণাং,

গঙ্গা নদীনাং, বসন্ত ঋতূনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং

এব মসৌ মুখ্যা।

* ইহার অনুবাদ শেষ খণ্ড ১৩, ১৪ পৃষ্ঠা।

উদ্বোধন।

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥
স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে?
অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥

চারি বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র বহুবার পাঠ করিয়াও যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলেন না তিনি দর্ব্বী যেমন সমস্ত পাক করিয়াও কোন রস আস্বাদন করে না সেইরূপ। যে পুরুষ আপনার দেহের অশুচি গন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিতে না পারিল তাহার সংসার বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য অন্য কি উপদেশ আর দিব? এই দেহ অত্যন্ত মলিন আর দেহধারী জীব অত্যন্ত নির্ম্মল। অতএব শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত অত্যন্ত দুর্গন্ধ এই দেহের পার্থক্য জানিয়া শৌচ বিধান কাহার করা যাইবে?

ধীরঃ কিংস্বিত্তাত কুর্য্যাৎ প্রজানন্ ক্ষিপ্রং হ্যায়ুর্ভ্রশ্যতে মানবানাম্।
পিতস্তথাখ্যাহি যথার্থযোগং মমানুপূর্ব্ব্যা যেন ধর্ম্মং চরেয়ম্॥

যদাহমেব জানামি ন মৃত্যুস্তিষ্ঠতীতি হ।
সোঽহং কথং প্রতীক্ষিষ্যে জ্ঞানেনাপিহিতশ্চরন্॥
রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং যদা।
গাধোদকে মৎস্য ইব সুখং বিন্দেত কস্তদা?
পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্র গতমানসম্।
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবম্॥

শ্বঃ কার্য্যমদ্যকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বা কৃতম্॥
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো মা ত্বাং কালোঽত্যাগান্মহান্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥
অকৃতেষ্বেব কার্য্যেষু মৃত্যুর্ব্বৈ সম্প্রকর্ষতি।
যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিমিত্তং হি জীবিতম্॥

তাত! মানবগণের জীবিতকাল অতি সত্বর অতিবাহিত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন? পিতঃ! আপনি যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন আমি তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে মৃত্যু কখন কাহাকেও পরিত্যাগ করে না তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিব? যখন প্রতি রাত্রিতে মানবগণের আয়ু ক্ষয় হইয়া অল্পতর হইয়া যাইতেছে তখন অল্প সলিলস্থিত মৎস্যের ন্যায় সুখের প্রত্যাশা করিবে কে? লোকে যেমন একমনে পুষ্প চয়ণ করিতে আরম্ভ করিয়া চয়ণ কার্য্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক কবলিত হয় সেইরূপ মানুষ অনন্যমনে বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

কল্য প্রাতে যাহা করিবে ভাবিয়াছ তাহা অদ্যই কর; যাহা অপরাহ্নে করিবে ভাবিয়াছ তাহা পূর্ব্বাহ্নেই আরম্ভ কর। তোমার কার্য্য শেষ হউক বা না হউক মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা কেহই জানে না। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য তাহা অদ্যই কর। বৃদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত।

বিচার-চন্দ্রোদয়।

পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রম্।

[পদরক্ষণাধারঃ পাদুকা তাসাং পঞ্চকম্]

১। পদ্মম্

২। তৎ কর্ণিকাস্থলে অকথাদি [অবলালয়ম্] ত্রিকোণম্।

৩। তদন্তর্নাদবিন্দুমণিপীঠমণ্ডলম্।

৪। তদধঃস্থ হংসঃ।

৫। পীঠোপরি ত্রিকোণম্।

সমুদায়েন পঞ্চসংখ্যকম্। শিবোক্তম্।

ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্।
কুণ্ডলী বিবরকাণ্ড মণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ সরসীরুহং ভজে ॥১॥

১। ত্রিলোকোদ্ধারকর্ত্তা সদাশিব এই স্তোত্রে প্রথমতঃ শ্রীগুরুর অধিবাসস্থান নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মরন্ধ্র বিশিষ্ট যে সরসীরুহ—যে অধোমুখ সহস্রদল কমল—তাহার মধ্যে—তাহার কর্ণিকাতে সর্ব্বদা মিলিত, নির্ম্মল, অদ্ভুত, কুণ্ডলিনীর গমনপথরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট যে কাণ্ড বা নাল—যে নাল হইতেছে চিত্রিণী নাড়ী—সেই চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা অলঙ্কৃত উর্দ্ধমুখ দ্বাদশবর্ণ পদ্মকে ভজনা করি। [উদর অর্থে এখানে পদ্মমধ্য-কর্ণিকা ; কর্ণিকা মধ্য ত্রিকোণ নহে। কারণ

তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে কॢপ্তরেখমকথাদি রেখয়া।
কোণলক্ষিত হলক্ষমণ্ডলীভাবলক্ষ্যমবলালয়ং ভজে ॥২॥

শিরঃপদ্মে সহস্রারে শুক্লবর্ণে ত্বধোমুখে।
তরুণারুণ কিঞ্জল্কে সর্ব্ববর্ণ বিভূষিতে।
কর্ণিকান্তঃ পুটে তত্র দ্বাদশার্ণ সরোরুহে॥

ইতি শ্যামাসপর্য্যাধৃত বচনে॥

দ্বাদশার্ণ সরোরুহে = দ্বাদশ অর্ণাঃ বর্ণাঃ যত্র তদিতি ব্যুৎপত্ত্যা সরোরুহে দ্বাদশবর্ণ যোগঃ প্রতীয়তে। হং এব সঃ পদ্মের এই দুই পত্র। এই উভয়ের ছয়বার আবৃত্তি দ্বারা দ্বাদশ বর্ণ হয়। তদ্‌যুক্ত পত্র। পদ্মের দ্বাদশবর্ণ বলিয়া পাপড়ীর সংখ্যাও দ্বাদশ। অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের নিম্নে যে দ্বাদশবর্ণ পদ্ম, তাহাও দ্বাদশদলবিশিষ্ট। দ্বাদশদল পদ্ম সহস্রদল কমলের সহিত নিত্য মিলিত। অবদাতং = নির্ম্মলং শুক্লবর্ণং; অদ্ভুতং = ব্রহ্ম-তেজোময়ত্বাদিনাত্যাশ্চর্য্যম্। কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং = কুণ্ডল্যা বিবরং সহস্রদলকমলকর্ণিকাস্থশিবসমীপে কুণ্ডলীগমনপথরূপং ছিদ্রম্। তদধিকরণভূত কাণ্ডং নালং চিত্রিণী নাড়ী তেন ভূষিতম্। যথা মৃণালোপরি পদ্মস্থিতিস্তদ্বৎ চিত্রিণী নাড়ীরূপ মৃণালভূষিতমিত্যর্থঃ॥

২। দ্বাদশদল পদ্মের কর্ণিকাতে অকথাদি ত্রিকোণমধ্যে শ্রীগুরু চিন্তনীয় বলিয়া ত্রিকোণ নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সহস্রদল কমল ও দ্বাদশদল কমলের পরস্পর মিলিত কর্ণিকাধারভূত স্থানে অকথাদি রেখা দ্বারা চিহ্নিত রেখাবিশিষ্ট যে ত্রিকোণ সেই ত্রিকোণের অন্তরালে সম্মুখ, দক্ষিণ ও বাম কোণে প্রকাশিত হলক্ষ বর্ণ দ্বারা

মণ্ডলীভাবে অবস্থিত যে অবলা—শক্তি, তাহার কামকলারূপ যে আলয় যাহা "ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা সনাতনী" সেই শক্তিস্থানকে ভজনা করি। [তস্য পূর্ব্বোক্ত সহস্রদল কমল দ্বাদশকমলোভয়স্য কন্দলিতে পরস্পরাক্রান্তে কর্ণিকাপুটে কর্ণিকাত্মকাধারস্থানে অবলালয়ং ভজে সেবে ইত্যন্বয়ঃ। পুটং=আধারভূতস্থানম্। অবলালয়ং=অবলা শক্তিঃ সা চাত্র বিন্দুত্রয়াঙ্কুরভূত রামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রীনামকত্রিশক্তিরূপ রেখাত্রয় মিলিত ত্রিকোণরূপা কামকলা তদ্রূপালয়মিত্যর্থঃ। ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা সনাতনী ইতি যামলে। সা কামকলা পূর্ব্বদর্শিত ত্রিশক্তিরূপা ইত্যর্থঃ। ক্লৃপ্তরেখমকথাদি রেখয়া=অকারাদি ষোড়শ স্বরৈ রামা রেখা ; ককারাদি ষোড়শবর্ণৈ জ্যেষ্ঠা রেখা থকারাদি ষোড়শভী রৌদ্রী রেখা। ইতি রেখাত্রয়েণ ক্লৃপ্তা চিহ্নিতা রেখা যত্র তাদৃশাবলালয়মিত্যর্থঃ। তদুক্তং বৃহচ্ছ্রীক্রমে কামকলা প্রকরণে—"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বর্ণাবয়বরূপিণী" ইতি। কোণ লক্ষিত হলক্ষমণ্ডলীভাবলক্ষ্যম্=কোণেষু উক্ত ত্রিকোণস্যান্তরালেষু সম্মুখ দক্ষিণ বাম কোণেষু লক্ষিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ হলক্ষবর্ণৈঃ মণ্ডলীভাবেন তত্তৎবর্ণাঙ্কিতস্থানরূপেণ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে অসৌ তাদৃশমিত্যর্থঃ॥ অত্র ত্রিকোণস্য বিশেষজ্ঞানং বিনা সম্যগ্ ধ্যানং ন ভবতীত্যতঃ প্রমাণান্তরেণ ত্রিকোণং বিশেষয়তি। অত্র ত্রিকোণং বামাবর্ত্তেন লেখনীয়ম্। "বামাবর্ত্তেন বিলিখেদকথাদি ত্রিকোণমিতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাম্।

ত্রিবিন্দুং পরমং তত্ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
বর্ণময়ং ত্রিকোণন্তু জায়তে বিন্দুতত্ত্বতঃ॥ ইতি কাল্যূর্দ্ধাম্নায়ে॥
অকারাদিবিসর্গান্তা ব্রহ্মরেখা প্রজাপতিঃ।
ককারাদি তকারান্তা বিষ্ণুরেখা পরাৎপরা।
থকারাদি সকারান্তা শিবরেখা ত্রিবিন্দুতঃ॥ ঐ

তৎপুটে পটুতড়িৎ কড়ারিম স্পর্দ্ধমান মণিপাটল প্রভম্।
চিন্তয়ামি হৃদিচিন্ময়ং বপুর্নাদবিন্দুমণিপীঠমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
ঊর্দ্ধমস্য হুতভুক্ শিখাত্রয়ং * তদ্বিলাস পরিবৃংহণাস্পদম্।
বিশ্বঘস্মর মহোচ্চিদোৎকটং ব্যামৃষ্যামি যুগমাদিহংসয়োঃ ॥ ৪

"রজঃ সত্ত্বতমো রেখা যোনিমণ্ডলমণ্ডিতা" ইতি তন্ত্রজীবনে।
উপরিষ্ঠাৎ সত্ত্বরেখা রজোরেখা স্ব বামতঃ।
তমোরেখা দক্ষভাগে রেখাত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ঐ
কোণলক্ষিত হলক্ষমণ্ডলীভাব লক্ষাম্="অকথাত্রি ত্রিপঙ্‌ক্ত্যাতু হলক্ষ মধ্যমণ্ডিতম্" ইতি স্বতন্ত্রতন্ত্রে। এতেন হলক্ষবর্ণানাং ত্রিকোণ-মধ্যেস্থিতিরিত্যুক্তম্।

৩। উক্ত ত্রিকোণমধ্যে মণিপীঠ। তদুপরি শ্রীগুরু আছেন। এই জন্য মণিপীঠ বর্ণনা হইতেছে। তৎপুটে অর্থাৎ উক্ত ত্রিকোণমধ্যে নিম্নে শুভ্রনাদ ঊর্দ্ধে রক্তবর্ণ বিন্দু এবং তন্মধ্যে মণিপীঠ। ত্রিকোণমধ্যবর্ত্তী এই নাদবিন্দুসহ মণিপীঠমণ্ডলকে মানসে চিন্তা করি। এই মণিপীঠ—মণ্ডল স্বপ্রকাশরূপ স্বকার্য্য সাধনপটু তড়িৎসমূহের পিঙ্গলবর্ণ দ্বারা এবং দীপ্তিমান্ মণিসমূহ দ্বারা পাটলপ্রভ। মণিপীঠের সর্ব্বাঙ্গ মণিময়। আর এই নাদবিন্দুযুক্ত মণিপীঠমণ্ডলের বপু চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময়। কঙ্কাল-মালিনীতে গুরুধ্যানে পাওয়া যায়, সহস্রদলপদ্মস্থমন্তরাত্মানমুক্তমম্। তস্যোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলম্। তস্মিন্নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভম্ ॥

৪। পদ্মকর্ণিকাতে ত্রিকোণ ; ত্রিকোণমধ্যে অধে নাদ ঊর্দ্ধে বিন্দু এবং

---

* শিখাসখং ইতি বা কল্পিত পাঠঃ।

মধ্যে মণিপীঠ। মণিপীঠের উর্দ্ধে যে অগ্নিশিখাত্রয় তাহা চিন্তা করি; আবার অগ্নিশিখাত্রয়ের সুপ্রকাশ দ্বারা উদ্দিশ্যমান মণিপীঠরূপ স্থানকে চিন্তা করি; বিশ্বভক্ষিকা—বিশ্বসংহারিকা মহা দীপ্তিশালিনী যে মহাচিতি—সেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট মহাচিতিকে চিন্তা করি এবং মণিপীঠের অধে—অর্থাৎ যাহার উপরে মণিপীঠ সেই আদিহংসযুগলকে চিন্তা করি। [হুতভুক্ শিখাত্রয়ম্ = হুতভুক্ বহ্নি বহ্নিবিন্দোরঙ্কুরভূত দক্ষিণাদীশপর্য্যন্তগতা রামা রেখা। আদিনা ঈশান কোণস্থ চন্দ্রবিন্দোরঙ্কুরভূতেশানাদি মরুৎকোণপর্য্যন্তগা জ্যেষ্ঠা রেখা। মরুৎ কোণস্থ সূর্য্যবিন্দোরঙ্কুরভূততদাদিবহ্নিবিন্দুসঙ্গতা রৌদ্রী রেখা। এবং ত্রিবিন্দু-ত্রিরেখা মিলিত ত্রিকোণং কামকলারূপম্। সা শিখেতি আগ্নেয় মাত্রগা বহ্নিসম্বন্ধিনী মাত্রা সা শিখা বহ্নিশিখেত্যর্থঃ।

সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তথাবহ্নিরিতি বিন্দুত্রয়ং ভবেৎ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তথা শম্ভুরিতি রেখাত্রয়ং মতম্॥ ইতি মাহেশ্বরী সংহিতায়াম্। এতৎ ত্রিকোণমধ্যে গুরুস্থিতিং স্পষ্টমাহ প্রেমযোগতরঙ্গিণীধৃত বচনম্ সহস্রদলমুপক্রম্য—

তন্মধ্যেতু ত্রিকোণন্ত বিদ্যুদাকারমুত্তমম্।
বিন্দুদ্বয়ঞ্চ তন্মধ্যে বিসর্গরূপ মব্যয়ম্।
তন্মধ্যে শূন্যদেশে চ শিবঃ পরম সঙ্গকঃ॥ ইতি।

বিসর্গস্ত ত্রিকোণোর্দ্ধবর্ত্তি চন্দ্রসূর্য্যরূপবিন্দুদ্বয়মিতি॥
আদি হংসয়োর্যুগমিত্যত্রাদিনান্তরাত্ম সঙ্গক পরমহংস এব গৃহ্যতে নতু দীপকলিকাকার জীবাত্মহংসঃ। অয়ংহংসঃ প্রকৃতিপুরুষরূপঃ।

হঙ্কারো বিন্দুরিত্যুক্তো বিসর্গঃ স ইতি স্মৃতঃ।
বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকমিদং জগৎ॥ ইতি॥

তত্র নাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসব ঝরীমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দ শীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্॥ ৫ ॥

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে হংসকে মণিপীঠের অধে বলা হইয়াছে। এখানে কেহ কেহ এই অর্থ করেন যে, মণিপীঠের ঊর্দ্ধে আদিহংসযুগলকে চিন্তা করি। ইহাতেও বিরোধ হয়। এই বিরোধ মিটাইবার জন্য বলা হইতেছে—হংসং বিশেষয়তি হুতভুক্ শিখাত্রয়মিতি। ততশ্চাধঃস্থলে হংস ইত্যানুপূর্ব্বিকস্য স্থিতিঃ। ঊর্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণাকার কামকলা রূপেণ পরিণতস্য তস্য স্থিতিরিত্যবিরোধঃ কামকলায়া হংসরচিত মূর্ত্তিকত্বাৎ॥

৫। শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ চিন্তা যে পীঠে করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া এক্ষণে তাহার ধ্যানযোগের সূচনা করিতেছেন।

মণিপীঠস্থ ত্রিকোণ মধ্যে নাথচরণারবিন্দুর দ্বন্দ্বকে মনে মনে স্মরণ করি—ধ্যান করি।

চরণদ্বন্দ্ব কিরূপ? কুঙ্কুমাসব ঝরীমরন্দয়োঃ। কুঙ্কুমাসবের—লাক্ষারসাভ পরমামৃতের যে ঝরি—নির্ঝর তাহাই হইতেছে মরন্দ—মকরন্দ যার তাদৃশ। ভরীমরন্দয়োঃ এই পাঠ যেখানে সেখানে "ভরী ভরণং নিঃসরণম্"। নিঃসৃত কুঙ্কুমাসবের মকরন্দ যার।

দ্বন্দ্ব কীদৃশ? ইন্দুমকরন্দ শীতল। ইন্দু হইল চন্দ্র। চন্দ্রের যে মকরন্দ অমৃতকিরণ সেইরূপ শীতল। যেমন চন্দ্রের অমৃতকিরণ দ্বারা উত্তাপ নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ রাঙ্গা পা দুখানির সেবা করিলে, দুঃখ-তাপ শান্তি হয়।

মঙ্গলাস্পদম্=অভিপ্রেত অর্থ-সিদ্ধির স্থান। সেই চরণস্থানে মনের অভিনিবেশ করিলে সর্ব্বাভীষ্টস্থিতি হয় এই।

নিষক্ত মণিপাদুকানিয়মিতাঘ কোলাহলং।
স্ফুরৎ কিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্।
পরামৃত সরোবরোদিত সরোজসদ্রোচিষং
ভজামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ *

৬। আমি মস্তকদেশে পূর্ব্বোক্ত পীঠোপরিস্থিত শ্রীগুরুর পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান করি। পাদপদ্মদ্বয় কেমন? না, পাদপদ্মে সংলগ্ন যে মণিময় পদরক্ষণাধার পাদুকা—যে পাদুকাকে মণিপীঠ ইত্যাদি পঞ্চপদার্থরূপে বর্ণনা করা হইল—সেই মণিপাদুকার চিন্তা দ্বারা পাপ কোলাহল নিয়মিত হইয়াছে—নিরস্তীকৃত হইয়াছে। পঞ্চপাদুকার ধ্যান করিয়া, তদুপরি শ্রীগুরুচরণ চিন্তা করিলে, সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। গুরুপাদপদ্মদ্বয় আর কেমন? না, নবপ্রকাশিত পল্লবসমূহের ন্যায় অরুণবর্ণ। আর কেমন? না, পাদপদ্মের নখগুলি নির্ম্মল প্রকাশমান চন্দ্রের স্বরূপ। আর কিরূপ? না, পরম অমৃতপূর্ণ সরোবরে উদিত যে পদ্ম, তাহার মত নির্ম্মল—প্রকাশবিশিষ্ট। ইহাতে বলা হইতেছে যে, শ্রীনাথের চরণযুগল হইতে নিরন্তর পরামৃত ক্ষরণ হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ অমৃত-সরোবরে অবস্থিত নাথচরণযুগল পদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

উপরে কমল নীচে কমল। তন্মধ্যে কর্ণিকাতে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের অধে চন্দ্র, ঊর্দ্ধে সূর্য্য, মধ্যে মণিপীঠ। মণিপীঠে গুরুপাদপদ্ম।

সর্ব্বোপরি ততো ধ্যায়েৎ পশ্চিমাননপঙ্কজম্।
স্রবন্তমমৃতং দিব্যং দেব্যঙ্গে কমলান্তরে॥ ইতি বৃহচ্ছ্রীক্রমে॥

দেব্যঙ্গে = গুরুশক্ত্যঙ্গে ॥

যামলে— ছত্রং মূর্দ্ধ্নি সহস্রপত্রকমলং রক্তং সুধাবর্ষিণম্।

---

* নিশক্তমণি ইতি বা পাঠঃ। গুরুপাদারবিন্দদ্বয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতম্।
ষড়াম্নায় ফলং প্রাপ্তং প্রপঞ্চে চাতি দুর্ল্লভম্॥ ৭

সহস্রারে গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিতে হয়, ইহা কোন কোন তন্ত্রে পাওয়া যায়; আবার দ্বাদশদল পদ্মেও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যখন উভয় কল্প বিহিত আছে, তখন শ্রীগুরুর আজ্ঞামত কোন একটি পদ্মে গুরুস্থিতি অবধারণ করিয়া অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কুলার্ণব বলেন—

পারম্পর্য্যাগমাম্নায়ং মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে।
সর্ব্বং গুরুমুখাল্লব্ধং সফলং স্যান্নচান্যথা॥ ইতি

৭। এই পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র শিবের মুখ হইতে নির্গত। ষড়মুখ দ্বারা কথিত বলিয়া, শিবোক্ত সমুদায় স্তোত্রকে বলে ষড়াম্নায়ঃ। সেই সমস্ত মন্ত্রবিহিত কর্ম্মফল ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই মায়াপ্রকটিত সংসারে ইহা অতি দুঃখে লাভ করা যায়। জন্মজন্মান্তরের পুণ্য থাকিলে তবে ইহা লাভ হয়।

পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রং=পদরক্ষণাধারঃ পাদুকা। পাঁচটি পাদুকা এই। (১) পদ্মম্। (২) তৎকর্ণিকাস্থলে অকথাদি ত্রিকোণম্। (৩) তদন্তর্নাদ বিন্দুমণিপীঠমণ্ডলম্। (৪) তদধঃস্থ হংসঃ। (৫) পীঠোপরি ত্রিকোণম্। সমুদায়েন পঞ্চসংখ্যকম্॥

অথবা (১) পদ্মম্ (২) ত্রিকোণম্ (৩) নাদবিন্দু (৪) মণিপীঠমণ্ডলম্ (৫) তদূর্দ্ধে ত্রিকোণাকার কামকলারূপেণ পরিণতো হংস। ইতি পঞ্চ সংখ্যকম্। তস্য স্তোত্রম্ পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রম্।

পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতং=শিবস্য পঞ্চবক্ত্রাণি; যথা লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে—

সদ্যোজাতং পশ্চিমে তু বামদেবং তথোত্তরে।
অঘোরং দক্ষিণে জ্ঞেয়ং পূর্ব্বে তৎপুরুষং স্মৃতম্।
ঈশানং মধ্যতো ধ্যেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ॥

পঞ্চবক্ত্রেভ্যো বিনির্গতং তৈরুক্তম্ পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতম্॥

ষড়াম্নায় ফলপ্রাপ্তং=ষড়মুখানি যথাপূর্ব্বোক্তানি পঞ্চ; ষষ্ঠবক্ত্রন্তু পূর্ব্ববক্ত্রস্যাধস্তাৎ গুপ্তং তামসম্। এতত্তু শিবতন্ত্রে সদ্যোজাতাদি ষড়বক্ত্র ন্যাসে "ওঁ হং হ্রীং ওঁং হ্রীং তামসায় স্বাহা" ইত্যনেন তন্ত্রোক্তধ্যানে "নীলকণ্ঠ মধোবক্ত্রং কালকূটস্বরূপিণম্" ইত্যনেন চ প্রকটিতম্। মিলিত্বা ষড়বক্ত্রানি ভবন্তি। এভিঃ ষড়বক্ত্রেরাম্নায়তে কথ্যতেঽসৌ ইতি ষড়াম্নায়ঃ শিবোক্ত স্তোত্রসমুদায়ঃ। তস্য ফলং তত্তন্মন্ত্রসমুদায়বিহিত কর্ম্মফলং প্রাপ্যতে যেনেত্যর্থঃ।

প্রপঞ্চে—লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তমায়াপ্রকটিত সংসারে। অতি দুর্ল্লভম্—অতিদুঃখেন লভ্যতে যত্তদতিদুর্ল্লভং তল্লাভকরণপুণ্যপুঞ্জজনক জন্মান্তরীয় তপসঃ ক্লেশস্বরূপত্বাৎ দুঃখলভ্যত্বমিতি ভাবঃ।

ইতি শ্রীকালীচরণকৃতা পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রস্য অমলানাম টিপ্পনী সমাপ্তা॥

বিচার-চন্দ্রোদয়।

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥
অর্দ্ধমাত্রা শ্চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী॥
ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাহন্তে পরমং পদম্॥

গীতামাহাত্ম্যে।

ললাট মধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা
যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু।
শক্তিং সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং
পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেক দৃষ্ট্যা॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্য্যসম প্রভাং
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয় হস্তকাম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে।

দেবীভাগবত॥

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্॥

ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥

শ্রীব্রহ্মপুরাণে॥

সর্ব্বাত্ম-প্রণাম।

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

মহাভারতে ভীষ্মকৃত কৃষ্ণ স্তবরাজঃ।

যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানি চ।
যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥
জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং দ্রষ্টাদর্শন দৃশ্যভূঃ।
কর্ত্তা হেতুঃ ক্রিয়া যস্মাৎ তস্মৈ জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ॥
স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥
দিবিভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

যোগ. বা.

যাহাতে এই সব, যাহা হইতে এই সব, যিনি এই সব, আর অগ্রে পশ্চাতে অধে ঊর্দ্ধে বামে দক্ষিণে সর্ব্বদিকে যিনি; আর যিনি সর্ব্বময়, যিনি নিত্য, সেই সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার।

যাঁহা হইতে সমুদায় ভূত আবির্ভূত হয়, বর্ত্তমানে যাঁহাতে স্থিতি লাভ করে, প্রলয়ে যাঁহাতে উপশম প্রাপ্ত হয়—লয় হয়, সেই সত্যস্বরূপ আত্মাকে নমস্কার।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্ ।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, কর্ত্তা, হেতু, ক্রিয়া এই সকল ব্যবহারিক তত্ত্ব যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে নমস্কার।

যাঁহা হইতে আনন্দকণা আকাশে, অবনিতলে স্ফুরিত হইতেছে; যাঁহার আনন্দকণা সকলের জীবন, সেই ব্রহ্মানন্দস্বরূপ আত্মাকে নমস্কার।

স্বর্গে পৃথিবীতে আবার অন্তরীক্ষে; আমার অন্তরে তোমার অন্তরে সকলের অন্তরে বাহিরে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, সেই সর্ব্বাবভাসক সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার।

সদ্‌গুরুই আনন্দব্রহ্ম। আমি খণ্ডচৈতন্য—আমি জীব—আমি সেই অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড চৈতন্য, অখণ্ড সত্যকে নমস্কার করি। তুমি পরম সুখদাতা। তুমি কেবল। কেবল জ্ঞানানন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই। জ্ঞানমূর্ত্তি তুমি—সুষুপ্তির অজ্ঞানানন্দ তুমি নও—তুমি সজ্ঞানানন্দ। শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব তোমাতে নাই। তুমি গগনসদৃশ সীমাশূন্য স্তিমিতগম্ভীর। শ্রুতি তত্ত্বমসি বাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করেন। তুমি এক—**একমেবাদ্বিতীয়ং** তুমি। স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবর্জ্জিত বলিয়াই তুমি আপনি আপনি। নিত্যবস্তু তুমিই, আর সমস্তই অনিত্য। তুমি নিতান্ত নির্ম্মল—অজ্ঞান মল তোমাতে নাই। সর্ব্বপ্রকার চলন—বর্জ্জিত তুমি। তুমি সর্ব্বদা অন্তরের বাহিরের সকল কার্য্যের, সকল চেষ্টার দ্রষ্টা—সকল বুদ্ধির সাক্ষী তুমি। তুমি শান্ত হইতে মধুরাদি সকল ভাবের

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তুম্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাঽসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

অতীত। তুমি সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের অতীত। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যংপরং ধীমহি" তুমি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া, আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত। এই সৎগুরু তুমি। তোমাকে নমস্কার।

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, বায়ু অনুপম স্তব দ্বারা যাঁহাকে অপার গৌরবে গৌরবান্বিত বলেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদে যাঁহাকে গান করেন; যোগিগণ ধ্যানমগ্ন হইয়া তদ্গতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন; দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরম দেবতাকে নমস্কার।

প্রার্থনা।

ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা
ঝম্য ঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তীশব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ
শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তাসবানাং যম মহিষ মহা
শৃঙ্গমাদায় পাণৌ
পায়াদ্‌বো বন্দ্যমানঃ প্রলয় মুদিতয়া
ভৈরবঃ কালরাত্র্যা ॥

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৮১।১০২

অবিনয়পমনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভুতদয়াং বিস্তারয়ং তারয় সংসারসাগরতঃ ॥

১। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিষধর ভুজঙ্গ সকল গ্রাসকারিণী যে ভগবতী কালরাত্রিরূপিণী ময়ুরী, মস্তক গরুড়পক্ষনির্ম্মিত শিখায় বিভূষিত করেন, যিনি গলদেশে মুণ্ডমালাধারিণী, যিনি হস্তে রক্ত ও মদপূর্ণ যম—মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়া ডিমি ডিমি পচ পচ ঝম্য ঝম্য ইত্যাকার পদশব্দে নৃত্য করেন, আর ঐ নৃত্যকালে সেই কালভৈরবের দিকে মধ্যে মধ্যে কটাক্ষ করেন, সেই প্রলয় আনন্দমগ্না কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান কালভৈরব তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। হে ব্যাপনশীল নারায়ণ! তুমি আমাদের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দূর কর, আমাদের এই অসম্বদ্ধ প্রলাপকারী মনকে দমন কর, আমাদের বিষয়মৃগতৃষ্ণা শান্ত কর; ভূতের প্রতি দয়া বিস্তার করাও এবং এই সংসার-সাগর হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

নিত্য স্বাধ্যায়ে প্রার্থনা ।

ওঁ অঙ্গানি চ ম আপ্যায়ন্তাং বাক্ চ ম আপ্যায়তাং
প্রাণশ্চ ম আপ্যায়তাং চক্ষুশ্চ ম আপ্যায়তাং
শ্রোত্রঞ্চ ম আপ্যায়তাং যশোবলঞ্চ আপ্যায়তাম্ ।
ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু ॥
মেধাং দেবী সরস্বতী ॥
মেধাং মে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥

১। মে মমাঙ্গানি শরীরাবয়বো আপ্যায়ন্তাং স্ফীতা ভবন্তু। ন কেবলমেবং ভবতু এতদপি ভবত্বিতি বাক্যার্থঃ। বাক্ বচন কারণমিন্দ্রিয়ং মুখমিতি যাবৎ। প্রাণঃ প্রাণবায়ুঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রে প্রসিদ্ধে যশোবলমিতি চ দ্বয়ং প্রসিদ্ধমেব চ মে আপ্যায়তামিতি সর্ব্বত্র তুল্যার্থঃ বাক্যার্থোঽপি ব্যক্ত এব॥

২। মে মম মেধাং বুদ্ধিং সবিতা দেব আদধাতু অর্পয়তু। তথা সরস্বতী দেবী মেধাং মে আদধাত্বিতি অতীতেনৈব সম্বধ্যতে। অশ্বিনৌ দেবৌ অশ্বিনীকুমারৌ মে মম মেধামাধত্তাং। কিন্তূতৌ পুষ্করস্রজৌ পদ্মমাল্যধরৌ সবিত্রাদয়ো দেবা মেধাং মে জনয়ন্ত্বিতি অগ্রাবেব প্রার্থনা বাক্যার্থঃ।

নিত্য স্বাধ্যায়ঃ

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

অথ সামবেদীয় শান্তিপাঠঃ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণংমেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁ॥

অথ ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠঃ

বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনে-

---

১। আমার অঙ্গ সকল আপ্যায়িত হউক। বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্তিলাভ করুক। সমস্ত উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে উপেক্ষা না করি। ব্রহ্মও আমাকে উপেক্ষা করিয়া যেন দূরে না থাকেন। তাঁহার নিকট আমার ও আমার নিকট তাঁহার নিয়ত অপ্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকুক। আত্মাতে চিত্ত রমণ করিলে উপনিষদ্ প্রদর্শিত যে ধর্ম্মলাভ হয়, সেই ধর্ম্মগুলি আমাতে প্রস্ফুটিত হউক। আমাতে প্রস্ফুটিত হউক। বেদ অধ্যয়নের ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক।

নাধীতে নাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি॥ সত্যং বদিষ্যামি॥ তন্মামবতু॥ তদ্বক্তারমবত্ববতুমামবতুবক্তারম-বতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁ॥

অথ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু॥ সহ নৌ ভুনক্তু॥ সহ বীর্য্যং করবাবহৈ॥
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

২। হে আবিঃ হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম চৈতন্য! (বাক্য মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে যখন হৃদয়ে তুমি আইস না তখন) আমার বাক্য যেন মনে ও মন যেন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তুমি আবির্ভূত হও। হে বাক্য! হে মন! হে বাগ্দেবি! হে হিরণ্যগর্ভ! তোমরা আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার শ্রুতগ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন কখনও আমাকে ত্যাগ না করেন। আমি অহোরাত্রকে বিস্মরণরহিত অধীত গ্রন্থের আলোচনাতে নিযুক্ত রাখিব। বেদ এইরূপে অধীত হইলে তবে আমি ঋতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব। মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে বোধশক্তি দিয়া রক্ষা কর। (আবার বলি) হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে! আমাকে রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে রক্ষা কর। বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত জনের ত্রিবিধ দুঃখ শান্তি হউক।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে—শিষ্য ও আচার্য্যকে আসুরী সম্পদ্ হইতে রক্ষা কর। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে—শিষ্য ও আচার্য্যকে আপনার অভেদানন্দ ভোগ করাও। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাকে

অথ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরি ওঁ।

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ॥ শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ॥ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥ নমো ব্রহ্মণে॥ নমস্তে বায়ো॥

নিদিধ্যাসন—ধ্যানসমাধির সামর্থ্য প্রদান কর। আমার অধীত ব্রহ্মবিদ্যা, অবিদ্যারূপ অপরাবিদ্যার দূরীকরণপূর্ব্বক (**অন্যাবচো বিমুঞ্চথ** ইতি শ্রুতিঃ) উজ্জ্বল হউক। আমাদের মধ্যে—আচার্য্য ও শিষ্য মধ্যে যেন বিদ্বেষ না থাকে। ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

ভাষ্যং—একং সাবধিপূর্ণং, তদাপেক্ষিকং, যথা নদীহ্রদাৎ তড়াগঃ পূর্ণঃ তড়াগাৎ সমুদ্রঃ। তথা ইদং মূর্ত্তং পূর্ণং, তদপেক্ষয়া অদঃ অমূর্ত্তং পূর্ণং, তস্মাদপি পূর্ণমুদঞ্চ্যতে উৎকর্ষং প্রাপ্নোতি। তৎ পূর্ণস্য পূর্ণং পূর্ণত্বং আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মেলনেন একীভাবং প্রাপ্য পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তদেব পূর্ণাৎপূর্ণং, অতিশয়ং পূর্ণমিত্যর্থঃ।

অমূর্ত্ত ব্রহ্ম (অদং) সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া পূর্ণ। এই মূর্ত্ত জগৎ (ইদং) ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বলিয়া পূর্ণ। মূর্ত্ত পূর্ণ হইতে অমূর্ত্ত পূর্ণেরই উৎকর্ষ। কারণ জগৎটা সাবধি পূর্ণ (আপেক্ষিক পূর্ণ) ব্রহ্ম নিরবধি পূর্ণ। পূর্ণত্ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। এই জন্য ব্রহ্ম, পূর্ণ হইতেও পূর্ণ, অতিশয় পূর্ণ। তুমি ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি করিয়া শান্তিময় হইয়া বিরাজিত হও।

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥
ऋतं वदिष्यामि ॥ सत्यं वदिष्यामि ॥
तन्मामवतु ॥ तद्वक्तारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥
ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ओं ॥

অথাথর্ব্ববেদীয় শান্তিপাঠঃ

ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ॥ भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳ स स्तनूभिः ॥ * व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः ॥
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ओं ॥

মিত্র দেব (চন্দ্র) আমাদের কল্যাণকর হউন, দেব বরুণ, অর্য্যমা, (সূর্য্য) ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকর হউন। ব্রহ্মকে প্রণাম, হে বায়ো ! তোমাকে প্রণাম, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব আমি (মনে মনে) ঋত (মানস সত্য) বলিব, আমি বাক্যে সত্য বলিব। তাহা (ঋত ও সত্য) আমাকে রক্ষা করুন, তাহা বক্তাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। বেদাধ্যয়নের ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক।

হে দেবগণ ! [যজ্ঞেব্রতী হইয়া] আমরা যেন কর্ণে ভদ্রশব্দ (শুভশব্দ) শ্রবণ করি। যজ্ঞে ব্রতী হইয়া আমরা যেন চক্ষে ভদ্ররূপ (শুভরূপ) দর্শন করি ! নিশ্চল দেহ রাখিয়া যেন আমরা তোমাদের স্তব করি, করিয়া

* বেদে র শ ষ স হ এই কয়েকটি বর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে তাহার আকার ꣳ এই রূপ হয়। "স" এর পূর্ব্বে "বাং" এর অনুস্বার আছে সেই জন্য ꣳ এইরূপ হইয়াছে।

ओं तत् सत् ॥ हरिः ओं ॥ ऋग्वेद संहिता ।२।३।२१ ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः ।

य स्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदु स्त इमे समासते ॥

দেববাঞ্ছিত আয়ু প্রাপ্ত হই। যিনি বৃদ্ধ (ব্যাপক), শ্রুতিসম্পন্ন ইন্দ্র, যিনি সর্ব্বজন স্তবনীয় তিনি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। সর্ব্বজ্ঞ পূষা (সূর্য্য) আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। মঙ্গলময় তার্ক্ষ্য—অপ্রতিহতাস্ত্র গরুড়, আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। বৃহস্পতি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক।

শাস্ত্র যাঁহাকে পরমপদ বলেন—পরব্রহ্ম বলেন তাঁহার দ্বারা এই সূক্ষ্ম আকাশও ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। এই জন্য ইনি অতি সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই ইঁহাকে পরম ব্যোম বলা হয়। পরমব্যোম ক্ষরণরহিত, ব্যয়রহিত, এই জন্য ইনি অক্ষর। ইহাঁরই আত্মমায়া যখন ইঁহাকে আচ্ছাদন করেন তখন ইনিই শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবীরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। ইনিই অনন্ত বাক্‌সন্দর্ভ দ্বারা সহস্রাক্ষরা। ইহাঁরই ছন্দোবদ্ধ যে স্পন্দন তাহাই হইতেছে ঋক্। ঋক্‌গুলি ছন্দ বিশিষ্ট শব্দ। এই ছন্দ বিশিষ্ট সাধুশব্দই বেদের মন্ত্র। বেদের মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দ বিশ্লেষ করিলে কতকগুলি বর্ণ পাওয়া যায়। বর্ণজ্ঞানশাস্ত্র হইতে শব্দের জ্ঞানলাভ হয়। শব্দজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয়"যত্র চ ব্রহ্মবর্ত্ততে।" শব্দজ্ঞান হইতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেন বর্ণজ্ঞানং বাগ্বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে। সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্ সমাম্নায়ঃ; পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ। "চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্‌সমাম্নায়ই বেদ"। এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায় তাহা মায়াচ্ছাদিত

ॐ तत् सत् ॥ हरिः ॐ ॥ बृहदारण्यक ।३।८।

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गि ! दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतञ्च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते आकाश एव तदोतञ्च प्रोतञ्चेति।

পরম ব্যোমের একদেশ মাত্র। এই জন্য বিশ্বকে ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বলা হয়। "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্ন মত প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মও সৃষ্টি মত প্রকাশ পান। রজ্জু যেমন অজ্ঞান দ্বারা সর্প মত ভাসে ব্রহ্মও সেইরূপ মায়া দ্বারা বিশ্বরূপে ভাসেন। বিবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে এই শব্দব্রহ্মাত্মিকা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবীই দেবতারূপে বিবর্ত্তিতা হয়েন। পরম ব্যোমের ত্রিপাদ অমৃত, অক্ষর হইয়া অবস্থিত। ইঁহার একপাদ মাত্র মায়াতে আচ্ছাদিত হইয়া বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। পরমাণুই বল, প্রকৃতিই বল বা মায়াই বল ইহা শক্তিমাত্র অথবা ইহা এই শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী। যেখানে শক্তির স্পন্দন সেখানে শব্দ থাকিবেই। শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি। শক্তির সুপ্তাবস্থা যাহা তাহাই সাম্যাবস্থা বা মায়া। শক্তির স্পন্দনাবস্থা বা অভিব্যক্তি অবস্থা যাহা তাহাই প্রকৃতি। প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিদৃশ্যমানা।

শব্দ যেখানে লয় হয় তাহাই পরমব্যোম। বিবিধ শব্দজাত উপশান্ত হইলে যে শব্দ সামান্য অবশিষ্ট থাকেন তাহাই পরমব্যোম। "কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি" ইহার উত্তর যাহা তাহাই পরমব্যোম। ঋগাদি বেদ প্রতিপাদ্য শব্দ সামান্য স্বরূপ যে পরমব্যোমে, বেদস্তুত নিখিল দেবতা অধিনিষন্ন সেই পরমব্যোমকে যে জানে না ঋগাদি মন্ত্রে তাহার কি করিবে? যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই মোক্ষলাভ করেন।

कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ? ॥ ৭ ॥

स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमस्पर्शमगन्धमरसमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखमनामगोत्रमजरममरमभयममृतमरजमशब्दमविवृतमसंवृतमपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यं न तदश्नोति किञ्चन न तदश्नोति कश्चन ॥ ৮ ॥

ভাষ্যং—জনকসভায়াং যাজ্ঞবল্ক্যেন সহ বিবদমানেষু ব্রাহ্মণেষু গর্গকন্যা বাচক্নবী তয়া পৃষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্যাঃ প্রশ্নং অনুবদতি স্ম। স হোবাচেতি। স যাজ্ঞবল্ক্যঃ, হ ইতি নিশ্চিতা গার্গীং প্রত্যুবাচ। ভো গার্গি! ত্বয়ৈতৎপৃষ্টম্। তৎ কি ? দিবো যদূর্দ্ধং স্বর্গাদপ্যুচ্চং, তথা পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ যৎ অর্ব্বাক্ অধো বর্ত্ততে, তথা যদন্তরা যন্মধ্যে ইমে দৃশ্যমানে দ্যাবাপৃথিবী, তথা যদ্ভূতং অতিক্রান্তং ভবৎ বর্ত্তমানং ভবিষ্যৎ আগামি পদার্থমিত্যাচক্ষতে তৎ কস্মিন্নোতং প্রোতং চেতি ত্বয়া পৃষ্টে সতি ময়োত্তরিতং তদাকাশ এব ওতং চ প্রোতং চেতি। পুনঃ ত্বয়া পৃষ্টং কস্মিন্ বা আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। তত্রোত্তরং শ্রূয়তামিত্যাহ সহোবাচেতি। ভো গার্গি! ত্বয়া এতদ্বৈ পৃষ্টম্। তর্হি ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মজ্ঞাঃ পুরুষাঃ এতদক্ষরং অবিনাশি ব্রহ্ম অভিবদন্তি, তস্মিন্নক্ষরে ব্রহ্মণি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শেষঃ। তত্র কিম্ভূতমক্ষরমিতি যদি পৃচ্ছসে তর্হি শ্রূয়তামিত্যাহ অস্থূলমিতি, স্থূলাদি চতুর্ব্বিধ পরিণামাতীতম্। জাত্যভিপ্রায়েণ চতুর্ব্বিধত্বনির্দ্দেশঃ। অলোহিতমিতি, লোহিতাদিবর্ণাতীতম্। তথা অস্নেহং স্নেহশ্চিক্কণতাগুণঃ তৎরহিতম্। অচ্ছায়ং অমূর্ত্তম্। অতমঃ, তমোভাবরূপং

অজ্ঞানমায়াখ্যং ততোঽপ্যতীতম্। অবায়ুনাকাশং, তাভ্যামতীতম্। অসঙ্গমসম্মিলিতম্। অস্পর্শং, স্পর্শরহিতম্। তথা অচক্ষুষ্কমিত্যাদিতঃ ইন্দ্রিয়রহিতম্। অথ তদ্গতং অধিদৈবতরূপং তেজো ন ভবতীত্য তেজস্কম্। তর্হি ইন্দ্রিয়চালকঃ প্রাণো ভবিষ্যতীতি চেৎ তদপি নিষেধয়তি অপ্রাণমিতি। অমুখং মুখরহিতম্। নামগোত্ররহিতং চ। অজরং জরাতীতং চ অমরণস্বভাবম্। দ্বিতীয়াভাবাৎ অভয়ম্। অমৃতং নিত্যমুক্তস্বভাবম্। অরজং গুণাতীতং লোকাতীতং চ। অশব্দং শব্দাগোচরম্। অবিবর্ত্তং বিবর্ত্তবর্জ্জিতম্। অসংবৃতমবচ্ছেদরহিতম্। অপূর্ব্বং, ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎপূর্ব্বং যস্মাৎ। অনপরং, ন বিদ্যতে অপরং যস্মাৎ। অনন্তরং, ন বিদ্যতে অন্তরং অভ্যন্তরং যস্য। অবাহ্যং, ন বিদ্যতে বাহ্যাবরণং যস্য। এবংবিধং যৎ তৎ কঞ্চন কমপি ন অশ্নোতি নাঙ্গীকুরুতে, অসঙ্গোদাসীনত্বাৎ। তথা কশ্চন তন্নাশ্নোতি ব্যাপ্নোতি, অগ্রাহ্যত্বাৎ।

জনক সভাতে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে গর্গকন্যা বাচক্নবী যাজ্ঞবল্ক্যকে যে প্রশ্ন করেন যাজ্ঞবল্ক্য সেই প্রশ্নটি বলিতেছেন। সেই যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চয় করিয়া গার্গীকে উত্তর দিতেছেন। অরে গার্গি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা ত এই; যাহা স্বর্গ হইতেও উপরে, যাহা পৃথিবীরও অধোদেশে, আর যন্মধ্যে এই দৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী, আর যাহা গত হইয়া গিয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে, যাহা আগামি—এই সমস্ত পদার্থ কাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে? তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতেছি আকাশই সমস্ত পদার্থকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছে। তুমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ কস্মিন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি? আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত? তাহার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। ভো গার্গি! ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষেরা ইঁহাকেই অবিনাশী ব্রহ্ম বলেন। সেই অক্ষরে সেই ব্রহ্মে আকাশ

ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ। বৃহদারণ্যকে।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং
যঃ পৃথিবীমন্তরো যমযত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥১॥

ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। এই অক্ষর কিরূপ যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি ইনি অস্থূল, স্থূলাদি চতুর্ব্বিধ পরিণাম ইঁহার নাই। ইনি অলোহিত-লোহিতাদি বর্ণাতীত। ইনি অস্নেহ, চিক্কণতাদি গুণরহিত। ইনি অচ্ছায়—ইনি মূর্ত্তি রহিত। ইনি অতম তমোভাবটি হইতেছে অজ্ঞান, মায়া; ইনি অজ্ঞান মায়ার অতীত। ইনি অবায়ু, অনাকাশ, বায়ু এবং আকাশেরও অতীত। ইনি অসঙ্গ, অসম্মিলিত। ইনি অস্পর্শ, স্পর্শরহিত। ইনি অচক্ষুষ্ক ইত্যাদি অর্থাৎ ইনি ইন্দ্রিয় রহিত। আবার ইনি ইন্দ্রিয়াদি-গত অধিদৈবতরূপ তেজও নহেন এজন্য অতেজস্ক। তবে কি তিনি ইন্দ্রিয় চালক প্রাণ? না ইনি অপ্রাণ; অমুখ, মুখরহিত এবং নাম গোত্র রহিত। ইনি অজর, জরাতীত, অমরণ স্বভাব। ইঁহা হইতে দ্বিতীয় কেহ নাই বলিয়া ইনি অভয়। ইনি অমৃত, নিত্যমুক্তস্বভাব। ইনি অরজ, গুণাতীত এবং লোকাতীত। ইনি অশব্দ, শব্দের অগোচর। ইনি অবিবর্ত্ত, বিবর্ত্তবর্জ্জিত। ইনি অসংবৃত, অবচ্ছেদ রহিত। ইনি অপূর্ব্ব, যাঁর পূর্ব্বে আর কিছুই নাই। ইনি অনপর, যাঁহা হইতে অপর আর কিছুই নাই। ইনি অনন্তর, ইঁহার ভিতর বলিয়া কিছুই নাই। ইনি অবাহ্য, ইঁহার বহিরাবরণ কিছুই নাই। এই প্রকার যিনি তাঁহাকে কেহই অঙ্গীকার করে না—অসঙ্গ উদাসীন বলিয়াই কেহ অঙ্গীকার করে না। আর কিছুই তাঁহাকে ব্যাপিয়াও নাই—কারণ তিনি অগ্রাহ্য।

योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरो
यमापो न विदु र्यस्यापः शरीरं
योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥२॥
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो
यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरं
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥३॥
योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो
यमन्तरिक्षं न वेद यस्यान्तरिक्षं शरीरं
योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥४॥
यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरो
यं वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरं
यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥५॥

১। যিনি পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবেই থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, যাঁহাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও জানেন না, যাঁহার পৃথিবী শরীর, যিনি পৃথিবী দেবতাকে প্রেরণা করেন এই তোমার এবং সকলের আত্মা, ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্বসংসার- ধর্ম্মবর্জ্জিত অবিনাশী আত্মা।

২-৫। যিনি জলরাশিতে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও ইহাদের হইতে পৃথক্; জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু ইত্যাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যাঁহাকে জানেন না, যাঁহার এই গুলি শরীর, যিনি ইহাদিগকেও ইহাদের দেবতাকে প্রেরণা করেন, ইনিই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।

यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो
यं द्यौर्न वेद यस्य द्यौः शरीरं
यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥६॥
य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो
यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं
य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥७॥
यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो
यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरं
यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥८॥
यश्चन्द्रतारके तिष्ठंश्चन्द्रतारकादन्तरो
यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरं
यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥९॥
य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो
यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं
य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१०॥

যিনি স্বর্গে, সূর্য্যে, দিক্ সকলে, চন্দ্রতরকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে অবস্থান করিয়াও এ সমস্ত হইতে পৃথক্, যাঁহাকে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জানেন না, যাঁহার দ্যুলোক, আদিত্যমণ্ডল, দিক্সকল, চন্দ্র-তারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ এই সমস্ত শরীর, যিনি ইঁহাদের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করেন তিনি আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।

এই পর্য্যন্ত দেবতার অন্তর্যামীর কথা বলা হইল।

य स्तमसि तिष्ठꣳ स्तमसोऽन्तरो
यं तमो न वेद यस्यतमः शरीर
य स्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥११॥
य स्तेजसि तिष्ठꣳ स्तेजसोऽन्तरो
यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं
य स्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१२॥
इत्यधि दैवतम्।

अथाधिभूतम् ॥

यः सर्व्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्व्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो
यꣳ सर्व्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्व्वाणि भूतानि शरीरं
यः सर्व्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१३॥
इत्यधिभूतम् ॥

अथाध्यात्मम् ॥

यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरो
यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं
यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१४॥

এক্ষণে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূত সকলের অন্তর্যামীর কথা।

যিনি সমস্ত ভূতে রহিয়াও সমস্ত ভূত হইতে পৃথক্, যাঁহাকে ভূত সকল জানেন না, সকল ভূত যাঁহার শরীর, যিনি সকল ভূতের ভিতর থাকিয়া প্রেরণা করিতেছেন তিনি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

এই পর্য্যন্ত অধিভূতের কথা।

যিনি প্রাণে, যিনি বাক্যে, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করিয়াও প্রাণ হইতে,

यो वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरो
यं वाङ् न वेद यस्य वाक् शरीरं
यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१५॥
यश्चक्षुषि तिष्ठंश्चक्षुषोऽन्तरो
यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं
यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१६॥
यः श्रोत्रे तिष्ठञ्छ्रोत्रादन्तरो
यँ श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रँ शरीरं
य श्रोत्रमन्तरो यमवत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१७॥
यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो
यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं
यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१८॥
यस्त्वचि तिष्ठँस्त्वचोऽन्तरो
यं त्वङ् न वेद यस्य त्वक् शरीरं
यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१९॥
यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो
यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानँ शरीरं
यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥२०॥

বাক্য হইতে, চক্ষু হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে প্রাণ, বাক্য, চক্ষু জানেন না যাঁহার প্রাণ, বাক্য, চক্ষু, শরীর, যিনি ইঁহাদের অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন, এই সেই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো
যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং
যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥২১॥
অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥২২॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণং বৃহদারণ্যকে তৃতীয়োঽধ্যায়ে।

যিনি কর্ণে, যিনি মনে, যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে, যিনি বুদ্ধিতে, যিনি বীর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়াও, শ্রবণেন্দ্রিয়, মন, ত্বগিন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বীর্য্য হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে এই সকলের কেহই জানে না, যিনি উহাদের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করেন এই সেই আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।

পৃথিবী-দেবতাদি কেন সেই আত্মস্থ অন্তর্যামী পুরুষকে জানেন না? কারণ এই অন্তর্যামী, সর্ব্বপদার্থের দ্রষ্টা কিন্তু অসঙ্গ স্বভাব বলিয়া নিজে স্বভাবতঃ কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না, তিনি সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না; তিনি সকল বিষয়ের মনন করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ মনন, চিন্তা-তর্ক দ্বারা তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতে পারে না; তিনি সমস্ত জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। কেন না এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বা বিজ্ঞাতা নাই। যখন কেহই আর তাঁহাকে জানিতে পারে না তখন অন্তর্যামী আর কাহারও দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত হন না। হে উদ্দালক তোমার আমার

ओं तत् सत् ॥ हरिः ओं ॥ अध्यात्मोपनिषत् ॥

हरि ओमन्तः शरीरे निहितोगुहायामज एको नित्यमस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवीमन्तरे सञ्चरन् यं पृथिवी न वेद ॥

यस्याऽऽपः शरीरं यो अपोऽन्तरे सञ्चरन् यमापोनविदुः॥

यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरे सञ्चरन् यं तेजो न वेद ॥

यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे सञ्चरन् यं वायुर्न वेद ॥

यस्याऽऽकाशः शरीरं य आकाश मन्तरे सञ्चरन् यमाकाशा न वेद ॥

यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरं सञ्चरन् यं मनो न वेद ॥

यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे सञ्चरन् यं बुद्धिर्न वेद ॥

यस्याऽहङ्कार शरीरं योऽहङ्कारमन्तरे सञ्चरन् यमहङ्कारो न वेद

यस्य चित्तं शरीरं यश्चित्तमन्तरे सञ्चरन् यं चित्तं न वेद ॥

यस्याऽव्यक्तं शरीरं योऽव्यक्तमन्तरे सञ्चरन् यमव्यक्तं न वेद ॥

यस्याऽक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन् यमक्षरं न वेद ॥

यस्य मृत्युः शरीरं यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन् यं मृत्युर्न वेद ॥

स एष सर्व्वभूताऽन्तराऽऽत्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ॥

ও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূত সকলের অন্তর্যামী এই কথিত পুরুষই অমৃত-নিত্য-অবিনাশী। এতদ্ভিন্ন আর যাহা আছে তাহাই আর্ত্ত, নশ্বর। এই কথা শুনিয়া অরুণ তনয় উদ্দালক বিরত হইলেন।

অহং মমেতি যো ভাবো দেহাঽঽদাবনাত্মনি।
অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা ব্রহ্মনিষ্ঠয়া॥
জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধি তদ্বৃত্তিসাক্ষিনম্।
সোঽহমিত্যেব তদ্বৃত্ত্যা স্বাঽন্যত্রাঽঽত্মমতিং ত্যজেৎ॥
লোকাঽনুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহাঽনুবর্ত্তনম্।
শাস্ত্রাঽনুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাঽধ্যাসাঽপনয়ং কুরু॥
স্বাঽঽত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
যুক্ত্যা শ্রুত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্ব্বাঽঽত্ম্যমাত্মনঃ॥

ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ॥ শ্বেতাশ্বতর।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ॥ মাণ্ডুক্য:

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১॥

যে দ্যুতিশীল ক্রীড়াশীল পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জল সমূহে, যিনি ত্রিভুবনে প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ওঁ এই অভিধানাত্মক অক্ষর, ক্ষরণরহিত, বিনাশ বা ব্যয় রহিত পরমপদ স্বরূপ পরমব্যোমই এই সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু পরিপূরিত এই জগৎ। এই পরমপদ ওঁকারের সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই সমস্ত ওঁকারই। এবং অন্য যাহা ত্রিকালাতীত তাহাও ওঁকারই।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

[পরমপদ ওঁকার ত্রিপাদে সদা শান্ত, চলনরহিত পরিপূর্ণ। একপাদ মাত্র মায়াতে যাতায়াত করেন। সেই অবিনাপাদে এই জগৎ ভাসে। নীল আকাশে মেঘ ভাসিয়া নীল আকাশকে যেমন খণ্ডমত করে সেইরূপ পরিপূর্ণ পরমপদের একদেশে মায়া ভাসিয়া পূর্ণকে যেন খণ্ডমত করে এবং সেই খণ্ডমত ব্রহ্মকে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত করে। এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ দেখা যাইতেছে তাহা ওঁকারেরই বিবর্ত্ত। ওঁকারই সর্ব্বদা আছেন। মায়া দ্বারা তিনিই জগৎরূপে ভাসিয়াছেন; রজ্জু রজ্জুই আছে কিন্তু অজ্ঞান আবরণে রজ্জুই যেমন সর্পরূপে ভাসে সেইরূপ। মানুষ অজ্ঞানে রজ্জুকে সর্পরূপে দেখে। কিন্তু ব্রহ্মরজ্জু আপনাতে মায়া উঠিলে আপনাকেই জগৎরূপসর্প দেখেন। পূর্ণ পূর্ণ থাকিয়াও আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন আপনাকে জগৎ মত হইতে দেখেন। শুধু এই বর্ত্তমান জগৎ-রূপেই যে দেখেন তাহা নহে কিন্তু যত যত জগৎ হইয়া গিয়াছে এবং যত যত জগৎ হইবে সমস্তকেই ঐ ভাবে দেখেন। তাই বলা হইল ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা কিছু ছিল, হইবে, হইতেছে তাহাই ওঁকারেরই বিবর্ত্ত মাত্র। যাহা কালত্রয়বর্ত্তী তাহা ওঁকারই। আবার যাহা ত্রিকালাতীত, মহাপ্রলয়ে সমস্ত লয় হইয়া গেলে যে সাম্যাবস্থারূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতি কালত্রয়ে পরিচ্ছেদ যোগ্য থাকেন না, অর্থাৎ জগৎরূপ কার্য্যের কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি প্রভৃতিও ওঁকার হইতে অতিরিক্ত নহেন।

স্মরণ রাখ

(১) পরমপদ, পরমব্যোম স্বরূপ ওঁকারকে জানিলেই অদ্বৈত বোধ হইবে।

(২) অদ্বৈত বিবর্ত্তিত হইয়া যখন দ্বৈতরূপে ভাসেন, সেই দ্বৈত যে মিথ্যা ইহা জানিলেই দ্বৈতের উপশমে অদ্বৈত ভাবে স্থিতি হইবে।

ব্রহ্ম চিদচিৎরূপে বিবর্ত্তিত বলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম। হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি বলিতেছেন সর্ব্বহৃদিস্থিত এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ, চারিটি অংশযুক্ত। সোঽয়মাত্মা ওঁকারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ষাপণ বৎ—ন গৌরিবেতি। ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ। তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ। সৃষ্টি পূর্ব্বে যিনি আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত তিনি পরব্রহ্ম। সৃষ্টির পরে আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও যিনি সমষ্টি ভাবে বিশ্বকে ভিতরে বাহিরে পরিবেষ্টিত করিয়া আছেন, সৃষ্টির বিপর্য্যয়ে আবার যিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতার এবং ব্যষ্টি জগতে যিনি জীবে জীবে আত্মা, এই বিশ্বরূপ, অবতার ও আত্মা উপাধিযুক্ত হইয়াই ইনি অপর ব্রহ্ম। এই পরাপর ব্রহ্মই ওঁকার। ইনি চতুষ্পাদ্। পাদ শব্দটি আরোপে ব্যবহৃত হয়। কারণ সূক্ষ্ম আকাশকেই যখন খণ্ড করা যায় না, তখন আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যে ব্রহ্ম তাঁহার অংশ হইতেই পারে না। তবে অন্যকে বুঝাইবার জন্য পাদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গবাদি পশুর যেমন চারি পাদ সে ভাবে চতুষ্পাদ বলা হইতেছে না। কিন্তু ষোল পণ কড়িতে কাহন হয়—সেই ষোড়শ পণকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে যে চারি চারি পণ হয়, তাহার এক এক অংশকে পাদ বলা হয়। ঐ "পাদ" কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। উহার ব্যবহারটা, গণনা করিবার সুবিধার জন্য কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র। বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় অথবা বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বরও সর্ব্বসাক্ষী—আত্মার এই চতুষ্পাদ্। "পদ্যতে যেন" 'পাওয়া যায় যাহা দ্বারা' তাহাই পাদ এইরূপ করণ অর্থে যখন পাদ শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন পাদকে পাইবার

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

যে সাধনা তাহাই বুঝায়। কিন্তু তুরীয় পাদকে কোন সাধনা দ্বারা পাওয়া যায় না; সকল সাধনার শেষ ফল তুরীয়ে স্থিতি। এই হেতু "পদ্যতে যেন" এই অর্থ করিলে তুরীয় পাদ আর বলা যায় না। পদ্যতে যঃ স পাদঃ—যাহা পাওয়া যায় তাহাই পাদ এই অর্থ করিলে শুধু তুরীয় পাদটিই বুঝায়। কারণ প্রাপ্তির বস্তু এই তুরীয় ব্রহ্ম। বিশ্ব তৈজসাদি যাহা তাহা জ্ঞানের সাধন—ইঁহারা জ্ঞেয় নহেন। পাদ শব্দের এক অর্থে বিশ্বাদি বুঝায়, অন্য অর্থে তুরীয় বুঝায়। বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ অথবা অ উ ম ইহাদিগকে লয় করিলে তবে তুরীয় পাদে স্থিতি লাভ হয়।

আত্মার প্রথম পাদ যিনি তাঁহার জাগ্রদাবস্থাই ভোগক্ষেত্র তিনি জাগ্রদাভিমানী, তিনি বাহ্যবিষয়ে অনুভূতিমান্, সপ্তাবয়ব, ঊনবিংশ মুখ (উপলব্ধি দ্বার) বিশিষ্ট, স্থূল বিষয়ভোজী বৈশ্বানর। জীব নিজের মধ্যে যে চৈতন্যের অনুভব করে, যিনি থাকাতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি দর্শন শ্রবণাদি কর্ম্ম করে সেই চেতন পুরুষের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। ইনি আত্মা। যেমন সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ নাই, সেইরূপ জড় দেহ না ধরিলে আত্মা প্রকাশ হইবেন কাহাতে? পরমপদই পরমব্যোম। পরম পদের তিন পাদ স্ব স্বরূপে অবস্থিত। এক পাদে মাত্র মায়া ভাসেন। মায়াজড়িত এই আত্মাই আত্মমায়া দ্বারা জগৎ রচনা যেন করেন। মায়া রচিত এই জগতের ক্রমে

তিনটি অবস্থা হয়।* প্রথম অবস্থায় এই জগৎ অব্যক্ত কারণরূপে থাকে, দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা সূক্ষ্ম সঙ্কল্প রূপে থাকে তৃতীয় অবস্থায় ইহা স্থূল বিশ্বরূপে প্রকাশ পায়। স্থূল বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইলে যিনি বিশ্বকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপিয়া থাকেন, তিনিই বৈশ্বানর আত্মা। বিরাট বিশ্বকে সমষ্টিভাবে ভাবনা যিনি করেন, সেই সমষ্টি অভিমানী আত্মাই বিরাট পুরুষ। যাহাতে বিবিধ বস্তু বিরাজ করে তিনিই বিরাট। "বিবিধানি রাজন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্"। বিবিধ বস্তুর সমষ্টিই মায়া। আবার বিবিধ বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ সত্তাতে যিনি বিরাজ করেন, তিনি ব্যষ্টি-চৈতন্য, জীব-চৈতন্য। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপরসাদির যে অনুভব তাহাই জাগরণ। স্থান অর্থ অভিমানের বিষয়। রূপরসাদির অনুভব রূপ জাগরণ অবস্থা হইতেছে অভিমানের বিষয় যাঁহার তিনিই জাগরিত স্থান। ইনি বহিঃ প্রজ্ঞ। আত্মার আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয় সেই বিষয়কে যিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন তিনিই বহিঃ-প্রজ্ঞ। জাগ্রদভিমানী আত্মা আপন মায়া প্রভাবে ঘটপট অবটাদি বাহ্য বিষয়কে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করিয়া ঐ দৃশ্য প্রপঞ্চকে অনুভব করেন। দৃশ্যপ্রপঞ্চ অজ্ঞান-কল্পিত। আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা কখন বাহ্য বিষয়ে আসে না কিন্তু বিষয়াদি বস্তু বিষয়িণী অজ্ঞান কল্পিত প্রভাবে দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভাসে। ইনি সপ্তাঙ্গ। "**তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়ি পৃথিব্যেব পাদৌ**" এই বিশ্ব—আত্মার মস্তক হইতেছে সুন্দর তেজমণ্ডিত স্বর্গ লোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেতরক্তাদি নানা বর্ণবিশিষ্ট বিশ্বরূপ সূর্য্য, প্রাণ হইতেছে নানা গতিতে বিচরণশীল বায়ু, দেহ মধ্যভাগ হইতেছে দিগন্ত প্রসারিত এই বহুল—এই আকাশ, মূত্রস্থান হইতেছে রয়ি—অন্ন বা জলরাশি, পাদদেশ হইতেছে পৃথিবী

এবং মুখ হইতেছে অগ্নি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ হইতেছে অগ্নি। এই অগ্নি এই বিশ্বপুরুষের মুখস্বরূপ হোমকুণ্ড। সমস্ত জীবের সমষ্টি এই বিশ্বপুরুষ। সকল মুখে তিনিই আহার করেন। কাজেই সর্ব্বজীবের মধ্যেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ চলিতেছে। সকল জীবের মুখই হইতেছে হোমকুণ্ড। হোমকালে অগ্নিই যেমন দেবতাগণের যজ্ঞভাগ যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেন এখানেও সেইরূপ মুখরূপ অগ্নিকুণ্ডে প্রদত্ত আহারাদি অগ্নি দ্বারা দেহস্থিত সর্ব্বদেবতার খাদ্যরূপে পৌঁছে।

এই বিশ্বপুরুষের ঊনিশটি মুখ। মুখ এখানে উপলব্ধি-দ্বার। ১৯টি দ্বারা দিয়া ইনি বিষয় সমস্ত উপলব্ধি করেন। ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫ প্রাণ+মন+বুদ্ধি+অহঙ্কার+চিত্ত এই ১৯টি উপলব্ধি দ্বার।

এই বিশ্বপুরুষ স্থূলভুক্। বিশ্বপুরুষ ১৯ দ্বার দিয়া স্থূল বিষয় ভোগ করেন বলিয়া ইঁহাকে স্থূলভুক্ বলা হয়।

বিশ্বেষাং নরানাং—অনেকধা—সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ। সর্ব্ব নরকে অনেক প্রকার অবস্থায় লইয়া যান বলিয়া এই পুরুষ বিশ্বানর। অথবা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ। বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ। বিশ্ব এইরূপ যে নর তিনি বিশ্বানর। বিশ্বানরই সব এজন্য বৈশ্বানর।

অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সহিত পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের স্থূল কার্য্য ইহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া যে চৈতন্য বিরাজ করেন তিনিই বিরাট পুরুষ। ইনিই আত্মদেবের প্রথম পাদ।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের সূক্ষ্মকার্য ইহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া যে চৈতন্য বিরাজ করেন তিনিই হিরণ্যগর্ভ। ইনিই আত্মদেবের দ্বিতীয় পাদ।

আবার কার্য্যরূপটি ত্যাগ করিয়া কারণরূপ যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন

স্বপ্নস্থানোऽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

তাহা অঙ্গীকার করিয়া যে চৈতন্য পুরুষ তিনি অব্যাকৃত। ইনিই আত্মদেবের তৃতীয় পাদ।

আর কার্য্য কারণ ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব কল্পনার অধিষ্ঠান পুরুষ যিনি; যিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অদ্বয়, আনন্দ-স্বরূপ, তিনিই আত্মদেবের চতুর্থ পাদ।

বিশ্ব যিনি তিনি স্থূল ব্যষ্টি-প্রপঞ্চে অভিমানী। বিরাট যিনি তিনি সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চে অভিমানী। আবার তৈজস যিনি সূক্ষ্ম ব্যষ্টি প্রপঞ্চে অভিমানী। হিরণ্যগর্ভ যিনি তিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চে অভিমানী। আর প্রাজ্ঞ হইতেছেন তিনি যিনি সুষুপ্তিতে সর্ব্ব বিশেষকে লয় করিয়া নির্ব্বিশেষ এবং অব্যাকৃত যিনি তিনি মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশেষকে আপনাতে লয় করিয়া নির্ব্বিশেষ।

আত্মপুরুষের দ্বিতীয় পাদের কথা বলা হইতেছে। স্বপ্নাবস্থাই ইঁহার অভিমানের বিষয় বলিয়া ইনি স্বপ্ন স্থান। এই সময়ে ইনি অন্তর্লীন বাহ্যবিষয় সংস্কার সমূহকে অন্তরেন্দ্রিয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়া অন্তঃপ্রজ্ঞ। এই আত্মপুরুষ স্বপ্নাবস্থায় বাসনাময় বিশ্ব রচনা করেন এবং স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল যে মনোলীন হয় সেই মন দ্বারা ভাবনাময় বিশ্ব অনুভব করেন বলিয়া জাগ্রদাভিমানী বিশ্ব দেবের মত এই স্বপ্নাভিমানী তৈজস দেবও সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতি মুখ। ইনি, সংস্কার রূপে যে সূক্ষ্ম বিষয় সকল মনে থাকে তাহারই উপলব্ধি করেন বলিয়া প্রবিবিক্তভুক্। জাগ্রদভিমানী বিশ্বরূপ পুরুষ বলিয়া

যেমন তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা হয় সেইরূপ স্বপ্নাভিমানী তেজ অর্থাৎ অন্তঃকরণে লীন বলিয়া তাঁহাকে তৈজস পুরুষ বলে।

স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্য প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। জাগরণ অবস্থার যে সংস্কার তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার নাম স্বপ্ন। জাগ্রত স্থূল শরীরাভিমানী বিশ্ব আর স্বপ্ন সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী তৈজস।

জাগ্রত কালে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি, তিন প্রকারের সংস্কারকে মনে পুরিয়া রাখে। (১) প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি অনেক প্রকার চেষ্টা যুক্ত। (২) এই চেষ্টা ও তৎকার্য্যগুলি মানস ব্যাপার হইলেও বাহিরের বিষয় লইয়াই হয়—ইহারা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে মিলিত, বাহ্য বিষয় ইহারা সর্ব্বদা ছুঁইয়া থাকে। (৩) এই সমস্ত মনঃস্পন্দন মাত্র। এই ভিন্ন প্রকারের সংস্কার দ্বারা মন পূর্ণ থাকে। এই সমস্ত সংস্কারযুক্ত মন চিত্রপটের মত। অনেক প্রকার চিত্র দ্বারা পূর্ণ পটকে যেমন চিত্র মতই দেখা যায়, সেইরূপ মনটা সংস্কাররূপেই ভাসে। এখন দেখ জাগ্রৎকালে বাসনাযুক্ত যে মন তাহা স্বপ্নকালে জাগ্রৎ মত ভাসে, যেমন চিত্র দ্বারা পূর্ণ চিত্রপট, চিত্রবৎ ভাসে সেইরূপ। তবেই হইল জাগ্রৎ সংস্কারযুক্ত মন স্বপ্নকালেও জাগ্রৎবৎ ভাসে। শুধু সংস্কারই ভাসে—পটটার কোন অপেক্ষা থাকে না। ইহা অবিদ্যা কাম কর্ম্ম হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াই জাগ্রৎবৎ ভাসে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিও এই কথা বলেন। "**স্বপ্নে লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়**" ইতি এই জাগ্রতদেব সর্ব্ব-সম্পত্তিবান্। তাঁহার সমস্ত বাসনা লইয়া তিনি স্বপ্ন দেখেন অর্থাৎ ভাবনা প্রধান স্বপ্ন অনুভবা করেন। আথর্ব্বণ শ্রুতি বলেন মনরূপ দেবতা স্বপ্নকালে সমস্তই একীভূত দেখেন। স্বপ্নকালে এই মনাখ্য দেবতা আপন মহিমা অনুভব করেন। বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় জন্য কিন্তু তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা মনজন্য। এজন্য হইল অন্তঃপ্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনটি অন্তঃ-

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কামযতে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্॥ সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ৫॥

স্থিত। স্বপ্নাবস্থায় প্রজ্ঞা মানস বাসনাময় হয় বলিয়া তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ। শব্দাদি বিষয় সম্পর্ক রহিত কেবল প্রকাশময় প্রজ্ঞারই তিনি অনুভব কর্ত্তা বলিয়া তিনি তৈজস। বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা বিষয় সহিত বলিয়া যিনি স্থূলভূক্ আর তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয় সম্বন্ধ রহিত কেবল বাসনা মাত্ররূপা বলিয়া তৈজসপুরুষ সূক্ষ্মভূক্।

যে কালে বা যে স্থানে সুপ্তপুরুষ কোন কাম বা ভোগ্য বস্তুর কামনা করে না, কোন প্রকার স্বপ্ন বা সূক্ষ্মসংস্কার দেখেন না সেটি সুষুপ্তি কাল। এটি কোন্ অবস্থা যে অবস্থায় কোন স্থূল ভোগ্যবস্তুর কামনা থাকে না আবার কোন সূক্ষ্ম সংস্কারেরও স্বপ্ন থাকে না? এইটির নাম সুষুপ্ত স্থান। স্থূল বিষয়ের দর্শনের প্রবৃত্তি থাকে জাগ্রৎ অবস্থায়; এ অবস্থায় তত্ত্বদর্শন হয় না। আর স্থূল বিষয় দর্শনের জ্ঞান হতে ভিন্ন যে দর্শন জ্ঞান সে কেবল বাসনা মাত্র বলিয়া তাহাকে বলে অদর্শন (অজ্ঞান)। এই বাসনাময় বৃত্তি যেখানে তাহা হইল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বলে অদর্শন বৃত্তি। এখানেও তত্ত্বদর্শন হয় না। দর্শন (জ্ঞান) আর অদর্শন (অজ্ঞান) এই দুই বৃত্তি বিশিষ্ট জাগ্রৎ আর স্বপ্ন অবস্থা সুষুপ্তিকালের তত্ত্ব অবোধরূপ গাঢ় নিদ্রার তুল্য। জাগরণ কালে স্থূল জগৎ দর্শন বৃত্তি একটি থাকে, আর স্বপ্নকালে স্থূল জগৎ অদর্শনবৃত্তি অথবা স্থূল জগতকে অন্যরূপে দর্শন বৃত্তি অথবা অন্যথা দর্শনাত্মক সূক্ষ্মসংস্কার বা বাসনারূপ দর্শন বৃত্তি থাকে। কিন্তু সুষুপ্তি কালে জাগ্রতের ন্যায় স্থূল দর্শন ও তজ্জন্য ভোগস্পৃহাও যেমন থাকে না সেইরূপ ঐ কালে অন্যথা দর্শনাত্মক

স্বপ্ন দর্শনও থাকে না। সেই জন্য বলা হইল পুরুষ এই সুষুপ্তিকালে কোন বিষয় ভোগ ইচ্ছা করেন না এবং কোন বাসনাও তুলেন না। সুষুপ্তি অবস্থাই ইহাঁর স্থান—অর্থাৎ এই অবস্থায় ইনি অধিষ্ঠান করেন বলিয়া বলা হইল ইনি সুষুপ্তি স্থান। স্থান দ্বয় প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈত-জাতম্। তথারূপাপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্র-পঞ্চকং একীভূতমিত্যুচ্যতে। ইনি এই সময়ে একীভূত। সুষুপ্তিতে বিশ্বপ্র-পঞ্চের বস্তু সমূহের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে না। কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইলে নানা আকার বিশিষ্ট বস্তু সমূহ যেন একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপ অজ্ঞান তমোগ্রস্ত হওয়ায় দ্বৈতভাব থাকে না; নানাপ্রকার বস্তুর নানা প্রকারত্ব থাকে না। সমস্তই একীভূত হয় বলিয়া প্রাজ্ঞপুরুষকে একীভূত বলা যায়। জাগ্রতে যেমন দ্বৈত থাকে—দ্রষ্টা ও দৃশ্য থাকে—স্বপ্নেও সেইরূপ দ্বৈত থাকে। এই দুই কালে মনঃস্পন্দন থাকে বলিয়াই দ্বৈত থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বিভক্ত যে মনঃস্পন্দন তাহাই এই সমস্ত দ্বৈতজাত। কিন্তু সুষুপ্তিতে দ্বৈত থাকে না। অন্ধকার যেমন দিবসের বহুপ্রকারের বস্তু সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া একভাবে পরিণত করে, অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ যেমন এক অন্ধকারে আবৃত হইয়া একীভূত হইয়া যায় সেইরূপ সুষুপ্তিকালে পুরুষের মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈতজাত একীভূতরূপে প্রতীয়-মান হয়। বিশ্বের সমস্ত বস্তু তখন নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিয়াও এক ভাবে এক আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। পুরুষের যে বুদ্ধি দ্বারা বস্তু সকল নানারূপে প্রতিভাত হইত সেই বুদ্ধি, সেই ভেদবুদ্ধি তখন বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়। এই কারণে সুষুপ্তিকে একীভূত বলা হইল। এই অবস্থায় ইনি প্রজ্ঞানঘন। বহু প্রকারের জ্ঞান এই অবস্থাতে ঘন হইয়া বা মিশ্রিত হইয়া একাকার ধারণ করে বলিয়া ইনি প্রজ্ঞানঘন। স্বপ্ন ও জাগ্রতের মনঃস্পন্দন জনিত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমূহ ঘনীভূত হইয়া এক

মূঢ় অবস্থা আনয়ন করে। এই অবস্থা অবিবেক পূর্ণ বলিয়া বলা হইল প্রজ্ঞানঘন। যেমন রাত্রিকালে নৈশতম দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন হয় বলিয়া বস্তু সকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাগ লক্ষিত হয় না, বস্তু সকলের জাতি গুণ ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লক্ষিত হয় না—অন্ধকার, বস্তু সকলকে ঘন করিয়া এক করে, সেইরূপ এখানেও এক অবিবেক দ্বারা সকল জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় বলিয়া ইনি প্রজ্ঞানঘন। ইনি আনন্দময়—আনন্দস্বরূপ নহেন। মনসো বিষায়-বিষয্যাকার স্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দময়ঃ আনন্দপ্রায়ঃ। নানন্দ এব অনাত্যন্তিকত্বাৎ।

মনই বিষয় আকারে ও বিষয়ী আকারে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনেও আয়াস থাকে বলিয়া দুঃখও থাকে। সুষুপ্তিতে কোন স্পন্দন নাই—কোন আয়াস নাই—বিষয় অনুভবের কোন ক্লেশ কোন চেষ্টা নাই বলিয়া সমস্ত দুঃখের অভাব এখানে। এই জন্য এই অবস্থায় পুরুষ আনন্দময়। নিরায়াস বলিয়া অদুঃখী মত। অন্যরূপে বলা হউক। মনের কোনরূপ স্ফুরণ যেখানে আছে সেখানে শ্রম আছেই। যেখানে শ্রম সেখানে দুঃখ। সুষুপ্তিতে কোন স্ফুরণ নাই—কোন শ্রম নাই—কোন দুঃখও নাই। এখানে দুঃখের সকল প্রকার অভাব বলিয়াই পুরুষ আনন্দময়। এই অবস্থায় প্রচুর আনন্দ থাকে সত্য—কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হয় না। দুঃখ না থাকায় যে আনন্দ তাহা অবিনাশী আনন্দ নহে। ইহা নাশবান্ বলিয়া এই আনন্দ স্বরূপানন্দ নহে। ইহা আনন্দ প্রায়।

ইনি আনন্দভুক্—আনন্দের ভোক্তা। নিরায়াস হইয়া থাকিলে—যাওয়া আসার পরিশ্রম শূন্য হইয়া স্থির শান্তভাবে অবস্থান করিলে লোকে যেমন সুখভোগ করে সেইরূপ এই চৈতন্যপুরুষ এই কালে সম্পূর্ণ শ্রম রহিত স্থিতিকে আপনাতে অনুভব করেন বলিয়া ইনি আনন্দভুক্। শ্রুতিও বলেন **এষোঽস্য পরম আনন্দঃ**। ইহাই ইঁহার পরম আনন্দ।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

ইনি চেতোমুখ। সুষুপ্তিতে চিত্তের বাহিরে আসিবার দ্বার বন্ধ হওয়ায় কিঞ্চিৎ স্বরূপানন্দের যে স্ফুরণ তাহাই হইল চেতঃ। ইহাই হইল বোধ-রূপ চিত্ত। এই অবস্থায় আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানাবরণ থাকিলেও অন্য সমস্ত আবরণ লয় হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ স্বরূপানন্দ স্ফুরণ হয়। এই বোধরূপ মুখ বা ভোগদ্বার যাঁহার তিনিই চেতোমুখ।

বোধ লক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ।

ইনি প্রাজ্ঞ পুরুষ। সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিষয়জ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য স্বরূপজ্ঞান অধিক হয়। দৃশ্যদর্শন জ্ঞান না থাকিলেই স্বরূপজ্ঞান হইবেই। সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চজ্ঞান কিছুই থাকে না। আর বাসনাও কোন প্রকার থাকে না। তবে থাকে কি? থাকে স্বরূপ জ্ঞানের আভাষ। পূর্ণ মাত্রায় স্বরূপজ্ঞান থাকে না। কারণ আত্মবিস্মৃতিরূপ একটি অজ্ঞান আবরণ তখনও থাকে। তাহা হইলেও প্রকৃষ্টরূপে বিষয় অদৃষ্ট যে স্বরূপ জ্ঞান বা নিরুপাধি জ্ঞান তাহা এই পুরুষের অধিক বলিয়া তিনি প্রাজ্ঞ পুরুষ। প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমস্যৈব অসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ। ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তীতি। জ্ঞেয় বস্তুর যখন অভাব হয় তখন চেতন পুরুষ সমস্ত বিশেষণ রহিত হয়েন। এইটি নির্ব্বিশেষ অবস্থা। এই অবস্থার প্রাপ্তি সুষুপ্তিতে অধিক হয় বলিয়া সুপ্ত পুরুষকে প্রাজ্ঞ বলে।

সর্ব্ব বলিয়া যখন কিছু না থাকে তখন যিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ আপনি আপনি সেই পুরুষই আবার সর্ব্ব জাগিলে সর্ব্বেশ্বর; সমস্ত দেবতার সহিত এই কর্ম্ম-জগতের ঈশ্বর শাসনকর্ত্তা। সমস্ত ভূত সৃষ্ট হইলে ইনিই

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৩॥

সর্ব্বজ্ঞ; সকলের অন্তরে থাকিয়া ইনিই সকলের প্রেরক বলিয়া অন্তর্যামী। এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয় স্থান সেই জন্য ইনিই সর্ব্ব জগতের কারণ।

স্বরূপে ইনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ বা তৈজস হইতেও ভিন্ন—ইনি স্বপ্নাভিমানী নহেন। ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ হইতেও ভিন্ন ইনি জাগ্রদভিমানও করেন না। ইনি উভয়তঃ প্রাজ্ঞ হইতেও ভিন্ন—স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধ্যবস্থা হইতেও ভিন্ন। স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা এককালে, তাহাও নহেন। এই তুরীয়প্রভু! প্রজ্ঞানঘন নহেন অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হইতেও ভিন্ন। তিনি প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন। তিনি অপ্রজ্ঞও নহেন—অজ্ঞান রূপও নহেন। ব্রহ্মে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ভ্রম মাত্র—অথচ তিনি মায়া দ্বারা নিত্য এই তিন অবস্থা লইয়া খেলা করেন। তিনি সমস্ত হওয়াও সমস্ত হইতে পৃথক্।

ইনি অদৃষ্ট—ইঁহার কোন বিশেষণ নাই ইন্দ্রিয় দেখিবে কি, ইনি অব্যবহার্য্য—ব্যবহারের অযোগ্য। ইনি অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অলক্ষণ—কোন অনুমানের দ্বারা ইঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না। ইনি অচিন্ত্য—ইঁহার স্বরূপের চিন্তা হয় না—স্বরূপে স্থিতি হয়। ইনি অব্যপদেশ্য—ইনি শব্দ বাচ্য নহেন—শব্দ দ্বারা

ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ পুরুষসূক্তং ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

ইঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না; ইনি একাত্মপ্রত্যয়সার—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ইনি একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই নিশ্চয় প্রত্যয়লভ্য। ইনি প্রপঞ্চোপশম—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ প্রপঞ্চ উপাধি রহিত। ইনি শান্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য। ইনি শিব—মঙ্গলস্বরূপ নিত্য শুদ্ধ। ইনি অদ্বৈত—ইনি নির্ব্বিশেষ আপনি আপনি। ইনি চতুর্থ—পাদত্রয় হইতেও ভিন্ন। সেই উপাধি রহিত তুরীয়ই আত্ম। ইঁহাকেই জানিতে হইবে। ইঁহাকে জানাই ইনি হইয়া পরমানন্দে স্থিতি।

১। শ্রুতি যে অব্যক্ত মহৎ ইত্যাদি হইতে ভিন্ন চেতন পুরুষ সম্বন্ধে বলেন **"পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ,"**—যে পুরুষের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই সেই পুরুষ অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পদবিশিষ্ট। [সর্ব্ব প্রাণির চৈতন্যের সমষ্টিরূপ তিনি—এই জন্য অসংখ্য প্রাণি দেহে যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পদ আছে, সেই সকল, সেই সর্ব্বপ্রাণির অন্তঃপ্রবিষ্ট সমষ্টি চৈতন্য পুরুষেরই মস্তক, চক্ষু, পদ]। সেই পুরুষ "ভূমিং" ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপা ভূমিকে "বিশ্বতঃ সর্ব্বতো বৃত্বা পরিবেষ্ট্য" সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া "দশাঙ্গুলং অতি অতিক্রম্য" দশাঙ্গুল পরিমিত দেশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। [দশদিক্ যাঁহার

অঙ্গুলি তিনি সাবয়বা ব্রহ্ম,াণ্ডরূপে পরিণতা মায়া। চেতনপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অবস্থিত। চেতনপুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া থাকিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন। নাভির উর্দ্ধে দশ অঙ্গুল অতিক্রম করিলেই হৃদ্‌পদ্ম। এই হৃদ্‌পদ্ম কর্ণিকার উপরে যে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ তিনি নাভির উর্দ্ধ দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত। **"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"** অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই অন্তরাত্মা। মহাকাশই যেমন ঘটাকাশরূপে প্রকাশিত হয়েন সেইরূপ সেই উত্তম পুরুষই সর্ব্বদা লোকের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই জগদীশ্বর, ইনিই অন্তর্য্যামী, ইনিই বিষ্ণু। **"ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য-পাংসুরে"**। এই বিষ্ণুই ভূমি আকাশ স্বর্গাত্মক জগতকে পদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণুর পদের সম্বন্ধ হেতু এই ভূমিও অত্যন্ত শুদ্ধ ইত্যাদি।]

২। "ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব" এই সমস্ত সেই পুরুষই। যত যত জগৎ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং যত যত জগৎ ভবিষ্যতে হইবে তাহাও এই পুরুষই নিশ্চয়। এই কল্পে বর্ত্তমান প্রাণি দেহ সমস্ত যেমন এই পুরুষের অবয়ব সেইরূপ অতীত আগামী কল্পের প্রাণিদেহও তাঁহার অবয়ব। "উত" অপিচ এই পুরুষই "অমৃতত্বস্য ঈশানঃ" অমৃতের স্বামী—অমর করিবার কর্ত্তা—একমাত্র মোক্ষদাতা। কর্ম্মফল ভোগ না করিলে জীবের মুক্তি হইতে পারে না। সেই জন্য এই পুরুষই প্রাণিদিগের ভোগ্য অন্নকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আপনার অব্যক্ত কারণাবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক এই পরিদৃশ্যমান জগদাবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ অন্নেন প্রাণিনামন্নেন ভোগ্যেন নিমিত্তেন অতিরোহতি "অতিশয়েন জন্ম লভতে" স্বকীয়াং কারণাবস্থামতিক্রম্য জগদাবস্থাং প্রাপ্নোতি।

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुषः।
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥

৩। "এতাবান্ সর্ব্বোঽপ্যস্য পুরুষস্য মহিমা" অতীত অনাগত বর্ত্তমান জগৎ—অনুভূত অনুমিত অনুশ্রুত যাহা কিছু—এই সমস্তই এই পুরুষের মহিমা বিভূতি ইহার সামর্থ্যবিশেষ। জগৎ সমস্তই যে ইঁহার বাস্তবরূপ তাহা নহে। এই চেতনপুরুষ এক অংশে জগৎপুরে বাস করেন বটে—কিন্তু জগৎ তাঁহার মায়িকরূপ মাত্র। "অতো মহিম্নোপি জ্যায়ানতিশয়েনাধিকঃ" এইরূপ মহিমান্বিত হইলেও এই পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম তদপেক্ষাও অতিশয় অধিক। অস্য পুরুষস্য বিশ্বা সর্ব্বাণি ভূতানি পাদশ্চতুর্থাংশঃ। বিশ্বের কালত্রয়ভূত প্রাণিজাত এই পুরুষের এক চতুর্থাংশ। এই পুরুষের অবশিষ্ট নির্ব্বিকার ত্রিপাদ স্বরূপাবস্থায় অমৃত—মরণ রহিত থাকিয়া "অস্য পুরুষস্যাবশিষ্টং ত্রিপাৎ স্বরূপং অমৃতং সং দিবি বাবতিষ্ঠত" দ্যোতনাত্মক ভাবে স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত। সেই অমৃতাত্মবিষয়ক পাদত্রয় স্বপ্রকাশভাবে অবস্থিত। ইহা সত্য যে সত্য জ্ঞান অনন্ত পরব্রহ্মের যখন ইয়ত্তা হইতেই পারে না তখন তিনি চতুষ্পাদ এইরূপ বলাই যায় না তথাপি এই জগৎ পূর্ণব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ইহা বুঝাইবার জন্যই পাদাদি বলা হইয়াছে মাত্র।

পঞ্চদশী বলেন—"নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেত্তি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী।

ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও শিষ্য বুঝিবার জন্য সেই ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া অংশাংশি ভাবে প্রশ্ন করেন। শ্রোতার হিতের জন্য শ্রুতিও শিষ্যের ভাষাতেই অংশাংশি ভাবেই উত্তর দিয়া থাকেন। ফলে ইহা দ্বারা ব্রহ্মের অংশভাব সিদ্ধ হয় না।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।

৪। "ত্রিপাৎ পুরুষঃ" ত্রিপাদ্ পুরুষ, অজ্ঞানের কার্য্য যে এই ব্রহ্মাণ্ড তাহার বহির্ভূত—ত্রৈগুণ্যদোষ অস্পৃষ্ট সংসারস্পর্শ রহিত—ইনি আপনি আপনি ভাবে "ঊর্দ্ধ উদৈৎ উৎকর্ষেণ স্থিতবান্" উৎকর্ষ ভাবে অবস্থিত। পূর্ণ এই পুরুষের একপাদ মাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। ইহাই সৃষ্টিসংহার ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। পরমাত্মার লেশমাত্র লইয়াই এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। গীতা বলিতেছেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। "ততো মায়ায়ামাগত্যানন্তরং" পরে এই পুরুষই মায়াতে আসিবার পর মায়া দ্বারাই "বিষ্বঙ্" দেব তির্য্যগাদিরূপে বিবিধ হইয়া "ব্যক্রামৎ" ব্যাপ্তবান্! ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। কিং কৃত্বা? শাসনানশনে অভি। অভিলক্ষ্য সাশনং ভোজনাদি ব্যবহারোপেতং চেতনং প্রাণিজাতম্। অনশনং তদ্রহিতমচেতনং গিরিনদ্যাদিকম্ তদুভয়ং যথা স্যাৎ তথা স্বয়মেব বিবিধোভূত্বা ব্যাপ্তবানিত্যর্থঃ। ব্যবহারযুক্ত চেতন প্রাণিজাত এবং চেতনাশূন্য গিরিনদ্যাদি অচেতন সমস্ত তিনিই হইয়াছেন ও তাহাদিগকে ব্যাপিয়া আছেন। সর্ব্ব শাস্ত্র বলিতেছেন জগৎ মায়াময় বলিয়া মিথ্যা। "যত্তু দৃষ্টিপথংপ্রাপ্তং তন্মায়ৈব" পাঃ যো সূঃ ভাষ্য। আবার নারদ পঞ্চরাত্র ১ম পটলে

অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ং।
তত্র প্রমাণং বেদান্তাঃ গুরুঃ স্বানুভবস্তথা ॥

৫। "বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ" মায়া দ্বারা ব্রহ্ম যেন খণ্ডমত হইয়া দেব তির্য্যাদিরূপে বিবিধ হইয়া আপনিই চেতন অচেতন ভাবে বিবিধ হইয়া

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ॥ ৫ ॥

সকলকে ব্যাপিয়া রহিলেন—চতুর্থ মন্ত্রে এই যাহা বলা হইয়াছে পঞ্চম মন্ত্রে তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন।

তস্মাৎ আদিপুরুষাৎ বিরাড়্ ব্রহ্মাণ্ডদেহোঽজায়তোৎপন্নঃ। সেই আদি পুরুষ, মায়াবী পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হইল। বিবিধানি রাজন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্। যাঁহাতে বিবিধ বস্তু বিরাজ করে তাহাই বিরাট্। "বিরাজো অধি" বিরাড় দেহের উপরে সেই দেহ অধিকার করিয়া সেই দেহে অভিমান করিয়া কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই পুরুষ স্বকীয় মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাড়্দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন, করিয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতার আত্মা যে আদিজীব তাহা হইলেন। শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন **"স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়ানি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্যামূঢ়ো মূঢ়ইব ব্যবহারন্নাস্তে মায়য়ৈবেতি"।**

স জাতো বিরাট্পুরুষোঽত্যরিচ্যত অতিরিক্তোঽভূৎ দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাদিরূপোঽভূৎ। সেই বিরাট্পুরুষ জন্মিয়া দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি অতিরিক্তরূপ প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ দেবাদি জীবভাবাদূর্দ্ধং ভূমিং সসর্জ্জেতি শেষঃ। দেবাদি জীবভাব গ্রহণের পরে তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ রস রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা শুক্র এবং ওজ এই সপ্তপ্রকার শরীরের উপাদান ধাতু সৃষ্টি করিলেন। অথ ভূমেঃ সৃষ্টেরনন্তরং তেষাং জীবানাং পুরঃ সসর্জ। পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি। তৎপশ্চাৎ সপ্তধাতু দ্বারা পুর বা জীব শরীর সকল সৃজন করিলেন।

দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি জীব সৃষ্ট হইল এবং দেব তির্য্যগাদি শরীরও সৃষ্ট হইল। তখন জীবগণ আপন আপন কর্ম্মানুসারে আপন আপন

ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ॥ ঋগ্বেদ সংহিতা। ৮।১০।৮১।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

ভোগ্য শরীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ছান্দোগ্যশ্রুতি ষষ্ঠ প্রপাঠকে বলেন **ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি।** ভাষ্যকার ব্যাখ্যাতে বলেন "যদ্ যদ্ পূর্ব্বমিহলোকে ভবন্তি সম্বভূবুঃ তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি। যুগসহস্রকোট্যন্তরিতা অপি সংসারিণো জন্তোঃ যা পুরাভাবিতা বাসনা সা ন নশ্যতি ইত্যর্থঃ। বাসনা ক্ষয় ভিন্ন যে জীব যেমন থাকে সে সেইরূপ হইয়াই জন্মে। সহস্র কোটি যুগের পরেও তাহাই থাকিবে। বাসনাক্ষয়, মনোনাশ, তত্ত্বাভ্যাস যিনি করিবেন সেই সাধকই জ্ঞান লাভ করিয়া বাসনানিগড় হইতে মুক্ত হইবেন।

১। কোন সহায় না লইয়া বিশ্বস্রষ্টা একা ভূমির উর্দ্ধে সপ্তলোক এবং ভূমির অধে সপ্তলোক—এই উর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিলেন—করিয়া লোকযাত্রা বহন সমর্থ বাহুস্থানীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জগৎকার্য্য সম্পাদন করেন [সন্ধমতি—ধমতি গত্যর্থঃ সংগচ্ছতে সংযোগং প্রাপ্নোতি—তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়িত্যর্থঃ] পতত্রৈঃ পতনশীলৈঃ অনিত্যৈঃ পঞ্চভূতৈশ্চ সঙ্গচ্ছতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপৈর্নিমিত্তৈঃ পঞ্চভূতরূপৈরুপাদানৈশ্চ সাধনান্তরং বিনৈব সর্ব্বং সৃজতীত্যর্থঃ। আরও গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা সমস্তই সৃজন করেন।

এই দেবতা বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—সমস্তই দেখেন, সমস্তই জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ; ইনি বিশ্বতোমুখঃ—মুখের দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয় বলিয়া ইনি সর্ব্ববক্তা; ইনি বিশ্বতোবাহুঃ—ইহাতে তাঁহার সর্ব্ব সহকারিত্বের সূচনা

ओं तत् सत् ॥ हरिः ओं ॥ अथर्व्ववेदीय मुण्डक।

बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति।
दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्॥

হইতেছে; ইনি বিশ্বতস্পাৎ—পাদ দ্বারা তাঁহার সর্ব্ব ব্যাপকত্বের সূচনা করা হইল। বিশ্বস্রষ্টা কোন্ উপাদানে জগৎ প্রস্তুত করেন? না তিনি মায়া বা প্রকৃতি বা পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা জগৎ গঠন করেন। ধর্ম্মাধর্ম্মই বিশ্বেশ্বরের বাহু। বাহু দ্বারাই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ইহাদিগকে বাহুরূপে বলা হইয়াছে।

আমরা এই জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র দেখিতেছি। এই জগৎকে গড়িলেন কে এবং ইহার সৃষ্টিবৈচিত্রই হইল কিরূপে স্বতঃই এই কথা লোকের মনে হইতে পারে। কুম্ভকার নিজের গৃহে বসিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে। ঘটের উপাদান হইতেছে মৃত্তিকা আর ঘটের নিমিত্ত হইতেছে ঘট প্রস্তুত করিব এই ইচ্ছাযুক্ত কুম্ভকার, এবং তাহার দণ্ড চক্রাদি উপকরণ। সেইরূপ জগদীশ্বর আপনাতে আপনি থাকিয়া মায়াকে বা পরমাণুপুঞ্জকে জগতের উপাদান করেন, করিয়া জগৎ গড়েন। আর এই যে সৃষ্টির এত এত বৈচিত্র্য ইহার কারণ হইতেছে তাঁহার মায়াশক্তির বিচিত্রতা। সাম্যাবস্থাটি মায়া। বৈষম্যাবস্থায় পরমাণু বা সত্ত্বরজস্তম গুণের বিচিত্র মিশ্রণে—শক্তির বিচিত্র বিকাশ হয়। তাহাতেই বিচিত্র কর্ম্ম হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বৈচিত্রই সৃষ্টি বৈচিত্রের হেতু।

মুণ্ডক—

এই ব্রহ্ম বৃহৎ, দিব্য, স্বয়ম্প্রভ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এজন্য কেহ তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে না বলিয়া তিনি অচিন্ত্যরূপ। সূক্ষ্ম আকাশাদি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, বিবিধ আদিত্য চন্দ্রমাদি আকারে তিনি দীপ্তি পাইতে-

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

ছেন। মূর্খদিগের নিকটে তিনি দূর হইতেও দূরে আর জ্ঞানীগণের নিকটে তিনি এই দেহেই বর্ত্তমান। যে চেতন পুরুষ ইঁহাকে দেখিতে চান তিনি ইঁহাকে নিজ বুদ্ধিরূপ গুহাতে (হৃদ্‌পদ্মে) নিগূঢ় দেখেন।

ইঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও না ; অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও নহে। তপস্যা কিম্বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও নহে। জ্ঞানের প্রসাদে যাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ জাগে, তিনিই নির্ম্মল অন্তঃকরণে ধ্যান করিলে সেই নিষ্কল নিরবয়ব আত্মাকে দর্শন করেন।

'বহিতেছে এইরূপ নদীসকল সমুদ্রে যাইয়া নামরূপ ছাড়িয়া যেমন অস্তমিত হয় সেইরূপ বিদ্বান্ অবিদ্যাকৃত নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, তথায় চন্দ্রতারকাও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎ সমূহও প্রকাশ পায় না ; এই অগ্নির আর কথা কি ? ব্রহ্মের প্রকাশে সব প্রকাশমান হয়। তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে।

এই অমৃত ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই বামে,

अधश्चोर्द्ध्वञ्च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥
ओँ तत्सत् ॥ हरिः ओँ ॥ यजुर्व्वेदीय तैत्तिरीय।

सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्व्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥

सोऽकामयत। बहुस्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इदं सर्व्वमसृजत। यदिदं किञ्च तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्। निरुक्तञ्चानिरुक्तञ्च निलयनञ्चानिलयनञ्च। विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च। सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत्। यदिदं किञ्च तत् सत्यमित्याचक्षते।

অধে ঊর্দ্ধে এই ব্রহ্মই নামরূপ মত ভাসিতেছেন। অধিক কি এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত।

১। [সত্যং জ্ঞানং ; মিথ্যা তদ্বিপরীতমজ্ঞানম্। এবং সত্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রতীতি]। ব্রহ্ম বস্তুটি সত্য জ্ঞান অনন্ত। যিনি জানেন যে ইনি পরম আকাশ যে পরমপদ তাহার গুহার ভিতর আছেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সারা কামভোগ করেন!

২। ব্রহ্ম [মায়া স্বাকীর করিলে] কামনা করেন বহু হইয়া উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সমস্ত রচনা করিলেন। এই যাহা কিছু তাহা রচনা করিয়া তন্মধ্যে ইনি প্রবেশ করিলেন। উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্ত্তিমান্ হইলেন অমূর্ত্তিমানও রহিলেন। বাচ্য, অবাচ্য ; আশ্রয়, অনাশ্রয় ; বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান ; সত্য এবং অসত্য হইলেন। যাহা কিছু এই সমস্ত, তাহা সত্য এইজন্য বলা যায়।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি॥ ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ॥ অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।

অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

তদেতৎ সত্যং

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

৩। যাঁহা হইতে এই সব উৎপন্ন হইতেছে; উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবিত রহিতেছে; লয় হইতেছে; যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে উঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, উনিই ব্রহ্ম।

১। ইনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অথবা আপনি আপনি। কারণ ইনি সর্ব্বমূর্ত্তি বর্জ্জিত। ইনি পূর্ণ বা পুরে শয়ান। ইনি বাহিরে ভিতরে। ইনি জন্মরহিত। ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন প্রাণবায়ু ইঁহাতে বিদ্যমান নাই। সঙ্কল্পশক্তি সম্পন্ন মনও ইঁহার নাই। কোন উপাধি তাঁহাতে নাই বলিয়া ইনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ। সমস্ত কার্য্য কারণ ভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া যিনি পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া যিনি অপর, সেই সর্ব্বনামরূপোপাধি লক্ষিত অব্যক্ত নিরুপাধিক সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর, শ্রেষ্ঠ।

২। পর বিদ্যার বিষয়ীভূত এই পুরুষই সত্য অন্য সমস্ত অসত্য। উত্তমরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন অগ্নিরই সমান জাতীয় অনেকানেক অগ্নিকণা নির্গত হয় তদ্রূপ হে সৌম্য! এই অক্ষর পুরুষ হইতেই বিবিধ জীব বাহির হয় এবং আবার উঁহাতেই লয় হয়।

तथाक्षरात् विविधाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यान्ति ॥
यदर्चिमत् यदणुभ्योऽणु यस्मिंल्लोका निहिता लोकिनश्च।
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ् मनः। तदेतत् सत्यं तदमृतं
तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि ॥

ओं तत् सत् ॥ हरिः ओं ॥

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥ ऋग्वेद संहिता ॥

सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् ॥

ऋग्वेद संहिता ।८।१०।११४ ।

गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी।
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्।

ऋग्वेद संहिता ।२।३।२२।१६४ ।

৩। যিনি দীপ্তিমান্, আদিত্য প্রভৃতি তাঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তিলাভ করে, যিনি অণু হইতেও অণু ; ভূরাদি লোক সকল ও তল্লোকবাসিগণ যাঁহাতে অবস্থিত ; ইনিই সেই অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্, তিনিই মন। তিনিই এই সত্য। তিনি অমৃত, বিনাশ রহিত। হে সৌম্য ! তাঁহাকেই বোদ্ধব্য বলিয়া জান তাঁহাতেই মনকে সমাহিত করিতে হয়।

[ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ কৃত্বা পুরুরূপো বহুরূপঃ ঈয়তে জায়ত ইত্যমুনা প্রকারেণ শ্রুতিঃ ব্যাপকং ব্রহ্ম বদতি।

[পরমে ব্যোম্নি ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতা গৌরী গৌরবর্ণা বাগ্দেবী সৃষ্ট্য-পরমে সলিল-সদৃশানি বর্ণপদবাক্যানি ত্যক্ষতী সৃজন্তী মিমায় শব্দম-করোৎ। কথম্ ? প্রথমং প্রণবাত্মনা একপদী ব্রহ্মণোমুখান্নির্গতা।

ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥

অনন্তরং ব্যাহৃতিরূপেণ সাবিত্রীরূপেণ চ দ্বিপদী। ততো বেদ চতুষ্টয়-রূপেণ চতুষ্পদী। ততো বেদাঙ্গৈঃ ষড়ভিঃ পুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাং চাষ্টপদী। ততো মীমাংসা-ন্যায়-সাংখ্য-যোগপাঞ্চরাত্র-পাশুপতায়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদ-গান্ধর্ব্বৈ র্নবপদী। ততোঽনন্তরৈর্ব্বাক্ সন্দর্ভৈঃ সহস্রাক্ষরা অনন্তবিধা বভূবুষী সম্পন্না। সায়ণাচার্য্যঃ।]

১। পরমব্যোম, পরমপদ ইন্দ্র পরমাত্মা, মায়াশক্তি দ্বারা বহুরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন।

২। ব্রহ্ম, মায়া দ্বারা যত সহস্র পরিমাণে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন, বাক্য, পদ বা শব্দের সংখ্যাও তত! অনন্তভাবে বিবর্ত্তিত তিনি হন বলিয়া বাক্য, পদ, শব্দও অনন্ত।

৩। সৃষ্টি সময়ে পরমপদ, পরমআকাশে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী জল তরঙ্গের ন্যায় বর্ণপদ বাক্য ইত্যাদি রচনা করিতে করিতে শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি প্রণবরূপে একপদী হইয়া ব্যোমময় পুরুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন; অনন্তর ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপে দ্বিপদী হইলেন; পরে বেদ চতুষ্টয়রূপে চতুষ্পদী, তদনন্তর ছয় বেদাঙ্গ ও পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে অষ্টপদী হইলেন। অনন্তর ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদরূপে নবপদী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তদনন্তর অনন্তবাক্-সন্দর্ভরূপে এই সর্ব্ববর্ণময়ী, এই সর্ব্বধ্বনি-ময়ী এই সহস্রাক্ষরা বাগ্‌দেবী পরম ব্যোম হইতে আবির্ভূত হইলেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশ ॥

১। সেই আত্মচৈতন্য উপাধির চলনে চলেন, তিনি আপনি আপনি

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ॥ সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ (কেন)

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ॥

ভাবে চলন রহিত। তিনি মূর্খের নিকটে অতিদূরে আবার (তৎ+উ) তিনি জ্ঞানীর আত্মা বলিয়া তাঁহার অতি নিকটে। তিনি সকলের অন্তরে। আবার তিনি এই সকলের বাহিরেও।

২। যিনি কিন্তু সমস্ত ভূতকে আত্মাতেই দেখেন আবার সর্ব্বভূতে আত্মাকেই দেখেন তিনি এইরূপ দর্শন করেন বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন না। আমার মধ্যেই সব, আমিই সব, সবার মধ্যে আমি, সবই আমি—এই হইলে ঘৃণা হইবে কোথায়?

৩। যখন সকল ভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সেই জ্ঞানী আত্মৈকদর্শীর শোকই বা কি আর মোহই বা কি! শোক মোহ কিছুই থাকে না। যস্মিন্ অবস্থা বিশেষে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মত্বেন আত্মভাবেন বিজানতঃ অপরোক্ষেণ সাক্ষাৎ কুর্ব্বতোঽধিকারিণঃ পুরুষস্য তস্যেতি ষষ্ঠী সপ্তম্যর্থে। তস্মিন্নবস্থা বিশেষে বৈ নিশ্চয়েন মোহো ভ্রমো ন ভবেৎ। চ পুনঃ শোকো ব্যাকুলতাঽপি ন ভবেৎ। উভয়ত্র হেতুঃ অদ্বিতীয়তঃ তৎকারণাভাবাদিত্যর্থঃ॥

১। কাহার প্রেরণায় ধাবিত হইয়া মন স্ববিষয়ে পতিত হয়? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমে উৎপন্ন প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া স্বব্যাপারের

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति।
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥
यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति।

প্রতি গমন করিতেছে? কাহার ইচ্ছায় লোকে এই সকল কথা কহিতেছে? এবং কোন্ দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন?

২। ব্রহ্ম তিনিই যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। এই হেতু ধীমন্ত যাঁহারা তাঁহারা এই লোক হইতে প্রেতত্ব লাভের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করেন।

৩। যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য প্রকট হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, কিন্তু লোকে যাঁহাকে এই বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করে তিনি ইনি নহেন।

৪। যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, যাঁহা দ্বারা বলা হয় মন মনন করিতেছে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান—যাঁহাকে ইদং বলিয়া উপাসনা লোকে করে তিনি ইনি নন।

৫। যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না যাঁহা দ্বারা চক্ষুকে দেখা যায়

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥
यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥
ओं तत् सत् । हरिः ओं ॥ कृष्णयजुर्व्वेदीया कठोपनिषत् ।
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्व्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्व्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; যাঁহাকে ইদং বলিয়া উপাসনা লোকে করে তিনি ইনি নন।

৬। লোকে যাঁহাকে কর্ণ দ্বারা শুনিতে পারে না ; কর্ণ যাঁহার দ্বারা শ্রুত হয় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; যাঁহাকে ইদং বলিয়া লোকে উপাসনা করে তিনি ইনি নন।

৭। যাঁহাকে প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণের দ্বারা লওয়া যায় না কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণ আঘ্রাণ লয় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যাঁহাকে ইদং বলিয়া উপাসনা করে তিনি ইনি নন।

১-২। একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া এবং একই বায়ু যেমন প্রাণরূপে দেহে দেহে প্রবেশ করিয়া প্রতি দাহ্য বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন আকার অনুসারে এবং প্রতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন আকার অনুসারে সেই

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ॥ অথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ।

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥
ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ॥ সামবেদীয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত।

সেই আকার ধারণ করে সেইরূপ এক আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সদৃশ আকার ধারণ করেন।

৩। সর্ব্ব জগৎ যাঁহার বশবর্ত্তী সেই বশী এবং সর্ব্বভূতের আত্মা যিনি, তিনি এক হইয়াও আপনার সেই একটিরূপকে দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদিভেদে বহু প্রকার করেন। নিজের আত্মাতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অপরের হয় না।

১। এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষই দর্শনের কর্ত্তা, স্পর্শের কর্ত্তা, শ্রবণের কর্ত্তা, ঘ্রাণের কর্ত্তা, রস গ্রহণের কর্ত্তা, মনের কর্ত্তা, জানিবার কর্ত্তা, করিবার কর্ত্তা। ইনি পর, অক্ষর আত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত।

১। এই সমস্তই ব্রহ্ম। কারণ তজ্জ—তাঁহা হইতেই জাত, তল্ল—তাঁহাতেই লীন হয়; তদন—স্থিতি কালে তাঁহাতেই জীবিত। এই জন্য শান্ত হইয়া, রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। যে

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষা জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

হেতু পুরুষ স্বভাবতই সঙ্কল্পময় অতএব পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ সঙ্কল্প সম্পন্ন হয় এখান হইতে প্রস্থানের পরেও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব জীব সাধু সঙ্কল্পই করিবে।

২। কি প্রকারে ক্রতু, উপাসনা করিবে? আত্মা মনোময়—মনই তাঁহার প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির প্রধান সহায়। ইনি প্রাণশরীর—প্রাণ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরই ইঁহার শরীর। ইনি ভারূপ—ভা – দীপ্তি বা চৈতন্যই ইঁহার রূপ। ইনি সত্যসঙ্কল্প; আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নির্ম্মল, রূপাদি-বিহীন ও সর্ব্বগত। ইনি সর্ব্বকর্ম্মা,—সর্ব্ববিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এজন্য সমস্ত জগতই তাঁহার কর্ম্ম। সর্ব্ববিধ কামনাই ইঁহার কামনা, সমস্ত গন্ধই তাঁহার; সমস্ত রসই তাঁহার। এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অভিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বাগিন্দ্রিয়াদি তাঁহার প্রয়োজনীয় নহে। ইনি অনাদর—নিস্পৃহ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত প্রাপ্তিতে আগ্রহ শূন্য।

৩। আমার হৃদয় মধ্যবর্ত্তী এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা এবং শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম! আমার হৃদয় মধ্যস্থ এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষা বৃহৎ; সমস্ত লোক অপেক্ষাও মহান্।

ওঁ তত্ সত্। হরিঃ ওঁ॥ মৈত্রী উপনিষত্।

লয়বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা সুনিশ্চলম্।
যদাযাত্যমনীভাবং তদাতত্ পরমং পদম্॥
তাবত্ মনো নিরোদ্ধব্যং হৃদি যাবত্ ক্ষয়ং গতং।
এতজ্ জ্ঞানং চ মোক্ষশ্চ শেষান্যে গ্রন্থবিস্তরাঃ॥

ওঁ তত্ সত্। হরিঃ ওঁ॥ শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যকোপনিষত্

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! নিমিষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবত্সরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ॥

১। মনকে লয় বিক্ষেপ রহিত করিয়া সুন্দর রূপে চলন রহিত কর, স্পন্দন শূন্য কর। করিলে যখন অমনীভাব আসিবে তখন তাহাই পরমপদ জানিও।

২। মন যতক্ষণ না হৃদয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ ইহাকে নিরোধ করিবে। ইহাই জ্ঞান এবং মোক্ষ। অন্য অন্য যাহা কিছু তাহা গ্রন্থের বিস্তার মাত্র।

১। এই ক্ষয়োদয় শূন্য পুরুষের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! সূর্য্যচন্দ্র যথাস্থানে বিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অক্ষর পুরুষের

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोँकात् प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गार्गि! विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः॥

ओँ तत् सत्। हरि ओँ॥ कृष्णयजुर्व्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषत्।

तदेवाग्नि स्तदादित्य स्तद्वायु स्तदु चन्द्रमाः।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदाप स्तत् प्रजापतिः॥

প্রশাসনেই অরে গার্গি! এই দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌর জগৎ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত। এই অক্ষরের প্রশাসনেই অরে গার্গি! নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি, অর্দ্ধ মাস, মাস, ঋতু ও বৎসর সমূহ নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে। এই অক্ষরের প্রশাসনেই অরে গার্গি! শ্বেত পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদেশীয় নদীসকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে; অন্যান্য পশ্চিম দেশীয় নদী সকল আপন আপন গন্তব্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই অক্ষরের প্রশাসনেই অরে গার্গি! বদান্যগণকে মনুষ্যেরা প্রশংসা করিয়া থাকে এবং দেবগণ যজমানে অনুগত হয়েন এবং দেবগণও দর্ব্বী হোমের অনুগত হয়েন।

২। অরে গার্গি! যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোকে যজ্ঞে আহুতি দেয়, বা বহু বর্ষকাল তপ করে তাহার কর্ম্মফল ক্ষয়শীল। অরে গার্গি! যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে কৃপণ অর্থাৎ সে অল্প সুখের জন্য অধিক সুখ বিসর্জ্জন দেয়। গার্গি! যে এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সেই ব্রাহ্মণ।

১। তুমি অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু, তুমি চন্দ্রমা। তুমিই শুক্র, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি।

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी।
त्वं जीर्णोदण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः॥
ओं तत् सत्। हरि ओं॥ ऋग्वेद संहिता।
गाव इव ग्रामं युयुधि विवश्वान्
वा श्रेव वत्सं सुमना दुहाना।
पतिरिव जायामभिनो न्येतुधर्त्ता दिवः
सविता विश्ववारः॥
ओं तत् सत्। हरिः ओं॥ ब्रह्मयज्ञः।
ओं अग्निमीड़े पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
होतारं रत्नधातमम्॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ; তুমি কুমার, তুমিই কুমারী। বিশ্বতোমুখ তুমি। তুমি মায়া অবলম্বনে যেন জাত হইয়া কখন জরাজীর্ণ মত হও, হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ড গ্রহণ করিয়া চল ইহাই তোমার বঞ্চনা।

১। হে বিশ্ববার! হে সর্ব্বজন বরণীয়। হে সবিতা! হে সর্ব্বলোক প্রসবিতা! হে দ্যুলোকের ধারয়িতা! তুমি এস। ধেনুকুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যেমন শীঘ্র গ্রামাভিমুখে আগমন করে, সেইরূপে তুমি এস। যোদ্ধা যেমন স্বীয় অশ্বের নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এস। দুগ্ধবতী গাভী যেমন প্রফুল্ল মনে হাম্বারবে আপন বৎসের নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এস। স্বামী যেমন ভার্য্যার নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এস।

১। আমি অগ্নিদেবকে স্তব করি [ঈড়ে=স্তৌমি] ইনি পুরোহিত যজ্ঞভূমির পূর্ব্বভাগে আহবনীয়রূপে অবস্থিত [পুরঃ পূর্ব্বভাগে আহিতঃ

**ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু।
শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥**

স্থাপিতম্]। ইনি দেব, দানাদি গুণযুক্ত। ইনি যজ্ঞের ঋত্বিক্ [যজ্ঞস্য ঋত্বিজং=অগ্নিশ্চ যজমানাভ্যুদয়ায় যাগকারী ঋত্বিক্]। ইনি হোতা দেবগণের যজ্ঞে হোমকর্ত্তা ঋত্বিক্ বা দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ [হোতারম্=হ্বাতারম্; ঋত্বিজম্ দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃত্বং স্বীকৃতবন্তম্]। ইনি প্রভূত রত্নধারী [যাগফলরূপাণাং রত্নানামতিশয়েন ধারয়িতারম্। রত্নধাতমম্ রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমম্ রমণীয় ধনরাশির শ্রেষ্ঠদাতা]॥ অগ্নি; অ=অয়ন গমন, গ=দহ ধাতু নিষ্পন্ন দগ্ধ বিষয়ে নি=আনয়ন। যিনি যজ্ঞভূমিতে গমন পূর্ব্বক কাষ্ঠাদি দগ্ধ বিষয়ে স্বীয় অঙ্গ আনয়ন বা প্রকাশ করেন তিনিই অগ্নি। **"অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"**।

২। হে শাখে! বৃষ্টি জন্য তোমাকে ছেদন করি। [ইষে বৃষ্ট্যৈ ত্বা ত্বাং ছিনদ্মি। ইষ্যতে কাঙ্খ্যতে সর্ব্বৈঃ ব্রীহ্যাদি ধান্য নিষ্পত্তয়ে] [বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা সূর্য্যলোকে যাইবে তবে বৃষ্টি হইবে] হে শাখে! ঊর্জ্জে অন্নায় ত্বা ত্বাং সংনয়ামি। হে শাখে! অন্নের জন্য তোমাকে লইয়া যাই। তোমার দ্বারা অগ্নি জ্বালিলে তবে বৃষ্টি হইবে এবং তখন অন্ন হইবে। ঊর্জ্জে, ঊর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ ক্বিপ্। হে বৎসাঃ যূয়ং বায়বঃস্থ। মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারো ভবথ। বায়বঃ বা গতৌ উ'ণ্। হে গোবৎস সকল তোমরা মাতার নিকট হইতে অন্যত্র যাও। কারণ না গেলে তোমরা দুগ্ধ খাইয়া ফেলিবে। আমরা সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ না পাওয়ায় পরদিন হোমের জন্য ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারিব না। হে গাবঃ সবিতা সর্ব্বেষাং প্রেরয়িতা দেবঃ দ্যোত-

ओं अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये।
निहोता सत्सि बर्हिषि॥
ओं शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये।
शंयोरभिस्रवन्तुनः॥

মানঃ পরমেশ্বরঃ বঃ যুষ্মান্ প্রার্পয়তু প্রভূত তৃণোপেতং বনং গময়তু। কিমর্থং? শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। বেদোক্তং যজ্ঞরূপং শ্রেষ্ঠতমমিতি। **"यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म्म"** ইতি শ্রুতেঃ তস্মৈ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠানায়। হে গাভীগণ সবিতা দেব তোমাদিগকে আমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম যে এই যজ্ঞ তজ্জন্য প্রচুর তৃণ পূর্ণ বনে প্রেরণ করুন। তবেই তোমরা তৃণ ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ দিয়া যজ্ঞের সহায়তা করিতে পারিবে!

৩। হে অগ্নে! আয়াহি অত্র মম যজ্ঞ কর্ম্মণি সন্নিহিতো ভব। কিমর্থং? বীতয়ে ভক্ষণায়। অস্মদ্দত্তস্যান্নস্য ভক্ষণায়। হে অগ্নি এই যজ্ঞে এস। আহুতি ভক্ষণের জন্য এস। কীদৃশঃ সন্? গৃণানঃ অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ। আমরা তোমায় স্তব করিতেছি তুমি এস। পুনশ্চ কিমর্থম্? হব্যদাতয়ে হব্যমন্নং তস্য দাতয়ে দেবেভ্যো প্রদানায়। আমাদের এই যজ্ঞান্ন দেবতাদিগকে দিবার জন্য এস। ন কেবলমায়াহি অপিতু হোতা দেবানাম্ আহ্বাতা সন্ বর্হির্ষি আস্তীর্ণে দর্ভে নিষৎসি স্থিতোভব! শুধু আসা নয় আসিয়া দেবতাদিগের আহ্বানকারী হইয়া আস্তীর্ণ কুশাসনে উপবেশন কর।

৫। দেবীঃ দেব্যঃ স্তুত্যাদিবিষয়াঃ আপঃ নোঽস্মাকং শং ভবন্তু পাপাপনোদনদ্বারেণ সুখকর্য্যঃ ভবন্তু। অভিষ্টয়ে অস্মৎযজ্ঞায় যজ্ঞাঙ্গ ভাবায় চ ভবন্তু। পীতয়ে পানায় চ ভবন্তু। জলদেবতা সকল আমাদের পাপনাশ করিয়া সুখকর হউন। আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞের অঙ্গ-

ওঁ তত্ সত্। হরিঃ ওঁ॥ শাকল মন্ত্রঃ।

ওঁ দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা।

ওঁ মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা॥

ওঁ পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা॥

ওঁ আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা॥

যস্যৈনো বিদ্বাংশ্চকার যচ্চাবিদ্বাংস্তস্য সর্ব্বস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা॥

স্বরূপ হউন আমাদের পানীয় হউন। তথা শং উৎপন্নানাং রোগানাং শমনং কুর্ব্বন্তু যোঃ অনুৎপন্নানাং রোগাণাং পৃথক্ করণং চ কুর্ব্বন্তু। অপিচ নঃ অস্মাকং অভি উপরি স্রবন্তু শুদ্ধ্যর্থং ক্ষরন্তু। জলদেবতাগণ আমাদের উৎপন্ন রোগের শান্তি এবং অনুৎপন্ন রোগের দূরীকরণ করুন। আর আমাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপরে ক্ষরিত হউন।

শাকল মন্ত্র। হে অগ্নে! দেবকৃতস্য দেবকর্ম্মণ্যসঙ্গতাদিকৃতস্য, মনুষ্যকৃতস্য মনুষ্যবিষয়ে অতিথিবিষয়ে অসঙ্গতাদিকৃতস্য যদ্বা মনুষ্য হিংসনাদি কৃতস্য, পিতৃকৃতস্য পিত্র্যকর্ম্মণি অসঙ্গতাদিকৃতস্য, আত্মকৃতস্য আত্মনিন্দাদি কৃতস্য, এনসঃ পাপস্য সম্বন্ধেন সংসর্গেণ পুনঃ পুনঃ করণেন বা যদেনঃ সম্ভূতং তস্য এনসঃ পাপস্য অবযজনং নাশনং অসি ভবসি। অতঃ স্বাহা।

হে অগ্নি! দেবকর্ম্ম বিষয়ে যাহা অন্যায় করিয়াছি, মনুষ্য কর্ম্ম বিষয়ে (অতিথি বিষয়ে) যাহা অন্যায় করিয়াছি বা মনুষ্য হিংসাদি যাহা করিয়াছি, পিতৃ কর্ম্মে যাহা অন্যায় করিয়াছি, আত্ম নিন্দাদি যাহা করিয়াছি, পাপের সংসর্গ জন্য অথবা পুনঃ পুনঃ মন্দ অনুষ্ঠান জন্য যে সমস্ত পাপ করিয়া ফেলিয়াছি সেই সমস্ত পাপ তুমি বিনাশ কর। সেই জন্য তোমাতে আহুতি দিতেছি।

ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ॥ অথ শান্তিঃ।

ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোজঃ সহৌজমসি প্রাণাপাণৌ॥ ২॥

অহং যচ্চ যদপি এনঃ পাপঞ্চকার কৃতবানস্মি। কিম্ভূতঃ? বিদ্বান্ জানন্ যচ্চ যদপি অবিদ্বান্ অজানন্ চকার তস্য এনসঃ অবযজনং নাশনং অসি। কিম্ভূতস্য? সর্ব্বস্য সাবশেষস্য।

হে অগ্নি! জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে সমস্ত পাপ আমি করিয়াছি সেই সমস্ত পাপের নিঃশেষে নাশ তুমি কর!

অহমৃচং ঋগ্বেদং বাচং বাণীঞ্চ প্রপদ্যে শরণং যামি। তথা মন ইন্দ্রিয়ং যজুর্যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে। তথা সাম সামবেদং প্রাণঞ্চ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বয়ং প্রপদ্যে। কিমর্থমেতেষু শরণাগমনং? বাগ্‌বচনং ওজোবলং প্রাণাপ্রাণৌ বায়ু এতানি সহ একীভূয়াপি বর্ত্তন্তামিত্যধ্যাহার্য্যম্। দ্বিতীয়মোজোগ্রহণমাদরার্থম্। মহাবীরং কর্ম্মণো ভীষণত্বেন রাগাদি বিরোধসম্ভাবনায়াং তেষামবিরোধায় শান্তিকর্ম্মেত্যাশয়ঃ। বাগ্‌বচন প্রাণাপানানাং স্থিত্যর্থং ঋগাদিবেদত্রয়ে বাত্মনঃ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রাণি শরণং যামীতি বাক্যার্থঃ॥

মহাবীররূপ যে সমস্ত ভীষণ কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মজনিত রাগদ্বেষাদি সর্ব্বদাই মনুষ্য মধ্যে বিরোধ তুলিতেছে। সেই সমস্তের শান্তির জন্য এই সমস্ত প্রয়োগ বিধি।

আমি ঋগ্বেদ ও বাণীর শরণ লইতেছি। মন ইন্দ্রিয় ও যজুর্ব্বেদের শরণ লইতেছি। সামবেদ ও প্রাণের শরণ লইতেছি। চক্ষু ও কর্ণ এই ইন্দ্রিয়দ্বয়ের শরণ লইতেছি। কেন ইহাঁদের শরণ লওয়া হইতেছে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি বাক্য, বল, প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ু, ইহাদের সহিত আমি এক হইয়া গিয়াছি বলিয়াই ইহাদের শরণ

ওঁ কয়া ত্বং ন ঊত্যাভি প্রমন্দসে বৃষন্ কয়া স্তোতৃভ্য আভর ॥ ২ ॥

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদা বৃধঃসখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ৩ ॥

লইতেছি। ইহাদের কর্ম্ম অতি ভীষণ। ইহারা সর্ব্বদা বিরোধ তুলিতেছে। আমি বাক্য ও প্রাণাপানের স্থিতি জন্য ঋগাদি বেদত্রয়ে বাক্ মন প্রাণ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ঢালিয়া দিবার জন্য ইঁহাদের সকলের শরণ লইতেছি। যাহাদের সঙ্গে বহুদিন একত্রে থাকা যায় তাহাদের সঙ্গে একত্ব স্থাপন হইয়া যায়। তাহাদের উপর জোর করিলে তাহারা অতি ভীষণ হইয়া উঠে। তাই ইহাদের শরণাপন্ন হইয়া ইহাদিগকে শান্ত করিবার উপায় করিতেছি ॥ ১ ॥

হে বৃষন্! হে ইন্দ্র! হে বিশ্বপ্রভু! কয়া ঊত্যা আগমনেন অস্মান্ অভি প্রমন্দসে অভি সর্ব্বতোভাবেন প্রমোদয়সি। তথা কয়া নাম ঊত্যা ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। আ ভর আ ভরসি অর্জ্জয়সি ধনপুত্রাদিকমিতি। কিমর্থং? স্তোতৃভ্যঃ স্তবকারিণাং প্রয়োজনেনেত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র! কথমাগত্যাস্মান্ প্রমোদয়সি কথঞ্চ স্তবকারিণামর্থেন ধনপুত্রাদিকমর্জ্জয়সীতি প্রশ্নো বাক্যার্থঃ। ত্বয়া কথিতে তথা বয়মনুতিষ্ঠাম ইত্যর্থঃ।

হে জগদেক নাথ! কি করিলে তুমি আসিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আনন্দিত করিবে? কি করিলে তুমি এই স্তবকারী আমরা, আমাদের জন্য ধনপুত্রাদি অর্জ্জন করিয়া দিবে? তুমি বলিয়া দাও। আমরা অনুষ্ঠান করিব ॥ ২ ॥

কয়া নাম ঊতী ঊত্যা তর্পণেন ক্রিয়য়া নোঽস্মাকং সদা বৃধঃ সর্ব্বদা বৃদ্ধিকারী ভুবৎ ভূয়াৎ। কয়া নাম সচিষ্ঠয়া আবৃতা ক্রিয়য়া চিত্রঃ সখা

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্ শতং ভবাস্যু-তিভিঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমোঽস্ত্বগ্নয়ে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধিভ্যঃ।

নমো বাচো নমো বাচস্পতয়ে নমো বিষ্ণবে মহতে করোমি ॥৫॥

ওঁ যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ।

অপ্সুক্ষিতা মহিমানৈকাদশস্থা তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্ ॥ ৬॥

মিত্রং ভুবং। সচিষ্ঠয়া সচি ইতি কর্ম্মণো নাম ইতি কর্ম্মনির্ঘণ্টঃ। তত্র ইষ্টেন সাতিশয় কর্ম্মণা বা। কেন তর্পণেন বা ক্রিয়য়া ইন্দ্রোঽস্মাকং বৃদ্ধিকারী সখা চ ভূয়াদিতি পৃষ্টো বাক্যার্থঃ।

কোন্ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবান্ আমাদের সর্ব্বদা বৃদ্ধিকারী সখা হইবেন ? তুমি বলিয়া দাও আমরা সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩॥

হে ইন্দ্র! নোঽস্মাকং সখীনাং মিত্রাণাং স্তোতৄণাং অবিতা পালয়িতা ভবসি ভব। কেন প্রকারেণ ? অভি আভিমুখ্যেন। তথা সু সুষ্ঠং যথা ভবতি। কিম্ভূতঃ সন্ ? শতং শতং শতধা বহুধা ভূত্বেত্যর্থঃ। কৈরবিতা ভব ? উতিভিঃ বহুপ্রকারৈরক্ষরৈঃ। হে ইন্দ্র ত্বং বহুমূর্ত্তি ভূত্বা অস্মাকং অস্মৎ সখীনাং স্তোতৄণাং চ বহুপ্রকারং পালয়িতা ভবেত্যাশংসা বাক্যার্থঃ॥ হে ইন্দ্র ! তুমি বহুমূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের এবং আমাদের স্তোত্রকারীদের বহু প্রকারে পালয়িতা হও ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মকে নমস্কার, অগ্নিকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, ওষধি, ব্রীহি ইত্যাদিকে নমস্কার! বাক্‌কে নমস্কার, বাচস্পতিকে নমস্কার, বিষ্ণুকে নমস্কার, মহৎ নামক তত্ত্বকে নমস্কার। আমার অভ্যুদয় সিদ্ধি জন্য সকলকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

তে দেবাসঃ দেবা যে যূয়ং দিবি স্বর্গে একাদশ সংখ্যা স্থ তিষ্ঠথ তথা

ओं यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥৩॥

পৃথিব্যাং অধি পৃথিব্যুপরি একাদশ স্থ। তথা অপ্সু ক্ষিতা অপ্সু ইত্যেবং শব্দরূপ আকাশবাচী ক্ষিতাঃ স্থিতাঃ আকাশস্থা ইত্যর্থঃ। একাদশকোটি সংখ্যাত্মকেন স্থিতাঃ। মহিমানা মহিম্না মাহাত্ম্যেনেত্যর্থঃ। তে দেবাস ইমং যজ্ঞং শান্তিকরণরূপং জুষধ্বং সেবধ্বম্। স্বর্গাকাশ পৃথিবীস্থা স্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিসংখ্যা দেবা ইদং শান্তিকর্ম্মাধিষ্ঠায়াস্মাকমভ্যুদয়ং কুর্ব্বন্তিত্যভ্যর্থনা বাক্যার্থঃ। তিনশত তেত্রিশ কোটি সংখ্যক যে সমস্ত দেবতা স্বর্গে আকাশে পৃথিবীর উপরে আছেন তাঁহারা আপনার আপনার মাহাত্ম্যদ্বারা আমাদের এই শান্তিকর্ম্মে অধিষ্ঠান করিয়া আমাদের অভ্যুত্থান বিধান করুন ॥ ৬ ॥

যন্মনো জাগ্রতঃ নিদ্রাহীনস্য দূরমুদৈতি যাতি। কিম্ভূতং? দৈবং দেবস্য ব্রহ্মণো বিজ্ঞান-স্বরূপস্য প্রকাশকম্॥ উ অপিচ তন্মনঃ সুপ্তস্য নিদ্রাণস্য তথৈব দূরমবৈতি আগচ্ছতি। আগমনে দূরত্বাভিধানং সর্ব্বত উপসংহৃতিবৃত্তিত্বজ্ঞাপনার্থম্। কিম্ভূতং? জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দূরঙ্গমং জ্যোতিঃ ইন্দ্রিয়ং দূরঙ্গমং জ্যোতিঃ দূরগামি। অন্যানি চক্ষুরাদীনি সন্নিহিতপ্রকাশকানি। মনস্তু ব্যবহিত প্রকাশকমপীত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং? একং উত্তমম্। চক্ষুরাদীনি স্থূলসন্নিহিত প্রকাশকানি মনস্তু-সন্নিহিত প্রকাশকমতশ্চক্ষুরাদীনামুত্তমমেতৎ। তন্মে মম মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু কল্যাণ সঙ্কল্পাভিলাষি ভবতু।

যে মন দৈব—ব্রহ্মের বিজ্ঞানস্বরূপের প্রকাশক, জাগ্রত জনের যে মন জাগ্রত কালে দূরে গমন করেন, অপিচ নিদ্রিতের যে মন সমস্তবৃত্তি উপসংহার করিয়া নিকটে আগমন করেন, যে মন প্রকাশক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দূরগামি জ্যোতি বা প্রকাশক—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিকটের

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্॥
প্রব্রবাম শরদঃ শতম্॥ ৮॥
ওঁ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।

বস্তু প্রকাশ করে কিন্তু মন বহু ব্যবধানের বস্তু প্রকাশ করেন, যে মন সমস্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উত্তম—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থূল সন্নিহিত প্রকাশ করে কিন্তু মন অসন্নিহিত বস্তু প্রকাশ করেন বলিয়া মন উত্তম, সেই আমার মন শুভ সঙ্কল্পের অভিলাষি হউন॥ ৭॥

তৎ চক্ষুঃ জগতাং নেত্রভূতং আদিত্যরূপং পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উচ্চরৎ উচ্চরতি উদেতি। কীদৃশম্? দেবহিতং দেবানাং হিতং প্রিয়ম্। পুনঃ কীদৃশম্? শুক্রং শুক্লং পাপাসংস্পৃষ্টং শোচিষ্মদ্ বা। তস্য প্রসাদাৎ শতংশরদঃ বর্ষাণি বয়ং পশ্যেম শতবর্ষ পর্য্যন্তং বয়মব্যাহত চক্ষুরিন্দ্রিয়া ভবেম। শতং শরদঃ জীবেম অ-পরাধীনজীবনা ভবেম। শতং শরদঃ শৃণুয়াম স্পষ্টশ্রোত্রেন্দ্রিয়া ভবেম। শতং শরদঃ প্রব্রবাম অস্খলিত বাগিন্দ্রিয়া ভবেম। যাঁহার স্তব করিতেছি সেই জগতের চক্ষুস্বরূপ আদিত্যমণ্ডল পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছেন। ইনি দেবগণের হিতকারী। ইনি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ নিষ্পাপ বা দীপ্তিশালী। ইঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত চক্ষুর্হীন না হইয়া সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই। আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত পরাধীন না হইয়া জীবিত থাকিতে পাই। আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত শ্রোত্রহীন না হইয়া স্পষ্ট শুনিতে পাই। আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত বাগিন্দ্রিয় হীন না হইয়া উত্তমরূপে কথা কহিতে পাই॥ ৮॥

হে ইন্দ্র! হে পরমেশ্বর! ত্বং যতো যতঃ যস্মাদ্ যস্মাৎ কৃতাদুপচারাৎ

शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः॥ ৯॥
ओं नमस्तेऽस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे।
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे॥ ১০॥
ओं नमस्ते हरसे नमस्ते शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे।
अन्यां स्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽस्मभ्यं शिवो भव॥১১॥

নোঽস্মাকং ভয়ং কর্ত্তুং সমীহসে চেষ্টসে ততস্তস্মান্নোঽস্মাকং অভয়ং কুরু। কিঞ্চ নোঽস্মাকং প্রজাভ্যঃ শং সুখং কুরু। তথা নঃ পশুভ্যো গবাদিভ্যঃ অভয়ং কুরু। অস্মাকং যদ্যদুপচারং প্রাপ্যাস্মাকং ভয়ায় চেষ্টসে তস্মাদস্মাকং পুত্রাদীনাং গবাদীনাঞ্চাভয়ং কুরু। বিশ্বপ্রভো! আমাদের যে সমস্ত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ সেই সকল ভয় হইতে আমাদিগকে আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে এবং আমাদের গবাদি পশুদিগকে অভয় প্রদান কর॥ ৯॥

হে ইন্দ্র! বিদ্যুতে বিদ্যুৎরূপায় তে তুভ্যং নমঃ। তথা স্তনয়িত্নবে মেঘস্বরূপায় তে তুভ্যং নমঃ। তথা হে ভগবন্ সকলৈশ্বর্য্যশালিন্ তে তুভ্যং নমঃ। কেন কারণেন ত্বং নমস্ক্রিয়সে? যতঃ কারণাৎ স্বঃ স্বর্গং ত্বং সমীহসে চেষ্টসে দাতুমিত্যধ্যাহার্য্যম্। হে ইন্দ্র! যতস্ত্বং স্বর্গার্থিনাং স্বর্গং দদাসি অতস্তুভ্যং বিদ্যুদ্রূপায় মেঘস্বরূপায় ঈশ্বরায় চ নমোঽস্তু। হে পরমেশ্বর! যেহেতু তুমি স্বর্গপ্রার্থিকে স্বর্গ দান কর সেই হেতু বিদ্যুৎরূপ তুমি তোমাকে নমস্কার! মেঘস্বরূপ তুমি তোমাকে-নমস্কার। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালী ঈশ্বর তুমি! তোমাকে নমস্কার॥ ১০॥

হে অগ্নি! তুমি হর্ত্তা, তুমি দীপ্তিমান্, তুমি অর্চ্চিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তোমার জ্বালা মালা (হেতয়ঃ) আমাদের বিরুদ্ধকারীদিগকে দগ্ধ করুন। তুমি পাবক হইয়াই যে কেবল আমাদের কল্যাণ করিবে

ঔঁ দৃতে দৃংহমা জ্যোক্ তে সংদৃশি জীব্যাসং জ্যোক্ তে।
সংদৃশি জীব্যাসম্॥ ১২॥
ঔঁ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে মিত্রস্য চক্ষুষা
সমীক্ষামহে॥ ১৩॥

তাহা নয় কিন্তু আমরা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদের শত্রুদিগকে দগ্ধ কর॥ ১১॥

হে ইন্দ্র! অনেন শান্তিকর্ম্মণা মা মাং দৃংহ দৃঢ়াকুরু। কুত্র? ধৃতে মম যৎ শরীর ভার্য্যাপুত্রাদি ধৃতং পরিগৃহীতং তত্র মাং দৃঢ়ং অখণ্ডিতং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তে তব সংদৃশি সন্দর্শনে সতি জ্যোক্ চিরং জিব্যাসং অহং জীবেয়ম্। অত্রাপি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্। ত্বয়া দৃষ্টোঽহং চিরং জীবেয়মিতি।

হে ইন্দ্র! এই শান্তিকর্ম্ম দ্বারা আমাকে দৃঢ় কর। শরীর পুত্র ভার্য্যা ইত্যাদি আমি পরিগ্রহ করিয়াছি অতএব আমাকে অখণ্ডিত কর তুমি আমার দিকে চাহিলে আমি চিরদিন জীবিত থাকিব। তুমি আমার দিকে চাহিলে আমি চিরদিন জীবিত থাকিব॥ ১২॥

হে ইন্দ্র। অনেন শান্তিকর্ম্মণা মা মাং দৃঢ়ী কুরু। কুত্র? ধৃতে মম যৎ শরীর ভার্য্যাপুত্রাদি ধৃতং পরিগৃহাতং তত্র মাং দৃঢ়ং অখণ্ডিতং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মা মাং সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণিনঃ সমীক্ষন্তাং পশ্যন্তু। কেন? মিত্রস্য চক্ষুষা মিত্রস্য চক্ষুরহিংসকং ভবতু। সর্ব্বেপ্রাণিনঃ শুভদৃষ্ট্যা মাং পশ্যন্তীত্যর্থঃ। অহঞ্চ শুভদৃষ্ট্যা সর্ব্বাণি ভূতানি মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষে। এবং সতি প্রাণিনোঽহঞ্চ মিত্রস্য চক্ষুষা অন্যোন্যং সমীক্ষামহে। মাং শরীর ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সম্পূর্ণং কুরু। সর্ব্বে প্রাণিনো মাং মিত্রবৎ পশ্যন্তু অহমপি তান্ মিত্রবৎ পশ্যামীতি ব্যাক্যার্থঃ।

ओं द्यौः शान्तिरन्तरीक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति
रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्व्विश्वेदेवा शान्ति-
र्ब्रह्मशान्तिः । शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि ॥ १४ ॥
ओं अहानि शं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् ।
शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा वात्तहव्या ।

হে ইন্দ্র ! এই শান্তিকর্ম্ম দ্বারা আমি যে শরীর পুত্র ভার্য্যাদি পরিগ্রহ করিয়া খণ্ডবৎ হইয়াছি তাহাকে অখণ্ডিত কর। আর সর্ব্বপ্রাণি আমাকে মিত্রবৎ দেখুক। কেহ যেন আমাকে হিংসা চক্ষে না দেখে। আমিও সমস্ত প্রাণীকে যেন শুভদৃষ্টিতে দেখি। সকল প্রাণী আমাকে মিত্রভাবে দেখুক আমিও সকল প্রাণীকে মিত্রভাবে দেখি ॥ ১৩ ॥

স্বর্গাদিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তিবিধান করুন, অন্তরীক্ষ দেবতা শান্তিবিধান করুন, পৃথিবী দেবতা শান্তিবিধান করুন, জলদেবতা শান্তিবিধান করুন, ওষধী-দেবতা শান্তিবিধান করুন, বনস্পতি দেবতা শান্তিবিধান করুন, বিশ্ব দেবগণ শান্তিবিধান করুন, ব্রহ্ম শান্তি করুন, সাম বেদ শান্তি করুন। যাহা শান্তি কর্ম্ম করা হইল তাহাও শান্তিবিধান করুন ॥ ১৪ ॥

বায়ু আমাদের সুখের জন্য প্রবাহিত হউক। [শং সুখায় পবতাং বহতু] সূর্য্য আমাদের সুখের জন্য তাপ দান করুন+ পর্জ্জন্যদেব—মেঘ গর্জ্জন করিয়াও আমাদের সুখের জন্য বারি বর্ষণ করুন। [কনিক্রদৎ আক্রন্দমানঃ গর্জ্জন্নপি] ॥ ১৫ ॥

দিন সকল আমাদের সুখের জন্য হউক। রাত্রি সুখের জন্য হউক। প্রতিধীয়তাম্ প্রতিদধাতু ভবত্বিতি যাবৎ। ইন্দ্র ও অগ্নি পালন দ্বারা

शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥१७॥

ओं शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये ।

शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ १७ ॥

ओं स्योना पृथिवि नो भवाऽनृक्षरा निवेशनी ।

यच्छा न शर्म्म सप्रथाः ॥ १८ ॥

আমাদের সুখের জন্য হউন। অবোভিঃ পালনৈঃ। যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র বরুণ আপন আপন কার্য্যে আমাদিগকে সুখী করুন। বাত্তহব্যা বাদত্তহব্যৌ। ইন্দ্রাপূষাণা আমাদিগকে অন্নদানে সুখী করুন। বাজসাতৌ বাজোঽন্নং তস্য সাতির্দ্দানং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। ইন্দ্র সোম আমাদিগকে উত্তম গাভি দিয়া এবং কল্যাণ আনয়ন করিয়া সুখী করুন। সুবিতায় সাধুগমনায় উত্তমগতিপ্রাপ্তয়ে। শংযোশ্চ কল্যাণযোগায় চ ॥ ১৬ ॥

জলদেবতা সকল আমাদের পাপ নাশ করিয়া সুখকর হউন। আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞের আদি স্বরূপ হউন। আমাদের পানীয় হউন। আমাদের উৎপন্ন রোগের শান্তি এবং সমুৎপন্ন রোগের দূরীকরণ করুন। আর আমাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপরে ক্ষরিত হউন। [পূর্ব্বের ব্যাখ্যা দেখ] ॥ ১৭ ॥

হে পৃথিবি! নোঽস্মাকং সোনা সুখরূপা ভব। তথা অনৃক্ষরা ভব। নৃক্ষরঃ কণ্টকঃ সোঽস্যা নাস্তীত্যনৃক্ষরা নিষ্কণ্টকা। তথা নিবেশনী ভব। নিবেশোঽবস্থানং তদ্ যোগ্যা। এমম্বিধা চ ভূত্বা নোঽস্মাকং শর্ম্মসুখং যচ্ছ দেহি। কিম্ভূতা সতী সপ্রথাঃ সবিস্তরা ইত্যর্থঃ। হে পৃথিবি! অস্মাকং সুখরূপা অকণ্টকাবস্থানা হি চ ভূত্বা সুখং দেহি।

ওঁ ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি শং নোঽস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥১৯॥
ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ২০ ॥
যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাঽতিতৃণ্ণং
বৃহস্পতি র্মে তদ্দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যঃ পতিঃ ॥ ২১ ॥

হে পৃথিবি! তুমি আমাদের নিকটে সুখরূপা হও। নিষ্কণ্টকা হও। অবস্থান যোগ্য হও। এইরূপ হইয়া হে সবিস্তারা পৃথিবি! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

বিশ্ব প্রভু ইন্দ্র সমস্ত জগতের জন্য বিরাজমান। তাঁহার প্রসাদেই মানুষে ভার্য্যা পুত্র গবাদির সুখ পায়। ইন্দ্রো বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ রাজতি দেদীপ্যতে। তস্য প্রসাদেন নোঽস্মাকং দ্বিপদে মনুষ্যস্য ভার্য্যা পুত্রাদিকস্য শং সুখং অস্তু। তথা চতুষ্পদে গবাদিকস্য শং অস্তীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। বিশ্বপ্রভোরিন্দ্রস্য প্রসাদেনাস্মাকং ভার্য্যাপুত্রগবাদীনাং সুখং ভবত্বিত্যাশংসা বাক্যার্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনেন শান্তিকর্ম্মণা নোঽস্মাকং মিত্রশ্চন্দ্রঃ শং ভবতু সুখায় ভবতু। তথা বরুণঃ শং ভবতু অর্য্যমা সূর্য্যশ্চ নঃ শং ভবতু তথেন্দ্রো বৃহস্পতিশ্চ নঃ শং ভবতু। তথা বিষ্ণু র্নঃ শং ভবতু। কিম্ভূতো বিষ্ণুঃ? উরুক্রমঃ উরুর্ব্বহুলঃ ক্রমো যস্য স উরুক্রমঃ ত্রিবিক্রম ইত্যর্থঃ। মিত্রদেব (চন্দ্র) আমাদের কল্যাণকর হউন। দেব বরুণ, অর্য্যমা সূর্য্য, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, এবং সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকর হউন ॥ ২০ ॥

মে মম চক্ষুষো যচ্ছিদ্রং ন্যূনং তথা হৃদয়স্য বুদ্ধের্যচ্ছিদ্রং তথা মনসঃ বা সমুচ্চয়ে মনসশ্চ যতঃ অতিতৃণং অতিহিংসিতম্ পরহিংসাচিন্তনাদিনা ন্যূনত্বমিত্যর্থঃ। তৎসর্ব্বং মে মম বৃহস্পতির্দ্দেবাচার্য্যো দধাতু সম্পূর্ণং

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ২২॥

করোত্বিত্যর্থঃ। তথা সতি ভুবনস্য ত্রৈলোক্যস্য যঃ পতিঃ প্রভুর্ব্রহ্মা স নোঽস্মাকং শং ভবতু সুখকারী ভবতু। মম চক্ষুর্বুদ্ধি মনসাং যৎ ন্যূনং তদ্ বৃহস্পতিঃ সম্পূর্ণং করোতু। তস্মিংশ্চ সম্পূর্ণে ব্রহ্মাঽস্মাকং সুখকারী ভবত্বিত্যাশংসা বাক্যার্থঃ।

আমার চক্ষুর যা কিছু ত্রুটী, হৃদয়ের অর্থাৎ বুদ্ধির যা কিছু ত্রুটী মনের যা কিছু পরহিংসা চিন্তাদি ন্যূনত্ব, সেই সমস্ত ন্যূনত্ব—হে বৃহস্পতি! হে দেবগণের আচার্য্য! তাহা তুমি সম্পুর্ণ করিয়া দাও। আমাদের যাহা ন্যূনতা তাহা সম্পুর্ণ হইলে ত্রিলোকনাথ আমাদের সুখকারী হইবেন॥ ২১॥

তিসৃণাং মহাব্যাহৃতীনাং প্রজাপতি ঋষিরগ্নিবায়ুসূর্য্যো দেবতা (যজুষ্ট্বাচ্ছন্দো নাস্তি) গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা মহাবীরাজ্যস্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

অস্যার্থঃ। ভূঃ পৃথিবী ভুবঃ আকাশং স্বঃ স্বর্গং এতান্ ত্রান্ লোকান্নিতি পরিণম্য ধীমহীতি ক্রিয়া পদং যোজ্যম্। তথা তৎসবিতুরাদিত্যস্য ভর্গঃ বীর্য্যং তেজো বা ধীমহি ধ্যায়েম চিন্তয়ামেতি যাবৎ। কিম্ভুতং? বরেণ্যং বর্য্যেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। কিম্ভূতস্য সবিতুঃ? দেবস্য দানাদিগুণযুক্তস্য। পুনঃ কিম্ভূতস্য? যঃ সবিতা নোঽস্মাকং ধীয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি সকল পুরুষার্থেষু প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ।

তিনটি মহাব্যাহৃতীর ঋষি হইতেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেবতা হইতেছেন অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য। ছন্দ নাই। গায়ত্রীর ঋষি হইতেছেন বিশ্বামিত্র, ছন্দ হইতেছেন গায়ত্রী, দেবতা হইতেছেন সবিতা। বিনিয়োগ হইতেছে মহাবীররূপ (যাগ) কর্ম্মে আজ্যস্ত শান্তিকরণে।

ওঁ তৎ সৎ॥ হরি ওঁ॥ ভোজনমন্ত্রঃ।

তত্রানীয়মানমন্নমভিমন্ত্রয়েৎ।

ওঁ তেজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি। বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূঃ॥ ১॥

ভূকে—পৃথিবীকে পৃথিবীর চৈতন্যপুরুষকে এস আমরা ধ্যান করি। আকাশের চৈতন্যপুরুষকে এস আমরা ধ্যান করি। স্বর্গলোকের চৈতন্যপুরুষকে এস আমরা ধ্যান করি। আর সেই সবিতার, সেই আদিত্যের সেই সূর্য্যের, ভর্গকে—বীর্য্যকে—তেজকে এস আমরা ধ্যান করি—এস আমরা চিন্তা করি। কিরূপ ভর্গ? কিরূপ তেজ? শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। কিরূপ সবিতার তেজ? যিনি সমস্ত দানাদিগুণযুক্ত—যে সবিতা আমাদিগকে সমস্ত দিতেছেন আমাদিগকে এবং পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের সকল প্রাণীকে প্রাণ দিতেছেন, পালন করিতেছেন, সেই সবিতার তেজ। সবিতা আর কিরূপ? যে সবিতা—যে সূর্য্যশরীরাভিমানী দেবতা আমাদের সকলের বুদ্ধিকে সর্ব্বপ্রকারে পুরুষার্থে প্রবর্ত্ত করেন॥ ২২॥

হে অন্ন! ত্বং তেজো বীর্য্যমসি ভবসি। তথা সহ উৎসাহঃ বলং সামর্থ্যং ভ্রাজো দীপ্তিঃ। তথা দেবানামিন্দ্রাদীনাং ধামনাম তেজঃ শব্দ বাচ্যম্। কিঞ্চ বিবেচ্যোচ্যতে? বিশ্বং চরাচরমসি বিশ্বায়ুর্বিশ্বস্য জীবনং সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরসীতি পুনরভিধানমাদরার্থম্। অভিভূঃ সর্ব্বেষামদনীয়ানাং শ্রেষ্ঠতয়া ত্বমভিভাবকং ভবসীত্যর্থঃ অনুস্ততি বাক্যার্থঃ।

হে অন্ন! তুমি তেজ-বীর্য্য, তুমি উৎসাহ, তুমি বল সামর্থ্য, তুমি দীপ্তি! তুমি ইন্দ্রাদি দেবতার তেজ স্বরূপ। কি দেখিয়া এই বলা হইতেছে? তুমি বিশ্ব চরাচর; তুমি বিশ্বের জীবন, সকলের আয়ু তুমি, সকলের আয়ু তুমি। সর্ব্ব খাদ্যের শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলিয়া তুমি সকলের

ओं द्यौस्त्वा परिददातु। ओं पृथिवीत्वा गृह्णातु ॥ २ ॥

ओं अन्नपतेऽन्नस्य नो धेह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्ज्जं धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ३ ॥

অভিভাবক—হিতকারী প্রভু। জগতে চৈতন্য শূন্য কিছুই নাই। অন্নকে জীবিত মনে করিয়া—অন্ন আনীত হইলে অন্ন যাহার শরীর সেই চেতন পুরুষকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে অন্নকে অভিমন্ত্রিত করিবে। অন্ন আনীত হইবার পূর্ব্বে ভোজন পাত্রের নীচে চতুষ্কোণ যন্ত্র জল দ্বারা আঁকিয়া তাহার উপরে যেন ভোজন পাত্র স্থাপন করা হয় ॥ ১ ॥

হে অন্ন! আকাশস্ত্বা ত্বাং দদাতু। আকাশমেব সর্ব্বেষাং ভূতানামাদিভূতমিতি তস্য দাতৃত্বে নোপন্যাসঃ। হে অন্ন! পৃথিবী ত্বাং প্রতিগৃহ্লাতু।

হে অন্ন! আকাশ তোমাকে দিতেছেন, পৃথিবী তোমাকে গ্রহণ করিতেছেন। ইহা বলিয়া আবার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে অগ্নিকে প্রার্থনা করিবে ॥ ২ ॥

হে অন্নপতে! অগ্নে! অন্নস্য ভাগং নোঽস্মভ্যং ধেহি দেহি। কিম্ভূতস্য? অনমীবস্য—অমীবো ব্যাধিঃ সোঽস্মিন্ নাস্তীতি অনমীবঃ অব্যাধিকারিণঃ। শুষ্মিণঃ শুষ্ম বলং তদস্যাস্তীতি বলযুক্তস্য। হে অন্নপতে! প্রপ্রদাতারং তারিষ অন্নস্য প্রকর্ষেণ প্রদাতারং তারিষ বর্দ্ধয়। প্র শব্দো দানস্যাতিশয়ার্থঃ। হে অন্নপতে! নোঽস্মাকং দ্বিপদে পুত্রাদৌ চতুষ্পদে গবাদৌ উর্জ্জমন্নং ধেহি দেহি। অস্মভ্যং মদীয়পুত্রাদিভ্যো বলকারি অন্নং ধেহি অন্নদাতারং বর্দ্ধয়েতি অগ্নৌ যাজ্ঞা ব্যাক্যার্থঃ।

হে অন্নপতি! হে অগ্নি! এই যজ্ঞে অন্নের ভাগ আমাদিগকে দাও। এই অন্ন অব্যাধিকারী, এই অন্ন বলযুক্ত। শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি দেবতা ঐ

বলিয়া প্রার্থনা করিবেন। হে অন্নপতি! হে অগ্নি! অন্নের দাতা যিনি তাঁহাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর। হে অগ্নি! হে অন্নপতি! আমাদের পুত্রাদির জন্য, গবাদির জন্য, বলকারি অন্ন দাও। আমাদিগকে অন্নের ভাগ দাও; আমাদের পুত্রাদির জন্য এবং গবাদি পশুর জন্য বলকারি অন্ন দাও এবং অন্ন দাতাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর—অগ্নির নিকট ইহাই প্রার্থনা। পরে ওঁ ভূপতয়ে নমঃ ওঁ ভুবনপতয়ে নমঃ ওঁ ভূতানাং পতয়ে নমঃ—ভূ পতি অগ্নি; ভুবনপতি – চরাচর পতি অগ্নি; ভূতপতি—পৃথিব্যাদি পঞ্চের পতি—ইহাঁদিগকে মনে মনে ভাবনা করিয়া ভোজন পাত্রস্থ অন্নের চারি-দিকে জল বেষ্টন দিবে। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভূমাকাশং স্বর্গশ্চ লোক ত্রয়মেতত্তেঽধ্যারোপ্যতে। এই অন্ন দ্বারা ভূলোক, ভুব লোক, স্বর্গ লোক, ভূমি আকাশ যেখানে যিনি আছেন তাঁহাকে তৃপ্ত করিতেছ মনে মনে ভাবনা করিবে। পরে জল গণ্ডুষ লইয়া নাগাদি পঞ্চপ্রাণকে নিবেদন করিবার পরে ভাবনা করিবে **ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা**—হে অমৃত জল পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্টস্যান্নস্যোপস্তরণং শয্যা অসি—হে জল পঞ্চ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের তুমি শয্যা স্বরূপ হও বলিয়া জল গণ্ডুষ পান করিবে। তাহার পরে পঞ্চগ্রাস লইয়া ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস করিবে।

আমরা ছান্দ্যোগ্য উপনিষৎ হইতে অগ্নিহোত্র ব্যাপার উল্লেখ করিব।

প্রাণি-জগতে আহারটি যত বড় ব্যাপার এত বড় ব্যাপার আর কিছুই নাই। একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি এই জগতের প্রাণিপুঞ্জ একদিনে কত আহার করে। তার পরে কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়া আহার চলিতেছে। একটু বাহিরে আসিয়া দেখ মানুষ রাস্তায় চলিতেছে, চলিতে চলিতে খাবারের দোকান দেখিলেই বসিয়া গেল। ফল বেচিতেছে, একটু ফাঁক পাইলেই মুখে ফেলিয়া দিল।

মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সর্ব্বদাই খাওয়া লইয়া ব্যস্ত। আহারের আয়োজনের জন্যই জগতের অধিক কার্য্য চলিতেছে। আর জীব আহার পাইয়া বড়ই আনন্দ করে। অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাও রাত্রে চলিয়া বেড়ায় আহারের চেষ্টায়। নির্জ্জন নদীতীরে বালুকা-রাশির উপরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত জীব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আহারের চেষ্টায়। আহার পাইলেই জীব ঠাণ্ডা হয়। না পাইলেই বড় চঞ্চল। আবার বলি একবার মনে ভাব জগতের জীবের এক ক্ষণের আহারের পরিমাণ কত?

ইহা ত শুধু মুখ দিয়া আহারের কথা। এ ছাড়া সকল ইন্দ্রিয়ই কিন্তু নিরন্তর আহারের জন্য ব্যাকুল। চক্ষু রূপ আহার করে, কর্ণ শব্দ আহার করে, বৃক্ষলতা সূর্য্যকিরণ আহার করে। অহো! কি অদ্ভুত এই আহার ব্যাপার।

এক একটি জীবের আহার আমরা দেখি। কিন্তু উহা দেখিতে দেখিতে যদি সমষ্টি জীবের আহার আমরা ভাবনা করিতে পারি তবে আমাদের একটা গতি লাগে। প্রতি মানুষের গতি লাগাইবার জন্য ভগবতী শ্রুতি আহার কালে সমষ্টি পুরুষ হিরণ্যগর্ভকে ভাবনা করিতে বলিতেছেন এ কথা পরে বলা হইতেছে। শাস্ত্র বলেন—

ভোজ্যরূপা প্রকৃতি র্যয়া ভোজনমুচ্যতে। মায়ায়া ভোজ্যরূপেণ পরিণামাৎ বিষ্ণোস্তদধিষ্ঠানত্বাৎ তথাত্বমিতি।

এই যে ভোজন দ্রব্য সম্মুখে আসিল—ইহা পাইয়াই একবারে বসিয়া যাইও না। অতি লালসাপূর্ব্বক যে ভোজন তাহা পশুরই ধর্ম্ম। তুমি মানুষ। প্রথমেই একটু বিচার কর। ভোজনদ্রব্য যাহা তাহা প্রকৃতি। মায়াই ভোজ্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু মায়া যাঁহার উপরে ভাসিয়া বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন তিনি বিষ্ণু, তিনি ব্যাপনশীল, তিনি সর্ব্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভ। মায়াটি নাই তবুও ভ্রমকালে মনে হয়

আছে। তুমি মায়াটি বাদ দিয়া ভোজন দ্রব্যকে দেখ যাহা পাইবে তাহাতেই তোমার গতি লাগিবে। ভোজন দ্রব্যের মায়াভাগ বাদ দিলে যিনি থাকেন, তোমার নিজেরও মায়াভাগ বাদ দিলে তিনিই থাকেন। তুমি অনেক লোকের ধার করা জিনিষ লইয়া একটা কি সাজিয়াছ বলিয়া তোমার বাঞ্ছিতকে পাইতেছ না। যাহার কাছে যাহা ধার করিয়াছ তাহা শোধ করিয়া দাও। পৃথিবীকে পৃথিবীর অংশগুলি দিয়া দাও, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—ইহাদিগকে ইহাদের অংশ দিয়া ফেল—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিতে পারনা জানি, আচ্ছা ভাবনাতেও দিয়া ফেল। এখন দেখ দেখি সবার সব দিয়া দিলে তোমার কি থাকে? অহো! এই যে সে যাহাকে খোঁজ! যাহাকে পাইলে সুখ পাও! যাহাকে ঈপ্সিততম বল! যাহাকে দয়িত বল! যাহাকে বাঞ্ছিত বল! যাহাকে সকল সাধের সমষ্টি বল! তুমি আছ ইহাত জানই; আর তোমার পূর্ণতাই সে। দুয়ে এক তবু একটু পার্থক্য এখনও আছে। যাঁহারা চসমা পরেন তাঁহারা যখন উপনেত্রটি খুলিয়া রাখেন তখনও একটা দাগ নাকের উপরে থাকে। তুমিও এতদিন ধরিয়া মায়া চসমা পরিয়াছিলে বলিয়া ভাবনাতে সব খুলিয়া ফেলিলেও মায়ার একটা সংস্কারের দাগ ভাবনামগ্ন তোমাতে থাকে। এই সংস্কারের জন্যই তাতে তোমাতে ভেদ এখনও আছে। এই ভেদটা পুঁছিয়া ফেলিবার জন্যই তোমায় উপাসনা করিতে হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন ভোজনকালে আগত অন্নকে দেখিয়া প্রথমেই প্রণাম কর, আর ভাবনা কর অন্ন ব্রহ্মা, রস বিষ্ণু, আর ভোক্তা হইতেছেন দেব মহেশ্বর। দেখিতেছ না একতা কোথায়, আর ভাবনা করিতে হইবে কোন্ বিষয়? তাই শ্রুতি, ব্যষ্টি তুমি তোমাকে সকল ব্যাপারেই সমষ্টির ভাবনা করিতে করিতে চলিতে ফিরিতে বলিতেছেন। এই জন্য গীতা বলিতেছেন যৎ করোষি যদশ্নাসি * * তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্॥

মানুষ মরে কখন? না যখন আপনাকে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে। হরিণকে বাঘে ধরে কখন? না যখন হরিণ দলভ্রষ্ট হইয়া, যেন স্বতন্ত্র হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ যখন দেখে সে সমষ্টির অঙ্গ তখন সে মৃত্যু জয় করিতে পারে। কাজেই একটি মানুষের আহারে সে যখন সমষ্টি পুরুষকে ভাবনা করিতে পারে তখন সে অমর হইবার পথে চলে। এ ভাবনাও কঠিন নহে। তোমার শরীরের একবিন্দু রক্তেতেও দেখ কত জীব চলিতেছে ফিরিতেছে। ইহাদেরও সংসার আছে, পুত্রকন্যা আছে, সঙ্কল্প বিকল্প আছে, বিবাদ-বিসম্বাদ আছে, প্রণয় বিরহ আছে। তোমার সমস্ত দেহে কত জীব ভাবনা কর। আর ইহার একটি জীবকে যদি দিব্য চক্ষু দেওয়া যায় তবে সে জীব তোমাকে কি দেখিবে? দেখিবে না কি এক বিরাট পুরুষের অঙ্গে সে খেলা করিতেছে? সেইরূপ তুমিও দেখ কোন্ বিরাট পুরুষের অঙ্গে তুমি খেলা করিতেছ। শ্রুতির ভোজন মন্ত্রগুলিতে এই সমষ্টি পুরুষকে কিরূপে ভাবিতে হয় তাহার কথাই আছে।

শ্রুতি বলিতেছেন এই শরীর অগ্নিহোত্রের বেদী। ভোজনার্থ আগত অন্ন হইতেছে হোমীয়। অন্নকে আহুতিরূপে অর্পণ করিতে হইবে। হাত হইতেছে হাতা। হোমের মন্ত্র হইতেছে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি। আর হোমের ফল হইতেছে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবের তৃপ্তি।

সর্ব্ব জীবের মধ্যে যে অগ্নিহোত্র চলিতেছে তাহার প্রধান অঙ্গই হইতেছেন অগ্নি। সর্ব্ব জীবের মুখ হইতেছে হোমকুণ্ড। অগ্নি যেমন হোমকালে সকল দেবতার যজ্ঞভাগ যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন এই যজ্ঞেও মুখরূপ হোমকুণ্ডে প্রদত্ত ভক্ষ্যাদি দ্রব্য অগ্নি দ্বারাই যথাস্থানে পৌঁছে। শাস্ত্র বলেন "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং।" আমিই বৈশ্বানর হইয়া জীবের মধ্যে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া দিতেছি।

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসত এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্র মুপাসত ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি।

হায় জীব! এমন সুহৃৎকে তুমি একবার দেখিবে না? তাঁহার কার্য্য চিন্তা করিয়া একবার কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁহার চরণে মস্তক নত করিবে না? আরও দেখ সকল দেহেই অগ্নি আছে এবং জীব না জানিয়াও অগ্নিহোত্র করিতেছে। ভক্ষ্য দ্রব্য দেহের মধ্যে পাক হইতেছে। পাক হইলে সারভাগ পৌঁছিতেছে ইন্দ্রিয়রূপ দেবতাদিগের নিকটে আর অসার ভাগ নিম্ন দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। জানিয়া শুনিয়া অগ্নিহোত্র কর, তুমি হইলে দেবতা। আর তাঁহাকে না স্মরিয়া, তাঁহাকে না নিবেদিয়া আহার কর তুমি হইলে অসুর। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাস্বরূপ, অনিবেদিত পানীয় মূত্রস্বরূপ। এস আমরা মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি মন্ত্রের ভাব মোটামুটি জানিয়া অগ্নিহোত্র করি। শ্রুতির আজ্ঞা পালনই মানুষের পরম লাভ।

শ্রবণ কর শ্রুতি কি বলিতেছেন—

এই সংসারে ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন মাতার উপাসনা করে,—মা কখন খাইতে দিবেন এই ভাবিয়া ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই অগ্নিহোত্রজ্ঞানীর এই যজ্ঞকে ভোজনের জন্য উপাসনা করিয়া থাকে— ভাবে কখন ইনি ভোজন করিবেন, করিলে আমরা তৃপ্তি-লাভ করিব। শ্রুতি আবার বলিতেছেন—**স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্যভস্মনি জুহুয়াৎ তাদৃক্তৎ স্যাৎ** বৈশ্বানর বিদ্যা না জানিয়া যদি কেহ হোম করে তবে আহুতি যোগ্য জ্বলন্ত অঙ্গার উপেক্ষা করিয়া সে আহুতির অযোগ্য ভস্মে আহুতি দেয়। আর

ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ বৈশ্বানরবিদোভোজনেঽগ্নিহোত্রম্ ॥

তদ্ যদ্ভক্তং প্রথম মাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি, প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

প্রাণেতৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষিতৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে-তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবিতৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাদি-ধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্না-দ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি ॥

যিনি ইহা এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে তাঁহার হোম করা হয়।

প্রথমে ভোজনার্থ হোমের যোগ্য অন্ন আসিলে ভোক্তা যে প্রথম আহুতি দ্বারা হোম করিবেন তাহা প্রাণায় স্বাহা। ইহা দ্বারা হৃদয়স্থ প্রাণ বায়ুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণের। প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষের তৃপ্তি ; চক্ষের তৃপ্তিতে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্যের তৃপ্তি ; সূর্য্যের তৃপ্তিতে অন্তরীক্ষলোকের তৃপ্তি। অন্তরীক্ষলোকের তৃপ্তিতে দ্যুলোক ও আদিত্য যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বামিরূপে তাহাদের পরিচালক তৎসমস্তেরই তৃপ্তি। তাহাদের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভোজন কর্ত্তাও তৃপ্তিলাভ করেন। ঐ ভোক্তা আরও সন্তান পশু প্রভৃতি দ্বারা, অন্নপ্রাচুর্য্য দ্বারা এবং শরীরগতদীপ্তি ও বেদা-ধ্যয়ন জনিত তেজ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ২ ॥

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদ্ ব্যানায় স্বাহেতি, ব্যানস্তৃপ্যতি ॥১॥

ব্যানেতৃপ্যতি শ্রোত্রংতৃপ্যতি, শ্রোত্রেতৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি, চন্দ্রমসিতৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি; দিক্ষুতৃপ্যন্তীষু যত্কিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি; তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াত্ তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্যপানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

অপানেতৃপ্যতি বাক্তৃপ্যতি; বাচিতৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্যত্যগ্নৌতৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি; পৃথিব্যাংতৃপ্যন্ত্যাং যত্ কিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্ তৃপ্যতি; তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি দিবেন তাহাতে 'ব্যানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবেন। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ব্যান বায়ুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥

ব্যান বায়ুর তৃপ্তিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি; শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে তদধিপতি চন্দ্রের তৃপ্তি; চন্দ্রের তৃপ্তিতে দিক্ সমূহের তৃপ্তি; দিক্ সমূহের তৃপ্তিতে চন্দ্র ও দিক্ সমূহ যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান করেন তাহাদের তৃপ্তি; তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা পশু অন্নপ্রাচুর্য্য, শারীরিক দীপ্তি ও অধ্যয়ন জনিত তেজদ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ২ ॥

অনন্তর যে তৃতীয় আহুতি দিবেন তাহাতে 'অপানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবেন। তাহাতে অধস্থ অপান বায়ুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥

অপান বায়ুর তৃপ্তিতে বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি; বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে তদধি-

अथ यां चतुर्थीं जुहुयात्तां जुहुयात् समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥

समाने तृप्यति मनस्तृप्यति ; मनसि तृप्यति पर्ज्जन्यस्तृप्यति, पर्ज्जन्येतृप्यति विद्युत् तृप्यति : विद्युति तृप्यन्त्यां यत् किञ्च विद्युच्च पर्ज्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तत् तृप्यति ; तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्च्चसेनेति ॥ २ ॥

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥ १ ॥

পতি অগ্নিদেবের তৃপ্তি ; অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবীর তৃপ্তি ; পৃথিবীর তৃপ্তিতে পৃথিবী ও অগ্নি যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান করেন তাহাদের তৃপ্তি ; তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুর অন্ন, শারীরিক দীপ্তি ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২ ॥

অনন্তর যে চতুর্থী আহুতি দিবেন তাহাতে “সমানায় স্বাহা” বলিয়া হোম করিবেন। তাহাতে নাভিস্থ সমান বায়ুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥

সমান বায়ুর তৃপ্তিতে মনের তৃপ্তি ; মনের তৃপ্তিতে পর্জ্জন্যদেবের—মেঘের অধিপতির তৃপ্তি ; পর্জ্জন্যদেবের তৃপ্তিতে বিদ্যুতের তৃপ্তি ; বিদ্যুতের তৃপ্তিতে বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্যদেব যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান করেন তৎসমস্তেরই তৃপ্তি ; তৎসঙ্গে সঙ্গে ভোক্তাও প্রজা পশু প্রচুর অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২ ॥

অনন্তর যে পঞ্চমী আহুতি দিবেন তাহাতে “উদানায় স্বাহা” বলিয়া হোম করিবেন। তাহাতে কণ্ঠস্থ উদান বায়ুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি ; ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি ; বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্ তৃপ্যতি ; তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥ ২ ॥

উদানের তৃপ্তিতে ত্বগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ; ত্বকের তৃপ্তিতে তদধিপতি বায়ুর তৃপ্তি ; বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশের তৃপ্তি ; আকাশের তৃপ্তিতে বায়ু ও আকাশ যে কিছুতে অধিষ্ঠান করেন তাহাদের তৃপ্তি ; তৎসঙ্গে সঙ্গে ভোক্তাও প্রজা পশু অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস্ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২ ॥

যে যুক্তিতে ভগবতী শ্রুতি এই পঞ্চপ্রাণের তৃপ্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর সেই বিরাট পুরুষের তৃপ্তি হইতেছে বলিতেছেন আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা তাহা সুন্দররূপে দেখান যায়। জগতের প্রতি ব্যষ্টি পুরুষ সেই সমষ্টি পুরুষের অঙ্গ। কাজেই ব্যষ্টি পুরুষকে সমষ্টি পুরুষের দিকে ফিরাইয়া দেওয়াই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ। এই বিদ্যা সাহায্যে যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষের উপাসনা করা হয় তাহাতে হয় ক্রমমুক্তি। ইহার পরেই স্বাত্মদেবের উপাসনাতেই সদ্যোমুক্তি। যাঁহারা সদ্যোমুক্ত, শ্রুতি বলেন "**ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে**।" সদ্যোমুক্ত জনের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। এই খানেই ইহা পরম ব্যোমে বিলীন হইয়া যায় এবং তিনি ব্রহ্ম ভাবেই স্থিতি লাভ করেন।

এইরূপে ভোজন সম্পন্ন করিয়া হস্ত প্রক্ষালন না করিয়াই ওঁ **অমৃতাপিধানমসি স্বাহা** বলিয়া গণ্ডুষ গ্রহণ করিবে। ওঁ অমৃত জল ভক্তস্যান্নস্যাপিধানমাচ্ছাদনমসি। ভোজনাবসানে বলিবে—

ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতু বিশ্বভুক্॥ ১॥
॥ ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ॥ শয়ন মন্ত্রঃ
ওঁ সপ্তর্ষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্তরক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্।
সপ্তাপঃ স্বপতো লোকমীয়ু স্তত্র জাগৃতোঽস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ॥ ১॥

পুরি দেহে শেতে পুরুষঃ পরমাত্মা প্রীণাতু প্রীতোভবতু। কিম্ভূতঃ? অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণঃ সূক্ষ্মাত্মাভিপ্রায়মেতৎ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? অঙ্গুষ্ঠং সমাশ্রিতঃ। চ কারোঽপ্যর্থঃ। শিরপ্রভৃতিনবয়বান্ সমাশ্রিতঃ। ইতি অঙ্গুষ্ঠমপি সমাশ্রিত ইত্যনেন সকল দেহ ব্যাপকত্বং দর্শিতম্। পুনঃ কিম্ভূতঃ? প্রভুঃ দেহস্যাধিষ্ঠাতা, আত্মা তদধিষ্টিতো দেহো যতঃ সর্ব্ব-কার্য্যেষু প্রবর্ত্ততে। অপি কিম্ভূতঃ? সর্ব্বস্য জগত ঈশ ঈশ্বরঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? বিশ্বভুক্ বিশ্বস্য ভোক্তা। ভোক্তৃত্বং পালকত্বং সংহারকত্বম্বা অয়মেবং স্বরূপঃ দেহমভিব্যাপ্য স্থিতোঽনেন হস্তনিঃস্রবেণ জলেন প্রীণাত্বিতি বাক্যার্থঃ।

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দেহপুরে শয়ান এই পুরুষ শিরঃ প্রভৃতি সকল দেহ ব্যাপিয়া আছেন। ইনি সকল জগতের ঈশ্বর। ইনি দেহে থাকিয়া দেহকে সর্ব্বকার্য্য করাইতেছেন বলিয়া প্রভু। ইনি বিশ্বের ভোক্তা—পালয়িতা। হস্তনিঃসৃত এই জলের দ্বারা তুমি প্রীত হও॥ ১॥

শয়ন মন্ত্র।

সপ্তর্ষয়ঃ প্রাণিনাং শরীরে প্রতিহিতা আস্থিতা। কে তে সপ্তর্ষয়ঃ? বুদ্ধিশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এতানি মনসা সহ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যেব

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ॥ সামবেদোক্তং কল্মাষ সাম বা প্রাণপ্রয়াণি সেতুসাম।

হা ভ ৩। সেতূংস্তর ২। দুস্তরান্ ২। দানেনাদানং ২।

হা ভ ৩। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ২৩। স্যা ২৩৪৫।

হা ভ ৩। সেতূংস্তর ২। দুস্তরান্ ২। অক্রোধেন ক্রোধং ২।

সপ্তর্ষয়ঃ। ত এব সপ্ত স্বপতঃ পুরুষস্য লোকং হৃদয়াত্মস্থানং ঈয়ুর্গচ্ছন্তি রক্ষন্তি চ। কিং রক্ষন্তি? অর্থবশাচ্ছরীরমেব। ন কেবলং সপ্তর্ষয় এবৈতে রক্ষন্তি আপশ্চ সপ্ত রক্ষন্তি। কে তে সপ্তাপঃ? শুক্রশোণিত বসা মজ্জা শ্লেষ্মাশ্রুমূত্রাণি। কিঞ্চ তস্য স্বপতঃ পুরুষস্য তস্যামবস্থায়াং দেবৌ প্রাণাপানাবেব বায়ূ জাগৃতঃ জাগরণং কুরুতঃ তস্য স্বপতঃ পুরুষস্য রক্ষার্থ-মিতি ভাবঃ। কিম্ভূতৌ দেবৌ? সত্রসদৌ সত্রেদেহে স্থায়িনৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ? অস্বপ্নজৌ স্বপ্নরহিতৌ।

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ মন ও বুদ্ধি এই সাতটিতে অধিষ্ঠিত সপ্ত-ঋষি এই শরীরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই সপ্তজন স্বতঃপ্রমোদশূন্য এই শরীরকে জাগত অবস্থায় রক্ষা করেন। শুধু যে সপ্তঋষিই রক্ষা করেন তাহা নহে কিন্তু শুক্রশোণিত বসা মজ্জা শ্লেষ্মা অশ্রু ও মূত্র এই সাত প্রকার জলও এই দেহকে রক্ষা করে। নিদ্রাকালে এই সাত জন, নিদ্রিত পুরুষের আত্মস্থান যে হৃদয় লোক এই লোকে গমন করেন। পুরুষ যখন নিদ্রা যান তখন তাঁহার সেই অবস্থায় দেহেস্থিত এবং স্বপ্নরহিত প্রাণ ও অপান নামক দেবতাদ্বয় এই নিদ্রিত পুরুষের রক্ষা জন্য জাগিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নিদ্রাকালে চিত্রকূটে যেমন অনন্তনাগরূপী লক্ষ্মণ জাগিয়া থাকিতেন সেইরূপ ॥১॥

हा उ ३। पूर्व्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना २३। मा २३४५।
हा उ २। सेतूंस्तर २। दुस्तरान् २। अक्रयाऽक्रां २।
हा उ २। यो मा ददाति स इ देवमा २३। वा २३४५ त्।
हा उ २। सेतूं स्तर २। दुस्तरान् २। सत्येनानृतं २।
हा उ ३। अहमन्नमन्नमदन्तमा २३। द्मी २३४५।
हा उ ३। वा। एषागतिः २। एतदमृतं २।
स्वर्गच्छ २। ज्योतिर्गच्छ २। सेतूं स्तीर्त्वा चतुरा २३४५॥

সামবেদে ছন্দ আর্চ্চিকে ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমখণ্ডে নবমী বাক্।

ভাষ্যং—তত্র বিকল্পে হা উ গম্যতে। 'অদীর্ঘে দীর্ঘবৎ কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি সামশিক্ষোক্তমনুস্মরণীয়ম্। তত্র চতুরঃ সেতূন্ তরেত্যন্বয়ঃ। সেতূর্যথা জলপ্রবাহভেদকো ভবতি তথা অথৈর্শ্বকরসভেদকাশ্চত্বারঃ সেতবো ভবন্তি। তান্ তরোল্লঙ্ঘয়েত্যুপদিশতি। কিম্ভূতান্ সেতূন্? দুস্তরান্ উপায়ান্তরেণ দুঃখেন তর্ত্তুমশক্যান্। অথ সেতূন্ তথা তদুল্লঙ্ঘনোপায়াংশ্চ কথয়তি—দানেনেতি। তত্র ব্রহ্মার্পণত্বেন যদ্দীয়তে তদ্দানমিতি ব্যপদেশ্যম্। তদন্যৎ দেহভার্য্যাপুত্রাদ্যর্থং যদ্ব্যয়ীক্রিয়তে তৎ অদানম্। এবং দানেন অদানমুল্লঙ্ঘ্য দেহাদ্যর্থং ব্যয়ীকৃতমপি ব্রহ্মার্পণমিতি জ্ঞাত্বৈব কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণম্। গীতা ৯।২৭। ইতি।

অথ জ্ঞানপ্রকারমাহ—অহমস্মীতি। অহং ঋতস্য সত্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রথমজোঽস্মি। প্রথমং সর্ব্বস্মাৎপ্রাক্ জাত ইতি প্রথমজঃ। শবলত্বেনোপস্থিতঃ দেহভার্য্যাপুত্রকলত্রাদিষস্তর্গতো হিরণ্যগর্ভোঽহমজ্ঞাত্বাস্মীতি ব্রহ্মার্পণ-

মেব ভাবয়েদিত্যর্থঃ। তথা হা উ ইত্যথবা। অক্রোধেন ক্ষমারূপেণ ক্রোধং দ্বিতীয় সেতুংতর। তত্রোপায়মাহ—পূর্ব্বমিতি। দেবেভ্যো মনশ্চক্ষুরাদিভ্যঃ সকাশাৎপূর্ব্বং অমৃতস্ত ব্রহ্মণো নাভিঃ বুদ্ধিরূপেণ তারকোহমস্মি। বুদ্ধি পর্য্যন্তমেব ক্রোধঃ, ততোগ্রে ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়, "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তসঃ" ইতি ভগদুক্তেঃ। তথা শ্রদ্ধয়া কৃত্বা অশ্রদ্ধাং তৃতীয়ং সেতুং তর, অস্ত্যেব পরমাত্মা নাপরং প্রয়োজনমিতি ভাবয়ন্। তত্রোপায়মাহ—য ইতি। যঃ পুরুষঃ, মা ইতি মহ্যং, দদাতি সর্ব্বং নিবেদয়তি স ই স এব দেবং আবাঃ প্রাপ্তবানিত্যাস্তিক্য বিশ্বাসাদশ্রদ্ধাং তৃতীয়সেতুং তরেত্যর্থঃ। অথ সত্যেন ব্রহ্মণা অনৃতং প্রাতিভাসিকং বিশ্বাকারং তর। তত্রোপায়মাহ অহমিতি। অহং জীবরূপেণান্নং অদ্মি। তথা প্রলয়ে অন্নং অদন্তং ভক্ষয়ন্তং অগ্ন্যাদ্যুপাধিভূতং সর্ব্বং অগ্নৌ আহুতিপ্রক্ষেপবজ্জুহোমি, "ষাহবশিষ্যেত সোস্ম্যহম্" ইতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ। এব মেষা উক্ত প্রকারা গতিরুদ্ধার প্রকারঃ। এবদুক্তপ্রকারমমৃতং মোক্ষঃ। অনেনোপদেশেন স্বর্গচ্ছ। তথা জ্যোতিরমৃতং গচ্ছেত্যুপদেশঃ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই বেদোক্ত কল্মাষ সাম অবলম্বনে লিখিতেছেন—

দানং ব্রহ্মার্পণং যৎ ক্রিয়ত ইহ নৃভিঃ স্যাৎ ক্ষমাহক্রোধসংজ্ঞা শ্রদ্ধাহস্তিক্যং চ সত্যং সদিতি পরমতঃ সেতুসংজ্ঞং চতুষ্কম্। তৎস্যাৎ বন্ধায় জন্তোরিতি চতুর ইমান্ দানপূর্ব্বৈশ্চতুর্ভিঃ তীর্ত্বা শ্রেয়োহমৃতং চ শ্রয়ত ইহঃ নরঃ স্বর্গতিং জ্যোতিরাপ্তিম্।

নৃভির্মনুষ্যৈঃ যৎ ব্রহ্মার্পণং ব্যয়ীক্রিয়তে তদ্দানমিতি প্রোক্তম্। তথা যা অক্রোধসংজ্ঞা সা ক্ষমা প্রোক্তা। তথা আস্তিক্যং অস্ত্যেবানেন প্রয়োজনমিতি বিশ্বাসরূপিণী বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধেত্যুচ্যতে। তথা সত্যং সদিতি ব্রহ্মেতি চতুষ্টয়ং মুক্তেঃ সাধনম্। অতঃ এভ্যঃ পরমমবিরুদ্ধস্বরূপং চতুষ্কং সেতুসংজ্ঞং ভবতি। অদানং ক্রোধঃ অশ্রদ্ধা অসত্যমিতি যৎ সেতুচতুষ্টয়ং

তজ্জন্তোঃ প্রাণিনঃ বন্ধায় ভবতি। ইতি কারণাৎ ইমান্ পূর্ব্বোক্তান্ চতুরঃ সেতূন্ দানপূর্ব্বৈশ্চতুর্ভিস্তীর্ত্বা উল্লঙ্ঘ্য নরঃ পুরুষার্থার্থী শ্রেয়ঃ অমৃতং স্বর্গতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ শ্রয়তে প্রাপ্নোতি ; শ্রেয়ঃ সুকৃতাতিশয়ং, অমৃতং দেবত্বং, স্বর্গতিং ঊর্দ্ধগতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

যদি সংসারসাগর হইতে মুক্তি চাও তবে দুর্ল্লঙ্ঘ্য চারিটি সেতু পার হও। সেতু যেমন জলপ্রবাহ ভেদক হয় সেইরূপ অখণ্ডরস ভেদক চারিটি সেতু আছে। দান না করা, ক্রোধ, অশ্রদ্ধা এবং অসত্য এই চারিটি অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মকে পাইতে দেয়না। ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি এই ভাবনার যে দান তাহাই দান। দেহ ভার্য্যা পুত্রাদি জন্য যাহা ব্যয় করা যায় তাহা অদান। দানের দ্বারা অদানকে উল্লঙ্ঘন কর। দেহাদির জন্য যাহা ব্যয় কর তাহাও ব্রহ্মার্পণ এই জানিয়া ইহা নিত্য অভ্যাস কর। কিরূপে ব্রহ্মার্পণ অভ্যাস করিবে? ঋত ও সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে জন্মিয়াছি। দেহ ভার্য্যা পুত্র-কলত্রাদিতে সমষ্টি ভাবে যিনি আছেন সেই হিরণ্যগর্ভই আমি ইহা জানিয়া সমস্তই ব্রহ্মার্পণ ইহা ভাবনা করিবে। অক্রোধ বলে ক্ষমাকে। ক্ষমা অভ্যাসে ক্রোধ সেতু পার হও। মন চক্ষু প্রভৃতি দেবতা দিগের উর্দ্ধে ব্রহ্মের নাভি। বুদ্ধি বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত ক্রোধ। আমি ব্রহ্ম এই ভাবনা করিলে বুদ্ধির উপরে তোমার স্থিতি হইবে। বুদ্ধিরও উপরে যিনি তিনি ব্রহ্ম। "আমি ব্রহ্ম" ভাবনা রূপ অক্রোধ দ্বারা, প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্তই যাহা ক্রোধ, তাহা ত্যাগ কর। শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও। পরমাত্মাই আছেন। পরমাত্মাই প্রয়োজন অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই ইহাই ভাবনা কর। যে পুরুষ আমাকে সবই দিতেছেন সেই দেবতাকে আমি পাইয়াছি আমিই আত্মারূপে সেই দেবতা, এই আস্তিক্য বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া প্রাতিভাসিক বিশ্বাকার

এই অসত্য সেতু পার হও। আমি জীবরূপে অন্ন ভক্ষণ করি। মুখই আমার যজ্ঞকুণ্ড। এখন ইহাতে আহুতি দিতেছি। কিন্তু প্রলয়ে অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষেপণ মত আমার পূর্ণ ভাব—সেই পরমাত্মাতে সমস্তই আমিই হোম করিব করিয়া সমস্ত লয় করিব—সমস্ত লয় হইলে যিনি থাকেন তিনিই আমি এই ভাবনা দ্বারা চতুর্থ সেতু পার হও। ইহাই গতি—উদ্ধারের প্রকার। ইহাই অমৃত—মোক্ষ এই উপদেশ মত কার্য্য করিয়া স্বর্গে যাও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হও এই জ্যোতি বা অমরত্ব প্রাপ্ত হও।

মধ্যখণ্ড।

শ্রীবিচারচন্দ্রোদয়।

মৌনং স্বাধ্যায়নং ধ্যানং ধ্যেয়ব্রহ্মানুচিন্তনং।
জ্ঞানেনেতি তয়োঃ সম্যগস্তুর্দ্দেবস্য দর্শনম্॥

বিচার-চন্দ্রোদয়।

উপোদ্‌ঘাত বর্ণন।

প্রশ্ন। পুরুষার্থ কি ?

উত্তর। সমস্ত মনুষ্যের ইচ্ছার যে বিষয় তাহাই পুরুষার্থ।

প্রঃ। সমস্ত মনুষ্য কোন্ বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া থাকে ?

উঃ। সকল মনুষ্যই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। প্রথম তিনটি গৌণ, শেষটি মুখ্য।

প্রঃ। সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি কি ?

উঃ। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ। অজ্ঞান সহিত জনন-মরণাদিকে দুঃখ বলে। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়

বোধ হইলেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়। দুঃখনিবৃত্তিই পরম প্রেমের বিষয়। অন্ধকার দূর হইলে সর্ব্বত্র আলোক। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এ অভিমান ছাড়িয়া যে স্বরূপে স্থিতি, তাহাই মোক্ষ। ইহাতেই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইল। বেদমতে স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে।

প্রঃ। কিরূপে মোক্ষ লাভ হয়?

উঃ। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

প্রঃ। ব্রহ্মজ্ঞান কি?

উঃ। ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থ জানার নাম ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। ইহাই মোক্ষ নহে। কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন বোধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

প্রঃ। ব্রহ্মজ্ঞান কয় প্রকার?

উঃ। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে ব্রহ্মজ্ঞান দুই প্রকার।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥

পঞ্চদশী।

প্রঃ। পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কি?

উঃ। "সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম আছেন" ইহা জানাই পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ।

প্রঃ। কিরূপে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়?

উঃ। সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্র বচনে বিশ্বাস রাখিলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

প্রঃ। পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে কি হয় ?

উঃ। পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে "ব্রহ্ম নাই" এই অসত্ত্ব সম্পাদক বা অসম্ভাব উৎপাদক আবরণ নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ। পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে পূর্ণ হয় ?

উঃ। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু এবং বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মনির্দ্ধারণ করিলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ হয়।

প্রঃ। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কি ?

উঃ। "সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্মই আমি" ইহা জানাই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রঃ। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে লাভ হয় ?

উঃ। গুরুমুখে তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

জীব ও ব্রহ্মের একতাবাচক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। মহাবাক্য চারিটি—

প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ঋগ্বেদের মহাবাক্য।

তত্ত্বমসি সামবেদের মহাবাক্য।

অহং ব্রহ্মাস্মি যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য।

প্রঃ। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কত প্রকার ?

উঃ। অদৃঢ় ও দৃঢ় ভেদে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দুই প্রকার।

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কি ?

উঃ। নানা শাস্ত্র শ্রবণে চিত্তের বিক্ষেপ, ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব অসম্ভব বলিয়া ধারণা, জীবও ব্রহ্মভেদবাদী পামর পুরুষ সংসর্গজনিত সংস্কার—এই সমস্ত সংশয় দূর হইল না, তথাপি গুরুমুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণ করা হইল; এতদ্দ্বারা অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত সংশয় থাকে বটে, কিন্তু গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকে বলিয়া সংশয় জোর করিতে পারে না।

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিসে হয়?

উঃ। অসম্ভাবনা * এবং বিপরীত ভাবনা সহিত, ব্রহ্ম ও জীবের যে একতার নিশ্চয়, তাহাকে অদৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কহে।

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা কি হয়?

উঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা উত্তম লোক প্রাপ্তি এবং পবিত্র শ্রীমান্ বংশে জন্ম হয়; অথবা নিষ্কাম থাকিলে জ্ঞানি পুরুষের কুলে জন্ম হয়।

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান কিরূপে পূর্ণ হয়?

উঃ। সৎ-চিৎ-আনন্দ আদি ব্রহ্মের বিশেষণের অপরোক্ষ ভান হইলে, সংশয় এবং বিপরীত ভাবনার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তখন অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান পূর্ণ হয়।

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান কি?

---

* অসং-ভাবনা অর্থে প্রমাণগত এবং প্রমেয়গত সংশয়। বেদান্তশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বা অভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহাই প্রমাণগত সংশয়। এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য কি অভেদ সত্য ইহা প্রমেয়গত সংশয়। বিপরীত ভাবনা অর্থে জীব ও পরব্রহ্মের ভেদ সত্য এবং দেহাদি প্রপঞ্চ সত্য এইরূপ বিপরীত নিশ্চয়।

উঃ। অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারহিত যে ব্রহ্ম ও জীবের একতার নিশ্চয়, তাহার নাম দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিসে হয় ?

উঃ। গুরুমুখ হইতে মহাবাক্য চারিটির অর্থ শ্রবণ, মনন, নিদি-ধ্যাসন রূপ বিচার করিলে দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কি হয় ?

উঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অভান * সম্পাদক আবরণ ও বিক্ষেপ রূপ কার্য্য সহিত অজ্ঞান বা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষ লাভ হয়।

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান কিরূপে পূর্ণ হয় ?

উঃ। দেহই আত্মা এই অজ্ঞান দূর হইয়া চিত্ত আপন উৎপত্তি-স্থানে যখন পৌঁছিবে, তখন চিত্ত ক্ষয় হইয়া যাইবে। যে চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত শত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহার লয় হইলে জগৎজ্ঞান

* পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্মের একদেশে যে শক্তির স্ফুরণ, তাহাকে ব্রহ্মেরই "অন্য ব্রহ্ম কি ?" এইরূপ ভান হয়। তরঙ্গ লয় হইবার মত ঐ দ্বিতীয় ব্রহ্মভান ব্রহ্মেতেই লয় হয়। এই লয়ের প্রাগভাব "অন্য কোন ব্রহ্ম নাই কেবল আমিই আছি" ইহাই "অভান"। ঐরূপ ভান অভান চারিবার হয়। ইহা হইতে চারি মহাবাক্য। এই ভান অভান মিথ্যা, মায়া বা অবিদ্যা। অবিদ্যার শক্তি দ্বিবিধা ; আবরণ ও বিক্ষেপ। যে শক্তি চৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে, তাহাই অবিদ্যার আবরণ শক্তি ; চৈতন্য আবৃত হইলে অন্যরূপ দেখায়। যে শক্তি দ্বারা অবিদ্যার আবরণ-শক্তি-সমাবৃত চৈতন্যকে স্থূলশরীর লিঙ্গশরীর জীবচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি। বিক্ষেপ দ্বারা অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা এই মিথ্যা জ্ঞান জন্মিয়া জন্ম-মরণাদি দুঃখভোগ হয়।

নষ্ট হইয়া একমাত্র ব্রহ্মই থাকিবেন; যেমন তরঙ্গ, সাগর হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই বিজ্ঞান যখন হইবে, তখনই দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ হইবে।

প্রঃ। বিচার কি?

উঃ। আত্মা ও অনাত্মা যে ভিন্ন, ইহা জানার নাম বিচার।

কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতঃ।
ন্যায়েনেতি পরামর্শো বিচার ইতি কথ্যতে॥

যো বা মুঃ ১৪।৫০

প্রঃ। এই বিচার কিরূপে আইসে?

উঃ। ঈশ্বর, বেদ, গুরু ও অন্তঃকরণ (নিজের) এই চারিটীর কৃপা দ্বারা লাভ হয়। *

প্রঃ। এই বিচার দ্বারা কি হয়?

উঃ। এই বিচার দ্বারা দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।

বিচারাজ্ জ্ঞায়তে তত্ত্বং তত্ত্বাৎ বিশ্রান্তিরাত্মনি।
অতো মনসি শান্তত্বং সর্ব্বদুঃখপরিক্ষয়ঃ।

যো বা মুঃ। ১৪।৫৩

প্রঃ। এই বিচার কিরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়?

উঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান পাকা হইলে বিচার পূর্ণ হয়।

* ঈশ্বর-কৃপা হইলে সদ্‌গুরু আদি জ্ঞানসামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়; বেদ কৃপা করিলে শাস্ত্র-অর্থ ধারণের শক্তি জন্মে। গুরু-কৃপা হইলে শাস্ত্রোপদেশের যাথার্থ্য উপলব্ধি হয় এবং অন্তঃকরণের কৃপা হইলে শাস্ত্র ও গুরুমতে সাধন সম্পাদন হয়।

কৃতমতি শতশো বিচারিতং যৎ
যদি তদুপৈতি ন মানসস্থ বুদ্ধিঃ।
ভবতি তৎফলং শরদঘনাভং
সততমতো মতিরেব কার্য্যসারঃ॥

যো বা উপ ২।৪০

শতবার বিচার কর, যাহা লাভ হয়, অবলম্বন কর। শতবার বিচারেও যদি মতি প্রসন্ন না হয়, তবে বিচার নিষ্ফল। মতির প্রসন্নতাই বিচারের সার ফল।

প্রঃ। বিচার কাহার করিবে?

উঃ। আমি কে? ব্রহ্ম কে? প্রপঞ্চ * কি? এই তিন বস্তুর বিচার করিবে।

রামচন্দ্রের বিচার দেখ—

কিমিদং নাম সংসারভ্রমণং কিমিমে জনাঃ।
ভূতানি চ বিচিত্রাণি কিমায়ান্তি প্রয়ান্তি কিম্।

যো বাঃ উপ ২।১৪

মনসঃ কীদৃশং রূপং কথং চৈতৎ প্রশাম্যতি।
মায়েয়ং সা কিমুত্থা স্যাৎ কথঞ্চৈব বিবর্ত্ততে॥ ১৫ঐ
কিমুক্তং স্যাৎ ভগবতা মুনিনা মনসঃ ক্ষয়ে।
কিঞ্চেন্দ্রিয়জয়ে প্রোক্তং কিমুক্তমথবাত্মনি॥ ১৭ঐ

প্রঃ। এই তিন বস্তুর সাধারণ রূপ কি?

উঃ। আমি ও ব্রহ্ম চৈতন্যরূপ এবং প্রপঞ্চ জড়।

* সমষ্টি ব্যষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ, আর তিনের অবস্থা এবং ধর্ম্মকে প্রপঞ্চ বলে।

প্রঃ। চৈতন্য কি ?

উঃ। যিনি জ্ঞানরূপ এবং সর্ব্বঘটাদি প্রপঞ্চ জানেন এবং যাঁহাকে ইন্দ্রিয়াদি কাহারও জানিবার শক্তি নাই, তিনিই চৈতন্য।

প্রঃ। জড় কি ?

উঃ। আপনাকে না জানা এবং অন্যকেও না জানা—এই যে অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানের কার্য্যভূত যে ভৌতিক পদার্থ, তাহাই জড়।

প্রঃ। পূর্ব্বোক্ত তিন বস্তুর বিচার কোন্ রীতি অবলম্বনে করিতে হইবে ?

উঃ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যস্থিত "ত্বং" পদ ও "তৎ" পদবাচ্য যে জীব ও ব্রহ্ম, প্রপঞ্চ ইহার উপাধি। যেমন দর্পণের উপাধি মুখ। প্রপঞ্চ, সর্পে রজ্জুবোধের ন্যায়, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়। বিচার দ্বারা প্রপঞ্চ মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করার নাম প্রপঞ্চবিচার।

"আমি যে আত্মা ইহাই ব্রহ্ম" এই রীতি অনুসারে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিচার করিয়া যে সত্য জানা, ইহাই "আমি কে ? এবং ব্রহ্ম কে ? বিচারের ফল।"

প্রঃ। এই বিচারের অধিকারী কে এবং তাঁহার কার্য্য কি ?

উঃ। উত্তমজিজ্ঞাসু এই বিচারের অধিকারী। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি আর মুমুক্ষুতা এই চারিটী সাধনা করিয়া এবং ব্রহ্মবিৎ গুরু এবং বেদান্তশাস্ত্রবচনে পরম বিশ্বাসী কদাচিৎ কুতর্ক করে না। স্বরূপ জানিবার জন্য তীব্র ইচ্ছাযুক্ত অধিকারী, উত্তম জিজ্ঞাসু। উত্তম

জিজ্ঞাসু উপোদ্ঘাত আদি প্রক্রিয়া দ্বারা "আমিই ব্রহ্ম" এই রীতি অনুসারে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জানিতে পারেন।

প্রঃ। প্রক্রিয়াগুলির নাম কি কি?

উঃ। (১) উপোদ্ঘাত।
(২) প্রপঞ্চের আরোপ অপবাদ।
(৩) তিন দেহের দ্রষ্টা আমি।
(৪) আমি পঞ্চকোশাতীত।
(৫) তিন অবস্থার সাক্ষী আমি।
(৬) প্রপঞ্চ মিথ্যা।
(৭) আত্মার বিশেষণ।
(৮) সচ্চিদানন্দ বিশেষ বর্ণন।
(৯) অবাচ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন।
(১০) সামান্য চৈতন্য ও বিশেষ চৈতন্য।
(১১) "ত্বং" পদ ও "তৎ" পদের বাচ্য অর্থ এবং লক্ষ্য অর্থ আর দুয়ের লক্ষ্য অর্থের একতা।
(১২) জ্ঞানীর কর্ম্মনিবৃত্তি।
(১৩) সপ্তজ্ঞানভূমিকা।
(১৪) জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি।
(১৫) বেদান্ত প্রমেয়।
(১৬) দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত।

ইতি শ্রীবিচারচন্দ্রোদয়ে উপোদ্ঘাত বর্ণন
নামক প্রথম কলা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় কলা।

প্রপঞ্চ আরোপ—অপবাদ।

প্রঃ। শুদ্ধ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রপঞ্চের আরোপ * কিরূপে হয় ?

উঃ। অনাদি † শুদ্ধ—ব্রহ্মবিষয়ে অনাদি কল্পিত প্রকৃতি রহিয়াছে। সেই প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অনাদি কল্পিত ‡ সম্বন্ধ (কল্পিত ভেদ সহিত কিন্তু বাস্তবিক অভেদরূপ সম্বন্ধ) রহিয়াছে।

সেই প্রকৃতি তিন ভাগে বিভক্ত—মায়া, অবিদ্যা এবং তমঃপ্রধান প্রকৃতি। উহার মধ্যে যিনি শুদ্ধসত্ত্বগুণযুক্তা § তিনিই মায়া। আর যিনি মলিন সত্ত্বগুণযুক্তা তিনি অবিদ্যা এবং যিনি তমোগুণপ্রধানা তাঁহার নাম তমঃপ্রধান প্রকৃতি।

ঈশ্বর—ব্রহ্ম পরিপূর্ণ পদার্থ, এজন্য মায়াতেও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব আছে। মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলে। মায়া-উপাধিযুক্ত ঈশ্বর কুলালের ন্যায় জগতের নিমিত্ত-কারণ।

---

* বস্তুকে অবস্তু বলা বা ব্রহ্মকে জগৎ বলার নাম আরোপ বা অধ্যারোপ।

† ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ইঁহারা অনাদি। প্রবাহরূপে প্রপঞ্চও অনাদি।

‡ যাহা হইবে না বা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিতে ভাসে, তাহাই কল্পিত।

§ যে সত্ত্বগুণ প্রকাশে রজোগুণ আপনা হইতে তমকে বশীভূত রাখিতে পারে, তাহার নাম শুদ্ধসত্ত্বগুণ। যে সত্ত্বগুণ থাকিলেও রজোগুণ তমোগুণকে বশীভূত রাখিতে পারে না, কিন্তু তম দ্বারা নিজে অভিভূত হয়, এরূপ সত্ত্বকে মলিন সত্ত্বগুণ কহে।

জীব—অবিদ্যাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব আছে। অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য, ভোক্তা, অল্পজ্ঞ জীব। তমঃপ্রধানপ্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বর মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদানকারণ।

ঈশ্বর এক—সেই ঈশ্বর এবং জীব অনাদি কল্পিত। তন্মধ্যে ঈশ্বরের উপাধি মায়া একপ্রকার এবং আপেক্ষিক * ব্যাপক। সেইজন্য ঈশ্বর এক।

জীব বহু—জীবের উপাধি অবিদ্যা নানা প্রকার এবং পরিচ্ছিন্ন, সেইজন্য জীবও অনেক এবং পরিচ্ছিন্ন।

জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন—জীব ও ঈশ্বরের অনাদি-কল্পিত ভেদ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের উপাধি অবিদ্যা মায়াতে লীন থাকে; এবং জীবও আপন সংস্কার সহিত মায়াতে লীন থাকে। মায়া কিন্তু, সুষুপ্তিকালে অবিদ্যার ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না। যেহেতু সৃষ্টির প্রথমে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই থাকেন।

সৃষ্টি ইচ্ছা—সেই ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রারম্ভকালে, জীবের পরিপক্ক কর্ম্ম নিমিত্ত "আমি এক, বহু হইব" এই ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা আছে অথচ শক্তি নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় না। আবার শক্তি আছে অথচ ইচ্ছা নাই, ইহাতেও সৃষ্টি নাই। যিনি সর্ব্বশক্তিময় এবং সত্যসঙ্কল্প, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। আর এক কথা—সৃষ্টি-ইচ্ছামাত্রই দেখা। কিন্তু দ্বিতীয় আর কেহই

* যাহা কাহারও অপেক্ষায় ব্যাপক হয় এবং এবং কাহারও অপেক্ষায় পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে আপেক্ষিক ব্যাপক বলা যায়। যেরূপ গৃহ, ঘটাদির অপেক্ষায় ব্যাপক এবং গ্রামের অপেক্ষায় পরিচ্ছিন্ন। সেইরূপ মায়া পৃথিবী অপেক্ষায় ব্যাপক (অধিক দেশবর্ত্তী) কিন্তু ব্রহ্মের অপেক্ষায় পরিচ্ছিন্ন।

নাই। আপনাকে আপনি দেখিতেছেন। আপনাকে দেখিয়া অন্য কিছু ভান করা মায়ার কার্য্য।

মায়া ক্ষোভ—সেই ইচ্ছা দ্বারা ব্রহ্মের উপাধি মায়াবিষয়ে ক্ষোভ হইয়া, ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে।

সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টি—পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ ছিল না; তখন ইহারা অপঞ্চীকৃত ছিল। ইহা হইতে সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ **সূক্ষ্ম সৃষ্টি** হইয়া, পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন পঞ্চীকরণ হয়, তখন সেই ভূতসকল পঞ্চীকৃত হইল। ইহা হইতে সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ **স্থূলসৃষ্টি** হইল।

আবার সমষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-প্রপঞ্চ-অভিমানী জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর আছেন এবং ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ- প্রপঞ্চ অভিমানী জীবও রহিয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নিত্যমুক্ত এবং জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া বদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে প্রপঞ্চের আরোপ হয়।

প্রঃ। এই আরোপ সত্য বা মিথ্যা?

উঃ। এই আরোপ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, সাক্ষিসম্বন্ধে স্বপ্নের ন্যায় এবং দর্পণসম্বন্ধে নগরের প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সুন্দরভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

প্রঃ। এই আরোপ কাহা দ্বারা ঘটে?

উঃ। অজ্ঞান দ্বারা এই আরোপ ঘটিয়া থাকে।

প্রঃ। এই আরোপ কোন্ কালে এবং কি নিমিত্ত হইয়াছে? এবং ইহার বিচার কিরূপ?

উঃ। যেমন কাহারও বস্ত্রে তৈলের দাগ লাগিলে, সেই দাগ যাহাতে পরিষ্কার হয় তাহার উপায় করা উচিত, কিন্তু এই দাগ কবে এবং কিজন্য লাগিয়াছে, এই বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ এই প্রপঞ্চের আরোপ কবে এবং কেন হইয়াছে এইরূপ বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। পরন্তু ইহার নিবৃত্তির উপায় করাই উচিত।

প্রঃ। এই সমস্ত আরোপের নিবৃত্তি কিসে হয়?

উঃ। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়া এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। তদ্দ্বারা কার্য্যসহ প্রকৃতির নিবৃত্তি হয় এবং তদ্দ্বারাই প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের নিবৃত্তি হইল; জীব ঈশ্বর ভেদ নিবৃত্তি হইলে, বন্ধন মোচন হইয়া মোক্ষ সিদ্ধ হইল। এই রীতি অনুসারে এককালেই সর্ব্ব আরোপ নিবৃত্তিরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মের অবশেষ থাকে।

প্রঃ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকারে হয়?

উঃ। পূর্ব্বে যে বিচার বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

ইতি প্রপঞ্চারোপবাদ নামক দ্বিতীয় কলা।

তৃতীয় কলা।

তিন দেহের দ্রষ্টা আমি।

প্রঃ। যে তিন দেহের দ্রষ্টা আমি, সেই তিন দেহ কি কি ?

উঃ। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, দেহ এই তিন।

প্রঃ। স্থূলদেহ কি ?

উঃ। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের অংশোদ্ভূত ২৫ পদার্থ দ্বারা এই সকল দেহ নির্ম্মিত। এই স্থূলদেহ পঞ্চমহাভূত গঠিত ও জাত এবং ২৫ পদার্থবিশিষ্ট।

প্রঃ। পঞ্চমহাভূত কি ?

উঃ। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত।

প্রঃ। এই পঞ্চমহাভূতের ২৫ তত্ত্ব কি কি ?

উঃ। (১) আকাশের * ৫ তত্ত্ব—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ ও ভয়।

(২) বায়ুর ৫ তত্ত্ব—চলন, বলন, ধারণ, প্রসারণ ও আকুঞ্চন।

---

* কোন ভোগের ইচ্ছার নাম কাম। অহংতা মমতারূপ বুদ্ধিই মোহ।

"কট্যুদরহৃদয়কণ্ঠশিরঃ এবমাকাশং পঞ্চবিধং ভবতি। ভয়ং পৃথিবী মোহ উদকং ক্রোধোঽগ্নিঃ কামো বায়ুঃ লোভ আকাশঃ ইতি" অজ্ঞানবোধিনী দেখ।

(৩) তেজের ৫ তত্ত্ব—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও কান্তি।

(৪) জলের ৫ তত্ত্ব—শুক্র, (বীর্য্য) শোণিত, লালা, পিত্ত ও স্বেদ।

(৫) পৃথিবীর ৫ তত্ত্ব—অস্থি, মাংস, ত্বক্‌, নাড়ী ও রোম।

প্রঃ। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত কাহাদিগের নাম ?

উঃ। যে ভূতসকলের পঞ্চীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগকে পঞ্চীকৃত মহাভূত কহে। প্রথম অপঞ্চীকৃত মহাভূত ছিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় স্থূল সৃষ্টি দ্বারা জীবের ভোগার্থে পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চীকরণ হইয়াছে।

প্রঃ। পঞ্চীকরণ কি ?

উঃ। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটীকে দুই দুই ভাগ কর। এইরূপে দশভাগ হইল। অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া প্রথম পাঁচ পাঁচ ভাগ স্বতন্ত্র রাখ। আর পাঁচ ভাগের এক এক ভাগকে চারি চারি ভাগ কর। যথা :—

		আকাশ	+	বায়ু	+	তেজ	+	জল	+	পৃথ্বী
আকাশ	=	॥০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	+	৵০
বায়ু	=	৵০	+	॥০	+	৵০	+	৵০	+	৵০
তেজ	=	৵০	+	৵০	+	॥০	+	৵০	+	৵০
জল	=	৵০	+	৵০	+	৵০	+	॥০	+	৵০
	=	৵০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	+	॥০

আ ১ বা তে ১ জ

পূর্ণ আকাশের ১/২ ভাগ স্বতন্ত্র রহিল। অন্য ১/২ ভাগের ১/৪ অংশ বায়ুতে,

১/৮ অংশ তেজে, ১/৮ অংশ জলে এবং ১/৮ অংশ পৃথ্বীতে মিলিত হইল। অন্য অন্য ভূতসম্বন্ধেও তাহাই।

প্রঃ। পঞ্চভূতের মিলন কি প্রকারে হয় ?

উঃ। মনে কর পাঁচ জন বন্ধু প্রত্যেকে ১৬টি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ফল পাইয়াছে। যাহার ১৬টি আঁব সে ৮টি আপনার জন্য রাখিয়া, আর চারি জনকে ২টি করিয়া বিভাগ করিয়া দিল। যাহার ১৬টি লেবু সে ৮টি আপনার জন্য রাখিয়া, আর চারি জনকে ২টি করিয়া ভাগ করিয়া দিল। এইরূপে সকলেই করিল। এক্ষণে যাহার ১৬টি আঁব ছিল, তাহার ৮টি আঁব ২টি লেবু ২টি জাম ২টি পেয়ারা এবং ২টী লিচু হইল। যাহার ১৬টি লিচু ছিল, তাহার হইল ৮টি লিচু ২টি আঁব ২টি জাম ২টি পেয়ারা ২টি লেবু হইল। এইরূপ।

প্রঃ। পঞ্চমহাভূত হইতে পাঁচ পাঁচ তত্ত্ব কিরূপে হইল ?

উঃ। সর্ব্বভূতের নিজের এক এক মুখ্য ভাগ আর অমুখ্য চারি ভাগ, সমান সমান অংশে অন্য ভূতের সহিত মিলিত হওয়ায়, এক এক ভূতের পাঁচ পাঁচ তত্ত্ব হইল।

নীচে মুখ্য ভাগের দাগ করা হইল।

	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	পৃথিবী
আকাশ—	শোক ॥০	কাম ৵০	ক্রোধ ৵০	মোহ ৵০	ভয় ৵০
বায়ু—	প্রসারণ ৵০	ধাবন ॥০	বলন ৵০	চলন ৵০	আকুঞ্চন ৵০
তেজ—	নিদ্রা ৵০	তৃষ্ণা ৵০	ক্ষুধা ॥০	কান্তি ৵০	আলস্য ৵০
জল—	লালা ৵০	স্বেদ ৵০	মূত্র ৵০	শুক্র ॥০	শোণিত ৵০
পৃথ্বী—	রোম ৵০	ত্বক্ ৵০	নাড়ী ৵০	মাংস ৵০	অস্থি ॥০

প্রঃ। স্থূলদেহে পঁচিশ পদার্থ কিরূপে আছে ?

উঃ। শরীরের মধ্যে যাহা ছিদ্রস্বরূপ তাহাই আকাশ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহাই বায়ু, যাহা উষ্ণ তাহাই তেজ, যাহা তরল তাহা জল, যাহা কঠিন তাহা পৃথিবী ; এই পাঁচ পদার্থ যেরূপে ২৫ ভাগ হইয়াছে তাহা এই ;—

(ক) আকাশের পাঁচ তত্ত্ব—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ এবং ভয়।

১। **কাম**—আকাশবিষয়ে বায়ুর ভাগ মিলিত। কামনারূপ বৃত্তি চঞ্চল এবং বায়ুও চঞ্চল, এই হেতু আকাশে বায়ুর ভাগ আছে।

২। **ক্রোধ**—আকাশবিষয়ে তেজের ভাগ মিশ্রিত। ক্রোধ ও তেজ, কারণ ক্রোধ শরীর উত্তপ্ত করে, তেজও তাপ দেয়—এইরূপে আকাশে তেজের ভাগ আছে।

৩। **শোক**—আকাশের মুখ্য ভাগ। কারণ, শোক উৎপন্ন হইলে, শরীর শূন্য মত হইয়া যায়। আর আকাশও শূন্য, ইহাতেই বুঝা যায়, শোক আকাশের মুখ্য ভাগ।

৪। **মোহ**—আকাশে জলের ভাগ মিলিত। মোহের পুত্রাদিসম্বন্ধে প্রসারতা আছে, জলেরও এই প্রসারতা গুণ আছে ; অতএব ইহাতে জলের ভাগ আছে।

৫। **ভয়**—আকাশবিষয়ে পৃথিবীর ভাগ রহিয়াছে। ভয় হইলে শরীর অক্রিয় বা জড় হইয়া যায়, এবং পৃথিবীরও জড়তা স্বভাব। ইহাতেই আকাশে পৃথিবীর ভাগ আছে বুঝিতে হইবে।

(খ) বায়ুর পাঁচ তত্ত্ব—চলন, বলন, ধাবন, প্রসারণ এবং আকুঞ্চন।

১। **চলন**—বায়ুতে জলের ভাগ মিলিত। বায়ুও চলে, জলও চলে—এজন্য ইহা জলের ভাগ।

২। **বলন**—বায়ুতে তেজের ভাগ আছে। বলন অর্থে বলিয়া দেওয়া। তেজের গুণ প্রকাশ দ্বারা বলা যায়; এ ব্যাপকতা জন্য বলন তেজের ভাগ।

৩। **ধাবন**—বায়ুর মুখ্য ভাগ। ধাবন অর্থে দৌড়ান। বায়ু ধাবন করে, এজন্য ধাবন বায়ুর মুখ্যভাগ।

৪। **প্রসারণ**—বায়ুতে আকাশের ভাগ আছে—প্রসারণ অর্থে প্রসার হওয়া। আকাশও প্রসার হয়। এজন্য প্রসারণ আকাশের ভাগ।

৫। **আকুঞ্চন**—বায়ুতে পৃথিবীর ভাগ আছে। আকুঞ্চন অর্থে সঙ্কুচিত হওয়া। সঙ্কোচ দ্বারা পৃথিবী হইয়াছে। এজন্য ইহা পৃথিবীর ভাগ।

(গ) তেজের পাঁচ তত্ত্ব—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা এবং কান্তি।

১। **ক্ষুধা**—তেজের মুখ্য ভাগ। ক্ষুধার সময়ে যাহা খাওয়া যায়, তাহাই ভস্ম হয়; এবং অগ্নিতেও যাহা দেওয়া যায়, তাহা ভস্ম হয়। এজন্য ইহা তেজের মুখ্যভাগ।

২। **তৃষ্ণা**—তেজে বায়ুর ভাগ আছে। তৃষ্ণাতে কণ্ঠ শুষ্ক হয়, বায়ুও আর্দ্র বস্ত্রাদি শুষ্ক করে। অতএব তৃষ্ণা বায়ুর ভাগ।

৩। **আলস্য**—তেজে পৃথিবীর ভাগ আছে। আলস্য আসিলে, শরীর জড়তা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীও জড়। এজন্য ইহা পৃথিবীর ভাগ।

৪। **নিদ্রা**—তেজে আকাশের ভাগ আছে। নিদ্রা আসিলে শরীর শূন্যমত হয়। আকাশেরও শূন্যতা গুণ। এজন্য ইহা আকাশের ভাগ।

৫। **কান্তি**—তেজে জলের ভাগ আছে। কান্তি রৌদ্র দ্বারা ঘটিয়া থাকে এবং জলও রৌদ্র দ্বারা হয়। এজন্য ইহা জলের ভাগ।

(ঘ) জলের পাঁচ তত্ত্ব—শোণিত, লালা, মূত্র, স্বেদ ও শুক্র।

১। **শোণিত**—জলে পৃথিবীর ভাগ আছে। শোণিত রক্তবর্ণ, পৃথিবীও কোথাও কোথাও রক্তবর্ণ। এই জন্য ইহা পৃথিবীর ভাগ।

২। **শুক্র**—জলের মুখ্য ভাগ। শুক্র শ্বেতবর্ণ আর গর্ভের হেতু, জলও শ্বেতবর্ণ এবং বৃক্ষাদি জননের হেতু। এই জন্য ইহা জলের মুখ্যভাগ।

৩। **লালা**—জলে আকাশের ভাগ আছে। লালা উচ্চনীচ এবং আকাশও উচ্চনীচ। এজন্য ইহা আকাশের ভাগ।

৪। **পিত্ত**—জলে তেজের ভাগ আছে। শুভ্রবর্ণ পিত্ত তেজ; যেহেতু ইহা উষ্ণাঙ্গ আর তেজের দ্বারা ঘর্ম্ম হয়; এজন্য ইহা তেজের ভাগ।

৫। **স্বেদ**—জলে বায়ুর ভাগ আছে। স্বেদ শ্রম করিলে উৎপন্ন হয়। পাখা দ্বারা শ্রম করিলে বায়ু হয়। শ্রমের আনুষঙ্গিক বলিয়া ইহা বায়ুর ভাগ।

(ঙ) পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্ব—অস্থি, মাংস, নাড়ী, ত্বক্ এবং রোম।

১। **অস্থি**—পৃথিবীর মুখ্যভাগ অস্থি। ইহা কঠিন, পৃথিবীও কঠিন এবং এই জন্য ইহা অনুমান হয়।

২। **মাংস**—পৃথিবীতে জলের ভাগ আছে। পীতবর্ণ মাংস আর্দ্র এবং জলও আর্দ্র, এজন্য ইহা জলের ভাগ।

৩। **নাড়ী**—পৃথিবীতে তেজের ভাগ আছে। নাড়ীতে তাপের পরীক্ষা হয় এবং তেজও তাপরূপ ; অতএব ইহা তেজের ভাগ।

৪। **ত্বক্**—পৃথিবীতে বায়ুর ভাগ আছে। ত্বক্ দ্বারা শীত, উষ্ণ, কঠিন, কোমল স্পর্শের অনুভব হয় এবং বায়ুও স্পর্শগুণবিশিষ্ট। এই জন্য ইহা বায়ুর ভাগ।

৫। **রোম**—পৃথ্বীতে আকাশের ভাগ আছে ; কারণ, রোম যাহা তাহা শূন্য। এজন্য ইহা আকাশের ভাগ।

প্রঃ। পঁচিশ পদার্থ জানিবার প্রয়োজন কি ?

উঃ। পঁচিশ পদার্থ "আমি" নই, এবং "আমার" নহে। ইহা পঞ্চীকৃত মহাভূতের। ইহাদের জ্ঞাতা যে "আমি" সেই "আমি" ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় ইহা হইতে পৃথক। এইরূপে 'আমি'র পৃথক্ত্ব নিশ্চয় করিতে হইবে। ইহাই পঁচিশ তত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন।

প্রঃ। পঁচিশ তত্ত্ব যে 'আমি' নই এবং 'আমার' নয়, ইহা কোন রীতিতে বুঝিতে হইবে ?

উঃ। আকাশের পাঁচ তত্ত্ব বিষয়ে—

কাম হউক তাহা আমি জানি এবং যখন না হয় অর্থাৎ কামের অভাবকেও * আমি জানি ; এই হেতু কাম আমার নয় এবং কামেরও আমি নহি। ইহা আকাশের। যেমন আমি ঘটের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা সেইরূপ আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা।

---

* অভাব চারি প্রকার :—

১। কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব তাহার নাম প্রাগভাব। যখন প্রথম জ্ঞান (আর কেহ কি ?) হয়, তাহার পূর্ব্বাবস্থার নাম প্রাগভাব।

২। নাশের পর যে অভাব হয়, তাহার নাম প্রধ্বংসাভাব। প্রথম জ্ঞান লয় হইলে যখন দ্বিতীয় কেহ নাই—আমিই আছি—ইহা হয় ইহাই প্রধ্বংসাভাব।

ক্রোধ হউক তাহাও আমি জানি এবং ক্রোধ না হইলেও অর্থাৎ তাহার অভাবকেও আমি জানি; এজন্য ক্রোধ আমার নয়, আমিও ক্রোধের নহি। ইহা আকাশের। ঘটের ন্যায় আমি ইহার দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা।

শোক, মোহ ও ভয়—ইহারা হউক তাহাও আমি জানি এবং না হইলেও অর্থাৎ ইহাদের অভাবকেও আমি জানি। ইহারা আকা-শের। আমি যেমন ঘটপটের দ্রষ্টা, সেইরূপ ইহাদেরও দ্রষ্টা এবং জ্ঞাতা।

২। বায়ুর পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে—

চলন—শরীর চলে তাহাও আমি এবং না চলিলে ইহার অভাবও আমি জানি। এজন্য চলন আমি নহে বা ইহা আমারও নহে। ইহা বায়ুর। ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় আমি ইহার দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা।

এইরূপ শরীর চলে, দৌড়ে, প্রসারণ করে, আকুঞ্চন করে, তাহাও জানি এবং না করে তাহার অভাবকেও জানি। এজন্য ইহারা আমার নহে, আমিও ইহারা নহি। ইহারা বায়ুর; ঘটের ন্যায় আমি ইহাদের জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা।

৩। এইরূপ তেজের পাঁচ তত্ত্ব সম্বন্ধে—

ক্ষুধা লাগিলেও আমি জানি; না লাগিলেও ইহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য ক্ষুধাও আমি নহি এবং ইহা আমারও নহে; ইহা তেজের। ঘটের ন্যায় আমি ইহার দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা।

৩। তিনকালব্যাপী যে অভাব, তাহার নাম অত্যন্তাভাব। আর কেহ কখন ছিল না, ইহাই অত্যন্তাভাব।

৪। অন্য বস্তু হইতে অন্য বস্তুর যে ভেদ, তাহার নাম অন্যোন্যাভাব। আপন শক্তির স্ফুরণকে অন্য কেহ বলিয়া স্বরূপে থাকিয়াও কল্পনায় স্বরূপ বিস্মৃত ব্রহ্মের যে জ্ঞান, যে জ্ঞানে স্বরূপের অভাবকে অন্যরূপে ভাবা হয় এই অভাবকে ভাব বলিয়া যে বোধ, তাহা সংসর্গ জন্য হয় বলিয়াই ইহাকে বলে সংসর্গাভাব। অভাবকে ভাব বলিয়া যে অভাব।

৪। জলের পাঁচ তত্ত্ব সম্বন্ধে—

শুক্র, শোণিত, লালা, মূত্র এবং স্বেদ ইহারা উপস্থিত থাকে বা না থাকে, আমি ইহাদের উপস্থিতি ও অভাব উভয়ই জানি। এজন্য ইহারা আমি নহি, ইহারাও আমার নহে। ইহারা জলের। ঘটের দ্রষ্টার মত আমি ইহাদের দ্রষ্টা।

৫। পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্ব সম্বন্ধে—

অস্থি, নাড়ী, মাংস, ত্বক্ এবং রোম ইহারা দৃঢ় হউক বা না হউক, বেশী হউক বা কম হউক, চলুক বা না চলুক, স্পর্শ করুক বা না করুক, অনেক হউক বা কম হউক, আমি ইহাদিগকে জানি। এজন্য ইহারা আমি নহি অথবা ইহারা আমার নহে। ইহারা পৃথিবীর। ঘটের ন্যায় আমি ইহাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা।

এইরূপে পঁচিশ তত্ত্ব আমি নহি বা ইহারা আমারও নহে; [কাম, ক্রোধ ইত্যাদি কোনটির উদয় হইলে অথবা দেহের কোন ব্যাপারে আকৃষ্ট বা কোন ব্যাধিতে দুঃখবোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা ইহারা আমি নহি, ইহা অনুভব করিতে হয়।] ইহার অভ্যাস আবশ্যক।

প্রঃ। পঁচিশ তত্ত্ব 'আমি' নহি এবং 'আমার'ও নহে, ইহা জানিয়া কোন্ বিষয় নিশ্চয় হইল ?

উঃ। স্থূলদেহ এবং ইহার ধর্ম্ম যে (১) নাম (২) জাতি (৩) আশ্রম (৪) বর্ণ (৫) সম্বন্ধ (৬) পরিণাম (৭) জন্ম, মরণ ইত্যাদি এই সমস্ত আমি নহি এবং আমার নহে ইহা নিশ্চয় হইল।

প্রঃ। নাম 'আমি' নহি বা 'আমার' নহে, ইহা কি করিয়া জানিব ?

উঃ। জন্মের আদিতে নাম ছিল না, কিন্তু জন্মের পরে ইহা

কল্পিত। আর শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বিচার করিলে, নাম পাওয়া যায় না; এজন্য এই নাম আমি নহি অথবা আমারও নহে। ইহা স্থূলদেহ-সম্বন্ধে কল্পিত। আমি ইহার দ্রষ্টা; ঘটের দ্রষ্টা যেমন ঘট হইতে পৃথক্ সেইরূপ আমি ইহা হইতে পৃথক্। এইরূপে নাম আমি নহি বা আমারও নহে, ইহা জানিতে হয়।

প্রঃ। আমি জাতি (বর্ণ) নই, আমার জাতি নাই, ইহা কিরূপে জানিব?

উঃ। ব্রাহ্মণাদি জাতি স্থূলদেহের ধর্ম্ম। ইহা সূক্ষ্মদেহ কিম্বা আত্মার ধর্ম্ম নহে। কারণ, পূর্ব্বদেহেও যে লিঙ্গদেহ ও আত্মা ছিল, বর্ত্তমান দেহ এবং ভাবী দেহসম্বন্ধেও তাহাই থাকে। কিন্তু পূর্ব্বদেহে যে জাতি ছিল, এ দেহপ্রাপ্তিতে তাহা নাই। আর এ দেহে যে জাতি আছে, আগামী দেহে তাহা থাকিবে না। এজন্য জাতি কেবল স্থূলদেহের ধর্ম্ম। লিঙ্গদেহও আত্মার ধর্ম্ম নহে। পুনশ্চ, শরীরের অঙ্গাদি বিচার করিলে জানা যায় যে, স্থূলদেহে জাতি মিলে না। এজন্য জাতি আমি নহি এবং আমারও নহে। ইহা স্থূলদেহে আরোপিত মাত্র। ঘটের ন্যায় আমি ইহার দ্রষ্টা এবং ইহা হইতে পৃথক্। এইরূপে জাতি আমি নয় ও আমার নয় জানিতে হয়।

প্রঃ। আশ্রম 'আমি' নই 'আমার'ও নহে, কিরূপে জানা যায়?

উঃ। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই যে কর্ম্মভেদে চারি আশ্রম স্থূলদেহে আরোপ করা হইয়াছে, ইহাদের সহিত জীবের একত্ব হইবে কিরূপে? এজন্য আশ্রমও আমি নই, আমারও নহে। ইহারা স্থূলদেহে আরোপমাত্র। আমি ইহাদের দ্রষ্টা। ঘটাদির দ্রষ্টার ন্যায়

আমি ইহাদিগের হইতে পৃথক্। এইরূপে আশ্রম আমি নহি বা আমারও নহে, তাহা জানিতে হয়।

প্রঃ। বর্ণ (রং) 'আমি' নহি ও 'আমার'ও নহে, কিরূপে জানিতে হয় ?

উঃ। গৌর, শ্যাম, রক্ত, পীতাদি রং স্থূলদেহে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূলদেহ আমি নহি, কাজেই রংও আমি নহি, আমারও নহে। আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় ইহা হইতে পৃথক্, এইরূপে বর্ণ আমি নই এবং আমার নহে, ইহা জানা যায়।

প্রঃ। সম্বন্ধ 'আমি' নই 'আমার'ও নয়, এ কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, স্ত্রী পুরুষ, স্বামী সেবক ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থূলদেহের। বিচার করিলে পাওয়া যায় না। আমি যখন স্থূল-দেহ নই, তখন আমি সম্বন্ধ নই। আমারও সম্বন্ধ নাই, ইহা কেবল স্থূল-দেহে আরোপিত মাত্র। আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় ইহা হইতে পৃথক্।

প্রঃ। পরিণাম (আকার) 'আমি' নহি 'আমার' নহে, ইহার বিচার কি ?

উঃ। দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, স্থূল, পাতলা, সোজা, বাঁকা এই সমস্ত আকার স্থূলদেহে দেখা যায়। যেহেতু "আমি" স্থূলদেহমধ্যে নিরাকার, এই জন্য আকার 'আমি' নহি বা 'আমার' নহে। ইহা স্থূলদেহের। ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় আমি ইহার জ্ঞাতা দ্রষ্টা। আমি ইহা হইতে পৃথক্। এইরূপে পরিণাম আমি নই এবং আমার নয় জানিতে হয়।

প্রঃ। ‘আমি’ জন্ম-মরণবান্ নই আর ‘আমার’ জন্ম-মরণ নাই, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। আত্মার জন্ম মানিলে, আত্মা অনিত্য। কেহ কেহ বলেন, যদি আত্মা উৎপত্তিবান্ হয়, তবে নাশবান্‌ও বটে। তাহা হইলে পূর্ব্ব-জন্মে করা হয় নাই এরূপ সুখদুঃখের ভোগ, এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মের ভোগ ব্যতিরেকে নাশ, এই দুই দোষ ঘটে।

আত্মার জন্মের কোন কারণ সম্ভবে না। কারণ, আত্মার যে কারণ, তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন হওয়া চাই। তাহা হইলে ইহা অনাত্মা হইল। অনাত্মা, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় কল্পিত, এজন্য অনাত্মাকে আত্মার কারণ বলা যায় না। আর যেরূপ মহাকাশ ঘটাকাশের স্বরূপ, সেইরূপ ব্রহ্ম আত্মার স্বরূপ। এজন্য তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এই নিমিত্ত কারণও বলা যায় না। এইরূপে দেখান যায়, আত্মার জন্ম নাই। আত্মার যখন জন্ম নাই, তখন মরণও নাই। আত্মার জন্ম-মরণ নাই বলিয়া ইহা জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং মরণ এই ষড়্‌বিধ বিকারবর্জ্জিত। এই হেতু আমি জন্ম-মরণবান্ নই ; আমারও জন্মমরণ নাই। জন্মমরণাদি স্থূলদেহের কর্ম্মফলে হইয়া থাকে ; আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। ঘটের দ্রষ্টা যেরূপ ঘট হইতে পৃথক্, সেইরূপ এই সমস্ত হইতে আমি পৃথক্।

প্রঃ। পঞ্চমহাভূতের নিবৃত্তি বিষয়ের দৃষ্টান্ত কি ?

উঃ। মনে কর, কাহাকেও ভূতে পাইয়াছে। সে ওঝা আনাইয়া ডমরু বাজাইয়া, লবণাদি পাঁচ বস্তু মিশাইয়া, বলিদান দিয়া, ভূতের নিবৃত্তি করে।

সেইরূপ আকাশাদি পঞ্চভূত শরীররূপ ধরিয়া জীবকে পাইয়াছে। ভূতের নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুরূপ ওঝার বিধিপূর্ব্বক শরণ লওয়া

কর্ত্তব্য। তিনি বেদান্তশাস্ত্ররূপ ডমরু বাজাইয়া, উপরোক্ত ২৫ তত্ত্ব মধ্যে পাঁচ পাঁচ তত্ত্বকে বলিদান দিয়া, এক এক ভূতকে আপন আপন ভাগ অর্পণ করিবেন। আমি এই পঁচিশ তত্ত্বের দ্রষ্টা, ইহা নিশ্চয় হইলে, পঞ্চমহাভূতের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইল।

এইরূপে দেখান হইল যে,

১। স্থূল দেহের দ্রষ্টা আমি।

২। সূক্ষ্মদেহের দ্রষ্টা আমি।

প্রঃ। সূক্ষ্ম-দেহ কি ?

উঃ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের ১৭ তত্ত্ব (পদার্থ)-সমষ্টিকে সূক্ষ্ম দেহ কহে।

প্রঃ। সূক্ষ্ম-দেহের ১৭ তত্ত্ব কি কি ?

উঃ। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ।
পাঁচ প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।
পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।
১৬। মন।
১৭। বুদ্ধি।

প্রঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার কি ?

উঃ। জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে এবং কর্ম্মের সাধন ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে।

প্রঃ। মন কাহাকে বলে ?

উঃ। সঙ্কল্প বিকল্প রূপ যে বৃত্তি (ধর্ম্ম), তাহাকে মন বলে।

প্রঃ। বুদ্ধি কাহার নাম ?

উঃ। নিশ্চয়াত্মিকা যে বৃত্তি (ধর্ম্ম), তাহার নাম বুদ্ধি।

প্রঃ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত কাহাকে বলে ?

উঃ। পূর্ব্বকথিত রীতিতে যে সকল ভূতের পঞ্চীকরণ হয় নাই, তাহাদিগকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত বলে। তাহাদের অন্য নাম সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র।

প্রঃ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের ১৭ তত্ত্ব কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় লওয়া হউক ; সকল পদার্থেই সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ আছে।

শ্রোত্র আকাশের সত্ত্বগুণের ভাগ। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ হয়।

বাক্য আকাশের রজোগুণের ভাগ। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রকাশ হয়।

১-২। শ্রোত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের মিত্রতা আছে।

ত্বক্ বায়ুর সত্ত্বগুণের ভাগ। ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ গ্রহণ করে।

পাণি বায়ুর রজোগুণের ভাগ। হস্ত গ্রহণকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৩-৪। ত্বক্ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই দুইয়ের মিত্রতা রহিয়াছে।

চক্ষু তেজের সত্ত্বগুণের ভাগ। চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপ গ্রহণ করে।

পাদ তেজের রজোগুণের অংশ। পাদেন্দ্রিয় গমনাগমন করে।

৫-৬। চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাদ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের মিত্রতা আছে।

জিহ্বা জলের সত্ত্বগুণের ভাগ। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রস গ্রহণ করে।

উপস্থ জলের রজোগুণের ভাগ। উপস্থেন্দ্রিয় রসকে ত্যাগ করে।

৭-৮। জিহ্বা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের মিত্রতা আছে।

ঘ্রাণ পৃথিবীর সত্ত্বগুণের ভাগ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ গ্রহণ করে।

পায়ু পৃথিবীর রজোগুণের ভাগ। পায়ু-ইন্দ্রিয় গন্ধ ত্যাগ করে।

৯-১০। ঘ্রাণ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের মিত্রতা আছে।

প্রাণ, মন ও বুদ্ধি লওয়া যাউক।

পঞ্চভূতের রজোগুণের ভাগ মিলিত হইয়া পঞ্চপ্রাণ হইয়াছে। পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের ভাগ মিলিত হইয়া অন্তঃকরণ হইয়াছে। অন্তঃকরণ দুই ভাগে বিভক্ত ;—মন ও বুদ্ধি। চিত্ত এবং অহংকার, মন ও বুদ্ধির মধ্যে রহিয়াছে। **এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্য্য ১৭ তত্ত্ব** জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রঃ। ১৭ তত্ত্ব জানায় লাভ কি ?

উঃ। ১৭ তত্ত্ব 'আমি' নই এবং 'আমার'ও নহে। ইহারা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের।

প্রঃ। এই ১৭ তত্ত্ব 'আমি' নই এবং 'আমার'ও নহে, ইহা কোন্ প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় ?

উঃ। আমি এই ১৭ তত্ত্বের জ্ঞাতা। যে যাহাকে জানে, সে তাহা হইতে পৃথক্। এই কারণে আমি ১৭ তত্ত্ব নহি, ইহা জানা যায়।

প্রঃ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট কর।

উঃ। যেমন নৃত্যশালাস্থিত দীপক। রাজা প্রভৃতি অভিনেতা ও দর্শকগণ যখন সভাতে রহিয়াছে, তখন ইহার কার্য্য প্রকাশ করা ; যখন সভা শূন্য হয়, তখনও ইহার কার্য্য প্রকাশ করা। সেইরূপ এই

স্থূলদেহরূপ নৃত্যশালাতে "আমি" সাক্ষিরূপ দীপক। এই আমি চিদাভাস (চৈতন্যাভাস) রূপ রাজা, মন মন্ত্রী, পঞ্চপ্রাণ অনুচর, বুদ্ধি নায়িকা, ১০ ইন্দ্রিয় ইহারা বাদ্যকর; শব্দাদি পঞ্চবিষয়রূপ দর্শকবৃন্দ। জাগ্রত ও স্বপ্ন সময়ে সভাস্থ সকলকে এই সাক্ষিরূপ দীপক "আমি" প্রকাশ করিতেছি। সুষুপ্তিসময়ে যখন সভাতে কেহ থাকে না, তখন ইহাদের অভাবকেও আমি প্রকাশ করি।

প্রঃ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কাহাকে বলে? কাহার সহায়তায় আমি সমস্ত প্রকাশ করি?

উঃ। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই দুয়ের সহায়তায় 'আমি' প্রকাশ করি এবং জানিতে পারি। স্বপ্নাবস্থায় বিনা ইন্দ্রিয় সহায়ে কেবল মাত্র অন্তঃকরণ দ্বারা প্রকাশ করি। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহায়তা বিনা কেবল "আমাকেই আমি" প্রকাশ করি।

প্রঃ। এ বিষয়ে অন্য কোন দৃষ্টান্ত দাও।

উঃ। এই স্থূলদেহকে ঘটরূপে কল্পনা করা হউক। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার পাঁচটি ছিদ্র। এই ঘটের অভ্যন্তরে হৃদয়-কমলরূপ পাত্র আছে। তাহাতে মন তৈল এবং বুদ্ধি বর্ত্তিকা (বাতী) এবং আত্মা প্রদীপ উহাতে জ্বলিতেছে। সেই হৃদয়কমলে মন তৈল ও বুদ্ধি বাতী দ্বারা আত্মা প্রদীপ দেহের ভিতরের অবয়ব এবং ইন্দ্রিয়রূপ ছিদ্র সকলকে প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ জানিতেছে। অপিচ, ইন্দ্রিয়-দ্বারের সহিত শব্দাদি বিষয়ের যোগ আছে, এই জন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিতেছে। ঈশ্বরই জগৎ সাজিয়া রহিয়াছেন; কাজেই ইহা ব্রহ্মাণ্ডাদি

সমস্ত বাহ্যপ্রপঞ্চ প্রকাশ করিতেছেন এবং জগৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ইহার প্রকাশক চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী।

প্রঃ। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে কি নিশ্চয় হইল ?

উঃ। ১৭ তত্ত্ব আমি নহি বা আমারও নহে। ইহারা পঞ্চ-মহাভূতের। ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় আমি ইহাদের দ্রষ্টা এবং ইহারা আমা হইতে পৃথক্ এই নিশ্চয় হইল।

প্রঃ। এই ১৭ তত্ত্ব 'আমি' নহি 'আমারও' নহে, ইহা কোন্ রীতিতে অনুভব হয় ?

উঃ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্বন্ধে দেখা যাউক—

১। শ্রোত্র যে শব্দ শ্রবণ করে, আমি তাহা জানি; আর যখন শ্রবণ করে না, আমি তাহার অভাবকেও জানি। এই জন্য এই শ্রোত্রও আমি নহি এবং ইহা আমারও নহে। ইহা আকাশের। আমি ইহার দ্রষ্টা। দ্রষ্টা যেরূপ ঘট হইতে পৃথক্, সেইরূপ আমি ইহা হইতে পৃথক্।

২। ত্বক্ যে স্পর্শকে গ্রহণ করে, তাহাও আমি জানি, আর যখন গ্রহণ করে না, তখন সেই গ্রহণের অভাবকেও আমি জানি। এইজন্য এই ত্বক্‌ও আমি নহি এবং ইহাও আমার নহে। ইহা বায়ুর। আমি ইহার দ্রষ্টা এজন্য পৃথক্।

৩। চক্ষু যে রূপ দর্শন করে, তাহাও আমি জানি, আর যখন দর্শন করে না, সেই দর্শনাভাবকেও আমি জানি। এজন্য চক্ষু আমি নহি, আমারও নহে। চক্ষু তেজের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

৪। জিহ্বা যে রসের স্বাদ গ্রহণ করে, তাহাও আমি জানি

এবং যখন রসের স্বাদ গ্রহণ করে না, সেই রসাস্বাদ গ্রহণাভাবও আমি জানি। এই জন্য জিহ্বা আমি নহি, আমারও নহে। ইহা জলের। আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

৫। **ঘ্রাণ** যে গন্ধকে গ্রহণ করে তাহাও আমি জানি এবং যখন করে না সেই গন্ধাঘ্রাণের অভাবও আমি জানি। এজন্য আমি ইহা নই বা ইহা আমার নহে। ইহা পৃথিবীর। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা এজন্য পৃথক্।

পুনশ্চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধে দেখা যাউক—

১। **বাক্য** বলিতেছি তাহা আমি জানি এবং যখন না বলিতেছি, তাহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য বাক্য আমি নহি এবং ইহা আমার নহে। ইহা আকাশের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

২। **পাণি** বা হস্ত যে লইতেছে, দিতেছে ইহা আমি জানি বা যখন লইতেছে না বা দিতেছে না, তখন ইহার অভাবকেও আমি জানি। এইজন্য হস্ত আমি নই বা ইহা আমার নহে। ইহা বায়ুর। আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

৩। **পাদ** বা পা চলে ইহা আমি জানি, যখন চলিতেছে না তখন ইহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য পা আমি নহি বা ইহাও আমার নহে। ইহা তেজের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

৪। **উপস্থ** যে রস (মূত্র ও বীর্য্য) ত্যাগ করে ইহা আমি জানি, যখন ত্যাগ না করে, তাহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য উপস্থ আমি নহি এবং আমারও নহে। ইহা জলের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

৫। **পায়ু** মলত্যাগ করে ইহা আমি জানি, যখন ত্যাগ না

করে, তাহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য পায়ু আমি নহি এবং আমারও নহে। ইহা পৃথিবীর। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

প্রাণ ও অন্তঃকরণ লওয়া যাউক।

পঞ্চপ্রাণ ক্রিয়া করিতেছে ইহা আমি জানি, ক্রিয়া করিতেছে না ইহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য প্রাণ আমি নহি এবং ইহা আমার নহে। ইহারা পঞ্চমহাভূতের অংশাংশ মিশ্রণে হইয়াছে। আমি ইহাদের জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

মন যে সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছে তাহাও আমি জানি এবং না করিলেও তাহার অভাবও আমি জানি। এই জন্য মন আমি নহি এবং মনও আমার নহে। ইহা পঞ্চমহাভূতের অংশাংশ বা মিশ্রণে হইয়াছে। আমি ইহাদের জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

বুদ্ধি যে নিশ্চয় করে ইহা আমি জানি, আর নিশ্চয় করে না ইহার অভাবকেও জানি। এজন্য আমি বুদ্ধি নই এবং বুদ্ধিও আমার নহে। ইহা পঞ্চমহাভূতের অংশাংশ মিশ্রণে হইয়াছে। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

এই রীতি অবলম্বনে ১৭ তত্ত্ব আমি নই এবং আমার নহে বুঝিতে হইবে।

প্রঃ। এই সপ্তদশ তত্ত্ব 'আমি' নহি এবং 'আমার' নহে, ইহাতে কি নিশ্চয় হইল?

উঃ। (১) লিঙ্গদেহ ও তাহার ধর্ম্ম পাপপুণ্যের কর্ত্তৃত্ব এবং তাহার ফল যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব ইহা আমি নহি, ইহারাও আমার নহে।

(২) ইহলোক পরলোকে গমনাগমন আমার হয় না।

(৩) বৈরাগ্য শমদমাদি সাত্বিকী বৃত্তি আমি নহি ও আমারও নহে। রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি রাজসী বৃত্তি এবং নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদাদি তামসী বৃত্তি আমি নহি ও আমার নহে।

(৪) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধ, মন্দ, পটুপনা ইত্যাদি আমি নহি এবং আমারও নহে। এই নিশ্চয় হইল।

প্রঃ। পাপপুণ্যের কর্ত্তা এবং তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখের ভোক্তা আমি কিরূপে নহি এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আমার ধর্ম্ম নহে, ইহা কিরূপে জানিব ?

উঃ। যে বস্তু বিকারী, তাহারই ক্রিয়া হয়। যাহার ক্রিয়া হয়, তাহাকে কর্ত্তা বলে। আমি নির্ব্বিকার কূটস্থ; এজন্য ক্রিয়ার আশ্রয় নহি। এজন্য পুণ্যপাপরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা আমি নই। যে কর্ত্তা নহে, সে ভোক্তাও নহে। ইহা অন্তঃকরণের (লিঙ্গদেহের) ধর্ম্ম। আমার নহে। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা।

প্রঃ। ইহলোক ও পরলোক গমনাগমন আমার ধর্ম্ম নহে, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। অন্তঃকরণ (লিঙ্গদেহ) পরিচ্ছিন্ন। প্রারব্ধকর্ম্মের বলে ইহার গমনাগমন সম্ভব হয়। কিন্তু আমি আকাশের মত ব্যাপক। এজন্য আমার ধর্ম্ম গমনাগমন নহে।

প্রঃ। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী বৃত্তি আমি নহি এবং আমার নহে, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। মনে কর, কোন কারিকর কোন বাড়ীর ভিতরে রাজার

বিনোদনের জন্য একটী জলযন্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। সেই জলযন্ত্রের কল খুলিলে জলের তিন ধারা বাহির হয়। সেই তিন ধারার ভিতর প্রবাহ-রূপে অনন্ত ধারা বাহির হয়। সেই কল বন্ধ করিলে, সেই তিন ধারা বন্ধ হইয়া একা রাজা মাত্র থাকেন। সেইরূপ স্থূলশরীররূপ গৃহে অধিষ্ঠিত কূটস্থরূপ পরমাত্মা রাজা রহিয়াছেন। তাঁহার বিনোদনার্থ মায়া বা অজ্ঞানরূপ কারিকর অন্তঃকরণরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে প্রারব্ধ কল খুলিলে, তিন গুণের প্রবাহরূপ তিন ধারা প্রবাহিত হয়। সেই তিন ধারার ভিতর হইতে অগণিত বৃত্তি উঠিতেছে। পুনশ্চ, সুষুপ্তিকালে প্রারব্ধ কর্ম্মের কল বন্ধ হয়। তখন এই তিন বৃত্তির ভাব ও অভাবের প্রকাশক আনন্দস্বরূপ কেবল পরমাত্মারূপ রাজা মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। (আত্মার দীর্ঘ স্বপ্নে কত কি প্রকাশ হইতেছিল, স্বপ্নভঙ্গে কিছুই নাই; যে প্রারব্ধ কর্ম্মের কল খোলা হইয়াছিল, তাহা আত্মার একদেশে শক্তির স্ফুরণ মাত্র।) কল বন্ধ হইলেই শক্তির যে স্ফুরণ ইহাও ভান মাত্র—যে ভান হওয়ায় দেখাইতেছিল, আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু আছে, সেই ভানের লয় হইলেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহাই উক্ত হইয়া, সেই পরমাত্মা মাত্র রহিলেন। সেই পরমাত্মাই আমি। এই হেতু সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী বৃত্তি আমি নহি, আমারও নহে। ইহা অন্তঃকরণের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্।

(শক্তির কথা বলা হইল না। বলা হইল শক্তির স্ফুরণ বা কার্য্য। যাহার নাম সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী বৃত্তি।)

প্রঃ। অন্ধপনা, মন্দপনা ও পটুপনা 'আমি' নহি এবং 'আমার'ও নহে, ইহা কিরূপে জানা যায়?

উঃ। যখন নেত্রাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয় গ্রহণ করে না,

তখন ইহা তাহাদের অন্ধতা ; ইহা আমি জানি এবং যখন ইহারা স্বল্পমাত্র বিষয় গ্রহণ করে, তাহা ইহাদের মন্দপনা ; তাহাও আমি জানি। আর যখন বিষয়ের স্পষ্ট গ্রহণ করে, তাহা ইহাদের পটুপনা ; ইহাও আমি জানি। এই হেতু ইহা আমি নই এবং ইহা আমার নয়। ইহা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ইহাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। এজন্য পৃথক্।

এইরূপে দেখা গেল সূক্ষ্ম শরীরের দ্রষ্টা আমি।

কারণশরীরের দ্রষ্টা আমি।

প্রঃ। কারণশরীর কি ?

উঃ। পুরুষ যখন সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হয়েন, তখন বলেন "আমি আজ কিছুই জানিতে পারি নাই" (কতই নিদ্রা গিয়াছি)। ইহাই সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞান। ["কিছুই জানি না" সুপ্তোত্থিত পুরুষের এই জ্ঞান থাকে। এ জ্ঞান কিন্তু অনুভবরূপ। ইহা সুষুপ্তিকালে অনুভূত বিষয়ের অজ্ঞানতার স্মৃতি।]

পুনশ্চ, জাগ্রৎকালে যখন বলা যায় আমি ব্রহ্মকে জানি না, আমি আমার নিজের খবর জানি না—এই 'জানি না' 'জানি না' রূপ অনুভব—এই অনুভবের বিষয় অজ্ঞান।

পুনশ্চ, স্বপ্নের কারণ নিদ্রারূপ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের নাম কারণদেহ। [অজ্ঞানই স্থূল সূক্ষ্ম দেহের হেতু। এজন্য ইহাকে (অবিদ্যা) কারণ বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের দাহ হয়, এজন্য ইহাকে দেহ বলে। এই অজ্ঞান গর্ভমন্দিরের অন্ধকারবৎ ব্রহ্মের আশ্রিত হইয়াও ব্রহ্মকেই আবৃত করে]।

প্রঃ। কারণদেহ 'আমি' নহি বা 'আমার' নহে, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। "আমি জানি" ও "আমি জানি না" রূপ যে অন্তঃকরণের বৃত্তি, তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞান রূপ বিষয়ের সহিত আমি জানি। এজন্য এ কারণদেহ আমি নই এবং আমার নহে। ইহা অজ্ঞানের। [কারণদেহ আপনি—অজ্ঞানের অজ্ঞান কি ? যেমন রাহুকে রাহুর মস্তক বলে সেইরূপ] আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা এজন্য পৃথক্। এইরূপে কারণ দেহের দ্রষ্টাও আমি। সমষ্টি অজ্ঞান যাহা তাহা ঈশ্বরের উপাধি। ইহাই প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। এইজন্য ইহাকে কারণ শরীর বলে। ইহা প্রচুর আনন্দের কারণ এবং কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া ইহা আনন্দময় কোষ। আত্মা কিন্তু এই অজ্ঞানের দ্রষ্টা। এইজন্য কারণ শরীর হইতেও ভিন্ন।

চতুর্থ কলা।

আমি পঞ্চকোষাতীত।

প্রঃ। পঞ্চকোষাতীত কাহার নাম ?

উঃ। আমি পঞ্চকোষের অতীত। পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্।

প্রঃ। কোষ কথার অর্থ কি ?

উঃ। তরবারীর যেমন খাপ, ধনের যেমন কোষ বা ভাণ্ডার, গুটি-পোকার যেমন আচ্ছাদন, সেইরূপ পঞ্চকোষ আত্মার আচ্ছাদন।

প্রঃ। পঞ্চকোষ কি কি ?*

উঃ। (১) অন্নময় কোষ (২) প্রাণময় কোষ (৩) মনোময় কোষ (৪) বিজ্ঞানময় কোষ (৫) আনন্দময় কোষ।

প্রঃ। অন্নময় কোষ কাহাকে বলে ?

উঃ। মাতাপিতা যে অন্ন ভক্ষণ করেন, তাহা হইতে রজঃ ও শুক্র উৎপন্ন হয়। তাহা মাতার উদরমধ্যে উৎপন্ন হয়। জন্মের পরে উহা

---

* এষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপঃ।
মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ।
প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ। বেদান্তসারঃ

এই কোষ সকলে মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তা। মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিমান্ কর্ম্মের যন্ত্র ; এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপ। এই কোষ-ত্রয় মিলিয়া যাহা তাহা সূক্ষ্মশরীর।

ক্ষীর অন্নাদি ভক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, মৃত্যুর পরে অন্নময় কোষ পৃথিবীতে লীন হয়। এইরূপ যে স্থূলদেহ, ইহার নাম অন্নময় কোষ। (এই স্থূলদেহ অন্ন হইতেই জাত ও অন্ন হইতেই বর্দ্ধিত, এজন্য ইহার নাম অন্নময় কোষ)।

প্রঃ। অন্নময় কোষ কোন্ কার্য্যের জন্য ?

উঃ। অন্নময় কোষ সুখদুঃখ অনুভব রূপ ভোগের স্থান। ইহা প্রাণময় কোষ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

যেনাত্মবানন্নময়োঽনুপূর্ণঃ প্রবর্ত্ততেঽসৌ সকল ক্রিয়াসু।

বিঃ চূড়ামণি। ১৬৭।

প্রঃ। অন্নময় কোষ হইতে আমি পৃথক্, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। জন্মের আদিতে ও মৃত্যুর পরে অন্নময় কোষের (স্থূলশরীরের) অভাব ছিল। যেহেতু ইহা উৎপত্তি-নাশবান্, এজন্য ইহা ঘটের ন্যায়। কিন্তু (আমি সর্ব্বদা ভাবরূপ) কখন আমার অভাব হয় না; এজন্য উৎপত্তি-নাশ-রহিত। অতএব অন্নময় কোষ হইতে ভিন্ন। এই হেতু এই অন্নময় কোষ আমি নহি, অথবা আমারও নহে। ইহা স্থূলদেহরূপ। আমি ইহার জ্ঞাতা। আত্মা ইহা হইতে পৃথক্।

প্রঃ। প্রাণময় কোষ কি ?

উঃ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত মিলিতপঞ্চপ্রাণকে প্রাণময় কোষ কহে।

প্রঃ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ কোথা হইতে আসিল ?

উঃ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ সূক্ষ্মদেহের প্রক্রিয়া বিষয়কে কহে।

প্রঃ। পঞ্চপ্রাণের স্থান এবং ক্রিয়া * উল্লেখ কর।

উঃ। (১) **প্রাণবায়ুর** স্থান হৃদয়। ইহা প্রতি দিবারাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ কার্য্য করিতেছে। ইহা ঊর্দ্ধগমনশীল।

(২) **অপান বায়ুর** স্থান গুহ্যদেশ। মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ ইহার কার্য্য। ইহা অধোগমনশীল।

(৩) **সমান বায়ুর** স্থান নাভিদেশ। যেমন মালীর কার্য্য বাগানে কূপজল দেওয়া, সেইরূপ ভুক্ত অন্নের রস নির্গত করিয়া নাড়ীদ্বারা সর্ব্বশরীরে পৌঁছান ইহার কার্য্য। পরিপাককরণ-রস রুধির শুক্রপুরীষাদি করণ—ইহার কার্য্য।

(৪) **উদান বায়ুর** স্থান কণ্ঠ। ভুক্ত পীত অন্নজল বিভাগ করিয়া দেওয়া ইহার কার্য্য। আরও স্বপ্ন, উদ্গার, হেঁচ্‌কি ইত্যাদিও ইহার কার্য্য। ইহা ঊর্দ্ধগমনশীল।

(৫) **ব্যান বায়ুর** স্থান সর্ব্বাঙ্গ। সর্ব্ব অঙ্গের সন্ধি স্থানে ঘুরা ফিরা সর্ব্বনাড়ীগমনশীল সর্ব্বশরীর স্থায়ী এই বায়ুর কার্য্য। ক্ষয় ও সংগ্রহ চেষ্টাদি ইহার ক্রিয়া।

* প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্যাধোগমনং ব্যানস্য ব্যয়নমাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ উদানস্যোর্দ্ধনয়নম্।

প্রাণ—প্রাগ্ গমনবান্। অপান্—অবাগ্ গমনবান্। ব্যান—বিশ্বগ্ গমনবান্। উদান—ঊর্দ্ধগমনবান্। সমান—সমীকরণবান্।

উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভনে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥ শ্রীধর গীতা ৪—২৭

প্রঃ। প্রাণাদি বায়ু শরীরের কোন্ উপকার সাধন করে ?

উঃ। প্রাণাদি বায়ু সর্ব্বশরীরে পূর্ণ থাকিয়া, শরীরে বল প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে আপন আপন প্রবৃত্তিমত কর্ম্মে নিযুক্ত করে।

প্রঃ। প্রাণময় কোষ হইতে আমি ভিন্ন, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। নিদ্রাকালে পুরুষ শুইয়া থাকেন, তখন প্রাণ জাগ্রত থাকে। তখন কিন্তু কোন স্নেহী (বন্ধু) আসিলে, প্রাণ তাহার সম্মান করে না ; এবং চোর আসিয়া অলঙ্কারাদি লইয়া গেলেও, নিষেধ করে না। সেইজন্য এই প্রাণবায়ুও জড়। কিন্তু আমি চৈতন্যরূপ, এইজন্য উহা হইতে বিভিন্ন। এইরূপে প্রাণময় কোষ আমি নহি ও আমার নহে। ইহা সূক্ষ্মদেহ। আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা এবং ইহা হইতে পৃথক্।

প্রঃ। মনোময় কোষ কি ?*

উঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলে।

প্রঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন কাহাকে কহে ?

উঃ। পূর্ব্ব সূক্ষ্মদেহের প্রক্রিয়া বিষয়কে বলে।

প্রঃ। মন কি করে ?

উঃ। দেহ বিষয়ে অহংকার আর সর্ব্ব বিষয়ে মমতারূপ অভিমান করে এবং ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বাহিরে গমন করে। এই করণের নাম মন।

---

* মনস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সন্মনোময় কোষে ভবতি। বেদান্তসারঃ

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ। বিবেক চূড়ামণিঃ

বিবেক চূড়ামণি মতে "জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মিলিত মনকে বলে মনোময় কোষ কিন্তু বেদান্তসার মতে মন "কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত মিলিলেই মনোময় কোষ হয়।

প্রঃ। মনোময় কোষ হইতে আমি ভিন্ন, ইহা কোন্ রীতিতে জানা যায় ?

উঃ। কামক্রোধাদি বৃত্তিযুক্ত হইলে, মন নিয়মরহিত হয়। ইহাই ইহার স্বভাব। তাহাতেই ইহা বিকারী হয়। কিন্তু আমি সর্ব্ব বৃত্তির সাক্ষী নির্ব্বিকার। এজন্য এই মনোময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা সূক্ষ্মদেহ রূপ। আমি ইহার জ্ঞাতা—আত্মা ইহা হইতে পৃথক্।

প্রঃ। বিজ্ঞানময় কোষ কি ?*

উঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মিলিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে।

প্রঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর বুদ্ধি কাহারা ?

উঃ। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ দেহের প্রতিক্রিয়া বিশেষ।

প্রঃ। বুদ্ধি কি করে ?

উঃ। সুষুপ্তিকালে চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধি বিলীন হয় এবং জাগ্রত-কালে নখাগ্র হইতে শিখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া কর্ত্তৃরূপে থাকে।

প্রঃ। বিজ্ঞানময় কোষ 'আমি' নহি, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। বুদ্ধি ঘটনাদির ন্যায় বিলয়ধর্ম্মী বলিয়া বিনাশী। কিন্তু আমি বিলয়াদি অবস্থারহিত, ইহা হইতে বিভিন্ন অবিনাশী বস্তু। এজন্য এই বিজ্ঞানময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা সূক্ষ্মদেহরূপ। আমি ইহার জ্ঞাতা, আত্মা ইহা হইতে বিভিন্ন। যেমন, প্রদীপের প্রকাশ ও আকাশ অভিন্নবৎ বোধ হইলেও প্রভেদ আছে, যেমন তপ্ত লৌহ ও অগ্নি

* ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি। বেদান্তসারঃ

অভিন্নবৎ বোধ হইলেও প্রভেদ আছে, সেইরূপ অন্তঃকরণ ও আত্মা অভিন্নবৎ প্রতীত হইলেও প্রভেদ আছে। এই বিজ্ঞানময় কোষ হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণানিলে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং আত্মা জ্যোতিস্বরূপ। উপাধি বশে এই কোষে কর্ত্তৃরূপে ও ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান্ আছেন।

প্রঃ। আনন্দময় কোষ কি ?

উঃ। পুণ্যকর্ম্মফলের অনুভবকালে কদাচিৎ যে বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মস্বরূপ পূর্ব্বানুভূত আনন্দের প্রতিবিম্ব ভজন করে, এবং যাহাকে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদরূপ বলা যায়, সেই বৃত্তি পুণ্যকর্ম্ম ফলভোগের নিবৃত্তি হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন হয়। সেই বৃত্তিই আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিতে আনন্দময় কোষের বিশেষ প্রকাশ হয়। কিন্তু স্বপ্নে ও জাগ্রতে ইষ্ট দর্শনে ইহার ঈষৎ প্রকাশ হয়।

প্রঃ। আনন্দময় কোষ কিরূপ ?

উঃ। (১) ইষ্টবস্তু দর্শনজাত প্রিয়বৃত্তি যাহার মস্তক

(২) ইষ্টবস্তু লাভ হইতে উৎপন্ন মোদবৃত্তি যাহার দক্ষিণ পক্ষ

(৩) ইষ্টবস্তু ভোগ হইতে উৎপন্ন প্রমোদ বৃত্তি যাহার বামপদ

(৪) বুদ্ধি বা অজ্ঞানের বৃত্তি বিষয়ে আনন্দস্বরূপ-ভূত আনন্দের প্রতিবিম্ব যাহার স্বরূপ

(৫) বিম্বরূপ আত্মার স্বরূপভূত আনন্দ যাহার পুচ্ছ (আধার) এই পক্ষিরূপ ভোক্তা আনন্দময় কোষ।

প্রঃ। আনন্দময় কোষ আমা হইতে ভিন্ন, ইহা কোন্ রীতিতে জানা যায় ?

উঃ। আনন্দময় কোষ বাদলাদি পদার্থের ন্যায় কদাচিৎ হইয়া থাকে, এজন্য ক্ষণিক; আর আমি সর্ব্বদা স্থিত বলিয়া নিত্য। এজন্য এই আনন্দময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা কারণরূপ দেহ। আমি ইহার জ্ঞাতা; আত্মা ইহা হইতে ভিন্ন।

প্রঃ। বিদ্যমান অন্নময়াদি কোষ যদি আত্মা নহে, তবে আত্মা কে?

উঃ। বুদ্ধ্যাদি বিষয়ে প্রতিবিম্বরূপে স্থিত আর প্রিয় আদি শব্দ-যুক্ত যে আনন্দময় কোষ তাহার বিম্বরূপ কারণ যে আনন্দ, তাহা নিত্য বলিয়া আত্মা নামে অভিহিত।

যোঽয়মাত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয় সাক্ষী সন্ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা॥ ২১৩। বিঃ চূড়ামণি।

প্রঃ। পঞ্চকোষ অনুভবগ্রাহ্য। কিন্তু ইহা ভিন্ন কোন আত্মা অনুভবে আইসে না। এই হেতু পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন যে আত্মা আছে, ইহা কিরূপে নিশ্চয় হয়?

উঃ। যদ্যপি পঞ্চকোষ অনুভবগ্রাহ্য এবং ইহা ভিন্ন অন্য কোন আত্মা অনুভবে আইসে না, ইহা সত্য; তথাপি যে অনুভব দ্বারা এই পঞ্চকোষ জানা যায়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ করে? কাহারও নিবারণ করিবার শক্তি নাই। এই জন্য পঞ্চকোষ অনুভবরূপ যে চৈতন্য, সেই পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন আত্মা।

প্রঃ। আত্মার স্বরূপ কি?

উঃ। সৎ চিৎ আনন্দ ইহার স্বরূপ।

পঞ্চম কলা।

তিন অবস্থার সাক্ষী আমি।

প্রঃ। তিন অবস্থা কি কি ?

উঃ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

আমি জাগ্রৎ অবস্থার সাক্ষী।

প্রঃ। জাগ্রৎ অবস্থা কাহার নাম ?

উঃ। আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত যে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়, তাহাকে অধ্যাত্ম কহে। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দশ দেবতা আধিদৈব এবং ইহাদের চতুর্দ্দশ বিষয় অধিভূত। এই বিয়াল্লিশ তত্ত্ব যে সময়ে ব্যবহার হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ অবস্থা। এই সমস্ত স্থূল দৃষ্টিযুক্ত পুরুষের জানিবার যোগ্য বলিয়া আত্মপুরুষকে এই কালে জাগ্রদভিমানী চৈতন্য বলে।*

প্রঃ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় কি কি ?

উঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ,—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ।
কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।
অন্তঃকরণ চারি—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার।
ইহারাই অধ্যাত্ম চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়।

প্রঃ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দশ দেবতা কি কি ?

---

* স্বসংঘাত হইতে ভিন্ন এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবিষয়কে অধিদৈব কহে। স্বসংঘাত হইতে ভিন্ন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয়কে অধিভূত কহে।

উঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়—

(ইন্দ্রিয়)		(দেবতা)
শ্রোত্র	ইন্দ্রিয়দেবতা	দিক্
ত্বক্	,,	বায়ু
চক্ষু	,,	সূর্য্য
জিহ্বা	,,	বরুণ
ঘ্রাণ	,,	অশ্বিনীকুমার

কর্ম্মেন্দ্রিয় :—

(ইন্দ্রিয়)		(দেবতা)
বাক্	ইন্দ্রিয়ের দেবতা	অগ্নি
হস্ত	,,	ইন্দ্র
পদ	,,	বামন বা উপেন্দ্র
উপস্থ	,,	প্রজাপতি
পায়ু	,,	যম

অন্তঃকরণ :—

মন	ইন্দ্রিয়ের দেবতা	চন্দ্রমা
বুদ্ধি	,,	ব্রহ্মা
চিত্ত	,,	বাসুদেব বা বিষ্ণু
অহংকার	,,	রুদ্র বা শঙ্কর

এই চতুর্দ্দশ দেবতা অধিদৈব।

প্রঃ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দশ বিষয় কি কি ?

উঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় :—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় :—বচন, আদান, গমন, রতিভোগ, মলত্যাগ

চারি অন্তঃকরণের বিষয় :—সংকল্প, নিশ্চয়, চিন্তন এবং অহংপনা

এই চতুর্দ্দশ বিষয় অধিভূত।

প্রঃ। অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব, এই তিন মিলিয়া কি হয় ?

উঃ। অধ্যাত্মাদি তিনপুট (আকার) মিলিয়া ত্রিপুটী হয়।

প্রঃ। চতুর্দ্দশ ত্রিপুটী কোন্ রীতিতে জানা যায় ?

উঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ত্রিপুটী :—

	(ইন্দ্রিয়) (অধ্যাত্ম)	(দেবতা) (অধিদৈব)	(বিষয়) (অধিভূত)
১।	শ্রোত্র	দিক্	শব্দ
২।	ত্বক্	বায়ু	স্পর্শ
৩।	চক্ষু	সূর্য্য	রূপ
৪।	জিহ্বা	বরুণ	রস
৫।	ঘ্রাণ	অশ্বিনীকুমার	গন্ধ

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ত্রিপুটী

১।	বাক্	অগ্নি	বচন
২।	পাণি	ইন্দ্র	আদানপ্রদান
৩।	পাদ	বামন	গমন
৪।	পায়ু	যম	মলত্যাগ
৫।	উপস্থ	প্রজাপতি	রতিভোগ

অন্তঃকরণের ত্রিপুটী—

১।	মন	চন্দ্রমা	সংকল্পবিকল্প
২।	বুদ্ধি	ব্রহ্মা	নিশ্চয়

৩।	চিত্ত	বাসুদেব	চিন্তন (অনুসন্ধান)
৪।	অহংকার	রুদ্র	অহংপনা

প্রঃ। এই সমস্ত ত্রিপুটীর স্বভাব কি?

উঃ। তিন পদার্থের যে ত্রিপুটী তন্মধ্যে একের অভাব হইলে, তিনের ব্যবহার চলিবে না। যেমন, ইন্দ্রিয় ও দেবতা আছে, বিষয় নাই, ইহাতে কোন কার্য্য হইবে না। বিষয় এবং ইন্দ্রিয় আছে, দেবতা নাই, তাহাতেও কার্য্য চলিবে না। এইরূপ সমস্ত ত্রিপুটীর স্বভাব।

প্রঃ। আমার স্বভাব কি, ইহা কিরূপে জানা যায়?

উঃ। ত্রিপুটী পূর্ণ হইলেও আমি জানি, অপূর্ণ হইলেও আমি জানি। ত্রিপুটীর কার্য্য হইলেও আমি জানি, না হইলেও তাহার অভাব আমি জানি। এইরূপে আমার স্বভাব জানা যায়।

প্রঃ। এই বাক্যে কি সিদ্ধ হইল?

উঃ। ত্রিপুটীর দ্বারা সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। ইহা জাগ্রত অবস্থা, এই সিদ্ধ হইল।

প্রঃ। জাগ্রতকালে জীবের স্থান, বাক্য, ভোগ, শক্তি, গুণ, ইহাদের নাম কি? জাগ্রৎ অভিমানী জীবেরই বা নাম কি?

উঃ। জাগ্রতকালে জীবের স্থান নেত্র।

বাক্য বৈখরী;
,, ভোগ স্থূল,
,, শক্তি, ক্রিয়া;
,, গুণ, রজঃ;

জাগ্রৎ-অভিমানকে বিশ্ব বলে।

প্রঃ। জাগ্রৎ অবস্থা বলাতে কি সিদ্ধ হইল ?

উঃ। জাগ্রৎ অবস্থা হউক, তাও আমি জানি, আর স্বপ্ন সুষুপ্তি না হউক তার অভাবকেও আমি জানি। ইহা আমি নহি আমারও নহে। ইহা সূক্ষ্ম দেহের। আমি ইহার জ্ঞাতা, সাক্ষী।

স্বপ্ন অবস্থার সাক্ষী আমি।

প্রঃ। স্বপ্ন অবস্থা কাহার নাম ?

উঃ। জাগ্রৎকালে যে সমস্ত পদার্থ দর্শন, শ্রবণ এবং ভোগ হয় তাহার সংস্কার, সূক্ষ্ম ভাবে কণ্ঠদেশে যে হিতা নামক নাড়ী আছে, তাহাতে থাকে। এজন্য নিদ্রাকালে পঞ্চ বিষয় আদি পদার্থ ও তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেইজন্য যাহা ব্যবহার হয়, সেই বিষয়েই স্বপ্ন হয়।

প্রঃ। স্বপ্নাবস্থায় জীবের স্থান, বাক্য, ভোগ, শক্তি, গুণ, ইহাদের নাম কি ? আর স্বপ্নাভিমানী জীবের নামই বা কি ?

উঃ। স্বপ্নাবস্থায় জীবের স্থান কণ্ঠ।

,, ,, বাক্য মধ্যমা ;

,, ,, ভোগ সূক্ষ্ম (বাসনাময়) ;

,, ,, শক্তি জ্ঞান,

,, ,, গুণ সত্ব ;

স্বপ্নাভিমানী জীবের নাম তৈজস।

প্রঃ। স্বপ্নাবস্থা বলিলে কি সিদ্ধ হয় ?

উঃ। স্বপ্নাবস্থা হউক ইহাও আমি জানি, আর জাগ্রত্ সুষুপ্তি না হউক, ইহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য এই স্বপ্নাবস্থা আমি নহি আমারও নহে। ইহা সূক্ষ্মদেহের। আমি ইহার জ্ঞাতা সাক্ষিস্বরূপ।

আমি সুষুপ্তি অবস্থারও সাক্ষী।

প্রঃ। সুষুপ্তি অবস্থা কি ?

উঃ। পুরুষ নিদ্রা হইতে উঠিয়া সুষুপ্তিকালে অনুভূত সুখ ও অজ্ঞান অনুভব করিয়া বলে "আজ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এবং কিছুই জানি না" এই সুখ ও অজ্ঞানের প্রকাশ (সাক্ষী চেতনরূপ অনুভব দ্বারা) যে অবস্থায় ঘটে, বুদ্ধির সেই বিলয়ের অবস্থার নাম সুষুপ্তি।

প্রঃ। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের স্থান, বাক্য, ভোগ, শক্তি, গুণ কি ? আর সুষুপ্তি অভিমানী জীবের নাম কি ?

সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের থাকিবার স্থান হৃদয়,
,, বাক্য পশ্যন্তি ;
,, ভোগ, আনন্দ ;
,, শক্তি দ্রব্য ;
,, গুণ তমঃ।

আর সুষুপ্তি অভিমানী জীবের নাম প্রাজ্ঞ।

প্রঃ। সুষুপ্তি অবস্থার দৃষ্টান্ত কি ?

উঃ। (১) যেমন কাহারও অলঙ্কার কূপে পতিত হইয়াছে, তাহা তুলিবার জন্য সে কূপে ডুবিয়াছে। সেই পুরুষ অলঙ্কার পাওয়া ও না পাওয়া উভয়ই জানে। পরন্তু, কথা বলিবার সাধন যে বাগিন্দ্রিয়, তাহার দেবতা অগ্নির সহিত জলের বিরোধ বলিয়া, কথা কহিতে পারে না। কিন্তু পুরুষ জল হইতে উঠিলে, কথা কহার সাধন দেবতার সহিত বাক্ ইন্দ্রিয় থাকে বলিয়া, পাওয়া গেল কি না গেল তাহা বলিতে পারে। সেইরূপ সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞানের সাক্ষী চেতনরূপ সামান্য জ্ঞান থাকে। কিন্তু

বিশেষ জ্ঞান-সাধক ইন্দ্রিয় আর অন্তঃকরণের অভাব থাকে, এজন্য সুখ ও অজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান হয় না। যখন পুরুষ জাগ্রত হয়, তখন বিশেষ জ্ঞানের সাধক ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ থাকে। এই হেতু সুষুপ্তিকালে অনুভূত সুখ ও অজ্ঞানের স্মৃতিরূপ বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(২) সুষুপ্তিবিষয়ে যাহা কারণশরীর রূপ অজ্ঞান, তাহাই জাগ্রত। ইহাই স্বপ্নবিষয়ে বুদ্ধিরূপ ধারণ করে, পুনর্ব্বার সুষুপ্তিতে অজ্ঞান রূপ হয়।

(৩) যেমন কোন বালক অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতে করিতে শ্রম বোধ করিলে, মাতার ক্রোড়ে আসিয়া বিশ্রাম করে এবং খেলার সুখ অনুভব করে, পুনর্ব্বার বালকেরা ডাকিলে বাহিরে খেলা করিতে যায়, সেইরূপ কারণশরীর বা অজ্ঞানরূপ মাতা, বুদ্ধি বালক, এই বুদ্ধি, কর্ম্মরূপ বালকদিগের সহিত জাগ্রত স্বপ্নরূপ বহির্ভূমিতে ব্যবহাররূপ খেলা খেলে। বিক্ষেপরূপ শ্রম প্রাপ্ত হইলে, সুষুপ্তি রূপ অজ্ঞান মাতার ক্রোড়ে লীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। পুনশ্চ, যখন কর্ম্মরূপ বালকেরা ডাকে, তখন জাগ্রৎ অবস্থারূপ বহির্ভূমিতে ব্যবহাররূপ খেলা করে।

প্রঃ। সুষুপ্তি বলিলে কি সিদ্ধ হইল ?

উঃ। সুষুপ্তি অবস্থা হয় তাহাও আমি জানি এবং জাগ্রত স্বপ্ন না হইলে উহার অভাবকে আমি জানি। এইজন্য এই সুষুপ্তি-অবস্থা আমি নহি বা আমারও নহে। ইহা কারণদেহের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং সাক্ষী। ঘটের সাক্ষীর ন্যায় ঘট হইতে ভিন্ন। এইরূপে সুষুপ্তি অবস্থারও সাক্ষী আমি।

ষষ্ঠ কলা।

প্রপঞ্চ মিথ্যা বর্ণন।

প্রঃ। আত্মাবিষয়ে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন মিথ্যা অবস্থা কিরূপে ভাসিতেছ ?

উঃ। যেমন শুক্তিকে, অজ্ঞান দ্বারা রজত, অভ্র বা কাগজরূপে ভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা, অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত হইয়া ভাসিতেছে। শুক্তির সহিত ঐ তিন বস্তুর ব্যতিরেক বা ভেদ আছে এবং শুক্তির সহিত ঐ তিন বস্তুর অন্বয়ও আছে।

(১) শুক্তিতে যখন রজত ভাসে, তখন অভ্র ও কাগজ ভাসে না; আবার যখন অভ্র ভাসে, তখন রজত ও কাগজ ভাসে না। পুনশ্চ, যখন কাগজ ভাসে, তখন রজত ও অভ্র ভাসে না। ইহাই ঐ তিন বস্তুর ব্যতিরেক বা ভেদ।

(২) শুক্তিসম্বন্ধে আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিন অবস্থার ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। ইহাও ব্যতিরেক।

(৩) ভ্রান্তিকালেও "ইহা রৌপ্য," "ইহা অভ্র," "ইহা কাগজ" এইরূপে শুক্তির "ইহা" এই অংশ তিন বস্তুতে অনুস্যূত হইয়া ভাসিতেছে। এই তিন তিন বস্তুতে শুক্তির অন্বয়। এক্ষণে শুক্তির তিন অংশ দেখ :—

সামান্যাংশ, বিশেষাংশ এবং কল্পিত বিশেষাংশ।

সামান্য অংশ—যাহা অধিক কাল প্রতীত হয়, তাহার নাম সামান্য অংশ। "ইহা" ভ্রম থাকিতেও আছে, না থাকিতেও আছে—এইজন্য এইটুকু ইহার **সামান্য অংশ** বা আধার।

বিশেষ অংশ—এই শুক্তি নীলপৃষ্ঠ ত্রিকোণযুক্ত। এইটি ইহার স্বরূপ। এই স্বরূপটুকু অল্পকাল প্রতীত হয়, এজন্য ইহা ইহার বিশেষ অংশ। ভ্রান্তিকালে নীলপৃষ্ঠ ইত্যাদি প্রতীতি হয় না। কিন্তু এই স্বরূপের প্রতীতি হইলে, ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়। এজন্য ইহাকে **বিশেষ অংশ** বা অধিষ্ঠান বলা যায়।

কল্পিত বিশেষ অংশ—রজতাদি ভ্রমকল্পিত বিশেষ অংশ, যাহা স্বরূপ বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে প্রতীত হয় না, তাহা কল্পিত বিশেষ অংশ। রৌপ্যাদি, শুক্তির অজ্ঞানকালে প্রতীত হয়, কিন্তু জ্ঞান-কালে প্রতীত হয় না; এইজন্য ইহাকে কল্পিত বিশেষ অংশ বা ভ্রান্তি বা ব্যভিচার বলে। এক্ষণে আত্মার তিন অংশ দেখ—

১। যাহা অধিক কাল অর্থাৎ তিন অবস্থাতে প্রতীত হয়—যেমন ইহা রজত, ইহা অভ্র, ইহা কাগজ এই তিন অবস্থাতে একটা কিছু আছে, এজন্য ইহাকে **সামান্য অংশ** বা আধার বলে, সেইরূপ একটি কিছু জগৎরূপে সাজিয়াছে—এই একটি কিছু সর্ব্বকালেই প্রতীত হয় বলিয়া, ইহাকে আত্মার সাধারণ অংশ বলে। আবার আত্মার স্বরূপ অল্পকাল প্রতীত হয়। কারণ, ভ্রমকালে ইহা প্রতীত হয় না এবং স্বরূপ প্রতীত হইলে ভ্রান্তিও থাকে না। এজন্য স্বরূপকে বিশেষ অংশ বা অধিষ্ঠান বলে। আত্মাতে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন ভ্রান্তি অজ্ঞান হইতে জন্মে। যে ভ্রান্তি, স্বরূপ বোধ হইলে প্রতীত হয় না, তাহাই কল্পিত বিশেষ অংশ। রজতাদি ভ্রম, অজ্ঞানকালে প্রতীত হয়, জ্ঞানকালে হয় না। এজন্য ইহাকে কল্পিত বিশেষ অংশ বা ভ্রান্তি বলে।

আধার, অধিষ্ঠান এবং ভ্রান্তি এই তিন আত্মার অংশ বল। অধিষ্ঠান আত্মাতে (আত্মার স্বরূপে) জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন ভ্রান্তি অজ্ঞান দ্বারা আরোপিত হয়। জাগ্রৎ অবস্থাতে স্বপ্ন ও

সুষুপ্তি নাই সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন নাই। এই তিন পরস্পর ব্যতিরেক।

স্বরূপ বা অধিষ্ঠান অংশে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অত্যন্ত অভাব (নিত্য নিবৃত্তি) আছে।

(পরিপূর্ণ ব্যাপক, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, নিত্য আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন। অজ্ঞান দ্বারা ইহাকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। তাহাও জাগ্রত অবস্থায় একরূপ, স্বপ্নাবস্থায় একরূপ এবং সুষুপ্তি অবস্থায় একরূপ।) আত্মা এই তিন অবস্থাতে অনুস্যূত হইয়া প্রকাশ হইতেছেন।

আত্মা, অবিদ্যা উপাধি আরোপিত হইয়া, তিন অংশ মত প্রকাশ হয়। এই তিন অংশের নাম সামান্য অংশ, বিশেষ অংশ এবং কল্পিত বিশেষ অংশ।

১। '**সৎ**' ইহাই আত্মার **সামান্য** (সাধারণ) অংশ। জাগ্রত বল, স্বপ্ন বল, বা সুষুপ্তি বল, যে অবস্থাতেই হউক, আত্মার **সদ্ভাব** ভ্রান্তিকালেও প্রতীত হয় এবং ভ্রান্তির নিবৃত্তিতেও প্রতীতি হয়। "আমি" সৎ, চিৎ, আনন্দ, পরিপূর্ণ, অসঙ্গ বা নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম এইরূপে আত্মার সদ্ভাবের প্রতীতি সর্ব্বদা হয়, এইজন্য এই **সদ্রূপকে সামান্য অংশ বা আধার কহে**। "আছে" এই অংশ কোন বস্তু হইতে কখন অভাব হয় না। "ভ্রান্তিতেও" বলিতে হয় "আছে", এজন্য এই সদ্ভাব বা "আছে" আত্মার সামান্য অংশ।

২। "চেতন" "আনন্দ" "অসঙ্গ" "অদ্বিতীয়" ভাব যাহা প্রথম হইতেই আত্মার বিশেষণ তাহাই ইহার **বিশেষ অংশ**। কারণ, ভ্রান্তিকালে ইহার প্রতীতি হয় না। কিন্তু ইহার প্রতীতি হইলে, ভ্রান্তিও থাকে না; এইজন্য ইহা আত্মার বিশেষ অংশ।

৩। "তিন অবস্থারূপ প্রপঞ্চ" আত্মার **কল্পিত বিশেষ অংশ** বা ভ্রান্তি। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মার অজ্ঞানকালে ইহারা প্রতীতি হয় আর "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ আত্মার জ্ঞানকালে, আত্মা হইতে ভিন্ন প্রপঞ্চ প্রতীত হয় না। এইজন্য এই তিন অবস্থারূপ প্রপঞ্চ আত্মার কল্পিত বিশেষ অংশ বা ভ্রান্তি।

এইরূপে এই তিন অবস্থা আত্মা বিষয়ে মিথ্যা প্রতীত হয়।

প্রঃ। আত্মা বিষয়ে মিথ্যা প্রপঞ্চের প্রতীতি সম্বন্ধে অন্য দৃষ্টান্ত কি ?

উঃ। (১) যেমন স্থানু দেখিয়া পুরুষের প্রতীতি হয়।
(২) ,, সাক্ষী বিষয়ে স্বপ্ন প্রতীতি হয়।
(৩) ,, মরুভূমিতে জল প্রতীতি হয়।
(৪) ,, আকাশে নীলিমা প্রতীতি হয়।
(৫) ,, জলে অধোমুখ পুরুষ বা বৃক্ষ প্রতীতি হয়।
(৬) ,, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হয়।
(৭) ,, দর্পণে নগর প্রতীতি হয়।

যেমন এই সমস্ত মিথ্যা, আত্মা সম্বন্ধে আপন অজ্ঞান দ্বারা যে প্রপঞ্চ প্রতীতি হয়, ইহাও সেইরূপ মিথ্যা। এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করা যায়। ইহাই প্রপঞ্চের বাধ (মিথ্যা নিশ্চয়ের নাম-বাধ)।

প্রঃ। ভ্রান্তিরূপ সংসার কত প্রকার ?

উঃ। (১) **ভেদ ভ্রান্তি** (জীব ঈশ্বর ভেদ, জীবদিগের পরস্পর ভেদ, জড়ের পরস্পর ভেদ, জীব ও জড়ে ভেদ এবং জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, এই পাঁচ প্রকার)।

"ঈশানীশাদিভেদেন ব্যাকুলং সকলং জগৎ"

আত্মপুরাণ"

জীবেশ্বর ভেদঃ জীবভাগবদ্ভেদঃ

জীবানাং পরস্পর ভেদঃ জগতঃ পরস্পর ভেদঃ।

শঙ্কর।

২। **কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভ্রান্তি**—(অন্তঃকরণের ধর্ম্ম কর্ত্তাপনা ভোক্তাপনা ইহা আত্মায় প্রতীতি)।

(৩)। **সঙ্গ ভ্রান্তি**—(আত্মার দেহাদিতে অহং ভ্রান্তি আর গৃহাদি বিষয়ে মমতা সম্বন্ধ। অথবা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত—বস্তুর সহিত সম্বন্ধ প্রতীতি)।

(৪)। **বিকার ভ্রান্তি**—(দুগ্ধের বিকার দধির ন্যায় ব্রহ্মের বিকার জীবও জগৎ)।

(৫)। **ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ সত্য ভ্রান্তি।**

এই পাঁচপ্রকার ভ্রান্তিরূপ সংসার।

প্রঃ। এই পাঁচ প্রকার ভ্রমের নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত দেখাও।

উঃ। (১) বিম্ব প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে ভেদভ্রমের নিবৃত্তি হয়।

(২) স্ফটিকে লাল বস্ত্রের লাল রঙ্গের প্রতীতির ন্যায়, কর্ত্তায় ভোক্তাপনা ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়।

(৩) ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে সঙ্গভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়।

(৪) রজ্জুতে কল্পিত সর্পের দৃষ্টান্তে বিকারভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়।

(৫) কনকবিষয়ে কুণ্ডলের প্রতীতি দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন জড়ের সত্যত্ব ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ। বিম্ব প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্তে ভেদভ্রান্তির নিবৃত্তি কি প্রকারে হয় ?

উঃ। যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব ভাসিতে থাকে, কিন্তু দর্পণে সেই প্রতিবিম্ব থাকে না। দর্পণ দর্শনার্থ বহির্গত যে নেত্রের বৃত্তি, তাহা দর্পণকে স্পর্শ করিয়া পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুখকে দর্শন করে। এখানে বিম্বই মুখ; মুখের সহিত প্রতিবিম্ব (প্রতিমূর্ত্তি) অভিন্ন; তজ্জন্য প্রতি-বিম্ব মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য। আর প্রতিবিম্বের ধর্ম্ম এই যে, ইহা **বিম্ব হইতে ভিন্ন দেখায়** এবং **দর্পণস্থিত বোধ হয়** এবং **বিম্ব হইতে বিপরীত বোধ হয়**। এই তিন এবং এই তিনের প্রতীতিরূপ যে জ্ঞান, ইহা সমস্তই ভ্রান্তি। এইজন্য এই ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সর্ব্বদা অভেদ নিশ্চয় হয়।

এইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিম্ব আছেন। অজ্ঞানরূপ দর্পণে তাঁহার জীব-রূপ প্রতিবিম্ব ভাসিতেছে; তাহাতে স্বপ্নের ন্যায় এক জীব মুখ্য (পরা প্রকৃতি) এবং স্থাবর জঙ্গম রূপ নানা প্রকারের জীব (অপরা প্রকৃতি) ভাসিতেছে, তাহাকেই জীবাভাস বলে। সেই জীবরূপ প্রতিবিম্ব ঈশ্বররূপ বিম্বের সহিত সর্ব্বদা অভিন্ন। পরন্তু, মায়া হেতু জীবের ধর্ম্ম, বিম্বরূপ ঈশ্বরের সহিত ভেদ রহিয়াছে। এজন্য জীবত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, অল্প শক্তিত্ব, পরিচ্ছিন্নতা, বহুত্ব ইত্যাদি এবং তিনের প্রতীতিরূপ জ্ঞান সমস্তই ভ্রান্তি। এই হেতু এই তিনের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়কে ভ্রান্তি জ্ঞান করিয়া জীবরূপ প্রতিবিম্ব এবং ঈশ্বররূপ বিম্বের সর্ব্বদা অভেদ নিশ্চয় হয়। এইরূপে বিম্ব প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা ভেদভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ। "স্ফটিকে লোহিত বস্ত্রের লোহিত বর্ণের

প্রতীতি” দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব (কর্ত্তাপনা ভোক্তাপনা) ভ্রান্তির কিরূপে নিবৃত্তি হয় ?

উঃ। যেমন লাল বস্ত্রের উপর স্ফটিকমণি রাখিলে উহাতে লাল রং ভাসিতে থাকে, কিন্তু উহা বস্ত্রেরই ধর্ম্ম, পরন্তু বস্ত্র এবং স্ফটিক বিযুক্ত করিলে স্ফটিকে উহা ভাঁসে না, এজন্য উহা স্ফটিকের ধর্ম্ম নহে, কেবল স্ফটিক বিষয়ে ভ্রান্তিতে ভাসে মাত্র ; সেইরূপ অন্তঃকরণের বা চিত্তের ধর্ম্ম যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, তাহা আত্মাতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধবশতঃ ভাসিতে থাকে। পরন্তু উহা চিত্তের ধর্ম্ম। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ ও আত্মার বিয়োগ ঘটে, এজন্য অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মাতে ভাসে না। এজন্য ইহা আত্মার ধর্ম্ম নহে ; কিন্তু আত্মা বিষয়ে ভ্রান্তিহেতু ভাসমান হয়। এইরূপে স্ফটিকে লাল রং প্রতীতি দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ত্তা ভোক্তা ভাব ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্মা কাহাকেও কিছু বলেন না, তিনি দ্রষ্টা মাত্র। তবে মন যখন কুকর্ম্ম চিন্তা করে অথবা শিরঃপীড়া ইত্যাদি কতকগুলি রোগে বড়ই দুঃখী হইয়া যাতনা ভোগ করিতেছে দেখায়, তখন ইহাকে কে উপদেশ দেয় ?—কে বলে “চিত্ত ! ভগবান্ ভিন্ন তোমার অন্য বিষয়ে সুখ নাই ; উহাতে তোমার অতিশয় ক্লেশ” তবে দেহের ভান করিয়া দেহের যাতনাকে আপনার যাতনা স্বীকার করিয়া তুমি পাষণ্ডের মত ব্যবহার কর কেন ? তোমারই সৃষ্ট এই দেহ ; তুমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিতে পতঙ্গ পড়িলে

যেরূপ ছট্‌ফট্‌ করে, সেইরূপ ছট্‌ফট্‌ কর কেন? তোমারও ত যাওয়া আসার পথ খোলা আছে, বিশেষ তুমি যে আনন্দ ভোগ করিয়াছ, তাহা ছাড়িয়া এই ময়লার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া. মিথ্যা এই দুঃখাদি দেখাও কেন? তোমার শাস্ত্রজ্ঞান গুরুভক্তি কোথায় যায়?—সব ভুলিয়া তুমি এরূপ অস্থির হও কেন? রে চণ্ডাল, ময়লার দেহ ছাড়িয়া একবার উপরে চল, ব্রহ্মে রমণ কর. জ্ঞানী হইয়া এত শোক, দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুসংসার—সংকল্প করিয়া তুমি এরূপ হও কেন? তুমি ত জান "যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ; যস্মিন্‌ ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব" এই সব ভুলিয়া তুমি দুঃখ কর কেন? চিত্তকে বা মনকে এই সমস্ত উপদেশ কে দেয়? কাহার উপদেশে এই ভ্রম নিবারণ করিয়া, ইহা আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে পারে?

উঃ। দেবতা সর্ব্বদাই অসুরকে উপদেশ দিয়া থাকেন। "উচ্যতে শাস্ত্রজনিত-জ্ঞানকর্ম্ম-ভাবিতা দ্যোতনাদ্দেবা ভবতি। ত এব স্বাভাবিক-প্রত্যক্ষানুমানজনিতদৃষ্টপ্রয়োজনকর্ম্মজ্ঞানভাবিতা অসুরাঃ" বৃহদারণ্যক প্রথমোধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ প্রথম মন্ত্র শাঙ্কর-ভাষ্য। চিত্তবৃত্তির মধ্যে দেববৃত্তিগুলিকে শাস্ত্রোদ্ভাসিত পরমাত্মবিষয়ক বৃত্তি বলে; এবং অসুর-বৃত্তিগুলিকে বিষয়াসক্ত বাসনারূপ চিত্তবৃত্তি বলে। শাস্ত্রোদ্ভাসিত পরমার্থবিষয়ক চিত্তবৃত্তি বিষয়ভোগবাসনারূপ বৃত্তিকে উপদেশ প্রদান

করে; এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয় "চিত্ত! সুধাসমুদ্র ত্যাগ করিয়া, অনন্ত মহান্ বস্তু ছাড়িয়া, পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের একদেশে কল্পিত বিন্দুস্থানে কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগে, অতি সূক্ষ্ম এই কল্পিত একদেশ হইতে ত্রসরেণুর ন্যায় প্রতিনিয়ত ভাসমান এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী কোন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে তোমার কল্পিতদেহ—যাহার অস্তিত্ব ব্রহ্মচিন্তায় হারাইয়া যায় এবং যে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড শুধু অজ্ঞানেই ভাসে (যে জন্য জগৎ প্রপঞ্চকে মায়া বলে অর্থাৎ যাহা নাই তাহাই আছে এইরূপ ভান মাত্র) এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তোমার দেহ, তাহার শিরঃপীড়া, তাহাতেই তুমি ছট্‌ফট্ করিতেছ, এই সমস্ত ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া চল আমাদের উৎপত্তিস্থানে চল—নিত্য আনন্দ ভোগ করিবে চল—এই অনিত্য বিষয়ে পড়িয়া ছট্‌ফট্ কর কেন? এই সমস্ত উপদেশ দেবতা, অসুরকে প্রদান করেন। চিত্ত, শাস্ত্রার্থ-আলোচনাজনিত জ্ঞান এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্যমান হইলে তাহাকে দেব বলে। চিত্ত, ইহলৌকিক প্রয়োজনসাধক জ্ঞান ও সংসার কর্ত্তব্য জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই অসুর। লৌকিক প্রয়োজন জন্য লৌকিক জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান অধিক পরিমাণে হয়, এজন্য লৌকিক প্রয়োজনসাধন ইন্দ্রিয় বা অসুর জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ অসুরকে, কনিষ্ঠ দেবতা উপদেশ দেয়।

প্রঃ। ঘটাকাশ দৃষ্টান্তে সঙ্গ-ভ্রান্তির নিবৃত্তি কিরূপে হয়?

উঃ। ঘট উপাধিবিশিষ্ট আকাশকে ঘটাকাশ বলে, ঐ আকাশ ঘটের সঙ্গে ভাসিতেছে। ঘটের ধর্ম্ম, উৎপত্তি নাশ ইত্যাদি আকাশকে স্পর্শ করে না। এই হেতু আকাশ অসঙ্গ, আর আকাশের সম্বন্ধ

যে ঘটের সহিত ভাসিতেছে ইহা ভ্রান্তি। সেইরূপ দেহাদি সংঘাত-বিশিষ্ট উপাধিযুক্ত আত্মাকে জীব বলে। সেই আত্মা সংঘাতের সঙ্গে ভাসিতেছে। পুনশ্চ, সংঘাতের ধর্ম্ম জন্মমরণাদি। ইহা আত্মাকে স্পর্শ করে না; কারণ, সংঘাত দৃশ্য বটে, কিন্তু আত্মা দ্রষ্টা; সেইজন্য আত্মা এবং সংঘাত পরস্পর ভিন্ন এবং অসঙ্গ। এইজন্য আত্মা সংঘাতরূপ নহে। তজ্জন্য আত্মার সংঘাত—সহিত অহংতা রূপ সম্বন্ধও নাই; এবং এই হেতু আত্মারও সংঘাত নাই। কিন্তু সংঘাত পঞ্চমহাভূতের। এজন্য আত্মার সংঘাত সহিত মমতারূপ সম্বন্ধও নাই। যেহেতু আত্মা সংঘাত হইতে বিভিন্ন, সেই হেতু আত্মার সংঘাতের সম্বন্ধ অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র গৃহ ইত্যাদির প্রতি যে মমতারূপ সম্বন্ধ, তাহাও নাই; এইরূপে আত্মা অসঙ্গ। ইহার সংঘাত সহিত অহংতা মমতারূপ সম্বন্ধও ভ্রান্তি-মাত্র। এইরূপে ঘটাকাশ দৃষ্টান্ত দ্বারা সঙ্গ ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ। রজ্জুতে কল্পিত সর্প দৃষ্টান্ত বিষয়ে বিকার ভ্রান্তির নিবৃত্তি কিরূপে হয়?

উঃ। মন্দ অন্ধকারে রজ্জু আছে, তাহাকে দেখিবার জন্য নেত্ররূপ দ্বার দিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহির হইতেছে। সেই বৃত্তি অন্ধকারের দোষে রজ্জুর প্রকৃত আকারে পৌঁছিতেছে না। ইহাতে সেই বৃত্তি দ্বারা রজ্জুর উপর অন্ধকারের যে আবরণ পড়িয়াছে, তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না। তখন রজ্জু উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য আশ্রিত যে মূলা অবিদ্যা (ঘটাদি উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্যের আবরণকারী যে অবিদ্যা) তাহা ক্ষুভিত হইয়া (কার্য্য করিবার উন্মুখ হওয়ার নাম ক্ষোভ) সেইরূপ বিকার ধারণ করিতেছে। সেই সর্প, দুগ্ধের পরিণাম দধির ন্যায় অবিদ্যার পরিণাম,

অথবা রজ্জু উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্যের বিবর্ত্ত মাত্র, পরিণাম (বিকার) নহে। এইরূপে ব্রহ্মচৈতন্য আশ্রিত যে মূলা অবিদ্যা (শুদ্ধ ব্রহ্মের আচ্ছাদনকারী অবিদ্যা) তাহাই প্রারব্ধবশে ক্ষুভিত হইয়া জড় চৈতন্য (চিদাভাস) প্রপঞ্চরূপ বিকার ধারণ করিতেছে। সেই প্রপঞ্চ, অবিদ্যার পরিণাম মাত্র (পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ প্রাপ্তির নাম পরিণাম অথবা উপাদানের সমান সত্তাবিশিষ্ট যে অন্যথারূপ, যেমন দুগ্ধের পরিণাম বা বিকার দধি) এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্ম চৈতন্যের বিবর্ত্ত, পরিণাম নহে। এই-রূপে **বিকার ভ্রান্তির** নিবৃত্তি হয়। ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ নহে; রজ্জুর বিবর্ত্ত যেরূপ সর্প, সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই জগৎপ্রপঞ্চ।

প্রঃ। কনকবিষয়ে কুণ্ডল প্রতীতি—এই দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগতের সত্যতা ভ্রান্তি কিরূপে হয়?

উঃ। যেমন কনক ও কুণ্ডলের কার্য্যকারণ ভাব রূপ ভেদ হয় ইহা কল্পিত এবং কনক হইতে কুণ্ডলের ভিন্ন স্বরূপ দেখা যায় না, যেহেতু ইহাদের বাস্তবিক অভেদ রহিয়াছে, এজন্য কনক হইতে ভিন্ন কুণ্ডলের সত্ত্বা নাই। সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের যে কার্য্যকারণবিশিষ্ট ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা কল্পিত এবং বিচার দ্বারা দেখিলে অস্তি ভাতি প্রিয় হইতে ভিন্ন, নাম রূপ বিশিষ্ট জগৎ সত্য সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু মিথ্যা সিদ্ধ হইবে। আর যে বস্তু যাহাতে কল্পিত, সে বস্তু সে বিষয় হইতে ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইবে না। এজন্য ব্রহ্ম হইতে জগতের বাস্তবিক অভেদ আছে, এজন্য ব্রহ্ম হইতে জগতের ভিন্ন সত্ত্বা নাই। এইরূপে কনক কুণ্ডল প্রতীতি দৃষ্টান্তে **ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগৎ সত্য-তার ভ্রান্তি** নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ। ভ্রান্তি কি?

উঃ। ভ্রান্তির নাম অধ্যাস।

প্রঃ। অধ্যাস কি ?

উঃ। ভ্রান্তি জ্ঞানের বিষয় যে মিথ্যা বস্তু আর ভ্রান্তিজ্ঞান তাহার নাম অধ্যাস (অধ্যাস—আরোপ) [বস্তুনি অবস্তুত্বারোপঃ। সচ্চিদানন্দ-অনন্ত-অদ্বয়-ব্রহ্মণি অজ্ঞানাদি-সকল-জড়সমূহস্য আরোপণম্। অসর্পভূত-রজ্জৌ সর্পারোপবৎ ইতি বেদান্তসারঃ]।

প্রঃ। এই অধ্যাস কত প্রকার ?

উঃ। জ্ঞানাধ্যাস ও অর্থাধ্যাস ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাস ছয় প্রকার ;—

(১) কেবল সম্বন্ধাধ্যাস।

(২) সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীয় অধ্যাস।

(৩) কেবল ধর্ম্মাধ্যাস।

(৪) ধর্ম্ম সহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস।

(৫) অন্যোন্যাধ্যাস।

(৬) অন্তরাধ্যাস।

অথবা অর্থাধ্যাস, স্বরূপাধ্যাস এবং সংসর্গাধ্যাস ভেদে দুই প্রকার। ইহার মধ্যে ষড়ভেদ আছে ও উপরের লিখিত ভেদ ভ্রান্তি আদি পাঁচ প্রকার ভ্রমও আছে এবং আত্মা ও অনাত্মার বিশেষণের অন্যোন্যাধ্যাসও আছে।

(১) অনাত্মাতে (দেহে) আত্মার অধ্যাস হয়। এখানে আত্মা ও অনাত্মার সহিত **তাদাত্ম্য সম্বন্ধ** অধ্যস্ত হয়। আত্মার স্বরূপ নহে বলিয়া অনাত্মা বিষয়ে আত্মার **কেবল সম্বন্ধাধ্যাস** আছে মাত্র।

(২) আত্মা বিষয়ে অনাত্মার **সম্বন্ধ** এবং **স্বরূপ** দুইই

অধ্যস্ত হয়। ইহাতেই আত্মা বিষয়ে অনাত্মার **সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস** আছে।

(৩) স্থূলদেহে গৌরবর্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের দর্শন ইত্যাদি ধর্ম্মও আত্মাতে অধ্যস্ত হয়; ইহাকেই **কেবল ধর্ম্মাধ্যাস** বলে অর্থাৎ স্বরূপ অধ্যাস হয় না। এজন্য আত্মা বিষয়ে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের **কেবল ধর্ম্মাধ্যাস** হয়।

(৪) অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম এবং স্বরূপ দুইই আত্মাতে অধ্যস্ত। এইহেতু আত্মাতে অন্তঃকরণের **ধর্ম্ম সহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস** হয়।

(৫) লৌহ এবং অগ্নির ন্যায় আত্মাবিষয়ে অনাত্মারও অনাত্মবিষয়ে আত্মার যে অধ্যাস, তাহাই **অন্যোন্যাধ্যাস**।

(৬) অনাত্মাতে আত্মায় স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না। কিন্তু আত্মাতে অনাত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয়, ইহাই **অন্যতরাধ্যাস**; দুইয়ে একের অধ্যাসকে **অন্যতরাধ্যাস** কহে।

(৭) জ্ঞানের বাধক বস্তু অধিষ্ঠানবিষয়ে স্বরূপে অধ্যস্ত হয়। দেহাদি অনাত্মার অধিষ্ঠানে জ্ঞান দ্বারা বাধ হয়। এজন্য তাহাকে আত্মা বিষয়ে **স্বরূপাধ্যাস** কহে।

(৮) বাধের অযোগ্য বস্তুর স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়, এজন্য অনাত্মা বিষয়ে আত্মার **সংসর্গাধ্যাস** হয়। ইহাকে **সম্বন্ধাধ্যাসও** কহে।

(৯) স্বরূপাধ্যাসের অন্তর্গত তিন অধ্যাস—কেবল ধর্ম্মাধ্যাস, ধর্ম্ম সহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস এবং অন্যতরাধ্যাস।

সংসর্গাধ্যাস ও কেবল সম্বন্ধাধ্যাস। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাসকেও সংসর্গাধ্যাস সহিত স্বরূপাধ্যাস কহে।

অন্যোন্যাধ্যাস হইতে সংসর্গাধ্যাস এবং স্বরূপাধ্যাস দুই হয়। কারণ, আত্মার স্বরূপ সত্য বলিয়া ইহাতে অধ্যস্ত হয় না। এজন্য তাহার সংসর্গাধ্যাস হয়; এবং আত্মার স্বরূপও আত্মা বিষয়ে অধ্যস্ত হয়; এজন্য তাহার স্বরূপাধ্যাস হয়; এজন্য অন্যোন্যাধ্যাস দুইয়ের অন্তর্গত।

(১০) ভেদ ভ্রান্তি আদি পাঁচ প্রকার ভ্রমের মধ্য হইতে সঙ্গ ভ্রান্তি বাদ দিলে যে চারি প্রকার ভ্রান্তি থাকে, তাহারা স্বরূপাধ্যাসের অন্তর্গত; আর পাঁচ প্রকার ভ্রান্তি সংসর্গাধ্যাসের অন্তর্গত।

(১১) এই সমস্ত অধ্যাসের স্বরূপ সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে; অনাত্মার ধর্ম্ম, দুঃখ এবং দ্বৈতত্ব। আত্মার ধর্ম্ম আনন্দ এবং অদ্বৈতত্ব স্বরূপে অধ্যস্ত হইয়া তাহাকেই আবরণ করে। আত্মার ধর্ম্ম সৎ এবং চিৎ, অনাত্মার ধর্ম্ম অসত্ত্ব এবং জড়তা বিষয়ে সম্বন্ধ দ্বারা অধ্যস্ত হইয়া তাহাকে আবরণ করে। কার্য্য সহিত অজ্ঞান দ্বারা যে আবরণ, তাহাই অধিষ্ঠান। এইরূপে আত্মার ও অনাত্মার এই অন্যোন্যাধ্যাসও সংসর্গাধ্যাস এবং স্বরূপাধ্যাসের অন্তর্গত।

প্রঃ। অহঙ্কারাদি অনাত্মাকে এবং আত্মাকে জানিবার জন্য বিশেষ উপযোগী কোন্ অধ্যাস ?

উঃ। অন্যোন্যাধ্যাস।

প্রঃ। অন্যোন্যাধ্যাস কি ?

উঃ। পরস্পর বিষয়ে পরস্পরের অধ্যাসের নাম অন্যোন্যাধ্যাস।

প্রঃ। আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস কিরূপে হয় ?

উঃ। আত্মার চারি বিশেষণ—সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং অদ্বৈতত্ব।

অনাত্মার চারি বিশেষণ—অসৎ, জড়, দুঃখ এবং দ্বৈতত্ব। ইহার মধ্যে অনাত্মার দুঃখ ও দ্বৈতত্ব এই দুই বিশেষণ, আত্মার আনন্দ ও অদ্বৈতকে আচ্ছাদন করে। এজন্য আত্মা বিষয়ে "আমি আনন্দ স্বরূপ এবং অদ্বৈত স্বরূপ" এইরূপ প্রতীতি হয় না। পরন্তু "আমি দুঃখী এবং ঈশ্বরাদি হইতে ভিন্ন" এইরূপ প্রতীতি হয়। পুনশ্চ, আত্মার সৎ ও চিৎ এই দুই বিশেষণ দ্বারা অনাত্মার অসৎ ও জড় এই দুই আবৃত। এজন্য অনাত্মা যে অহংকারী, তজ্জন্য ইহার "অসৎ ও জড় রূপ" প্রতীত হয় না। কিন্তু "বিদ্যমানতা এবং প্রকাশ (চেতন) এইরূপ প্রতীত হয়।

এই প্রকারে আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরের অধ্যাস হইয়া থাকে।

ইতি বিচারচন্দ্রে প্রপঞ্চ মিথ্যা বর্ণন সমাপ্ত।

সপ্তম কলা।

আত্মার বিশেষণ।

প্রঃ। আত্মার বিশেষণ কত প্রকার?

উঃ। বিধেয় * (সাক্ষাৎ বোধক) এবং নিষেধ † (প্রপঞ্চ নিষেধ দ্বারা উৎপন্ন) ভেদে আত্মার বিশেষণ দুই প্রকার।

প্রঃ। আত্মার বিধেয় বিশেষণ কি?

উঃ। সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ, কূটস্থ, সাক্ষী, দ্রষ্টা, উপদ্রষ্টা, এক, ইত্যাদি।

প্রঃ। "সৎ" আত্মা কিরূপ?

উঃ। যাহা কখনও নিবৃত্তি হয় না, তাহাই 'সৎ'। জ্ঞান দ্বারাই বল বা অন্য কিছু দ্বারা বল, আত্মা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। এজন্য আত্মা 'সৎ'।

---

* বিধেয় যেমন "সধবা শব্দ" বিধবা স্ত্রীর নিষেধ করিয়া সুবাসিনী স্ত্রীর সাক্ষাৎ বোধক হয়, সেইরূপ 'সৎ' আদি বিশেষণ 'অসৎ' আদি প্রপঞ্চের বিশেষণকে নিষেধ করিয়া সৎ আদি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বোধক ইহাই বিধেয় শব্দের অর্থ।

† নিষেধ যেমন 'অবিধবা শব্দ' বিধবা স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া অর্থাৎ তদ্বিপরীত সুবাসিনী স্ত্রীবোধক হয়, সেইরূপ অনন্ত আদি যে নিষেধ্য বিশেষণ আছে, তাহা "অন্ত" আদি প্রপঞ্চ ধর্ম্মকে নিষেধ করিয়া, তদ্বিপরীত ব্রহ্মকে বোধ করাইয়া দেয়, এজন্য ইহাদিগকে নিষেধ্য কহা যায়।

প্রঃ। "চিৎ" আত্মা কিরূপ ?

উঃ। যাহার প্রকাশ লুপ্ত হয় না, তাহাই 'চিৎ'। আত্মা অলুপ্ত প্রকাশ রূপ, এজন্য আত্মা চিৎ।

প্রঃ "আনন্দ" আত্মা কিরূপ ?

উঃ। পরম প্রীতির যে বিষয় সেই আনন্দ। আত্মা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ হয়, এজন্য আত্মাই আনন্দ।

প্রঃ। "ব্রহ্ম"রূপ আত্মা কিরূপ ?

উঃ। শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবে দেখা যায়, সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মা: এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মও সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ। এজন্য আত্মাই ব্রহ্মরূপ। কিম্বা ব্রহ্মব্যাপক। যাহা দেশ (স্থান) দ্বারা অন্ত হয় না, তাহাই ব্যাপক। আত্মা যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইতেন, তবে দেশ-পরিচ্ছিন্ন হইতেন। আর যাহা দেশ-পরিচ্ছিন্ন, তাহা কাল-পরিচ্ছিন্নও বটে। এবং যাহার দেশ কাল দ্বারা অন্ত হয়, তাহা অনিত্য। যদি আত্মা দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন হইতেন, তাহা হইলে অনিত্যও হইতেন। এই হেতু আত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন। যদি ব্রহ্ম আত্মা হইতে ভিন্ন হইতেন, তবে ব্রহ্ম অনাত্মা হইতেন। ঘটাদি অনাত্মা, এজন্য জড়। এই জন্য আত্মা হইতে ভিন্ন হইলে ব্রহ্ম জড় হইয়া যান। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, যেহেতু আত্মা হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম নহেন, এজন্য আত্মাই ব্রহ্মরূপ।

প্রঃ। "স্বয়ং প্রকাশ" আত্মা কিরূপ ?

উঃ। যিনি দীপকের ন্যায় আপন প্রকাশবিষয়ে কাহারও অপেক্ষা করেন না, অপিচ সর্ব্ব বস্তুকে প্রকাশ করেন, তাঁহাকেই স্বয়ং প্রকাশ বলা যায়। আত্মাও এইরূপ, এজন্য আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ কহে।

অথবা যিনি সর্ব্বদা অপরোক্ষরূপ, আর কোন জ্ঞানের বিষয় নহেন, তিনিই স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মা সদাই অপরোক্ষরূপ আর প্রকাশরূপ বলিয়া কোন জ্ঞানের বিষয় নহেন, এজন্য স্বয়ংপ্রকাশ।

প্রঃ। আত্মা "কূটস্থ" কিরূপে ?

উঃ। কামারের অহিরণের নাম কূট। তাহার ন্যায় নির্ব্বিকার অচলরূপে যে স্থিত, তাহাই কূটস্থ। কামার কত কি কূটে ফেলিয়া গড়িতেছে, কিন্তু কূট বা অহিরণ নির্ব্বিকার রহিয়াছে। সেইরূপ মনরূপ লোহার ব্যবহার রূপ কত কি গড়িতেছে, তথাপি আত্মা একই রহিয়াছেন, এজন্য আত্মা কূটস্থ। কূটস্থ বলায় অচল নির্ব্বিকার বলা হইল।

প্রঃ। আত্মা "সাক্ষী" কিরূপে ?

উঃ। যিনি লোক-ব্যবহার-বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-রহিত, যিনি সমীপবর্ত্তী আর চেতন, তাহাকে সাক্ষী বলে। যেহেতু আত্মা দেহাদিসম্বন্ধে উদাসীন, এবং চেতন (অখণ্ডপ্রকাশ), সেইজন্য আত্মা সাক্ষী। অন্য পক্ষে অন্তঃকরণ রূপ উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য তাহাকে সাক্ষী বলে। অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি বিষয়ে বর্ত্তমান চৈতন্য মাত্রকে সাক্ষী বলে। আত্মা এইরূপ বলিয়া সাক্ষী।

প্রঃ। আত্মা "দ্রষ্টা" কিরূপে ?

উঃ। যে দেখে, সে দ্রষ্টা। আত্মা যখন সর্ব্ব দৃশ্যের জ্ঞাতা, তখন তিনি দ্রষ্টা।

প্রঃ। আত্মা "উপদ্রষ্টা" কিরূপে ?

উঃ। যেমন যজ্ঞকালে যজ্ঞকারী ১৫ জন ঋত্বিক্ থাকে, ১৬শ জন যজমান আর ১৭শ জন যজমানের স্ত্রী আর অষ্টাদশ ব্যক্তি উপদ্রষ্টা (ইনি নিকটে বসিয়া দেখেন মাত্র) কোনই কার্য্য করেন না; সেইরূপ স্থূল

দেহরূপ যজ্ঞকালে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ এই ১৫ জন ঋত্বিক্ ; ষোড়শ মনরূপ যজমান, আর সপ্তদশটি বুদ্ধিরূপ মনের স্ত্রী। ইহারা সকলে আপন আপন বিষয় গ্রহণরূপ ভোগময় যজ্ঞের কার্য্য করিতেছে ; আর যিনি অষ্টাদশ, তিনি ইহাদের সমীপবর্ত্তী জ্ঞাতা। এই উপদ্রষ্টাই আত্মা।

প্রঃ। আত্মা "এক" কিরূপে ?

উঃ। আত্মার স্বজাতীয় অন্য আত্মা নাই, এজন্য আত্মা এক। পূর্ব্বোক্ত বিশেষণগুলি আত্মার বিধেয় বিশেষণ।

প্রঃ। আত্মার নিষেধ্য বিশেষণ কি কি ?

উঃ। (১) অনন্ত (৬) নির্ব্বিকার।
(২) অখণ্ড (৭) নিরাকার।
(৩) অসঙ্গ (৮) অব্যক্ত।
(৪) অদ্বিতীয় (৯) অব্যয়।
(৫) অজ (১০) অক্ষয় ইত্যাদি।

প্রঃ। আত্মা "অনন্ত" কিরূপে ?

উঃ। আত্মা ব্যাপক। এই হেতু দেশবিষয়ে আত্মার অন্ত নাই। পুনশ্চ, যেহেতু আত্মা নিত্য, সেই হেতু কালবিষয়ে আত্মার অন্ত নাই। আবার যেহেতু আত্মা অধিষ্ঠান বলিয়া সকলের স্বরূপ, তজ্জন্য বস্তু বিষয়ে আত্মার অন্ত নাই। এইরূপে আত্মার দেশ, কাল এবং বস্তু বিষয়ে অন্ত বা পরিচ্ছেদ নাই, এজন্য আত্মা অনন্ত।

প্রঃ। আত্মা "অখণ্ড" কিরূপে ?

উঃ। জীব ঈশ্বর ভেদ, জীবের পরস্পর ভেদ, জীব ও জড়ের ভেদ, জড় ও জড়ের ভেদ, জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, আত্মা উপরোক্ত পঞ্চ ভেদ-

রহিত। অথবা আত্মা স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত, এজন্য অখণ্ড।

প্রঃ। আত্মা "অসঙ্গ" কিরূপে ?

উঃ। সঙ্গ অর্থে সম্বন্ধ ; ঐ সম্বন্ধ তিন প্রকার (১) স্বজাতীয় (২) বিজাতীয় ও (৩) স্বগত।

(১) আপন জাতির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্বজাতীয় সম্বন্ধ ; যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে সম্বন্ধ।

(২) অন্য জাতির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার নাম বিজাতীয় সম্বন্ধ ; যেমন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সম্বন্ধ।

(৩) আপন অবয়বগত যে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্বগত সম্বন্ধ ; যেমন, ব্রাহ্মণের হস্তপদ মস্তকাদির পরস্পর সম্বন্ধ।

আত্মা চেতন, আত্মা এক। এজন্য ইহার জাতি নাই ; আর জীব ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি ভেদ উপাধিমাত্র। এজন্য আত্মার কাহারও সহিত স্বজাতীয় সম্বন্ধ নাই।

আত্মা অদ্বৈত আত্মা সৎ। এজন্য আত্মা হইতে ভিন্ন মায়া (অজ্ঞান) এবং মায়ার কার্য্য স্থূল সূক্ষ্মাদি প্রপঞ্চ প্রতীত হয়। তাহারা কিন্তু অসৎ। অসৎ কোন বস্তুই নহে। এজন্য আত্মার কাহারও সহিত বিজাতীয় সম্বন্ধও নাই।

আত্মা নিরবয়ব এবং সচ্চিদানন্দাদি আত্মার অবয়ব নহে। কিন্তু আত্মা একরূপ বলিয়া, ইহারা আত্মার স্বরূপ। এজন্য কাহারও সহিত আত্মার স্বগত সম্বন্ধ নাই। এইরূপে আত্মা সর্ব্বসম্বন্ধরহিত।

প্রঃ। আত্মা "অদ্বৈত" কিরূপে ?

উঃ। দ্বৈতপ্রপঞ্চ স্বপ্নের মত কল্পিত, বাস্তব নহে। আত্মা দ্বৈতরহিত বলিয়া অদ্বৈত।

প্রঃ। আত্মা "অজ" অথবা "অজন্মা" কিরূপে ?

উঃ। স্থূলদেহের ধর্ম্ম জন্ম। সূক্ষ্ম দেহের ধর্ম্ম নাই। তবে আত্মার ধর্ম্ম 'জন্ম' কিরূপে হইবে ? যদি আত্মার জন্ম মানা যায় তবে আত্মার মরণও মানিতে হইবে। তখন আত্মা অনিত্য সিদ্ধ হইল। ইহাতে পর-লোকবাদী আস্তিকের অনিষ্ট জন্মিবে, কারণ জন্ম-মরণ-ধর্ম্মী বস্তুর আদি অন্ত বিষয়ে অভাব থাকে। সেইজন্য পূর্ব্বজন্মে আত্মা ছিল না এবং তাহার কর্ম্মও ছিল না, তবে ইহজন্মে আত্মার কর্ম্মব্যতিরেকে ও ভোগ হইবে; এবং মরণের পরেও আত্মা থাকিবে না। তাহাতে ইহজন্মকৃত কর্ম্ম ভোগ না হইয়াও নষ্ট হইল। এজন্য বেদোক্ত কর্ম্ম অনাবশ্যক হইল। এজন্য জন্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মা অজ। অজন্মা বলিয়া ইহা অজর অমর।

প্রঃ। আত্মা "নির্ব্বিকার" কিরূপে ?

উঃ। যেমন ঘটের (১) জন্ম (২) অস্তিত্ব (প্রকটতা) (৩) বৃদ্ধি (৪) বিপরিণাম (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ এই ছয় ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ঘটমধ্যে স্থিত অথচ ঘট হইতে ভিন্ন ঘটাকাশের এ সমস্ত ধর্ম্ম নহে সেইরূপ—

(১) দেহ জন্মাইতেছে এই জন্ম।
(২) দেহ জন্মাইয়াছে এই অস্তিত্ব (পূর্ব্বে ছিল না এখন আছে)।
(৩) দেহ বালক হইয়াছে এই বৃদ্ধি।
(৪) দেহ যুবা হইয়াছে এই পরিণাম।
(৫) দেহ বৃদ্ধ হইয়াছে এই অপক্ষয়।
(৬) দেহ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে এই বিনাশ।

এই ষড়্‌বিকার দেহের ধর্ম্ম। দেহের জ্ঞাতা এবং দেহ হইতে

ভিন্ন যে আত্মা ইহার ধর্ম্ম নহে। এজন্য ষড়্‌বিকাররহিত আত্মা নির্ব্বিকার।

প্রঃ। আত্মা "নিরাকার" কিরূপে ?

উঃ। (১) স্থূল (২) সূক্ষ্ম (৩) লম্বা (৪) ছোট; এই চারি প্রকার আকার জগৎ বিষয়ে দৃষ্ট হয়।

(১) আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মনের অবিষয় বলিয়া সূক্ষ্ম। এজন্য স্থূল নহে।

(২) আত্মা ব্যাপক, এজন্য সূক্ষ্মও নহে।

(৩।৪) আত্মা সর্ব্বস্থানে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, এজন্য দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র নহে। এজন্য আত্মা নিরাকার।

প্রঃ। আত্মা "অব্যক্ত" কিরূপে ?

উঃ। যেহেতু আত্মা মন ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, এজন্য অস্পৃষ্ট। এই হেতুই অব্যক্ত। (যাহা দেখা না যায়, তাহা আর ব্যক্ত হইবে কিরূপে ? যে দেখিতে যায়, সেই ঐরূপ স্বরূপে বনিয়া যায়)।

প্রঃ। আত্মা "অব্যয়" কিরূপে ?

উঃ। আত্মা পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু নাই, এজন্য ব্যয় হইবে কাহার ? অন্য বস্তু থাকিবার স্থান নাই। এজন্য অব্যয়।

প্রঃ। আত্মা "অক্ষয়" কিরূপে ?

উঃ। আত্মার নাশ নাই এজন্য অক্ষয়, ইহাকে অমৃত ও অবিনাশীও কহা যায়।

প্রঃ। আত্মার বিশেষণ পরস্পর অভিন্ন কিরূপে ?

উঃ। সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি যদি আত্মার গুণ হইত, তবে ভিন্ন হইত।

ইহারা আত্মার গুণ নহে, স্বরূপ। এজন্য পরস্পর ভিন্ন নহে, কিন্তু অভিন্ন। এবং একই আত্মা নাশরহিত, এজন্য সৎ।

এই আত্মা জড় হইতে বিলক্ষণ—প্রকাশরূপ, এজন্য চিৎ (চৈতন্য); এবং দুঃখ হইতে বিলক্ষণ—প্রীতির বিষয়, এজন্য আনন্দ। অন্য অন্য বিশেষণ সম্বন্ধে এইরূপ। এক দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক :—

যেমন এক পুরুষ পিতার দৃষ্টিতে পুত্র, পিতামহের দৃষ্টিতে পৌত্র, পিতার ভ্রাতার দৃষ্টিতে ভ্রাতষ্পুত্র, মাতুলের দৃষ্টিতে ভাগিনেয়; সেই রূপ এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন, এক সন্ন্যাসী পশু, স্ত্রী, গৃহস্থ, অদণ্ডী আদির দৃষ্টিতে মনুষ্য, পুরুষ, ত্যাগী দণ্ডী ইত্যাদি বিধেয় বিশেষণ যুক্ত হয়েন এবং ঘট, পাষাণ, বৃক্ষাদির দৃষ্টিতে অঘট, অবৃক্ষ, অপাষাণ আদি নিষেধ্য বিশেষণ যুক্ত হয়েন, সেইরূপ একই আত্মা একই প্রপঞ্চের বিশেষণ অসৎ, জড়, দুঃখ, এবং অন্ত, খণ্ড, সঙ্গ, ইত্যাদির দৃষ্টিতে সৎ চিৎ আনন্দ এবং অনন্ত আদি নাম ধারণ করেন।

এইরূপে প্রমাণ করা যায় যে, আত্মার বিশেষণ পরস্পর ভিন্ন নহে, কিন্তু অভিন্ন।

অষ্টম কলা।

সৎ চিৎ আনন্দের বিশেষ বর্ণন।

প্রঃ। সৎ কি ?

উঃ। তিন কালেই যিনি আছেন, তিনিই সৎ।

প্রঃ। চিৎ কি ?

উঃ। তিন কালেই যিনি সকলকে জানেন, তিনিই চিৎ।

প্রঃ। আনন্দ কি ?

উং। তিন কালেই যিনি পরম প্রেমের বিষয়, তিনিই আনন্দ।

প্রঃ। আমি 'সৎ' ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। তিন কালেই আমি আছি, এজন্য আমি 'সৎ'।

প্রঃ। তিন কালেই আমি আছি, এজন্য 'সৎ', ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। জাগ্রতকালে আমি আছি, স্বপ্নকালে ও সুষুপ্তিকালেও আমি আছি, প্রাতঃকালে আমি আছি, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে আমি আছি, দিবাকালে আমি আছি, রাত্রি, পক্ষে আমি আছি, মাস বিষয়ে আছি, ঋতু বৎসর বিষয়ে আমি আছি, বাল্য অবস্থাতে আমি আছি, যুবা বৃদ্ধ কালে আছি। পূর্ব্বে দেহে ছিলাম, এ দেহে আছি এবং ভাবিদেহে থাকিব। চারি যুগে আমি ছিলাম, মনুর সময়ে ও কল্পসময়েও আমি ছিলাম; ভূতকালে আমি ছিলাম, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে আমি

আছি এবং থাকিব। এইরূপে তিন কালে আমি আছি এজন্য সৎ এইরূপ জানা যায়।

প্রঃ। আমা হইতে ভিন্ন, নাম-রূপ-বস্তুর সহিত যে তিন কাল তাহা কিরূপ?

উঃ। অসৎ।

প্রঃ। সৎ ও অসতের নির্ণয় কিরূপে হয়?

উঃ। অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যুক্তি দ্বারা সৎ নির্ণয় হয়।

প্রঃ। কিরূপে?

উঃ। যে আমি জাগ্রতকালে আছি, সেই আমি স্বপ্নকালেও আছি; এজন্য আমি সৎ। কিন্তু জাগ্রত আমাতে নাই, এজন্য ইহা অসৎ। যে আমি স্বপ্নকালে আছি, সেই আমি সুষুপ্তিকালেও আছি; এজন্য আমি সৎ। কিন্তু স্বপ্ন আমাতে নাই, এজন্য অসৎ। এইরূপ আমি সুষুপ্তিকালে, প্রাতঃকালে, এবং মধ্যাহ্নকালে, সায়ংকালে, দিবসে, রাত্রিতে, পক্ষে, মাসে, ঋতুতে, বর্ষে, বাল্যে, যৌবনে, বৃদ্ধে, পূর্ব্বদেহে, এই দেহে, ভাবী দেহে, যুগে, মনুতে, কল্পে, ভূতকালে, ভবিষ্যৎ কালে, বর্ত্তমান কালে—এ সমস্ত কালে আমি আছি, এজন্য আমি সৎ; কিন্তু এ সমস্ত আমাতে নাই (আমি কালাতীত), এই জন্য ইহারা অসৎ। [ধীরে ধীরে অনুভবের সহিত মিলাইয়া পড়িতে চেষ্টা করায় ফল আছে, নতুবা নহে]।

প্রঃ। আমি চিৎ কিরূপে?

উঃ। তিন কাল আমি জানি এজন্য আমি চিৎ।

প্রঃ। তিন কাল আমি জানি, অতএব চিৎ ইহা কিরূপে জানিতে পারি?

উঃ। জাগ্রতকে আমি জানি; স্বপ্নকে ও সুষুপ্তিকে আমি

জানি। প্রাতঃকালকে আমি জানি, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালকেও আমি জানি, দিবাকে আমি জানি, রাত্রি ও পক্ষকেও জানি; মাস, ঋতু, বর্ষ, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা, পূর্ব্বদেহ, ভাবিদেহ, যুগ, মন্বন্তর, কল্প, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রভৃতি সর্ব্বকালকে আমি জানি, এজন্য আমি চিৎ, ইহা জানা যায়।

প্রঃ। আমা হইতে ভিন্ন, নাম—রূপ—বস্তু সহিত তিন কালকে কি বলিয়া আমি জানি?

উঃ। আমা হইতে ভিন্ন নামরূপ বস্তু সহিত তিন কালকে আমি জড় বলিয়া জানি।

প্রঃ। চিৎ এবং জড়ের নির্ণয় কিরূপে হয়?

উঃ। চিৎ ও জড়ের নির্ণয়, অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যুক্তিতে জানা যায়।

প্রঃ। চিৎ ও জড়ের নির্ণয় অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যুক্তিতে কিরূপে জানা যায়?

উঃ। যে আমি জাগ্রতকে জানি, সে আমি স্বপ্নকেও জানি, এজন্য আমি চিৎ। জাগ্রত কিন্তু আমাকে জানে না, এজন্য জড়। যে আমি স্বপ্নকে জানি, সেই আমি সুষুপ্তিকেও জানি, এজন্য আমি চিৎ; কিন্তু স্বপ্ন আমাকে জানে না বলিয়া ইহা জড়। এইরূপে সর্ব্বকালকে আমি জানি, এইরূপ চিৎ ও জড়ের নির্ণয় অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তিতে জানা যায়।

প্রঃ। আমি "আনন্দ" কিরূপে?

উঃ। তিন কালেই আমি পরম প্রিয়, এজন্য আমি আনন্দ।

প্রঃ। তিন কালেই আমি প্রিয়, এজন্য আনন্দ, ইহা কিরূপে জানা যায়?

উঃ। জাগ্রত বিষয়ে আমি প্রিয়; স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বিষয়েও আমি প্রিয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধত্ব, পূর্ব্ব দেহ, এই দেহ, ভাবী দেহ, যুগ, মন্বন্তর, কল্প, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলেরই আমি পরম প্রিয়, এজন্য আনন্দ ইহা জানা যায়।

প্রঃ। আমা হইতে ভিন্ন নাম-রূপ-বস্তুর সহিত তিন কালকে আমি কি বলিয়া জানি ?

উঃ। আমা হইতে ভিন্ন নাম-রূপ-বস্তু সহিত তিন কালকে দুঃখ বলিয়া আমি জানি।

প্রঃ। আনন্দ ও দুঃখের নির্ণয় কাহা দ্বারা হয় ?

উঃ। অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যুক্তি দ্বারা হয়।

প্রঃ। অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা কিরূপে আনন্দ ও দুঃখ নির্ণয় হয় ?

উঃ। যে আমি জাগ্রতবিষয়ে পরম প্রিয়, সেই আমি স্বপ্নবিষয়ে প্রিয়; এজন্য আমি আনন্দস্বরূপ। জাগ্রত আমার প্রিয় নহে, এজন্য ইহা দুঃখ। এইরূপে সর্ব্বকাল বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

প্রঃ। আমিই যে পরম প্রিয়, ইহা কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। যেরূপ, যে পুত্রের মিত্র, তাহার উপরেও প্রীতি থাকে, সে কেবল পুত্রের জন্য; কিন্তু পুত্রের উপর যে প্রীতি, তাহা মিত্রের জন্য নহে; এজন্য পুত্র অধিক প্রিয়। সেইরূপ ধন জন বিষয়ে যে প্রীতি, সে কেবল আত্মার জন্য। আর আত্মার জন্য যে প্রীতি, সে কিন্তু ধন রত্ন পুত্রাদির

জন্য নহে ; এজন্য আত্মা অধিক প্রিয়। এইরূপে আত্মা পরম প্রিয় ইহা জানা যায়।

প্রঃ। প্রীতির ন্যূনাধিক ভাব কিরূপে জানা যায় ?

উঃ। জাগ্রতকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দ্রব্য ; কারণ (১) ধনের জন্য পুরুষ দেশ ছাড়িয়া পরদেশে যায়, অনেক নীচ কর্ম্ম করে ; এজন্য দ্রব্যই প্রিয়।

(২) দ্রব্য অপেক্ষা পুত্র প্রিয় ; কারণ পুত্র মন্দ কর্ম্ম করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও, তখন ধন দ্বারা তাহাকে মুক্ত করা যায় ; এজন্য ধন অপেক্ষা পুত্র প্রিয়।

(৩) পুত্র অপেক্ষা শরীর প্রিয় ; কারণ যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন পুত্রকে বিক্রয় করিয়া শরীর রক্ষা করা হয়, এজন্য পুত্র অপেক্ষা শরীর প্রিয়।

(৪) শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয় ; কারণ কেহ মারিতে আসিলে বলা হয়, আমার চক্ষু কর্ণাদিকে প্রহার করিও না, শরীরকে কর। এজন্য শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়।

(৫) ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ প্রিয় ; কারণ কেহ কোন মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে, রাজ-আজ্ঞায় ইহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে ; এই সময়ে লোকে বলে, আমার ধন পুত্র সব গ্রহণ কর পরন্তু প্রাণ লইও না। তথাপি রাজা প্রাণই যদি লইতে চাহেন, তবে বলে আমার হাত, পা, কাণ্ কাট, কিন্তু প্রাণদণ্ড করিও না।

(৬) প্রাণ অপেক্ষা আত্মা প্রিয় ; কারণ যখন লোকে অতিশয় ব্যাধিপীড়িত হয়, তখন বলে আমার প্রাণ গেলেই বাঁচি, আমি সুখী হই। এজন্য প্রাণ অপেক্ষা আত্মা প্রিয়।

নবম কলা।

অবাচ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন।

প্রঃ। ব্রহ্ম যদি বাক্যের বিষয় নহেন, তবে সচ্চিদাদি বিশেষণ কিরূপে কহা যায় ?

উঃ। ব্রহ্মের কতকগুলি বিধেয় বিশেষণ (অস্তিবাচক) এবং কতক-গুলি নিষেধ্য বিশেষণ (নাস্তিবাচক) আছে তন্মধ্যে সৎ চিৎ আনন্দ ইহারা বিধেয় বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি প্রপঞ্চকে নিষেধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই ব্রহ্মের লক্ষণাদ্বারা সাক্ষাৎ বোধন করে। অর্থাৎ নেতি নেতি করিয়া যাহা বাকি রহে, দূর হইতে সমুদ্র দেখার মত সৎ চিৎ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তাহার সাক্ষাৎ বোধন করে।

আবার অনন্ত, অগোচর আদি যে নিষেধ্য বিশেষণ আছে, তাহাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রপঞ্চ আদি নিষেধ করে এবং তাহা হইতে বিলক্ষণ যে ব্রহ্ম, অর্থ দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। তজ্জন্য ব্রহ্ম অবাচ্য বলিয়া কোন বিশে-ষণ দ্বারা বলা যায় না।

প্রঃ। সৎ আদি বিধেয় বিশেষণ প্রপঞ্চকে নিষেধ করিয়া অবশেষ ব্রহ্মকে কিরূপে বোধন করে ?

উঃ। 'সৎ' বলিলে অসতের অভাব বুঝায়। অসৎ গেলে বাকি সৎরূপ থাকে, সে লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

'চিৎ' বলিলে জড়ের নিষেধ হয়; জড় গেলে বাকি চিৎরূপ থাকে। ইহাও লক্ষণাদ্বারা সিদ্ধ।

'আনন্দ' বলিলে দুঃখের নিষেধ বুঝায়। দুঃখ গেলে বাকি থাকে আনন্দ (সুখ)। ইহাও লক্ষণাদ্বারা সিদ্ধ হয়।

'ব্রহ্ম' বলিলে পরিচ্ছিন্নের নিষেধ বুঝায়। পরিচ্ছিন্ন না হইলে, বাকি রহে ব্যাপক। ইহাও লক্ষণাদ্বারা সিদ্ধ হয়।

স্বয়ং প্রকাশ বলিলে পর প্রকাশের নিষেধ বুঝায়। পর প্রকাশ না হইলে বাকি থাকে স্বয়ং প্রকাশ। ইহাও লক্ষণাদ্বারা সিদ্ধ হইল।

কূটস্থ (অবিকারী) বলিলে বিকারের নিষেধ বুঝায়—কাজেই বাকী থাকে নির্ব্বিকারী; ইহা লক্ষণ সিদ্ধ।

সাক্ষী, দ্রষ্টা, উপদ্রষ্টা, বলিলে সাক্ষ্য, দৃশ্য ও উপদৃশ্য (সমীপগত বস্তুর) নিষেধ বুঝায়; বাকী থাকিল সাক্ষী, দ্রষ্টা ও উপদ্রষ্টা। ইহাও লক্ষণাসিদ্ধ।

এক বলিলে নানার নিষেধ বুঝায়। বাকী থাকে এক, ইহা লক্ষণাসিদ্ধ।

এইরূপ অন্য বিষয়েও জানিতে হইবে।

প্রঃ। অনন্তাদি নিষেধ্য বিশেষণ প্রপঞ্চের নিষেধ কিরূপে করে?

উঃ। অনন্ত বলিলে দেশ কাল বস্তু কৃত পরিচ্ছেদের নিধের বুঝায়। অখণ্ড বলিলে পাঁচ বা তিন প্রকার ভেদের নিষেধ বুঝায়। অজন্মা বলিলে জন্মের নিষেধ বুঝায়। এইরূপে অন্য বিশেষণের বিষয়ও বুঝিতে হইবে।

প্রঃ। এই সমস্ত বিশেষণের পূর্ব্বোক্ত অর্থ করিবার প্রয়োজন কি?

উঃ। চেতন "অবাঙ্মনসগোচর" এই শ্রুতির অর্থের সহিত আর কোন বিরোধ থাকে না। যেহেতু, গুণ ক্রিয়া জাতি সম্বন্ধাদি শব্দ ও মনের প্রবৃত্তাদি নিমিত্ত ধর্ম্ম, ব্রহ্মে নাই; কিন্তু নির্ধর্ম্ম বলিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। এজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন "অবাঙ্মনসগোচর"।

পুনশ্চ যাহা বলা যায়, তাহা দ্বৈতভাবে, অদ্বৈতভাবে নহে। (পূর্ব্বোক্ত বিশেষণের ঐরূপ অর্থ করিলে, শ্রুতিবিরুদ্ধ দ্বৈত সিদ্ধি হয় না এবং অদ্বৈত সুখ অনুভব করিতে শক্য হয়)।

দশম কলা।

সামান্য ও বিশেষ চৈতন্য বর্ণন।

প্রঃ। বিশেষ চৈতন্য কি ?

উঃ। অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে সামান্য চৈতন্যব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাস, তাহারই নাই বিশেষ চৈতন্য।

প্রঃ। চিদাভাসের লক্ষণ কি ?

উঃ। চৈতন্য (ব্রহ্ম) লক্ষণ হইতে ভিন্ন অথচ চৈতন্যের ন্যায় যে প্রকাশ, তাহাকে চিদাভাস কহে।

প্রঃ। এই চিদাভাসকে বিশেষ চৈতন্য কেন বলে ?

উঃ। অল্প দেশ ও কাল বিষয়ে যে বস্তু থাকে, তাহাকে বিশেষ * কহে। যেহেতু, চিদাভাস অন্তঃকরণ দেশ ও জাগ্রত, স্বপ্ন বা অজ্ঞান কাল বিষয়ে থাকে ; এজন্য উহাকে বিশেষ চৈতন্য বলে।

প্রঃ। বিশেষ চৈতন্যের দৃষ্টান্ত কি ? কোন্ চৈতন্যের সংসার ধর্ম্ম ঘটে ?

উঃ। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র সমান, কিন্তু সর্ব্বস্থানে প্রতিবিম্বিত হয় না, কেবল যেখানে জল বা দর্পণ রূপ উপাধি থাকে, সেইখানে

---

* অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত ভেদে বিশেষ দুই প্রকার। ভ্রান্তিকালে যাহার প্রতীতি হয় না, কিন্তু যাহার প্রতীতি হইলে ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয়, তাহাই অধিষ্ঠান রূপ বিশেষ। ভ্রান্তিকালে যাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু অধিষ্ঠান জ্ঞানবিষয়ে যাহার প্রতীতি হয় না, তাহার নাম অধ্যস্তরূপ বিশেষ। ইহাকে কল্পিত বিশেষ বলে।

প্রতিবিম্ব রূপ বিশেষ ভাসমান হয়—অথবা যেরূপ সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র সমান, পরন্তু উহা বস্ত্র কার্পাস ইত্যাদিকে জ্বালাইতে পারে না, কিন্তু যেখানে সূর্য্যকান্তমণিরূপ উপাধি আছে, সেইখানে অগ্নি রূপ হইতে বিশেষ হইয়া, বস্ত্র কার্পাসাদি জ্বালাইয়া থাকে, ইহার মধ্যে সামান্যরূপ আছে—সামান্যরূপ যাহা তাহাই থাকে বলিয়া, যথার্থ (বহুকাল) স্থায়ী হয় এবং উপাধিরূপে ভাসমান হয়; যাহা বিশেষ রূপ তাহা ব্যভিচার বলিয়া অযথার্থ (অল্পকালস্থায়ী)। সেইরূপ সামান্য চৈতন্য যিনি অস্তি ভাতি প্রিয়, তিনি সর্ব্বত্র সমান। পরন্তু, তাঁহা দ্বারা বলা চলা ইত্যাদি ব্যবহার হয় না। তিনিই যখন অন্তঃকরণরূপ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তখন চিদাভাসরূপে বিশেষ চৈতন্য হইয়া বলা, চলা, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পরলোকে, গমনাগমন ইত্যাদি বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই দুইয়ের মধ্যে সামান্য চৈতন্যই ব্রহ্ম, তিনি সত্য। কিন্তু উপাধির দ্বারা ভাসমান যে বিশেষ চৈতন্য, চিদাভাস, তাহা মিথ্যা; তাহা হইতে পাপপুণ্যের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ইহলোক, পরলোক গমনাগমন, জন্ম, মরণ, চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ইত্যাদি সংসাররূপ ব্যাপার ঘটে ইহা মিথ্যা।

প্রঃ। বিশেষ চৈতন্য জানিয়া কি নিশ্চয় করিতে হয়?

উঃ। বিশেষ চৈতন্য বা চিদাভাস এবং তাহার ধর্ম্ম আমি নহি এবং আমারও নহে, কিন্তু উহা আমার বিষয়ে কল্পিত। আমি ইহার অধিষ্ঠান, সামান্য চৈতন্য, ইহা হইতে ভিন্ন, ইহাই নিশ্চয় করিতে হয়।

প্রঃ। সামান্য চৈতন্য কি?

উঃ। আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, সর্ব্ব নাম রূপের অধিষ্ঠান, অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ নির্ব্বিকার যে ব্রহ্ম, তিনিই সামান্য চৈতন্য।

প্রঃ। ব্রহ্মকে সামান্য চৈতন্য কেন বলে ?

উঃ। অধিক দেশ ও কাল বিষয়ে যে বস্তু থাকে তাহাকে সামান্য (সাধারণ) কহে। যেহেতু ব্রহ্ম, বুদ্ধি কল্পিত সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে ব্যাপক; সেই হেতু ব্রহ্মকে সামান্য চৈতন্য কহে।

প্রঃ। সামান্য চৈতন্য জ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত কি ?

উঃ। রজ্জু দেখিয়া কাহারও দণ্ড, কাহারও সর্প, কাহারও রেখা, কাহারও জলধারা ইত্যাদি যে ভ্রান্তি হয়, সেই ভ্রান্তির দুই অংশ। ১ম "ইদং" সামান্য অংশ, দ্বিতীয় "সর্পাদি" বিশেষ অংশ। তন্মধ্যে 'ইহা দণ্ড' 'ইহা সর্প' 'ইহা রেখা' 'ইহা জলধারা' এইরূপ সর্পাদি বিশেষ অংশ বিষয়ে সামান্য "ইদং" অংশ সর্ব্বত্র ব্যাপক, 'ইহা' এইটি রজ্জুর স্বরূপ। এই ইদং অংশ ভ্রান্তিকালেও ভাসিতেছে এবং ভ্রান্তির নিবৃত্তিকালেও "ইহা রজ্জু" এইরূপে ভাসিতেছে, ইহা অব্যভিচারী বলিয়া সত্য। এবং পরস্পর ব্যভিচারী সর্পাদি যে বিশেষ অংশ, সে কেবল কল্পিত মাত্র। সমস্ত পদার্থেই পাঁচ পাঁচ পদার্থ আছে যথা—

১। অস্তি ২। ভাতি ৩। প্রিয় ৪। নাম ৫। রূপ। ঘটের দৃষ্টান্ত লওয়া হউক—

১। ঘট আছে ইহা অস্তি (সৎ)

২। ঘট ভাসিতেছে ইহা ভাতি (চিৎ)

৩। 'ঘট প্রিয়' কারণ ঘট জল ভরিবার উপযোগী, এজন্য উহা প্রিয় (আনন্দ)। এইরূপ সর্প সিংহ প্রভৃতি সর্পী ও সিংহীর প্রিয়।

৪। 'ঘ—ট' এই দুই অক্ষর নাম।

৫। 'স্থূল গোল উদরবান্' ঘটের রূপ (আকার)

এইরূপে ঘটাদি সর্ব্বভূত ও ভূতের কার্য্য বিষয়েও জানিতে হইবে।

যেমন, বাহিরের পদার্থবিষয়ে এই পাঁচ অংশ দেখান গেল, সেইরূপ ভিতরের দেহ আদি বিষয়েও দেখান যাইতেছে।

১। অস্তি—আমি আছি।
২। ভাতি—আমি ভাসিতেছি (জানি)।
৩। প্রিয়—আমি আপনি আপনার প্রিয়।
৪। নাম—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং অজ্ঞান এবং ইহাদের ধর্ম্ম এই নাম।
৫। রূপ—ইহার যে যথাযোগ্য আকার তাহাই রূপ।

অন্তরের পদার্থ বিষয়ে পাঁচ অংশ দেখান হইল।

কোন ব্যষ্টি বস্তুর নাম রূপ ত্যাগ করিলে পৃথিবী থাকে।

১। অস্তি—পৃথিবী আছে।
২। ভাতি—পৃথিবী ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—পৃথিবী প্রিয়, কারণ পৃথিবী থাকিবার স্থান দিতেছে।
৪। নাম—'পৃথিবী' এই নাম।
৫। রূপ—গন্ধ গুণ যুক্ত রূপ।

আবার পৃথিবীর নাম রূপ ত্যাগ করিলে জল থাকে।

১। অস্তি—জল আছে।
২। ভাতি—জল ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—জল প্রিয়, কারণ জল তৃষ্ণা দূর করে।
৪। নাম—'জল' এই নাম।
৫। রূপ—শীত স্পর্শ গুণযুক্ত রূপ।

আবার জলের নাম রূপ ত্যাগ করিলে তেজ থাকে।

১। অস্তি—তেজ আছে।
২। ভাতি—তেজ ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—তেজ প্রিয়, কারণ তেজ শীত ও অন্ধকার দূর করে।
৪। নাম—'তেজ' এই নাম।
৫। রূপ—উষ্ণ স্পর্শ গুণযুক্ত রূপ।

আবার তেজের নাম ও রূপ ত্যাগ করিলে বায়ু থাকে।

১। অস্তি—বায়ু আছে।
২। ভাতি—বায়ু ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—বায়ু প্রিয়, কারণ বায়ু ঘর্ম্মাদি দূর করে।
৪। নাম—'বায়ু' এই নাম।
৫। রূপ—রূপ রহিত এবং স্পর্শ গুণযুক্ত।

বায়ুর নাম রূপ ত্যাগ করিলে আকাশ থাকে।

১। অস্তি—আকাশ আছে।
২। ভাতি—আকাশ ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—আকাশ প্রিয়, কারণ আকাশ থাকায় ফিরিবার অবকাশ থাকে।
৪। নাম—'আকাশ' এই নাম।
৫। রূপ—শব্দ গুণযুক্ত রূপ।

আকাশের নাম রূপ ত্যাগ করিলে অজ্ঞান থাকে।

১। অস্তি—"পরে কি আছে তাহা আমি জানি না" ইহার নাম অজ্ঞান।
২। ভাতি—অজ্ঞান ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—অজ্ঞান প্রিয়, কারণ অজ্ঞানই জীবনের প্রিয় এবং অজ্ঞান প্রপঞ্চের কারণ এবং জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে।
৪। নাম—অজ্ঞান এই নাম।
৫। রূপ—"আবরণ বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত অনাদি অনির্ব্বচনীয় ভাবযুক্ত" ইহাই রূপ।

অজ্ঞানের নাম রূপ ত্যাগ করিলে "অভাব" থাকে।

১। অস্তি—"কিছুই না" ইহা হইতে প্রতীয়মান সর্ব্ব বস্তুর অভাব থাকে।
২। ভাতি—অভাব ভাসিতেছে।
৩। প্রিয়—অভাব শূন্য—ধ্যানকারীদিগের প্রিয়।
৪। নাম—'অভাব' এইরূপ নাম।
৫। রূপ—"সর্ব্ব বস্তুর অভাব" এই রূপ।

আবার অভাবের নাম রূপ ত্যাগ করিলে সৎ থাকে।

১। অস্তি—অভাবের স্বরূপভূত অধিষ্ঠান সৎ বস্তুই অবশিষ্ট থাকে।

২। ভাতি—অভাবের অভাবত্বকে প্রকাশ করিতেছে এজন্য চিৎ।

৩। প্রিয়—দুঃখ হইতে ভিন্ন বলিয়া আনন্দ।

এইরূপে সর্ব্ব নাম রূপ বিষয়ে অনুগত অব্যভিচারী নাম রূপে অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সামান্য চৈতন্য। আর ঘটের নাম রূপ পটে নাই; পটের নাম রূপ ঘটে নাই; তজ্জন্য ব্যভিচারী পরস্পর নাম রূপ মিথ্যা। ইহাই সামান্য চৈতন্য জানা বিষয়ে দৃষ্টান্ত (স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাওয়া—সংহার ক্রম)।

প্রঃ। উক্ত সামান্যরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা কিরূপ?

উঃ। যাহা যাহা কার্য্য, তাহাই স্থূল এবং পরিচ্ছিন্ন। যাহা যাহা কারণ, তাহাই সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক (অধিক দেশবর্ত্তী) এই নিয়ম রহিয়াছে। যেহেতু ব্রহ্ম সকলের কারণ, এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা দেখান যাইতেছে—

১। যেহেতু সমুদ্রজল অপেক্ষা ফেন ও লবণ রূপ পৃথিবী কঠিন, ইহাতে জানা যায় যে, পৃথিবী জলের কার্য্য। সেইজন্য পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক।

২। আরও পৃথিবীর যে কোন স্থান খনন কর, জল বাহির হইবে; পুরাণে দেখা যায়, পৃথিবী অপেক্ষা জল দশ গুণ অধিক দেশবর্ত্তী। এজন্য পৃথিবী হইতে জল ব্যাপক ও সূক্ষ্ম।

৩। এইরূপ অগ্নি আদির তাপে স্বেদ আদি নির্গত হয়, এবং বর্ষা হয়। এজন্য জানা যাইতেছে যে, জল অগ্নির কার্য্য। সেইজন্য জল হইতে অগ্নি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। অপিচ জল বস্ত্রে থাকে না, পরন্তু ঘটে থাকে;

সূর্য্যাদির প্রকাশ ঘটে হয় না। পুরাণেও আছে (জল অপেক্ষা) দশ গুণ অধিক দেশবর্ত্তী তেজ, ইহা হইতে দেখা যায় যে, জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

৪। এইরূপে অগ্নির জন্ম ও নাশ বায়ুর অধীন। এজন্য জানা যায়, তেজ বায়ুর কার্য্য; এজন্য তেজ বায়ু হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

আবার সূর্য্যাদির প্রকাশ ঘটাদি পাত্রে দেখা যায় না। পরন্তু নেত্র দ্বারা দেখা যায়; কিন্তু বায়ুকে নেত্র দ্বারাও দেখা যায় না; আর পুরাণে তেজ অপেক্ষা বায়ু দশ গুণ অধিক বলা হইয়াছে। এজন্য তেজ হইতে বায়ু সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক।

৫। এইরূপে বায়ুর উৎপত্তি স্থিতি লয় আকাশে হইয়া থাকে। ইহাতে জানা যায়, বায়ু আকাশের কার্য্য। এজন্য বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

অপিচ, বায়ু চক্ষে দেখা যায় না; কিন্তু ত্বকের স্পর্শগুণ দ্বারা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আকাশ ত্বক্ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না। পুরাণে আছে, আকাশ বায়ু অপেক্ষা দশ গুণ অধিক দেশবর্ত্তী। এজন্য বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

৬। "আকাশের পরে কি?" এই বিচার করিলে যে বলা যায় "আমি জানি না" এইরূপ বুদ্ধির কুণ্ঠিতভাবের যে আশ্রয়, তাহা অজ্ঞান। ইহাতে জানা যায়, আকাশ অজ্ঞানের কার্য্য। এজন্য অজ্ঞান আকাশ হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

আবার আকাশ ত্বক্ দ্বারা গ্রহণ হয় না, পরন্তু মন দ্বারা হয়; কিন্তু অজ্ঞান মন দ্বারাও গ্রহণ হয় না। শাস্ত্রেও আকাশ হইতে অজ্ঞানকে অনন্ত গুণ অধিক বলা হইয়াছে। এজন্য অজ্ঞান আকাশ হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

৭। "আমি জানি না" এই অনুভবের বিষয় যে অজ্ঞান, ইহাকে যিনি জানেন তিনি চৈতন্য, অজ্ঞান নহেন। তবেই দেখ, অজ্ঞানে অনুস্যূত অস্তিভাতিপ্রিয়রূপ চৈতন্য ভাসিতেছে। এজন্য অজ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্যের আশ্রিত। ইহাতে ব্রহ্মচৈতন্য অজ্ঞান অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

৮। অথবা অজ্ঞান মনেরও গ্রাহ্য নহে; পরন্তু "আমি জানি না" এই অনুভব লিঙ্গদেহের অনুমান মাত্র। কারণ, ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হওয়ায়, কাহারও প্রমাণের বিষয় নহেন। শরীরে তিলের ন্যায় ব্রহ্মের একদেশে অজ্ঞানে স্থিত। অবশিষ্ট ব্রহ্ম শুদ্ধ প্রকাশ; এজন্য ব্রহ্ম অজ্ঞান হইতেও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

প্রঃ। সামান্য চৈতন্য জানিলে কি নির্ণয় হইল ?

উঃ। অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ সামান্যচৈতন্যই আমি এবং আমিই সেই অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ সামান্যচৈতন্য ব্রহ্ম।

প্রঃ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কি হইবে ?

উঃ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্ব অনর্থের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হয়।

একাদশ কলা।

'তত্ত্বমসি'র তৎ ও ত্বং এক।

প্রঃ। 'তৎ' পদ কি ?

উঃ। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা উদ্দালক মুনি যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য * উপদেশ করিয়াছিলেন 'তৎ' পদ উহার প্রথম পদ।

প্রঃ। 'ত্বং' পদ কি ?

উঃ। ইহা "তত্ত্বমসি" পদের দ্বিতীয় পদ।

প্রঃ। বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ কাহাকে বলে ?

উঃ। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহাকে শব্দের বৃত্তি কহে। ঐ বৃত্তি দুই প্রকার ; এক **শক্তিবৃত্তি** দ্বিতীয় **লক্ষণাবৃত্তি**।

---

* "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—ঋগ্বেদোক্ত মহাবাক্য।

"তত্ত্বমসি"—সামবেদের মহাবাক্য।

"অহং ব্রহ্মাস্মি"—যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য।

"তৎ" পদের বাচ্য অর্থ 'ঈশ্বর' এবং লক্ষ্য অর্থ 'শুদ্ধ ব্রহ্ম'। উহাই তিন মহাবাক্যগত ব্রহ্মশব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। আর যে "ত্বং" পদের বাচ্যার্থ জীব ও লক্ষ্যার্থ কূটস্থ সাক্ষী ; উহাই ঐ তিন মহাবাক্য গত "প্রজ্ঞানং" "অহং" "অয়ং" পদ সমূহের বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ। এবং সমস্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যের যে জীব ও ব্রহ্মের একতা রূপ অর্থ উহা তিন মহাবাক্যের অর্থ।

শব্দ বিষয়ে অর্থের জ্ঞান জন্মাইবার সামর্থ্যরূপ যে শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাই শব্দের শক্তি বৃত্তি। এবং শব্দের সহিত অর্থের পরম্পরারূপ যে সম্বন্ধ যদ্দ্বারা শব্দের অতিরিক্ত অর্থ বোধ হয় তাহাই লক্ষণাবৃত্তি। তন্মধ্যে শক্তিবৃত্তি জাত যে অর্থ সেই শব্দের বাচ্য অর্থ। তাহাকে শক্য অর্থ ও মুখ্য অর্থও বলা যায়। এবং লক্ষণাবৃত্তি জাত যে অর্থ তাহাই শব্দের লক্ষ্য অর্থ।

প্রঃ। লক্ষণাবৃত্তি কত প্রকার ?

উঃ। জহৎ অজহৎ এবং ভাগত্যাগ ভেদে লক্ষণাবৃত্তি তিন প্রকার।

প্রঃ। এই তিন প্রকারের লক্ষণ ও উদাহরণ কি ?

উঃ। ১। সম্পূর্ণ বাচ্য অর্থত্যাগ করিয়া বাচ্য অর্থের সম্বন্ধটি গ্রহণ করিলে জহৎ লক্ষণ হয়। যেমন মনে করা হউক কোন পুরুষকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "গোপ কোথায়" উত্তর হইল "গঙ্গাতে গোপ বাস করে"। গঙ্গাপদের বাচ্যার্থ "দেবনদীর প্রবাহ" ইহাতে গোপের বাস হইতে পারে না। যেহেতু সম্পূর্ণ বাচ্য অর্থ যে দেব নদীর প্রবাহ তাহা ত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় গঙ্গাতীরকে গ্রহণ করিতে হইতেছে, এজন্য ইহাকে জহৎলক্ষণ কহে।

২। যেখানে বাচ্য অর্থ ত্যাগ না করিয়াও তাহার সম্বন্ধীয় অন্য অর্থ গৃহীত হয় তাহা অজহৎ লক্ষণ। যেমন কেহ বলিল, "কাকে যেন দধি খায় না," এখানে কাকের বাচ্য অর্থ যে কাক পক্ষী ইহা ত্যাগ না করিয়া কুকুর বিড়াল হইতেও দধি রক্ষা করিতে হইবে এই অধিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। যেখানে কোন বিরোধী কোন বাচ্য ভাগ ত্যাগ করিয়া

তৎসম্বন্ধীয় অবিরোধী কিছু বাচ্য ভাগ গৃহীত হয় সেখানে ভাগ ত্যাগ লক্ষণা হয়।

যেমন পূর্ব্বে কোন দেশে কোন কালে দৃশ্যমান পুরুষকে অন্য দেশে অন্যকালে দেখিতেছি। যে দেখিতেছে সে বলিতেছে সেই (দূর) দেশে এবং সেই (ভূত) কালে যাহাকে দেখিয়াছি সেই পুরুষ এই (সমীপ) দেশ ও এই বর্ত্তমানকালে আসিয়াছে; ইহাতে সেই দেশ কাল ও এই দেশকাল বিভিন্ন। সেই দেশ কাল ও এই দেশকাল-রূপ বাচ্যভাগের একতা বিরোধ হইতেছে অর্থাৎ সেই দেশ কাল ও এই দেশকাল এক নহে। এজন্য এই স্থানে ও এইকালে দর্শন ব্যাপার ত্যাগ করিয়া "সেই পুরুষ এই" এইরূপ অবিরোধী বাচ্য ভাগ গৃহীত হইবে।

প্রঃ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ত্রয়ের মধ্যে মহাবাক্যে কোন্ লক্ষণা সম্ভব ?

উঃ। যেখানে জহৎলক্ষণা হইবে সেখানে সম্পূর্ণ বাচ্য অর্থের ত্যাগ হইবে। মহাবাক্য সম্বন্ধে জহৎ লক্ষণা মানিলে তৎ এবং ত্বং পদের বাচ্য অর্থে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্য ও সাক্ষী চৈতন্য ত্যাগ হইবে এবং উহা হইতে ভিন্ন অসৎ জড়দুঃখরূপ প্রপঞ্চের গ্রহণ হইবে তাহাতে মহা অনর্থ হইবে ও তাহাতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে না। এজন্য মহাবাক্য বিষয়ে জহৎ লক্ষণা সম্ভবে না।

(সেই এই এখানে "এখানে" এই কথার অর্থে দুঃখময় জগৎ এই-ভাব গ্রহণ হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না)

(২) যেখানে অজহৎ লক্ষণ হইবে সেখানে বাচ্য অর্থের কিছুই ত্যাগ হইবে না। মহাবাক্যে ইহা প্রয়োগ করিলে তৎ, ত্বং, পদের বাচ্য অর্থের একতা বিরোধ দূর হইবে না—কাজেই ইহাতে কোন প্রয়োজন

সিদ্ধ হইবে না। এজন্য মহাবাক্যে অজহৎ লক্ষণাও সম্ভবে না।

(৩) যেখানে ভাগত্যাগ লক্ষণা হইবে সেখানে বিরোধী ভাগ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। মহাবাক্যে ইহা প্রয়োগ হইলে তৎ ত্বং পদের বাচ্য অর্থ হইতে ধর্ম্ম সহিত মায়া অবিদ্যারূপ বিরোধী ভাগ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্যভাগ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে উহাদের একতাও হইবে এবং পরম পুরুষার্থও সিদ্ধ হইবে। এজন্য মহাবাক্য সম্বন্ধে ভাগত্যাগ লক্ষণই সম্ভব।

(জহৎ লক্ষণে গঙ্গায় গোপ বাস করে ইহার অধিক অর্থ, অর্থাৎ গঙ্গাতীর গ্রহণ করিতে হইবে। অজহৎ লক্ষণে দেশকাল ত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থ লইতে হইবে। ভাগ ত্যাগ লক্ষণে শুদ্ধ অবিরোধী অংশ লইলেই একতা হইবে।)

প্রঃ। 'তৎ' পদের বাচ্য অর্থ ও লক্ষ্য অর্থ কি?

উঃ। (১) অব্যাকৃত যে মায়া সেই ঈশ্বরের দেশ।

(২) উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় এই তিন ঈশ্বরের কাল।

(৩) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন ঈশ্বরের বস্তু বা সৃষ্টি সামগ্রী।

(৪) বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃত এই তিন ঈশ্বরের শরীর।

(৫) বৈশ্বানর, সূত্রাত্মা এবং অন্তর্যামী এই তিন ঈশ্বরত্ব অভিমানী।

(৬) "আমি এক বহু হইব" এই যে ঈক্ষণ তাহার আদি হইতে "জীবরূপ হইয়া প্রবেশ" এই পর্য্যন্ত সৃষ্টি ইহা ঈশ্বরের কার্য্য।

(৭) ১। সর্ব্বশক্তিত্ব ২। সর্ব্বজ্ঞত্ব ৩। ব্যাপকত্ব ৪। একত্ব ৫। স্বাধীনত্ব। ৬। সামর্থত্ব ৭। পরোক্ষত্ব ৮। মায়া উপাধিবানত্ব এই আট ঈশ্বরের ধর্ম্ম।

এই সকলের সহিত মায়া এবং তদ্বিষয়ে প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাস

এবং তিনের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম এই সমস্ত মিলিয়া ঈশ্বর। ইহাই 'তৎ' পদের বাচ্য অর্থ। পুনশ্চ এই সকলের সহিত মায়া এবং চিদাভাস ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে বিরাট হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃতের অধিষ্ঠান ঈশ্বর সাক্ষী শুদ্ধ ব্রহ্ম ইহাই তৎপদের লক্ষ্য অর্থ।

প্রঃ। ব্রহ্মের এবং মায়া প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরের পরস্পর অধ্যাস (অন্যোন্যাধ্যাস) কিরূপে হয় ?

উঃ। অবিচার দৃষ্টিতে ব্রহ্মের সত্যতা, ঈশ্বর বিষয়ে সংসর্গ (তাদাত্ম্য সম্বন্ধ) অধ্যস্ত আছে। এজন্য ঈশ্বর সত্য প্রতীত হয় এবং ঈশ্বর তাহার কারণ স্বরূপ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয় এজন্য ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া প্রতীত। ইহার অনুবাদ তটস্থ লক্ষণের বোধক শ্রুতি পুরাণের এবং আচার্য্যের বাক্য। এইরূপে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের পরস্পর অধ্যাস হয়।

প্রঃ। উক্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি কিরূপে হয় ?

উঃ। বিবেক জ্ঞান হইলে হয়।

প্রঃ। ত্বং পদের বাচ্য অর্থ ও লক্ষ্য অর্থ কি ?

উঃ। (১) চক্ষু, কণ্ঠ ও হৃদয় এই তিন জীবের দেশ।

(২) জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন জীবের কাল।

(৩) সূক্ষ্ম, স্থূল এবং কারণ এই তিন জীবের বস্তু (ভোগ সামগ্রী)।

(৪) এই শরীর।

(৫) বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন জীবত্ব অভিমানী।

(৬) জাগ্রত হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে ভোগ রূপ সংসার এই জীবের কার্য্য।

(৭) অল্প শক্তিত্ব, অল্প জ্ঞানত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, বহুত্ব, পরাধীনত্ব, অসমর্থত্ব, এবং অবিদ্যা উপাধিস্থানত্ব এই আট জীবের ধর্ম্ম।

এই আট সহিত যে অবিদ্যা এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস এবং এই তিনের অধিষ্ঠান কূটস্থ, এই সব মিলিয়া জীব হইয়াছে। ইহাই ত্বংপদের বাচ্য অর্থ। এই সকলের সহিত চিদাভাস ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে সূক্ষ্ম স্থূল কারণ শরীরের অধিষ্ঠান জীব সাক্ষী আত্মা তিনিই ত্বং পদের লক্ষ্য অর্থ।

প্রঃ। কূটস্থের ও বুদ্ধি প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবের পরস্পর অধ্যাস কিরূপে হয়?

উঃ। অবিচার দৃষ্টি হইতে কূটস্থের সত্যতার সংসর্গ (তাদাত্ম্য সম্বন্ধ) জীবে অধ্যস্ত আছে। এ জন্য জীব মিথ্যা প্রতীত হয় না কিন্তু সত্য প্রতীত হয়। এই জীব এবং তাহার কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মের স্বরূপ কূটস্থে অধ্যস্ত; এই জন্য কূটস্থ যে অকর্ত্তা, অভোক্তা, অসংসারী, নিত্যমুক্ত, অসঙ্গ ব্রহ্মরূপ ইহা প্রতীত হয় না; বরং তাহাতে বিপরীত প্রতীতি হয় এইরূপে কূটস্থ ও জীবের পরস্পর অধ্যাস হইয়া থাকে।

প্রঃ। উক্ত অধ্যাস নিবৃত্তি কিসে হয়?

উঃ। বিবেক জ্ঞানে হয়।

প্রঃ। তৎ পদ ও ত্বং পদের অর্থে মহাবাক্য কথিত একতা কিরূপে হয়?

উঃ। তৎ পদ ও ত্বং পদের বাচ্য অর্থ যে উপাধি সহিত চৈতন্য (ঈশ্বর ও জীব) উহাদের একতা যদ্যপি বিরোধী হয়, তথাপি তৎপদের লক্ষ্যার্থ ব্রহ্ম এবং ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ আত্মা ইহাদের একতার

কিছুই বিরোধ নাই। ইহাতে তৎপদ ও ত্বং পদের কথিত অর্থে মহাবাক্য কথিত একতা সম্ভবে।

প্রঃ। "আমিই ব্রহ্ম" এই ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞান কাহার হয় ?

উঃ। এই জ্ঞান চিদাভাসের হয়।

প্রঃ। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে চিদাভাস ইহা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া কিরূপে জানে ?

উঃ। জীব ভাবের অধিষ্ঠান কূটস্থের ব্রহ্মের সহিত মুখ্য অভেদ আছে। আর বুদ্ধি সহিত চিদাভাসের ব্রহ্মের সহিত আপনার স্বরূপ বোধ করা অভেদ হয়। এজন্য চিদাভাস আপনার স্বরূপকে বোধ করিয়া আপনার অহং শব্দের লক্ষ্য অর্থ কূটস্থ রূপে জানে। উহা আপন নিজ রূপ কূটস্থকে "আমি কূটস্থ" এইরূপ অভিমান করিয়া "আমি ব্রহ্ম" এই-রূপ জানে। এইরূপে চিদাভাস আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে।

প্রঃ। এই তৎ ও ত্বং পদের লক্ষ্যার্থের একতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত কি ?

উঃ। (১) যেমন ঘট পট উপাধি সহিত ঘটাকাশ ও পটাকাশের একতার বিরোধ দৃষ্ট হয় তথাপি ঘট পটরূপ উপাধি দৃষ্টি ছাড়িলে কেবল আকাশের একতার বিরোধ নাই সেইরূপ।

(২) যেমন কাঁচের হাঁড়ী ও মৃত্তিকার হাঁড়ীতে দীপক জ্বলিতেছে, ইহাদের উপাধি এই দুই হাঁড়ীর প্রভেদ আছে কিন্তু দীপকের একতার ভেদ নাই সেইরূপ। (৩) যেমন রাজা ও মূর্খের মধ্যে উপাধিগত ভেদ আছে কিন্তু মনুষ্যত্বের একতা আছে সেইরূপ। (৪) যেমন সিন্ধু ও বিন্দুর

উপাধিগত ভেদ আছে কিন্তু জলের একতার ভেদ নাই সেইরূপ। (৫) কোন ব্যক্তি কাশীর রাজাকে রাজা দেখিয়াছে এবং তাহাকে ভিক্ষুক হইতে দেখিয়াছে। ভিক্ষুককে দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে বলিতেছে এই কাশীর রাজা ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতেছে,—

(১) সে দেশ এক এ দেশ অন্য। (২) সে অবস্থা এক এ অবস্থা অন্য। (৩) উহার বস্তু (সামগ্রী) এক ইহার বস্তু (সামগ্রী) অন্য। (৪) তাহার অভিমান এক ইহার অভিমান অন্য। (৫) তাহার কার্য্য এক ইহার কার্য্য অন্য। (৬) তাহার ধর্ম্ম এক ইহার ধর্ম্ম অন্য।

তবে সেই কাশীর রাজা ও এই ভিক্ষুকের একতা কিরূপে হইবে? তখন প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে তাহা হইতে ও ইহা হইতে দেশ কাল বস্তু অভিমান কার্য্য ধর্ম্ম বাদ দাও তবে এই দুই বিষয়ে অনুস্যূত যে পুরুষ থাকে তাহা এক রহিল। সেইরূপে জীব ও দেশ কালাদি ত্যাগ করিলে দুইয়েতে অনুস্যূত যে চৈতন্য মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মা থাকে উঁহারা একই। এজন্য আমি সেই ব্রহ্ম এই দৃঢ় নিশ্চয় হয়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। ইহাতেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

দ্বাদশ কলা।

জ্ঞানীর কর্ম্ম নিবৃত্তি।

প্রঃ। কর্ম্ম কি ?

উঃ। শরীর, বাক্য ও মনের যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম।

প্রঃ। কর্ম্ম কয় প্রকার ?

উঃ। (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ এবং (৩) ক্রিয়মাণ ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার।

প্রঃ। সঞ্চিত কর্ম্ম কি ?

উঃ। অনেক অতীত জন্ম হইতে সঞ্চিত যে কর্ম্ম তাহাই সঞ্চিত।

প্রঃ। প্রারব্ধ কর্ম্ম কি ?

উঃ। অনেক সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে পরিপক্ক এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই বর্ত্তমান দেহের আরম্ভক যে কোন এক সঞ্চিত কর্ম্ম আছে তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম।

প্রঃ। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম কি ?

উঃ। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে এই বর্ত্তমান দেহে মরণ কাল পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম তাহাই ক্রিয়মাণ কর্ম্ম।

প্রঃ। জ্ঞানীর কর্ম্ম নিবৃত্তি কিরূপে হয় ?

উঃ। (১) জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের আবরণ অংশ নিবৃত্ত হয়। আবরণের নিবৃত্তি হইলে আবরণ আশ্রয় করিয়া স্থিত সঞ্চিত (পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক জন্ম কৃত) কর্ম্মের নিবৃত্তি (নাশ) হয়।

(২) জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে ইহ জন্মকৃত ক্রিয়মাণ কর্ম্মে "আমি অকর্ত্তা অভোক্তা অসঙ্গ ব্রহ্ম" এই নিশ্চয় হইয়া গেলে ইহার বলে আপন আশ্রয়ভূত ভ্রমজ তাদাত্মক নাশ হয়, এবং রাগ দ্বেষ দূর হয়। জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় কোন কর্ম্মই তখন জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ (ইহজন্ম কৃত) শুভ ও অশুভ কর্ম্ম যথাক্রমে সুহৃদ (সকামভক্ত) এবং দ্বেষী (নিন্দুক ব্যক্তি) গ্রহণ করে।

(৩) অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি আশ্রিত জ্ঞানীর প্রারব্ধ (পূর্ব্বে কোন এক জন্মকৃত এবং এই জন্মের আরম্ভ) কর্ম্ম ভোগদ্বারা নিবৃত্তি হয়, তাহাতে তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন এবং তদ্দ্বারা কর্ম্ম রচিত জন্মাদি সংসার হইতে মুক্ত হন। এইরূপে জ্ঞানীর কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়।

ত্রয়োদশ কলা।

সপ্তজ্ঞানভূমিকা।

প্রঃ। মোক্ষলাভের উপায়গুলির ক্রম কি ?

উঃ। সপ্তজ্ঞান ভূমিকাই মোক্ষের ক্রম।

প্রঃ। জ্ঞানীদিগের নিশ্চয়ের বিষয় ত এক ; কিন্তু তাহাদের স্থিতি ভেদ কেন হয় ?

উঃ। জ্ঞান ভূমিকা ভেদে জ্ঞানীদিগের স্থিতি ভেদ হয়।

প্রঃ। সপ্তজ্ঞান ভূমিকা কিকি ?

উঃ। (১) শুভেচ্ছা (৪) সত্ত্বাপত্তি
(২) বিচারণা (৫) অসংসক্তি
(৩) তনু মানসা (৬) পদার্থাভাবনী
(৭) তুর্য্যগা

প্রঃ। শুভেচ্ছা কি ?

উঃ। আত্মাকে জানিবার তীব্র ইচ্ছার নাম শুভেচ্ছা। যে কারণেই হউক পুরুষ যখন জিজ্ঞাসা করে

'স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ।'

১১৮।৮ উৎ যো রা।

কেন আর মূঢ়ের মত থাকি ? সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গে 'আমি কে' জানিবই ; বৈরাগ্য উদয়ে আত্মাকে জানিবার যে এই তীব্র ইচ্ছা ইহার নাম শুভেচ্ছা।

প্রঃ। শুভেচ্ছা কিরূপে জন্মে? ১।

উঃ। ইহ বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম কৃত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা এবং উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মোক্ষেচ্ছা এই চারি প্রকার সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। আজি সব আছে কালি কিছুই নাই সংসারের এই ঘাত প্রতিঘাতে বৈরাগ্য প্রবল হয়। বৈরাগ্য সহিত সাধনা করিতে করিতে ভবরোগ ধরা পড়ে। এবং আপনাকে জানাই যে সমস্ত রোগের একমাত্র প্রতিকার ইহা বোধ হয়। আত্মজ্ঞানের এই তীব্র ইচ্ছাই শুভেচ্ছা।

প্রঃ। বিচারণা কাহাকে বলে? ২।

উঃ। আত্মজ্ঞানে তীব্র ইচ্ছা জন্মিলে, পুরুষ বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণ লয়। গুরুমুখে নিরন্তর জীব ও ব্রহ্মের একতাবোধক বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করে। শ্রুত বিষয় একান্তে মনে উদয় করিবার জন্য নানা যুক্তি সহায়ে যে বিচার তাহারই নাম বিচারণা। ইহাই জ্ঞানের দ্বিতীয় ভূমিকা। বশিষ্ঠদেব বলেন ঃ—

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তি র্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা।"

উৎ, ১১৮।৯ যো বা.

সৎশাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বক যে সদাচার প্রবৃত্তি প্রবাহিত হয় অর্থাৎ গুরু সেবা, ভিক্ষাহার, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি বৃত্তি ইহাই বিচারণা।

প্রঃ। তনু মানসা কি? ৩।

উঃ। শুভেচ্ছা ও বিচারণার পর চিত্ত বিষয়ে অনাসক্ত হয় চিত্ত

তখন বহির্মুখতা ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখতা প্রাপ্ত হয়। অন্তর্মুখতার জন্য বিষয় বাসনার ক্ষীণতার নাম তনু মানসা। ইহাই ৩য় ভূমিকা।

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্ততা।
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমনসা। ঐ। ১০॥

প্রঃ। সত্ত্বাপত্তি কি? ৪।

উঃ। ভূমিকা ত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থে বিরতের্বশাৎ।
সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা। ঐ। ১১॥

জ্ঞানের তিন ভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত বাহ্য বিষয়ের সংস্কার ভাবনা হইতে বিরত হয়। তখন চিত্তের সত্ত্বগুণ প্রাপ্তি হয় ঐ সত্ত্বগুণ প্রাপ্তি বা আত্মনিষ্ঠতার নাম সত্ত্বাপত্তি। প্রথম দুই ভূমিকাই শ্রবণ মনন। তৃতীয় ভূমিকা নিদিধ্যাসন। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সংশয় ও বিপর্য্যয় দূর হয়। তখন স্বরূপ সাক্ষাৎকার রূপ নির্ব্বিকার স্থিতি ঘটিতে থাকে। চিত্তের এই সত্ত্বগুণ প্রাপ্তি বা স্বরূপ সত্ত্বা প্রাপ্তির নাম সত্ত্বাপত্তি। ইহাই ৪র্থ ভূমিকা।

প্রঃ। অসংসক্তি কি? ৫।

উঃ। দেহ আমি নই এই অনাসক্তির নাম অসংসক্তি। নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যস্ত হইলে দেহ বিষয়ে অহংতা মমতা গলিত হয়। দেহাদি বিষয়ে সর্ব্বথা প্রতীতির অভাবের নাম অর্থাৎ অবিদ্যা কার্য্য সংসক্তি যাহাতে না হয় তাহার নাম অসংসক্তি।

দশা চতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসঙ্গফলেন চ।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারাৎ প্রোক্তা সংসক্তিনামিকা॥ ১২ ঐ॥

চারি ভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত অসংসঙ্গ হয়। সমাধি পরিপাক হেতু অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে থাকে। ইহাই আত্ম-চমৎকৃতি বা আত্মানন্দ সাক্ষাৎকার।

প্রঃ। পদার্থাভাবনী কি ? ।৬।

*"ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া দৃঢ়ম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ॥ ১৩ ঐ॥:

পাঁচটি ভূমিকা অভ্যস্ত হইলে দৃঢ়রূপে আত্মরমণ হইতে থাকে। তখন বাহ্য ও অন্তর পদার্থের অপ্রতীতি হইতে থাকে, এই বাহ্যাভ্যন্তর পদার্থ ভুল হওয়ার নাম পদার্থাভাবনী। ইহাই ষষ্ঠ ভূমিকা। এই ভূমিকায় আত্মা দ্রষ্টা স্বরূপ।

পর প্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেনার্থভাবনাৎ।
পদার্থাভাবনানাম্নী ষষ্ঠী সঞ্জায়তে গতিঃ॥ ১৪ ঐ॥

প্রঃ। সপ্তম ভূমিকা তূর্য্যগা কাহার নাম ?

উঃ। ভূমি ষট্‌কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তূর্য্যগা গতিঃ॥ ১৫ ঐ॥

জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় ভাব ও অভাব (৪, ৫ ও ৬ ভূমিকা) প্রতীতি হইতেছে না এইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় নির্ম্মুক্ত যে তূর্য্য পদ তথায় মনের উত্থান রহিত যে স্থিতি তাহার নাম তূর্য্যগা। ইহাই সপ্তম ভূমিকা।

প্রঃ। জ্ঞানের এই ৭ ভূমিকায় কোন্ কোন্ সাধন হইল ?

উঃ। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভূমিকাতে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন ৪র্থ ভূমিকায় তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির সাধন।

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ভূমিকাতে পরমানন্দ সাধন।

এষা হি জীবন্মুক্তেষু তূর্য্যাবস্থেহ বিদ্যতে।
বিদেহমুক্তিবিষয়স্তূর্য্যাতীতমতঃপরম্॥

তূর্য্যগা গতি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তের। তাহার পর বিদেহমুক্তি।

চতুর্দ্দশ কলা।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি।

প্রঃ। জীবন্মুক্তি কি ?

উঃ। দেহাদি প্রপঞ্চের প্রতীতির সহিত যে ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি তাহারই নাম জীবন্মুক্তি।

প্রঃ। জীবন্মুক্ত হইলেও প্রপঞ্চের প্রতীতি কিরূপ হয় ?

উঃ। আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটি অবিদ্যার শক্তি। তন্মধ্যে আবরণ শক্তির জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নাশ হয়। তজ্জন্য জ্ঞানীর অন্য জন্ম হয় না। পরন্তু প্রারব্ধের বলে দগ্ধ ধান্যের ন্যায় বিক্ষেপ শক্তি থাকিয়া যায়। এইজন্য অবিদ্যা লেশ থাকে, সেই হেতু জীবন্মুক্তের প্রপঞ্চ প্রতীতি হয়।

প্রঃ। জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রপঞ্চের প্রতীতি হয় কেন ?

উঃ। যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলেও সর্প ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু কম্পাদি থাকে অথবা যেমন মরুভূমি জানিলেও মৃগ জল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বাধ প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়।

প্রঃ। বাধিত প্রপঞ্চ প্রতীতির অন্য দৃষ্টান্ত কি ?

উঃ। ভারত যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পর অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই দিন সত্যসঙ্কল্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে আজ যতক্ষণ গৃহে ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ এই রথ এবং অশ্ব যেমন

অক্ষুণ্ণ থাকে। তার পরে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন সেইক্ষণে অর্জ্জুনের রথ এবং অশ্ব ভস্মীভূত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা-রূপ সারথির সঙ্কল্প বলে আবার সেই রথ ও অশ্ব যেমন ছিল সেইরূপ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ স্থূলদেহরূপ রথে পুণ্যপাপ রূপ দুই চক্র, সত্ত্বরজস্তম তিন গুণ রূপ ধ্বজ, পঞ্চপ্রাণ রূপ বন্ধন, দশ ইন্দ্রিয় অশ্ব, শুভ অশুভ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় রূপ মার্গ, মনরূপ বল্গা, বুদ্ধিরূপ সারথি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহার সঙ্কল্প, অহঙ্কার বসিবার স্থান এবং আত্মরূপী রথী অর্জ্জুন। বৈরাগ্যাদি সাধনরূপ শস্ত্র। সেই রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুন সৎসঙ্গ রূপ রণভূমিতে গিয়াছেন। সেখানে গুরুরূপ অশ্বত্থামা মহাবাক্য উপদেশরূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। তখন জ্ঞানরূপ অগ্নি উদয় হইয়া সেইক্ষণেই দেহাদি প্রপঞ্চরূপ রথাদি বাধ করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ সারথি স্থানীয় বুদ্ধির প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ সঙ্কল্প বলে দেহাদির নাশ হইল না। কিন্তু পরেও দেহাদির প্রতীতি হইতে লাগিল। ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে। ইহাই বাধিত প্রপঞ্চের প্রতীতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত।

প্রঃ। বিদেহ মুক্তি কি ?

উঃ। প্রপঞ্চ প্রতীতি রহিত ব্রহ্মস্বরূপে যে স্থিতি, অথবা প্রারব্ধ কর্ম্মনাশের পর স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর অবয়বরূপ পরিণাম প্রাপ্ত অজ্ঞানের চৈতন্য বিষয়ে যে বিলয় তাহার নাম বিদেহ মুক্তি।

প্রঃ। প্রারব্ধ নাশ হইলে কার্য্য সহিত অজ্ঞান লেশের বিলয় কোন্ সাধনা দ্বারা হইয়া থাকে ?

উঃ। প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইবার পরে মূর্চ্ছার অধিক বা ন্যূন অবস্থায় যদি ব্রহ্মাকার বৃত্তির অসম্ভব হয়, আর জ্ঞানীর কোন বিধিও

না থাকে, তথাপি সুষুপ্তির ন্যায় মূর্চ্ছাকালেও ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার থাকে। উহাতে আরূঢ় চৈতন্যে কার্য্য সহিত অজ্ঞান লেশের নাশ হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিতৃণাদি দাহ করিয়া শেষে আপনিও দগ্ধ হয়, সেইরূপ সংস্কার আরূঢ় চৈতন্য হইতে দৃশ্য প্রপঞ্চ-জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া ঐ জ্ঞানের সংস্কারও বিনষ্ট হয়। শেষে অসঙ্গ, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ, আপনি আপন আধার, ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন।

প্রঃ। জীবন্মুক্ত ও বিদেহ মুক্তের পার্থক্য কি ?

উঃ। জীবন্মুক্ত প্রপঞ্চ প্রতীতি সহিত ব্রহ্মে অবস্থিত, বিদেহমুক্ত প্রপঞ্চ প্রতীতি রহিত ব্রহ্মে অবস্থিত। জীবন্মুক্তে অজ্ঞান লেশ থাকে, সেইজন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম ভাঙ্গিলেও যেমন কতক্ষণ পর্য্যন্ত ভয় ও কম্পাদি থাকে, সেইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেও কতক দিন পর্য্যন্ত স্বপ্নমত এই দৃশ্য প্রপঞ্চ থাকে। বিদেহ মুক্তিতে অজ্ঞান লেশও থাকে না।

অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে প্রত্যেক জ্ঞানীই বোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বশিষ্ঠদেব ব্যাসের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া রামকে বলিতেছেন, দেখ রাম! সম্মুখে এই যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে দেখিতেছ, ইনি জীবন্মুক্ত। আমরা ইঁহাকে কল্পনায় সদেহের মত দেখিতেছি। কিন্তু ইনি দেহাভি-মান শূন্য বাহিরে সদেহ মত দেখাইলেও ভিতরে বিদেহ। সেই জন্য বলা যায়, দেহ থাকা না থাকা প্রভেদের কারণ নহে; প্রভেদের কারণ, বোধ থাকা না থাকা। জলে ও তরঙ্গে প্রভেদ কি ? সেইরূপ মোক্ষ-লাভে দেহে অদেহে প্রভেদ কি ? মোক্ষ একরূপ বলিয়া জীবন্মুক্তির সহিত বিদেহ মুক্তির অল্পমাত্রও প্রভেদ নাই। বায়ু বায়ুই থাকে, প্রবাহিত হউক বা না হউক।

ন মনাগপি ভেদোঽস্তি সদেহাদেহমুক্তয়োঃ
সম্পন্দোঽপ্যথবা স্পন্দো বায়ুরেব যথাঽনিলঃ। যোঃ রাঃ মূঃ।৪৫।

প্রঃ। জীবন্মুক্ত হইলে কি হয় ?

উঃ। জীবন্মুক্তের লক্ষণ এই ঃ—

(১) এই অসৎ দৃশ্যজগৎ, দর্পণ প্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায় বোধ হয়।

(২) সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহারেও কর্ত্তৃত্বশূন্য, জাগ্রতেও সুষুপ্তির ন্যায় নির্ব্বিকার।

(৩) তাঁহার মুখপ্রভা সুখে দুঃখে সমান এবং তিনি যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।

(৪) তিনি আত্মাতে সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়া অবিদ্যা লেশ নাশের জন্য আত্মাতে জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকিয়া কোন কিছুই করেন না, কোন কিছুই দেখেন না, সর্ব্বপ্রকার বাসনাশূন্য।

(৫) বাহিরে রাগদ্বেষাদির অভিনয় করেন ভিতরে তৎ-বর্জ্জিত এবং চিদাকাশে অবস্থিত।

(৬) ইঁহার "অহং" নাই এবং বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পাপপুণ্য কিছুতেই লিপ্ত নহে।

(৭) তিনি কাহারও উদ্বেগ জন্মান না, তাঁহাকেও কেহ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না।

(৮) সংসারে আস্থাও নাই অনাস্থাও নাই; ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহার অনধীন চিত্ত থাকিয়াও চিত্ত রহিতের ন্যায়।

(৯) জীবন্মুক্ত-চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্দ্ধনিমেষে যথাক্রমে তিন লোকের নাশ ও উৎপত্তি হয়।

(১০) বিষয়ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি রাগ দ্বেষ, হর্ষ বিষাদ সর্ব্ব বিষয়ে অবিচলিত, সর্ব্বদা সুশীতল শান্তিপূর্ণ, এবং সর্ব্বপদার্থে আপনার পূর্ণতা সর্ব্বদা অনুভব করেন।

পবন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলে যেমন স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ জীবন্মুক্তও দেহ পতন হইয়া গেলে বিদেহ মুক্ত হন। বিদেহ মুক্তের পুনরায় উদয় অস্ত নাই। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী।

আরও লক্ষণ বলিব শুন। জীবন্মুক্ত সূর্য্যরূপে উত্তাপ প্রদান করেন, বিষ্ণুরূপে জগত্রয় রক্ষা করেন, রুদ্ররূপে সকলের সংহার করেন, প্রজাপতি-রূপে আবার সকলের সৃষ্টি করেন। তিনি আকাশ হইয়া বায়ুর উপরে বিচরণ করেন; ঋষিত্ব, সুরত্ব, অসুরত্ব বিধান করেন; কুলপর্ব্বত হিমালয়া-দির আকার ধরিয়া লোকপালদিগকে ধারণ করেন। তিনি ভূমি হইয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করেন, তৃণগুল্ম লতা হইয়া ফলাদি প্রদান করেন এবং তদ্দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণধারণের কারণ হয়েন। তিনি জল ও অনলাকার ধারণ করিয়া, দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বহন করেন এবং চন্দ্রমা হইয়া জ্যোৎস্না বর্ষণ করেন। তিনি হলাহল হইয়া মৃত্যু বিস্তার করেন, দিক্ হইয়া তেজঃ প্রকাশ করেন এবং তমঃ হইয়া অন্ধকার বিস্তার করেন। শূন্যভাবে তিনি ব্যোম (ফাঁক) পর্ব্বতভাবে অবরোধ (নিরেট)। ইনিই অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা জঙ্গম সৃষ্টি করেন। অনভিব্যক্ত চৈতন্য দ্বারা স্থাবর সৃষ্টি করেন। ইনিই সমুদ্র হইয়া ভূরূপা রমণীর বলয়াকৃতি ভূষণ হইয়াছেন। ইনিই চিৎ বপু হইয়া এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বয়ং শান্ত নির্ব্বিকার রূপে রহিয়াছেন। অধিক কি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্যমাত্রই তিনি। যোঃ বাঃ উৎ ৯।৪-২০। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ।

প্রঃ। জীবন্মুক্ত হইবার জন্য জ্ঞানপথ ভিন্ন কি অন্য পথ নাই?

উঃ। সকল পথের লক্ষ্যই জীবন্মুক্তি।

প্রঃ। জীবন্মুক্তি জন্য ভক্তিপথের সাধনা কি?

উঃ। অনুরাগ ভিন্ন ভক্তিপথে কেহ যাইতে পারে না। যাহাদের অনুরাগ এখনও একে পড়ে নাই, তাহাদের উচিত একেই চিত্ত একাগ্র করিতে অভ্যাস করা। অভ্যাসের বিঘ্ন যাহা তাহা নিবারণ জন্য বস্তু বিচার করিয়া দেখা উচিত। এক উপাস্য বস্তু সত্য আর যাহা দেখিতেছি তাহা সেই উপাস্যের উপর ইন্দ্রজাল মাত্র; এজন্য জগৎ মিথ্যা, সেই সত্য। সুরাপায়ীকে সুরা কিছু নয়, সুরায় তৃপ্তি নাই, প্রতিদিন এইরূপে সুরাদোষ দর্শন করাইলে, সুরাপান ত্যাগ হইতে পারে। বাস্তবিক জড় জগৎ অসৎ—বিচার দ্বারা পুনঃ পুনঃ ইহার অভ্যাসে চৈতন্যেই লক্ষ্য পড়ে। যে মন্দির দিয়াই চিন্ময়ীমূর্ত্তি লক্ষ্য হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। চিন্ময়ীমূর্ত্তিতে অনুরাগ হইলে আরও কার্য্য আছে। বিষয় সেবা করিলে মানুষের নানাপ্রকার ব্যাধি ও বিকার জন্মে। তন্মধ্যে বাক্য, চক্ষু ও কর্ণ-জনিত ব্যাধি প্রতীকার করা কঠিন।

মানুষ বড়ই কথা কয়। প্রয়োজন নাই তথাপি কথা কহিয়া থাকে। প্রথমে অল্পে অল্পে এই কথাস্রোত অন্তর্দেবের দিকে ফিরাইতে হয়। কথা তাঁহারই সহিত কহিতে হয়। ভুলিয়া গেলে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? এরূপ অভ্যাসে চিত্ত অন্তর্মুখী হইতে থাকে। যাহাকে ভালবাসা যায়, দূরে থাকিলে তাহার সহিত কতই কথা হয়, কিন্তু সম্মুখে দেখিলে জিজ্ঞাসার কিছুই থাকে না। সেইরূপ প্রতিনিয়ত কথা কহিতে কহিতে চিত্ত আরও উপরে উঠিতে থাকে। ভিতরে মানসপূজা করিতে করিতে বাহিরে যাহা দেখা যায়, মনে হয় সেই এইরূপে সাজিয়াছে। তখন রাগ দ্বেষ কাহারও উপর হয় না। চিত্ত বাহিরে আসিলেও তৎক্ষণাৎ অন্তর্ম্মুখী হয়। তাহার সহিত কথা, স্বাধ্যায় দ্বারা তাহাকে সমস্ত শ্রবণ করান, অভ্যস্ত হইয়া গেলে, অপর মানুষে

সাধকের নিকট নানাপ্রকার কথা কহিলেও সাধক মনে মনে নিজের কথাই নিজের উপাস্যকে জানান ; কাজেই কোন্‌টা ভাল কথা কোন্‌টা মন্দ কথা, কোন্‌টি ভাল কাজ কোন্‌টি মন্দ কাজ, কোন্‌টি অনুরাগের বিষয় কোন্‌টি বিরাগের বিষয় তাঁহার ধারণাই থাকে না। ভিতরের কার্য্যে তিনি দৃঢ়রূপে নিযুক্ত থাকেন বলিয়া মৃৎপিণ্ড, পাষাণ, কাঞ্চন, বিষ্ঠা, চন্দন কিছুই ভেদাভেদ দেখেন না। এই অবস্থাতে আপনা হইতে উপাস্য-দেবের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও দুই প্রকার জ্ঞানলাভ হয়। প্রথমে অন্তরে অন্তরে নিরন্তর কথা ও মানসপূজা। তজ্জন্য নিজের উপাস্য যে জড় নহে, ইহা অনুভূতি। তিনি চৈতন্য, দৃশ্য জড় ; এই বিচারে যিনি আছেন প্রপঞ্চের অন্তরালে তাঁহার অস্তিত্বে লক্ষ্য পড়ে। প্রতি বস্তু, প্রতি কার্য্য, প্রতি নক্ষত্র, প্রতি বৃক্ষ সেই চিন্ময় উপাস্য স্মরণ করাইয়া দেয়। গুরু ও শাস্ত্রের যে উপদেশ পরোক্ষ-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিল, সাধনায় তাহাই অনুভব হইতে থাকে। ক্রমে তত্ত্বমস্যাদি বিচার আইসে। 'সেই এই' হইয়া যায়। সে বড়ই প্রেমময় তাহাকে চিনিলেই সে তাহার মত করিয়া লয়। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ইহারই নাম সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই জীবন্মুক্তি।

পঞ্চদশ কলা।

বেদান্ত প্রমেয় বর্ণন।

প্রঃ। মোক্ষের স্বরূপ কি ?

উঃ। কার্য্য সহিত অজ্ঞানরূপ অনর্থ বা বন্ধন নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ।

প্রঃ। সেই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন কি ?

উঃ। ব্রহ্ম ও আত্মা এক, এই অপরোক্ষ জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন। আবার অন্যপক্ষে শ্রীভগবান রামচন্দ্র কৌশল্যাকে যে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে সাত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধা ভক্তির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ॥ ৫৯
ভক্তির্ব্বিভিদ্যতে মাতস্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ।
স্বভাবো যস্য যস্তেন তস্য ভক্তির্বিভিদ্যতে॥ ৬০
যস্তু হিংসাং সমুদ্দিশ্য দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ॥ ৬১
ফলাভিসন্ধির্ভোগার্থী ধনকামো যশস্তথা।
অর্চ্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ॥ ৬২
পরস্মিন্নর্পিতং যস্তু কর্ম্মনির্হরণায় বা।
কর্ত্তব্যমিতি বা কুর্য্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা স স্বাত্বিকঃ॥ ৬৩
মদ্‌গুণশ্রবণাদেব ময্যনন্তগুণালয়ে।
অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ॥ ৬৪

তদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তির্ম্ময়ি জায়তে ॥ ৬৫
সা মে সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্যমেব বা।
দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ॥ ৬৬
স এবাত্যন্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্য ভামিনি।
মদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্ ॥ ৬৭
মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণেন চ।
কর্ম্মযোগেন শস্তেন বর্জ্জিতেন বিহিংসনম্ ॥ ৬৮
মদ্দর্শনস্তুতিমহাপূজাভিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সঙ্গেনাসত্যবর্জ্জনৈঃ ॥ ৬৯
বহুমানেন মহতাং দুঃখিনামনুকম্পয়া।
স্বসমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিষেবয়া ॥ ৭০
বেদান্তবাক্যশ্রবণান্মম নামানুকীর্ত্তনাৎ।
সৎসঙ্গেনার্জ্জবেনৈব হ্যহমঃ পরিবর্জ্জনাৎ ॥ ৭১
কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ।
মদ্‌গুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ ॥ ৭২
যথা বায়ুবশাৎ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্‌ঘ্রাণমাবিশেৎ।
যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ ॥ ৭৩
সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥ ৭৪
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈ র্দ্রব্যৈ র্মে নাস্ব তোষণম্।
ভূতাবমানিনার্চ্চায়ামর্চ্চিতোঽহং ন পূজিতঃ ॥ ৭৫
তাবন্মামর্চ্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬

যস্তু ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মনশ্চ পরস্য চ
ভিন্নদৃষ্টের্ভয়ং মৃত্যুস্তস্য কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
মামতঃ সর্ব্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্
একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যাচার্চ্চেদভিন্নধীঃ ॥ ৭৮
চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধীঃ
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৭৯
তস্মাৎ কদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ
ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাতরুদীরিতঃ ॥ ৮০

অঃ রাঃ উত্তরকাণ্ড ৭ম অধ্যায়

প্রঃ। মোক্ষের অবান্তর সাধন কি ?

উঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং উপাসনাদি অনেক প্রকার অবান্তর সাধন আছে।

প্রঃ। জ্ঞানের বিষয় কি ?

উঃ। আত্মা ও ব্রহ্মের একতাই জ্ঞানের বিষয়।

প্রঃ। আত্মার স্বরূপ কি ?

উঃ। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি অজ্ঞান এবং শূন্য হইতে ভিন্ন অকর্ত্তা অভোক্তা অসঙ্গ ব্যাপক চেতন ইহাই আত্মার স্বরূপ।

প্রঃ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ?

উঃ। নিষ্প্রপঞ্চ অসঙ্গ পরিপূর্ণ চৈতন্য ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

প্রঃ। ব্রহ্ম ও আত্মার একতা কিরূপ ?

উঃ। সচ্চিদানন্দ ঐশ্বর্য্যরূপ সদা বিদ্যমান্ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা।

প্রঃ। জ্ঞানের স্বরূপ কি ?

উঃ। জীবব্রহ্মের অভেদত্ব নিশ্চয়ই জ্ঞানের স্বরূপ।

প্রঃ। জ্ঞানের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ (সমীপ) সাধন কি ?

উঃ। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে মহাবাক্যের অর্থ শ্রবণই জ্ঞানের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সাধন।

প্রঃ। পরম্পরা দ্বারা জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা হয় ?

উঃ। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্সম্পত্তি (শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা, সমাধান মুমুক্ষুতা); "তৎ" পদ এবং "ত্বং" পদের অর্থ শোধন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন এই অষ্ট পরম্পরা দ্বারা জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন হয়।

প্রঃ। জ্ঞানের বহিরঙ্গ (দূর) সাধন কি ?

উঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং নিষ্কাম উপাসনাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন।

প্রঃ। সব মিলিয়া জ্ঞানের কত প্রকার সাধন আছে ?

উঃ। জ্ঞানের সব মিলিয়া সাধন একাদশ বা তদপেক্ষা কিছু অধিক।

শেষ খণ্ড—নির্গুণ, বিশ্বরূপ, আত্মা ও অবতার সম্বন্ধে স্তবাদি

প্রস্তাবনা।

স্তবাদির প্রস্তাবনায়—সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

সকল জাতির সকল প্রকার নরনারীর সম্বন্ধে বলা যায় মনকে বিষয়ের দিক হইতে ঘুরাইয়া ক্রম অনুসারে আত্মপুরুষে সংলগ্ন করাই জীবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের লক্ষ্য। "চিত্ত নাম নদী উভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপ্যায় চ।" মন নদী বা চিত্ত নামক নদী কল্যাণ পথ ও পাপ পথ এই উভয় পথে প্রবাহিত হয়। মন ঊর্দ্ধমুখে চলিয়া চলিয়া যখন পরমশান্ত আত্মদেবকে স্পর্শ করে, তখন ইহার স্পন্দন আর থাকে না। ইহার নাম মনোনাশ। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি।

সঙ্কল্প শূন্য, কামনা শূন্য হইয়া অবস্থান করাই মুক্তি। কিন্তু সঙ্কল্প ও কামনা একবারে ছাড়া যায় না। সেইজন্য প্রথম প্রথম শুভ-সঙ্কল্প করিতে হয়, শুভ-কামনা করিতে হয়। ব্যবহারিক জগতে শ্রীভগবানকে স্মরণে রাখিয়া তাঁহার নাম করিতে করিতে জীব সেবা, দেশ সেবা এবং একান্তে নিত্যক্রিয়ায় মানস পূজা প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীভগবানের সঙ্গে থাকা ইহা কামনা হইলেও শুভ-কামনা। এই সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম। কারণ শ্রুতি বলেন, "**অকামো বিষ্ণুকামো বা**"। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সমকালে

জগচ্চক্র পরিচালন এবং সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবেই। নিষ্কাম কর্ম্ম ও যোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতারূপ ভক্তিযোগ আসিবেই। ভক্তির পরে জ্ঞান এবং জ্ঞানেই মুক্তি ইহাই সাধনার ক্রম।

আমরা প্রথমে সংক্ষেপে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সাধনাটি দেখাইতেছি।

সাধনায় বসিয়া সর্ব্বাগ্রে মনের সন্ধান লও। লইয়া মনকে একদিকে দেখাও পরম শান্ত পরম পদের সুখের ছবি, শুনাও "**ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ**" অন্য দিকে ইহাকে শুনাও জগতের দুঃখের হাহাকারধ্বনি, দেখাও ব্যথিত জীবপুঞ্জের মর্ম্মভেদী হাহাকার জড়িত মর্ম্ম বিদারক করুণ দৃশ্য। শেষ দৃশ্যে, জীবের দুঃখ ভাবনায়, দেশে দেশের ব্যথা ভাবনায় মম ব্যথিত হইবে। ব্যথিত হইয়াও ইহা হতাশ হইবে না। সুখের ছবি যে দেখে, শত দুঃখে পড়িলেও সে কখন হতাশ হইতে পারে না। যে ভালবাসে সে আপন প্রিয়কে ত্যাগ করিয়া কিছুতেই মরিতে পারে না। সে আশায় আশায় বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে মরিয়াও মরে না। সাধনা সে কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। তাহার প্রিয় তাহাকে মরিতে দেয় না। নানা-ভাবে তাহার কর্ম্মোদ্যম বাড়াইয়া দেয়, কর্ম্মোদ্যম করিতে করিতে সে বল পায়। বল পাইয়া তাহার মন কর্ম্মোদ্যমে ভরিয়া যায়। সে আপনি চলে সুখের পথে, আবার যে তাহার সঙ্গে যাইতে চায়, তাহাকেও সুখের পথে টানিয়া লয়। সকলকে সঙ্গে লইতেও সে ভার বোধ করে না। সাধনার সার কথা ইহাই।

তাই বলি মনকে একদিকে তোমার বাঞ্ছিতের রূপ দেখাইয়া লুব্ধ কর, অন্যদিকে জগতের হাহাকার শুনাইয়া তৎপ্রতিকার জন্য ভগবচ্চরণা-শ্রিত এই মনকে শুভ কর্ম্মে ভরিত কর, বড় শুভ হইবে।

রূপটি হইতেছে অবলম্বনের বস্তু। সকল প্রকার উপাসনায় এই জন্য রূপ থাকা আবশ্যক। আর রূপের সঙ্গে গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ জড়িত।

রূপের অন্তরের অন্তস্তলে স্বরূপ থাকিবেই। আবার রূপের কোলে কোলে আছে গুণ, আর গুণের পাশে পাশে আছে কর্ম্ম।

মনকে রূপ দেখাও যাহা ভালবাস তারই রূপ দেখাও। দেশ ভালবাস দেশের রূপই দেখাও। তবেই মন ধ্যান করিতে পারিবে। রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম এই গুলিতে হৃদয় ভরিয়া ফেল, হইবে ধ্যান ; সবগুলি অভ্যাস কর হইবে পূর্ণধ্যান। এই ধ্যানে খেলিতে খেলিতে খেলিবে না ; হাসিতে হাসিতে হাসি ভুলিয়া কোলে উঠিয়া করিবে স্থিতি লাভ। তখন সব আয়ত্ব করিয়া যাহা করার তাই করিয়াও করিবে না।

সংগৃহীত স্তবাবলী এরূপভাবে সাজান হইল, যাহাতে মন প্রতিদিন বিষয় বিরাগী হইয়া ভগবদনুরাগী হয়, অনুরাগী হইয়া যাহাতে রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা ধ্যানে পৌঁছিতে পারে।

গুণ ও কর্ম্মের ভিতরে থাকিয়াও তুমি ধ্যানের পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি স্বরূপটি না জানিতে চেষ্টা কর। তাই স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রধান উপাসনা যে গায়ত্রী তাহাতে "বিদ্মহে" "ধীমহি" ও "প্রচোদয়াৎ" ইহা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। যাহাকে না জানা যায়, তাহার ধ্যান হয় না। আর ধ্যানটি ঠিক না হইলে বুঝা যায় না তিনিই সকল ব্যাপারের প্রেরক কিরূপে। যখন স্বরূপ, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম চিন্তায় পূর্ণ ধ্যান আসিবে, তখন "তোমার কর্ম্ম তুমি কর" হইয়া যাইবে ; আর বলিতেও পারা যাইবে "লোকে বলে করি আমি"।

স্বরূপের ভাবনা না করিতে পারিলেই দলাদলি। স্বরূপ জানা হয় না বলিয়াই সাম্প্রদায়িকতা। যে যাহার উপাসনা কেন না করুক স্বরূপে

দৃষ্টি পড়িলেই বুঝা যায় যে এক ঈশ্বরই মানুষের উপাস্য। নাম, রূপ ভিন্ন হইলেও তিনি একই। স্বরূপ ভাবনায় সেই একেই স্থিতিলাভ হয়। তখন সকল অবস্থায় থাকিয়াও স্বরূপের বিচ্যুতি কখন হয় না। ইহাই জীবন্মুক্তি।

পূর্ণ ঈশ্বর চিন্তার অঙ্গ চারিটি।

(১) জগৎ যখন নাই তখন তিনি আপনি আপনি নির্গুণ বা গুণাতীত।

(২) জগৎ যখন হয় তখন তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া বিশ্বরূপ, অন্তর্যামী, ভগবান্, পরমেশ্বর।

(৩) সমষ্টিভাবে যিনি সর্ব্বেশ্বর তিনিই প্রতি সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে থাকিয়া আত্মা।

(৪) যখন জগতের বিপর্য্যয় ঘটে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানী ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সেই আত্মদেব স্ব স্বরূপে থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসিয়াও অবতার রূপে আসিয়া উদিত হয়েন। তাই বলা হয় জগৎ যাঁহার উপাসনা করে, তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার।

ইহার একটিও যদি অবজ্ঞা কর, তুমি সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়াছ নিশ্চয়। বিদ্বেষ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সরল হও। সরল হইয়া ভাবনা কর, তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার কিরূপে? ইহা কর দেখিবে তোমার সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভাব দূর হইয়া যাইবে; তুমি শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ দেখিবে না; তুমি যথার্থ শাস্ত্র শ্রদ্ধা করিতে পারিবে আর সমগ্র মানবজাতি তোমার ভালবাসার বস্তু হইয়া যাইবে; তুমি নামের সঙ্গে সেবা এবং সেবার সঙ্গে নাম করিতে করিতে প্রকৃত ভাবে জীবে দয়া করিতে পারিবে। এবং যতদিন কর্ম্ম করা যায়, ততদিন

কর্ম্ম করিয়া অন্তে—সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া সেই পরমব্যোমে, সেই পরম-পদে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের যিনি সাধক তাঁহাকে সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত কর্ম্ম-গুলি করিতে হইবে।

(১) অসৎ যাহা কিছু তাহাতে বৈরাগ্য অভ্যাস জন্য জগতের হাহাকার ভাবনা; নিজের মৃত্যু চিন্তা।

(২) সৎ যাহা তাহাতে অনুরাগ জন্য আত্মার রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ চিন্তা।

(৩) স্বরূপের চিন্তায় আত্মাই যে নির্গুণ, সগুণ ও অবতার ইহার পূর্ণ ধারণা।

(৪) প্রতিদিনের সাধনায় (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার (৩) তুমিই আমি বেশ করিয়া বুঝিয়া যিনি যে ভূমিকায় আছেন, ব্যব-হারিক কর্ম্ম জগতে তাহার অভ্যাস।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের, সার্ব্বজনীন সাধনার চতুর্থ অঙ্গের কথা এক্ষণে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্যক যাঁহাদের চিত্ত দুর্ব্বল তাঁহাদের চিত্তকে সবল করিতে হইবে।

বাহুবলের ভিত্তি হইতেছে মনের বল। যিনি সাত্ত্বিক তাঁহারই মনের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সত্ত্বগুণটি হইতেছে তাহা যাহা রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাস্ত করিয়া উদয় হয়। সকলেই বুঝিতে পারেন, যিনি রজস্তমকে বা লয় বিক্ষেপকে নিরস্ত করিতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। সমস্ত জাতি যখন রজস্তমকে অধঃকৃত করিবার জন্য তপস্যা করেন, প্রতি ব্যক্তি যখন সাধনা দ্বারা নিজের ভিতরের লয় বিক্ষেপ কাটাইতে সক্ষম হয়েন, তখন সেই জাতি সকলের পূজনীয় হয়েন।

তবেই হইল চিত্তকে সবল করিবার জন্য জাতির ও ব্যক্তির তপস্যা চাই। সত্ত্বগুণ জাগাইবার জন্য আবার শুদ্ধ আচার চাই ও শুদ্ধ আহারও চাই। মাংসাদি আহারে শরীর যতটুকু বল লাভ করে, তদপেক্ষা প্রকৃত বলের ক্ষয় হয় অনেক বেশী কিন্তু আতপ, দুগ্ধ, ঘৃতাদি সাত্ত্বিক আহারে চিত্ত স্থায়ী বলে বলশালী হয়। সাত্ত্বিক আহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ হইতেছে চিত্তের বিচার ক্ষমতা।

জগতের সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইতেছে বিচার হীনতা। যে যেখানে যাহা কিছু অন্যায় করে, যে যেখানে যাহা কিছু পাপ করিয়াছে, তাহা অবিচারেই হইয়াছে। ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিলে, কোন পাপই হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ নরনারীকে যতগুলি শক্তি দিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি হইতেছে এই বিচার শক্তি। যাহাতে এই বিচার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, সেই সাধনা কর ব্যক্তিগত উন্নতি ও জাতিগত উন্নতি উভয়ই লাভ করিতে পারিবে। ভিতরের অভ্যাস ব্যবহারিক কর্ম্মে নিত্য প্রয়োগ করাই সাধনা। আমরা এখানে ঈশ্বর লাভের সাধনাই বলিতেছি।

যিনি আমার মধ্যে আছেন, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্ণতা অনুভব করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে সার ধর্ম্ম।

আমার মধ্যে যিনি আছেন তিনিই আত্মপুরুষ; তিনিই আত্মা। আত্মাই চেতন। চৈতন্য যখন শরীর গ্রহণ না করেন, তখন তাঁহাকে ধরা যায় না। তখন তিনি নির্গুণ। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে কেহই জানিতে পারে না; পাইতেও পারে না। দেহ না থাকিলে চৈতন্যকে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সত্য কথা এই যে চৈতন্য দেহ আশ্রয়ে খণ্ড মত বোধ হইলেও তিনি কখন খণ্ডিত হন না। আকাশ ঘটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটাকাশ নাম ধরিলেও আকাশ কখন খণ্ডিত

হয় না। কাজেই দেহের মধ্যে যে চৈতন্যকে তুমি জীব-চৈতন্য বলিতেছ তাহা স্বরূপে সেই পূর্ণ চৈতন্যই। এই হেতু যে আত্মা জীব দেহে আসিয়া বদ্ধ জীব মত দেখা যাইতেছে সেই আত্মাই স্বরূপে নির্গুণ, তটস্থে বিশ্বরূপ, এবং জগৎ বিপর্য্যয়ে অবতার। তবেই হইল তোমার উপাস্য যিনি তিনি চেতন, তিনি জড় নহেন; তিনি আত্মা, তিনি অনাত্মা নহেন। যাহা কিছু উপাসনা তাহা আত্মারই উপাসনা। "শ্রুতিও বলেন **স যোঽন্যমাত্মন: প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি"** বৃহ ১ অধ্যায় ৪ ব্রাহ্মণ ৮ শ্লো। যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করে, তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলিবেন তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এই সত্যটুকু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই চৈতন্যটি কোন্ পদার্থ, দেহের মধ্যে ইনি কখন কিরূপ থাকেন, তৎপরে তাহারও বিচারও চাই। মায়ার যেমন তিন অবস্থা, আমাদের মনেরও সেইরূপ তিন অবস্থা। মায়ার অব্যক্ত অবস্থাটি কারণ শরীর, সঙ্কল্প অবস্থাটি সূক্ষ্ম শরীর এবং পরিদৃশ্যমান এই জগৎটি স্থূল শরীর। এই তিন শরীরে যে চৈতন্য খেলা করেন তিনি সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। জীবাত্মাও এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে খেলা করেন। আবার সাধনা দ্বারা ইনিই তুরীয় অবস্থা লাভ করিয়া আপনি আপনি ভাবে স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন।

আমরা বলিতেছি আমাদের উপাস্য যিনি তিনি চেতন। তিনি জড় নহেন। শিব, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা—এই মূর্ত্তিগুলি চৈতন্যেরই মূর্ত্তি। আবার চৈতন্যের যখন খণ্ড হয় না তখন আমার উপাস্যের মূর্ত্তি যাহা তাহা, অখণ্ড হইয়াও খণ্ড মত প্রতীয়মান আত্মারই মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণকে যদি আমার আত্মার মূর্ত্তি না বলিতে পারি, তবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা যায় না। তবে এইখানে এই বলা যায় যে আমি, কি এক মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই যেন আমাকে—আমার ভিতরে অনুভূত চৈতন্যকে

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইতে পৃথক মনে করিয়াই কষ্ট পাই। ব্যষ্টি, আপনাকে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াই পুনঃ পুনঃ জনন-মরণরূপ দুঃখ পাইতেছে। এই দুঃখ নিবৃত্তি জন্যই খণ্ড মত চৈতন্য যিনি তাঁহাকে অখণ্ড কৃষ্ণ চৈতন্য বা রাম চৈতন্য বা কালী চৈতন্যের উপাসনা করিতে হইবে। ইহারই ক্রম হইতেছে "আমি তোমার" "তুমি আমার" এবং "তুমিই আমি"।

প্রতিদিনের সাধনায় ভূতশুদ্ধি করিয়া, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পঁচিশ তত্ত্ব পঞ্চভূতকে ভাবনাতেও ফিরাইয়া দিতে অভ্যাস করিলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনি জীব উপাধিধারী আত্মা হইয়াও পূর্ণ আত্মা। সকল ভূতের সকল বস্তু ভূতদিগকে দিয়া দিতে পারিলেই আত্ম দর্শন হয়। যদিও আত্মদর্শন হয় তথাপি বহুকাল উপনেত্র ব্যবহারে নাসিকাতে যেমন একটা দাগ পড়ে—চসমা খুলিয়া রাখিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া একটা দাগ যেমন থাকে সেইরূপ সাধের কাজল স্বরূপ এই দেহ ধারণ করা হইয়াছিল বলিয়া আত্মাতে যেন একটা সংস্কারের দাগ থাকে। তুমিই আমি এই অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে তবে এই দাগ মুছিয়া যায়। ইহা লাভ করিবার জন্য প্রত্যহ আত্ম-নিবেদন করা চাই। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই আমি তোমার। কাজেই আমার ইচ্ছায় আর কিছুই যেন করিতে পারা যায় না। যাহা কিছু ইচ্ছা জাগে তাহা ধরিয়া বলিতে হয়—এই ইচ্ছামত কার্য্য কি করিব? এইরূপে প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য এবং প্রতি কার্য্য যখন তাঁহাকে জানাইয়া করিবার অভ্যাস পাকা হইয়া যায় তখন "আমি তোমার" সাধনা পূর্ণ হয়। "আমি তোমার" এই সাধনা ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ করিতে করিতে যখন প্রতি বিপদে, প্রতি দুঃখে, তোমার আগমন বুঝিতে পারা যায়, যখন বিপদে পড়িয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া চক্ষের

জল মুছাইয়া দাও, ডাকিলেই যখন তুমি না আসিয়া থাকিতে পার না তখন "তুমি আমার" হও। "আমি তোমার" এই সাধনা না করিয়া "তুমি আমার" সাধনা করিতে গেলে ব্যভিচার হইবেই। "আমি তোমার" এই সাধনা করিতে করিতে যখন আমার অনাদিসঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার তোমার চরণে অর্পিত হইতে থাকে; "আমি তোমার" সাধনা করিতে করিতে যখন আমার দোষগুলি দূর হয় আর তোমার গুণরাশি আমাতে উদিত হইতে থাকে তখন তুমি আমাকে পাপশূন্য করিয়া তোমার করিয়া লও। তাই আমার বিপদে তুমি স্থির থাকিতে পার না। তোমার ভৃত্যকে, তোমার দাসানুদাসকে, তোমার ভক্তকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা কর; তোমার আদরে, তোমার স্নেহে সে তোমার হইয়া তখন তোমার উপর মান অভিমান সবই করিতে পারে। এই ভাবে ভাব পুষ্টি লাভ করিয়া যখন তুমি আমার সাধনা পূর্ণ কর তখন ঘটাকাশই মহাকাশে এক হইয়া যায় এবং তুমিই আমি হইয়া যায়।

এখন আমারা ক্রম অনুসারে অতি সংক্ষেপে এই সাধনার অংশগুলি এখানে বলিয়া উপসংহার করিতেছি।

(১) **বিষাদযোগ**—নিজের ও মানবজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা কর, নিজের ও মানবজাতির কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য কর; বিষাদ আসিবেই।

(২) **তীব্র পুরুষার্থ**—বিষাদের প্রতিকার আছে; মানুষ যতই দুরাচার হউক, যতই শয়তান হউক প্রকৃত পথে চলিবার অধিকার সকলেরই আছে। আশা সকলেরই আছে। বিষাদ প্রতীকার জন্য কার্য্য সকলেই করিতে পারে। যতদিন না এই কার্য্য অভ্যস্ত হয়, ততদিন বিষাদকে যোগরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা করিতে হইবে, প্রতিদিন তাহার আলোচনা করিলে কর্ম্মোদ্যম শিথিল হয় না।

তীব্র পুরুষার্থ সহ কর্ম্ম করিলেই উন্নতি অনুভূত হইবে তাহাতে কর্ম্ম-কালেও হৃদয় সরস থাকিবে।

(৩) **পরোক্ষজ্ঞান**—তোমার যাহা যাহা অভাব, তোমার উপাস্য বস্তুতে তৎ সমস্ত বিষয়ই পূর্ণভাবে রহিয়াছে। তুমি অনিত্য, তুমি অজ্ঞান, তুমি নিরানন্দময়—কোন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বস্তুই তোমার আদর্শ। সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্রে এই সচ্চিদানন্দের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ কর।

(৪) গীতোক্ত পরম যোগ।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

এই পরম যোগ একবারে সকলে পারে না। তজ্জন্য ইহার পূর্ব্বের কার্য্য করিতে হইবে। গীতোক্ত দ্বাদশ প্রকার কর্ম্মের মধ্যে যাহার যেরূপ সুবিধা হইবে, তিনি তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি অভ্যাস করিবেন। প্রাণাপান সমান রূপ কর্ম্মটি সকলেই অভ্যাস করিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম ভাবে অন্য সমস্ত কর্ম্ম করা চাই। ভগবৎ প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে এবং প্রাণাপান সমান কর্ম্মে-চিত্ত অভ্যস্ত হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধির প্রথম অঙ্গ ইন্দ্রিয় জয়, দ্বিতীয় অঙ্গ রাগদ্বেষ ক্ষয়। প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ; জয় হইলেই এবং চিত্ত হইতে রাগদ্বেষ দূর হইলেই একান্তে পরম যোগ সাধনার সময় আইসে। পরম যোগ সাধন সময়ে সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ এবং সঙ্কল্প ত্যাগ অভ্যাস হইবে।

(৫) পরমভক্তি যোগ।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

এই ভক্তি সাধন কালে সচ্চিদানন্দরস অনুভূত হইতে থাকে। ইহাও স্থায়ী হয় না বলিয়া দ্বিতীয় প্রকার বিষাদ যোগ উপস্থিত হয়। জ্বলিত মস্তিষ্ক পুরুষ যেমন জ্বালা নিবারণ জন্য জলাশয়ের নিকটে ব্যাকুল হইয়া গমন করে সাধক ও এই অবস্থায়, প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন।

তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য সাধন। ইহার উপদেশ শ্রবণ মাত্র সাধকের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ মোক্ষলাভ হয়। ইহাই জীবন্মুক্তি। [গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪২ হইতে ৬২ শ্লোকে সমস্ত সাধনা আরও সুন্দরভাবে আছে। এই খণ্ডে সাধনা সার (১) দেখ]

আমরা সাধারণ পাঠকের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিতেছি।

কালের পরিবর্ত্তনে জগতের পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু যাহা সত্য তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। মানব মন পরিবর্ত্তিত হইলেও সত্য সনাতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই। এই কালে দেখিতে পাওয়া যায় জগতে বহু ধর্ম্ম বহু নীতি বহু শাসন প্রণালী চলিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মই এক সনাতন ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা মাত্র। আমরা এখানে বিশদভাবে গীতোক্ত সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ দেখাইতেছি।

সমগ্র মানবজাতি, এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা যে দিকে যাহার পানে তাকাও একটা বিষাদ জগতকে আক্রমণ করিয়াছে। রাজ্য-পালন, সমাজ শাসন, পরিবার পালন কিছুই যেন শান্তি দিতে পারিতেছে

না। এক একটি মনুষ্য ধরিয়া সমগ্র মানবজাতি খুঁজিয়া আইস—মনুষ্য, পরিবার, সমাজ, জাতি কেহই যেন জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে করিতে নিত্য বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতেছে না। প্রাণে ক্লেশ অনুভূত হইতেছে, যাহা চারিদিকে দেখিতেছি তাহা যেন চাই না, এই ব্যথা সকলেই ভোগ করিতেছে; মুখে স্বীকার কর বা না কর। জগতের এ ক্লেশ চিরদিন ছিল বা চিরদিন থাকিবে এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর, তোমার চেষ্টা বিফল হইবে। যে যে সময়ে এই ক্লেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই সেই সময়েই ইহার প্রতীকার হয়। কোন বিষয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইলেই সেই অভাব দূরীকরণার্থ উপায় পাওয়া যায়। উপস্থিত সময়ের এই জগদ্ব্যাপী বিষাদ এই কালের শুভ চিহ্ন। ইহাই জগতের সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের প্রকৃত কাল। অচিরেই এই সনাতন ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবে। কে আসিয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিব না। এখানে যাহা বলা হইতেছে তাহা ভবিষ্যতের আভাস অথবা পুরাতনের নূতন আলোচনা।

যে ধর্ম্ম সমগ্র মানব জাতিকে পবিত্র করিবে, যে ধর্ম্ম মানবের নিঃশ্রেয়স্ এবং জগতের অভ্যুদয়ের হেতু, যে ধর্ম্ম কালে কালে মলিন হইয়া যায়, আবার কালে উজ্জ্বল হইয়া সংস্থাপিত হয়, আমরা সংক্ষেপতঃ সেই সার ধর্ম্মটি, প্রথম অবয়ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া রাখিব।

সনাতন ধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ বিষাদ যোগ, শেষ ফল সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ যোগ। প্রথমেই বিষাদকে যোগ স্বরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। তুমি হিন্দু হও বা অহিন্দু হও, রাজপুত্র হও বা ভিখারী হয়, অল্পবয়স্ক হও বা অধিকবয়স্ক হও, বীরপুরুষ হও বা দুর্ব্বল হয়, বিদ্বান্ হও বা মূর্খ হও, স্ত্রীলোক হও বা শূদ্র হও, সংসারী হও বা সন্ন্যাসী হও সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ একমাত্র জীবনো-

দেশ্য সম্পাদনের জন্য সর্ব্বাগ্রে তোমাকে বিষাদ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। বিষাদ দেহেতেই অনুভূত হয়। এই বিষাদের মূল দেহ। দেহের মূল কর্ম্ম। শরীরে কর্ম্মভোগ হয়, আবার কর্ম্ম হইতে এই শরীর উৎপন্ন হয়। এই দেহ ধারণের পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্ম্ম সংস্কাররূপে জীবাত্মায় মিশিয়া থাকে, সেই কর্ম্মই জীবকে এই জগতে পুনঃ পুনঃ আনয়ন করে। সাধারণ লোকে যাহাকে দৈব বলে, সাধারণ লোকে যাহাকে বলে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে খণ্ডন করিবে, সাধারণ লোকে যাহাকে বিধিলিপি বলে, যাহার দোহাই দিয়া বলে যখন সময় হইবে তখন হইবে, এই দৈব, অদৃষ্ট, বিধিলিপি, সুসময় কুসময় আর কিছুই নহে, পূর্ব্বকৃত ফলদানোন্মুখ বা ফলদায়ী কর্ম্ম মাত্র। উপস্থিত সময়ে মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ কর, স্বপ্নাবস্থার ব্যবহার স্মরণ কর দেখিবে, তোমার মধ্যে নানা প্রকারের সঙ্কল্প বিকল্প নিরন্তর উঠিতেছে, লয় হইতেছে। এই সঙ্কল্প রাশির কতকগুলি পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কার, কতকগুলি উপস্থিত কর্ম্ম সংস্কার মাত্র। কোন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর, এই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তোমায় বাধা দিবে। যাহা তোমার কর্ত্তব্য তাহাই পুরুষকার সহকারে সম্পাদন করিতে চেষ্টা কর, তুমি তোমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িবে। ইহাই বিষাদ। যেরূপেই হউক যখন এই বিষাদ জাগিয়া উঠে, যখন পূর্ব্বাপর বিচার তোমাকে কাতর করিয়া তুলে, তখন বিষাদ যোগ আরম্ভ হইয়াছে জানিও। বিষাদের পরে একটা অবসাদ আইসে, তাহার পরেই ক্ষণিক একটু শান্তিও দেখা দেয়।

তুমি সেই ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ না হইয়া ভালরূপে কর্ম্ম চিন্তা কর, ভালরূপে বিষাদ আনয়ন কর, যখন দেখিবে পূর্ব্বাপর বিচারে তোমার কাতরতা, তোমার বিষাদ ঘনীভূত হইতেছে, যখন দেখিবে, বিষাদ যোগে তোমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর কম্পিত হই-

তেছে, গাত্র রোমাঞ্চিত হইতেছে, চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে, যখন দেখিবে তুমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছ না, মন ঘূর্ণিত হইতেছে, কর্ম্ম করিবার অস্ত্র হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, তখন জানিও এই তীব্র জ্বালার উপশমের সময় আসিয়াছে। বিষাদ যোগ সিদ্ধি হইয়াছে। অন্য কেহ তোমার বিষাদ দূর করিতে আসিতেছে।

এক রাজপুত্র এখনও ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। শরীর সবল রোগশূন্য, রূপ মনোভিরাম, সম্পত্তি সসাগরা ধরণী লইয়া, বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, অস্ত্র শিক্ষা শেষ হইয়াছে, বিদ্যার অপরোক্ষানুভূতি জন্য বহু দেশ বহুরাজ্য, বহু পুণ্যভূমি, বহু তীর্থ দর্শন হইয়াছে, বহু প্রকার মনুষ্য—পণ্ডিত মূর্খ, সুখী দুঃখী, ধনী দরিদ্র, রোগী নিরোগী, স্ত্রীলোক বালক, সুরূপ কুরূপ সমস্তই দেখা হইয়াছে—এই রাজপুত্র সহসা বিষাদগ্রস্ত হইলেন। মানবজাতির হাহাকার চিত্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রতি মানবের অভাব দেখিয়া, প্রতি নরনারীর অভাব বুঝিয়া, মৃত্যুর নির্দ্দয় ক্রীড়া দেখিয়া, জগতের নিত্য হাহাকার শুনিয়া, বিষাদ আসিল। রাজপুত্র কিছুতেই সুখ পাইলেন না। বিষাদ গ্রস্তের বাক্যালাপ কোথায়? রাজপুত্র একান্তে বিষাদ যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কোন কর্ম্মই ভাল লাগে না, আহারে রুচি হয় না, নিদ্রা কখন হয়, কখন হয় না, কোন কিছুই দেখিতে সাধ নাই, কাহারও সহিত আমোদ আহ্লাদে রুচি নাই, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কখন হয় কখন হয় না, সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকেন, সর্ব্বদা চিন্তা করেন কোথা হইতে এই শোক জগৎকে আক্রমণ করিল, কিরূপে ইহার শান্তি হয়; কেন মনুষ্যের এই দুঃখ; জগতের কিছুই ত স্থায়ী হয় না, তথাপি অস্থায়ী বিষয়কে স্থায়ী করিতে মানুষ এ উন্মত্ত চেষ্টা কেন করে? পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হয় আবার প্রতারণা জালে পড়ে; কে এইরূপ প্রতারণা করিতেছে, কে আমি, এই জগৎ কি, কোথা হইতে

এই সংসারাড়ম্বর উত্থিত হইয়াছে, এত বিষাদ কোথা হইতে আসিয়াছে? কি করিলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়? কি করিলে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়? রাজপুত্র নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সবল শরীর দুর্ব্বল হইয়া গেল, সুরূপ কুরূপে পরিণত হইল, দেহ রক্ত শূন্য হইল, চক্ষু নিষ্প্রভ, স্বর অতি ক্ষীণ, সুন্দর আর কিছুই রহিল না, শেষে জীবন অনাবশ্যক হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের বিষাদ যোগ সাধনা হইল—বিষাদের বিষয় পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, পরমানন্দপ্রাপ্তি ভিন্ন ইহা যাইবার নহে; তখন রাজপুত্র জ্ঞানী উপদেষ্টা প্রাপ্ত হইলেন। সনাতন ধর্ম্ম বুঝিলেন, বুঝিয়া কর্ম্ম করিলেন, উপদেষ্টার সম্মুখেই বিষাদ দূর হইল। রাজপুত্র প্রবুদ্ধ হইলেন। আপনার মধ্যে নিজশক্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। অজ্ঞান দূর হইল, তখন তিনি জগতের বিঘ্ন বিনাশ করিলেন। অধর্ম্মের বিনাশ হইল, ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল। এই রাজপুত্রের নাম সকলেই করিয়া থাকে; এখনও ঘরে ঘরে ইঁহার উপাসনা হয়। ইঁহার নামে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। ইঁহার ভাব স্মরণে ইঁহার কার্য্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে চিত্তমল দূর হয়। ইঁহার স্বরূপ হৃদয়ে রাখিতে পারিলে জীবন্মুক্তি হয়।

আর এক রণবীর ধর্ম্মযুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া রণবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে সাজিয়া আসিয়াছেন। সম্মুখে রণনদী খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। ঘোর মকর কুম্ভীরস্বরূপ বিপক্ষ দল সম্মুখে ঘুরিতেছে, প্রচণ্ড আবর্ত্ত দেখা যাইতেছে। নিঃশঙ্ক এই রণবীর দেখিতেছেন—বহু সৈন্য বহুবীর সংমিলিত হইয়াছে। তখন কৈবর্ত্তকের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বুঝিলেন সমস্ত ভারতের সৈন্য সামন্ত এই পুরুষ একত্র করিয়াছেন, উদ্দেশ্য ভূভার হরণ, অধর্ম্মের বিনাশ, সাধুর রক্ষা এবং সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন। রণবীর উপলক্ষ মাত্র। বীর পুরুষ সমস্তই বুঝিতেছেন। বহু মনুষ্যের বিনাশ

হইবে চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল, হস্ত হইতে যুদ্ধাস্ত্র খসিয়া পড়িল। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল মন বিক্ষিপ্ত হইল—বিষাদ হৃদয় আক্রমণ করিল। প্রাণ কাতরতায় পূর্ণ হইল। সম্মুখেই বিষাদের বস্তু, ইহা ভুলিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে বিষাদ যোগ অভ্যস্ত হইয়াছে। সম্মুখেই এক মহাপুরুষ। রণবীর ঐ মহাপুরুষের শিষ্য হইলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। বীর প্রবুদ্ধ হইল। এই বীরপুরুষ অদ্ভুত কর্ম্ম করিলেন। নিজ জীবনের কার্য্যে জগতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল।

আর এক রাজা অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছেন। আর জীবনে সাত দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাজা পাপ ভয়ে ব্যাকুল। এক ক্ষণেই তাঁহার বিষাদ যোগ সাধিত হইয়াছে। আর ভোগে রুচি নাই, রাজ্যে আসক্তি নাই; কোন কিছু দেখার সাধ নাই। দেখা যায় কিছু সুকৃতি সম্পন্ন ঘোর বিষয়ীও মৃত্যু শয্যায় বিষয় স্মরণ করে না। দেহের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। পুত্র কন্যা বিষয় সম্পত্তির কথা অন্তিম-কালে তুলিলেও বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে এ সবের কথা আর নয়। কিন্তু সুস্থ শরীরে যখন কাহারও এই বৈরাগ্যভাব জাগে, তখনই তাহার বিষাদ যোগ সাধিত হয়। এই রাজা এই অবস্থায় গঙ্গাতীর আশ্রয় করিলেন। প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ শ্রীগুরু তাঁহার মিলিল। শ্রীগুরু উপদেশ দিলেন, তোমার এখনও সাতদিন আছে, কিন্তু একজনের এক মুহূর্ত্তকাল মাত্র অবশিষ্ট ছিল তাহারও মুক্তিলাভ হইয়াছিল! তুমি হতাশ হইও না। তোমারও হইবে। তখন তিনি তাঁহাকে সাতদিন ধরিয়া হরি কথা শুনাইলেন। রাজার মুক্তি হইল।

আর এক প্রকারের বিষাদ যোগ আছে। পার্থিব আকাঙ্ক্ষায় এই বিষাদ যোগ সাধিত হয়। পার্থিব বস্তু প্রাপ্তিতে এই বিষাদ নিবারিত

হয়। পার্থিব হইলেও এই বিষাদ যোগেও প্রকৃত যোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং একটু বিচারেই ইহা হইতেও জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

এক ঋষিপুত্রীর এই বিষাদ যোগ সাধিত হইয়াছিল। প্রথম নয়ন ভঙ্গিতে অনুরাগ জন্মিল। এই অনুরাগ দিন দিন বাড়িয়া উঠিল, এই অনুরাগ প্রবল হইয়া আত্মবিস্মৃতিও ঘটাইতে লাগিল। ঋষিপুত্রী বিষাদ যোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। চিত্ত হইতে পিপাসা ছোটে না। ভুলিতে চেষ্টা করিলেও ভোলা যায় না। বরং প্রবল বেগে আক্রমণ করে। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে যোগ অভ্যস্ত হইল। অঙ্গ অবসন্ন হইল। সখীগণ নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছে। ঋষিপুত্রী নূতন কিশলয় শয্যায় শয়ন করিলেন, গাত্রজ্বালা নিবারণ হইল না। সখীগণ পদ্ম পত্রের মৃণাল বিছাইয়া দিল, পদ্মপত্র দ্বারা বীজন করিল, শেষ রাজপুত্রীর শ্বাস বহিতেছে কিনা শঙ্কা জন্মিল। এই বিষাদ যোগ অভ্যাসের পর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।

যখন রাজা ও রাজপুত্রের বিষাদ যোগ দুর্ল্লভ নহে, তখন দরিদ্রের বিষাদ যোগ ত নিত্যই আছে। শরীরের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার নিত্যরোগ; সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার নিত্য অভাব, সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার উপর অত্যাচারও বিরল নহে—এতদ্ভিন্ন ধনবানের কটাক্ষ, বিদ্বানের অবজ্ঞা, অহঙ্কারীর ঘৃণা—অর্থহীনের প্রতি সংসারের নির্দ্দয় ব্যবহার নিত্যই আছে। মৃত্যুর দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার প্রিয়বস্তু তোমার সমক্ষে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিবে, তুমি শত কাতর হইলেও কেহ তোমার কাতরতায় কর্ণপাত করিবে না। দরিদ্রের বিষাদের অভাব কোথায়? কিন্তু দরিদ্র বিষাদকে যোগ বলিয়া ভাবে না। গরিব অল্পেই দুঃখ করে, আবার অল্পেই আনন্দ করে। কিছু পাইলেই অবশ্য বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করে, আর কিছু গেলেই বড় বিষাদ করে। যদি দুই দশ লক্ষ লাভ হয়, বেচারা আনন্দে দিশেহারা হইয়া যায়; আবার যদি একটি

পুত্র কন্যার মৃত্যু হয়, তবে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। দরিদ্র এই ভ্রমে পতিত হয় বলিয়া বিষাদ যোগ অভ্যাস করিতে পারে না। কিন্তু দরিদ্র সহজেই ইহা অভ্যাস করিতে পারে—সমস্ত দুঃখগুলি হৃদয়ে জাগাইয়া এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি প্রত্যহ হৃদয়ে আবৃত্তি করিতে করিতে যখন আপনাকে বড়ই বলহীন দেখিতে পায়, যখন আর কিছুই করিতে পারে না, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, অথচ মন হইতে ঐ চিন্তা দূর করিতে পারে না, এই অবস্থায় কাতর প্রাণে যাহার শরণাপন্ন হয়, তিনিই সেই সনাতন ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া পথ দেখাইয়া দেন। সনাতন ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়া দরিদ্র সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করে।

মানবজাতি এই বিষাদ যোগ অভ্যাস করুক, দেখিবে যাহার জন্য এই বিষাদ—কোন আদর্শ পুরুষ তাহার প্রতীকার লইয়া এই মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিনা আদর্শে কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মানবজাতির আদর্শ কি ? তুমি মরণ-ধর্ম্মশীল, নিত্য-পরিবর্ত্তন শীল, কোন কি নিত্য বস্তু তোমার নাই ? তুমি অজ্ঞান কোন কি জ্ঞানী তোমার নাই ? তুমি অল্পজ্ঞ কোন কি সর্ব্বজ্ঞ তোমার নাই ? তুমি দুঃখী কেহ কি আনন্দ স্বরূপ তোমার নাই ? তুমি বিষাদ বুঝ, বুঝিয়া সাধন কর, বিষাদযোগ সাধনে প্রাণে প্রাণে কাতরতা অনুভব কর, দেখিবে অসতের জন্য, অজ্ঞানের জন্য, দুঃখীর জন্য, কোন জ্ঞানী নিত্যানন্দ পুরুষ সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই সনাতন ধর্ম্ম তাঁহারই উপদেশ! তুমি আপন ধর্ম্মটি বুঝিয়া লও—আপন কর্ম্মটি অভ্যাস করিতে থাক, তোমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

কালে কালে যদি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত না হইবে কেন ? সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কিছু কি আছে ? কালে কালে কখন সত্যের পরিবর্ত্তন হয় না ; সত্য, সকল কালেই সত্য থাকে ; ঈশ্বর,

সকল কালেই ঈশ্বর থাকেন। তোমার মন কালিমা পূর্ণ হইলে তোমার মনে ঐ ধর্ম্ম বা ঐ ঈশ্বর ভালরূপে প্রতিবিম্বিত হয় না। ইহা ধর্ম্মের দোষ নহে, দোষ তোমার মনের। নির্ম্মল জলে ও ঘোলা জলে এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিশিষ্ট দেখায়,—দোষ জলের—সূর্য্য কিন্তু এক। সেইরূপ সত্যধর্ম্ম এক, সত্যধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয়। তোমার মন কালে কলে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া তুমি ভিন্নরূপে ধারণা কর।

প্রকৃত কর্ম্ম পাইতে হইলে বিষাদ-যোগ আবশ্যক। আবার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে আর একবার বিষাদ যোগ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় বিষাদ-যোগ অভ্যস্ত হইলে পুরুষ জ্বলিতমস্তিষ্ক হইয়া যাঁহার শরণাপন্ন হয়েন, তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান প্রদান করেন। দ্বিতীয় প্রকার বিষাদ যোগ অনুষ্ঠান হইয়া গেলে কোন কর্ম্ম থাকে না। শুধু বুঝিলেই সচ্চিদানন্দ অনুভব হইয়া যায়। তখন সাধক বলিয়া উঠেন—

ভগবচ্ছরণ স্তোত্রম্।

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে।
মায়ানির্ম্মিতবিশ্বায় মহেশায় নমো নমঃ॥
রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং।
কামাদয়োঽপ্যনুদিনং প্রদহন্তি চিত্তম্।
মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্ দিনানি
তস্মাৎ ত্বমস্তু শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১॥

১। সৎ চিৎ আনন্দ তোমার স্বরূপ, তুমি ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ করিয়া থাক, এই বিশ্ব তোমার মায়ায় বিনির্ম্মিত। হে মহেশ! তোমাকে নমস্কার।

প্রবল রোগ সমূহ সর্ব্বদা শরীরকে শীর্ণ করিতেছে, কামাদি রিপু-

দেহো বিনশ্যতি সদা পরিণামশীল-
শ্চিত্তং চ খিদ্যতি সদা বিষয়ানুরাগী।
বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নান্ত-
স্তস্মাৎ ত্বমস্তু শরণং মম দীনবন্ধো॥ ২॥

আয়ুর্ব্বিনশ্যতি যথামঘটস্থ-তোয়ং
বিদ্যুৎপ্রভেব চপলা বত যৌবনশ্রীঃ।
বৃদ্ধা প্রধাবতি যথা মৃগরাজপত্নী
তস্মাৎ ত্বমস্তু শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৩॥

আয়াৎ ব্যয়ো মম ভবত্যধিকো বিনীতেঃ
কামাদয়ো হি বলিনো বিবলাঃ শমাদ্যাঃ।
মৃত্যুর্যদা তুদতি মাং বত কি বদেয়ং
তস্মাৎ ত্বমস্তু শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৪॥

সমূহও প্রতিদিন চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, মৃত্যু আয়ুহরণ করিতে করিতে সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে, হে দীনবন্ধো তুমিই আজ আমার একমাত্র আশ্রয়।

২। পরিণামশীল দেহ সর্ব্বদা বিনাশ পাইতেছে—বিষয়ে অনুরক্ত চিত্ত সর্ব্বদা খেদ করিতেছে, বুদ্ধি সর্ব্বদা বিষয়ে রমণ করিতেছে, ইহার অন্ত নাই—হে দীনবন্ধো! তুমিই আজ আমার আশ্রয়।

৩। কাঁচা ঘটে স্থিত জলের মত আয়ু বিনষ্ট হইতেছে, নূতন যৌবনশ্রী বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় চপল, বার্দ্ধক্য সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া আসিতেছে, তাই হে দীনবন্ধো! তুমিই আজ আমার আশ্রয়।

৪। আমার নীতি বোধ নাই, সুতরাং আয় হইতে আমার ব্যয় অধিক হয়, এবং কামাদি রিপুগণ আমার প্রবল, আর শমদম প্রভৃতি

তপ্তং তপো ।হ কদাহপি ময়েহ তন্বা
বাণ্যা তথা ।হি কদাহপি তপশ্চ
মিথ্যা ।ষণ পরেণ ন মানসং হি
তস্ম। ত্বমত্র শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৫ ॥

স্তব্ধং মনো মম সদা ন হি যাতি সৌম্যং
চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্যতি বিশ্বরূপম্।
বাচা তথৈব ন বদেন্মম সৌম্যবাণীং
তস্মাৎ ত্বমত্র শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৬ ॥

সত্ত্বং ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং
বিদ্ধে তদা কথমহো শুভকর্ম্মবার্ত্তা।
সাক্ষাৎ পরংপরতয়া সুখসাধনং তৎ
তস্মাৎ ত্বমত্র শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৭ ॥

(মুমুক্ষুর ষট্ সম্পত্তি) নিতান্ত দুর্ব্বল। অতএব মৃত্যু যখন আমাকে বন্ধনে নিপীড়িত করিবে, তখন আমি কি বলিব? সুতরাং হে দীন-বন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

৫। আমি কখনও এই শরীর দ্বারা তপস্যা করি নাই, এবং সর্ব্বদা মিথ্যাবাদপরায়ণ ছিলাম বলিয়া কখনও বাহ্যিক বা মানসিক তপস্যাও করি নাই, সুতরাং হে দীনবন্ধো! তুমিই আজ আমার একমাত্র আশ্রয়।

৬। আমার মন সর্ব্বদাই মোহে আচ্ছন্ন, কখনও সাত্ত্বিক স্বচ্ছতা লাভ করে না, আর আমার এই চক্ষু, ইহা কখনও তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করে নাই, আর আমার বাক্য তোমার শ্রবণমনোরম কথা কখনও কীর্ত্তন করে নাই, সুতরাং হে দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

৭। আমার হৃদয় রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং তাহাতে

পূজা কৃতা ন হি কদাঽপি ময়া ত্বদীয়া
মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেৎ রসজ্ঞা।
চিত্তং ন মে স্মরতি তে চরণৌহ্যবাপ্য
তস্মাৎ ত্বমস্তু শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৮ ॥

যজ্ঞো ন মেঽস্তি হুতিদানদয়াদিযুক্তো
জ্ঞানস্য সাধনগণো ন বিবেকমুখ্যঃ।
জ্ঞানং ক্ব সাধনগণেন বিনা ক্ব মোক্ষঃ
তস্মাৎ ত্বমস্তু শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৯ ॥

কখনও সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হয় না। অতএব যাহা সাক্ষাৎ অথবা পরম্পর-ক্রমে সুখের কারণ এমন শুভ কর্ম্ম আমা দ্বারা কিরূপে সম্ভবে? অতএব হে দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

৮। আমি কখনও তোমার পূজা করি নাই, আমার এই রসনা কখনও তোমার মন্ত্র জপ করে না, আর আমার চিত্ত! কখনও ইহা তোমার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তোমাকে স্মরণ করে না—আমি বড় দীন সুতরাং হে দীনবন্ধো! আজ তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়।

৯। হোম, দান, দয়া প্রভৃতি যুক্ত যজ্ঞ আমি কখনও করি নাই, জ্ঞানসাধন বিবেক প্রভৃতি সদ্গুণ রাশির একটীও আমার নাই, বিনা সাধন বলে জ্ঞান কিরূপে হইবে? মোক্ষই বা কিরূপে হইবে? সুতরাং আমি বড় দীন, হে দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

সৎসঙ্গতির্হি বিদিতা তব ভক্তিহেতুঃ
সাঽপ্যদ্য নাস্তি বত পণ্ডিতমানিনো মে।
ত্বামন্তরেণ ন হি সা ক্ব চ বোধবার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১০ ॥

দৃষ্টির্ন ভূতবিষয়া সমতাঽভিধানা
বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষমীকরোতি।
শান্তিঃ কুতো মম ভবেৎ সমতা ন চেৎ স্যাৎ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১১ ॥

মৈত্রী সমেষু ন চ মেঽস্তি কদাঽপি নাথ
দীনে তথা ন করুণা মুদিতা চ পুণ্যে।
পাপেঽনুপেক্ষণবতো মম মুৎ কথং স্যাৎ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১২ ॥

১০। শুনিয়াছি সৎসঙ্গ দ্বারা তোমার প্রতি ভক্তি জন্মে, কিন্তু আমি অতি পণ্ডিতাভিমানী আজ আমার সে সৎসঙ্গও নাই—সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে ভক্তি জন্মে না সুতরাং আমার আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব আমি বড় দীন, দীনবন্ধো! আজ তুমিই অংমার একমাত্র আশ্রয়।

১১। আমার সর্ব্বভূতে সমতা দৃষ্টি নাই, আমার এই দৃষ্টি সর্ব্বদা "ইনি আমার শত্রু, ইনি আমার মিত্র" এইরূপ বৈষম্য দোষে কলুষিত, সমতা না হইলে শান্তি কিরূপে হইবে? অতএব আমি অতি দীন, দীন-বন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

১২। হে নাথ; আমার কখনও সমান লোকের প্রতি মৈত্রী নাই,

নেত্রাদিকং মম বহির্ব্বিষয়েষু সক্তং
নান্তর্ম্মুখং ভবতি তান্ প্রবিহায় তস্য।
ক্বান্তর্ম্মুখত্বমপহায় সুখস্য বার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমস্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৩ ॥

ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবতাপশান্ত্যৈ
নাসীদসৌ হৃতহৃদো মম মায়য়া তে।
সাচাঽধুনা কিমু বিধাস্যতি নেতি জানে
তস্মাৎ ত্বমস্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৪ ॥

আর দীনের প্রতি করুণা এবং পুণ্যবানের প্রতি প্রীতিও আমার নাই, এবং পাপীর পাপ দর্শনে উপেক্ষা নাই, কিরূপে আমার সন্তোষ আসিবে, সুতরাং (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

১৩। আমার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয় সমূহে আসক্ত, বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহ কখনও অন্তর্ম্মুখ হয় না, ইন্দ্রিয় অন্তর্ম্মুখ না হইলে, সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

১৪। আমি সংসারের জ্বালা জুড়াইবার জন্য গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়াছি। (সংসারিদশায়) তোমার মায়া দ্বারা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার শান্তি ছিল না আজ (গৃহত্যাগাবস্থায়) তোমার সেই মায়া কি ঘটাইবে, তাহা আমি জানি না, সুতরাং (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার আশ্রয়।

প্রাপ্তং ধনং গৃহকুটুম্বগজাশ্বদারা
রাজ্যং যদৈহিকমথেন্দ্রপুরশ্চ নাথ।
সর্ব্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কস্মৈ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৫ ॥

প্রাণান্নিরুধ্য বিধিনা ন কৃতো হি যোগো
যোগং বিনাঽস্তি মনসঃ স্থিরতা কুতো মে।
তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শান্তিবার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানং যথা মম ভবেৎ কৃপয়া গুরূণাং
সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্।
সেবাঽপি সাধমতয়া বিদিতাঽস্তি বিত্তে-
স্তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৭ ॥

১৫। ধন, গৃহ, কুটুম্ব, হস্তী, অশ্ব, স্ত্রী, রাজ্য এইরূপে যাহা যাহা ঐহিক এবং যাহা যাহা স্বর্গীয় সব আমি পাইলাম, কিন্তু দেখিলাম, এ সমস্তই বিনশ্বর, ইহা দ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হয় না, সুতরাং আজ (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।

১৬। আমি বিধি অনুসারে প্রাণ নিরোধ পূর্ব্বক কখনও যোগ অনুষ্ঠান করি নাই, যোগ ভিন্ন আমার মনের স্থিরতা কিরূপে হইবে? স্থিরতা ভিন্ন আমার চিত্তে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং আজ (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

১৭। শ্রীগুরু কৃপায় যাহাতে আমার জ্ঞান লাভ হয়, বিধি অনুসারে

তীর্থাদিসেবনমহো বিধিনা হি নাথ
নাকারি যেন মনসো মম শোধনং স্যাৎ।
শুদ্ধিং বিনা ন মনসোঽবগমাপবর্গৌ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৮ ॥

বেদান্তশীলনমপি প্রমিতিং করোতি
ব্রহ্মাত্মনঃ প্রমিতিসাধনসংযুতস্য।
নৈবাঽস্তি সাধনলবো ময়ি নাথ তস্মা-
ত্তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশ মেশ
শম্ভো জনার্দ্দন গিরিশ মুকুন্দ সাম্ব।
নাঽন্যা গতির্ম্মম কথঞ্চন বাং বিহায়
তস্মাৎ প্রভু মম গতিঃ কৃপয়া বিধেয়া ॥ ২০ ॥

সেরূপ শ্রীগুরু-সেবা কথনও করি নাই, সেবাও জ্ঞানের—সাধন বলিয়া জানি (কিন্তু সেবা করি নাই) সুতরাং আজ (আমি বড় দীন) দীন-বন্ধো! তুমিই আজ আমার একমাত্র আশ্রয়!

১৮। নাথ! যাহাতে আমার চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, বিধিমত সেরূপ তীর্থাদি আশ্রয় করি নাই, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান ও মুক্তি হয় না, সুতরাং আজ (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।

১৯। জ্ঞান-সাধন-সম্পন্ন জনের পক্ষে বেদান্ত চর্চ্চায় আত্ম-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু নাথ! আমার ত সে সাধনার লেশমাত্র নাই, তাই বলিতেছি—দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

২০। গোবিন্দ! শঙ্কর! হরে! গিরিজেশ! মেশ! (মা—লক্ষ্মীর

এতৎস্তবং ভগবদাশ্রয়ণাভিধানং
যে মানবাঃ প্রতিদিনং প্রণতাঃ পঠন্তি।
তে মানবা ভবরতিং পরিভূয় শান্তিং
গচ্ছন্তি কিঞ্চ পরমাত্মনি ভক্তিমদ্ধা॥ ২১॥

জগতের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। নিরাশ্রয় সাধক কাতর প্রাণে প্রার্থনা করেন, হে অগতির গতি—কৃপা করিয়া আমার গতি বিধান করুন।

ভগবান। "মামেকং শরণং ব্রজ" আমার শরণাপন্ন হও।

সাধক। কিন্তু **তুমি কে প্রভু?**

ভষবান। আমি তোমার পূর্ণত্ব।

সাধক। স্পষ্ট করিয়া বল কিরূপে তুমি আমারই পরিপূর্ণ স্বরূপ?

ভগবান। (১) তুমি বুঝিয়া দেখ, যে তুমি অল্পকালের জন্য, কিন্তু আমি চিরদিনের জন্য, তুমি বুঝিয়া দেখ তুমি অসৎ আমি কিন্তু সৎ। (২) তুমি অল্পজ্ঞ, আমি সর্ব্বজ্ঞ; তুমি আপনাকে অজ্ঞান ভাব, আমি চিৎস্বরূপ। (৩) তুমি আপনাকে নিরানন্দ ভাব, কিন্তু আমি আনন্দ-স্বরূপ। তুমি নিরন্তর আমার দিকে লক্ষ্য রাখ বলিতে পারিবে—

"সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান।"

ঈশ-পতি) শম্ভো! জনার্দ্দন! গিরিশ! মুকুন্দ! সাম্ব! তোমাদের ভিন্ন আমার কোনরূপ গতি নাই, সুতরাং হে প্রভুদ্বয়! কৃপা করিয়া আমার গতি বিধান কর।

২১। যে সমস্ত মানব প্রতিদিন প্রণত হইয়া এই ভগবদাশ্রয় নামক স্তব পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করে। অপিচ তৎক্ষণাৎ পরমাত্মরূপী হরিহর মূর্ত্তিতে ভক্তি লাভ করিয়া থাকে।

সাধক। আমার দেহ আছে কিন্তু তোমারও কি শরীর আছে?

ভগবান। আমি যে দেহ ধারণ করি, তাহা অতি সুন্দর। রূপ মধুর, বাক্য মধুর, ভঙ্গী লাবণ্যপিচ্ছল, স্পর্শ অতি কোমল অতি সুমিষ্ট। চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দময় আমি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্র দিয়া অঙ্গরাগ করিয়া থাকি। তাহাই আবার আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী রূপ আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

আমি পরা প্রকৃতিরূপে অপরাপ্রকৃতি ধরিয়া রহিয়াছি। এজন্য আমার প্রথম পরা প্রকৃতি রূপ দেহ আতিবাহিক, দ্বিতীয় দেহ আরও স্থূল—ইন্দ্রজাল মাত্র।

সাধক। বুঝিলাম তুমি কে। কিন্তু কিরূপে শরণ লইব?

ভগবান। সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

ইহাই পরম যোগ। প্রথমেই আমার সচ্চিদানন্দ রূপের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ কর, এবং আত্মসংস্থ হও, আত্মধ্যান কর, অন্য কিছুই চিন্তা করিও না।

সাধক। কিরূপে আত্মসংস্থ হইব?

ভগবান। বুদ্ধি দ্বারা আপন মনকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ধারণা কর।

সাধক। ধারণা কবিতে গেলে সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়, বিষয় ত বিঘ্ন দেয়।

ভগবান। "গ্রহণ স্বরূপাস্মিতা স্বায়ার্থযত্ব সংযমাদিন্দ্রিয় জয়ঃ"।

চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে ছাড়াইতে হইলে, প্রথমে চক্ষুই দেখ। তখন বিষয়াকারে চিত্ত আকারিত না হইয়া চক্ষু হইতে বাহির হইতে পারিল না। পরে অহঙ্কারে চিত্ত স্থাপিত হয়, পরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ধারণা হইয়া থাকে। প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় কর, পরে মনোনাশ অভ্যাস কর। মন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া জড়ধর্ম্মী হইয়া যায়; মনকে বায়ুর মত লঘু কর। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প ক্ষয় কর এবং সচ্চিদানন্দ তত্ত্বও অভ্যাস কর। এক কালে তত্ত্বাভ্যাস,মনোনাশ এবং সঙ্কল্পক্ষয় অভ্যাস কর।

সাধক। কিরূপে মনোনাশ হয়?

ভগবান। প্রাণস্পন্দন রহিত হইলেই যখন প্রাণ ও অপান সমান হইয়া যায়, তখন মনোনাশ হয়।

সাধক। কিরূপে সঙ্কল্প ক্ষয় হয়?

ভগবান। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক দ্বারা বৈরাগ্য দৃঢ় হইলে সঙ্কল্প ক্ষয় হয়।

সাধক। তত্ত্বাভ্যাস কি?

ভগবান। সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এবং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচারে তোমার সেই রূপ প্রাপ্তি ইহাই তত্ত্বাভ্যাস ও তত্ত্বাভ্যাসের ফল।

সাধক। মনোনাশ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেও ত লয় বিক্ষেপ বাধা দেয়?

ভগবান। চিত্তশুদ্ধি না হওয়াই ইহার কারণ।

সাধক। কিরূপে চিত্ত শুদ্ধি হয়?

ভগবান। ১। আমি কর্ত্তা নহি, আমি ভোক্তা নহি, প্রতি কর্ম্মে ইহার অভ্যাস দৃঢ় কর। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩—২৭ ॥

২। আমার প্রীতির জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া যাও।
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯—২৭ ॥

নিষ্কাম কর্ম্মে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখ। [উপস্থিত কালে জগতে যে সমস্ত ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্বচিৎ এই পদবী পর্য্যন্ত উঠিতে প্রয়াস পাইতেছে মাত্র। অবশিষ্ট গুপ্ত।

সাধক। নিষ্কাম কর্ম্মও লোকে করিতে পারে না কেন ?

ভগবান। প্রকৃতি নিগ্রহ করিতে না পারিলে আমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করা হয় না। লোকে প্রবল পুরুষার্থ কাহাকে বলে বুঝিতে পারে না, সেই জন্য ভীত হইয়া বলে—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

আমার প্রকৃতি অতিশয় বলবতী সত্য। কিন্তু যে আমাকে আশ্রয় করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে মরণ পর্য্যন্ত পণ করে, সেই আমার সাহায্যে প্রকৃতি জয় করিতে পারে। সত্য কথা "মম মায়া দুরত্যয়া" কিন্তু "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে" এইরূপ করিলে বুঝিতে পারিবে কেন আমি বলিতেছি—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

এখন বুঝিতেছ পূর্ণ ধর্ম্ম কোনটি ?

সাধক। বুঝিলাম (১) বিষাদযোগ অভ্যাসে যে কর্ম্ম দ্বারা শুভ হইবে সেই কর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা হইবে, কর্ম্ম বুঝিয়া নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে তোমার প্রীতিতে লক্ষ্য পড়িবে—সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ হইবে, তখন ইন্দ্রিয় জয় এবং রাগ দ্বেষ ক্ষয় হইবে।

(২) রাগদ্বেষ দূর হইলে এবং রসের সহিত তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপাসনা করিলে চিত্ত শুদ্ধি হইবে।

(৩) চিত্ত শুদ্ধি হইলেও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তোমাতে স্থায়ী ভাবে থাকিতে পারা যায় না বলিয়া দ্বিতীয় বিষাদযোগ উপস্থিত হইবে। এই কালে তত্ত্বাভ্যাস মনোনাশ ও সঙ্কল্প ক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে।

वासना-क्षय-विज्ञान-मनोनाशा महामते।
समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मताः॥ २।११॥

(৪) তত্ত্বাভ্যাস মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়ের পর কোন কর্ম্ম নাই। এই সময়ে শুধু বুঝিলেই সব হইয়া যায়। কারণ এই কালে তত্ত্বাভ্যাসে রস অনুভূত হয়। তখন তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বোধ জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি করে। অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলেই জীব আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করে। ইহাই সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মানব জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত কর্ম্ম। অন্যান্য যাহা কিছু তাহা এই কর্ম্মের জন্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্ম ভিত্তি করিয়া মানব সমাজ গঠন কর—জগৎ চক্র সুন্দর চলিবে জীবও সর্ব্ব ক্রম মত সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি লাভ করিবে। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।

স্তোত্রাবলী।

প্রথম বিশ্রাম।

প্রথম উল্লাস—বৈরাগ্য।

১

আদি প্রতিজ্ঞা।

नाना योनि सहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया।
आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः॥
जातस्यैव मृतस्यैव जन्म चैव पुनः पुनः।
अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्॥
यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम्।
एकाकी तेन दह्यामि गतास्ते फलभोगिनः॥
यदि योन्यां प्रमुच्यामि सांख्यं योगं समभ्यसेत्।
अशुभक्षयकर्त्तारं फलमुक्तिप्रदायिनम्॥
यदि योन्यां प्रमुच्यामि तं प्रपद्ये महेश्वरम्।
अशुभक्षयकर्त्तारं फलमुक्तिप्रदायिनम्॥
[यदि योन्यां प्रमुच्यामि ध्याये ब्रह्म सनातनम्।
अशुभक्षयकर्त्तारं फलमुक्तिप्रायकम्॥]

কত সহস্র যোনি আমি দেখিলাম! কুকুর শূকরাদির ভোজ্য কত খাদ্যই খাইলাম। নানা যোনিতে জন্মহেতু কত প্রকার স্তন্যদুগ্ধই পান করিলাম।

জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃ পুনঃ কত জন্ম কত জন্মান্তর হইল! অহো! আমি দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। উদ্ধারের

২

সংসারের রূপ—উদ্ধারের উপায়।

যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ।
যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে ॥ ১৯ ॥

কোন উপায় দেখিতেছি না। প্রতি জন্মে পুত্র কলত্রাদি পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি। এখন আমি একাই দগ্ধ হইতেছি। পরিজনেরা ফলভোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কর্ত্তারই পাপ সম্বন্ধ হয়। অর্জ্জিত দ্রব্যের ভোক্তার কিছুই হয় না।

যদি এইবার যোনি হইতে মুক্ত হই তবে সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ অভ্যাস করিব। ইহারাই অশুভের ক্ষয় কর্ত্তা এবং মুক্তি ফল প্রদানে সমর্থ। [অভ্যাসেদভ্যাসেয়ম্] যদি যোনি হইতে মুক্ত হই, তবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব। ইনিই অশুভের ক্ষয় কর্ত্তা ও মুক্তিফল প্রদাতা।

যদি যোনি হইতে মুক্ত হই, তবে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিব। ইহাই অশুভ ক্ষয়কারী এবং মুক্তিদানে সমর্থ।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র মাতা যশস্বিনী শ্রীকৌশল্যা দেবীকে বন গমনের সংবাদ দিলেন। কুররীর ন্যায় শ্রীকৌশল্যা দেবীর বিলাপ শুনিয়া শ্রীলক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। লক্ষ্মণের ক্রোধ শান্তি জন্য শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, আর এই রাজ্য, এই দেহাদি—যদি এই সব সত্য হয়, তবে এই দেহকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তুমি যে আমার রাজ্যপ্রাপ্তির বিঘ্নকারী সকলকে বিনাশ করিতে চাও, তজ্জন্য তোমার শ্রম সফল। কিন্তু ভাই এসব কি সত্য? দেখ লক্ষ্মণ! ইন্দ্রিয় সুখ বল, রাজ্য সুখ বল, ভোগ সকল মেঘসমূহের মধ্যে

ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নি সন্তপ্ত লোহস্থজলবিন্দুবৎ॥ ২০ ॥
যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্॥ ২১ ॥
সংস্থিতিঃ স্বপ্ন সদৃশী সদা রোগাদি সঙ্কুলা।
গন্ধর্ব্ব নগর প্রখ্যা মূঢ়স্তামনুবর্ত্ততে॥ ২৫ ॥
আয়ুষ্যং ক্ষীয়তে যস্মাদাতিস্থ গতাগতৈ ।
দৃষ্ট্বান্যেষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে॥ ২৬ ॥

বিদ্যুৎ চমকের মত চঞ্চল, এই আছে এই নাই। আর জীবের আয়ু! তাহাও অগ্নিতপ্ত লৌহে জলবিন্দু যেমন তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায় সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী। আরও দেখ সর্পে ভেক ধরিয়া অল্পে অল্পে গিলিতেছে। ভেকের নিকটে পতঙ্গ আসিল। ভেক যে তৎক্ষণাৎ মরিবে তাহা ভুলিয়া যেমন পতঙ্গকে আহার করিতে যায়, সেইরূপ কালসর্পগ্রাসে পড়িয়াও মানুষ অনিত্য ভোগকে ইচ্ছা করে। দেখ ভাই এই সংসারের স্থিতি স্বপ্নের মতন। এই স্বপ্নমত অস্থায়ী সংসারে মানুষ আবার নিরন্তর রোগ শোক জ্বালামালায় তাপ পাইতেছে। ইহা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অস্থির। মূঢ়বুদ্ধি মানুষ উহাকেই সত্য ভাবিয়া সংসার রক্ষা জন্য কি না করিতেছে? সূর্য্যের উদয়ে ও অস্ত গমনে মানুষের আয়ু দিন দিন ক্ষয় হইতেছে। মানুষ অন্যের জরা মৃত্যু সর্ব্বদা দেখিতেছে, তথাপি একবারও ভাবেনা যে সে মরিবে। সেই দিন সেই রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। মূঢ়বুদ্ধি মানুষ দিন রাত্রি কেবল সেই এক ইন্দ্রিয়ভোগে ব্যস্ত। একবারও কালের ভীষণ গতি দেখিতেছে না।

কাঁচা কলসের জলের মতন প্রতিক্ষণই জীবের জীবন বাহির হইয়া

স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেব মূঢ়ধীঃ।
ভোগাননুপতত্যেব কাল বেগং ন পশ্যতি ॥ ২৭ ॥
প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদায়ুরামঘটাম্বুবৎ।
সপত্না ইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥ ২৮ ॥
জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জ্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে।
মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে ॥ ২৯ ॥
যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নাত্মনোবিদুঃ।
তাবৎ সংসার দুঃখৌঘৈঃ পীড্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদাভিন্নমাত্মানং হৃদি ভাবয়।
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্ব্বমনুবর্ত্তস্ব মা খিদ ॥ ৪০ ॥
ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা।
প্রবাহ পতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৪১ ॥
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাহবন্নপি রাঘব।
অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ ॥ ৪২ ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ, সর্গ।

যাইতেছে। আর রোগ সকল শত্রুর মত দেহকে প্রহার করিতেছে। ব্যাঘ্রীর মত জরা সম্মুখে বসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। আর মৃত্যুও নিকটেই রহিয়াছে। কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! যতদিন মানুষ না জানিতেছে যে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ এই সব হইতে চেতন আত্মা ভিন্ন, ততদিন মৃত্যুযুক্ত সংসার দুঃখ ইহাকে পীড়ন করিবেই। তাই বলি তুমি সকল সময়ে অসঙ্গ আত্মাকে হৃদয়ে ভাবনা কর। আর আপনাকে বুদ্ধি ইত্যাদি হইতে পৃথক্ জানিয়া বিচার বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক বাহিরের লোক-ব্যবহার কার্য্য কর। খেদ করিও না। প্রারব্ধ

৩

সংসারে শোক—শোক শান্তি।

তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্।
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯৫ ॥
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্।
বিচার্য্যমানে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥ ৯৬ ॥
স্বকর্ম্ম বশতঃ সর্ব্ব জন্তূনাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
বিজানন্নপ্যবিদ্বান্ যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্ ॥ ১০০ ॥

বশে যে সুখ বা দুঃখ আইসে তাহা শান্ত হইয়া ভোগ করিয়া যাও। এইরূপে সংসার-প্রবাহে পতিত তুমিও পাপ পুণ্য যাহা কিছু প্রারব্ধ বশে ভোগ করিবে তাহার কর্ত্তা তুমি নও ইহা জানিয়াছ বলিয়া কার্য্য করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। বাহিরে সর্ব্বত্র কর্ত্তা ভাব রাখিয়াও অন্তঃশুদ্ধ স্বভাব তুমি আর কিছুতেই কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইবে না। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—ভরত! তোমার পিতার দেহটিই তোমার পিতা নহেন। তিনি মোক্ষ ভাজন তিনি অশোচ্য কারণ তিনি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছেন। তুমি বৃথা শোক করিতেছ। পুণ্যবানের আত্মা নিত্য অব্যয় শুদ্ধ জনন-মরণ বর্জ্জিত। দেহে ও সংসারে বদ্ধ যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের আত্মা অশোচ্য। এই শরীরটা অত্যন্ত জড় অতি অপবিত্র এবং বিনশ্বর। বিচার কর দেখিবে শোকের অবসর এখানে নাই। আপন আপন কর্ম্মবশে জীব এখানে জন্মে ও মরে। আর যে অবিদ্বান্ অর্থাৎ যে আত্মতত্ত্ব জানে না, কিন্তু সে যখন জানিতেছে বা শুনিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছে যে, আপন আপন কর্ম্মবশে সকল প্রাণীর জন্মমৃত্যু হইতেছে সে তখন তাহার

ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে॥ ১০১॥
চলপত্রান্তলগ্নাম্বু বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব॥ ১০২॥
এক এব পরোহ্যাত্মা হ্যদ্বিতীয়ঃ সমস্থিতঃ।
ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বা শোকং কুরুক্রিয়াম্॥ ১০৭॥

অঃ, রাঃ, অযো, ৭ সর্গ।

৪

সংসার ভ্রমণে বিতৃষ্ণা—চিত্ত বিভ্রান্তি।

মুনে! চিরমহং ভ্রান্তো দেবোপবনভূমিষু।
ভোগামোদবিমোহেষু ষট্পদঃ পদ্মিনীম্বিব॥ ৩৩॥

পুত্র মিত্র বন্ধু বান্ধবের জন্য কেন শোক করিবে? আরও দেখ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সৃষ্টিও বহুবার গত হইয়াছে, সাগর সকলও শুষ্ক হইয়া যায়; বল দেখি ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আবার আস্থা কি হইতে পারে? এই আয়ু চঞ্চল পত্রাগ্র বিলম্বিত শিশির বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুর। অতি বাল্য অবস্থাতেও যে ঝরিয়া পড়ে সেই ক্ষণভঙ্গুর আয়ুর উপর তোমার বিশ্বাস কি?

দেখ আত্মা কিন্তু এক; প্রকৃতির পর; আত্মা সব্বারই এক—দুই রকমের আত্মা হয় না; আত্মা সকল লোকের মধ্যে সমান ভাবে অবস্থিত। আত্মার স্বরূপটি এইরূপে দৃঢ়ভাবে জানিয়া শোক ত্যাগ কর, এবং আপন কর্ত্তব্য কর।

সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠদেবকে বলিতে লাগিলেন,—হে মুনে! ভ্রমর যেমন মধুলোভে পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমিও অনেক দিন ধরিয়া

দৃশ্যনদ্যামথো চিত্ত জলকল্লোলহেলয়া।
চক্রাবর্ত্তোহ্যমানেন ময়োদ্বিগ্নেন চিন্তিতম্॥ ৩৪॥
সংসারসাগরে দৃশ্যকল্লোলৈরহমাকুলঃ।
কালেনোদ্বেগমায়াত শ্চাতকোঽবগ্রহে * যথা॥ ৩৫॥
সংবিন্মাত্রৈকসারেষু রম্যং ভোগেষু নাম কিম্।
অবতিষ্ঠে গতোদ্বেগ সংবিদ্ব্যোম্নোব কেবলম্॥ ৩৬॥
শব্দরূপরস স্পর্শ গন্ধমাত্রাদৃতে পরম্।
নেহ কিঞ্চন নামাস্তি কিমেতাবত্যহং রমে॥ ৩৭॥

ভোগের আমোদে অন্ধ হইয়া দেবতাদিগের উপবন ভূমিতে ঘুরিতেছি। স্বপ্নবৎ দৃশ্যনদীতে চিত্ত জলকল্লোল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে যখন অগাধ-জলে চক্রাবর্ত্তে গিয়া পড়িলাম, তখন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলাম। সংসার-সাগরের দৃশ্য কল্লোল দ্বারা আমি আকুল। বৃষ্টির প্রতিবন্ধে চাতক যেমন আকুল হয়, আমিও চিত্তবিশ্রান্তি না পাইয়া সেইরূপ ব্যাকুল হইতেছি। ভোগে আবার রমণীয়তা কি আছে? সকলই ত অসার। একমাত্র সার বস্তু হইতেছে জ্ঞান। পরম শান্ত একমাত্র সংবিৎ-আকাশে উদ্বেগ শূন্য হইয়া অবস্থান করি। দৃশ্য প্রপঞ্চে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ভিন্ন আর কি আছে? অসার বিষয়ে আর কেন মজিয়া থাকি? এ সমস্তই একমাত্র চিদাকাশ অথবা একমাত্র চৈতন্যই দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত। তবে উন্মত্তজনের মত আর এই অসৎ বিষয় লইয়া থাকি কেন? এই জীবন-নদী নানাবিধ বিক্ষেপ কল্লোলে আকুল; কতই ভীষণ আবর্ত্ত ইহা তুলিতেছে। জন্ম ও মৃত্যু ইহার বিশাল তট। সুখদুঃখ ইহার তরঙ্গ। যৌবনের উল্লাস ইহার পঙ্ক। এই জীবন-নদী জরাধবলিমায়

* অবগ্রহে—বৃষ্টি প্রতিবন্ধে।

চিন্মাত্রাকাশমেবৈতৎ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব বা।
তৎ কিমত্রাসদাকারে রমে নষ্টমতির্যথা ॥ ৩৮ ॥
বিবিধাকুলকল্লোলা চক্রাবর্ত্ত বিধায়িনী।
মৃতি-জন্ম-বৃহৎ-কূলা সুখ-দুঃখ-তরঙ্গিণী ॥ ৪২ ॥
যৌবনোল্লাসকলিলা জরা-ধবল-ফেনিলা।
কাকতালীয় যোগেন সম্পন্ন সুখ বুদ্‌বুদা ॥ ৪৩।
জীর্ণা জীবিত জম্বাল-জর-চ্ছফরিকা মতিঃ।
কায়ং দ্রুতগতা দাতুং জরেচ্ছতি বৃহৎবকী ॥ ৪০ ॥
কায়োয়মচিরাপায়ো বুদ্‌বুদোঽম্বুনিধাবিব।
স্ফুরন্নেব পুরোন্তর্দ্ধিং যাতি দীপশিখা যথা ॥ ৪১ ॥

ফেনিলা। কাকতালীয়ন্যায়ে ইহাতে কখন কখন সুখ বুদ্‌বুদ উঠে। দ্রুত আগতা জরারূপিণী বৃহৎ বকী জীবনরূপ জম্বালে বৃহৎ শফরী ধরিতে মনস্থ করিয়া এই শরীরে আসিয়া আশ্রয় লয়। অম্বুনিধির বুদ্‌বুদের ন্যায় এই শরীর দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়। দীপশিখার মত এই জীবন সম্মুখে দেখিতে দেখিতেই নিবিয়া যায়। জীবন নদীর এই সমস্ত লোক ব্যবহার মূর্খদিগের প্রলাপধ্বনিরূপ জলরবে সর্ব্বদা আকুল। রাগ দ্বেষরূপ মেঘ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া এই নদী ভূতলে দেহ বিস্তার করিয়া ছুটিয়াছে। লোভ মোহরূপ ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত তুলিয়া এই নদী শত উৎপাৎ পূর্ণ হইয়া ছুটিতেছে। অহো! এই জীবন নদী তাপত্রয় তপ্তা। কেবল শব্দ শুনিয়া লোকে ভাবে ইহা শীতল। ইষ্ট পুত্রমিত্রের যে মিলন ইহা সংসার-সাগরে জলরাশির একত্রাবস্থানের ন্যায় এই মিলিতেছে, এই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বপ্রাপ্ত ধন চলিয়া যাইতেছে, আবার অপূর্ব্ব কিছু আসিতেছে। কিছু যাক্ বা আসুক্ তজ্জন্য শোক হর্ষে

ব্যবহার মহাবাহ রেথাজড়রবাকুলা।
রাগদ্বেষঘনোল্লাসা ভূতলালোলদেহিকা॥ ৪৪॥
লোভ মোহ মহাবর্ত্তা পাতোৎপাত বিবর্ত্তিনী।
হা তপ্তা জীবিতাখ্যেয়ং নদী নদনশীতলা॥ ৪৫॥
অপূর্ব্বাণ্যুপগচ্ছন্তী তথা পূর্ব্বাণি যান্ত্যলম্।
সংসারসরিদম্বূনি সংগতানি ধনানি চ॥ ৪৬॥
প্রবৃত্তা যে নিবর্ত্তন্তে তৈরলং হতভাবকৈঃ।
অপূর্ব্বা যে প্রবর্ত্তন্তে তেষথাস্থেহ কীদৃশী॥ ৪৭॥
সর্ব্বস্থাঃ সরিতো বারি প্রয়াত্যায়াতি চাকরাৎ †।
দেহনদ্যাঃ পয়স্বায়ূর্যাত্যেবায়াতি নো পুনঃ॥ ৪৮॥

এখানে আর আস্থা কি থাকিবে? সকল নদীর জল গিরিমেঘাদি হইতে আসে আবার যায়, কিন্তু এই দেহ নদীর জল স্বরূপ এই আয়ু একবার গত হইলে আর আইসে না! চতুর চোরের মত বিষম বিষয় অরি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ইহারা আমাদের ভাব সর্ব্বস্ব আমাদের বিবেক চুরি করিতেছে। অতএব জাগিয়া থাকি, আর ঘুমান উচিত নহে। আহার, পান অনন্ত প্রকার হইয়াছে, অনন্ত বনভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছি, অনন্ত সুখদুঃখ দেখিলাম—আর কি অপূর্ব্ব এখানে করিবার আছে? সুখদুঃখ অনুভব পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কতই ত করা হইল, সংসারের সকল ভাবই অনিত্য বুঝিলাম এখন আমি ভোগোৎকণ্ঠা শূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছি। নিখিল ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াছি, সংসারের নিখিল বস্তুর অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ সংসারে কোন কিছুতেই ত বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি নাই। ৫৫। উত্তুঙ্গ সুমেরু শৃঙ্গে ভ্রমণ

---

† আকরাৎ—গিরিমেঘাদেঃ।

চরন্তি চতুরা শ্চৌবা বিষমা বিষয়ারয়ঃ।
হরন্তি ভাব সর্ব্বস্বং জাগর্ম্মি স্বপিমীহ কিম্॥ ৫০॥
ভুক্তং পীতমনন্তাসু ভ্রান্তঞ্চ বনভূমিষু।
দৃষ্টানি সুখ দুঃখানি কিমন্যদিহ সাধ্যতে॥ ৫৩॥
সুখদুঃখানুভবনাদ্ভূয়ো ভূয়ো বিবর্ত্তনাৎ।
অনিত্যত্বাচ্চ ভাবানাং স্থিতা নিষ্কৌতুকা বয়ম্॥ ৫৪॥
ভুক্তানি ভোগবৃন্দানি দৃষ্টা চানিত্যতা ভৃশম্।
নোপলভ্যত এবানি বিশ্রান্তিরিহ কুত্রচিৎ॥ ৫৫॥
ভ্রান্তমুত্তুঙ্গশৃঙ্গাসু মেরূপবন ভূমিষু।
লোকপাল পুরীষূচ্চৈঃ সংপ্রাপ্তং কিমকৃত্রিমম্॥ ৫৬॥
সর্ব্বত্র দারুভিবৃক্ষা মাংসৈর্ভূতানি ভূর্ম্মৃদা।
দুঃখান্যনিত্যতা চেতি কথমাশ্বাস্যতে বদ॥ ৫৭॥
ন ধনানি ন মিত্রানি ন সুখানি ন বান্ধবাঃ।
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং কালেনাকলিতং জনম্॥ ৫৮॥

করিলাম, উপবন ভূমিতে, লোকপালগণের অত্যুচ্চ পুরীতেও ত গিয়াছি কৈ অকৃত্রিম, শাশ্বত, চিরস্থায়ী কিছু কি পাইলাম? ৫৬। সর্ব্বত্রই সেই দারুময় বৃক্ষ, সেই মাংসময় জীব, সেই মৃত্তিকাপূর্ণ পৃথিবী, সেই দুঃখ, সেই অনিত্যতা, বলুন আশ্বস্ত হইয়া থাকি কিরূপে? ধন বলুন, মিত্র বলুন, সুখ বলুন আর বান্ধব বলুন কেহই ত পরিত্রাণ করিতে পারে না—মানুষ কালের করাল গ্রাসে সর্ব্বদাই পড়িয়া রহিয়াছে। ধূলিরাশির মত অস্থির জীবপুঞ্জ গিরিকুক্ষি পতিত মেঘগর্ভস্থ জলের ন্যায় আসক্ত হইয়া অন্তঃপুরুষার্থ শূন্য হইয়াই মরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ৫৯। কাম আমার আর মনোরম নহে, ঐশ্বর্য্য সকল আমার কাছে আর রমণীয় নহে; আর

জনো জিমূতজঠর জলবৎ গিরিকুক্ষিষু।
যাত্যন্তঃশূন্য এবান্তং পাংস্বপচয়পেলবঃ * ॥ ৫৯ ॥
ন মে মনোরমাঃ কামা ন চ রম্যা বিভূতয়ঃ।
ইদং মত্তাঙ্গনাপাঙ্গ-ভঙ্গলোলঞ্চ জীবিতম্ ॥ ৬০ ॥
কেব কস্য কথং নাম কৃত আশ্বাসনা মুনে।
অদ্য শ্বো বা পদং পাপো মৃত্যুর্মূর্দ্ধ্নি নিষচ্ছতি ॥ ৬১ ॥
জীর্যন্তে জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
ক্ষীয়তে জীর্যতে সর্ব্বং তৃষ্ণৈবৈকা ন জীর্যতে ॥ ৮৬ ॥
জীবিতং গলতি ক্ষিপ্রং জলমঞ্জলিনা যথা।
প্রবাহ ইব বাহিন্যা গতং ন বিনিবর্ত্ততে ॥ ৮৯ ॥
ঝটিত্যেবাগতো দেহঃ কুতোহপ্যর্জ্জুন বাতবৎ।
যাতি পশ্যত এবান্তং তরঙ্গাম্বুদ দীপবৎ ॥ ৯০ ॥

এই জীবন! এই জীবন যৌবনোমত্তা কামিনীর অপাঙ্গভঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত চপল ধারণা হইয়াছে। ৬০। পাপ (ক্রূর মৃত্যু) যখন অদ্যই হউক বা কল্যই হউক মস্তকে আপদ ভার নিক্ষেপ করিবে, তখন কেবা কার, কেনই বা কার। বলুন ইহা দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া থাকি কিরূপে? ৬১। জরাজীর্ণ জনগণের কেশ জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়, সবই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সবই জীর্ণ হয় একমাত্র তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় না। ৮৬। অঞ্জলি-ধৃত-জল যেমন অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া দেখিতে দেখিতে গলিয়া যায়, সেইরূপ মানুষের জীবনও অতি শীঘ্র বিগলিত হয়। নদীপ্রবাহ একবার গত হইলে যেমন আর ফিরে না, জীবনও সেইরূপ। ৮৯। যে যে দেহ আসে তা যেন কোন একটা নিমিত্ত ধরিয়া হঠাৎ দেখা যায় আবার দেখিতে দেখিতে তরঙ্গের মত,

---

* পাংস্বপচয়ঃ পাংস্বরাশিরিবপেলবঃ অস্থিরঃ।

রম্যেষ্বরম্যতা দৃষ্টা স্থিরেষ্বস্থিরতাপি চ।
সত্যেষসত্যতার্থেষু তেনেহ বিরসাবয়ম্॥ ৯১ ॥
সুখং যদাত্মবিশ্রান্তৌ গতে মনসি সত্ত্বতাম্।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে তন্ন ভোগেষু কেষুচিৎ॥ ৯২ ॥
অপি সম্পূর্ণহৃদ্যার্থাঃ পঞ্চাপীন্দ্রিয় বৃত্তয়ঃ।
তাবজ্জয়ন্তি মামেতা ভৃঙ্গং চিত্রলতা ইব॥ ৯৩ ॥
অদ্য দীর্ঘেণ কালেন নিরহংকৃতিনা ময়া।
স্বর্গাপবর্গ বৈতৃষ্ণ্যমিদমাসাদিতং ধিয়া॥ ৯৪ ॥
চিরমেকান্ত বিশ্রান্ত্যৈ তেনৈতন্নভসঃ পদম্।
ত্বমিবাগতবানত্র দৃষ্টবানস্মি তাং কুটীম্॥ ৯৫ ॥

নির্ব্বাণ, উত্তর, ৯৩ সর্গ।

মেঘের মত, দীপশিখার মত কোথায় অস্ত হয়। ৯০। রম্য বস্তুকে অরমণীয় দেখিয়া, স্থির বিষয়ে অস্থিরতা দেখিয়া, সত্য বলিয়া যাহা জানা হইয়াছিল, তাহাকে অসত্য জানিয়া আমরা বিরাগ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৯১। মন সাত্ত্বিক হইলে যে চিত্তবিশ্রান্তি আর তাহাতে যে সুখ, পাতালে ভূতলে স্বর্গে—ত্রিভুবনের কোন ভোগেই তাহা পাওয়া যায় না। ৯২। সম্পূর্ণ হৃদয়ার্থক বিষয় সকলও আছে, বিষয়ভোগের জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তিও আছে, কিন্তু চিত্রে আঁকা লতা যেমন ভৃঙ্গকে আকর্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহারাও আর আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। ৯৩। বহুকাল পরে আজ আমি অহং অভিমান শূন্য হইয়াছি। স্বর্গ আর অপবর্গ বা মোক্ষ, আমার উত্তম বুদ্ধি এই দুয়েতেই বিতৃষ্ণা আনিয়া দিয়াছে। ৯৪। একান্তে চিরবিশ্রান্তি লাভের জন্য আপনার এই পরমাকাশরূপ পরম পদে আসিয়াছি। আসিয়াই আপনার এই কুটীর দেখিতে পাইয়াছিলাম। ৯৫।

৫

ভবরোগ—ভবরোগ চিকিৎসা।

জগন্মাতা— নানাবিধ শরীরস্থা অনন্তা জীবরাশয়ঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ তেষামন্তো ন বিদ্যতে॥
অসারে ঘোর সংসারে সর্ব্বদুঃখ মলীমসে।
ঘোর দুঃখপ্রভাবেন ন সুখী জায়তে কচিৎ॥*
মহারোগে মহাদুঃখে মহা দারিদ্র্যশঙ্কটে।
নানা ব্যাধিগতে বাপি নানা পীড়াদি শঙ্কটে॥
রাজধ্বংসে রাজভয়ে কারাগার গতে পুনঃ।
তথা গ্রহপীড়নে চ জলবহ্নিসমাকুলে॥
সর্ব্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগত বৎসল।
কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ শঙ্কর॥

জগৎপিতা— সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং।
য স্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ?
ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয় সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ॥

সহজ সংস্কৃত বলিয়া অতি সংক্ষেপে ভাবার্থ মাত্র দেওয়া হইল। জগন্মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের এই যে নানা প্রকার দুঃখ এ দুঃখের অন্ত কিরূপে হইবে? জগৎপিতা বলিতে লাগিলেন—এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া যে আপনার মনকে ত্রাণ করিতে চেষ্টা না করে তার অপেক্ষা পাপী আর কে? সে ব্রহ্মঘাতক। ধর্ম্ম লাভের জন্য মানুষ

* পাঠ অসংলগ্ন হওয়ায় দুই স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল।

বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন দৃশ্যতে।
তস্মাদ্দেহধনং প্রাপ্য পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
রক্ষেৎ সর্ব্বাত্মনাত্মানং আত্মা সর্ব্বস্য ভাজনং।
রক্ষার্থং যত্নমাতিষ্ঠেজ্জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি॥
শরীর রক্ষণে যত্নঃ ক্রিয়তে সর্ব্বথা জনৈঃ।
নহীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদি রোগিণঃ॥
উদ্ভবো যস্য ধর্ম্মার্থো ধর্ম্মো জ্ঞানার্থ এব চ।
জ্ঞানঞ্চ ধ্যান যোগার্থং সোঽচিরাৎ পরিমুচ্যতে॥

উদ্বোধন— আত্মৈব যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ।
কোঽন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মানং তারয়িষ্যতি?
ইহৈব নরক ব্যাধেশ্চিকিৎস্যাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি?
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবৎ তত্ত্বং সমভ্যাসেৎ।
সুদীপ্তে ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ?

এই দেহ পায়। পুণ্য কর্ম্ম কর, নিষ্কাম ভাবে কর ধর্ম্ম হইবে। ধর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান হইবে। জ্ঞান হইলে তবে হইবে ধ্যান। ধ্যান করিতে পারিলে সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে।

আপনাকে আপনি যদি অহিত হইতে নিবারণ না কর তবে কোন্ হিতকারী তোমার আত্মাকে উদ্ধার করিবে? এখানে যদি নরক ব্যাধির চিকিৎসা না করে তবে যে দেশে ঔষধ নাই ভবরোগগ্রস্ত সে দেশে গিয়া কি করিবে? যতদিন দেহ আছে তত দিন তত্ত্বাভ্যাস কর। সুন্দর দীপ্তিশালী দেহ-ভবনে কে পাপের কূপ খনন করে? যে করে সে দুর্ম্মতিই বটে। কল্য যাহা করিবে ভাবিতেছ তাহা অদ্যই কর। যাহা অপরাহ্ণে

শ্বঃ কার্য্য মদ্যকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥

জাগ্রত হও— সন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কাম সাগরে।
মৃত্যুরোগজরাগ্রাহে ন কশ্চিদপি বুধ্যতে॥
কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখদুঃখৈঃ র্জনোহন্তি ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ॥
জড়ানার্ত্তান্ মৃতানাপদ্‌গতান্ দৃষ্টাতিদুঃখিতান্।
লোকো মোহসুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন॥
সম্পদঃ স্বপ্নসংকাশা যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িচ্চপলমায়ুশ্চ কস্য স্যাজ্জানতো ধৃতিঃ॥
শতং জীবতি যত্মল্পং নিদ্রাস্যাদর্দ্ধহারিণী।

করিবে ভাবিতেছ তাহা পূর্ব্বাহ্নেই করিয়া ফেল। তোমার কার্য্য শেষ হইল বা হইল না—ইহার জন্য মৃত্যু কোন অপেক্ষা করিবে না। মৃত্যু রোগ জরা ইহারা গভীর কাম সাগরের সত্ত্ব—প্রাণহর জলচর। এই জগৎ সেই ভীষণ কামসাগরে ডুবিয়াছে। কেন প্রবুদ্ধ হইতেছ না? সংসারের অনেক কার্য্য, অনেক সুখ দুঃখ, তাহাতেই ত মরিলে। কালকে ত লক্ষ্য করিতেছ না। আপনার হিত ত জানিলে না। জড়, আর্ত্ত, মৃত, আপদ প্রাপ্ত কত দুঃখীই ত দেখিলে? কি মোহ মদিরা পান করিয়াছ? কিছুতেই যে তোমার ভয় হইতেছে না? এখানকার সম্পদ ত স্বপ্নের মত দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া যায়, যৌবনও ত ফুলের মত দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়ে; আয়ু ত তড়িতের মত চঞ্চল—ধরিয়া রাখিবার কি পাইলে বল? চিরস্থায়ী কি পাইতেছ বল? শত বর্ষ আয়ুঃ তাও কত অল্প দেখ। নিদ্রাতে অর্দ্ধেক গেল; বাল্য, রোগ, জরা

বাল্যরোগজরাদুঃখৈ স্তদর্দ্ধমপি নিষ্ফলম্ ॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যে ভয়স্থানে হা নরঃ কৈ র্ন হন্যতে?
তোয় ফেন সমে দেহে জীবে শকুনিবৎ স্থিতে।
অনিত্যে প্রিয়সংসারে কথং তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ?
পশ্যন্নপি প্রস্খলতি শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতে।
পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়া বিমোহিতঃ ॥
বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি।
সর্ব্বানাবিশতে মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ ॥

আয়ুক্ষয় কারণ— স্বস্ববর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনাৎ দুষ্প্রতিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রী ধন লোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ॥
বেদ শাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাৎ তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ।
নৃণামায়ুঃ ক্ষয়োভূয়াৎ ইন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ ॥

আর দুঃখ ইহাতে আবার তাহারও অর্দ্ধেক কাটিয়া যায়। যাহা প্রথমেই করিয়া রাখিতে হইবে তাহাতে উদ্যোগ হীন, যাহাতে জাগিয়া থাকিতে হইবে সেখানে নিদ্রিত, যেখানে বিশ্বাস করা উচিত সেখানে ভীতি—হায়! মানুষ কিসে হত না হয়? নদীবক্ষে ফেনপুঞ্জ মত এই দেহ; জীব এই ক্ষণস্থায়ী দেহে শকুনির মত বাস করিতেছে। অনিত্য সংসার; তাহাও তোমার প্রিয়। হায়! সংসারে নির্ভয়ে বাস করিতেছ কিরূপে? দেখিয়াও পদস্খলিত হইতেছে, শুনিয়াও জাগিতেছ না, পড়িয়া শুনিয়াও লোকে কিছুই জানে না। হে দেবি! মানুষ তোমার মায়ায় বড়ই মুগ্ধ। বালক, যুবক, বৃদ্ধ এমন কি গর্ভস্থ শিশুও মৃত্যুমুখে পড়িতেছে। এইরূপ এই জগৎ। আপন আপন বর্ণাশ্রমের আচার লঙ্ঘন করিয়া, অসৎ জন

জনাঃ কুর্ব্বেহ কর্ম্মাণি সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে।
পরত্রাজ্ঞানিনো দেবি! যান্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ॥
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুঞ্জতে।
সিক্তমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃশ্যতে॥
দারিদ্র্যদুঃখরোগাদি বন্ধনং ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনঃ॥

উত্তিষ্ঠত—

নিঃসঙ্গ এব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঃ সর্ব্বে চ সঙ্গজাঃ।
সঙ্গাৎ পতত্যধো জ্ঞানী চাবশ্যং কিমুতাল্পবিৎ॥
সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্ব্বীত সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥
সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং। *
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ॥

হইতে দান গ্রহণ করিয়া, পরস্ত্রী ও পরধনে লুব্ধ হইয়া মানুষ আয়ুক্ষয় করে। বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস করে না, গুরু বঞ্চনা করে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে না তাই মানুষের আয়ুক্ষয় হয়।

মানুষ ইহলোকে কত কর্ম্ম করে, কত সুখদুঃখ ভোগ করে, পরলোক সম্বন্ধে কিন্তু অজ্ঞান। তাই হে দেবি! ইহারা পুনঃ পুনঃ যায় আসে।

এখানে যাহা করে সেখানে তাহারই ফল ভোগ করে। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে শাখাতে ফল দেখা যায় সেইরূপ। দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, বন্ধন, ব্যসন এ সকলই মানুষের নিজকৃত অপরাধ বৃক্ষের ফল।

মানুষ যে আমি আমি করে সেই আমিটির কাহারও সহিত সঙ্গ হয়

---

* শ্রুতিস্মৃতি উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্।
এতত্ত্রয়োক্ত এব স্যাদ্ধর্ম্মো নানাত্র কেনচিৎ॥ দেবী ভাগবতে।

উন্মার্গগামী—

বঞ্চিতা শেষবিত্তৈস্তৈর্নিত্যং লোকো বিনাশিতঃ।
হা হন্ত বিষয়াহারৈঃ র্দেহস্থেন্দ্রিয় তস্করৈঃ॥

পুনঃ পুনঃ জনন মরণ—

মাংস লুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি।
সুখলুব্ধাস্তথা দেহী মায়াপাশং ন পশ্যতি॥
হিতাহিতং ন জানন্তি নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ।
কুক্ষিপুরণনিষ্ঠা যে তেঽবুধা নারকাঃ প্রিয়ে॥
নিদ্রাক্ষুন্মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেশাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্মৃতঃ॥
স্বদেহ ধর্ম্মদারাদি নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা হন্তাজ্ঞান মোহিতাঃ॥

না। নিঃসঙ্গ হও মুক্ত হইবে। আমিটি যাহাতে মাথাইবে তাহাতেই আমার বোধ হইয়া যাইবে। সঙ্গ বা আসক্তি হইতেই সব দোষ জন্মে। জ্ঞানীও আমার আমার করিয়া অধঃপতিত হয়—অজ্ঞানীর আর কথা কি? সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গ ত্যাগ কর। দেহটির পর্য্যন্ত, মনটির পর্য্যন্ত সঙ্গ ত্যাগ কর, করিয়া নিঃসঙ্গ হও। একবারে সঙ্গ ত্যাগ না করিতে পার তবে সৎসঙ্গ কর। সৎসঙ্গই ভব রোগের ঔষধ।

সৎসঙ্গ কর আর সর্ব্বদা বিচার রাখ। এই দুটিই মানুষের চক্ষু। এ চক্ষু যার নাই সেই অন্ধ। সে কেন অসৎ মার্গে যাইবে না?

হায়! বিষয়সেবী দেহস্থ ইন্দ্রিয় তস্করগণ অশেষ বিত্ত হইতে বঞ্চিত করিয়া নিত্য মানুষকে বিনাশ করিতেছে।

মৎস্য খাদ্য লোভে লোহার কাঁটা দেখে না। সুখের লোভেও মানুষ মায়ার বাগুরা দেখে না। নিত্য উন্মার্গগামী জন—সর্ব্বদা ইচ্ছামত

স্বস্ববর্ণাশ্রমাচার নিরতাঃ সর্ব্বমানবাঃ।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং বৃথা নশ্যন্তি পার্ব্বতি॥
নামমাত্রেণ সন্তুষ্টাঃ কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
মন্ত্রোচ্চারণ হোমাদ্যৈ র্ভ্রামিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈ॥
একভক্তোপবাসাদ্যৈ র্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ।
মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়া বিমোহিতাঃ॥
দেহাদিদণ্ডমাত্রেণ কা মুক্তিরবিবেকিনাং।
বল্মীক তাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কিন্নু মহোরগঃ॥

আহার বিহারশীল মানুষ-হিতাহিত দেখে না। হে প্রিয়ে, উদর পরায়ণ এই সবই অবোধ ও নারকী। নিদ্রা ক্ষুধা মৈথুন আহার, সকল প্রাণীরই সমান। যাহার আত্মজ্ঞান আছে সেই মানুষ। আত্মজ্ঞানহীন যাহারা তাহারাইত নরপশু। সব জন্তুই দেহের ধর্ম্মে আর স্ত্রীদেহে আসক্ত হইয়াই পুনঃপুনঃ জন্মে আর মরে। হায়! মানুষ কিরূপ অজ্ঞানে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যে সব মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করে কিন্তু আত্মতত্ত্বে লক্ষ্য করে না হে পার্ব্বতি! তাহারা বৃথাই নষ্ট হয়। নামে মাত্র কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপৃত। মন্ত্রোচ্চারণ, হোম, নানা যজ্ঞ, উপবাস, নিয়ম, দেহ শুষ্ক করা—মূঢ়গণ ফলস্তুতি শুনিয়া তোমার মায়াতে মোহিত হইয়া এই সব করে। কিন্তু কর্ম্ম যে তোমার প্রসন্নতার জন্য করিতে হয় ইহা একবারও ভাবে না বলিয়া অপার দুঃখে পড়ে।

অবিবেকীরা যে দেহাদিকেদণ্ড করে তাহা দ্বারা মুক্তি কিরূপে হইবে? বল্মীক তাড়নে কি মহাসর্প মরে? ধন ও আহার অর্জ্জনে ব্যস্ত দাম্ভিক, বেশধারী জনগণ জ্ঞানীর মত জগতে ভ্রমণ করে এবং লোক প্রতারণা করে।

ধনাহারার্জ্জনে যুক্তা দাম্ভিকা বেশধারিণঃ।
ভ্রমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে ভ্রাময়ন্তি জনানপি॥
সাংসারিক সুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥
আজন্মমরণান্তং হি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ।
মণ্ডূক মৎস্য নক্রাদ্যাঃ কিন্তেমুক্তা ভবন্তি হি॥
তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জন কারণং।
মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥
বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ।
বিড়ম্বনঞ্চ তৎ তস্মাৎ তৎ সর্ব্বং কাকভাষিতম্॥
কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং স্বয়ং নানুভবন্তি হি।
অহঙ্কার হতাঃ কেচিদুপদেশাদি বর্জ্জিতাঃ॥

সংসারের সুখটিও চাই, আর অহং ব্রহ্ম ইহাও বলা চাই। এই সব লোক কর্ম্ম ভ্রষ্ট ও ব্রহ্মভ্রষ্ট। ইহাদিগকে অন্ত্যজ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবে।

জন্মকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে বাস করিলেই যদি মুক্তি হয়, তবে ভেক মৎস্য হাঙ্গর কুম্ভীর সবই মুক্ত।

এ সব কর্ম্ম খালি লোকরঞ্জন জন্য। হে কুলেশ্বরি! মুক্তির কারণ হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান।

বেদ তন্ত্র পুরাণ সব জানিলাম কিন্তু আত্মজ্ঞান নাই—এ সব বিদ্যা কাককোলাহল মাত্র। ইহা বিড়ম্বনা।

উন্মনী ভাবটি মুখেই ব্যাখ্যা করিতেছ কিন্তু কখন অনুভব কর নাই—কাহারও উপদেশ গ্রহণও কর না এমন সব লোক অহঙ্কার দ্বারা হত বলিয়া জানিও।

পঠন্তি বেদ শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরং।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্ব্বীপাকরসং যথা॥
উদ্ধারোপায়—সংসার মোহ নাশায় শাব্দবোধো নহি ক্ষমঃ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবর্ত্তিনা॥
প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনং অন্ধস্য দর্পণং যথা।
দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥
প্রত্যক্ষ গ্রহণং নাস্তি বার্ত্তয়া গ্রহণং কুতঃ।
এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়াস্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ॥
বেদাদ্যনেক শাস্ত্রাণি স্বল্পায়ুর্বিঘ্ন কোটয়ঃ।
তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥

বেদ পড়িয়া যাহারা পরস্পর বিবাদ করে, পরমতত্ত্ব জানে না—এমন সব লোক তরকারী ঘাঁটা হাতার মত।

সংসার দুঃখ নাশ করিতে যদি চাও, তবে শুধু শব্দের অর্থ জানিলে তাহা হয় না। শাস্ত্র ব্যাখ্যায় ইহা হয় না। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে কি অন্ধকার নাশ হয়?

কার্য্য করিয়া অনুভব নাই শুধু পড়াটি আছে। এ সব লোকের শাস্ত্রপাঠ শুধু অন্ধের হাতে দর্পণ। প্রজ্ঞাবানের কাছে শাস্ত্র হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। প্রত্যক্ষ আত্মাকে ধরা হইল না—কথায় শুনিয়া অধরকে ধরিবে? এইরূপ শাস্ত্রমূঢ় যে সকল লোক তাহারা শ্রীভগবান্ হইতে বহু দূরে।

শাস্ত্র ত অনেক, আয়ুও অল্প, আবার বিঘ্নও অনন্ত। অতএব সার যাহা তাহাই জান। হংস যেমন জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধটি মাত্র পান করে, সেইরূপ অসার ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর।

অভ্যস্য সর্ব্ব শাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তু বুদ্ধিমান্।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রাণি সংত্যজেৎ॥
যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনং।
তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥
ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তি র্নশাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে॥
আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্।
দ্বেপদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥

সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া তত্ত্বটি জান। জানিয়া খড় ফেলিয়া যেমন ধান্য গ্রহণ করা উচিত সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্র ত্যাগ কর।

অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত যে তাহার আর আহারে প্রয়োজন কি? হে মহেশানি! তত্ত্বজ্ঞের আবার শাস্ত্রে প্রয়োজন কি?

বেদ পাঠেই মুক্তি হয়না, শাস্ত্র পাঠেও না। হে বীরবন্দিতে! জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। "মুক্তি তার দাসী" ইহা, মুক্তির উপায় যে ভক্তি সেই ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন জন্য ইহা না বুঝিয়া গালবাদ্য করা নিতান্ত মূঢ় বুদ্ধির কার্য্য।

জ্ঞান দুই প্রকার; শাস্ত্রজ ও বিবেকজ। শাস্ত্রজ জ্ঞানে শব্দব্রহ্মকে জানা যায় কিন্তু বিচার দ্বারাই পরব্রহ্মের অপরোক্ষভূতি হয়।

"আমার আমার" এই মম ভাবই লোকের বন্ধন। মম ভাব শূন্য হওয়াই মুক্তি। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম যাহাতে সুখ দুঃখরূপ বন্ধন নাই। শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া যে কর্ম্ম কর তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। শ্রীভগবানের

তৎ কর্ম্ম যন্নবন্ধায় সা বিদ্যা বা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥
যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসার বাসনা।
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথাকুতঃ॥
যাবৎ প্রযত্নবেগোস্তি তাবৎ সঙ্কল্পকল্পনং।
যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্ব কথাকুতঃ॥
যাবৎ দেহাভিমানঞ্চ মমতা যাবদেব হি।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথাকুতঃ॥
তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং।
বেদশাস্ত্রাগম কথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্ম তাহাতে বন্ধন নাই। নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ম্ম। যে বিদ্যা দ্বারা সংসার সাগর হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহাই বিদ্যা। গালবাদ্য জন্য যে বিদ্যা তাহা অবিদ্যা। নিকৃষ্ট কর্ম্ম দুঃখের জন্য আর অপরা বিদ্যা যেটা সেটা শিল্প নৈপুণ্য মাত্র।

যতদিন কাম তোমার মধ্যে উজ্জ্বল আছে ততদিন সংসার বাসনা থাকিবেই। যতদিন ইন্দ্রিয় চপলতা আছে ততদিন তত্ত্ব কথা কোথায়? এটা ওটা করিবার বেগ যতদিন আছে ততদিন সঙ্কল্প বিকল্প থাকিবেই। মন যতদিন সঙ্কল্প শূন্য হইয়া শান্ত না হইতেছে ততদিন তত্ত্ব কথা কোথায়?

যতদিন দেহ অভিমান আছে, আমার আমার রূপ মমতা ততদিন আছেই। শ্রীগুরুর করুণা যতদিন না পাইতেছ ততদিন তত্ত্ব কথা কোথায়?

যতদিন তত্ত্বটি না জানিতেছ ততদিন তপ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম,

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদ্দেবি যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞান সুপুষ্পস্য স্বর্গলোক ফলস্য চ।
তাপত্রয়ার্ত্তিসংতপ্তশ্ছায়াং মোক্ষতরোঃ শ্রয়েৎ॥

ইতি কুলার্ণবে পঞ্চম খণ্ডে জীবজ্ঞানস্থিতি কথনং নাম প্রথমোল্লাসঃ।

৬।

দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধে!* মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

অর্চ্চনা এই সব, আর বেদশাস্ত্র, আগম, এই সবও ততদিন। সেই জন্য বলি যদি কেহ আত্মসিদ্ধি চায় তবে তত্ত্বনিষ্ঠ হউক। আমি যে অসঙ্গ, অসঙ্গ বলিয়াই অখণ্ড চৈতন্য—"আমিই সে" ইহার অভ্যাসই তত্ত্বনিষ্ঠা। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে অসঙ্গ ভাবে থাকা রূপ তত্ত্বনিষ্ঠা অভ্যাস কর।

ধর্ম্মজ্ঞান যাহার পুষ্প, স্বর্গলোক যাহার ফল, তাপত্রয় ব্যথিতের জন্য যাহার শীতল ছায়া সেই মোক্ষতরু আশ্রয় কর।

১। রে মূঢ়! অর্থ অর্থ এই তৃষ্ণা ত্যাগ কর। রে মন্দবুদ্ধে! মনে বিতৃষ্ণা আনয়ন কর। নিজ কর্ত্তব্যটি স্থির করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে যে বিত্ত লাভ করিবে তাহাতেই চিত্তবিনোদন কর।

---

* কুরুসদ্বুদ্ধিম্ ইতি বা পাঠঃ

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতা † নীতিঃ॥ ২॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ৩॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৪॥
অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥৫॥
সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৬॥

২। অর্থই অনর্থ নিত্য ভাবনা কর। তাহাতে নিশ্চয়ই সুখের লেশ মাত্রও নাই। পুত্র হইতেও ধনী জনের ভয় হয় সর্ব্বত্রই এই বিধান দেখা যায়।

৩। কে তোমার প্রিয়তমা? কে তোমার পুত্র? অতি বিচিত্র এই সংসার। কার বা তুমি? কোথা হইতেই বা তুমি আসিলে?—ভ্রাতঃ এই তত্ত্ব মনে মনে সর্ব্বদা ভাবনা কর।

৪। ধন, জন, যৌবনে গর্ব্ব করিও না। কাল নিমেষ মধ্যে সবই হরণ করে। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়িক। মায়িক যাহা কিছু তাহা ত্যাগ করিয়া তুমি পরমপদ জান, জানিয়া তাহাতে প্রবেশ কর।

৫। অষ্টকুলাচল, সপ্তসমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, তুমি, আমি এই সবই মিথ্যা, ভূরাদি লোক সকলও মিথ্যা। তবে শোক করিবে কি জন্য?

৬। দেব-মন্দিরে, তরুতলে, সদা অবস্থান, ভূমি শয্যা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি

† বিহিতা ইতি বা পাঠঃ।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৭॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ৮॥
প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্।
জাপ্যসমানসমাধিবিধানং, কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্॥ ৯॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলং,* তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥ ১০॥

পরিধান, সর্ব্বপ্রকার দান গ্রহণ করিয়া যে ভোগসুখ তাহা ত্যাগ, এই বৈরাগ্যে কে না সুখী হয়?

৭। শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু সন্ধিবিগ্রহ এ সকলে যত্ন করিও না। যদি অচিরে বিষ্ণুভাব প্রাপ্তির বাঞ্ছা কর তবে সর্ব্বত্র তোমার সেই রমণীয় দর্শনকে দেখিয়া দেখিয়া বাহিরের বিভিন্ন সকল বস্তুতে সমচিত্ত হও।

৮। তোমাতে আমাতে আর সর্ব্বঘটে এক সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই আছেন। অসহিষ্ণু হইয়া আমার উপরে বৃথা ক্রোধ করিতেছ কেন? সর্ব্ব বিষয়েই আত্মাকে দেখ। সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর।

৯। প্রাণায়াম কর, প্রত্যাহার কর, নিত্য কি অনিত্য কি বিবেক-বুদ্ধিতে বিচার কর আর জপ করিতে করিতে সমাধি লাভ কর এই সকলে মনোযোগ কর—ইহা অপেক্ষা মহৎ অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই।

১০। পদ্মপত্রস্থিত অতিশয় চঞ্চল জলবিন্দু ত দেখিয়াছ? তাহার মত জীবের জীবন অতিশয় অস্থির। এক ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গকেও ভব-সমুদ্র পারের তরণী বলিয়া জানিও।

---

* নলিনীদলগতসলিলং তরলং অথবা জলবৎ তরলং—ইতি পাঠদ্বয়ম্।

কা তেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্ত্বাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদিবিরুদ্ধম্॥ ১১॥

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ।
ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং, দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্॥ ১২॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যপদেশঃ।
যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্॥ ১৩॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রম্॥

১১। কেন তোমার এই অপার চিন্তা? রে বাতুল! তুমি কি ভাব তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই? যিনি তোমাকে নিজের হাতে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যত কিছু বিরুদ্ধ শক্তি তাহা হইতে তিনিই তোমার প্রবোধ জন্মাইবেন।

১২। অধোমুখে সহস্র দল কমলের নীচে ঊর্দ্ধমুখে নির্ম্মল দ্বাদশ দল কমল; তন্মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণে শ্রীগুরু, চরণ রাখিয়া সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছেন। ভক্ত হও! গুরুপাদপদ্মে নির্ভর কর! করিয়া সংসার হইতে অচিরেই মুক্ত হও। শ্রীগুরু চরণ-কমল চিন্তা করিয়া করিয়া ইন্দ্রিয় আর মনকে নিয়মিত কর তবেই নিজ হৃদয়স্থ দেবতা কে দেখিবে।

১৩। দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় এই উপদেশ আমি শিষ্যদিগকেই বলিলাম। কিন্তু ইহাতেও যাহাদের চিত্তে বিচার না জন্মিবে তাহারা অনেক নরকে পচিবে।

৭।

চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রম্।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ১।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চুবুকসমর্পিতজানুঃ
করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পাশঃ।

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ২।

১। দিন এবং রাত্রি, সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল, শিশির ঋতু ও বসন্ত ঋতু ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে আসিতেছে। কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ু ক্ষয় হইতেছে; তথাপি আশা বায়ু ত্যাগ হইতেছে না। রে মূঢ় বুদ্ধি! গোবিন্দ ভজনা কর! গোবিন্দ ভজনা কর! গোবিন্দ ভজনা কর।

"ডু কৃঞ করণে" ডু কৃঞ করণে" এই যে ধাতু পুনঃ পুনঃ জপিতেছ, মৃত্যু নিকটে আসিলে কি এই "ডু কৃঞ করণে" তোমায় রক্ষা করিবে? গোবিন্দ ভজ।

২। শীতকালে দিনেরবেলায় সম্মুখে রাখে অগ্নি, পৃষ্ঠে লাগায় সূর্য্যের তাপ আর রাত্রিকালে উবু হইয়া বসিয়া দুই জানু মধ্যে চিবুক রাখিয়া শীত নিবারণ করে। ভিক্ষা পাত্রও নাই—করতল ভিক্ষাপাত্র করিয়াছে; বাস ত তরুতলে। কিন্তু আশা পাশ কি ছাড়িয়াছে? রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর। "ধাতু মুখস্থ করিয়া কি হইবে?"

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত স্তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৩।

জটিলী মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ
পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৪।

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চা।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৫।

৩। যত দিন বিত্ত উপার্জ্জনের শক্তি আছে তত দিন নিজ পরিবার-বর্গ তোমার অনুগত; শেষে দেহ যখন জরায় জর্জ্জরীভূত হইবে তখন গৃহে কেহই আর তোমার সংবাদ লইবে না। রে মূঢ় বুদ্ধি! গোবিন্দ ভজনা কর।

৪। কেহ জটা বাড়াইয়াছে, কেহ মুণ্ড মুড়াইতেছে, কেহ বা মাথায় স্ত্রীলোকের মত বড় বড় চুল রাখিয়াছে, কেহ বা কাষায় বস্ত্র পরিয়া বহু সাজে সাজিতেছে। মূঢ় বুদ্ধি কিন্তু দেখিয়াও দেখে না—কেবল উদরের জন্য বহু বেশ ধারণ করিতেছে। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর।

৫। ভগবদ্গীতা কিঞ্চিৎমাত্রও যে ভক্তি ভরে পাঠ করে, গঙ্গাজলের যে বিন্দু সেই বিন্দুর কণিকামাত্রও যে ভক্তিপূর্ব্বক পান করে, একবার মাত্রও যে শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনা করে যম আর তাহার কি চর্চ্চা করিবে? রে মূঢ়! গোবিন্দ ভজনা কর।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডং
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৬।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৭।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং
ইহ সংসারে ভবদুস্তারে কৃপয়াঽপারে পাহি মুরারে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৮।

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ৯।

৬। অঙ্গের চর্ম্ম হইল লোল, মস্তকের চুলও পাকিল; মুখের দাঁতও পড়িল, বৃদ্ধ যষ্ঠী লইয়া হাঁটিতেছে তথাপি আশা পিণ্ড ত্যাগ করে না—এখনও ভাবে আমার হেন হইবে তেন হইবে। রে মূঢ়! গোবিন্দ ভজ।

৭। বালককাল যাবৎ ত খেলায় আসক্তি, যুবাকাল ভোর যুবতীর পশ্চাতে, সমস্ত বৃদ্ধ বয়সটা ধরিয়াই চিন্তামগ্ন। পরম ব্রহ্মতে কেহই মন লাগাইল না। রে মূঢ়! গোবিন্দ ভজনা কর।

৮। পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ, পুনরায় জননী জঠরে শয়ন। এই অপার দুস্তর ভব সংসার হে মুরারি! তোমার কৃপা ভিন্ন পার হইবার উপায় নাই। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজ।

৯। পুনরায় রাত্রি, পুনরায় দিন, পুনরায় পক্ষ, পুনরায় মাস, পুনরায়

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। ১০।
নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যা মায়ামোহাবেশং
এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১১।
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১২।

উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, পুনরায় বর্ষ এই সব পুনঃ পুনঃ আসিতেছে যাইতেছে। তথাপি আশা বাতিক ত্যাগ করিতেছ না। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজ।

১০। বয়স হইয়া গেলে আর কামের বিকার কি থাকে? সবই শেষ করিয়াছ কামের ইচ্ছা থাকিলেও আর শক্তি নাই। জল শুখাইলে আবার সরোবর কি থাকিল? দ্রব্য নাই পরিবার কি থাকিবে? আর তত্ত্ব জানিলে সংসার কি থাকে? মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর।

১১। নারীর পীন স্তনে যে চিত্ত স্থাপন কর আর বল আমার চিত্ত হরণ করিল সেটা ত প্রাণ হরণ। সেটা ত মিথ্যা মোহের আবেশে হয়। স্তন কাটিয়া দেখ ইহা ত মাংস, রক্ত, মেদ ইত্যাদির বিকার। ইহা মনে প্রতিদিন বিচার কর। করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া গোবিন্দ ভজ।

১২। কে তুমি? কে আমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? কে আমার জননী? কে আমার পিতা? অসার স্বপ্ন তুল্য এই সমস্ত বিশ্ব মনে মনে ত্যাগ করিয়া উহাই সর্ব্বদা ভাবনা কর। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজন কর।

গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১৩।
যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১৪।
সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১৫।
রথ্যাচর্পটবিরচিত কন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতপন্থঃ
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১৬।

১৩। শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম গান, শ্রীপতির রূপ অজস্র ধ্যান, সাধু সঙ্গে চিত্ত নিবেশ এবং দীন দরিদ্রকে ধন দান, এই সবই কর্ত্তব্য। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর।

১৪। জীব যত দিন দেহে বাস করে ততদিন লোকে গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করে। শ্বাস বায়ু চলিয়া গেলে যখন দেহের ভীষণ অবস্থা হয় তখন তোমার দেহকে যে বড় বেশী আদর করিত সেই স্ত্রীও ঐ প্রাণহীন স্ফীত দেহ দেখিয়া ভয় পায়। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর।

১৫। সুখের জন্য স্ত্রী দেহে বিলাস করে, করিয়া পশ্চাৎ রোগ শরীরকে নষ্ট করে। মানুষ মরণের শরণ লইবে তবু কিন্তু পাপাচরণ ত্যাগ করিবে না। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর।

১৬। পথ ত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড বিরচিত কন্থা সম্বল করিয়া পাপ পুণ্য

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানং
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।১৭।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

বিবর্জ্জিত সেই অসঙ্গ চৈতন্য পথে চল। তিনি ভিন্ন যখন আমিও নাই, তুমিও নাই, এই সব লোকও নাই তবে কি জন্য শোক করিবে? মূঢ়মতি! গোবিন্দ ভজ।

১৭। গঙ্গা সাগরেই যাও, ব্রতই কর, আর দানই কর, জ্ঞান ভিন্ন এই সকলে শত জন্মেও মৃত্যু সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। রে মূঢ়মতে! গোবিন্দ ভজনা কর। ভজনা শূন্য হইয়া ডু কৃঞ করণে তোমার কোন্ গতি লাগিবে?

দ্বিতীয় উল্লাস—অনুরাগের বস্তু।

১

ওম্—স্থূল সূক্ষ্ম আকার।

[অশ্চ, উশ্চ, মশ্চ তেষাং সমাহারঃ বিষ্ণু মহেশ্বর ব্রহ্মরূপত্বাৎ]

ওঁকারং চপলাপাঙ্গি ! পঞ্চদেবময়ং সদা।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ত্রিগুণাত্মানমীশ্বরম্ ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং নমামি দেবমাতরম্।
এতদ্বর্ণং মহেশানি ! স্বয়ং পরমকুণ্ডলীম্ ॥ কামধেনু তন্ত্রে।
বিশ্বরূপমথোঙ্কারং সগুণঞ্চাপি নির্গুণম্।
অনাখ্যনাদসদনং পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥
শব্দব্রহ্মেতি যৎখ্যাতং সর্ব্ববাঙ্ময় কারণম্।
অথোপরিষ্ঠান্নাদস্য বিন্দুরূপং পরাৎপরম্ ॥

[বিধির্বিলোকয়াঞ্চক্রে ইতি কাশীস্থ ১৪ লিঙ্গ কথনে]

হে চপলাপাঙ্গি ! আমি ওঁকারকে নমস্কার করি। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব এই পঞ্চ দেবময়। ইনি দেখিতে রক্তবিদ্যুল্লতার মত। ইনি সত্ত্বরজস্তম গুণে উপহিত আত্মা। ইনি ঈশ্বর। ইনি পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ ধারিণী। ইনি পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণময়ী। ইনি দেবমাতা। হে মহেশানি ! এইরূপ যিনি তিনি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। [শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব লক্ষ্য করিয়া ওঁ বর্ণনা করা হইল]।

ওঁকার বিশ্বরূপ, সগুণ, নির্গুণ। যাহার নাম দেওয়া যায় না এমন যে নাদ তাহার গৃহ বা লয় স্থান ইনি। ইনি পরমানন্দবিগ্রহ। ইনি শব্দব্রহ্ম, সমস্ত বাক্‌সন্দর্ভের কারণ। নাদের উপরে অধিষ্ঠিত যে বিন্দু সেই বিন্দু বা শক্তিরূপও ইনি। ইনি পরাৎপর। ব্রহ্মা ইঁহাকে প্রথমে

দর্শন করেন। **ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নি র্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।** যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা তাঁহারাই ঋষি। মনকে যিনি পরিত্রাণ করেন তিনিই ব্রহ্ম। মন্ত্রই শ্রীভগবান্। মন্ত্রই শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্মই পরব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করেন। ব্রহ্মাই ওঁকারকে প্রথমে দর্শন করেন। কিরূপে দর্শন করেন? না ওঁকার গায়ত্রীছন্দে আচ্ছাদিত এই ভাবে দেখেন। মণিকে ঝলক জড়িত দেখা যেরূপ ইহাও সেইরূপ। ওঁকার ছন্দ জড়িত হইলেই ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া রূপ ধারণ করেন। এই প্রথম রূপই অগ্নিদেবতা।

ব্রাহ্মণকে সর্ব্বকর্ম্মে ওঁকারকে বিনিয়োগ করিতে হয়। এই জন্য ওঁকারকে পরোক্ষভাবে জানাই ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন—

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

অ, উ, ম, নাদ (◡), বিন্দু (·), শক্তি বা কলা (⊐), শান্ত বা কলাতীত ( ) ওঁকারের এই সপ্তঅঙ্গ।

ওঁকারস্য উত্তরার্দ্ধং যা অর্দ্ধ মাত্রা তদন্তর্নাদ বিন্দু শক্তি শান্তাখ্য ইতি॥

অ, উ, ম সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে। এখানে এই মাত্র বলা হউক যে শব্দব্রহ্ম ওঁকারের অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্ত্বগুণ ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। 'নাদ' দ্বারা [নাদ সংজ্ঞা লুপ্ত মকারঃ] সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক শক্তি লক্ষ্য করা হয়। বিন্দুতে সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক এই তিন অহঙ্কারকে লক্ষ্য করা হয়। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ উৎপন্ন। 'কলা' শব্দের অর্থ তামসিক বিন্দু মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূত; রাজসিক বিন্দু ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন রূপরসাদি পঞ্চশক্তি এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সাত্ত্বিক বিন্দু বিষ্ণু হইতে জাত রূপরসাদি জ্ঞান, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারি অন্তরেন্দ্রিয়। 'কলাতীত' অর্থে অধিষ্ঠান চৈতন্য। ওঁকারের উত্তরার্দ্ধ হইতেছে অর্দ্ধমাত্রা। ইহারই অন্তর্গত নাদ বিন্দু শক্তিও শান্তাখ্য ভাগ। "ওঁকারার্ধে'হর্দ্ধমাত্রান্তঃ শান্তির্নিঃশেষমানসঃ" যো. বা. নি. উত্তর ৭১ সর্গ ২।

ওঁকারের চতুষ্পাদ হইতেছে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। শ্রুতি এই চতুষ্পাদকে অবিদ্যাপাদ, বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ এবং তুরীয় পাদও বলেন। নিত্যস্বাধ্যায় ৩৫ পৃঃ দেখ। তুরীয়পাদে কোন প্রকার চলন নাই, কোন প্রকার গতাগতি নাই বলিয়া ওঁকার ত্রিস্থান অর্থাৎ জাগরিত স্থান, স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তি স্থান। স্থান বলে অভিমানের বিষয় কে। আত্মা বা ওঁকার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অভিমান করেন। ওঁ হইতেছেন পঞ্চ দেবময়। "ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বর শিব এব চ। পঞ্চধা পঞ্চ দৈবত্যঃ প্রণবঃ পরিপঠ্যতে"। অথর্ব্বশিখোনিষৎ। ওঁকারকে যিনি না জানেন তিনি আবার ব্রাহ্মণ কিরূপে?

এক কথায়, স্বরূপে ওঁকার হইতেছেন পরমপদ, পরমব্যোম, পরব্রহ্ম। আর তটস্থে ইনি সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ইঁহার শরীর। শরীর ইঁহাকে জানে না। ইনি সর্ব্বশরীরকে প্রেরণা করেন। সৃষ্টি যখন থাকে না তখন ইনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সৃষ্টি হইয়া গেলে ইনি সমষ্টিভাবে সগুণ বিশ্বরূপ আর ব্যষ্টিভাবে জীবে জীবে আত্মা। আবার সৃষ্টি বিপর্য্যয়ে ইনি নানা অবতার। ওঁকারের যে বর্ণ তাহা হয় শব্দ হইতে। ইনি শব্দব্রহ্ম। যেখানে স্পন্দন বা চলন সেখানে শব্দ থাকিবেই। আর যেখানে শব্দ সেখানে বর্ণের রেখাপাত আছেই। এজন্য তটস্থ ওঁকারকে শক্তি বলা হয়। শক্তি পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী। বর্ণের মালা ইঁহার গলে।

৩

ওম্—স্বরূপ।

য ওঁকারঃ স প্রণবো, যঃ প্রণবঃ স সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তো, যোঽনন্তস্তত্তারং, যত্তারং তৎসূক্ষ্মং, যৎ সূক্ষ্মং তচ্ছুক্লং, যচ্ছুক্লং তদ্বৈদ্যুতং যদ্বৈদ্যুতং তৎপরব্রহ্মেতি ॥

স একঃ স একোরুদ্রঃ স ঈশানঃ স ভগবান্
স মহেশ্বরঃ স মহাদেবঃ ॥ অথর্ব্বশির, উপ, ।

ভক্তমুন্নয়তে যস্মাৎ তদোমিতি য ঈরিতঃ।
অরূপোঽপি স্বরূপাঢ্যঃ স ধাত্রা নেত্রয়োঃ কৃতঃ ॥
তারয়েৎ যদ্ভবাম্ভোধেঃ স্ব জপাসক্তমানসং।
ততস্তার ইতিখ্যাতো যস্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ ॥
প্রণূয়তে যতঃ সর্ব্বৈঃ পুরনির্ব্বাণকামুকৈঃ।
সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকস্তস্মাৎ প্রণবোযঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

যিনি ওঁকার তিনি প্রণব, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, তারক, সূক্ষ্ম, শুক্ল, বিদ্যুৎভাব বিশিষ্ট, পরব্রহ্ম। ইনি এক, এক রুদ্র, ঈশান, ভগবান্, মহেশ্বর ও মহাদেব।

রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম এইগুলির চিন্তাকে ধ্যান বলে। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা। পূর্ণ ধ্যানে রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্ম্ম এই সকল গুলিই থাকিবে। মোটামুটি সকল গুলিকে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জানিলে রূপের ধ্যান আপনা হইতেই সরস হয়। রামায়ণের প্রকটমূর্ত্তি নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম শ্রীরাম। ভাগবতের প্রকটমূর্ত্তি সজল-জলদ-শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ। চণ্ডীর প্রকটমূর্ত্তি মহামেঘ-প্রভা শ্যামা। এই কারণে যাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া

সুসেবিতারং পুরুষং প্রণমেৎ যঃ পরম্পদম্।
অতস্তং প্রণবং শান্তং প্রত্যক্ষীকৃতবান্ বিধিঃ॥

কাশীস্থ ১৪ প্রধান লিঙ্গ কথনে।

অথ কস্মাদুচ্যত ওঁকারঃ?

যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণানূর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যত ওঁকারঃ।

হইতেছে অগ্রে তাঁহার স্বরূপ-গুণ-কর্ম্ম জড়িত রূপটি ভাবনা করিয়া লইতে হয়।

প্রথমেই অবলম্বনটি চাই। এইটি ধ্যেয় বস্তু। ইনিই ওঁকার ইনিই প্রণব ইত্যাদি। আবার যে লোকে সুখস্বরূপ আনন্দাত্মাকে পাওয়া যায় তাহাই স্বর্গ, তাহাই ব্রহ্মলোক। ধ্যেয় বস্তু সেই লোকেই থাকেন। সেই লোকে গিয়া সেই চিত্রপুরুষের মুখে সব শুনিতে হয়। শ্রুতিতে উপাস্য বস্তু উপাসককে বলিতেছেন,—"**অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি**" জগদুৎপত্তির প্রথমে আমিই ছিলাম, এখনও আমি আছি, পরেও আমি হইব, আমা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। আমি স্বপ্রকাশ চিদানন্দ স্বরূপ এক। সৃষ্টির পরেও আমিই সকলের অন্তরে বাহিরে আছি।

ওঁকার বলা হয় কেন?

ওঁকার জপ যিনি করেন, তাঁহার প্রাণসকলকে ওঁকার ঊর্দ্ধে আনন্দ-লোকে লইয়া যান বলিয়া ইনি ওঁকার। ঊর্দ্ধান্ প্রাণান্ কারয়ত্যুচ্চারয়িতুরিত্যোংকারঃ। অন্য পাঠ এই "সর্ব্বং শরীরমূর্দ্ধমুন্নাময়তি" সর্ব্বং নিখিলং কুণ্ডলিনীমুখমারভ্যৈকাদশদ্বারং শরীরং জ্ঞানদর্শনেন কাষ্ঠাগ্নিং বিনাগ্ন্যোর্দ্ধমূর্দ্ধস্থিত স্থানাপেক্ষয়োপরিদেশ উন্নাময়তি প্রাণ-

অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ ?

যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋচো যজূংষি সামান্যথর্ব্বাঙ্গিরসশ্চ যজ্ঞে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ।

প্রভঞ্জনে নোন্নতং কারয়তি সর্ব্বান্ প্রাণান্ ষট্‌চক্রভেদনেন সুষুম্নাদ্বারেণ মূর্দ্ধানমানয়তি তস্মাত্ততঃ স্বোচ্চারণাবসরে সর্ব্বস্য শরীরস্যোর্দ্ধদেশে প্রাণ-প্রভঞ্জনে নোন্নমনকারিত্বাৎ।

পুণ্যবান্ যাঁহারা ওঁকার জপ করেন, তাঁহাদিগকে ইনি উর্দ্ধলোকে লইয়া যান, আর ক্ষীণ পুণ্য যাহারা জপ করেনা তাহারা নিম্নলোকে প্রেরিত হয়, এই জন্য ইনি ওঁকার। উর্দ্ধং চোন্নাময়ে যস্মাদধশ্চাপনয়া-ম্যহম্। তস্মাদোঙ্কার এবাহমেকো নিত্যঃ সনাতনঃ॥ শিবগীতা।৬।৩০।

প্রণব কেন বলা হয় ?

প্রকর্ষেণ নাময়তি প্রাপয়তি অথবা প্রণাময়তি প্রণতং নম্রং করোতি নাময়তি ন্যক্করোতি তন্মন্ত্রমিব করোতি স প্রণবঃ। প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করান বলিয়া প্রণব। শিবগীতা বলেন, ঋচো যজূংষি সামানি যো ব্রহ্মা যজ্ঞকর্ম্মণি। প্রণাময়ে ব্রাহ্মণেভ্যস্তেনাহং প্রণবো মতঃ। ৬। ৩১। আমিই যজ্ঞকর্ম্মে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ঋক্ যজু সামের মন্ত্র প্রদান করি বলিয়া আমি প্রণব।

যজ্ঞে=জপ যজ্ঞে। প্রণব জপ যিনি করেন তাঁহার জন্য আমি চতুর্ব্বেদের ভাব আনয়ন করি, তাই আমি প্রণব। সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি কেন তাহাই বলা হইতেছে।

সর্ব্বব্যাপী—ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য যেমন পিষ্টকাদিকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ এই শান্ত ব্রহ্ম ওঁকারকে যিনি জপ করেন, ওঁকার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রতীত হয়েন এবং সেই সর্ব্বানুগত ব্রহ্ম সেইরূপেই উপাসকের ভিতরে বাহিরে পূর্ণভাবেই বিরাজমান হয়েন।

অনন্ত—ব্রহ্মা, হরি, ভগবান্, দেবতাগণ ইঁহার আদি অন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না।

তার—গর্ভ জন্ম জরা মৃত্যুভরা সংসার হইতে ভক্তকে ত্রাণ করেন।

সূক্ষ্ম—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার দেহে জীবরূপে বাস করেন, এবং ইহাদের হৃদয়াকাশে সূক্ষ্মরূপে বাস করেন বলিয়া সূক্ষ্ম।

শুক্ল—অন্তর্ধ্বনি দ্বারা অজ্ঞানের কার্য্য এবং সর্ব্বপ্রকার দো বিনাশ করেন বলিয়া শুক্ল।

বৈদ্যুৎ—বিদ্যুতের মত আপন রূপ দ্বারা মহাতম-মগ্ন সাধকেরও অজ্ঞান অন্ধকারকে বিনাশ করেন।

পরব্রহ্ম—মায়াদ্বারা আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করেন, এবং উপাসককেও বৃহৎ করেন।

এক—সংহার কালে রাগাদি ভক্ষণ করিয়া একীভূত হইয়া থাকেন। একা তিনিই সৃষ্টি সংহার পালন করেন বলিয়া তিনিই এক ঈশ্বর।

একরুদ্র—এক=ভেদ শূন্য। রুদ্র=দুঃখ বিনাশক। ঋষিভির্জ্ঞানিভির্দ্রুতং গম্যত ইতি রুদ্রঃ। প্রলয় কালে কেহই থাকে না কেবল ইনিই তিন গুণের পর এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরুদ্ররূপে সর্ব্বপ্রাণিকে আপনাতে লয় করিয়া অবস্থান করেন।

ঈশান—সর্ব্বলোককে ঈশিনি শক্তি বা স্বাধীনতা দ্বারা স্বাধীন রাখি, এজন্য সকলের চক্ষে আমি ঈশান। স্থাবর জঙ্গমে সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর, সর্ব্ব বিদ্যার অধিপতি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন বলিয়াও ঈশান।

ভগবান্—অতীত অনাগত সর্ব্ব পদার্থকে আত্মজ্ঞান দ্বারা দর্শন

করেন, সাধককে জীবব্রহ্মের একত্ব সম্পাদক আত্মজ্ঞানরূপ যোগ উপদেশ করেন এবং সকলকে ব্যাপিয়া থাকেন।

মহেশ্বর—নিরন্তর সর্ব্বলোককে সৃজন পালন ও লয় করেন।

মহাদেব—হে মহাপুরুষের আত্মজ্ঞান আর অষ্টাঙ্গ যোগ মহিমা নিয়ত বিদ্যমান আর যিনি সমস্ত বস্তুকে উৎপন্ন করিয়া রক্ষা করেন!

ওঁকারকে জান জানিয়া ধ্যান কর ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

ঊর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং হিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণোলোকং সত্যাখ্যম্। স হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং সংসারিণাং জীবানামাত্মভূতঃ সহ্যন্তরাত্মা লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বভূতানাং তস্মিন্ লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্ব্বে জীবাঃ।

তস্মাৎ স জীবঘনঃ স বিদ্বাংস্ত্রিমাত্রোঙ্কারাভিজ্ঞঃ। এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং পুরুষমীক্ষতে। পুরিশয়ং সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশ্যতি ধ্যায়মানঃ।

৪

ওম্—রূপ।

অকারশ্চ উকারশ্চ মকারশ্চ ধনঞ্জয়।
অর্দ্ধমাত্রা সমাযুক্তো মমেতি জ্যোতিরূপকম্॥
অকারো রক্তবর্ণস্যাদুকারঃ কৃষ্ণ উচ্যতে।
মকারঃ শুক্লবর্ণাভস্ত্রিবর্ণঃ সিদ্ধিরুচ্যতে॥
অকারমগ্নি সংযুক্তং উকারং বায়ু সংযুতং।
মকারং সূর্য্যসংযুক্ত মোঙ্কারং পরমং পদম্॥

অকার, উকার, মকার, অর্দ্ধমাত্রা আমার জ্যোতির রূপ। অকার রক্তবর্ণ, উকার কৃষ্ণবর্ণ, মকার শুক্লবর্ণ। অকার অগ্নিসংযুক্ত, উকার বায়ুসংযুক্ত, মকার সূর্য্যসংযুক্ত। ওঁকারই পরমপদ। অকারে ব্রহ্মা,

অকারে তু ভবেদ্ব্রহ্মা উকারে বিষ্ণুরুচ্যতে।
মকারে তু ভবেদ্রুদ্রো অর্দ্ধমাত্রে তুরীয়কম্॥
পৃথিব্যগ্নিশ্চ ঋগ্বেদো ভূরিত্যেব পিতামহঃ।
অকারেতু লয়ং প্রাপ্তে প্রথমে প্রণবাংশকে॥
অন্তরীক্ষং যজুর্ব্বায়ু ভুবোবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে॥
দিবি সূর্য্যঃ সাম বেদঃ স্বরিত্যেব মহেশ্বরঃ।
মকারে তু লয়ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে॥
পাদয়োস্তু তলং বিদ্যাৎ তদূর্দ্ধং বিতলং তথা।
সুতলং জঙ্ঘদেশেতু গুল্ফদেশে রসাতলম্॥
তলাতলঞ্চোরুদেশে গুহ্যদেশে মহাতলং।
পাতালং সন্ধিদেশেতু সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ভূর্লোকংনাভিদেশেতু ভুবর্লোকঞ্চ কুক্ষিগম্।
হৃদিস্থংস্বর্গলোকঞ্চ মহর্লোকঞ্চ বক্ষসি॥
জনলোকঞ্চ কণ্ঠস্থংতপো লোকং মুখেস্থিতম্।
সত্যলোকঞ্চ মূর্দ্ধ্নস্থং ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥
ওঁকার প্রভবা বেদা ওঁকার প্রভবাঃ সুরাঃ।
ওঁকার প্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥

স্কন্দপুরাণে গীতাসার।

উকারে বিষ্ণু, মকারে রুদ্র ; অর্দ্ধমাত্রাই তুরীয়। পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ, ভূ, ব্রহ্মা, প্রণবের প্রথম অংশ অকারে লয় কর থাকিবে উকার। অন্তরীক্ষ, যজুর্ব্বেদ, বায়ু, ভুব, বিষ্ণু, দ্বিতীয় প্রণবাংশ উকারে লয় কর থাকিবে মকার। স্বর্গ, সূর্য্য, সামবেদ, স্বঃ, মহেশ্বর প্রণবের তৃতীয় অংশ মকারে লয় কর থাকিবে তুরীয় আপনি আপনি অন্য অংশ সুগম।

৫

ওম্—ধারণা স্থান।

ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃদ্‌পদ্মান্তর-সংস্থিতং।
তস্মাত্তমভ্যসেন্নিত্যং সর্ব্বাঙ্গং পরমেশ্বরম্॥
হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং সকর্ণিকং কেশরমধ্যনীলম্।
অঙ্গুষ্টমাত্রং মুনয়োবদন্তি ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণম্॥
অষ্টপত্রন্তু হৃদ্‌পদ্মং দ্বাত্রিংশৎ কেশরং তথা।
তস্য মধ্যে স্থিতং ধ্যায়েৎ ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবতা॥
তস্য মধ্যগতো ভানুর্ভানোর্ম্মধ্যে গতঃ শশী।
শশি মধ্যগতো বহ্নি র্বহ্নিমধ্যে গতা প্রভা॥
প্রভামধ্যগতং পীঠং নানা রত্নোপশোভিতম্।
অনেক রত্ন সঙ্কীর্ণং জ্বলনার্ক সম প্রভম্।
তস্য মধ্যেস্থিতং দেবং নারায়ণমনাময়ম্।
শ্রীবৎস কৌস্তভোরস্কং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম মুষলং খড়্গমেব চ।
ধনুশ্চৈবতু বাণাদি অষ্টবাহুধরং হরিম্।
পদ্মকিঞ্জল্ক সঙ্কাশং তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভম্॥
শুদ্ধ স্ফটিক-সঙ্কাশং চন্দ্রকোটি সমপ্রভং।

ভাবার্থ—হৃদ্‌পদ্মে ওঁকার অবস্থিত। হৃদ্‌পদ্ম অষ্টদল। ইহার দ্বাত্রিংশৎ কেশরে ইন্দ্রাদি দেবতা। পদ্মের মধ্যেসূর্য্য, সূর্য্য মধ্যে চন্দ্র, চন্দ্র মধ্যে অগ্নি, অগ্নিমধ্যে প্রভা; প্রভার ভিতরে নানারত্ন শোভিত পাদপীঠ। পাদপীঠ অনেক রত্ন খচিত। জ্বলন্ত অগ্নির মত প্রভা বিস্তার করিতেছে ইহা ইহার উপরে নারায়ণ। ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মুষল খড়্গ

সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্ ॥
কেয়ূর নূপুরৌ পদ্ভ্যাং কটি সূত্রঞ্চ নির্ম্মলম্ ॥
কৃতেশ্বেতং হরিং বিদ্যাৎ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণকম্।
দ্বাপরে পীতবর্ণঞ্চ নীলবর্ণং কলৌযুগে ॥
শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিরাকারং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
অপ্রমেয়মজং দেবং তং বিদ্যাৎ পুরুষোত্তমম্ ॥

৬

ভর্গ—পূজা।

নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্তেজ উপজায়তে।
তদ্ভর্গমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্ ॥
নিরালম্বে পদে প্রাপ্তে চিত্তে তন্ময়তাং গতে।
নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

* * * *

ধনু বাণযুক্ত অষ্ট বাহুধারী। বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ। পায়ে নূপুর। সত্যযুগে ইনি শ্বেতবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পীতবর্ণ ও কলিতে নীলবর্ণ। ইনিই আবার নিরাকার পুরুষোত্তম সর্ব্বব্যাপী অজ।

রূপের অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র হইলে যখন রূপ আর থাকে না, তখন চিত্ত নিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই শূন্য স্বরূপ নিরালম্ব পদ। চিত্ত এই পদে থাকিলে যে তেজ প্রকট হয় তাহাই ভর্গ। সেই ভর্গের অভ্যাস নিত্য আবশ্যক। ইহা যোগীরা ধ্যান করেন। এই অবস্থাতে চিত্তের কোন ক্রিয়া থাকে না। ভর্গ প্রাপ্তিতে পরমাত্মার দর্শন হয় বলিয়াই ইহা নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃসদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥
স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্যদেহে কদাচন।
স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ ॥
স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
অভেদ দর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥
অক্রিয়েব পরা পূজা মৌনমেব পরোজপঃ।
অচিন্ত্যৈব পরো যোগঃ অনিচ্ছৈব পরং সুখম্ ॥
নাস্তিজ্ঞানাৎপরো মন্ত্রো ন দেব চাত্মনঃ পরঃ।
নান্বেষণাৎ পরা পূজা নহ্যতৃপ্তেঃ পরং ফলম্।

দেহটি দেবালয়। জীব, যিনি এই দেহে বাস করেন তিনিই সদাশিব। শিবের পূজার নির্ম্মাল্য অজ্ঞান নহে। সোঽহং ভাবেই শিবের পূজা হয়। আপনার দেহে দেবতার পূজা কর অন্যদেহে করিও না। নিজের গৃহে পায়স ত্যাগ করিয়া দুর্ম্মতিগণই ভিক্ষা করিতে ছুটে।

রাগদ্বেষাদি মনের ময়লা ত্যাগই স্নান; ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে গুটাইয়া লইয়া ঈপ্সিততমের সেবায় নিযুক্ত করাই শৌচ; উপাস্য উপাসকের অভেদত্ব দর্শনই ধ্যান আর জ্ঞান হইল মনের বিষয় শূন্য অবস্থায় স্থিতি। অক্রিয় ভাবই শ্রেষ্ঠ পূজা; মৌনই হইল শ্রেষ্ঠ জপ; চিন্তা না করাই হইল শ্রেষ্ঠ যোগ আর ইচ্ছা শূন্যতাই পরম সুখ। জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনের ত্রাতা নাই; আত্মদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই; আত্মানুসন্ধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজা আর নাই; তৃপ্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা পূজার ফলও আর নাই।

ঘটে ভিন্নে যথাকাশো মহাকাশে বিলীয়তে।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি॥
যত্রযত্র মনোযাতি তত্রতত্র সমাধয়ঃ।
বাসনাসু বিশীর্ণাসু চিত্তে নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
যস্য নির্ব্বিষয়ং চেতো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
কিংকরোমি ক্বগচ্ছামি কিংগৃহ্নামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥
নৈব কশ্চিৎ পরোবন্ধো মোক্ষদোহধুনা ভবেৎ।
বন্ধ মোক্ষ বিকল্পোয়ং কিঞ্চিদজ্ঞানলক্ষণম্॥
যদস্তি তদ্ভাতি তদাত্মরূপং
ন চান্যতো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাব সম্বিত্ প্রতিভাতি কেবলা
গ্রাহ্যে গৃহীতে চ মৃষাবিকল্পনা॥

ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশেই লয় হয়, সেইরূপ দেহ ভুল হইলেই যোগী আপনি আপনি ভাবরূপ পরমাত্মা হইয়াই স্থিতি লাভ হইয়াছেন করেন। যেখানে যেখানে মন যায় সেই সেই থানেই ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত মনে করিয়া জগৎ ভুলিয়া ব্রহ্ম দেখিতে দেখিতে আমিই ব্রহ্ম এই সমাধি কর; বাসনা ক্ষয় হইয়া মন নির্ব্বিষয় হইলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। জীবন্মুক্তিতে করা যাওয়া গ্রহণ করা ত্যাগ করা কি থাকে? তখন আত্মাদ্বারা বিশ্বপূর্ণ, যেমন কল্পাবসানে জগৎ শুধু জলরাশি দ্বারা পূর্ণ থাকে সেইরূপ। বদ্ধ মোক্ষ ভাব তখন কোথায়? ইহা অজ্ঞানজ বিকল্প মাত্র।

যিনি আছেন তিনিই দীপ্তি পাইতেছেন তিনিই আত্মরূপ। আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না আর কিছুই নাই। কেবল জ্ঞান স্বরূপ

৭

ওম্—সাধনা।

ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরম্। পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টম্। তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়নাম গ্রহণ ইব লোকঃ।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। 'বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য' তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্। 'প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনম্। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ, প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়ত শ্চিত্তমেকাগ্রং সম্পদ্যতে। তথাচোক্তম্—

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥ ১ ॥
অমরায় নমস্তভ্যং সোঽপি কালস্তয়াজিতঃ।
পতিতং বদনে যস্য জগদেতচ্চরাচরম্ ॥
জ্ঞানং কুতো মনসি সম্ভবতীহ তাবৎ
প্রাণোঽপি জীবতি মনো ম্রিয়তে ন যাবৎ।
প্রাণোমনোদ্বয়মিদং বিলয়ং নয়েৎ যো
মোক্ষং স গচ্ছতি নরো ন কথঞ্চিদন্যঃ ॥

যিনি তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। কিছু গ্রহণ করা বা গৃহীত বস্তু এই সমস্তই মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

ওঁকারই অক্ষর ব্রহ্ম। ইঁহারই উপাসনা করিবে। ওঁ এই শব্দই পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ নাম। প্রিয় নাম গ্রহণে কাহাকেও ডাকিলে সে যেমন সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ এই নামে পরমাত্মাকে ডাকিলে তিনি প্রসন্ন হয়েন। প্রণবই বাচক। বাচ্যই ঈশ্বর। প্রণব জপ কর। প্রণবের অর্থ

৮

ওম্‌—সাধনা—রাজযোগ।

পিপীলিকা যদা লগ্না দেহে জ্ঞানাদ্বিমুচ্যতে।
অসৌ কিং বৃশ্চিকৈর্দ্দষ্টো দেহান্তে বা কথং সুখী ॥

ভাবনা কর। ইহাই সগুণ, নির্গুণ, আত্মা ও অবতারের ভাবনা। যোগিগণ প্রণব জপ করেন, প্রণবের অর্থ ভাবনা করেন। ইহাতেই তাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হয়।

প্রণব জপ প্রণবার্থ ভাবনারূপ স্বাধ্যায় কর পরে যোগ অবলম্বন কর। যোগের পরে আবার স্বাধ্যায় কর। স্বাধ্যায় ও যোগ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হয়। চিরজীবী যোগিগণকে নমস্কার; কালের বদনে জগৎ পতিত। যোগী কিন্তু কালকেও ভক্ষণ করিয়া অমর। ততদিন জ্ঞান জন্মিবে না, যতদিন শ্বাস-প্রশ্বাস আর সঙ্কল্প বিকল্প না মরে। প্রাণ আর মনকে যিনি লয় করেন তিনিই মোক্ষ পান। অন্য শত উপায়েও মোক্ষ হয় না।

একটি পিপীলিকা দেহে উঠিলে যখন তোমার ধ্যান ভঙ্গ হয় তখন মৃত্যুকালে শত বৃশ্চিকের দংশনে মন ঈশ্বরে কি লগ্ন থাকিবে? আর যদি ইহাই না হইল তবে দেহান্তে কিরূপে সুখী হইবে? দেহান্তে যে কোথায় যাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? "দেহাবসান সময়ে চিত্তে যদ্‌যদ্বিভাবয়েৎ। তত্তদেব ভবেজ্জীব ইত্যেবং জন্মকারণম্‌" দেহাবসান সময়ে চিত্তে যেমন যেমন ভাবনা জাগিবে সেই সেই যোনিতেই যাইতে হইবে।

আত্মজ্ঞানেন মুক্তিঃস্যাত্তচ্চ যোগাদৃতে নহি।
স চ যোগশ্চিরঙ্কালমভ্যাসাদেব সিদ্ধতি ॥

স্কন্দপুরাণে।

যোগাগ্নির্দ্দহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরম্।
প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাগ্নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥

কূর্ম্মপুরাণে।

উন্মন্যবাপ্তয়ে শীঘ্রং ভ্রূধ্যানং মম সম্মতম্।
রাজযোগপদং প্রাপ্তুং সুখোপায়োঽল্প চেতসাম্।
সদ্যঃ প্রত্যয়সন্ধায়ী জায়তো নাদজো লয়ঃ ॥৮০॥　হঠ প্রদী।

আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। জীবাত্মার, পরমাত্মাকে আপন স্বরূপ ভাবে জানিয়া তাঁহাতে নিরন্তর এক হইয়া থাকারূপ যোগ ভিন্ন আত্মজ্ঞানও নাই। বহুদিন ধরিয়া ঐক্য ভাবে থাকার অভ্যাস ভিন্ন সিদ্ধিও নাই। যোগাগ্নি অশেষ পাপরাশিকে অচিরেই ধ্বংস করিতে সমর্থ। ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। তখন হয় জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন সংসার নির্ব্বাণ রূপ মুক্তি নাই।

শীঘ্রং তরিতমুন্মন্যা উন্মন্যবস্থায়া অবাপ্তয়ে প্রাপ্ত্যর্থে ভ্রূধ্যানং ভ্রুবোর্ধ্যানং ভ্রূমধ্যে ধ্যানং মম স্বাত্মারামস্য সম্মতঃ। রাজযোগো যোগানাং রাজা তদেব পদং রাজযোগপদং তুর্য্যাবস্থাখ্যং প্রাপ্তুং লুব্ধুং পূর্ব্বোক্ত ভ্রূধ্যানরূপঃ সুখোপায়ঃ সুখসাধ্য উপায়ঃ সুখোপায়ঃ অল্পচেতসাং অল্পবুদ্ধীনামপি কিমুতান্যেষামিত্যভিপ্রায়ঃ। নাদজঃ নাদাজ্জাতো লয়শ্চিত্ত-বিলয়ঃ সদ্যঃ শীঘ্রং প্রত্যয়ং প্রতীতং সন্দধাতীতি প্রত্যয়সন্ধায়ী প্রতীতি-করো জায়তে প্রাদুর্ভবতি।

কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং যং শৃণোতি ধ্বনিং মুনিঃ॥
তত্র চিত্তং স্থিরীকুর্যাৎ যাবৎ স্থিরপদং ব্রজেৎ॥ ৮২॥
অভ্যস্যমানো নাদোঽয়ং বাহ্যমাবৃণুতে ধ্বনিং।
পক্ষাদ্বিপক্ষমখিলং জিত্বা যোগী সুখী ভবেৎ॥ ৮৩॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা মনোদৃশ্য, মনের সঙ্কল্পমাত্র। যতদিন মনের সঙ্কল্প থাকিবে ততদিন জগৎটা উপলব্ধি হইবে। সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে এই জগতকে ভ্রম বলিয়া বোধ হইবে। "মনসো হ্যুন্মনীভাবাদ্দ্বৈতং নৈবোপলক্ষ্যতে"। মনের উন্মনী ভাব হইলে অর্থাৎ মনের লয় হইলে দ্বৈত বা ভেদ কিছুই উপলব্ধি হয় না। উন্মনীভাব শীঘ্র প্রাপ্তি জন্য ভ্রূমধ্যে ধ্যান করিবে। চিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের মত ইহা। রাজযোগ হইতেছে তুরীয় স্থিতি। পূর্ব্বোক্ত ভ্রূমধ্যে ধ্যান হইতেছে তুর্য্যাবস্থা প্রাপ্তির সুখসাধ্য উপায়। অল্প বুদ্ধি মানুষও ইহা অভ্যাস করিতে পারে। নাদ অনুসন্ধান অভ্যাস কর শীঘ্র চিত্ত লয় অনুভব করিতে পারিবে।

মুনির্ম্মননশীলো যোগী হস্তাভ্যামিত্যনেন হস্তাঙ্গুষ্ঠৌ লক্ষ্যেতে। তাভ্যাং কর্ণৌ শ্রোত্রে পিধায়। হস্তাঙ্গুষ্ঠৌ শ্রোত্রবিবরয়োঃ কৃত্বেত্যর্থঃ। যং ধ্বনিমনাহতনিস্বনং শৃণোত্যাকর্ণয়তি তত্র তস্মিন্ ধ্বনৌ চিত্তং স্থিরীকুর্য্যাদস্থিরং স্থিরং সম্পদ্যমানং কুর্য্যাৎ। যাবৎ স্থিরং পদং স্থিরপদং তুর্য্যাখ্যং গচ্ছেৎ তদুক্তং। তুর্য্যাবস্থাচিদভিব্যঞ্জকনাদস্য বেদনং প্রোক্তমিতি নাদানুসন্ধানেন বায়ুস্থৈর্য্যমণিমাদয়োঽপি ভবন্তীতি। অভ্যস্যমানোঽনুসন্ধীয়মানোঽয়ং নাদোঽনাহতাখ্যো বাহ্যং ধ্বনিং বহির্ভবং শব্দমাবৃণুতে শ্রোত্রোর্ব্বিষয়ং। যোগী নাদাভ্যাসী পক্ষান্মাসার্দ্ধাদখিলং সর্ব্বং বিক্ষেপং চিত্তচাঞ্চল্যং জিত্বাঽভিভূয় সুখীস্বানন্দোভবেৎ।

মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো গন্ধং নাপেক্ষতে যথা।
নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ান্নহি কাঙ্খতে ॥ ৯০ ॥

যোগী দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণবিবর চাপিয়া ধরিবে। তাহাতে যে অনাহুত ধ্বনি উঠিবে সেই শব্দ শুনিয়া চিত্ত স্থির করিবে। যতক্ষণ না পরম শান্ত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ এইরূপ করিবে। তুর্য্যাবস্থা হইতেছে চিৎ অভিব্যঞ্জক নাদ অনুভব। ইহাই নাদানুসন্ধান। নাদানু-সন্ধানে বায়ু স্থির হইবে এবং অনিমাদি সিদ্ধি আসিবে। নাদের অভ্যাসে বাহিরের শব্দ আর শ্রবণে আসিবে না। অর্দ্ধমাস ধরিয়া ইহার অভ্যাসে সমস্ত চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হইবে। এবং যোগী তখন সুখলাভ করিতে থাকিবেন। [প্রথম অভ্যাসে সমুদ্রগর্জ্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীশব্দ ইত্যাদির মত শব্দ শোনা যাইবে। আরও অভ্যাসে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র গমন সময়ে সমুদ্র, মেঘ, ভেরী ইত্যাদি শব্দ তুলিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু স্থির হইলে মাদল, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি ধ্বনি শুনা যাইবে। প্রাণ বহুকাল ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতিলাভ করিলে ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কিঙ্কিণীধ্বনি, বীণা, ভ্রমরঝঙ্কার ইত্যাদি বহুপ্রকার শব্দ দেহ মধ্যে শুনা যাইবে। বহুল শব্দ শুনিয়া শুনিয়া তন্মধ্যগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি চিন্তা করা উচিত। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দ স্থায়ী হইলে চিত্ত তাহাতে আসক্ত হইয়া স্থির হইয়া যাইবে। মন এইরূপ নাদ লইয়া যখন ক্রীড়া করিবে, তখন মনকে জোর করিয়া অন্য বিষয়ে আসক্ত করিবে না। অর্থাৎ স্থূল বা সূক্ষ্ম যে নাদে মন লাগিবে সেই শব্দেই মনকে স্থির করিলে তাহাতেই মন লয় হইবে।

মধু পান করিয়া ভ্রমর যেমন গন্ধকে ইচ্ছা করে না সেইরূপ চিত্ত নাদে আসক্ত হইলে স্রক্ চন্দন বণিতাদি বিষয় আর ইচ্ছা করে না। শব্দ রূপ রসাদি-বিষয়-উদ্যানচারী দুনির্ব্বার মত্ত গজেন্দ্র তুল্য মনকে বিষয় হইতে

মনোমত্ত গজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যানচারিণঃ।
নিয়মনে সমর্থোঽয়ং নিনাদনিশিতাঙ্কুশঃ ॥ ৯১ ॥
বদ্ধস্তু নাদশব্দেন মনঃ সন্ত্যক্তচাপলম্।
প্রযাতি সুতরাং স্থৈর্য্যং ছিন্নপক্ষো খগো যথা ॥ ৯২ ॥
নাদোঽন্তরঙ্গ-সারঙ্গ-বন্ধনে বাগুরায়তে।
অন্তরঙ্গ কুরঙ্গস্য বধে ব্যাধায়তেঽপি চ ॥ ৯৪ ॥
পূজা কোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো জপঃ।
জপকোটি সমং ধ্যানং ধ্যান কোটিসমো লয়ঃ ॥

ফিরাইতে নাদ বা অনাহত ধ্বনিরূপ তীক্ষ্ণ অঙ্কুশই সমর্থ। নাদধারণাসক্ত মন ক্ষণে ক্ষণে বিষয় গ্রহণ পরিত্যাগরূপ চপলতা ত্যাগ করিয়া ছিন্ন পক্ষ বিহগ যেমন আর আকাশে উড়িতে পারে না সেইরূপ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রকারও বলেন—

প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ং।
বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থৈর্য্যং শুভাশ্রয়ে ॥

প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে বশীকৃত করিয়া এবং প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া নাদরূপ শুভ আশ্রয়ে চিত্ত স্থির করিবে।

মনোমৃগের চাঞ্চল্য হরণে নাদই বাগুরা (জাল)। [অন্তরঙ্গং মন এব সারঙ্গো মৃগস্তস্য বন্ধনে চাঞ্চল্য হরণে] নাদ আপন শক্তি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য হরণ করিতে সমর্থ। ব্যাধ যেমন বাগুরাবদ্ধ মৃগকে বিনাশ করে সেইরূপ নাদও নানাসক্ত মনকে নাশ করিতে সমর্থ।

স্তব পাঠ কোটি পূজার সমান; জপ আবার কোটি স্তোত্র পাঠের সমান, ধ্যান, কোটি জপের সমান আর মনোলয় হইতেছে কোটি ধ্যানের সমান। নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই; নিজের আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

নহি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা নহি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্॥
ইতি কুলার্ণবে॥

মুক্তাসনে স্থিতো যোগী মুদ্রাং সন্ধায় শাম্ভবীম্।
শৃণুয়াৎ দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তঃস্থ মেকধীঃ॥
শ্রবণপুট নয়নযুগল ঘ্রাণ মুখানাং নিরোধনং কার্য্যং।
শুদ্ধ সুষুম্নাসরণৌ স্ফুটমমলঃ শ্রূয়তে নাদঃ॥

দেবতা আর নাই। নাদের অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ পূজা। তৃপ্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল আর নাই।

মুক্তাসনে সিদ্ধাসনে স্থিতো যোগী শাম্ভবীং মুদ্রামন্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃষ্টিরিত্যাদিনোক্তং সন্ধায় কৃত্যা একধীরেকাগ্রচিত্তঃ সন্ দক্ষিণে কর্ণে তৎস্থসুষুম্নানাড্যাং সন্তমেব নাদং শৃণুয়াৎ। তদুক্তং ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে—

আদৌ মত্তালিমালা জনিত রবসম স্তার সংস্কারকারী
নাদোঽসৌ বাংশিকস্থানিল ভরিত লসৎবঃশনিঃস্বানতুল্যঃ।
ঘণ্টানাদানুকারী তদনুচর জলধিধ্বান গম্ভীরো
গর্জ্জন্ পর্জ্জন্যঘোষঃ পর ইহ কুহরে বর্ত্ততে ব্রহ্মণাড্যা। ইতি॥

শ্রবণপুটে নয়নয়োর্নেত্রয়োর্যুগলং যুগ্মং ঘ্রাণশব্দেন ঘ্রাণপুটে মুখমাস্তমেষাং। দ্বন্দ্বে প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবদ্ভাবে প্রাপ্তেঽপি সর্ব্বস্তাপি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবস্তবৈকল্পিকত্বান্নভবতি। তেষাং নিরোধনং করাঙ্গুলিভিঃ কার্য্যং। নিরোধনং চেত্থং—"অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভৌ কর্ণে তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ চক্ষুষী। নাসাপুটৌ তথান্যাভ্যাং প্রচ্ছাদ্য করণানি চ॥ শুদ্ধা প্রাণায়ামৈর্ম্মলরহিতা যা সুষুম্নাসরণিঃ সুষুম্নাপদ্ধতিস্তস্যা মমলো নাদঃ স্ফুটং ব্যক্তং শ্রূয়তে॥

সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া যোগী অন্তর্লক্ষ্য অথচ বহির্দৃষ্টি এই শাম্ভবী

মুদ্রা করিবেন। করিয়া একাগ্রচিত্তে দক্ষিণ কর্ণে—দক্ষিণকর্ণস্থ সুষুম্না-নাড়ী হইতে উদ্ভূত নাদ শুনিবেন। কিরূপে নাদ অনুসন্ধান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—

কর্ণছিদ্র, নয়নদ্বয়, নাসাছিদ্র করাঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিবে। করিয়া শুদ্ধা অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা মলরহিত যে সুষুম্না অনুসরণ তাহার অমল নাদ পরিস্ফুট ভাবে শুনিবে। ইহা শ্রীগুরুর নিকট জানিয়া লওয়া আবশ্যক। [নাদের চারি অবস্থা—আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা এবং নিষ্পত্তাবস্থা। আরম্ভাবস্থাতে অনাহত চক্র বা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ প্রাণায়াম অভ্যাসে যখন হইবে তখন হৃদয়াকাশোৎপন্ন আনন্দজনক নানাবিধ ভূষণনিনদসদৃশ শব্দ দেহের মধ্যে শুনা যাইবে। দ্বিতীয় অবস্থাতে অর্থাৎ ঘটাবস্থাতে প্রাণ ও অপান আত্মা ও নাদ বিন্দুর সহিত এক হইয়া কণ্ঠস্থিত চক্রে গমন করে। তখন যোগীর আসন স্থির হয়। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কুশলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েন এবং জ্ঞান লাভ করিয়া রূপলাবণ্যাধিক্যে দেবতুল্য হয়েন। ঈশ্বরোক্ত রাজযোগে বলা হইয়াছে—

প্রাণাপানৌ নাদ বিন্দু জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাৎ তস্মাৎ স ঘট উচ্যতে॥

আরম্ভাবস্থায় সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হয় আর ঘটাবস্থায় সিদ্ধি হইলে হয় বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। তৃতীয় অর্থাৎ পরিচয়াবস্থায় ভ্রূমধ্যাকাশে গমন হয়। উহা মহাকাশ। ওখানে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়।

চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্ত্যবস্থাতে যখন আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয় তখন ঈশ্বরের পীঠ স্থান যে ভ্রূমধ্য, প্রাণ সেই স্থানে গমন করে। তখন নাদ শ্রবণজনিত যে চিত্তানন্দ তাহা জয় হয় আর সহজানন্দ লাভ হয়। সহজানন্দ হইতেছে স্বাভাবিক আত্মসুখ। এই অবস্থায় কোন

অনাহতস্য নাদস্য ধ্বনি র্য উপলভ্যতে।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়স্যান্তর্গতং মনঃ ॥
মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০০ ॥
তাবদাকাশ সঙ্কল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্ততে।
নিঃশব্দং তৎ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ১০১ ॥
যৎ কিঞ্চিন্নাদরূপেণ শ্রূয়তে শক্তিরেব সা।
যস্তত্ত্বান্তো নিরাকারঃ স এব পরমেশ্বরঃ ॥ ১০২ ॥
সর্ব্বে হঠলয়োপায়া রাজযোগস্য সিদ্ধয়ে।
রাজযোগ সমারূঢ়ঃ পুরুষঃ কালবঞ্চকঃ ॥ ১০৩ ॥
তত্ত্বং বীজং হঠঃ ক্ষেত্রমৌদাসীন্যং জলং ত্রিভিঃ।
উন্মনীকল্পলতিকা সদ্য এব প্রবর্ত্ততে ॥ ১০৪ ॥
যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্মারুতে মধ্যমার্গে
যাবৎ বিন্দুর্নভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ।
যাবৎ ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবৎ জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যা প্রলাপঃ ॥ ১১৪ ।

দুঃখ থাকে না, কোন ব্যাধি থাকে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা বৃদ্ধাবস্থা, নিদ্রা ইত্যাদি রহিত হইয়া যোগী সর্ব্বদা আত্মানন্দে অবস্থান করেন।]

অনাহত শব্দের যে ধ্বনি শুনা যায়. সেই ধ্বনির ভিতর যে জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্যোতি বা স্বপ্রকাশ চৈতন্য, তাহার ভিতর জ্ঞেয় আকারে আকারিত মন—মন সেই আকারে আকারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়। মন ঐ সময়ে পরবৈরাগ্যে সকল বৃত্তিশূন্য সংস্কার শেষ অবস্থায় দগ্ধ পটের মত হইয়া যায়। বিষ্ণুর বা বিভোরাত্মার পরম পদ বৃত্তিশূন্য উপাধি রহিত

নিরুপাধিক পদ ইহাই। যতদিন অনাহতধ্বনি শুনা যায় ততদিন আকাশের মত হইয়া থাকা হয়। আকাশের গুণ শব্দ। গুণ শুনিতে শুনিতে গুণীর ভাব আসিয়া যায়। কিন্তু মনের লয় হইয়া গেলে যে নিঃশব্দ ভাব তাহাই পরমাত্মা। নাদ যাহা শুনা যায় তাহাই শক্তি। নাদের লয় যেখানে তাহাই নিরাকার পরমাত্মা। হঠঃ প্রাণাপানয়োরৈক্য লক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ হঠের উপায় হইতেছে আসন কুম্ভক মুদ্রাদি। আর লয়ের উপায় হই-হইতেছে নাদানুসন্ধান, শাম্ভবী মুদ্রাদি। রাজযোগ হইতেছে মনের সর্ব্ব বৃত্তির নিরোধ লক্ষণ। রাজযোগ সিদ্ধি জন্য হঠোপায়, আর লয়োপায়ই প্রশস্ত। যিনি রাজযোগ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইলেন তিনিই মৃত্যুজয় করিয়া অবস্থান করেন।

তত্ত্ব হইতেছে চিত্ত। এখানে পরমাত্ম তত্ত্বের কথা বলা হইতেছে না। চিত্ত হইতেছে উন্মনী অবস্থার বীজ। অর্থাৎ বীজবৎ উন্মনী অবস্থার অঙ্কুররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ইহা বীজ। হঠ বা প্রাণায়াম হইল ক্ষেত্র। ঔদাসীন্য অর্থাৎ পরবৈরাগ্য হইতেছে জল। এই তিনের দ্বারা উন্মনী কল্পলতিকা শীঘ্রই উৎপন্ন হয়।

প্রাণবায়ু মধ্যমার্গ অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্যে বিচরণ করিয়া যতদিন না ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করে—অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া যতদিন না স্থিরতা লাভ করে; প্রাণবায়ু কুম্ভকের দ্বারা স্থির হইয়া যতদিন না বিন্দু বা বীর্য্য স্থির করে "মনঃ স্থৈর্য্যে স্থিরো বায়ু স্ততো বিন্দুঃ স্থিরোভবেৎ" যতদিন না চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে তদাকারকারিত সহজসদৃশ হয় ততদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করা হয়, তাহা দম্ভমিথ্যা প্রলাপ মাত্র। "তাবদ্ যজ্‌জ্ঞানং শাব্দং বদতি কশ্চিৎ তদিদং জ্ঞানং কথং? দম্ভ-মিথ্যা প্রলাপঃ দম্ভেন জ্ঞান কথনেনাহং লোকে পূজ্যো ভবিষ্যামীতি ধিয়া মিথ্যাপ্রলাপো মিথ্যাভাষণং দম্ভপূর্ব্বকং মিথ্যাভাষণমিত্যর্থঃ॥

তথা অমৃতসিদ্ধৌ—

চলত্যেষ যদা বায়ুস্তদা বিন্দুশ্চলঃ স্মৃতঃ।
বিন্দুশ্চলতি যস্যাঙ্গে চিত্তং তস্যৈব চঞ্চলম্॥
চলে বিন্দৌ চলে চিত্তে চলে বায়ৌ চ সর্ব্বদা।
জায়তে ম্রিয়তে লোকঃ সত্যং সত্যমিদং বচঃ॥

যোগ কর আর স্বাধ্যায় কর; স্বাধ্যায় কর আর যোগ কর ইহাতেই পরমাত্মার প্রকাশ হইবে। "স্বাধ্যায়শ্চ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নম্"। মোক্ষ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতেছে স্ব্যাধ্যায়। এখন শ্রুতি যে বলেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রবণ মনন হই-তেছে স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। নিদিধ্যাসন হইতেছে ধ্যানের অন্তর্ভাব। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান লক্ষণরূপ কর্ম্মযোগ যাহা তাহাই যোগীরপ্রথম কার্য্য। তপঃ স্ব্যাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ। ইহার মধ্যেই শ্রবণ মনন, ভক্তিযোগ আদি সকলই রহিল। ইহাতেই মোক্ষ হইবে।

———

তৃতীয় উল্লাস—অনুরাগের বস্তু।

১

ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।

ओं तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ।

ধ্যান ১ হৃদি বিকসিত পদ্মং সার্কসোমাগ্নি বিম্বং
প্রণবময়মচিন্ত্যং যস্য পীঠং প্রকল্প্যম্।
অচলমপর সূক্ষ্মং জ্যোতিরাকাশ সারং
ভবতু মম মুদেহসৌ সচ্চিদানন্দরূপঃ॥

ধ্যান ২ মুক্তা-বিদ্রুম-হেম-নীল-ধবলচ্ছায়ৈর্মুখৈস্ত্রীক্ষণৈ-
র্যুক্তামিন্দুকলা নিবদ্ধরত্নমুকুটাং তত্ত্বার্থবর্ণাত্মিকাম্।
গায়ত্রীং বরদাভয়ঙ্কুশকশং শুভ্রং কপালং গদাং
শঙ্খং চক্রমথারবিন্দযুগলং হস্তৈর্বহন্তীং ভজে॥

সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ, তুরীয় স্থানকে দেবতাগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন। আকাশস্থিত সমন্তাৎপ্রসারিত সূর্য্য মত।

["**परोरजसे सावदोम्**" এই মন্ত্র গায়ত্রীর তুরীয়পাদ। এই তুরীয় পাদ দ্বারা ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয় ।

হৃদয়ে নিম্নমুখ দ্বাদশদল কমলের অধোভাগে যে ঊর্দ্ধমুখ অষ্টদল কমল বিকসিত, তাহা সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির প্রভায় উজ্জ্বল। ত্রিকোণে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি রহিয়াছে। এই পদ্ম প্রণবময়; অচিন্ত্য। এই পদ্ম যাঁহার পাদপীঠরূপে কল্পনা করা হয়; সেই পরম সূক্ষ্ম আকাশ-সার সচ্চিদানন্দ-রূপ নিশ্চল জ্যোতি আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

যিনি মুক্তা, বিদ্রুম (রক্তবর্ণ) হেম, নীল এবং ধবল এই পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট

ন্যাস দ্যৌর্মূর্দ্ধ্নি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রূর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্র বৃহস্পতি, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্যমাকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবূরূ, বিশ্বেদেবা জানুনী, জহ্নু কুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকাল স্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষমহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ।

সহস্র পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাং।
সহস্রনেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহং প্রপদ্যে ॥

ওঁতৎসবিতুর্ব্বরেণ্যায় নমঃ ॥ ওঁতৎপূর্ব্বজপায় নমঃ ॥ ওঁ তৎপ্রাতরাদিত্যপ্রতিষ্ঠায় নমঃ ॥

পঞ্চমুখে সুশোভিতা, যিনি ত্রিনয়না, যিনি চন্দ্রকলাবদ্ধ রত্নমুকুটধারিণী, যিনি ক্ষিত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তত্ত্ব প্রদর্শক অর্থ ও পীতচম্পক, অগ্নিসম, কপিল, ইন্দ্রনীল, জ্বলদগ্নিসম, ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি বর্ণাত্মিকা, যাঁহার দশ হস্তের মধ্যে দক্ষিণ হস্তপঞ্চকে ঊর্দ্ধাধক্রমে কমল, চক্র, রজ্জু, পাশ ও অভয়, এবং বাম হস্তপঞ্চকে ঊর্দ্ধাধক্রমে কমল, শঙ্খ, নরকপাল, অঙ্কুশ ও বর শোভা পাইতেছে সেই গায়ত্রিদেবীকে আমরা ভজনা করি।

[গায়ত্রীদেবীর হৃদয়ের বিষয় অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে। সাধক অগ্রে বিরাটরূপিণী বেদজননী গায়ত্রী মহাদেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার অঙ্গ সমূহে বক্ষ্যমান দেবতগেণের ভাবনা করিবেন। পরে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড এক বলিয়া নিজ দেহই দেবীর দেহ হইয়াছে, এবং দেবীর অঙ্গের দেবতা সমূহকে নিজ অঙ্গে ভাবনা করা হইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব করিতে হইবে। দেবতারা বলেন যিনি উপাসনাকালে অঙ্গন্যাসাদি দ্বারা নিজ

যথাগ্নির্দেবানাং ব্রাহ্মণো মনুষ্যানাং মেরুঃশিখরিণাং
গঙ্গা নদীনাং বসন্ত ঋতূনাং ব্রহ্মাপ্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা ॥
প্রাতর্যাস্যাৎকুমারী কুসুমকলিকয়া জাপমালাং জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকশিতদশনা চারুনেত্রা নিশায়াম্।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালাং বহন্তী
সা দেবী দেবদেবী ত্রিভুবন জননী কালিকা পাতু যুষ্মান্ ॥

দেহকে উপাস্যের দেহ বলিয়া না ভাবেন তিনি দেবার্চ্চনে অধিকারী নহেন]।

মা! তোমার মস্তকে তেজমণ্ডিত স্বর্গ, ললাটে রুদ্র, ভ্রূদ্বয়ে মেঘ, চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে শুক্র ও বৃহস্পতি, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, দন্ত-পঙক্তিদ্বয়ে [অশ্বিনীকুমার দ্বয়], অধর-ওষ্ঠে উভয় সন্ধ্যা, মুখে অগ্নি, জিহ্বায় সরস্বতী, গ্রীবায় সাধ্যগণ, স্তনদ্বয়ে অষ্টবসু, বাহুদ্বয়ে মরুদ্গণ, হৃদয়ে পর্জ্জন্যদেব, উদরে আকাশ, নাভিতে অন্তরীক্ষ, কটিদেশে ইন্দ্র ও অগ্নি, জঘনে প্রজাপতি, উরুদ্বয়ে কৈলাস ও মলয়, উভয় জানুতে বিশ্ব-দেবতাগণ, জঙ্ঘাতে জহ্নু ও কুশিক, পাদোপরি পিতৃদেবগণ, পাদনিম্নে বনস্পতিগণ, [লোমসমূহে ঋষিগণ, নখসমূহে মুহূর্ত্তগণ, রক্ত ও মাংসে ঋতু, আচ্ছাদনে সম্বৎসর, চক্ষুর নিমেষে দিনরাত্রি বা সূর্য্য চন্দ্র। মা! তোমার সহস্র জপ শ্রেষ্ঠ, শত মধ্যম, আর দশবার জপ নিকৃষ্ট। সহস্র-নেত্রা গায়ত্রীদেবীর শরণ গ্রহণ আমি করিলাম। পরে সূর্য্যের বরেণ্য তেজকে আমি নমস্কার করি, পূর্ব্বদিকে উদিত সূর্য্যকে নমস্কার করি। [প্রাতঃসূর্য্যকে নমস্কার করি।] প্রাতঃসূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী শ্রী গায়ত্রীদেবীকে নমস্কার করি।

যেমন অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের মধ্যে

২

গায়ত্রী স্তব—গৌতম কৃত।

নমো দেবি! মহাবিদ্যে বেদমাতঃ পরাৎপরে।
ব্যাহৃত্যাদি মহামন্ত্ররূপে প্রণবরূপিণী॥
সাম্যাবস্থাত্মিকে মাত র্নমো হ্রীঙ্কাররূপিণী।
স্বাহা স্বধা স্বরূপে ত্বাং নমামি সকলার্থদাম্॥
ভক্তকল্পলতাং দেবীমবস্থাত্রয়সাক্ষিণীং।
তূর্য্যাতীত স্বরূপাঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
সর্ব্ববেদান্ত সংবেদ্যাং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীং।
প্রাতর্বালাং রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে যুবতীং পরাম্॥

প্রধান, গঙ্গা নদীগণের মধ্যে প্রধান, বসন্ত ঋতুগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মা প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ এই গায়ত্রী সর্ব্বপ্রধান।

প্রাতঃকালে যিনি কুমারী হইয়া কুসুমকলিকা দ্বারা জপমালা জপ করেন, মধ্যাহ্নে যিনি ভরিতযৌবনা, হাস্যমুখী চারুনেত্রা, সন্ধ্যারাত্রে যিনি গলিত কুচযুগলধারিণী বৃদ্ধা হইয়া গলদেশে মুণ্ডমালা বহন করেন সেই ত্রিভুবন জননী দেবদেবী দেবী কালিকা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

হে দেবি! তুমি বেদমাতা, তুমি পরাৎপরা মহাবিদ্যা, তুমি ভূর্ভুবঃ স্বঃ ব্যাহৃত্যাদি মহামন্ত্ররূপা, তুমি প্রণবরূপিণী। মা! তুমি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাত্মিকা মায়া, তুমি হ্রীঙ্কাররূপিণী তোমাকে নমস্কার। মা! তুমি দেবযজ্ঞে স্বাহারূপে হব্যের ভোক্ত্রী, তুমি পিতৃ-যজ্ঞে স্বধারূপে হব্যের ভোক্ত্রী, এবং হব্যকব্য দাতৃগণের সর্ব্বাভীষ্টদাত্রী তুমিই। তোমাকে আমি নমস্কার করি। মা! তুমি ভক্তগণের কল্পলতিকা দেবী; তুমি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপিণী। তুমি স্বরূপে তুরীয় ব্রহ্ম-

সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণাং তাং বৃদ্ধাং নিত্যাং নমাম্যহং।
সর্ব্বভূ-তারণে দেবি! ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি॥
ইতি স্তুতা জগন্মাতা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
পূর্ণপাত্রং দদৌ তস্মৈ যেন স্যাৎ সর্ব্বপোষণম্॥

৩

মাধ্যন্দিনোক্ত সাবিত্রী স্তোত্রম্।

সচ্চিদানন্দরূপে ত্বং মূল প্রকৃতিরূপিণি।
হিরণ্যগর্ভরূপে ত্বং প্রসন্না ভব সুন্দরি॥
তেজঃ স্বরূপে পরমে পরমানন্দরূপিণি।
দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে প্রসন্না ভব সুন্দরি॥

রূপের অতীতা—কি তুমি তাহা বলা যায় না। তুমি সচ্চিদানন্দরূপিণী। তুমি সর্ব্ববেদান্ত (উপনিষদ্) দ্বারা জ্ঞেয়া, তুমি সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী। প্রাতে তুমি বালিকা রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে তুমি পীতবাসা যুবতী এবং সায়াহ্নে কৃষ্ণ বর্ণ বৃদ্ধা। মা তুমি নিত্যা। তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে দেবি! দুর্ভিক্ষতারিণি! হে পরমেশ্বরি! তুমি ক্ষমা কর। জগন্মাতা এইরূপে স্তুতা হইয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া দর্শন দিলেন এবং সকলের পোষণ হইতে পারে এইরূপ একটি ভোজ্যপূর্ণ পাত্র প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মা বেদমাতাকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে প্রথমে এই মাধ্যন্দিনোক্ত স্তব করেন। পরে রাজা অশ্বপতি এই স্তব দ্বারা সাবিত্রী দর্শন লাভ করেন ও মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করেন।

তুমি সৎ চিৎ আনন্দরূপা, তুমি মূল প্রকৃতিরূপিণী, তুমি হিরণ্যগর্ভ রূপা। হে সুন্দরি প্রসন্না হও। তুমি তেজঃ স্বরূপিণী, তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমি

নিত্যে নিত্যপ্রিয়ে দেবি! নিত্যানন্দ স্বরূপিণি।
সর্ব্বমঙ্গলরূপে চ প্রসন্না ভব সুন্দরি॥
সর্ব্বস্বরূপে বিপ্রাণাং মন্ত্রসারে পরাৎপরে।
সুখদে মোক্ষদে দেবি! প্রসন্না ভব সুন্দরি॥
বিপ্রপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমে।
ব্রহ্মতেজপ্রদে দেবি! প্রসন্না ভব সুন্দরি॥
কায়েন মনসা বাচা যৎ পাপং কুরুতে নরঃ।
তত্তৎ স্মরণ মাত্রেণ ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি॥
স্তবরাজমিমং পুণ্যং সন্ধ্যাং কৃত্বা চ যঃ পঠেৎ।
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং তৎ ফলং লভতে চ তৎ॥

নিত্যানন্দাস্বরূপিণী, তুমি দ্বিজাতিগণের জাতি। সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। তুমি চিরদিন আছ বলিয়া নিত্যা, যাহা চিরদিন থাকে (চৈতন্য) তাহাই তোমার প্রিয়, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, তুমিই সর্ব্বমঙ্গলরূপা, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের সর্ব্বস্বরূপা, তুমি মন্ত্রের সার ও পরাৎপরা তুমিই সুখদায়িনী, তুমিই মোক্ষদায়িনী, সুন্দরি তুমি প্রসন্না হও। দেবি তুমি বিপ্রগণের পাপরূপ কাষ্ঠের দাহন বিষয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য, তুমি ব্রহ্মতেজ প্রদান কর। সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও। মানুষ শরীর মন ও বাক্য দ্বারা যে যে পাপ করে সেই সমুদায় পাপই তোমার স্মরণ মাত্রেই ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই পবিত্র স্তবরাজ, সন্ধ্যা উপাসনার পরে যিনি পাঠ করেন, তিনি ইহার পাঠে চারিবেদ পাঠের ফল লাভ করেন।

৪

মত্তকোকিল ভাষিণী পর দেবতা স্তব।

নমো দেবি! মহাবিদ্যে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
নমঃ কমলপত্রাক্ষি! সর্ব্বাধারে নমোঽস্তুতে॥
স বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-বিরাট্‌-সূত্রাত্মিকে নমঃ।
নমো ব্যাকৃতরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমোনমঃ॥
দুর্গে সর্গাদিরহিতে দুষ্টসংরোধনার্গলে।
নিরর্গল প্রেমগম্যে ভর্গে দেবি! নমোঽস্তুতে॥
নমঃ শ্রী কালিকে মাতর্নমো নীল সরস্বতি।
উগ্রতারে মহোগ্রে তে নিত্যমেব নমো নমঃ॥
নমঃ পীতাম্বরে দেবি! নমস্ত্রিপুরসুন্দরি।
নমো ভৈরবি মাতঙ্গি ধূমাবতি নমো নমঃ॥
ছিন্নমস্তে নমস্তেঽস্তু ক্ষীরসাগরকণ্যকে।
নমঃ শাকম্ভরি শিবে নমস্তে রক্তদন্তিকে॥

হে দেবি! হে মহাবিদ্যে! তুমি সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকারিণী তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মপলাশাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আধার-ভূতা তোমাকে নমস্কার করি। তুমি, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, বিরাট, সূত্রাত্মিকা, (নিত্যস্বাধ্যায় ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ) তোমাকে নমস্কার।

তুমি ব্যাকৃতরূপিণী, তুমি কূটস্থ চৈতন্যরূপিণী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে দুর্গে! তুমি সৃষ্টিস্থিতি লয়াদি রহিতা, তুমি দুষ্টদিগকে অবরোধ করিতে অর্গল স্বরূপিণী, তুমি অর্গল (কপটতা) শূন্যা, প্রেম-গম্যা, বরণীয় ভর্গরূপিণী। হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে মাতঃ শ্রীকালিকে! তোমাকে প্রণাম। হে নীলসরস্বতি! হে উগ্রতারা!

নিশুম্ভ শুম্ভদলনি রক্তবীজ বিনাশিনি।
ধূম্রলোচন নির্নাশে বৃত্রাসুরনিবর্হিণি॥
চণ্ডমুণ্ডপ্রমথিনি দানবান্তকরে শিবে।
নমস্তে বিজয়ে গঙ্গে শারদে বিকচাননে॥
পৃথ্বীরূপে দয়ারূপে তেজোরূপে নমোনমঃ।
প্রাণরূপে মহারূপে ভূতরূপে নমোঽস্তুতে॥
বিশ্বমূর্ত্তে দয়ামূর্ত্তে ধর্ম্মমূর্ত্তে নমোনমঃ।
দেবমূর্ত্তে জ্যোতির্মূর্ত্তে জ্ঞানমূর্ত্তে নমোঽস্তুতে॥
গায়ত্রি বরদে দেবি! সাবিত্রি চ সরস্বতি।
নমঃ স্বাহে স্বধে মাতর্দ্দক্ষিণে তে নমোনমঃ॥
নেতি নেতীতি ব্যাক্যৈর্যা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ।
সর্ব্বপ্রত্যক্স্বরূপাস্তাং ভজামঃ পরদেবতাম্॥

হে মহা-উগ্ররূপধারিণি, তোমাকে নিত্য নমস্কার করি। হে দেব! হে পীতাম্বরধারিণি! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিপুরসুন্দরি! তোমাকে নমস্কার। হে ভৈরবি, মাতঙ্গি, ধূমাবতি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে ছিন্নমস্তে! হে ক্ষীরসমুদ্র কণ্যকা! হে শাকম্ভরি! হে শিবে! হে রক্তদন্তিকা! তোমাকে নমস্কার। তুমিই নিশুম্ভ শুম্ভ দলন করিয়াছ, রক্তবীজ বিনাশ করিয়াছ, তুমি ধূম্রলোচন নাশ করিয়াছ, তুমিই বৃত্রাসুর বধ করিয়াছ, তুমিই চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়াছ; হে শিবে! তুমিই দানবদিগের অন্তকারিণী। হে প্রসন্নমুখি শারদে! তুমি বিজয়া, তুমি গঙ্গা তোমাকে নমস্কার! মা! তুমি পৃথ্বীরূপিণী, দয়ারূপিণী, তেজোরূপিণী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে বিশ্বমূর্ত্তি! হে দয়ামূর্ত্তি! হে ধর্ম্মমূর্ত্তি! হে দেব-মূর্ত্তি! হে জ্যোতির্মূর্ত্তি! হে জ্ঞানমূর্ত্তি তোমাকে নমস্কার। মা! তুমি

ভ্রমরৈর্বেষ্টিতা যস্মাদ্ ভ্রামরী যা ততঃ স্মৃতা।
তস্যৈ দেব্যৈ নমো নিত্যং নিত্যমেব নমোনমঃ॥
নমস্তে পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তে পুরতোঽম্বিকে।
নম ঊর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সর্ব্বত্রৈব নমোনমঃ॥
কৃপাং কুরু মহাদেবি! মণিদ্বীপাধিবাসিনি।
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়িকে জগদম্বিকে॥
জয় দেবি! জগন্মাতর্জয় দেবি পরাৎপরে।
জয় শ্রীভুবনেশানি! জয় সর্ব্বোত্তমোত্তমে॥
কল্যাণগুণরত্নানামাকরে ভুবনেশ্বরি।
প্রসীদ পরমেশানি প্রসীদ-জগতোরণে॥

বরদা, তুমি গায়ত্রী, তুমি সাবিত্রী, তুমি সরস্বতী, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি দক্ষিণারূপিণী তোমাকে নমস্কার। সমস্ত আগম শাস্ত্র "নেতি নেতি" "তন্ন তন্ন" বিচার করিয়া তোমার স্বরূপ নির্ণয় করেন, সমস্ত দেহস্থিত প্রত্যক্ আত্মার অন্ত যেখানে তাহাই তোমার স্বরূপ। এই পরমদেবতাকে আমরা ভজনা করি। তোমার হৃদয় হইতে ভ্রমর সকল নির্গত হইয়া তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং ইহারই পরে দৈত্য বিনাশ করিয়াছিল বলিয়া তোমার নাম ভ্রামরী। এই দেবতাকে নিত্য নমস্কার। পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, সম্মুখে, ঊর্দ্ধে, অধে, সর্ব্বত্রে হে অম্বিকে! তুমি আছ সর্ব্বত্রই তোমাকে নমস্কার। হে মণিদ্বীপ নিবাসিনি! হে মহাদেবি! হে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়িকা, হে জগদম্বিকা তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর। হে দেবি! হে জগন্মাতা! হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা তোমার জয় হউক। হে ভুবনেশ্বরি! হে নিখিল ভুবনের সর্ব্বোত্তমা তোমার জয় হউক। হে ভুবনেশ্বরি। তুমি মঙ্গলময় গুণরত্নের আকর স্বরূপিণী! হে পরমেশ্বরি! হে জগৎ ত্রাণকারিণী তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও!

চতুর্থ উল্লাস—বেদস্তুতি।

গায়ত্র্যা চ স্বয়ং বেদঃ প্রণবত্রয়সংযুতঃ।
বেদধ্যানং বেদমন্ত্রং অজ্ঞাত্বা শূদ্রবদ্দ্বিজ॥
মালয়া ন জপেন্মন্ত্রং গচ্ছন্ পথি কদাচন।
করমালাসু জপ্তব্যং গচ্ছন্ পথি নৃপোত্তম॥
উপবিশ্য জপেন্মন্ত্রং মালয়া নৃপনন্দন।
গায়ত্রী তু তথা সন্ধ্যা বেদধ্যানং তথা মনুং॥
কলিকালে মহারাজ! ব্রাহ্মণেষু প্রশস্যতে।
বিশেষং শৃণু রাজেন্দ্র! বেদধ্যানং সনাতনং।
বেদমন্ত্রং মহারাজ! পরব্রহ্মময়ং সদা॥

সামবেদাধিষ্ঠাত্রী—

চতুর্ভুজাং চতুর্ব্বক্ত্রাং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভাং।
শুক্লপদ্মসমাসীনাং পদ্মগন্ধময়ীং সদা॥
বরাভয় ধরাং নিত্যাং বীণা পুস্তকধারিণীং।
ভ্রমৎ ভ্রময় নীলাভ নয়নত্রয় রাজিতাম্॥
সিন্দুর তিলকোদ্দীপ্তাং অঞ্জনাঞ্জিত লোচনাং।
কৃষ্ণাংশুকপরীধানাং চলৎকুণ্ডলচঞ্চলাম্॥
হীরক দ্যুতি সঙ্কাশাং দশদিগ্ জ্যোতিরুজ্জ্বলাং।
হাস্যযুক্তাং প্রসন্নাস্যাং নব যৌবন সংযুতাম্॥
শরৎ পূর্ণ শশিমুখীং পীনোন্নতঘনস্তনীং।
শঙ্খ কঙ্কণ কেয়ূর নানা ভরণ মোহিনীম্॥

নানা লাবণ্য সংযুক্তাং শুক্লবস্ত্রোত্তরীয়িণীং।
পঞ্চাশৎবর্ণহারাঢ্যাং শান্তাং সাম সমাশ্রয়াম্।

মন্ত্র— সামমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি অতি গুহ্যং পরাৎপরং।
ওঁ ওঁ ওঁ সামবেদ স্বাহা ওঁ ওঁ ওঁ॥

যজুর্ব্বেদাধিষ্ঠাত্রী—

গৌরাঙ্গং দীর্ঘনয়নাং চতুর্ব্বক্ত্রাং চতুর্ভুজাং।
রক্তপদ্মসমাসীনাং রক্তাংশুক পরিচ্ছদাম্॥
বরদান-রতাং দেবীং বীণাপুস্তকধারিণীং।
দিব্যগন্ধময়ীং নিত্যাং শঙ্খ কঙ্কণমণ্ডিতাম্।
মুক্তাহারলতোপেতাং কদম্বকোরক স্তনীং।
পূর্ণচন্দ্রমুখীং পূর্ণাং পীতবস্ত্রোত্তরীয়ণীম্॥
সর্ব্বশাস্ত্রময়ীং বিদ্যাং যজুর্ব্বেদ সমাশ্রয়াং।
মন্ত্রমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণু সুরথ ভূপতে॥
ওঁ ওঁ ওঁ যজুর্ব্বেদ স্বাহা ওঁ ওঁ ওঁ॥

ঋগ্বেদাধিষ্ঠাত্রী—

রক্তাঙ্গীং পীতবসনাং রক্তপদ্মাসনস্থিতাং।
রক্তাভরণসংযুক্তাং রক্তগন্ধ প্রলেপিতাং॥
বন্ধনী রক্তনয়নাং কৃষ্ণবস্ত্রোত্তরীয়িণীং।
চতুর্ভুজাং সুচতুরাং চতুর্ব্বক্ত্রাং বৃহৎকটীম্॥
সিন্দুর তিলকোদ্দীপ্তাং দীর্ঘ কেশীঞ্চ সুস্তনীং।
সর্ব্বাঙ্গসুভগাং ভব্যাং সর্ব্ব সৌভাগ্যশালিনীম্॥
মন্ত্রমস্যা প্রবক্ষ্যামি শৃণু গুহ্যং নৃপোত্তম।
ওঁ ওঁ ওঁ ঋগ্বেদ স্বাহা ওঁ ওঁ ওঁ॥

অথর্ব্ব বেদাধিষ্ঠাত্রী—

দলিতাঞ্জনসঙ্কাশাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিচ্ছদাং।
কৃষ্ণপদ্মাসনগতাং চতুরাং চতুরাণনাম্॥
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সিন্দুর তিলকোজ্জ্বলাং।
কটাক্ষবিশিখোপেত নয়নত্রয়সংযুতাম্॥
কৃষ্ণাভরণ সংযুক্তাং কৃষ্ণগন্ধপ্রলেপিনীং।
কৃষ্ণপদ্মসমাসীনাং কৃষ্ণ পুষ্পোপশোভিতাম্॥
পঞ্চাশৎ বর্ণহারাঢ্যাং অথর্ব্বং সমুপাস্মহে।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাবধানেন ধারয়।
ওঁ ওঁ ওঁ অথর্ব্ব বেদ স্বাহা ওঁ ওঁ ওঁ॥

স্নান-সন্ধ্যা-ধ্যান-জপ—

স্নান হংসেন পুটিতং কৃত্বা ইষ্টমন্ত্রঃ স্মরেৎ সকৃৎ।
ইষ্টেন পুটিতং হংসং দ্বিতীয়ং স্নানমাচরেৎ॥
হংসেন পুটিতং ইষ্টং ত্রিস্নানং মনুজেশ্বর।
সোঽহং স্নানমিদং প্রোক্তং জীবস্নানমিদংনৃপ॥
অনেনৈব হি স্নানেন ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ।
সোঽহং স্নানেন গায়ত্র্যাঃ স্নানং ভবতি ভূপতে॥
গায়ত্র্যাঃ স্নানমাত্রেণ তত্ত্বস্নানং প্রজায়তে।
মনো জীবাত্মনঃ শুদ্ধি স্তত্ত্ব জ্ঞানং প্রজায়তে॥

সন্ধ্যা শিবশক্তি সমাযোগা অন্তঃসন্ধ্যা যথাত্মনঃ।
অন্তঃসন্ধ্যা বিনারাজন্ বাহ্য সন্ধ্যা বৃথাত্মনঃ॥
তান্ত্রিকী বৈদিকী সন্ধ্যা বাহ্য সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
অন্তঃস্নানং তথা সোঽহং সর্ব্ব তীর্থ ময়ং নৃপ॥

ধ্যানজপ কলিকালে মহারাজ ধ্যান মাত্রং প্রশস্যতে॥

ধ্যানং কৃত্বা জপেন্মন্ত্রং দশধা প্রণবং নৃপ।
প্রাতঃকালে জপেন্মন্ত্রং প্রণবং ব্রাহ্মণোত্তম।
প্রণবং বেদমন্ত্রং স্যাৎ ত্রিগুণং নৃপনন্দন॥
প্রণবে নাধিকারোঽস্তি বেদধ্যান বিনা নৃপ।
সন্ধ্যায়াং নাধিকারোঽস্তি প্রণবৈর্ব্বিহীনস্তথা॥

ইতি গায়ত্রী তন্ত্রে।

পঞ্চম উল্লাস—শ্রীগুরু।

গুর্ব্বষ্টকং। (শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ।)

শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ১॥
কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদিসর্ব্বং
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ২॥
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।

১। অতি সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছি, সুন্দরী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সুমেরু তুল্য অপরিমিত ধনের ঈশ্বর হইয়াছি, এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি?

২। স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রাদি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি, উত্তম গৃহ, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখ ভোগ হইতেছে। এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি?

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৩ ॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৪ ॥
ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৫ ॥
যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাৎ
জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ।

৩। আমি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার মুখে শাস্ত্রবিদ্যা বিরাজ করিতেছে, বিলক্ষণ কবিত্ব লাভ করিয়াছি, অনর্গল গদ্য পদ্য রচনা করিতে পারি, এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আমার আর কি হইল?

৪। বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছি, স্বদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছি, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমা অপেক্ষা অন্য কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি?

৫। এই মহীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তী সকলেই আমার পাদপদ্ম সেবা করিয়াছে, অর্থাৎ আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছি। এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি?

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৬॥
ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৭॥
অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে
ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৮॥

৬। যে গুরুর কৃপায় আমার দান ও প্রতাপজনিত যশ সর্ব্বদিকে প্রচারিত হইয়াছে এবং জগতের নিখিল পদার্থ আমার করতলে বিন্যস্ত আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল পদার্থই আমার অধিকারে বিদ্যমান; এখনও যদি আমার মন সেই শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর আমার হইল কি?

৭। ভোগে আর মন লাগে না, যোগেও না, হয় হস্তীতেও না, সুন্দরী স্ত্রীতেও না, ধনেও না, তথাপি যদি শ্রীগুর চরণকমলে মন এখনও লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি?

৮। অরণ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বগৃহে বাস করিতে অভিলাষ জন্মে না, কোন কার্য্যে অনুরাগ নাই, স্বকীয় শরীরের প্রতি মমতা নাই এবং কোন ভাল কিছুতেই মন প্রবৃত্ত হইতেছে না। এখনও যদি আমার মন শ্রীগুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর আমার হইল কি?

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৯ ॥
গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্॥ ১০ ॥

সারতন্ত্রোপদেশ।

আদৌ মন্ত্র গুরুশ্চৈব মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপর গুরুস্ত্বংহি পরমেষ্টিগুরুরহম্॥ যামলে।
বিদিত পরমকারণাত্ম জাতা স্বয়মনুচেতনসংবিদং বিচার্য্য।
স্বমননকলনানুসার একস্ত্বিহ হি গুরুঃ পরমো ন রাঘবান্যঃ॥২৮॥

৯। বহুমূল্য রত্ন প্রভৃতি উপভোগ করিলাম, রজনীযোগে কামিনী আলিঙ্গনের সুখ ভোগ করিলাম, এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণ কমলে লগ্ন না হইল, তবে আর আমার হইল কি ?

১০। পুণ্যবান্, যতি, ভুপতি, ব্রহ্মচারী বা গৃহী যে কেহ এই গুর্ব্বষ্টক স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি স্বীয় অভিলষিত অর্থলাভ করিবেন, আর যে ব্যক্তি উক্ত স্তবের মর্ম্মার্থে চিত্ত নিবেশ করেন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইবে।

প্রথমে মন্ত্রই গুরু, মন্ত্রদাতা পরম গুরু, আত্মশক্তি তুমি পরাপর গুরু, পরমেষ্টি গুরু আত্মা আমি।

রাক্ষসী সূচী স্বয়ং আত্ম বিচারদ্বারা পরম কারণ পরমব্রহ্মের অঙ্গ

মন্ত্রপ্রদান কালে হি মানুষো নগনন্দিনি!
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি!
অতস্তু গুরুতা দেবি হ্যমানুষী ন সংশয়ঃ॥
কালী তারা তথা ছিন্না গুরুশ্চ ভূপতিস্তথা।
একত্বেন চ বোদ্ধব্যং ভেদেন নরকং ব্রজেৎ॥
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি! শিষ্য সন্তাপহারকঃ॥

যাবন্মোপাধিপর্য্যন্তং তাবচ্ছুশ্রূষয়েৎ গুরুম্।
গুরুবৎ গুরুভার্য্যায়াং তৎ পুত্রেষু চ বর্ত্তনম্॥৪।৪॥

পৈঙ্গল উপনিষৎ।

গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥ ১॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্ত গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ॥ ২॥

সাক্ষাৎ পাইল। এ কার্য্যে অন্য কেহ গুরু ছিলনা। আত্মবিচারদ্বারাই সে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিল। আপনি আত্ম বিচার করিতে পারিলে অন্য গুরুর প্রয়োজন হয় না। স্বকৃত আত্মবিচারই পরম গুরু।

গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাষীগণের সেবনীয় ও বন্দনীয়, কৃতজ্ঞ বিবেকী (আত্মতত্বানুসন্ধায়ী) জন তাঁহার উদ্বেগ জন্মাইবে না॥১॥

যাবৎ আয়ু বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর এই তিন, মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা বন্দনীয় জানিবে। শ্রুতির এই নিশ্চিৎ মত॥ ২॥

ভাবাঽদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াঽদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত সারতত্ত্বোপদেশঃ॥

শ্রীগুরু প্রশংসা।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥
গুরুরেব পরব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ।
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্ ॥
গুরুরেব পরা কাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্ ॥
যস্মাত্তদুপদেষ্টাঽসৌ তস্মাদ্‌গুরুতরোগুরুরিতি।

যঃ সকৃদুচ্চারয়তি তস্য সংসার মোচনং ভবতি। সর্ব্বজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি। সর্ব্ব পুরুষার্থ সিদ্ধির্ভবতি। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ। ইত্যদ্বয়তারকোপনিষৎ।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥
গুরৌমনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষর ভাবনং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥
গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন ॥

সর্ব্বদা অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করিবে। ক্রিয়া সম্বন্ধে অদ্বৈতভাব থাকিবে না, তিন লোকে অদ্বৈতভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈত ভাব করিবে না ॥ ৩ ॥

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্‌মনঃ কায় কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি! বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥
মন্ত্রত্যাগাৎ ভবেৎ মৃত্যুর্গুরুত্যাগাৎ দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেব নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥
গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবঃ সুহৃদঃ শিবঃ।
ইত্যাধ্যায় মনোনিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুম্।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥

শ্রীগুরুর ধ্যান-স্তোত্র-প্রণাম।

ধ্যান — ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বর পরিধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্॥
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহম্॥
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

স্তোত্র — ওঁ নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥

অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে॥
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥
অনাচারাচারভাব-বোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ॥
নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ॥
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাগাবিভূতয়ে॥
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেহস্তু নমো নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি॥
ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং গুরুস্তোত্রম্।

প্রণাম রুদ্রযামলে ও গুরুগীতায়

"একান্তভক্ত্যা প্রণমেদায়ুরারোগ্য বৃদ্ধয়ে॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণাবরুণালয়ং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুংপ্রণমাম্যহম্॥

বরাভয়করং নিত্যং শ্বেতপদ্মনিবাসিনং।
মহাভয়নিহন্তারং গুরুদেবং নমাম্যহম্॥
মহাজ্ঞানাচ্ছাদিতাঙ্গং নরাকারং বরপ্রদং।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাতারং স্থূলসূক্ষ্মদয়ান্বিতম্॥
সদা মনঃশক্তিময় লয়স্থান পদাম্বুজং।
শরৎজ্যোত্স্নাজ্বলমালা শোভেন্দু কোটিবন্মুখম্॥
বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতারং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরং গুরুং।
ভজামি তন্ময়োভূত্বা তং হংস মণ্ডলোপরি॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাকারং নিরাভাসং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগ বৈদ্যং
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং নমামি॥

স্ত্রীগুরু ধ্যান ও স্তোত্র।

ধ্যান বহুজন্মার্জ্জিতাৎ পুণ্যাৎ বহুভাগ্যবশাৎ যদি।
স্ত্রীগুরুর্লভ্যতে নাথ তস্যা ধ্যানন্তু কীদৃশম্?
শৃণু পার্ব্বতি! বক্ষ্যামি তব স্নেহ পরিপ্লুতঃ।
রহস্যং স্ত্রীগুরোর্ধ্যানং যথা ধ্যেয়া চ সা গুরুঃ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণ শোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষী ঘনপীনপয়োধরা॥

প্রসন্নবদনা ক্ষীণমধ্যা ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগ সমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্॥
রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুর শোভিতাং।
শরদিন্দুপ্রতীকাশরক্তোদ্ভাসিত কুণ্ডলাম্॥
স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয় করাম্বুজাম্॥

স্তোত্র শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরম গোপনং।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
নমস্তে দেব দেবেশি! নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ভববন্ধনপাশস্য তারিণী জননীপরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যং তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
শ্রীনাথ বামভাগস্থা সদা যা সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদা ঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং মহেশানি! যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।

স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
প্রাতঃকালে পঠেৎ যস্তু গুরুপূজা পুরঃসরম্।
স এব ধন্যো লোকেশো দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥

দ্বিতীয়বিশ্রাম—

নির্গুণ উপাসনা বা স্থিতি।

প্রথম উল্লাস

১

দুঃখ নিবেদন।

স্বামিন্! নমস্তে নত লোকবন্ধো!
কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা।
ঋজ্বাতি কারুণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা॥ ১॥
দুর্ব্বার সংসার দবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যৎ যদহং ন জানে॥ ২॥

হে স্বামিন্! আমি প্রণাম করিতেছি। হে প্রণত জনের বন্ধু! হে করুণাসিন্ধু! আমি সংসারসাগরে পড়িয়াছি আপনার অতি সরল অব্যর্থ কটাক্ষদৃষ্টিদ্বারা করুণাসুধা বর্ষণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

আমি ভীষণ সংসারজ্বালামালায় বড়ই দগ্ধ হইতেছি; তাহার উপরে আমার দুরদৃষ্ট বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া আমাকে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতেছে। আমি ভীত হইয়া আপনার শরণ লইলাম। আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব জানি না।

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈ-
র্যুষ্মৎ বাক্‌কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্ব্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপ-দাবদহন-জ্বালাভিরেনং প্রভো!
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণ-ক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৩॥

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্ম্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো!
সংসাস দুঃখ ক্ষতি মাতনুষ ॥ ৪ ॥

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো ॥ ৫ ॥

হে প্রভো! আমি উগ্রসংসার দুঃখ দাবানলের ভীষণ জ্বালায় জ্বলিতেছি! আমার উপরে আপনার বাক্যসুধা সেচন করুন। আহা! আপনার বাক্যামৃত ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতি ধারণ করে। ইহা পবিত্র, সুশীতলতা যুক্ত, আপনার বাক্যকলসক্ষরিত। আহা! বড়ই শ্রবণসুখকর ইহা। যাঁহারা ভবদীয় ক্ষণিক কৃপাদৃষ্টির পাত্র বলিয়া স্বীকৃত হন তাঁহারাই ধন্য।

হে প্রভো! এই ভীমভবার্ণব কিরূপে পার হইব? কি বা আমার গতি হইবে? আমার উপায়ই বা কি? আমি কিছুই জানি না। কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। এই দুর্ব্বার সংসার দুঃখ ক্ষয় করিয়া দিউন।

কিরূপে জ্ঞান পাই, কিরূপে মুক্তি হয়, কিরূপেই বৈরাগ্য লাভ করি হে প্রভো! এই সব আপনি যদি আমাকে উপদেশ করেন তবে ধন্য হইয়া যাই।

২

পুরুষকার।

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহ হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ ১॥
লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্মদুর্ল্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ॥ ২॥
বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি-
র্ন সিদ্ধতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥ ৩॥

যথার্থ মানুষ হওয়া, মোক্ষ ইচ্ছাকরা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করা, এই তিনটি বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু। ঈশ্বরের অনুগ্রহ না হইলে এই তিনটি পাওয়া যায় না।

কোনও সৌভাগ্যে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, তাহাতেও পুরুষ-দেহ এবং বেদপাঠঃক্ষমতা পাইয়াও যে মূঢ়বুদ্ধি আত্মমুক্তিতে যত্ন না করে সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হয়, সে অসৎ সংসার লইয়া থাকে বলিয়া আপনাকে আপনি বিনাশ করে।

শাস্ত্র ব্যাখ্যাই কর আর দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞই কর, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমস্তই কর আর দেবতা আরাধনাই কর যতদিন আত্মচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্য যে এক ইহার বোধ তোমার না জন্মিতেছে ততদিন কোটিকল্পেও তোমার মুক্তি নাই।

বাগ্ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষা তদ্বৎ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ ৪ ॥
দেহাদি ব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষ দৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ॥ ৫ ॥
ছায়া শরীরে প্রতিবিম্ব গাত্রে
যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিৎ
জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু॥ ৬ ॥
সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্॥ ৭ ॥
এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা॥ ৮।

যেমন শব্দঝরা বৈখরী বাক্য শাস্ত্র ব্যাখ্যার কৌশল মাত্র, সেইরূপ পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য কেবল ভোগলাভের জন্য মুক্তির জন্য নহে।

দেহাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত অনিত্য বস্তুতে পুনঃপুনঃ দোষ দৃষ্টিকর। করিয়া বিষয়ভোগে বৈরাগ্য আনয়ন কর।

ছায়াশরীরে, প্রতিবিম্বদেহে, স্বপ্নদেহে আর হৃদি কল্পিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেমন কখন তোমার আত্মবুদ্ধি জন্মে না সেইরূপ এই জীবিত দেহেও তোমার আত্মবুদ্ধি কেন হইবে?

শুদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মে সর্ব্বদা যে চিত্ত স্থাপন তাহাই সমাধি। চিত্তকে চঞ্চল করা সমাধি নহে।

বিষয় বৈরাগ্য ও মুক্তি ইচ্ছা এই দুইটির ক্ষীণভাব যেখানে, সেখানে মরুভূমিতে জলের ন্যায় শম দমাদি সাধনা ভান মাত্র।

মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯ ॥ বিবেক চূড়ামণি :

সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মচর্য্যয়া
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
পুণ্যশ্রবঃ কথয়া পুণ্যয়া চ ॥ ভাগবত। ৪। ২২। ২০।
অর্থেন্দ্রিয়ারাম স গোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতা নাম পরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনাহরেগুর্ণ পীযূষ পানাৎ ॥ ঐ। ২১ ॥
শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্র চিন্তনম্।
ত্যক্ত্বা দুঃখং ঘোর মূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্ বিবেচনম্ ॥ ২৬ ॥

পঞ্চদশী বিষয়ানন্দ।

মোক্ষের যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হইতেছে আপন সচ্চিদানন্দ পূর্ণ স্বরূপের অনুসন্ধান।

শ্রদ্ধা, ভগবৎধর্ম্মের আচরণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগানুষ্ঠান, নিত্য যোগেশ্বরের উপাসনা, হরির পবিত্র কথা শ্রবণ, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, কামিনী কাঞ্চন রত ব্যক্তিগণের সঙ্গত্যাগেচ্ছা, ঐরূপ ব্যক্তিদিগের অভিমত অর্থ কাম ত্যাগ, একান্তবাসে রুচি, আত্মতৃপ্তি এই সকল দ্বারা বৈরাগ্য ও ভক্তি জন্মে। কিন্তু এই সকলে যদি হরিগুণ পীযূষ পান সম্ভব না থাকে তবে নির্জ্জনবাসেচ্ছা ও আত্মতৃপ্তি শুভপ্রদ হয় না।

শিলাদিতে নামরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসত্তামাত্র চিন্তা করিবে। ঘোর ও মূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মে দুঃখ ভাগ ত্যাগ করিয়া উহাতে চৈতন্যের চিন্তা

শান্তাসু সচ্চিদানন্দাং স্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ।
কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাস্তিস্রশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭ ॥

পঞ্চদশী ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ।

বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনো নাশাবশানুগাৎ।
আশয়ারিক্ততামেতি শরদীব সরোঽমলম্ ॥ ১২ ॥
আত্মাসঙ্গস্ততোঽন্যৎ স্যাদিন্দ্রজালং হি মায়িকম্।
ইত্যচঞ্চল নির্ণীতে কুতো মনসি বাসনা ॥ ১০৪ ॥ পঞ্চদশী ধ্যান।
নিত্যমেব শরীরস্থমিমং ধ্যায়েৎ পর শিবম্।
সর্ব্ব প্রত্যয় কর্ত্তারং স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ৩ ॥
শয়ানমুত্থিতং চৈব ব্রজন্তমথবাস্থিতং।
স্পৃশন্তমভিতঃ স্পৃষ্টং ত্যজন্তমথবাভিতঃ ॥ ৪ ॥

করিবে। শান্ত বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্বা, চৈতন্য ও আনন্দ এই ত্রিবিধরূপ ধ্যান করিবে। মন্দ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী ক্রম অনুসারে সৎ চিৎ ও আনন্দ ধ্যান করিবে।

মনটা বৈরাগ্যেই পূর্ণ হয় আশার অনুগামী থাকিলে পূর্ণ হয় না। শরৎকালে সরোবর যেমন নির্ম্মল হয় সেইরূপ বৈরাগ্য দ্বারা মন সর্ব্ব-প্রকার আশা হইতে শূন্যতা পাইলে নির্ম্মল হয়।

আত্মা অসঙ্গ, তদ্ভিন্ন সমস্তই ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা—এই যাহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছে তাহাদের মনে কোন বাসনা থাকিতে পারে না।

সর্ব্বদা শরীরস্থ এই পরম শিবের ধ্যান করিবে। এই চেতন পুরুষ সর্ব্ব বিশ্বাসের কর্ত্তা। ঘটাকাশে মহাকাশের মত আত্মাদ্বারা এই পূর্ণ

দেহলিঙ্গেষু শাম্ভবং ত্যক্তলিঙ্গান্তরাদিকং
যথা প্রাপ্তার্থসংবিত্ত্যা বোধলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬ ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূ ৩৯।

৩

দৃষ্টি আকর্ষণ।

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈত বাসনা।
মহদ্ভয় পরিত্রাণপরাণামেব জায়তে ॥ ১ ॥
যেনেদং পূরিতং সর্ব্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দে হ্যভিন্নং শিবমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্।
কস্যাপ্যহো নমস্কুর্য্যামহমেকোনিরঞ্জনঃ ॥ ৩ ॥

আত্মার ধ্যান করিতে হয়। শয়ন, ভোজন, স্পর্শ, ত্যাগ, জাগ্রদাদি সকলের কর্ত্তা তিনি ও স্বরূপ তিনি। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ শিলাদি নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ চিন্তা না করিয়া বাহিরে ঐ সমস্ত দেখিয়াও ভিতরে বোধলিঙ্গ দেখিতে দেখিতে শাম্ভবীমুদ্রায় পূজা করিবে।

মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে যিনি ইচ্ছুক কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তাঁহার অদ্বৈত বাসনা জন্মে।

আত্মাতে আত্মার ন্যায় যাঁহা দ্বারা এই সমুদায় বিশ্ব পরিপূরিত সেই সেই আকার রহিত, ঘটাকাশ মহাকাশের মত অভিন্ন, ব্যয় রহিত, মঙ্গল-স্বরূপকে কিরূপে বন্দনা করি? একই আছে আর সব ত জড়। এক একের বন্দনা করিবে কিরূপে?

মরীচিকায় জলের মত পঞ্চভূতময় এই বিশ্ব। ইহাত ভ্রম মাত্র। দেহস্থ চৈতন্যই সেই মহাচৈতন্য আর কিছুই ত নাই। দেহ ভ্রম ভঙ্গে

আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তিনাস্তি কথং ব্রূয়াং বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৪ ॥
যো বৈ সর্ব্বাত্মকোদেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
ভানু প্রভাসঞ্জনিতাভ্র পঙ্ক্তি
ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহঙ্কৃতিরাত্মতত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
কবলিতদিননাথে দুর্দ্দিনেসান্দ্রমেঘৈ
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুরুগ্রো যথৈতান্।
অবিরত তমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈ স্তীব্র বিক্ষেপ শক্তিঃ ॥ ৭ ॥

আপনাকে আপনি দেখিলাম। আপন স্বরূপে দেখিতেছি আমিই সেই দৃশ্য দর্শন কালিমাশূন্য পূর্ণ চৈতন্য। অহো! কাহাকে তবে নমস্কার করিব?

কেবল, একমাত্র আত্মাই এই সমস্ত দৃশ্যমান সামগ্রী। কোন ভেদাভেদ নাই। কি আছে কি নাই কিরূপে বলিব? আমার ইহা বিস্ময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

যে দেবতা সর্ব্বাত্মা, কলা বা অংশশূন্য, আকাশের মত, স্বভাবতঃ নির্ম্মল, শুদ্ধ, সেইত আমি। ইহাতে সংশয় নাই।

সূর্য্য হইতে সঞ্জাত মেঘপঙ্ক্তি যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে জাতমত অহঙ্কার আত্মতত্ত্বকে বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উঠে।

দুর্দ্দিনে নিবিড় জলদজালে সূর্য্য আচ্ছন্ন হইলে প্রবল হিমবৎ ঝঞ্ঝা-

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমো দেহাত্মধীরঙ্কুরো
রাগঃপল্লবমম্বু কর্ম্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানা কর্ম্ম সমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ খগঃ॥ ৮॥
শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং তেনৈব সংসার সমূলনাশঃ॥ ৯॥
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ॥ ১০॥
অন্তর্জোতি র্বহির্জোতিঃ প্রত্যক্‌জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবোঽস্ম্যহম্॥ ১১॥

বাতাসে যেমন সেই সকল মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে সেইরূপ আত্মা অবিরত তমোগুণে আবৃত হইলে তীব্র অসম্বদ্ধ প্রলাপময় বিক্ষেপশক্তি মূঢ়বুদ্ধি মানবকে বহুদুঃখে নিক্ষেপ করে।

তমঃ হইতেছে সংসারবৃক্ষের বীজ, দেহাত্মবুদ্ধি অঙ্কুর, বিষয়ানুরাগ পল্লব, কর্ম্ম সলিল সিঞ্চন, দেহ স্কন্দ, প্রাণাদিবায়ু শাখাপ্রশাখা, ইন্দ্রিয় সমূহ অগ্রভাগ, বিষয় সকল পুষ্প, নানাপ্রকার কর্ম্ম জন্য বিবিধ দুঃখ ইহার ফল আর জীব ফলভোক্তা পক্ষী।

শ্রুতি প্রমাণে যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা জন্মে। সেই অনুষ্ঠান নিষ্ঠায় চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান দ্বারাই সংসার বৃক্ষের সমূলে নাশ হয়।

ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা। আর জীব যিনি তিনি ব্রহ্মই; অপর কেহ নহেন। এই হইতেছে সৎ শাস্ত্র। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের ডঙ্কাধ্বনি।

আমি অন্তরের জ্যোতি, বাহিরের জ্যোতি, প্রত্যক্ আত্মজ্যোতি,

৪

মায়ার কার্য্য—মায়া—অবিদ্যা—ত্যাগ সাধনা।

১

বিষ্ণ্বংশ সম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতৌ বণিগ্ যথা॥ ৩০॥
অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা।
অহো মায়াবলঞ্চৈতৎ দুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি॥ ৩১॥
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিলঃ।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতা পুত্রেতি বাসনা॥ ৩২॥
অহো মায়া বলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্॥ ২৪॥
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎসাতীব দুষ্করা।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥ ২৫॥
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ।
বিভাগকর্ত্তা বেদনাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ॥ ২৬॥ দেবী ভ।১।১৫

শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, জ্যোতির জ্যোতি। আমি স্বয়ং জ্যোতি স্বরূপ, আত্ম-জ্যোতি শিবস্বরূপ।

ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত এই ব্যাসদেব, পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন; তিনি ও ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় আজ মোহসমুদ্রে মগ্ন হইলেন। আজ তিনি বিবশ হইয়া নিতান্ত সাধারণ লোকের মত অশ্রুপাত করিতেছেন। অহো! মায়ার প্রভাবকে পণ্ডিতেরাও অতিক্রম করিতে পারেন না। কেই বা ইনি, কেই বা আমি, কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছি—কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! পাঁচভূতের গড়া দেহে ইনি পিতা, আমি পুত্র—একি বাসনা? অহো! মায়ার বল অতি উগ্র। ইহা

২

অপূর্ব্বেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি ॥
সৃষ্টির্নাস্তি জগন্নাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরঃ।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাস্যতে ব্রহ্ম সত্তয়া ॥ ৯ ॥
যথা স্তিমিতগম্ভীরে জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্বীচি র্ন বস্তু সলিলেতরৎ ॥ ১০ ॥
তথা হি পূর্ণচৈতন্যে মায়য়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাদ্ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্ন হি ॥ ১১ ॥
চৈতন্যং বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়য়া তথা।
কিঞ্চিৎ ভবতি নো সত্যং স্বপ্নকর্ম্মেব নিদ্রয়া ॥ ১২ ॥

পণ্ডিতকেও মোহ প্রাপ্ত করায়। আর যেমন তেমন পণ্ডিত নহেন—যিনি বেদান্ত রচয়িতা যিনি সর্ব্বজ্ঞ—যাঁহার বাক্য লোকে বেদবৎ সাদরে গ্রহণ করে—তিনিও আজ মায়ামোহিত। জানিনা এই মায়া কে? কেনই বা তিনি এত দুস্তজ্যা, যিনি সত্যবতীসুত পরম বিদ্বান্ ব্যাসদেব-কেও মোহমগ্ন করিতেছেন। যিনি পুরাণসকলের বক্তা, মহাভারতের নির্ম্মাতা, বেদের বিভাগকর্ত্তা তিনি আজ মোহপ্রাপ্ত হইলেন—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

শ্রীহরির মায়া অতি অপূর্ব্ব! ইঁনি তিনগাছি রজ্জু। এই রজ্জু যাঁহাকে বাধেননা তিনি চলৎশক্তিশূন্য কিন্তু ইনি যাহাকে যত বেশী বন্ধন করেন সে ততই ছুটাছুটি করে। কিন্তু খাঁটি সত্য কি জান? সৃষ্টি নাই জগৎ নাই, জীবভাব ও ঈশ্বরভাবও নাই! মায়াদ্বারা ব্রহ্ম-সত্তাই ঐ ঐ রূপে ভাসেন। স্তিমিত গম্ভার জলরাশি পরিপূরিত মহা-

যাবন্নিদ্রা ঋতং তাবৎ তথাঽজ্ঞানাদিদং জগৎ।
ন মায়া কুরুতে কিঞ্চিন্মায়াবী ন করোত্যণু।
ইন্দ্রজালং সমং সর্ব্বং বদ্ধদৃষ্টিঃ প্রপশ্যতি ॥ ১৩ ॥
অজ্ঞানজন বোধার্থং বাহ্যদৃষ্ট্যা শ্রুতীরিতম্।
বালানাং প্রীতয়ে যদ্বৎ ধাত্রী জল্পতি কল্পিতম্ ॥ ১৪ ॥ শান্তি গী ৭ম অ

(৩)

তস্য চঞ্চলতা যৈষা ত্ববিদ্যা রাম সোচ্যতে।
বাসনাপদ নাম্নীং তাং বিচারেণ বিনাশয় ॥ ১১ । উৎ। ১১২ সর্গঃ।
অতস্ত্বং বাসনাং রাম! মিথ্যৈবাহমিতি স্থিতাম্।
ত্যজ পক্ষীশ্বরো ব্যোম গমনোৎক ইবাণ্ডকম্ ॥ ২৬ ॥

সমুদ্রে বায়ুবশে যে তরঙ্গ উঠে, তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই-রূপ সৃষ্টিরূপ এই ইন্দ্রজাল ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। মায়া দ্বারা চৈতন্যই বিশ্বরূপে ভাসেন যেমন নিদ্রাকালে স্বপ্ন ভাসে। ইহাতে কিন্তু কিছুমাত্র সত্য নাই। যতক্ষণ নিদ্রা ততক্ষণ স্বপ্ন সত্যমত। সেইরূপ যতক্ষণ অজ্ঞাননিদ্রা ততক্ষণ এই জগৎ স্বপ্ন। মায়াও কিছুই করেন না মায়াবীও কিছুই করেন না। কিন্তু বদ্ধদৃষ্টি যে সব লোক তাহারা সমস্তই ইন্দ্র-জালের মত দেখিতেছে। অজ্ঞানী জনগণের বোধের জন্য শ্রুতি বাহ্য-দৃষ্টিতে জগৎ সৃষ্টির বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন যেমন বালকগণের প্রীতির জন্য ধাত্রী কল্পনা করিয়া গল্প বলে।

চিত্তের যে চঞ্চলতা হে রাম! তাহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই বাসনা। বিচার দ্বারা ইহা বিনাশ কর!

পক্ষিশিশু আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করিলে অণ্ড পরিত্যাগ করে।

এষা হি মানসীশক্তিরিষ্টানিষ্ট নিবন্ধিনী।
অনয়ৈব মুধা ভ্রান্ত্যা স্বপ্নবৎ পরিকল্পনা ॥ ২৭ ॥
অবিদ্যৈষা দুরন্তৈষা দুঃখায়ৈষা বিবর্দ্ধতে।
অপরিজ্ঞায়মানৈষা তনোতীদমসন্ময়ম্ ॥ ২৮ ॥ ১০২। উৎ।

অতএব হে রাম! "অহং ভাব মিথ্যা" ইহা নিশ্চয় করিয়া ঐ অহং ভাব-রূপ মূলবাসনা ত্যাগ কর।

এই বাসনাই মানসীশক্তি এবং ইহা ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন করে। মিথ্যা ভ্রান্তিরূপ এই বাসনা দ্বারা স্বপ্নোপম জড়-জগতের কল্পনা হইয়া থাকে। এই বাসনাই অবিদ্যা, দুরন্তা, ইহা কেবল দুঃখ প্রদান করিবার জন্যই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অবিদ্যা যাবৎ অপরিজ্ঞাত থাকে তাবৎ কালই এই মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চ বিস্তার করে। ভগবান্ বশিষ্টদেব আরও বলেন আকাশ বাস্তবিক নির্ম্মল কিন্তু কুজ্ঝটিকায় মলিন দেখায়! মোহকারিণী বাসনার স্বভাবই এই যে ইহাতে বিমুগ্ধ জীবগণ আপনাকে মলিন দেখে। ঐ বাসনারূপিণী মানসীশক্তির বলেই দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় বিশালরূপে কল্পিত, মহা আড়ম্বর যুক্ত এই বিশ্ব অসৎ হইলেও সৎরূপে স্ফুরিত হইতেছে। **নিগুর্ণ উপাসনার অত্যাবশ্যকীয় সাধনা মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বাভ্যাস**। এই জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বিচারটি এখানে সন্নিবেশিত করা গেল।

একমাত্র ভাবনাই বাসনার কর্ত্তা ও স্বরূপ। যেমন দূষিত চক্ষু আকাশে কেশগুচ্ছাদি দর্শন করে তেমনি অজ্ঞান কলুষিত হইয়াই আত্মা আপনাতে এই কল্পনা স্থূলীভূত জগৎ দর্শন করেন।

স্পষ্ট কথা এই যে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান আছে

সে জ্ঞানটুকু থাকে মনেরই মধ্যে। মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা সঙ্কল্প ভিন্ন আর কি? তবেই হইল স্থূল জগতের সূক্ষ্মাবস্থা যাহা তাহা সঙ্কল্পাকারে মনের মধ্যেই থাকে। যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, অনুভব করা যায়, স্মরণ করা যায়, উপাসনা করা যায়, মানসপূজা করা যায় তৎসমস্তই মনের কার্য্য। ইহা সূক্ষ্মপ্রকৃতি। চেতন আমি ও আমার কল্পনা এই দুয়ের মধ্যে কল্পনা গুলি মিথ্যা। চিত্ত বা মন যখন সঙ্কল্পগুলি ত্যাগ করে, মিথ্যা বলিয়া উহাদের উপর আস্থা ত্যাগ করিয়া উহাদের ভাবনা পরিত্যাগ করে, তখন আপনিই আত্মবধ নাটকের অভিনয় করতঃ ইহা নৃত্য করিতে থাকে। মন আপনার বিনাশ জন্যই আত্মদর্শন করে।

যাহা পাওয়া গেল তাহা এই ঃ—মন বাহিরের জগৎ দর্শন করিতেছিল অথবা স্মৃতিতে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের ভাবনা লইয়াছিল। যাহা দেখিতেছিল তাহা মানসিক ব্যাপার। মানসিক ব্যাপারের নামই চিত্তস্পন্দন কল্পনা। কল্পনা মিথ্যা; এজন্য চিত্ত যখন আত্মাকে দর্শন করে, জ্যোতিস্বরূপ যাহা দেখে, তাহাতেও যে ব্যাপার ঘটে তাহা আলোচনা কর। চিত্ত যখন ভিতরে জ্যোতি সন্দর্শন করে বা মানস পূজায় ভাবের ব্যাপার দর্শন করে তখন এই চিত্তের মধ্যে দ্রষ্টা ও দর্শন এই দুই ভাবই থাকে। এই জন্য বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

জড়াজড়ং মনোবিদ্ধি সংকল্পাত্ম বৃহদ্বপুঃ।
অজড়ং ব্রহ্মরূপত্বাজ্জড়ং দৃশ্যাত্মতা বশাৎ॥ ৩১॥ উৎ। ৯১।

সঙ্কল্পাত্মক বৃহদাকার মনকে জড় ও অজড় উভয় বলিয়াই জানিও, ব্রহ্মরূপ বলিয়া ইহা অজড় এবং দৃশ্য বস্তুতা ইহার আছে বলিয়া ইহা জড়। **দৃশ্যানুভব সময়ে এই মন আপনিই দৃশ্য হয় এবং ব্রহ্মানুভব কালে ইহা ব্রহ্ম হয়।** সুবর্ণে

৫

চিত্ত—শান্ত্বনা।

মনোবৈ গগনাকারং মনো বৈ সর্ব্বতোমুখং।
মনোঽতীতং মনঃ সর্ব্বং ন মনঃ পরমার্থতঃ ॥ ১ ॥

যেমন সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব উভয়ই আছে সেইরূপ এই মনেও দৃশ্যত্ব ও ব্রহ্মত্ব উভয়ই বিদ্যমান।

চিত্ত জড় ইহা নিশ্চয়। কিন্তু জগতের কোন জড় বস্তু স্বয়ং অন্য অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। দৃশ্য কোন কিছু দ্রষ্টা শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। চিত্তকে জড় বলা হইলেও ইহা চিৎ ও বটে। যেহেতু জড়ভাবেও চৈতন্যাংশের অনুভবও তুমি কর। কোন কিছু যখন দেখ তখন ইহার বোধাংশই চিৎভাব এবং অহংভাগই জড়াংশ। বোধাংশই আত্মা। ইহা প্রতিভাস গত বা বুদ্ধিস্থ আত্মা। অন্যরূপে দেখা যাউক। চিত্ত যখন তেজবপু কোন ভাব বা মূর্ত্তি দর্শন করে তখন চিত্ত যে অংশে বোধ করিতেছে যে আমি কিছু দেখিতেছি সেই বোধাংশটি আত্মা। এখানে আত্মা দ্বারা আত্মদর্শন হইতেছে। আর, যাহা দর্শন করিতেছে তাহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা বা জড়। এই বোধাংশ মধ্যে অহংভাব আছে বলিয়া, দ্বৈতভাব আছে বলিয়া, দর্শন হয়। এই অহংভাবই আদি বাসনা বা আদ্যা। এই অহংভাবটি কিন্তু মিথ্যা। এই অহংভাবটি মিথ্যা, ভ্রান্তিময় বলিয়া ইহা ত্যাগ করা উচিত। এই অহংভাব দ্বারাই একটী অজ্ঞানময় ভ্রান্তি জন্মে। এই অজ্ঞানময় ভ্রান্তিবশেই আত্মস্বরূপের অস্ফুরণ ঘটে। আত্মস্বরূপের অস্ফুরণকেই অজ্ঞান বলে। অজ্ঞানই অবিদ্যা, মায়া, বাসনা বা অহংভাব। অহং বোধ নাই—চিত্ত নাই যখন নিশ্চয় হয় তখনই আত্মস্বরূপের স্ফুরণ হয়। ইহাই মুক্তি।

মনই মায়া। মনই গগনাকার। মনই চারিদিকে। যাহা গত

ন জাতো ন মৃতোহসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ ॥ ২ ॥
স ব্যাহ্যাভ্যন্তরোসি ত্বং শিবঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
ইতস্ততঃ কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাচবৎ ॥ ৩ ॥
ন ত্বং নাহং জগন্নেদং সর্ব্বমাত্মৈব কেবলং।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ বর্ত্ততে ন চ তে ন মে ॥ ৪ ॥
শব্দাদি পঞ্চকস্যাস্য নৈবাসি ত্বংন তে পুনঃ।
ত্বমেব পরমং তত্ত্বমতঃ কিং পরিতপ্যসে ? ॥ ৫ ॥
জন্মমৃত্যু র্নতে চিত্তবন্ধমোক্ষৌ শুভাশুভৌ।
কথং রোদিসি রে বৎস! নামরূপং ন তে ন মে ॥ ৬ ॥

হইয়াছে তাহাও মন। পরিদৃশ্যমান্ সকলই মন। মনটি পরমার্থতঃ নাই। ব্যবহার দৃষ্টে আছে বলিয়া মনে হয়।

তুমি জন্মাও না, তুমি মরও না। তোমার কস্মিন্ কালেও দেহ নাই। শ্রুতি বহু প্রকারে বলিতেছেন সমস্তই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম।

তুমিই ভিতরে বাহিরে। শিবস্বরূপ তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। তবে ভ্রান্ত হইয়া পিশাচের মত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছ কেন?

তুমি, আমি, এই জগৎ নাই। সমস্তই কেবল আত্মা। তোমার আমার সংযোগ বিয়োগ বলিয়া কিছুই নাই।

তুমি এই শব্দাদি পঞ্চকের নও; তোমারও ইহারা নহে। তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। তবে পরিতাপ কর কি জন্য?

রে চিত্ত! তোমার জন্ম মৃত্যু নাই, বন্ধন মুক্তি নাই, শুভ অশুভ নাই। রে বৎস! তবে কেন রোদন করিতেছ? তোমারও নামরূপ নাই আমারও নাই।

অহো চিত্ত! কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসিপিশাচবৎ।
অভিন্নং পশ্যচাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখীভব ॥ ৭ ॥

ত্বমেব তত্ত্বং হি বিকার বর্জ্জিতং
নিষ্কম্পমেকং হি বিমোক্ষ বিগ্রহম্।
ন তে চ রাগো হ্যথবা বিরাগঃ
কথং হি সংতপ্যসি কামকামতঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তরূপং নহি বস্তু কিঞ্চিৎ
তত্ত্ব স্বরূপং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ।
আত্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বং
ন হিংসকো বা পি ন চাপ্যহিংসা ॥ ৯ ॥

সর্ব্বং জগৎবিদ্ধি নিরাকৃতীদং
সর্ব্বং জগৎ বিদ্ধি বিকারহীনম্।

হায় চিত্ত! ভ্রান্ত হইয়া পিশাচের মত কেন ধাবিত হইতেছ? আত্মাকেই সকল বস্তু হইতে অভিন্ন দেখ। সবই আত্মা দেখ। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া সুখী হও।

তুমিই বিকার বর্জ্জিত তত্ব। তুমিই চলন রহিত, এক। তোমার মোক্ষও নাই শরীর ধারণও নাই। কামকামী হইয়া কেন পরিতাপ করিতেছ?

অনন্তরূপ কোন বস্তু নাই। তাহার ভাবের স্বরূপ কোন বস্তু নাই। আত্মাই একরূপ ও ইহাই পরমার্থ তত্ব। এখানে হিংসা অহিংসা কিছুই নাই।

এই সমস্ত জগৎকে নিরাকার জানিও। ভ্রমে মাত্র আকার দেখ।

সর্ব্বং জগৎবিদ্ধি বিশুদ্ধ দেহং
সর্ব্বং জগৎবিদ্ধি শিবৈকরূপম্ ॥ ১০ ॥
সখে মনঃ কিং বহু জল্পিতেন
সখে মনঃ সর্ব্বমিদং বিতর্ক্যম্।
যৎ সারভূতং কথিতং ময়া তে
ত্বমেব তত্ত্বং গগনোপমোঽসি ॥ ১১ ॥
উল্লেখ মাত্রমপিতে ন চ নাম রূপং
নির্ভিন্ন ভিন্নমপি তে নহি বস্তু কিঞ্চিৎ।

সমস্ত জগৎকে বিকারহীন জানিও। কারণ ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত। সর্ব্ব জগতকে বিশুদ্ধদেহ, চিন্ময় জানিও। সর্ব্ব জগতকে একমাত্র শিব-স্বরূপ জানিও।

হে সখে মন! বহু জল্পনা কল্পনায় প্রয়োজন কি? হে সখে! এই সমস্তই বিতর্ক মাত্র। সার কথা তোমাকে বলিয়াছি। তুমিই সেই। তুমিই তত্ত্ব, তুমিই আকাশ সদৃশ। [একমাত্র তিনিই তিনি। সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গ যেমন ভাসে ও ভাঙ্গে সেইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে সঙ্কল্প বিকল্প ভাসে ভাঙ্গে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে সেইরূপ সঙ্কল্প বিকল্পও সে ভিন্ন কিছুই নহে। মন! তুমিও সঙ্কল্প ও বিকল্প। নিজের সঙ্কল্প বিকল্পরূপ চলন অবস্থা বাদ দিলে তুমিই সেই পরম তত্ত্ব]।

মন! তোমার উল্লেখ মাত্র হয় কিন্তু সত্য সত্যই তোমার নামও নাই, রূপও নাই। [ভগবান্ বশিষ্ঠও বলেন মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে। আরও বলেন নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্য জড়াকৃতেঃ। আকাশের নাম-টির উল্লেখ মাত্র আছে। কোন রূপও নাই কোন আকারও নাই। অথচ আকাশ দেখায় নীল। আবার ইহার সর্ব্বব্যাপী একটা আকারও দেখা

নির্লজ্জে মানস করোষি কথং বিষাদং
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোঽহপমোহহম্ ॥ ১২ ॥

যায়। মন! তুমিও আকাশের মত। তোমার রূপ ও আকার উভয়ই শূন্যাকার ও জড়। কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও তুমি বস্তুরূপে বিদ্যমান নও। ন বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ। আর "ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বু সন্নিভম্। এই জগৎ এই আকাশ সদৃশ মন হইতে সমুৎপন্ন। মরু মরীচিকাতে যেমন জল দেখা যায় সেইরূপ হে মন! তোমা হইতে এই জগৎ! ফলে ভ্রম জ্ঞান তোমার রূপ।] যদ্যপি মনো-নাম পরমার্থতো নাস্ত্যেব তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্তং কল্পিতং তৎ-রূপম্। পরমার্থতঃ তোমার রূপ কোন কিছুই নাই। কিন্তু ব্যবহারের উপযুক্ত একটা কল্পিত রূপ আছে। অন্তরে বাহিরে বস্তুর আকার যাহা প্রকাশ পায় তাহাই তোমার কল্পিতরূপ। রূপন্তু ক্ষণসঙ্কল্পাৎ। ক্ষণ সঙ্কল্প হইতেই একটা রূপ ভ্রমে দেখা যায়। এই "সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাৎ তন্ন ভিদ্যতে" সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দ শক্তিটাই মন। যেখানে গীতা বলিতেছেন "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" সেখানে স্পন্দন শক্তি বা মন বা জল তরঙ্গ যাহার উপরে ভাসে অর্থাৎ মনের ভিত্তিটিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে কাজেই সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তিও তিনি ভিন্ন কিছুই নহে। তাই বলা হয় মনটা মায়ার মত আছে অথচ নাই] হে মন! তুমি স্বরূপে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়াও সব সাজিয়া থাক বলিয়া নির্ভিন্ন। কিন্তু তুমি কোন বস্তু নও। তবে রে নির্লজ্জ মন তুমি কেন দুঃখ করিতেছ? আমি আত্মা। আমিই তুমি মত দেখাই। আমি জ্ঞান সুধাস্বরূপ আমিই এক, সমরস আমি গগন সদৃশ।

কিং নাম রোদিষি সখে! ন জরা ন মৃত্যুঃ
কিং নাম রোদিষি সখে! ন চ জন্ম দুঃখম্।
কিং নাম রোদিষি সখে! ন চ তে বিকারো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৩॥
কিং নাম রোদিষি সখে! ন চ তেঽস্তি কামঃ
কিং নাম রোদিষি সখে! ন চ তে প্রলোভঃ
কি নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিমোহো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৪॥
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে ধনানি
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে হি পত্নী।
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে সমেতি
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৫॥

যখন তুমি আমিই, যখন তুমি আমারই কল্পিতরূপ তখন তুমি কোথায়? তবে হে সখে! তোমার রোদনটা কি? তোমার জরাও নাই, মৃত্যুও নাই। সখা! তোমার রোদন কেন? তোমার জন্মও নাই দুঃখও নাই। হে সখে! রোদন কর কেন? তোমার ত কোন প্রকার বিকার নাই। তুমি জ্ঞানস্বরূপ অমৃত। তুমি এক রস। তুমি গগন সদৃশ।

তোমার কাম নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস, তুমি গগনসদৃশ তোমার রোদন কেন?

আমি চেতন। কাহার সহিত আমার সঙ্গ হয় না। তুমি বলিয়া কোন কিছুই নাই। তুমি ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা কর কেন? তোমার সঙ্গে কাহারও সঙ্গ হয় না। তোমার ধনই বা কি? পত্নীই বা কি? তোমার বা আমার সমানই বা কে? তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস, গগন সদৃশ।

ওঁ মিতি গদিতং গগনসমং
তন্ন পরাপর সার বিচারম্।
অবিলাস বিলাস নিরাকরণং
কথমক্ষরবিন্দু সমুচ্চরণম্॥ ১৫॥
ইতি তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিভিঃ
প্রতিপাদিতমাত্মনি তত্ত্বমসি।
ত্বমুপাধিবিবর্জ্জিত সর্ব্বসমং
কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৬॥
অধ-ঊর্দ্ধ বিবর্জ্জিত সর্ব্বসমং
বহিরন্তর বর্জ্জিত সর্ব্বসমম্।
যদি চৈক বিবর্জ্জিত সর্ব্বসমং
কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৭॥
ন হি কুম্ভনভো ন হি কুম্ভ ইতি
ন হি জীব বপু র্ন হি জীব ইতি।

ওঁ এইটীকে গগন সদৃশ তত্ত্ব বলা হইল; ইহাই কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার বিচার নহে; যাঁহার কোন খেলা নাই অথচ খেলা দেখা যায় তাহার বিলাস দূর করা ইহা অক্ষর বিন্দু উচ্চারণে কিরূপ হইবে?

তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে আত্মাতে তত্ত্বমসি প্রতিপাদিত হইয়াছে। ত্বংটি কিন্তু উপাধি বর্জ্জিত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সম। তবে সর্ব্বসমের জন্য মনে মনে রোদন কেন?

অধ নাই ঊর্দ্ধ নাই সব সমান; বাহির নাই ভিতর নাই সব সমান; যদি সব সমান বলিয়া একও বলা না যায় তবে সব সমান যিনি তাঁহার জন্য মনে মনে রোদন কেন?

নহি কার্য্য কারণ বিভাগ ইতি
কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৮॥
ন হি ভিন্ন বিভিন্ন বিচার ইতি
বহিরন্তর সন্ধি বিচার ইতি।
অরিমিত্র বিবর্জ্জিত সর্ব্বসমং
কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥
বহুধা শ্রুতয়ঃ প্রবদন্তি বয়ং
বিয়দাদিরিদং মৃগতোয় সমম্।
যদিচৈক নিরন্তর সর্ব্ব শিব-
মুপমেয়মথোহ্যুপমা চ কথম্॥ ১৯॥
গগনং পবনো ন হি সত্যমিতি
ধরণী দহনো ন হি সত্যমিতি।
যদিচৈক নিরন্তর সর্ব্ব শিবং
জলদঞ্চ কথং সলিলঞ্চ কথম॥ ২০॥

ঘটের মধ্যে যে আকাশ সেত ঘট নয়; জীবের দেহটা ত জীব নহে; কার্য্য ও কারণের বিভাগও ত নাই। তবে সর্ব্বত্র সমানের জন্য মনে মনে রোদন কেন?

যেখানে ভিন্ন বিভিন্ন বিচার নাই, বাহির অন্তর মিলনের বিচার নাই, যিনি শত্রু মিত্র বিবর্জ্জিত সর্ব্বত্র সমান সেই সর্ব্ব সমের জন্য মনে মনে রোদনটা কি?

বহুশ্রুতি বলেন যে আমরা এবং এই সমস্ত আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চ ইহা মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। যদি সর্ব্বদা একমাত্র শিবই উপমেয় হয়েন একই সর্ব্বদা আছেন তবে তাঁহার উপমার স্থান কোথায়?

আকাশ, বায়ু সত্য নহে; পৃথিবী অগ্নিও সত্য নহে; যদি নিরন্তর

যদি মোহ বিষাদ বিহীন পরো
যদি সংশয় শোক বিহীন পরঃ।
যদি চৈক নিরন্তর সর্ব্ব শিব-
মহমেতি মমেতি কথং চ পুনঃ ॥ ২১ ॥
ত্বমহং ন হি হন্ত কদাচিদপি
কুল জাতি বিচার সত্যমিতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি
অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২২ ॥
কথমিহ দেহ বিদেহ বিচারঃ
কথমিহ রাগ বিরাগ বিচারঃ।
নির্ম্মল নিশ্চল গগনাকারং
স্বয়মিহ তত্ত্বং সহজাকারম্ ॥ ২৩ ॥

এক শিবই সব হয়েন তবে মেঘই বা কোথায় আর জলই বা কোথায় ?

যদি সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ মোহ বিষাদশূন্য হন, যদি সেই উত্তম পুরুষ সংশয় শোকবিহীন হন, যদি সেই একই নিরন্তর সর্ব্ব শিব হয়েন তবে আমি আমার ইত্যাদি আবার কি ?

হায়! নিশ্চয়ই তুমি আমি কখনও নাই। কুল, জাতি এই বিচারও সত্য নহে। পরমার্থতঃ আমিই শিব। এখানে অভিবাদন কি প্রকারে করি।

কোথায় এই দেহ বিদেহ বিচার, আর কোথায় এই রাগ দ্বেষ বিচার ? যেখানে নির্ম্মল নিশ্চল গগন সদৃশ সহজাকার তত্ত আপনি আপনি অবস্থান করিতেছেন ?

কেবল তত্ত্ব নিরঞ্জন সর্ব্বং
গগনাকার নিরন্তর শুদ্ধম্ ।
এবং কথমিহ সঙ্গ বিসঙ্গং
সত্যং কথমিহ রঙ্গবিরঙ্গম্ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রজাল মিদং সর্ব্বং যথা মরু মরীচিকা ।
অখণ্ডিত ঘনাকারো বর্ত্ততে কেবলঃ শিবঃ ॥ ২৫ ॥

৬

চৈতন্যে স্থিতি অভ্যাস।

যদাঽনৃতমিদং সর্ব্বং দেহাদি গগনোপমম্ ।
তদা হি ব্রহ্ম সম্বেত্তি ন তে দ্বৈতপরম্পরা ॥ ১ ॥

সমস্তই একমাত্র কালিমাশূন্য তত্ত্ব, ইহা নিরন্তর গগন সদৃশ শুদ্ধ। এই যদি হইল তবে এই সঙ্গ বিষঙ্গ কোথায় ? এবং এই রঙ্গ বিরঙ্গই বা সত্য কিরূপে ?

মরুভূমিতে মরীচিকার মত এই সমস্তই ইন্দ্রজাল। অখণ্ড, ঘনাকার কেবল শিবই আছেন।

যখন মিথ্যা এই সমস্ত দৃশ্য পরম্পরা দেহ মন আদিকে, গগনসদৃশ আত্মারই বিবর্ত্ত বলিয়া জানিবে, যখন সর্পভ্রম দূর হইয়া রজ্জুই ভ্রমজ্ঞানে সর্পমত দেখা যাইতেছিল ইহা দৃঢ়ভাবে ধারণা করিতে পারিবে, ব্যবহারিক জগতেও একক্ষণের জন্য ইহা ভুল হইবে না দেখিবে তখনই ব্রহ্মকে তুমি নিশ্চয় জানিতে পারিবে। তখন আর দ্বৈত পরম্পরা থাকিবে না।

পরেণ সহজাত্মাপি হ্যভিন্নঃ প্রতিভাতিমে।
ব্যোমাকারং তথৈবৈকং ধ্যাতা ধ্যানং কথং ভবেৎ॥ ২॥
যৎ করোমি যদশ্নামি যজ্জুহোমি দদামি যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ন মে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধোঽহমজোঽব্যয়ঃ॥ ৩॥
তত্ত্বং ত্বং হি ন সন্দেহঃ কি জানাম্যথবা পুনঃ।
অসংবেদ্যং স্বসংবেদ্যমাত্মানং মন্যসে কথম্॥ ৪॥
মায়া মায়া কথং তাত! ছায়া ছায়া ন বিদ্যতে।
তত্ত্বমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাকারং নিরঞ্জনম্॥ ৫॥
আদিমধ্যান্তমুক্তোঽহং ন বদ্ধোঽহং কদাচন।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৬॥

সহজাত আত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। সমুদায়ই এক ব্যোমাকার হইয়া গিয়াছে। ধ্যাতা ও ধ্যান কে এবং কিরূপে হইবে?

যাহা করি, যাহা খাই, যাহা হোম করি, যাহা দান করি—এ সমস্ত আমার করা নহে। আমি সর্ব্বসম্পর্ক শূন্য বিশুদ্ধ, জন্মাদি শূন্য এবং ব্যয়াদি শূন্য।

তুমি চৈতন্যই ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই বা ইহা হইতে আর কি জানিয়াছি। তবে আত্মাকে জানা যায় না বা আপনা হইতে জানা যায় ইহা ভাব কেন?

মায়া অমায়া, ছায়া অছায়া কিরূপে থাকিবে? হে তাত! এসব নাই। এই সমস্ত একমাত্র ব্যোমাকার নিরঞ্জন তত্ত্ব।

আদি মধ্য অন্ত সর্ব্বত্রই আমি মুক্ত। কদাচ আমি বদ্ধ নই। আমি স্বভাবতঃ নির্ম্মল, শুদ্ধ, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা

কথং রোদিষিং রে চিত্ত! হ্যাত্মৈবাত্মাত্মনা ভব।
পিব বৎস! কলাতীতমদ্বৈতং পরমামৃতম্॥ ৭॥
স্ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিত নিরন্তরম্।
অহো মায়া মহামোহো দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্পনা॥ ৮॥
ন মে রাগাদিকো দোষো দুঃখং দেহাদিকং ন মে।
আত্মানং বিদ্ধিমামেকং বিশালং গগনোপমম্॥ ৯॥
শূন্যাপারে সমরসপূত-
স্তিষ্ঠন্নেকঃ সুখমবধূতঃ।
চরতি হি নগ্নস্ত্যক্ত্বা গর্ব্বং
বিন্দতি কেবল মাত্মনি সর্ব্বম্॥ ১০॥
গুরু প্রজ্ঞা প্রসাদেন মূর্খো বা যদি পণ্ডিতঃ।
যস্ত সম্বুধ্যতে তত্ত্বং বিরক্তো ভব সাগরাৎ॥ ১১॥

রে চিত্ত! কেন আর রোদন কর? আপন পুরুষার্থ দ্বারা আপনি আপনি হইয়া যাও। যাহার খণ্ড হয় না এমন অদ্বৈত স্থিতিরূপ অতি মধুর পায়স পান কর।

এই সমস্ত জগৎ অখণ্ড ব্রহ্মভাবে নিরন্তর স্ফুরিত হইতেছে। আশ্চর্য্য এই মায়ার মহামোহ, যাহা এই দ্বৈত ও অদ্বৈত কল্পনা তুলিতেছে।

আমার রাগদ্বেষাদি দোষ, দেহ মন আদি দুঃখ কিছুই নাই। আমাকে বিশাল গগনোপম আত্মা বলিয়াই জানিও।

অবধূত আকাশগৃহে একটিমাত্র রসে পবিত্র হইয়া একা সুখে বাস করেন। দেহাদির গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়াই বিচরণ করেন। কেবল আত্মাতেই সমগ্র জানেন।

মূর্খ ই হও আর পণ্ডিতই হও, ভবসাগর হইতে বিরক্ত হইয়া গুরুজ্ঞান

রাগদ্বেষ বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
দৃঢ়বোধশ্চ ধীরশ্চ স গচ্ছেৎ পরমংপদম্॥ ১২॥

——:•:——

দ্বিতীয় উল্লাস।

১

নিত্য স্মরণ।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্লাতি কিঞ্চিৎ হৃষ্যতি কুপ্যতি॥ ১॥
তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্লাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥
অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপ ত্রিতয় দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি॥ ২॥

প্রসাদে যদি তত্ত্বজ্ঞানটি প্রবুদ্ধ করিতে পার, আর কোন কিছুতে রাগ বা দ্বেষ যদি না থাকে, সকল প্রাণীর হিতেই যদি রত থাক, এইরূপ দৃঢ় বোধযুক্ত এবং ধীর যিনি তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

ততদিন পর্য্যন্ত বন্ধন দশা যতদিন পর্য্যন্ত চিত্ত কোন কিছু বাঞ্ছা করে, কোন কিছুর জন্য শোক করে, কোন কিছু ত্যাগ করে, কোন কিছু গ্রহণ করে অথবা কোন কিছুর জন্য হর্ষিত হয় বা ক্রুদ্ধ হয়।

তখনই মুক্তি যখন চিত্ত আকাঙ্ক্ষা, শোক, ত্যাগ, গ্রহণ, হর্ষ, ক্রোধ কিছুই করে না।

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, ত্রিতাপতাপিত, অসার নিন্দিত ঘৃণার যোগ্য এই নিশ্চয় কর চিত্ত শান্ত হইবে।

যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা।
প্রৌঢ় বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥ ৩ ॥
দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক্ব: বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানি স্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥ ৪ ॥
ত্বয্যনন্ত মহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্নবা ক্ষতিঃ ॥ ৫ ॥
তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্ন মিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয় কল্পনা ॥ ৬ ॥
একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতঃ কর্ম্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ ॥ ৭ ॥

যেখানে যেখানে তৃষ্ণা বা ভোগেচ্ছা, সেইখানেই সংসার জানিও। প্রগাঢ় বৈরাগ্য অবলম্বনে বিগততৃষ্ণ হইয়া সুখী হও।

দেহটা কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকুক বা সদ্যই বিনষ্ট হউক তাহাতে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তুমি শুদ্ধ চেতনমাত্র স্বরূপ।

অনন্ত মহাসাগরের সমান তুমি তোমাতে স্বভাবতঃ এই বিশ্ব-তরঙ্গ উঠুক বা ভাঙ্গুক তাহাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

হে তাত! তুমি কেবল চৈতন্য। এই জগৎ তোমাতে হইতে ভিন্ন। তবে ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় এ কল্পনা কার? এ কল্পনারই বা অবসর কোথায়?

যেহেতু তুমি চেতন তাই একমাত্র অব্যয়, শান্ত, অমল, চিদাকাশ স্বরূপ তোমাতে জন্ম কোথায়, কর্ম্ম কোথায়, আর অহঙ্কারই বা কোথায়?

অহং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্ব আত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥ ৯ ॥
হরো যদ্যুপদেষ্টাতে হরিঃ কমলজোঽপিবা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১০ ॥
সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়াতি যাতি চ।
সুখং বক্তি সুখং ভুঙ্ক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ ॥ ১১ ॥

'আমি ইহা' 'আমি ইহা নই' এইরূপ ভেদভাব ত্যাগ কর। সবই আত্মা নিশ্চয় করিয়া সঙ্কল্প শূন্য হইয়া সুখী হও।

সাগরে যেমন তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ চেতনেই এই বিশ্ব স্ফুরিত হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নয় সেইরূপ জগৎও চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই চেতনই আমি এই জান। দীনের মত এখানে ওখানে ছুটিতেছ কেন?

হর হরি ব্রহ্মাও যদি তোমার উপদেষ্টা হন, তথাপি তুমি কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ভুলিতে না পার।

তুমি চেতন ভাল করিয়া ধারণা কর, দেখিবে তুমি শান্ত হইয়াছ। শান্ত চিত্ত যিনি তিনি লৌকিক ব্যবহারেও সুখে থাকেন, সুখে নিদ্রা যান, সুখে গমনাগমন করেন, সুখে ভাব প্রকাশ করেন, সুখে আহার করেন।

২

নির্গুণ উপাসনায় মুখ্য কথা।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জব দয়া তোষং সত্যং পীযূষবদ্ভজ ॥ ১ ॥
ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্নবায়ু র্দ্যৌর্নবা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধিমুক্তয়ে ॥ ২ ॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতিবিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥
ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখীভব ॥ ৪ ॥
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্তএবাসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যাসীতহম্ ॥ ৫ ॥

হে তাত! যদি মুক্তি চাও ত বিষের মত বিষয় ভাবনা ত্যাগ কর। ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য এই সকলকে অমৃতবৎ ভজনা কর।

তুমি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম নও। তুমি ইহাদের সাক্ষী জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। তুমি এই ইহা জান আর মুক্ত হও।

যদি তুমি দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া তুমি চৈতন্য এই বিশ্রামে স্থিতি লাভ করিতে যদি পার তবে এখুনিই সুখী শান্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া যাও।

তুমি চেতন বলিয়া ব্রাহ্মণাদিবর্ণ তুমি নও, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমও তোমার নাই, তুমি ইন্দ্রিয় গোচরও নও, তুমি অসঙ্গ, নিরাকার, বিশ্বের সকল বস্তুর সাক্ষীরূপে থাক; থাকিয়া সুখী হও।

কর্ত্তাও নও, ভোক্তাও নও; তুমি সর্ব্বদা মুক্ত। দ্রষ্টা তুমি। এই দ্রষ্টাভাব ভুলিয়া যে আপনাকে অন্যরূপে দেখ ইহাই তোমার বন্ধন।

অহং কর্ত্তেত্যহংমান মহাকৃষ্ণাহি দংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৬॥
একো বিশুদ্ধ বোধঽহমিতি নিশ্চয় বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞান গহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৭ ॥
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখং চর ॥ ৮ ॥
মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ৯ ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১০ ॥

অহং কর্ত্তা এই অহংমান অর্থাৎ 'আমি' আত্মাতে এই কর্ত্তৃত্বাভিমান-রূপ মহা কৃষ্ণসর্প তোমায় দংশন করিয়াছে। আমি কর্ত্তা নই, আমি অকর্ত্তা আত্মা এই বিশ্বাস অমৃত পান করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হও।

এক বিশুদ্ধ অনুভূতি স্বরূপ আমি এইরূপ নিশ্চয় অগ্নি দ্বারা অজ্ঞানের বন জ্বালাইয়া দাও, দিয়া বীতশোক হইয়া সুখী হও।

যে বোধে এই বিশ্ব রজ্জুসর্পবৎ অধিষ্ঠান অজ্ঞান কল্পিত হইয়া ভাসে তুমি আপনাকে সেই আনন্দেরও পরমানন্দ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ বোধ স্বরূপ জানিয়া সুখে বিচরণ কর।

আমি মুক্ত এই অভিমান যিনি করেন তিনি মুক্তই। আমি বদ্ধ এই অভিমান যাঁর প্রবল তিনি বদ্ধই। এই বিষয়ে "যার মতি যেমন তার গতিও তেমন" এই কিম্বদন্তীই প্রমাণ।

জলে সূর্য্যের ছায়া পড়িলে সেই ছায়ার পানেও চাওয়া যায় না। মায়াতে প্রতিবিম্বিত আত্মা যাহা তাহা আত্মারই ছায়া। ইহাও কিন্তু

কুটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা ভাবং বাহ্যমবান্তরম্॥ ১১॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞান খড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব॥ ১২॥

আত্মার মত বলিয়া, আত্মা নামেই অভিহিত। এই আত্মা দেহই আমি এই ভ্রম বশতঃ সংসারীর মত প্রতীয়মান হয় বস্তুতঃ আত্মা আপন পূর্ণ স্বরূপে সর্ব্বদাই বিরাজ করেন। আত্মা যিনি তিনি কর্ত্তার অহংকারাদির সাক্ষী তিনি কিন্তু কর্ত্তা নহেন। তিনি বিভু—তাঁহা হইতেই বিবিধ সৃষ্টি-জাত জন্মিতেছে তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠান। তিনি পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপক। তিনি এক অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ রহিত। মুক্ত, মায়া ও তৎ-কার্য্যের অতীত। অক্রিয় অর্থাৎ চেষ্টা রহিত, অসঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্ববন্ধশূন্য; নিস্পৃহ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ রহিত এবং শান্ত অর্থাৎ চলন রহিত।

আমি পরিচ্ছন্ন, আমার এই দেহাদি, আমি সুখী দুঃখী এই সমস্ত ভ্রম পরম্পরা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন হে শিষ্য! তুমি আপনাকে আভাস চৈতন্য এই অহংকার ভাব ত্যাগ করিয়া আমার বাহ্য ভাব অর্থাৎ দেহাদি আমার; অবান্তর ভাব অর্থাৎ আমি সুখী দুঃখী আমি মূঢ় ইত্যাদি অন্তর পদার্থ বিষয় ভাবনা না করিয়া, আমি কুটস্থ, অসঙ্গ, বোধস্বরূপ অদ্বৈত আত্মা এই ব্যাপক ভাব ভাবনা কর।

হে পুত্রক! হে শিষ্য! তুমি দেহে অহং অভিমান রূপ রজ্জু দ্বারা বহু কল্প বদ্ধ হইয়া রহিয়াছ। অতএব বোধ স্বরূপ অর্থাৎ আমি চিৎ স্বরূপ এই জ্ঞান খড়্গ দ্বারা পুনঃপুনঃ সেই পাশ ছিন্ন করিয়া সুখী হও।

নিঃসঙ্গো নিঃক্রিয়োসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৩ ॥
ত্বয়া ব্যাপ্ত মিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্র চিত্ততাম্ ॥ ১৪ ॥

তুমি বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ সর্ব্বসম্বন্ধ শূন্য। তুমি ক্রিয়া রহিত। তুমি স্ব-প্রকাশ, নিরঞ্জন। অবিক্রিয়ের যে সমাধি অনুষ্ঠান তাহাত বন্ধনই।

তুমি চেতন বলিয়া তোমার দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। কনক দ্বারা কটক কুণ্ডলাদি যেমন ব্যাপ্ত সেইরূপ। আবার এই বিশ্ব তোমাতে প্রোত। মৃত্তিকা দ্বারা ঘট শরাবাদি যেমন প্রোত সেইরূপ। পরিপূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ তুমি। তুমি ক্ষুদ্র চিত্ততা অর্থাৎ বিপরীত বৃত্তি করিও না।

তৃতীয় উল্লাস।

১

পরাপূজা।

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণী !
স্থিতে বৈ দ্বিতীয়াভাবে কথং পূজা বিধীয়তে ॥ ১ ॥
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনং
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥ ২ ॥
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রমস্যাভরণং কুতঃ ॥ ৩ ॥

যখন দ্বিতীয় কিছুই নাই, সর্ব্ব সঙ্কল্প রহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আনন্দে যখন স্থিতি হয় তখন বিধি পূর্ব্বক পূজা কিরূপে হইবে ?

পূর্ণের আবাহন কোথায় ? সকল বস্তুর আধার যিনি তাঁর আবার আসন কি ? যিনি নিতান্ত নির্ম্মল তাঁহার পাদ্য অর্ঘ্য কিরূপ ? যিনি বিশুদ্ধ তাঁহার আচমনে প্রয়োজন কি ? তুমি যে তিনিই। তবে এ সব কি ?

তুমি চেতন সদা নির্ম্মল তোমার স্নান কোথায় ? যাঁহার উদরের এক দেশে মাত্র অনন্ত কোটি বিশ্ব তাঁহাকে কোন বস্ত্র পরাইবে ? যিনি আপনিই আপনি কোন কিছুতে যিনি লগ্ন হয়েন না তাঁহাকে কোন্ উপবীত পরাইবে ? যাঁহা অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই তাঁহাকে কোন্ আভরণ পরাইয়া সুন্দর করিবে ?

নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃ পুষ্পং নির্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতো ধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা॥ ৪॥
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বূলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা॥ ৫॥
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনা বিধিঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ॥ ৬॥
অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইয়মেব পরাপূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্বস্বরূপিণী॥ ৭॥
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ॥ ৮॥

যিনি নির্লিপ্ত তাঁহার গন্ধলেপ কি? যাহার কোন বাসনা নাই তাঁহাকে পুষ্প দিয়া কোন্ আঘ্রাণ বাসনা জাগাইবে? যিনি কোন গন্ধ গ্রহণ করেন না তাঁহাকে ধূপ কি দিবে? যিনি স্বপ্রকাশ তাঁহাকে দীপ দিবে কি?

নিত্যতৃপ্তকে নৈবেদ্য, নিষ্কামকে ফল, সর্ব্বগত প্রভুকে তাম্বুল, নিত্যানকে দক্ষিণা এ সবে কি হয়?

যিনি আপনি আপনি প্রকাশ স্বরূপ তাঁহাকে আরতি কি করিবে? যিনি সীমা শূন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কিরূপে করিবে? যিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই তাঁহাকে প্রণাম কে করিবে?

যিনি ভিতরে বাহিরে পূর্ণ তাঁহার সম্বন্ধে মুদ্রা আসন কি? যদি পূজাই কর তবে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর সাত্ত্বিকী পরাপূজা এইরূপে কবিও। যথা—

দেহ হইতেছে দেব মন্দির, জীব চৈতন্যই সদাশিব; অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিয়া সেই আমি এই ভাবে পূজা করিবে।

তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যংতুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৯ ॥
যোগী দেহাভিমানী স্যাৎ ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিমান্যেব তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা ॥ ১০ ॥
কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিং?
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্লাম্বুনা যথা ॥ ১১।

২

একাদশ বিল্বপত্রিকং শিবলিঙ্গাত্ম পূজনম্।

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে প্রথমা বিল্বপত্রিকা ॥ ১ ॥

তুমি আমি অনন্ত, তুমি আমি শিব স্বরূপ তোমাকে আমাকে নমস্কার। আদিদেব পরম পুরুষ পরমাত্মাকে নমস্কার।

যোগী দেহে অভিমান রাখেন, যাঁহারা ভোগী তাঁহারা কর্ম্মে তৎপর, জ্ঞানী করেন মোক্ষে অভিমান; যিনি তত্ত্বজ্ঞ তাঁরই কোন অভিমান নাই।

করা, যাওয়া, গ্রহণ করা, ত্যাগ করা এ সব কোথায়? মহা প্রলয়ে জল রাশি যেমন নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রাখে সেইরূপ আত্মা দ্বারাই সমস্ত পূর্ণ; পূর্ণ আত্মাই সর্ব্বত্র অন্য কিছুই নাই।

দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিপত্রযুক্ত প্রথম বিল্বপত্রিকা জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সমর্পণ করিবে।

কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দ্বিতীয়া বিল্বপত্রিকা॥ ২॥
ভোক্তা চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে তৃতীয়া বিল্বপত্রিকা॥ ৩॥
ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে চতুর্থী বিল্বপত্রিকা॥ ৪॥
জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা॥ ৫॥
স্থূলং সূক্ষ্মং মহাসূক্ষ্মমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে ষষ্ঠিকা বিল্বপত্রিকা॥ ৬॥
অবিদ্যা সংসৃতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে সপ্তমী বিল্বপত্রিকা॥ ৭॥

কর্ত্তা কার্য্য ও করণ এই ত্রিপত্রযুক্ত দ্বিতীয় বিল্বপত্র জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সমর্পণ করিবে।

ভোক্তা, ভোজন, ভোজ্য এই পত্রত্রয়যুক্ত তৃতীয় বিল্বপত্র জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সমর্পণ করিবে।

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকাত্মক ত্রিপত্রযুক্ত চতুর্থ বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই পত্রত্রয়াত্মক পঞ্চম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহাসূক্ষ্ম এই পত্রত্রয়াত্মক ষষ্ঠ বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

অবিদ্যা, সংসার ও জীব এই পত্রত্রয়াত্মক সপ্তম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

উৎপত্তিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে অষ্টমী বিল্বপত্রিকা ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণ পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে নবমী বিল্বপত্রিকা ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দশমী বিল্বপত্রিকা ॥ ১০ ॥
ত্বন্তাহন্তা তথা তত্তা ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে রুদ্রাখ্যা বিল্বপত্রিকা ॥ ১১ ॥
একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাম্ভব্যো বিল্বপত্রিকাঃ।
এতাভিরর্চ্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ১২ ॥
শীর্ষে ঘটসহস্রাম্ভঃ পাতয়ন্তু জড়া জনাঃ।
মৌনমেবাবলম্বেত শিবলিঙ্গমিবাত্মবৎ ॥ ১৩ ॥

উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এই পত্রত্রয়াত্মক অষ্টম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

সত্ত্ব রজস্তম এই পত্রত্রয়াত্মক নবম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই পত্রত্রয়াত্মক দশম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

তুমি, আমি ও সে এই পুরুষভেদ-জ্ঞানরূপ পত্রত্রয়াত্মক একাদশ বিল্ব-পত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে।

দেবদেবের এই একাদশ বিল্বপত্র কথিত হইল, ইহা দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করেন।

অজ্ঞলোকে মস্তকে সহস্র সহস্র কলস জল নিক্ষেপ করুক না কেন আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি শিবলিঙ্গের ন্যায় মৌনভাব অবলম্বন করিবেন।

৩

নির্ব্বাণদশকম্ (সিদ্ধান্তবিন্দুঃ)।

ন ভূমি র্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ু
র্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধ-
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ১ ॥
ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা
ন মে ধারণা ধ্যানযোগাদয়োঽপি।
অনাত্মাশ্রয়োঽহং মমাধ্যাসহানাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ২ ॥
ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকা
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।

আমি ভূমি নহি, জল নহি, বায়ু নহি, তেজ নহি, শূন্য নহি, ইন্দ্রিয় নহি, বা ইন্দ্রিয় সমষ্টিরূপ নহি। যিনি অনেক আর থাকে না বলিয়া সুষুপ্তি সময়ে আপনি আপনি থাকেন, মহা-প্রলয়াদিতেও যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই কেবল শিবস্বরূপ।

আমি বিপ্র-ক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তর্ভূত নহি, আমার বর্ণাশ্রম-বিহিত কোন আচার বা ধর্ম্ম নাই, আমার ধারণা ও ধ্যানাদি যোগ নাই, অনাত্মা যাহা কিছু তাহাদের আশ্রয় আমি, এই বিশ্ব আমাতেই অধ্যস্ত। অধ্যাস যখন না থাকে তখন একমাত্র যিনি থাকেন, আমিই সেই কেবল শিবস্বরূপ॥ ২ ॥

জ্ঞানীগণ বলেন, পিতা নাই, মাতা নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ

সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৩॥

ন সাঙ্খ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্ম্মতং বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৪॥

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং
ন পীনং ন কুব্জং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘম্।
অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৫॥

ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তি-
র্নবিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা।

নাই, যজ্ঞ নাই, তীর্থ নাই, আর সুষুপ্তি সময়ে সকল নিরস্ত হইলেও যিনি শূন্য স্বরূপে বিরাজ করেন, মহা-প্রলয়েও সেই একমাত্র অবশিষ্ট যিনি থাকেন, আমি সেই কেবল শিবস্বরূপ॥ ৩॥

সাংখ্য, শৈব, পাঞ্চরাত্র, জৈন বা মীমাংসকাদির মত আশ্রয় করিলেও যাঁহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, বিশেষরূপ অনুভব দ্বারা যাঁহার কেবল বিশুদ্ধাত্মকত্ব প্রতীয়মান হয়, সেই মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট আমিই কেবল শিবস্বরূপ॥ ৪॥

যিনি শ্বেতবর্ণ নহেন, কৃষ্ণবর্ণ নহেন, লোহিতবর্ণ নহেন ও পীতবর্ণ নহেন, এবং যিনি স্থূল নহেন, কুব্জ নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, যাঁহার রূপ নাই, যিনি জ্যোতির্ম্ময় এবং মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই কেবল শিবস্বরূপ॥ ৫॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাই আমার নাই, আমি বিশ্ব,

অবিদ্যাত্মকত্বাত্রয়াণাং তুরীয়-
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৬ ॥
ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা
ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ।
* স্বরূপাববোধাদ্বিকল্পাসহিষ্ণু-
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৭ ॥
ন চোর্দ্ধং ন চাধো ন চান্তর্ন বাহ্যং
ন মধ্যং ন তির্য্যঙ্ ন পূর্ব্বা পরা দিক্।
বিয়দ্ব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপ-
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৮ ॥

তৈজস, প্রাজ্ঞ পুরুষও নহি, উক্ত বিশ্বাদি ত্রয়ই অবিদ্যাত্মক, সুতরাং আমি এই প্রপঞ্চত্রিতয়ের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম। একমাত্র মহাপ্রলয়েও অবশিষ্ট সেই আমিই কেবল শিব স্বরূপ ॥ ৬ ॥

আমার শাসন কর্ত্তা বা অনুশাসন শাস্ত্র নাই, শিষ্য নাই, শিক্ষা নাই এবং আমার 'তুমি আমি' ইত্যাদি ভাব নাই বা অন্য কোন প্রপঞ্চ নাই, স্বপ্রকাশ স্বরূপের অনুভব জন্য আমি অন্য কোন বিকল্পমায়া, জড়তা বা মালিন্য সহ্য করি না, সেইহেতু একমাত্র অবশিষ্ট আমিই সেই কেবল শিবরূপী ॥ ৭ ॥

আমার ঊর্দ্ধ নাই, অধঃ নাই, অন্তর নাই, বাহ্য নাই, মধ্য নাই, বক্র ভাব নাই এবং পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিক নাই। আমি আকাশের মত ব্যাপক সুতরাং অখণ্ডৈকরূপ একমাত্র অবশিষ্ট আমিই কেবল শিবরূপী ॥ ৮ ॥

---

* স্বরূপাববোধো ইতি বা পাঠঃ।

অপি ব্যাপকত্বাদ্ধি তত্ত্বাপ্রয়োগাৎ

স্বতঃ সিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ।

জগত্তুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্য-

ত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৯॥

ন চৈকং তদন্যদ্দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যা

ন্ন বা কেবলত্বং ন চাকেবলত্বম্।

ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাৎ

কথং সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি॥ ১০॥

ইতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবিরচিতং নির্ব্বাণদশকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৪

কৌপীন—পঞ্চক।

বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষামাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।

অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১

যে পরমাত্মা জগদ্ব্যাপক, সর্ব্ব স্থানে বিস্তৃত, সকল স্থানেই যাঁহার নিয়োগ দৃষ্ট হয় যিনি স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্যাশ্রয়, অতএব তদ্ভিন্ন সকল জগতই তুচ্ছ। আর যিনি মহা প্রলয় সময়েও অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই কেবল শিবরূপী॥ ৯॥

কুত্রাপি পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই, সর্ব্বত্রই কেবল পরমাত্মা অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করিতেছেন, অদ্বিতীয় বলিয়া তিনি কেবল নামযোগ্যও (এক মাত্র অবস্থিত সত্বা) নহেন, অকেবল নামযোগ্যও নহেন, তিনি শূন্য বা অশূন্য নহেন, সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, তাহাকেই সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধ বলা যায়, বেদান্ত সকল যে একমাত্র পরমাত্মাকেই সাধন করিয়াছেন, আমিই সেই পরমাত্মা, আমি কেমন করিয়া তাঁহার বর্ণনা করিব? ১০॥

বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত বাক্যে যাঁহারা প্রতিনিয়ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩
দেহাদিভাবং পরিবর্জ্জয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪

থাকেন এবং যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অন্নেই পরিতৃপ্ত হন, যাঁহারা শোক বিকার বিহীন অন্তঃকরণে নিয়ত বিচরণ করেন, কৌপীন পরিয়াও সেই পুরুষেরাই ভাগ্যবান ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ১

বৃক্ষের মূল মাত্র যাঁহাদের আশ্রয় স্থল, যাঁহাদের হস্তদ্বয় কেবল ভোজনের জন্য নহে, কন্থার ন্যায় যাঁহারা বিলাস-লক্ষ্মীকে ঘৃণা করেন, এইরূপ পুরুষেরা কৌপীনধারী হইলেও নিশ্চয় ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন। ২

আপনার আনন্দেই যাঁহারা সদাকাল পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ সুশান্ত, দিবানিশি যাঁহারা ব্রহ্ম সুখে রমণ করিতেছেন, ঈদৃশ ব্যক্তিরা কৌপীনধারী হইলেও নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন। ৩

আমি দেহ ইত্যাদি ভাব যাঁহারা পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন, স্বকীয় আত্মাতেই যাঁহারা পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন, যাঁহারা কি শেষ কি মধ্য-ভাগ কি বাহির কিছুই চিন্তা করেন না, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষেরা ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন। ৪

ব্রহ্মাক্ষরং পাবন মুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং কৌপীনপঞ্চকম্॥

পবিত্র ব্রহ্মাক্ষর যাঁহারা প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, "আমিই ব্রহ্ম" ইহাই যাঁহারা প্রতিনিয়ত ভাবনা করেন, যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন করিয়া সকল দিক পরিভ্রমণ করেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষেরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত॥ ৫॥

চতুর্থ উল্লাস।

১

সৃষ্টিতত্ত্ব।

যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং।
তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি ॥ ১০ ॥
ততস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ১১ ॥
ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং তস্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবিনাম্না কদর্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥

এই যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দেখিতেছ তাহা স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে লয় হয়, সেইরূপ কল্পান্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তখন কোন ক্রিয়া থাকে না কারণ কোন মূর্ত্তি তখন থাকে না। তাই বলা হইতেছে মূর্ত্তি কিছুই নাই বলিয়া সমস্তই স্তিমিত বা অক্রিয়। যাহা থাকে তাহার খণ্ড হয় না বলিয়া গম্ভীর। তখন না তেজ না অন্ধকার কারণ তখন কোন রূপও নাই কোন তমও নাই। যা আছে তাহা ভারূপ, তাহা স্বপ্রকাশ। কোন ধর্ম্ম নাই বলিয়া তাহা অনাখ্য, প্রপঞ্চ সংস্কারের আধার বলিয়া তাহা অনভিব্যক্ত। সেই সময়ে কেবলমাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী সত্তামাত্র পরব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন। পণ্ডিতেরা ব্যবহারের জন্য সেই নামহীন পরমাত্মার অখণ্ড আত্মা পরব্রহ্ম সত্য ইত্যাদি নাম কল্পনা করেন। আপন

ততঃ স জীবশব্দার্থ-কলনাকুলতাং গতঃ।
মনো ভবতি ভূতাত্মা মননাম্মন্থরী ভবন্॥ ১৪ ॥
মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থিরাদস্থিরাকারস্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ॥ ১৫ ॥
তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেয়ং বিতন্যতে॥ ১৬ ॥
সতী বাপ্যসতী তাপনদ্যেব লহরী চলা।
মনসেহেন্দ্রজালশ্রীর্জ্জাগতী প্রবিতন্যতে॥ ১৭ ॥
অবিদ্যা সংসৃতির্ব্বন্ধো মায়া মোহ মহত্তমঃ।
কল্পিতানীতি নামানি যস্যাঃ সকলবেদিভিঃ॥ ১৮ ॥

চিৎস্বভাবে স্থিত সেই আত্মা আপনি আপনিই আছেন তথাপি আমি যেন আর কিছু এইরূপ উল্লাসপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে সেই সৃষ্টিকালে আপন মায়ায় বিবিধভাবিরূপে যেন বিবর্ত্তিত হইয়া তিনি বিবিধ ভাবি নাম সমন্বিত জীবভাব যেন গ্রহণ করেন।

এই যে পরব্রহ্মের বিবিধ নাম রূপ গ্রহণ ইহা ভ্রান্তি মাত্র; বস্তুতঃ তিনি আপনি আপনিই সর্ব্বদা থাকেন। অনন্তর সেই জীব ভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা আপনার "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্" প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন পরে মনন ইত্যাদি ভেদ কল্পনা করেন। সঙ্কল্প বিকল্প মনন হইতে জাড্যভাবে যেন মন্দ ভাব গ্রহণ করেন। সমুদ্র হইতে তরঙ্গের উদ্ভবের ন্যায় সুস্থির ব্রহ্ম ভাব হইতে অস্থির জগৎ ভাবের যেন উদ্ভব হয়। আপন পরমাত্ম ভাব বিস্মৃত হইয়াই তিনি মনের ধর্ম্ম যে সঙ্কল্পাদি তাহাকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মনন করেন। সমষ্টি মনোভাবাপন্ন হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম পূর্ব্ব বাসনানুরোধে বিরাট ভাব বা ভুবনাদি ভাব আপন সত্য সঙ্কল্প দ্বারা নিত্য

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥১
বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্‌নির্ব্বিকল্পং পুন
র্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

কল্পনা করিতে থাকেন। তাঁহার নানাপ্রকার কল্পনা হইতে এই জগৎ-রূপ ইন্দ্রজাল-শোভা বিস্তৃত হয়। তাপ-নদী বা মরুমরীচিকাতে কল্পিত নদী লহরীর মত এই জগদিন্দ্রজালশ্রী অসত্য হইয়াও সত্যের মত তখন যেন অনুভূত হইতে থাকে। পণ্ডিতগণ এই জন্য এই জগতের অবিদ্যা সংসার, বন্ধ, মায়া, মোহ, তম, ইত্যাদি কল্পিত নাম প্রদান করেন।

যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বকে নিজান্তর্গত দর্শন করেন, যিনি এই বিশ্বকে অন্তরাত্মাতে থাকিতে দেখিয়াও আত্মমায়া-প্রভাবে স্বপ্নে ভিতরের বস্তুকে বাহ্যে প্রকাশ করার মত প্রকাশ করেন, অর্থাৎ বহির্জগতের বাহ্যভাবে স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত করিয়াছেন, আর যিনি প্রবোধ-কালে সনাতন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১ ॥

যিনি বীজের অন্তরে অঙ্কুরের মত সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্পিত জগৎকে মায়া-প্রভাবে কল্পনা করেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বসৃক্ সূক্ষ্ম কারণের

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকম্ভাসতে
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥
নানাছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগ-
ত্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥

কার্য্য রোধ করিয়া অস্পষ্ট জগতের ভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, যিনি মায়া-দ্বারা দেশ-কালাদি প্রকাশ করিয়া জগতের বৈচিত্র্য-সাধন করিয়াছেন, যিনি মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং যোগীর ন্যায় স্বেচ্ছানু-সারে বিরাজ করিতেছেন সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ২ ॥

যাঁহার স্ফুরণে অসৎ হইয়াও এই জগৎ সত্যমত প্রকাশ পাইতেছে, যিনি "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য এবং যাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে পুনরায় ভবসাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

যেমন নানাচ্ছিদ্রযুক্ত ঘটমধ্যস্থিত মহাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের প্রভা ঐ ঘটস্থিত ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হয় তদ্রূপ যাঁহার প্রদীপ্ত জ্ঞান, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহিরে আসিয়া শক্তিজড়িত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে আর এই সমস্ত জগৎ যাঁহার প্রভারূপে প্রকাশ পাইতেছে জানা যায়, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্ত্যা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৫॥
রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়া সমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৬।
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৭॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই সকলই বিনশ্বর এবং স্থিরও নহে, অতএব সকলই অসার জানিবে। আর যাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহারাই "আমি স্ত্রী, আমি বালক, আমি অন্ধ, আমি জড়" এইরূপ মিথ্যা বলিয়া থাকে। কিন্তু যিনি উক্ত মায়াশক্তির বিলাস-কল্পিত আমি আমার রূপ মহামোহ হরণ করিয়া থাকেন সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি॥ ৫॥

রাহু-গ্রস্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় মায়া-কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইলে যে সৎ মাত্র পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের সংলোপ জন্য সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন, পুনরায় জাগরণকালে "আমি ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ অভিজ্ঞান যিনি উৎপাদন করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ৬॥

যিনি বাল্য, কৈশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে এবং অন্যান্য অবস্থাতে অনুস্যূত থাকিয়া নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥
ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃপুমান্
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে
তেনাস্য শ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনাৎ।

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের মধ্যে ও "আমি" এই প্রকারে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছেন, জ্ঞানাদি শুভমুদ্রা দ্বারা ভজনা করিলে যিনি আপনি আপনি ভাবে প্রকাশিত হয়েন সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

যিনি স্বস্বামিসম্বন্ধ-নিবন্ধন কেহ শিষ্য, কেহ গুরু, কেহ পিতা এবং কেহ পুত্র ইত্যাদি প্রকারে কার্য্যকারণভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এবং যে পুরুষ জাগ্রতকালে এবং স্বপ্নাবস্থায় মায়াতে পরিভ্রামিত মত হন অর্থাৎ যিনি মায়া অবলম্বন করিলে জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা যেন প্রাপ্ত হয়েন সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য, সোম ও পুরুষ যাঁহার এই অষ্টমূর্ত্তিতে চরাচর বিশ্ব সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে বিভু পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

যাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ এই স্তবে যিনি সর্ব্বময়

সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিদ্ধ্যেত্তৎপুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥
চিত্রং বটতরোর্ম্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥
নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও কীর্ত্তন দ্বারা মহাবিভূতি সহিত সর্ব্বাত্মত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বতঃসিদ্ধ আছে, আর যাঁহার অব্যাহত ঐশ্বর্য্য অষ্টমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে ঐ অষ্ট ঐশ্বর্য্য কখনও বিনষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

যিনি বটবৃক্ষ সন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যাগত মুনিজনকে স্বীয় শিষ্যরূপে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের গুরু এবং জনন-মরণ-জনিত দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

বটতরুর মূলে যুবাগুরু বালযোগী এবং শিষ্য সকল বৃদ্ধ। গুরু বিচিত্র মৌন ব্যাখ্যা করিলেন এবং শিষ্যগণের সংশয় দূর হইল ॥ ১২ ॥

যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, যাঁহার মূর্ত্তি শুদ্ধ-জ্ঞানময়, যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ও

স্বরূপ ও তটস্থ।

স্বরূপ—সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্মনসগোচরং
অসত্রিলোকী সত্তাণং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥ ১॥
সমাধি যোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈ নির্ব্বিকল্পৈর্দ্দেহাত্মাধ্যাস বর্জ্জিতৈঃ॥ ২॥

যিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপ্রকার রোগীর চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ১৪॥

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি গুরুদেব মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক বেদবিদ্যাদি ব্যাখ্যা উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনি যুবা হইয়াও বৃদ্ধতম শিষ্যদিগকে উপদেশ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিপ্রবর শিষ্যবর্গ নিরন্তর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, চিন্ময় ব্রহ্ম তাঁহার করতলগতবৎ প্রতীয়মান হয়েন। তিনিই নিয়ত আত্মাতে ক্রীড়া করেন, স্বয়ং মূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ ও মৌনভাবে অবস্থান করেন, এইরূপ দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে ভজনা করি॥ ১৫॥

যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়, যাঁহার কোনরূপ বিশেষণ নাই, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি মিথ্যাভূত ত্রিলোকী মধ্যে সৎরূপে প্রতীত

তটস্থ—যতোবিশ্ব সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তৎব্রহ্ম লক্ষণৈঃ ॥ ৩॥
স্বরূপ বুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥ ৪॥ মহানির্ব্বাণ
জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

হন তিনিই পরব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। সমাধি যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। যিনি শত্রুমিত্রে সমদর্শী, যিনি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবের অতীত, যিনি কোন প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প করেন না, যাঁহার দেহে আত্মাভিমান আর হয় না এইরূপ সাধকই সমাধি যোগে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন।

যাঁহা হইতে বিশ্ব উঠিতেছে, উঠিয়া যাঁহাতে স্থিতিলাভ করিতেছে, আবার যাহাতে লীন হইতেছে তিনিই সগুণব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানা যায় তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও তাঁহাকেই জ্ঞাত হওয়া যায়। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্ম পাইতে চান তাঁহাদের জন্য সাধন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে উল্লেখ আছে।

পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরকে এস আমরা ধ্যান করি। স্বরূপে তিনি সত্য-স্বরূপ। তিনিই সত্য, অন্য সৃষ্টবস্তুমাত্রই মিথ্যা। ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, মন, দেহ, জগৎ, সত্ত্বরজস্তম গুণের এই ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও মূলে তিনি আছেন বলিয়া এই ত্রিসর্গ সত্য মত প্রতীত হইতেছে। যেমন সূর্য্যতেজে যে মরীচিকা উঠে তাহাতে জল ভ্রম হয়, জলে কাচ ভ্রম হয়, কাচে রজত ভ্রম হয় অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মেই এই জগৎ ভ্রম হইতেছে। ব্রহ্মকে ভ্রম জগৎরূপে প্রতীত হইলেও পরমব্রহ্ম আপন

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

ভাগবত।

তেজপ্রভাবে মায়ার সমস্ত ইন্দ্রজাল নিরস্ত করিয়া আপন মহিমায় আপনি আপনি রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান। এই স্বরূপ চিন্তায় ব্রহ্মে স্থিতিলাভ হয়।

তটস্থ লক্ষণে চিন্তা করিলেও তাঁহার ধ্যান হয়। এই মায়িক জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ তিনি মূলে আছেন বলিয়া তাঁহা হইতেই হইতেছে। তিনি অনুস্যূত বলিয়া জন্মাদি ব্যাপার দেখা যাইতেছে আবার তিনি যাঁহাতে অননুস্যূত যেমন আকাশ কুসুম, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র সেই সমস্ত পদার্থ অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে তিনি কারণ বলিয়া অন্বয় মুখে তাঁহাকে জানা যায়। কারণ যাহা তাহা কার্য্যে আছে কিন্তু কার্য্য যাহা তাহা কারণে নাই। সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের কারণরূপে আছেন কিন্তু জগৎরূপ কার্য্য তাঁহাতে নাই। ঘটে মৃত্তিকা আছে কিন্তু মৃত্তিকাতে ঘট নাই। তটস্থ লক্ষণে সগুণব্রহ্ম চিন্তা করিয়া আমরা আরও জানিতে পারি যে সগুণ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি স্বরাট্ স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আবার যে বেদ বুঝিতে জ্ঞানী সকলও মোহপ্রাপ্ত হয়েন সেই বেদ সমূহকে তিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্রেই প্রকট করিয়া থাকেন।

পঞ্চম উল্লাস।

১

অদ্বৈতস্থিত-সাধনা।

যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্মামাত্মত্বেন পশ্যতি।
স জায়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতং ব্রহ্মকেবলম্ ॥ ৭ ॥
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৮ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদানন্দং ব্রহ্মকেবলম্।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম বিহীনঞ্চ মনোবাচামগোচরম্ ॥ ১০ ॥
সজাতীয় বিজাতীয় পদার্থানামসম্ভবাৎ।
অতস্তদ্ব্যতিরিক্তানামদ্বৈতমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১১ ॥

শিবগীতা ১৩ অধ্যায়ঃ।

যিনি সমদমাদি-গুণযুক্ত হইয়া আমাকে—শিবরূপী শ্রীভগবান্ আত্মাকে—আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন তিনি পরম জ্যোতিস্বরূপ অদ্বৈতরূপে অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হয়েন। ব্রহ্মরূপে অবস্থিতির নামই পরম মুক্তি।

ব্রহ্মই সত্য জ্ঞান অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ। ইনি সর্ব্বধর্ম্মবিহীন এবং মন ও বাক্যের অগোচর। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সজাতীয় বিজাতীয় অন্য পদার্থের অস্তিত্ব শূন্যতাবশতঃ ব্রহ্ম অদ্বৈত নামে অভিহিত হয়েন।

মত্বা রূপমিদং রাম ! শুদ্ধং যদভিধীয়তে।
ময্যেব দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ১২ ॥
ব্যোম্নি গন্ধর্ব্ব নগরং যথা দৃষ্টং ন দৃশ্যতে।
অনাদ্য বিদ্যয়া বিশ্বং সর্ব্বং ময্যেব কল্প্যতে ॥ ১৩ ॥
মম স্বরূপ জ্ঞানেন যদাঽবিদ্যা প্রণশ্যতি।
তদৈক এব বর্ত্তেঽহং মনোবাচামগোচরঃ ॥ ১৪ ॥
সদৈব পরমানন্দঃ স্বপ্রকাশশ্চিদাত্মকঃ।
ন কালঃ পঞ্চভূতানি ন দিশো বিদিশশ্চ ন ॥
মদন্যন্নাস্তি যৎকিঞ্চিত্তদা বর্ত্তেঽহমেকলঃ ॥ ১৫ ॥
দ্বৈতং যথানাস্তি চিদাত্ম তত্ত্বয়ো
স্তথৈব ভেদোঽস্তি ন জীব চিত্তয়োঃ।
যথৈব ভেদোঽস্তি ন জীব চিত্তয়ো
স্তথৈব ভেদোঽস্তি ন দেহ কর্ম্ময়োঃ ॥ ১২ ॥ যোঃ বাঃ উৎপত্তি।
৬৫ অধ্যায়।

শিব বলিলেন হে রাম এই যে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ বলিলাম ইহাই আমি এইরূপ জানিয়া জীব জীবন্মুক্ত হয়। এই স্থাবর-জঙ্গম আমাতেই দেখা যাইতেছে। আকাশে গন্ধর্ব্ব নগরী দৃষ্ট হইলেও তাহা মিথ্যা। সেইরূপ অনাদি অবিদ্যা দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব আমাতেই কল্পিত। আমার স্বরূপ জানিলেই অবিদ্যা নাশ হয়। তখন বাক্য ও মনের অগোচর আমিই থাকি। আমি সর্ব্বদা পরমানন্দ স্বপ্রকাশে চিৎরূপে অবস্থিত। কাল, পঞ্চভূত, দিক্‌বিদিক্, কিছুই আমি নহি। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, যখন ইহা কেহ জানে তখন আমি একাই বর্ত্তমান থাকি।

ব্রহ্ম ও জীবের যেরূপ ভেদ নাই সেইরূপ জীব ও চিত্ত অভেদ। যেরূপ জীব ও চিত্ত অভিন্ন সেইরূপ দেহের সহিত কর্ম্মেরও ভেদ নাই।

এষ এব মনোনাশ স্ত্ববিদ্যানাশ এব চ।
যদ্যৎ সম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থা পরিবর্জ্জনম্॥ ২২ ॥

যোঃ বাঃ উৎ।

অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থা পরিগ্রহঃ।
অনেনৈব প্রযত্নেন ব্রহ্মসম্পদ্যতে ক্ষণাৎ॥ ২৩ ॥

যোঃ বাঃ উৎ।

স্বপ্রকাশং মহাদেবি! ব্যাপ্যব্যাপক বর্জ্জিতম্।
নাধেয়ঞ্চৈব নাধারমদ্বিতীয়ং নিরন্তরম্॥
ইদং হি সকলং দেবি! সর্ব্বং মায়াময়ং পুনঃ।
মিথ্যৈব সকলং দেবি! সত্যং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥

যোগিনী তন্ত্রে ১০ পটলে।

মনের চঞ্চলতাই অবিদ্যা। যত্তু চঞ্চলতা হীনং তন্মনোমৃত উচ্যতে। তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে। চঞ্চতাশূন্য হইলেই মন মৃত হইল। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত তপস্যার ফলস্বরূপ মোক্ষ।

মনের চঞ্চলতাই অবিদ্যা। ইহাই আত্মমায়া। এই আত্মমায়াতেই আত্ম-ব্যতিরিক্ত বস্তুকেও সৎ বলিয়া বোধ হয়। যে যে বস্তু সৎরূপে বিদ্যমান বোধ হয় সেই সেই বস্তুতে আস্থা ত্যাগই মনের নাশ। ইহাই অবিদ্যা নাশ।

দৃশ্য পদার্থে অনাস্থাই নির্ব্বাণ। তাহাতে আস্থাই দুঃখ। প্রকৃষ্টরূপে যত্নবান হইয়া এই আস্থা ত্যাগ কর। করিলেই ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মপদ লব্ধ হইবে।

ব্রহ্ম নির্গুণ অবস্থায় স্বপ্রকাশ ব্যাপব্যাপক ভাব-বর্জ্জিত। তাঁহার কোন আধার নাই কোন আধেয়ও নাই। আর এই সকল যাহা দেখা যাইতেছে তৎসমস্তই মায়াময়। অন্য সমস্তই মিথ্যা। কেবল ব্রহ্মই সত্য।

২

নিগুর্ণ উপাসনায় সদাচার।

প্রাতঃস্মরামি দেবস্য সবিতুর্ভর্গমাত্মনঃ।
বরেণ্যং তদ্ধিয়ো যো নশ্চিদানন্দে প্রচোদয়াৎ॥ ১॥
অত্যন্ত মলিনো দেহো দেহী চাত্যন্ত নির্ম্মলঃ।
অসঙ্গোঽহমিতি জ্ঞাত্বা শৌচমেতৎ প্রচক্ষতে॥ ২॥
মম্মনোঽনিলবন্নিত্যং ক্রীড়ত্যানন্দ বারিধৌ।
সুস্নাতস্তেন পূতাত্মা সম্যগ্বিজ্ঞান বারিণা॥ ৩॥
অথাঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ প্রাণাপান নিরোধতঃ।
মনঃ পূর্ণে সমাধায় ভগ্নকুম্ভং যথার্ণবে॥ ৪॥
লয় বিক্ষেপয়োঃ সন্ধৌ মনস্তত্র নিরামিষং।
স সন্ধিঃ সাধিতো যেন স মুক্তো নাত্রসংশয়ঃ॥ ৫॥

বিশ্বপ্রসবিতা দেবতা আত্মার যে বরণীয় ভর্গ আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করিতেছেন আমি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে স্মরণ করি।

দেহ অত্যন্ত মলযুক্ত। আর দেহী যে চৈতন্য তিনি নিতান্ত নির্ম্মল। আমি চেতন আমি অসঙ্গ কাহারও সহিত আমি লিপ্ত হই না। ইহা জানাই অন্তঃশৌচ।

আমার মন সম্যক্‌রূপে বিজ্ঞান-বারিতে সুস্নাত হইয়া এবং তদ্দ্বারা পবিত্র হইয়া বায়ুর মত আনন্দ-সমুদ্রে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে।

অনন্তর সমুদ্রমধ্যে ছিদ্রযুক্ত কুম্ভের ন্যায় মনকে পূর্ণব্রহ্মে সমাহিত করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ু নিরোধ করতঃ অঘমর্ষণ করিবে।

মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ অবস্থা ও তন্দ্রা অবস্থার সন্ধিকাল যাহা সেই

সর্ব্বত্র প্রাণিনাং দেহে জপো ভবতি সর্ব্বদা।
হংসঃ সোঽহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬॥
তর্পণং স্বসুখেনৈব স্বেন্দ্রিয়াণাং প্রতর্পণং।
মনসা মন আলোক্য স্বয়মাত্মা প্রকাশতে॥ ৭॥
স্বাত্মনি স্বপ্রকাশাগ্নৌ চিত্তমেকাহুতিং ক্ষিপেৎ।
অগ্নিহোত্রী স বিজ্ঞেয় শ্চেতরো নামধারকঃ॥ ৮॥
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো দেহী দেবো নিরঞ্জনঃ।
সোঽহচ্চিতং সর্ব্বভাবেন স্বানুভূত্যা বিরাজতে॥ ৯॥

সময়ে মন বিষয় আমিষশূন্য হইয়া নিঃসঙ্গ হয় ও পবিত্র হয়। সেই সন্ধ্যার সাধন যিনি করিতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহ মুক্ত হন।

সকল প্রাণির দেহে "হংস" "সোঽহং" বা "ওঁ" এই জপ সর্ব্বদা হইতেছে। ইহা জানিলে সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়।

বৈরাগ্য-সাধন দ্বারা যখন সন্তোষরূপ আত্মানন্দ সুখলাভ হয়, তদ্দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তি-সাধনের নাম তর্পণ। ঘটাকাশ দ্বারা মহাকাশ দর্শনের মত মন দ্বারা মনকে দেখিতে পারিলে আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন।

আত্মারূপ স্বপ্রকাশ অগ্নিতে চিত্তকে যিনি প্রধান আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিতে পারেন এই হোম দ্বারা তিনিই প্রকৃত অগ্নিহোত্রী। অন্যে নামে মাত্র অগ্নিহোত্রী।

দেহকে বলে দেবালয়; দেহী হইতেছেন স্বপ্রকাশ দেবতা। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তিনি স্বীয় অনুভবে বিরাজ করেন।

মৌনং স্বাধ্যায়নং ধ্যানং ধ্যেয় ব্রহ্মানুচিন্তনং।
জ্ঞানেনেতি তয়োঃ সম্যগন্তর্দেবস্য দর্শনম্॥ ১০॥
অতীতানাগতং কিঞ্চিন্ন স্মরামি ন চিন্তয়ে।
রাগদ্বেষং বিনা প্রাপ্তং ভুঞ্জাম্যন্নং শুভাশুভম্॥ ১১॥
হঠাভ্যাসো হি সন্ন্যাসো নৈব কাষায় বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্॥ ১২॥
অভয়ং সর্ব্বভূতানাং দানমাহুর্মনীষিণঃ।
নিজানন্দে স্পৃহাং কুর্য্যাদ্ বৈরাগ্যং স্যাদধর্ম্মতঃ॥ ১৩॥
বেদান্ত শ্রবণং কুর্য্যান্মননং চোপপত্তিভিঃ।
যোগেনাভ্যসনং নিত্যং ততো দর্শনমাত্মনঃ॥ ১৪॥

মৌনরূপ স্বাধ্যায় এবং ধ্যেয় ব্রহ্মের চিন্তারূপ ধ্যান—এই উভয়ের সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অন্তর্দেবের দর্শনলাভ হয়।

যাহা গত হইয়া গিয়াছে কিম্বা যাহা ভবিষ্যতে হইবে আমি তাহার কিছুই স্মরণ করি না, চিন্তাও করি না। অনুরক্তিও নাই বিরক্তিও নাই ইহাতে যথাপ্রাপ্ত যে শুভাশুভ অন্ন পাই তাহাই ভোগ করি।

প্রাণ ও অপান সমান করা রূপ হঠাভ্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। কাষায় বস্ত্রধারণ করা সন্ন্যাস নহে। আমি দেহ নহি আমি চৈতন্য আত্মা ইহা নিশ্চয় করাই ন্যাস বা ত্যাগের লক্ষণ।

সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দানই পণ্ডিতদিগের মতে দান। নিজ আনন্দে স্পৃহা করিতে পারিলেই অধর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মে।

বেদান্ত শ্রবণ কর, যুক্তি দ্বারা তাহাই চিন্তা কর। যোগ দ্বারা সেই শাস্ত্রফল অভ্যাস কর। এইরূপ করিলে আত্মদর্শন লাভ হয়।

মনোমাত্রমিদং সর্ব্বং তন্মনো জ্ঞানমাত্রকং।
অজ্ঞানং ভ্রমমিত্যাহুর্বিজ্ঞানং পরমং পদম্॥ ১৫॥
অজ্ঞানং চেত্যর্থজ্ঞানং মায়ামেতাং বদন্তি তে।
ঈশ্বরং মায়িনং বিস্থাম্মায়াতীতং নিরঞ্জনম্॥ ১৬॥
সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘস্তড়িন্মনঃ।
অহংতা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারো হি যত্তমঃ॥ ১৭॥
মহামোহান্ধকারেঽস্মিন্ দেবো বর্ষতি লীলয়া।
অস্যা বৃষ্টে বিরামায় প্রবোধৈকারুণোদয়ঃ॥ ১৮॥
জ্ঞানং দৃগদৃশ্যয়োর্জ্ঞানং বিজ্ঞানং দৃশ্যশূন্যতা।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ১৯॥

এই সমস্ত বিশ্বই মনোমাত্র। সেই মন আবার জ্ঞান মাত্র। অজ্ঞান যাহা, পণ্ডিতেরা তাহাকে ভ্রম বলেন। অপরোক্ষ জ্ঞানই পরমপদ।

বিষয়ের জ্ঞানকেই তাঁহারা অজ্ঞান এবং মায়া বলেন। ঈশ্বর মায়াধীশ এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্ম মায়াতীত বলিয়া জানিবে।

সৎচিৎ-আনন্দস্বরূপ পরম ব্যোমে মায়া-মেঘ উঠে। মন তাহাতে তড়িৎরূপে খেলে। সেখানে অহং অহং রূপ মেঘ গর্জ্জন হয়। আর তার পরেই অজ্ঞান বৃষ্টি।

দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল শ্রীভগবান্ লীলা বিস্তারপূর্ব্বক এই মহামোহান্ধকার-সমাচ্ছন্ন সংসারে অধিকতর অজ্ঞানবৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। এই বৃষ্টি নিবারণ জন্য জ্ঞানসূর্য্যের উদয় আবশ্যক।

দৃশ্য দর্শনের যে জ্ঞান তাহাই অজ্ঞানের জ্ঞান। যেখানে দৃশ্য নাই তাহাই বিজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। দৃশ্যদর্শন না থাকিলে একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই আপনি আপনি। নানা বলিয়া এখানে কিছুই নাই।

ভোক্তা সত্ত্বগুণঃ শুদ্ধো ভোগানাং সাধনং রজঃ।
ভোগ্য তমোগুণং প্রাহুরাত্মা চৈষাং প্রকাশকঃ।
গুণাঃ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি নাহং কর্ত্তেতি বুদ্ধিমান্॥ ২০॥

(৩)

নির্গুণ উপাসনায় দেবপূজা বিঘ্ন।

ত্যক্ত্বা মোহময়ীং পূজাং পূজাং বোধময়ীং কুরু।
চন্দনৈরর্চ্চনীয়োঽয়ং ন তু পঙ্কেন শঙ্করঃ॥ ১॥
পরিচায় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব।
দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ॥ ২॥
তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচয়ো নহি।
জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি॥ ৩॥

শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতেছেন ভোক্তা, রজোগুণ ভোগের সাধন। তমোগুণ ভোগ্য। আত্মা এই সমুদায়ের প্রকাশক। গুণ সকলই কর্ম্ম করে। আমি কর্ত্তা নই ইহা যিনি জানেন তিনিই বুদ্ধিমান্।

অজ্ঞানময়ী পূজা ছাড়িয়া জ্ঞানময়ী পূজা কর। শঙ্করকে পূজা করিতে হয় চন্দন দিয়া, পঙ্ক দিয়া নহে।

অগ্রে দেবতার সহিত পরিচয় করিয়া পরে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হও। দেবতার সহিত পরিচয় নাই; বল পূজা হইবে কিরূপে?

যাবৎ পরিচয় না হয় তাবৎ দেবতা পূজকের পূজা জানিতেই পারেন না। আবার পরিচয় হইলে দেবতা পূজাও চান না।

পক্ষদ্বয়েঽপি পশ্যামি পূজাং দেবস্য দুর্ঘটাং ।
পূজ্যপূজকতাভিজ্ঞো মূর্খস্ত্বজ্ঞান এব হি ॥ ৪ ॥
ন জানে ক পলায়ন্তে ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ ।
অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে ॥ ৫ ॥
দেব এবেতি হি ধিয়া বিস্মৃতে পূজনক্রমে ।
পূজায়াং জায়তে বিঘ্নং পূর্ণপূজাফলং হি তৎ ॥ ৬ ॥
আনন্দঘনগোবিন্দ পূজনারম্ভ কর্ম্মণি ।
বোধে স্ফুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ ॥

৪

বাহ্যপূজায় ষোড়শোপচার ।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং ।
মধুপর্কস্তথাস্নান বসনাভরণানি চ ।
গন্ধপুষ্পধূপদীপ-নৈবেদ্যাচমনন্ততঃ ।
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া ।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া-মুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥

অপরিচয় ও পরিচয় এই দুই পক্ষেই দেবতার পূজা দুর্ঘট দেখিতেছি। পূজ্য-পূজকতা জ্ঞান যার আছে সেই মূর্খই অজ্ঞান।

আমাদের দেবপূজাতে ধূপদীপ-আতপাদি কোথায় পলায়ন করে জানি না। আমাদের পূজায় কেবল দেবতাই থাকেন।

একমাত্র দেবতাই আছেন এই বুদ্ধি দ্বারা যখন পূজার ক্রম ভুল হইয়া যায় তখন পূজার বিঘ্ন ঘটে। পূজাবিঘ্নই পূর্ণ পূজার ফল।

আনন্দ ঘন গোবিন্দের পূজারম্ভ কর্ম্মে যখন দিব্য জ্ঞানের স্ফুরণ হয় তখন মূঢ়বুদ্ধি যজমান পলায়ন করে।

৫

মানস-পূজায় উপচার।

হৃদ্‌পদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতং।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ॥
আচাম মমৃতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ কর্ম্মতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ নিযোজয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপঃ স্যাৎ নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।
সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্॥
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি পূজামিত্থং প্রকল্পয়েৎ॥

৬

পুষ্প—ও পূজার শেষ।

পুষ্পৈর্দ্দেবাঃ প্রসীদন্তি পুষ্পৈর্দ্দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ।
চরাচরশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পবনে স্থিতাঃ॥

অষ্টদল হৃদ্‌পদ্মকে **আসন** করিয়া বিছাইয়া দাও। সহস্রার বিগলিত সুধাকে **পাদ্য** করিয়া চরণ ধুয়াইয়া দাও; মনকে **অর্ঘ্য** করিয়া দাও। ঐ অমৃতকেই **আচমন** ও **স্নান** জন্য দাও। অকাশ-তত্ত্বকে **বস্ত্র**, কর্ম্মতত্ত্বকে **গন্ধ**, চিত্তকে **পুষ্প**, পঞ্চপ্রাণকে **ধুপ**, তেজতত্ত্বকে **দীপ**, সুধাসাগরকে **নৈবেদ্য**, অনাহত ধ্বনিকে **ঘণ্টা**, বায়ুতত্ত্বকে **চামর**, সহস্রদল-কমলকে **ছত্র**, শব্দতত্ত্বকে **গীত**, ইন্দ্রিয়-কর্ম্মকে **নৃত্য** মানস পূজার ভিতরের এই সবই উপচার।

পুষ্প দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন। পুষ্পে দেবগণ বাস করেন। চরাচর

পরজ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পেণৈব প্রসীদতি।
ত্রিবর্গ সাধনং পুষ্পং তুষ্টিশ্রী পুষ্টি মোক্ষদম্॥

কালিকা পুরাণে।

পুষ্পমূলে বসে ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ।
পুষ্পাগ্রে তু মহাদেবো দলে সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ॥
তস্মাৎ পুষ্পৈর্যজেদ্দেবান্ নিত্যং ভক্তিযুতো নরঃ।
দীপেন লোকান্ জয়তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপ স্তস্মাদ্দীপৈর্যজেচ্ছিবে।
সততং পুষ্পদীপাভ্যাং পূজয়েৎ যস্তুদেবতাং।
তাভ্যামেব তু স্বর্গঃস্যাৎ সমাস্তত্র ন সংশয়ং॥

ইতি কালিকা পুরাণে।

অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ
শিবোঽয়ং পূজেয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি।

সকলই পুষ্পবনে আছেন। পুষ্পমধ্যে পরম জ্যোতিস্বরূপ পরদেবতা আছেন। পুষ্পেই তাঁহার প্রসন্নতা জন্মে। পুষ্পে ত্রিবর্গ সাধন হয় এবং পুষ্পই তুষ্টি ও মোক্ষদায়ক।

পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে কেশব, অগ্রে মহাদেব এবং পাবড়ীতে সকল দেবতা বাস করেন। সেইজন্য মানুষ ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প দ্বারা দেবতাদিগকে পূজা করিবে। দীপ দ্বারা ত্রিলোক জয় হয়। দীপ তেজোময় এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ। এই হেতু দীপ-দ্বারা পূজা করিবে। যাঁহারা সর্ব্বদা পুষ্প ও দীপ দিয়া দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা স্বর্গলাভ করেন ও তাঁহাদের স্বর্গবাস হয় ইহাতে সংশয় নাই।

তত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত প্রথমতঃ এই শিব, এই পূজা, ইনি গুরু, আমি

ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘং
শিবঃ কঃ পূজা কা গুরুরপি চ কঃ কোঽহমিতি চ ॥

নির্গুণ উপাসনায় পূজা চতুর্দ্দশী।

মায়াশক্তিবিলাসিনো নগণিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
ক্রীড়াকৌতুক সম্ভ্রমাত্মকমপি প্রত্যক্ প্রকাশাত্মকম্।
ধ্যাত্বা কিঞ্চিদচিন্ত্য চিদ্‌ঘনরস স্বানন্দ সত্বাদ্বয়ং
সিদ্ধান্তস্বরসেন পূজনবিধিং বক্ষ্যামি বিশ্বাত্মনঃ ॥ ১ ॥
সেব্য শ্রীগুরুদেব বাক্যজনিতশ্চিদ্বোধ আবাহনং
সর্ব্বব্যাপকতাবিনিশ্চয়মতিঃ পূর্ণং পবিত্রাসনম্।
তত্ত্বো নান্যদবৈমি কিঞ্চিদিতি যৎ পুণ্যাম্বু পাদোদকং
ত্বয্যেবাস্তুচলা মমেশ মতিরিত্যর্ঘ্যো মহাসুন্দরঃ ॥ ২ ॥

পূজক এই সকলের পরিগণনা থাকে। এখন গুণাতীত, অজ্ঞানাতীত অদ্বৈত জানা হইল এখন তবে কেইবা শিব, কিইবা পূজা, কেইবা গুরু আর আমিই বা কে?

অখণ্ড বিশ্বাত্মার বেদান্ত সম্মত পূজাবিধি বলিতেছি।

এই বিশ্বাত্মা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে আপন মায়া-শক্তি দ্বারা ক্রীড়া করেন। সেই ক্রীড়া-কৌতুক ভ্রমে মগ্ন থাকিয়াও তিনি জীবে জীবে খণ্ডাত্মা সমূহকে প্রকাশ করিতেছেন। আমি সেই অদ্বয় আপনার জ্ঞানঘন আনন্দরসময় অচিন্ত্য বিশ্বাত্মাকে কথঞ্চিৎ ধ্যান করিয়াই এই পূজন বিধি বলিতেছি।

সগুণের সহিত নির্গুণের সম্বন্ধ এত নিকট যে ইহাও নির্গুণ পূজা। এই সেবার বা পূজার আবাহন হইতেছে শ্রীগুরুদেবের বাক্যশ্রবণে

শীতোষ্ণং কটুতিক্তমম্ল মধুর ক্ষারং বিচিত্রৈরসৈঃ
সর্ব্বস্যাস্য সমস্তভাবমধুনা পর্কঃ কৃতশ্চেদ্‌যদি।
মুখ্যোয়ং মধুপর্ক উত্তমরসস্তেনামুনা সাদরং
পূজ্যানামপি পূজ্য এষ পরমো দেবঃ সদা পূজ্যতাম্‌॥ ৩॥
সর্ব্বার্জ্জন্য সুখাবহং মুহুরহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং
শুদ্ধে বোধসুধাম্বুধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদম্‌।
আভাসঃ স্ফুরতি দ্বিতীয়মিব যৎ তৎ সর্ব্বমাচম্যতাং
ইত্যুক্তং গুরুভি স্তদেব বিধৃতং চিত্তে স এবাচমঃ॥ ৪॥

হৃদয়ে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার যে বোধ তাহাই; বিস্তীর্ণ পবিত্র **আসন** হইতেছে জ্ঞানময় আত্মচৈতন্যদেব যে সর্ব্বব্যাপী তাহার সম্যক্‌ নিশ্চয়তা। পুণ্য **পাদ্য** হইতেছে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না এই ভাব। মহাসুন্দর **অর্ঘ্য** হইতেছে তোমাতেই আমার অচলামতি হউক এইরূপ প্রার্থনা।

শীত উষ্ণ রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ এই সমস্তকে কটু তিক্ত অম্লমধুর ক্ষার ইত্যাদি রস করিয়া এই সমস্ত বিচিত্র রস দ্বারা যদি এই সর্ব্বস্বরূপ দেবতার মধুপর্ক প্রস্তুত করা যায় তবে ইহা হয় মুখ্য **মধুপর্ক**। এই উত্তম মধুপর্ক দ্বারা পূজ্যাতিপূজ্য পরম দেবতার পূজা করা উচিত।

ধর্ম্ম অর্থ কামাদি সমস্ত বিষয় অর্জ্জনে সুখাবহ এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধিপ্রদ **স্নান** হইতেছে শুদ্ধ বোধ রূপ অতি নির্ম্মল সুধাসমুদ্রে পুনঃপুনঃ উন্মজ্জন ও নিমজ্জন। ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু প্রতীয়মান হয় সেই আভাস সমুদায়ের আচমন বা ত্যাগ বিষয়ে গুরুগণ যাহা উপদেশ করেন তাহা হৃদয়ে ধারণ করাই এই পূজার **আচমন**।

শ্রদ্ধা নির্ম্মমতা বিরাগশুচিতা নিঃসঙ্গতা পূর্ণতা
ভক্তিপ্রেমরস প্রসাদপরমানন্দাদয়ো যে গুণাঃ।
বস্ত্রালঙ্করণানি তত্র বিধিনা দেয়ানি বিশ্বম্ভরে
সোঽহং ভাব মনোহরেণ বিধিনা যদ্‌যদ্ যথা রোচতে॥ ৫॥
অদ্বৈত প্রতিপত্তিরাত্মবিষয়া স্বানন্দরস্যান্বিতা
গাত্রালেপন চারুচন্দনমিদং দেবস্য দেয়ং প্রিয়ম্।
শান্তিক্ষান্তি সুশীলতা সরলতা নির্ম্মৎসরত্বাদয়ঃ
শাস্ত্রার্থা যদি ন ক্ষতাশ্চ বিদুষঃ শুদ্ধাস্তএবাক্ষতাঃ॥ ৬॥
সংফুল্লৈর্নিজভাব শুদ্ধ কুসুমৈঃ সদ্বাসনৈঃ সুন্দরৈঃ
সংপূজ্যোহি মহেশ্বরঃ সুমনসাং স ধন্যতা বর্ণিতা।
কর্ম্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে
দেবস্যাস্য দশাঙ্গদাহসুরভির্ধূপঃ সদা বল্লভঃ॥ ৭॥

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা, মমতা ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, অসঙ্গ-ভাব, আমি পূর্ণ এই ভাব, ভক্তি, প্রেম, প্রসন্নতা, পরমানন্দাদি হৃদয়ের যে সমস্ত সাত্ত্বিক রস তাহাই এই পূজার **বস্ত্রালঙ্কার**। বিশ্বম্ভর পরম ব্রহ্ম 'আমিই সেই' ভাবরূপ মনোহর বিধি দ্বারা এই সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার যথারুচি তাঁহাকে প্রদান করিবে।

এই পূজায় দেবতার **গাত্রলেপনরূপ সুচারুচন্দন** হইতেছে নিজ আনন্দ অনুভূতি-বিশিষ্ট আত্মবিষয়ক অদ্বৈত জ্ঞান। এই চন্দনই দেবতার প্রিয়। বিদ্বান সাধকের শান্তি, ক্ষমা, শীলতা, সরলতা, গর্ব্বশূন্যতাদি শাস্ত্রসম্মত সদ্‌গুণ সকল যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে তাহারাই এই পূজায় **অক্ষত** বা আতপ-তণ্ডুল।

প্রস্ফুটিত নিজভাব রূপ সুন্দর সুবাসিত পবিত্র কুসুম দ্বারা মহেশ্বরের

যস্মিন্ জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমো বাহ্যং ন চাভ্যন্তরং
সোঽয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্।
যদ্ভক্ষ্যং প্রিয়মস্য যস্য পরমা তৃপ্তির্ভবেদ্ভক্ষণে
দ্বৈতং তত্তু নিবেদয়েন্নিয়মিতং নৈবেদ্যমত্যুত্তমম্॥ ৮ ॥
পশ্চাদাচমনীয়মত্র বিহিতং সন্তোবিশুদ্ধিপ্রদং
সন্তোষামৃতমেব পূজনবিধৌ পানীয় মানীয়তাম্।
যন্মৈত্র্যাদি চতুষ্টয়ং মুনিমতে পাতঞ্জলে বর্ণিতং
তাম্বূলং বদনপ্রসাদজনকং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাম্॥ ৯॥
নিষ্কামোত্তমধর্ম্মসম্ভ্রমভৃতাং জন্মাবলূনং ফলং
ভক্তিঃ সা পরমেশ্বরস্য পদয়োরাবেদনীয়া ময়া।

পূজা করিবে। ইহাই মনস্বিদিগের ভাব-কুসুমের সার্থকতা। যদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে বৈরাগ্য অনলে নিক্ষেপ করা যায় তবে তাহাই এই দেবতার নিত্যপ্রিয় দশেন্দ্রিয়-নিবর্ত্তক সুগন্ধি **ধূপস্বরূপ**।

যাহা প্রজ্জ্বলিত হইলে বাহিরের ও ভিতরের তম আর থাকে না সেই জ্ঞানময় সুন্দর প্রকাশিত **দীপ** প্রজ্জালন করাই উচিত। যে ভক্ষ্যদ্রব্য ইঁহার প্রিয়, যাহা ভোজন করিলে দেবতার পরম তৃপ্তিলাভ হয় সেই দ্বৈতরূপ অতি উৎকৃষ্ট **নৈবেদ্যই** নিয়ম পূর্ব্বক নিবেদন করাই উচিত।

এই পূজাবিধিতে **পুনরাচমনীয়** ও **পানীয়** আনয়ন করিতে হইবে নিজ সন্তোষরূপ অমৃত। আর পতঞ্জলি মুনি বর্ণিত মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা এই চারিটিকে মুখশুদ্ধিকর **তাম্বূল** করিয়া দেবতার অগ্রে স্থাপন করিতে হইবে।

আমি পরমেশ্বরের শ্রীচরণে ভক্তিফল নিবেদন করিতেছি। যাঁহারা

সর্ব্বস্বং মম তৎ কিলেতি চ ময়া কৃপ্তস্য পূজাবিধেঃ
পূর্ণত্বায় নিবেদিতে নিজমণিশ্চিন্তামণি র্দক্ষিণা ॥ ১০ ॥
যাবন্ত্যেব ভুবো রজাংস্যগণিত ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্পৃশঃ
তাবন্তীরজসাং গণৈর্গণয়িতুং শক্যা গুণা যস্য ন।
ত্বং তাদৃগ্‌গুণবান্ তথাপি মুনিভির্যন্নির্গুণঃ স্তূয়সে
তৎ কেন স্তুমহে মহেশ ভবতো রূপং বিদূরং ধিয়ঃ ॥ ১১ ॥
শ্বেতং শ্যামমিতি প্রকাশয়তি চেদেকঃ স কিং শ্যামতাং
শ্বেতত্বঞ্চ দধাতি তদ্বদিতরে মুগ্ধেষু বুদ্ধেষু যঃ।
দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্প জাল কলহাতীতায় শুদ্ধাত্মনে
জাগ্রৎ স্বানুভব প্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১২ ॥

উত্তম নিষ্কামধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এই ফল দ্বারা তাঁহাদের এই সংসারে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আমার আচরিত পূজাবিধি সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমার সর্ব্বস্বই যখন নিবেদন করিলাম তখন আমার একমাত্র অবশিষ্ট চিন্তামণিরূপ ধ্যানমণিই এই পূজার দক্ষিণা।

অগণিত ব্রহ্মাণ্ড কোটি স্থিত মৃত্তিকার যত রেণু আছে সেই রেণু সকলের মত যাঁহার সীমাশূন্য গুণের গণনা করিতে কেহই সমর্থ নহে, হে প্রভো! তুমি তাদৃশ গুণবান্ তথাপি মুনিগণ তোমাকে নির্গুণ বলিয়া স্তব করেন। হে মহেশ্বর! তবে আমি কিরূপে তোমার সেই মন ও বুদ্ধির অস্পৃশ্য রূপের স্তব করি?

সেই একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তিনি যদি শ্বেতবর্ণকে শ্যামবর্ণরূপে প্রকাশ করেন তবে তিনি কি শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, না শ্যামবর্ণ ধারণ করেন? কি জ্ঞানী কি মূর্খ কেহই যাঁহার রূপ নির্ণয়ে সমর্থ নহে, সেই দ্বৈত ও অদ্বৈত সংশয় কলহের অতীব, সেই আপন অনুভবে সদা জাগরিত জ্যোতিঃ স্বরূপ শুদ্ধাত্মা দেবতাকে নমস্কার করি।

সংপ্রাপ্যাপি পদারবিন্দপদবীমদ্বৈতবিদ্যাবতাং
এতাবন্ত মনেহসং ন গণিতং নিঃসন্ধি যৎ স্বাত্মনি।
মুক্তানামথ মোহতঃ সমরসস্বদ্ভাবপূর্ণাত্মনাং
ভক্তানামপরাধ এষ পরমঃ ক্ষন্তব্য এব প্রভো ॥ ১৩ ॥
আত্মৈবায়মনন্তচিদ্ঘনরসো নিত্যং বিমুক্তঃ স্বয়ং
কোবন্ধঃ কিমু বন্ধনং কথমসৌ বন্ধো বিমুক্তঃ কথম্।
সানন্দাশ্রু সগদ্গদং সপুলকং চিদ্বোধ পূজাবিধৌ
দেবস্যাস্ত মদীয় বিস্ময়ময়ঃ সম্পূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিঃ ॥

অদ্বৈত বিদ্যাবিৎ এবং তোমার ভাবে পরিপূর্ণ ভক্ত মুক্তজনের পদারবিন্দরূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াও আমি এত দিন মোহান্ধ হইয়া যে আত্মানুসন্ধানে বিরত ছিলাম হে প্রভো! এই জন্য আমার অত্যন্ত অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

এই যে বিশ্ব দাঁড়াইয়া আছে তাহা অনন্ত, চৈতন্যরসপূর্ণ নিত্যমুক্ত স্বয়ং আত্মাই। এখানে বন্ধন কি? বন্ধের কারণই বা কি? সদা আপনা আপনি ইনি বদ্ধই বা কিরূপে? মুক্তই বা কিরূপে? এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি আনন্দাশ্রুজলে গদ্গদ্বাক্যে রোমাঞ্চিত কলেবরে এই আত্মজ্ঞানরূপ পূজাবিধির পরিশেষে বিস্ময়ময় পরিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

বিশ্বাত্মার পূজার অঙ্গগুলি সংক্ষেপে।

(১) আবাহন—গুরুবাক্যজনিত আত্মচৈতন্য অনুভব।
(২) আসন—সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ চৈতন্যই আছেন এই নিশ্চয়তা।
(৩) পাদোদক—তুমি ভিন্ন আর কিছুই জানি না ইহা।
(৪) অর্ঘ্য—তোমাতেই আমার অচলা মতি থাকুক এই প্রার্থনা।

(৫) মধুপর্ক—শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা এবং একান্ত ভক্তি।

(৬) স্নান—বোধসুধাম্বুধিতে পুনঃ পুন উন্মজ্জন নিমজ্জন।

(৭) আচমন—চৈতন্য ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহা ত্যাগ।

(৮) বস্ত্রালঙ্কার—শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাব এবং ব্রহ্মকে সোঽহং বলা।

(৯) চন্দনাদি—অদ্বৈত-জ্ঞান।

(১০) অক্ষত—শান্তি, ক্ষমা, অন্তঃশীতলতা।

(১১) পুষ্প—ভক্তিভাব।

(১২) ধূপ—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বৈরাগ্য অনলে নিক্ষেপ করিলে যে সুগন্ধ উঠে।

(১৩) দীপ—বাহ্য ও আন্তরিক তমোনাশ করিয়া যে জ্ঞানময় আলোক জ্বলে।

(১৪) নৈবেদ্য—দ্বৈত সমূহই।

(১৫) পুনরাচমনীয় ও পানীয়—আত্মসন্তোষ।

(১৬) তাম্বুল—মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা।

(১৭) সর্ব্বার্পণ—নিষ্কাম ধর্ম্মজনিত ভক্তি।

(১৮) দক্ষিণা—ধ্যানরূপ চিন্তামণি।

(১৯) স্তব—অনন্তগুণ থাকিয়াও নির্গুণ; অনন্ত রূপ থাকিয়াও অরূপ ইত্যাদি।

ষষ্ঠ উল্লাস।

১

বচনামৃত।

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভম্॥ ১॥
বিশাল দৃষ্টৌ রমতে ন হ্যন্যত্র পতির্মম।
যেন দৃষ্টির্বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্॥ ২॥
জানাতু বা ন জানাতু ব্রহ্ম জীবস্য জীবনং।
জানাতি চেৎ পরো লাভো ন জানাতি ভয়ং মহৎ॥ ৩॥
আকাশমণ্ডলে শূন্যে যথা নক্ষত্রমণ্ডলং।
চিদ্ব্রহ্মমণ্ডলে শূন্যে তথা সংসারমণ্ডলম॥
জাগ্রৎ স্বরূপ এবায়ং পশ্যেৎ স্বপ্নময়ং জগৎ॥

ক্ষুধিতের কাছে অন্ন বড়ই ইষ্টবস্তু, কৃপণের কাছে ধন বড়ই প্রিয়, তৃষিতের কাছে জল বড়ই মিষ্ট। সেইরূপ চৈতন্যই আমার বল্লভ। আমার পতি বিশাল নয়ন দেখিলেই প্রীত হন আর কিছুতেই তাঁহার প্রীতি নাই। অতএব যাহাতে দৃষ্টিবিশাল হয় সেই মন্ত্র আমাকে প্রদান করুন।

জান বা না জান ব্রহ্মই জীবের জীবন। জানিলে পরম লাভ, না জানিলে মহৎ সংসার ভয়।

শূন্য আকাশমণ্ডলে যেমন নক্ষত্রমণ্ডল, সেইরূপ শূন্যে জ্ঞানময় ব্রহ্মমণ্ডলে এই সংসারমণ্ডল দুলিতেছে।

ব্রহ্মজ্ঞানী জাগ্রৎ স্বরূপেই এই জগৎকে স্বপ্নময় দেখেন।

মুমুক্ষা স্তম্ভমাত্রস্তে ন তে তীব্রা মুমুক্ষুতা।
তীব্রা যদি মুমুক্ষা স্যান্ন বিলম্বো ভবেদিয়ান্॥ ৫॥
ন দেশকালৌ ন বয়োযুক্তী নৈব বিদগ্ধতা।
যদৈব বাসনাত্যাগস্তব মুক্তিস্তদৈব হি॥ ৬॥
যুক্ত্যৈব বৃত্তিভিঃ পূর্ণং রিক্তীকুরু মনোঘটং।
ন কশ্চিদ্ভবিতা তাত ব্রহ্মণা পূরণে শ্রমঃ॥ ৭॥
ত্যজচিন্তাং মহাবুদ্ধে ভজ নিশ্চলতা সখীং।
ত্বয়ার্জ্জিতামিমাং চিন্তাং বদ কোঽন্যঃ পরিত্যজেৎ॥ ৮॥

মুক্তি ইচ্ছাটা মাত্র তুমি অবলম্বন করিয়াছ। তীব্র মুমুক্ষা তোমার নাই। তীব্র মুমুক্ষা যদি থাকে তবে আর এত বিলম্ব ঘটে না।

মুক্তি বিষয়ে দেশ, কাল, বয়স, বিচার, পাণ্ডিত্য ইহার কিছুরই নিয়ম নাই। যখনই বাসনা ত্যাগ হইবে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হইবে। [দেহ অনুভব করা এমন কি মনের অনুভব করাও বাসনা]।

দর্শন, শ্রবণ, অনুমানাদি বিষয়বোধক বৃত্তি দ্বারা পূর্ণ তোমার মনঘটকে যুক্তিবিচার দ্বারা খালি করিয়া ফেল। কেন না মনোরূপ ঘটটি ব্রহ্ম-সমুদ্রেই ভাসিতেছে। বিষয়-বায়ু ইহার ভিতরে ঢুকিয়াছে বলিয়া ইহা ডুবিতে পারিতেছে না। ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে অনাস্থারূপ বৈরাগ্য বিচার দ্বারা ঘটের ভিতরের বাতাস বাহির করিয়া ফেল তবেই মনোঘট ব্রহ্ম-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। ব্রহ্ম দ্বারা মনোঘটকে পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। বৈরাগ্য পাকা হইলেই হয়।

হে মহাবুদ্ধি! চিন্তা ত্যাগ কর, নিশ্চলতা সখীকে ভজনা কর। তুমি এই চিন্তাকে অর্জ্জন করিয়াছ, বল অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহাকে ত্যাগ করিবে? চিন্তা করিয়াছ তুমি; ত্যাগও করিতে হইবে তোমাকেই।

চিন্তনীয়ং ত্বয়া বস্তু চিন্তারোগস্য ভেষজম্।
অথবা তাত চিন্তাখ্যরোগমেব পরিত্যজ ॥ ৯ ॥
বর্দ্ধিতা বর্দ্ধতে চিন্তা ত্যক্তা নশ্যতি সত্বরম্।
ঈদৃশেনাপি রোগেণ দুর্ধিয়ো মরণং গতাঃ ॥ ১০ ॥
কর্কশাঃ কলহং কৃত্বা বদ্ধা নিত্যমমঙ্গলাঃ।
ত্যজ্যতাং কামনা চণ্ডী ভুজ্যতাং মুক্তিসুন্দরী ॥ ১১ ।
অহংতা মমতা ত্যাগঃ কর্ত্তুং যদি ন শক্যতে।
অহংতা মমতা ভাবঃ সর্ব্বত্রৈব বিধীয়তাম্ ॥ ১২ ॥
মধ্যাহ্নভাস্করঃ সাক্ষাদীক্ষিতুং যদি ন ক্ষমঃ।
পটব্যবহিতং পশ্যেজ্জলে বা প্রতিবিম্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

যদি চিন্তা করিতে হয় তবে চিন্তারোগের যে বস্তুটি ঔষধ তাহাই চিন্তা কর। অথবা হে তাত! চিন্তা নামক রোগটাকে একবারেই ত্যাগ কর। কোন চিন্তা আর করিও না।

বাড়াইলেই চিন্তা বাড়ে; ত্যাগ করিলেই শীঘ্র নষ্ট হয়। তথাপি দুর্ব্বুদ্ধিগণ এই রোগেই মরে।

নিত্য অমঙ্গল স্বরূপিণী, রসকশ শূন্যা এই অসম্বন্ধ প্রলাপকারিণী, কেবল জল্পনা কল্পনারূপ কলহ করিয়া মূর্খগণকে বদ্ধ করে। তুমি কামনা-চণ্ডী এই কর্কশা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিসুন্দরীকে ভজনা কর।

যদি অহংতা আর মমতাকে একবারে ত্যাগ করিতে না পার তবে অহংতা মমতাকে বাড়াইয়া সকল লোকেতে ও সকল বস্তুতে অহংতা ও মমতাকে মাখাইয়া ফেল।

যদি মধ্যাহ্নসূর্য্যকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে সমর্থ না হও তবে বস্ত্র

তথা চিন্মাত্রচণ্ডাংশৌ নির্ব্বিকল্পে নচেৎ ক্ষমঃ।
সর্ব্বব্যাপিতয়া পশ্যেদন্তর্যামিতয়াথবা ॥ ১৪ ॥
বর্ণাশ্রম বয়ো বেশাধ্যয়নাচার সুন্দরঃ।
বিনা বিচার বৈরাগ্যৈঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
তীক্ষ্ণে বিচার-বৈরাগ্যে চিত্তে যস্য নিরন্তরে।
স পণ্ডিতঃ কিমেতস্য সাধনান্তর চিন্তনৈঃ ॥ ১৬ ॥
বর্দ্ধতে মূলসেকেন মূলশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বহ্নিজ্বালয়েতি তরুস্থিতিঃ ॥ ১৭ ॥
বর্দ্ধতে মনসঃ সেকৈর্মনঃশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বোধজ্বালয়েতি ভবস্থিতিঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যবধান দিয়া দেখ অথবা তাঁহার জলস্থিত প্রতিবিম্ব দেখ। সেইরূপ যদি চিন্ময় ব্রহ্মসূর্য্যকে নির্ব্বিকল্প ভাবে দেখিতে সক্ষম না হও তবে সর্ব্বব্যাপি ভাবে অথবা অন্তর্যামি ভাবে দেখ।

জাতি, আশ্রম, বয়স, বেশ, অধ্যয়ন, আচার—এই সকলে সুন্দর হইলেও যদি বিচার ও বৈরাগ্য তোমার না থাকে তবে তুমি পশু, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যাঁহার চিত্তে নিরন্তর তীক্ষ্ণ বিচার ও তীব্র বৈরাগ্য বিরাজমান তিনিই পণ্ডিত। তাঁহার আর অন্য সাধন চিন্তার আবশ্যক কি?

বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে বৃক্ষবর্দ্ধিত হয়; মূল শুষ্ক করিলে বৃক্ষ শুষ্ক হয়। শুষ্কবৃক্ষ পরে অগ্নিশিখায় ভস্মসাৎ হয়। ইহাই বৃক্ষের অবস্থা। সেইরূপ সংসারটা যাহা তাহা, মনের উপর বিষয় জল সেক করিলে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু বিচার বৈরাগ্য দ্বারা সংসার শোষণ করিলে মন ও শুষ্ক হয়। অনন্তর জ্ঞানাগ্নির শিখায় সংসারবৃক্ষ দগ্ধ হইয়া যায়। ইহাই সংসারের অবস্থা।

২

জীবন্মুক্তি।

আত্মানমজ্ঞং সঙ্কল্প্য বিমুচ্যাত্মানমাত্মনা।
আত্মনাত্মনি সন্তুষ্ট আত্মারামঃ স্বয়ংহরিঃ॥ ১॥
স্বরূপমেব কৈবল্যং সংসারঃ শুদ্ধ মূর্খতা।
অতিচিত্তা গতিঃ পুত্র জীবন্মুক্তস্য যা স্থিতিঃ॥ ২॥
জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতং।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসার কাম্যয়া॥ ৩॥
যদি ন স্যাদবিদ্যাখ্যমিদং কপটনাটকং।
কথং লভেত বিশ্বাত্মা জীবন্মুক্তি মহোৎসবম্॥ ৪॥
অদ্বৈতং ন সদেহেঽস্তি বিদেহে দ্বৈতমস্তি ন।
জীবন্মুক্তস্য নানাত্বমস্য দ্বৈত মহোৎসবঃ॥ ৫॥

আত্মারাম হরি স্বয়ং আপনাকে অজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া এই কল্পিত আপনাকে, আপনি মুক্ত করেন এবং আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়েন।

হে পুত্র! আপনি আপনি ভাবে থাকাই কৈবল্য আর সংসারটা খালি মূর্খতা। চিত্তকে অতিক্রম করাই জীবন্মুক্তি।

নিত্যমুক্ত আত্মা জীবন্মুক্তি সুখটা পাইবার জন্য (কপটভাবে) জন্মধারণ করেন, সংসারসুখ কামনায় নহে।

অবিদ্যাখ্য এই কপট সংসার নাটক যদি না থাকিত তবে বিশ্বাত্মা এই জীবন্মুক্তি মহোৎসব কিরূপে লাভ করিতেন?

আত্মা যদি সদেহ হন তবে অদ্বৈত নাই, যদি বিদেহ হয়েন তবে দ্বৈত নাই। জীবন্মুক্ত অবস্থায় সদেহ থাকিয়াও নানারূপে বিহার করাই ইঁহার দ্বৈত মহোৎসব।

সদেহস্য বিদেহত্বং যদি ন স্যাত্তদা বদ।
জনকস্য সদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৬ ॥
তস্মাদীশ্বর লীলেয়ং ক্বচিদীশ্বররূপিণী।
জীবন্মুক্তির্মহামুক্তেঃ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিনী ॥ ৭ ॥
যস্যাং খেলন্তি মুনয়ো নারদাদ্যা নিরন্তরং।
জ্ঞানিভির্যানুভূতৈব সা জীবন্মুক্তিরক্ষতা ॥ ৮ ॥
চিত্তবিক্ষেপকর্ত্তারং বিহারস্তু বিহায় যে।
স্থিতা নির্ব্বাণনিষ্ঠায়াং ত এব সনকাদয়ঃ ॥ ৯ ॥
অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব।
গৃহমেবাস্থিতা যে তু ত এব জনকাদয়ঃ ॥ ১০ ॥

সদেহের বিদেহ যদি না থাকে তবে জনকের সদেহত্বকে বিদেহতা কিরূপে বলা হইল?

অতএব ঈশ্বররূপী মহাত্মাগণের এই জীবন্মুক্তি ঈশ্বরেরই লীলা। ইহা দ্বারা মহামুক্তির সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে আনন্দ সাগর স্বরূপ পরম পুরুষে নারদাদি মুনিগণ নিরন্তর খেলা করিতেছেন এবং জ্ঞানিগণ যাহা অনুভব করিতে সমর্থ তাহাই পরিপূর্ণ জীবন্মুক্তি।

সনকাদি জীবন্মুক্ত চিত্তবিক্ষেপজনক ভোগ বিহার ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ নিষ্ঠায় অবস্থান করিতেছেন।

জনকাদি জীবন্মুক্ত অন্তরে জ্ঞানবান হইয়াও বাহিরে অজ্ঞজনের ন্যায় সংসার করেন এবং গৃহেই থাকেন।

গৃহং বাস্তু বনং বাস্তু যেষাং নিষ্ঠা ন বর্ত্ততে।
সনকাদিষু নৈবৈতে ন চ তে জনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

৩

শিষ্যের প্রতি গুরু।

যশোদা গীত মধুরৈ র্মৃদুবেদান্ত ভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ॥ ১ ॥
নবনীত রসগ্রাসৈশ্চমৎকার স্বসম্বিদাং।
অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দ ইব খেলসি ॥ ২ ॥
স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা দৃশ্যমেকাকিতাং গতঃ।
কিং নৃত্যসি নিজানন্দৈ র্মহাদেব ইবাত্মনি ॥ ৩ ॥
সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং।
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি ॥ ৪ ॥

গৃহ বা বন কোন কিছুতেই নিষ্ঠা নাই এইরূপ জীবন্মুক্ত যাঁহারা তাঁহারা সনকাদি বা জনকাদি কাহার মত নহেন।

যশোদার মধুর গীত শ্রবণে আনন্দে অবশ হইয়া মুকুন্দ যেমন নিদ্রা-প্রাপ্ত হইতেন তুমিও কি সেইরূপ মৃদুমধুর বেদান্ত বাক্য শ্রবণে চিনানন্দে মগ্ন হইয়া চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করিতেছ ?

আপনার জ্ঞানশক্তির চমৎকার আনন্দময় নবনীত রস আস্বাদনপূর্ব্বক অন্তরে আপ্যায়িত হইয়া তুমি কি শিশু মুকুন্দের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছ ?

এই দৃশ্যজগৎ আত্মাতে লীন করিয়া একাকী হইয়া তুমি কি মহাদেবের মত নিজানন্দে আপনাতে আপনি নৃত্য করিতেছ ?

সমাধি নামক সন্ধ্যাকালে স্নেহময়ী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শক্তিস্বরূপিণী উমাকে দেখিয়া মহেশের মত তুমিও কি নৃত্য করিতেছ ?

দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।
মৃত্যুঞ্জয় পদপ্রাপ্তঃ কি হৃষ্যসি হরো যথা ॥ ৫ ॥
দৃশ্যং সম্মুখতাং নীত্বা মুকুরে দৃশ্যমীক্ষিতং।
মনঃ সম্মুখতাং নীত্বা তথাঙ্গ নভ ঈক্ষিতম্ ॥ ৬ ॥
বহিরন্তর্হরিং পশ্যন্ মায়াং পশ্যন্ জগন্ময়ীং।
বিস্ময়ং পরমং যাসি মার্কণ্ডেয় ইবাত্মনি ॥ ৭ ॥

৪

শিষ্যের চিত্তবিশ্রান্তি।

অহো! নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥ ১ ॥
যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বমথবা চ ন কিঞ্চন ॥ ২ ॥

দৃশ্যদর্শন রূপ গরল পান করিয়া এবং তাহা আত্মাতে পাক করিয়া মৃত্যুঞ্জয় পদপ্রাপ্ত হইয়া কি হরের মত হর্ষপ্রাপ্ত হইতেছ?

মুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া যেমন মুখাদি দৃশ্য দেখ সেইরূপ চিত্ত-মুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া কি আত্মাকাশকে দেখিয়াছ?

অন্তরে বাহিরে হরিকে দেখিয়া আর জগৎময় মায়া দেখিয়া কি মার্কণ্ডেয়ের মত আপনা আপনি পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেছ?

আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল, সর্ব্ববিকার-রহিত, শান্ত, বোধস্বরূপ, মায়ান্ধকার স্পর্শশূন্য। গুরূপদেশের পরেও কতকাল আমি দেহ ও আত্মার সম্বন্ধে অবিচার-জনিত মোহে বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম।

একমাত্র আমিই যেমন এই দেহকে প্রকাশ করিতেছি সেইরূপ এই জগৎকেও প্রকাশ করিতেছি আমিই। অতএব সর্ব্বদেহ প্রমুখ এই সমস্ত

স শরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥৩॥
যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্‌বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥ ৪ ॥
তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্র মেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ৫ ॥
যথৈবেক্ষুরসে কৢপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি কৢপ্তং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥ ৬ ॥

জগৎ আমাতেই অধ্যস্ত অথবা আমাতে কিছুই অধ্যস্ত হয় নাই। [যখন ভ্রমময় জগতে আমিটি মাখাইয়া দি তখন জগৎ আমার হয় আবার যখন জগৎ হইতে আমিটি তুলিয়া লইয়া নিজস্বরূপে আপনি আপনি ভাবে থাকি তখন জগৎ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না]।

অহো! লিঙ্গশরীর ও কারণ শরীর সহিত বিশ্বকে অধুনা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশ চাতুর্য্যে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি। পরমাত্মা বিলোকনের আর অন্য উপায় নাই।

তরঙ্গ-ফেন বুদ্‌বুদ্ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে আত্মা হইতেও বিনির্গত আত্মারূপ উপাদান বিশিষ্ট এই বিশ্বও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

স্থূলদৃষ্টিতে অন্যরূপ প্রতীয়মান হইলেও বিচার করিয়া দেখিলে পটকে যেমন সূত্রমাত্র বলিয়াই জানা যায় সেইরূপ বিচার দ্বারা দেখিলে এই বিশ্বকে আত্মসত্তামাত্রাত্মক বলিয়া বোধ হয়। [আত্মাকেই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছে]।

যেমন ইক্ষুরসে অধ্যস্ত শর্করা সেই মধুর রস দ্বারা ব্যাপ্ত সেইরূপ

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ভাসতে ন হি॥ ৭॥
প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি॥ ৮॥
অহো বিকল্পিতং বিশ্বং অজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রৌপ্যং শুক্তৌ ফণীরজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা॥ ৯॥
মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা॥ ১০॥

নিত্যানন্দ স্বরূপ আমাতে অধ্যস্ত বিশ্ব নিত্যানন্দ দ্বারা ব্যাহ্যাভ্যন্তরে ব্যাপ্ত। অতএব অস্তিভাতি প্রিয়রূপে আমিই সর্ব্বত্র অবস্থিত।

আত্মাকে না জানা হইতেই জগৎ প্রকাশিত হয় আর আত্মাকে জানিলে বিশ্ব আর ভাসে না। রজ্জুকে না জানা থাকিলে যেমন সর্প ভাসে আর তাহা জানিলে আর তাহা ভাসে না:সেইরূপ।

প্রকাশই হইতেছে আমার নিজরূপ আমি তাহা হইতে অতিরিক্ত নই। এই বিশ্ব যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় আমিও সেইরূপে ভাসি।

ঘটাকাশই যেমন মহাকাশ সেইরূপ আত্মচৈতন্যকে যিনি জানেন তিনিই জানেন যে ইহাই পূর্ণ চৈতন্য। অহো! এই কল্পনাজাত বিশ্ব অজ্ঞান হইতে আমাতেই ভাসিতেছে, শুক্তিতে যেমন রৌপ্য ভাসে, সর্পে যেরূপ রজ্জু ভাসে, সূর্য্যকিরণে যেমন মৃগতৃষ্ণিকা ভাসে সেইরূপ।

বিশ্ব আমা হইতে নির্গত হইয়া আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; মৃত্তিকাতে কুম্ভ, জলে তরঙ্গ, সুবর্ণে অলঙ্কার যেরূপ সেইরূপ।

অহো ! অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥ ১১ ॥
অহো ! অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
অহো ! অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীতি মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্॥ ১৩ ॥
অহো ! অহং নমো মহ্যং যস্য নাস্তীহ কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাঙ্‌মনসগোচরম্ ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্।
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥১৫ ॥

অহো ! আমি আমাকেই নমস্কার করি। আমার বিনাশ নাই। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ বিনষ্ট হইয়া গেলেও আমিই থাকি।

অহো ! আমি আমাকেই নমস্কার করি। দেহবান্ হইয়াও আমি এক। কোথাও আমি যাই না, কোথাও না যাওয়াও আমার নাই। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আমিই আছি।

অহো ! আমি আমাকেই নমস্কার করি। আমার মত কার্য্যকুশলও কেহ নাই। শরীরকে স্পর্শ না করিয়াও আমি চিরদিন বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছি।

অহো ! আমি আমাকেই নমস্কার করি। আমার কিছুই নাই। অথবা বাক্য ও মনের গোচর যাহা কিছু সমস্তই আমার।

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই তিন বাস্তবিকই নাই। অজ্ঞানে এই সব যাহা ভাসিতেছে আমিই সেই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বং একোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ ॥ ১৬ ॥
বোধমাত্রোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃশতো নিত্যং নির্ব্বিকল্পে স্থিতির্মম ॥ ১৭ ॥
অহো ! ময়িস্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তো নিরাশ্রয়ঃ * ॥ ১৮ ॥
সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎকথং* কল্পনাধুনা ॥ ১৯ ॥

অহো ! দুই দুই দেখার যে দুঃখ ইহার কোন ঔষধ নাই। একমাত্র ঔষধ হইতেছে এই সমস্ত দৃশ্যই মিথ্যা ইহার অনুভব। একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ আমিই জ্ঞানস্বরূপ রসস্বরূপ এবং নির্ম্মল।

বোধরূপ আমি, আমিই অজ্ঞান দ্বারা উপাধি ব্যাধির কল্পনা করি। এই নিত্যবিচারপরায়ণ আমি কিন্তু নিত্যই দ্বৈতশূন্যস্বরূপ চৈতন্যে স্থিতিলাভ করি। নিত্যং বিমৃশতো নিত্যং বিচারয়তো।

আশ্চর্য্য ! বিশ্ব, মায়াতে স্থিত হইয়াও আমাতে কিন্তু বাস্তবিক স্থিত নহে কারণ যতক্ষণ ভ্রম-জ্ঞান ততক্ষণই বিশ্বদর্শন কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অজ্ঞান কোথায়, যে তাহাতে বিশ্ব ভাসিবে ? তবেই ত হইল আমাতে বিশ্ব স্থিত নহে। আমার বন্ধ, মোক্ষ বা ভ্রান্তি নাই। আমি শান্ত আমি সকলের আধার আমার আধার কিছুই নাই।

এই শরীর-সমন্বিত জগৎ কিছুই নাই ইহা নিশ্চয়। চৈতন্য যিনি তিনি শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র। তাঁহাতে আবার কল্পনা কোথায় ?

---

* শান্তা নিরাশ্রয়া ইতি বা পাঠঃ।

* তৎকস্মিন্ ইতি বা পাঠঃ।

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধ মোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্র মেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
অহো! জন সমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক রতিং করবাণ্যহম্ ॥ ২১ ॥
নাহং দেহো ন মে দেহো জীবোনাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীৎ যজ্জীবিতে স্পৃহা ॥ ২২ ।
অহো! ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যা জীব বণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥ ২
ময্যনন্তমহাম্ভোধাবাশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥ ২৫ ॥

শরীর, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মুক্তি এবং ভয় এ সকলই কল্পনা মাত্র। আমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা – ঐ সব কল্পনাতে আমার কি কাজ?

অহো! এই লোকসমূহেও আমি দ্বৈত দেখিতেছি না। অদ্বৈতই দেখিতেছি। সমস্তই অরণ্যের মত সঞ্জাত বোধ হইতেছে। এই মিথ্যাতে অনুরক্ত হইবার কি আছে? আমি দেহ নই আমার দেহও নয়, আমি জীবও নই আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানময় চৈতন্য। বাঁচিয়া থাকিতে যে আমার স্পৃহা ছিল তাহাই আত্মার বন্ধন। অহো! অনন্ত মহাসমুদ্রস্বরূপ আমি আমাতে চিত্তবায়ু সমুৎপন্ন হইয়াকতই অদ্ভুৎ ভুবনরূপ কল্লোল প্রবল ভাবে উঠাইতেছে। দ্রাক্ = অত্যর্থং। অনন্ত মহাসমুদ্রস্বরূপ আমি আমাতে সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ মনোমারুত প্রশমিত হইলে জীবাত্মা নামক বণিক দেখে যে প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়াছে এবং শরীরাদি নৌকাসমূহ সর্ব্বদা বিনাশশীল।

৫

ভক্তি-জ্ঞান-মুক্তি।

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা।
সর্ব্বমেব তদা শীঘ্রং কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে॥ ১ ॥
উক্তমেকান্তভক্তৈর্যৎ একান্তেন চ মাং প্রতি।
যথা ভক্তিপরীণামো জ্ঞানং তদবধারয়॥ ২ ॥
কিঞ্চ লক্ষণভেদো হি বস্তুভেদস্য কারণং।
ন ভক্ত জ্ঞানিনোর্দৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণ ভিন্নতা॥ ৩ ॥
বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দেবে চ পরমাপ্রীতি স্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ॥ ৪ ॥

অনন্ত মহাসমুদ্রস্বরূপ আমি! এই সমুদ্রে আশ্চর্য্য ভাবে জীবলহরী সকল আপনা আপনি উঠিতেছে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে খেলা করিতেছে আবার সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

পরমাত্মা বিশ্বেশ্বরে যদি প্রেমভক্তি জন্মে তবে শীঘ্রই সব হয় আর কোন কর্ত্তব্য বাকী থাকে না। আমাকে একান্ত ভক্তগণ যাহা বলিয়াছেন—যেরূপে জ্ঞানই ভক্তির পরিণাম তাহা ধারণা কর। লক্ষণ ভেদেই বস্তু ভেদ হয়। কিন্তু শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষণে কিছুই ভেদ পাওয়া যায় না।

বৈরাগ্য, বিচার, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবতাতে একান্ত প্রীতি জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই এই এক লক্ষণ। গীতায় ভক্তিযোগ অধ্যায়ে আটটি শ্লোকে যে ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে আমি জ্ঞানীতেও তাহা দেখিয়াছি।

অধ্যায়ে ভক্তিযোগাখ্যে গীতায়াং ভক্তি লক্ষণং।
যদুক্তমষ্টভিঃ শ্লোকৈর্দৃষ্টং জ্ঞানিনি তন্ময়া ॥ ৫ ॥
তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমদ্বয়োঃ ॥ ৬ ॥
অন্তর্বাহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭ ॥
দৃষ্টমেকান্ত ভক্তেষু নারদ-প্রমুখেষু তং।
কিঞ্চিদ্বিশেষং বক্ষ্যামি একাগ্রমনসা শৃণু ॥ ৮ ॥
যদীশ্বররসো ভক্তস্তদীশ্বররসো বুধঃ।
অভাবৈকরসস্থৈতৌ রস কাতরতাং গতৌ ॥ ৯ ॥
শুদ্ধ বোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ।
তয়ারসাধিকতয়া নতু ভক্তিঃ কদাচনঃ ॥ ১০ ॥

"তোমার আমি" এই ভাবে ভক্ত ভজন করেন "তুমিই আমি" ইহাই জ্ঞানীর ভজনা। এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও উভয়ের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ ফল একই।

ভগবদ্ভক্ত যখন ভিতরে বাহিরে শ্রীভগবানকে দর্শন করেন তখন "আমি তোমার দাস" এই ভাব একবারেই ভুলিয়া যান।

নারদ প্রমুখ একান্ত ভক্তগণে যে একটু বিশেষ দেখা যায় তাহা বলিতেছি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।

ভক্তগণ যে ঈশ্বর রস আস্বাদন করেন জ্ঞানিগণও সেই ঈশ্বর রস আস্বাদন করেন। কিন্তু নিখিল রসের অভাবরূপ রসই পরমাত্ম-রস। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই সেই রসাভাবরূপ পরমরস লাভে ব্যাকুল।

শুদ্ধ বোধরূপ রস ভিন্ন অন্য সমস্ত রসই নীরস। যদি ভজনায়

নতু জ্ঞানং বিনামুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথাভক্তিং বিনাজ্ঞানং নাস্ত্যপায় শতৈরপি ॥ ১১ ॥
ভক্তির্জ্ঞান তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তাবৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥
ভক্ত্যা জ্ঞানমবাপ্যৈব তে মুক্তা জ্ঞানিনো হি তে।
যৈস্তু সংসারবিরসৈঃ কেবলো হরিরাশ্রিতঃ
ততো ভক্তিপ্রভাবেণ স্বভাবাৎ জ্ঞানমুজ্ঝিতং
তৎ জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তাস্তে তে ভক্তা ইতি বর্ণিতাঃ ॥ ১৩ ॥

সেই রসের আধিক্য হয়, তবে ভক্তি কখনই জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়।

জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও কখন মুক্তি নাই। আবার ভক্তি ব্যতিরেকেও যতই কেন উপায় কর না কিছুতেই জ্ঞান হইতে পারে না।

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি এই ক্রম সর্ব্ব সাধারণ। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ জ্ঞানী এবং নারদাদি যোগিগণ ভক্ত। [আজকাল লোকে যে বলেন ব্রহ্মজ্ঞানের পরে তবে ভক্তি সে জ্ঞানটা প্রকৃত জ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে সেটা পরোক্ষজ্ঞান বা বিশ্বাসেরই প্রকারান্তর; অর্থাৎ সে জ্ঞানটা ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস মাত্র। এই বিশ্বাসের পর ভক্তি পরে জ্ঞান পরে মুক্তি]।

ভক্তিদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া যাঁহারা সংসারমুক্ত হন তাঁহারা জ্ঞানী। কিন্তু সংসারে বিরক্ত হইয়া কেবল শ্রীহরিতেই অনুরক্তি লাভ করিবার জন্য যাঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় করেন তাঁহারা প্রথমে স্বভাববশতঃ যে জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ভক্তিপ্রভাবে আবার সেই জ্ঞানকে আপনা

বিরক্তিভক্তি বিজ্ঞান মুক্তয়স্তু সমা দ্বয়োঃ
তথাপি ভাব ভেদেন নাম ভেদস্তয়োরভূৎ ॥ ১৪ ॥
মুক্তির্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎ সাধনত্বতঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যা স্যান্মুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী ॥ ১৫ ॥
রীত্যানয়াঽপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে।
একৈব স্বপ্রভাবেণ জ্ঞানমুক্তি প্রদায়িনী ॥ ১৬ ॥

৬

শ্রীগীতায় ভক্ত।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

হইতেই প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন তাঁহারাই ভক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়েন।

বৈরাগ্য, ভক্তি, অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান এবং মুক্তি এই চারিটি ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান। তথাপি প্রবৃত্তিভেদে তাঁহাদের নাম ভেদ হয় মাত্র।

জ্ঞানীর জন্য মুক্তিই মুখ্য ফল; ভক্তি তাহার সাধনা। আর ভক্তের ভক্তিই মুখ্য এবং মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক।

এই রীতিতে আমার মতে পরমেশ্বরে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু ভক্তিই আপন প্রভাবে জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। [তবে জ্ঞানে দ্বেষ করিয়া যে ভক্তি তাহা ভক্তিই নহে]।

কোন প্রাণীতে দ্বেষ নাই, সমানে মিত্রতা, দীনে করুণা, "আমার

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গত ব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃত মিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০॥

আমার” কোথাও নাই, “আমি” “আমিও” নাই, দুঃখে সুখে সমান ভাব, ক্ষমাশীল, লাভে অলাভে সদা তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযত, দৃঢ়বিশ্বাসী, মন-বুদ্ধি আত্মাতেই অর্পিত, এইরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। যিনি কোন লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, লোক হইতে নিজেও উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়। যিনি আপনা হইতে আগত অর্থেও স্পৃহাশূন্য, শৌচসম্পন্ন, আলস্যবিহীন, পক্ষপাতশূন্য এবং কোন কিছুই আর আরম্ভ করেন না সেইরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। ইষ্ট লাভেও হর্ষ নাই, অনিষ্টেও দ্বেষ নাই, ইষ্টনাশেও দুঃখ নাই, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষাও নাই, শুভ ও অশুভের মধ্যে যিনি নাই,

৭

কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান-মুক্তি।

[যোগিনী তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে]

কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তির্ম্মহাদেবি! সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥ ১॥
জ্ঞানভাবে সমুৎপন্নে সম্প্রাপ্য জ্ঞানকামিনীম্।
তদা যোগী বিমুক্তঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ২ ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম মহামায়ে সর্ব্বদা সমুপাচরেৎ ॥ ৩ ॥
বৈদিকং তান্ত্রিকং বাপি যদি ভাগ্যেন লভ্যতে।
ন বৃথা গময়েৎ কালং দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ ॥
গময়েদ্দেবতা পূজা-জপ-যজ্ঞ-স্তবাদিনা ॥ ৪ ॥

তাদৃশ ভক্তিমান্ আমার প্রিয়। যিনি শত্রুতে মিত্রে, মান ও অপমানে এক ভাব, শীতে উষ্ণে, সুখে দুঃখে এক ভাব, যিনি সঙ্গ বা আসক্তিশূন্য, নিন্দাতে ও প্রশংসাতে সম ভাব, যিনি মৌন, যাতে তাতে সন্তুষ্ট, বাসস্থান যাঁহার নির্দ্দিষ্ট নাই, মতি যাঁর স্থির, সেইরূপ ভক্তিমান্ আমার প্রিয়। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃত অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি, ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। হে মহাদেবি! আমার এই কথা সত্য। জ্ঞানভাব সমুৎপন্ন হইলে এবং শক্তিকে প্রাপ্ত হইলে যোগী মুক্তিলাভ করেন ভগবান্ শিব এই কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বর প্রণিধানপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানলাভ হয়। সেই হেতু হে মহামায়ে! সর্ব্বদা নিষ্কাম ভাবে

দ্বিবিধঞ্চৈব তৎ কর্ম্ম বাহ্যান্তর বিভেদতঃ।
বাহ্যঞ্চ নিয়মাসক্তং মানসং ন তথা পুনঃ॥
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যত্র কুত্র স্থলেঽপিবা।
গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি যদ্বা তদ্বা বরাননে॥
কুর্য্যাচ্চ মানসং ধর্ম্মং ন দোষো মানসে ক্বচিৎ॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠো জপযজ্ঞো মহেশ্বরি।
জপযজ্ঞো মহেশানি মৎ স্বরূপো ন সংশয়ঃ॥
জপযজ্ঞে হি তিষ্ঠেদ্যো বাহ্যে বা চান্তরেঽপিবা।
সর্ব্বদা পরমেশানি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

কর্ম্ম করা উচিত। ভাগ্যবলে বৈদিক বা তান্ত্রিক যে কর্ম্মই শ্রীগুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাউক না কেন তাহাই করা উচিত। সুন্দর বুদ্ধি যাহাদের তাহারা দ্যূতক্রীড়াদিতে কাল কাটাইবে না। দেবতার পূজা জপ যজ্ঞ স্তব ইত্যাদি লইয়া কাল কাটাইবে। এই কর্ম্ম দ্বিবিধ—বাহিরের ও ভিতরের। বাহিরের কর্ম্ম নিয়মপূর্ব্বক করা চাই কিন্তু ভিতরের কোন নিয়ম নাই। শুচি অশুচি, যেখানে সেখানে, চলিতে বসিতে, স্বপ্নে, যাহাতে তাহাতে, মনে মনে ধর্ম্মাচরণ করিবে। মানসধর্ম্মে কোন দোষ নাই। সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ হইতেছে জপযজ্ঞ। জপ যজ্ঞই হে মহেশ্বরি! আমার স্বরূপ। বাহ্যে বা অন্তরে যিনি জপ লইয়া আছেন হে পরমেশানি! তিনি যে জীবন্মুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৮

নির্গুণ উপাসনায় সর্ব্বদা স্মরণ।

অনুক্ষণং কিং প্রতিচিন্তনীয়ম্?
সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্ত্বম্।

তৃতীয়বিশ্রাম-বিশ্বরূপ উপাসনা।

সাকারেণ মহেশানি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি! নিরাকারং ন পশ্যতি॥
সাকার মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেব সদা দেবি! নিরাকারং প্রপশ্যতি॥
কুব্জিকা তন্ত্রে নবম পটলে।

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥
অগস্ত্য সংহিতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে॥

সাকার অবলম্বন করিয়াই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মভাবনা করিতে হয় সাকার ভিন্ন নিরাকারে স্থিতি লাভ হয় না। সমস্তই সাকার; সাকার দেখা যায়। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা নিরাকার দর্শন হয় বা তাহাতে স্থিতি লাভ করা যায়।

আর "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরীণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥

এই শ্লোকের বিকৃত অর্থ করিয়া মানুষ যে বলে যে মানুষই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেন এই ভ্রম দূর করিবার জন্য অগস্ত ঋষি বলিতেছেন—

যিনি সর্ব্বেশ্বর যিনি সর্ব্বময় যিনি সর্ব্বভূত হিতে রত তিনিই সকলের উপকারের জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। সাকার রূপ মানুষের কল্পনা নহে। মায়া আপন শক্তিতে রূপ ধরান ও ধরেন।

প্রথম উল্লাস

বিশ্বরূপ :

ত্বাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ।
দিশঃ শ্রোত্রে যস্য পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ
ধ্যাতব্যোঽসৌ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং পদ্ভ্যাং দেবী বসুন্ধরা।
বিক্রমেণ ত্রয়োলোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ॥
দিশো ভুজা রবিশ্চক্ষুবীর্য্যে শুক্রঃ প্রতিষ্টিতঃ।
সপ্তমার্গা নিরুদ্ধাস্তে বয়োরমিততেজসঃ॥

মহাভারতে ভীষ্মস্তবরাজ

বিপ্রগণ বলেন তেজোমণ্ডিত স্বর্গলোকে যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভিদেশ, চন্দ্রসূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিকপাল যাঁহার শ্রোত্র, আর যাঁহার পাদদেশ এই পৃথিবী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এই বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষই ধ্যানের বস্তু।

হে সনাতন পুরুষ! তোমার মস্তকদ্বারা স্বর্গলোক ব্যাপ্ত, পাদদেশে দেবী বসুন্ধরা, তোমার প্রতাপ তিনলোক ছাইয়া আছে। দিকসকল তোমার বাহু, সূর্য্য দ্বারা তুমি দর্শন করিয়া থাক তোমার বীর্য্যে শুক্র প্রতিষ্ঠিত, অমিত তেজশালী বায়ুর সপ্ত গমন পথ তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত।

২

শ্রীগীতোক্ত বিংশতি জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞেয়।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

[অধুনা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন কহিতেছেন]—শ্লাঘারাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, পরপীড়াবর্জ্জন, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সর্ব্ববিধশৌচ, সৎকার্য্যে দৃঢ়তা এবং শরীরসংযম; বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিত্ব এবং জন্মমৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের পর্য্যালোচন; পুত্রদারগৃহপ্রভৃতিতে অনাসক্তি এবং পুত্রাদির সুখদুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ বোধ না করা আর ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের নির্ব্বিকারতা; [পরমেশ্বর স্বরূপ] আমাতে অনন্যযোগ দ্বারা (সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি দ্বারা) একান্ত ভক্তি এবং পবিত্র ও চিত্তপ্রসাদকর নির্জ্জন প্রদেশে বাস এবং আত্মজ্ঞান-বিমুখগণের সমাজে বিরক্তি; আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা (অর্থাৎ তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যের তৎপদ ও ত্বংপদের অর্থ সদা আলোচনা) এবং তত্ত্বজ্ঞানের

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন (অর্থাৎ মুক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বসম্বন্ধে আলোচনা) —এই অমানিত্ব প্রভৃতি বিংশতিটি [জ্ঞানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক] জ্ঞানরূপে উক্ত হইয়াছে; আর যাহা ইহার বিপরীত তাহা [আত্মজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া] অজ্ঞান (অতএব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়) ॥ ৭—১১ ॥

[এই সাধনার জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা তাহা ছয়টি শ্লোকে কহিতেছেন]—যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা বলিতেছি; যাহা অবগত হইলে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। তিনি অনাদি আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি সৎ (বিধিমুখে প্রমাণের বিষয়) বা অসৎ (নিষেধের বিষয়)—এতদুভয়ের কিছুই নহেন; [অর্থাৎ ঐ জ্ঞেয় স্বরূপ ব্রহ্ম অবিষয়ত্বহেতু সৎও নহেন, অসৎও নহেন] ॥ ১২

তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে প্রকাশমান, অথচ স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত; নিঃসঙ্গ অথচ স্বয়ং সকলের আধারভূত এবং গুণহীন অথচ স্বয়ং গুণের পালক ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্* ॥ ১৭ ॥

তিনি [তাঁহারই সৃষ্ট] জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে (সুবর্ণ যেমন কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে এবং জল যেমন তরঙ্গে অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান) সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন; স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি (যেহেতু কার্য্যমাত্রই কারণাত্মক); সূক্ষ্মতাবশতঃ রূপাদি-বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় (স্পষ্টরূপে জানিবার অযোগ্য); অজ্ঞানদিগের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ (কারণ তিনি সবিকার প্রকৃতির অতীত) এবং জ্ঞানিগণের [অপরোক্ষরূপে] নিত্য সন্নিহিত ॥ ১৫ ॥

তিনি [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] ভূতগণে [কারণরূপে] অভিন্ন এবং [কার্য্যরূপে] ভিন্নরূপে প্রতীয়মান; সেই জ্ঞাতব্য বস্তু [স্থিতিকালে] ভূতগণের পালক, [প্রলয়কালে] গ্রাসকারী, [সৃষ্টিকালে] প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ং নানা রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

তিনি (ব্রহ্ম) জ্যোতিঃসকলেরও প্রকাশক; অতএব তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তিনিই [বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান] জ্ঞান; তিনিই [রূপাদি আকারে] জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধন দ্বারা জ্ঞাতব্য; এবং সর্ব্বভূতের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করিতেছেন

* ধিষ্টিতমিতি বা পাঠঃ।

৩

সাধক-পঞ্চক স্তোত্রম্।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা-
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥
সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দ্দৃঢ়া ধীয়তাম্
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরো বাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥ ২॥
বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমশ্রীয়তাং
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।

প্রত্যহ বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্ম সকল সুচারুরূপে অনুষ্ঠান কর, নিষ্কাম কর্ম্মেরদ্বারা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা কর, বিষয়বাসনা মন হইতে পরিত্যাগ কর। পাপরাশি বিধৌত কর, সংসারে ভোগসুখে অনিত্যাদি দোষের অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানে সর্ব্বদা যত্ন রাখ এবং শীঘ্রই নিজগৃহ হইতে বাহির হও। সন্ন্যাসে যাঁহাদের অধিকার তাঁহাদিগকেই ইহা বলা হইতেছে।

সাধুসঙ্গ কর, ভগবানের প্রতি অচলাভক্তি সংযোগ কর, শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হও; শীঘ্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর, সদ্বিদ্যাবান্ পুরুষের শরণ লও, প্রত্যহ গুরুপাদুকা পঞ্চক সেবা কর, একাক্ষর পরব্রহ্ম প্রণবের অর্থ ধারণা কর এবং উপনিষদ্ বাক্য শ্রবণ কর।

ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং
দেহেঽহংমতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥
ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্ ।
শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥
একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্ ।
প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

বেদবাক্যের অর্থসকল দার্শনিক উপপত্তি দ্বারা বিচার কর, বেদের পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, শ্রুতির মত সমর্থন কর "আমিই ব্রহ্ম" ভাবনা কর, সর্ব্বথা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং জ্ঞানির সহিত বাগ্বিবাদ বুদ্ধি বর্জ্জন কর।

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর; প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদ অন্নের প্রার্থনা করিওনা, ভাগ্যে যাহা মিলে তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ কর, শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুদ্বিগ্নচিত্তে সহ্য করিতে অভ্যাস কর। বৃথাবাক্য কথন পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবৎবিষয় অস্থায়ী জানিয়া অনাস্থা অভ্যাস কর এবং জীবে দয়া করিতে কৃপণতা করিও না।

একান্তে সুখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, পরিপূর্ণ আত্মার দর্শন কর, এই জগতকে ব্রহ্মবাধিত দর্শন কর অর্থাৎ ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত ইহা দর্শন কর। জ্ঞানবলে পূর্ব্ব-পূর্ব্বকর্ম্ম লয় কর,

যঃ শ্লোক পঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ, সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥৬॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং সাধন-পঞ্চকম্।

পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্।

ধ্যান হৃদয়কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্য মীড়ে ॥

ভাবি কর্ম্মে সংশিষ্ট হইও না, অবিচলিত চিত্তে আপনার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ কর এবং পরব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতিলাভ কর।

যিনি প্রতিদিন এই শ্লোক পঞ্চক পাঠ এবং সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে ইহার অর্থচিন্তন করেন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রসাদে চিত্তপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার সংসার-রূপ দাবানলের তীব্রতাপ প্রশমিত হইয়া যায়।

[ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম এই মন্ত্রোদ্ধার, এই সিদ্ধমন্ত্রের অর্থ চিন্তা; ইহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যে ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞান রূপ মন্ত্র চৈতন্য, ঋষিন্যাসরূপ প্রয়োগ, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম করিয়া পরে ধ্যান]

[ধ্যানের পর পৃথ্বীতত্ত্বকে গন্ধ, আকাশতত্ত্বকে পুষ্প, বায়ুতত্ত্বকে ধূপ, তেজকে দীপ, জলকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া মানসোপচারে পূজা পরে ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম মন্ত্র জপ ও তৎফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা বাহ্যপূজা, পরে মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্তোত্র পাঠ]

অষ্টদল হৃদয়কমলের মধ্যে সমস্ত বিশেষণ রহিত ও ভেদরহিত; ইচ্ছারহিত; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মাত্র জ্ঞেয় অর্থাৎ অকার উকার

স্তোত্র ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১ ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ২ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৩ ॥

মকার দ্বারা প্রতিপাদ্য প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম; যোগিগণ কর্ত্তৃক ধ্যানযোগে লভ্য; যাঁহার ধ্যানে জনন মরণের ভয় বিদূরিত হয়; যিনি নিত্য জ্ঞান-স্বরূপ, যিনি নিখিলভুবনের একমাত্র বীজ বা একমাত্র কারণ; আমরা সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকে ধ্যান করি।

হে ওঁকাররূপিন্ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ বিরাটপুরুষ তোমাকে নমস্কার; তুমি অদ্বৈততত্ত্ব, তুমি মুক্তিদায়ক, তোমাকে নমস্কার; তুমি ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ তোমাকে নমস্কার।

তুমিই শরণ্য-শরণ লইবার বস্তু, তুমিই বরণীয়-বরণকরিবার বস্তু; তুমিই পরমপুরুষ; তুমি চলনরহিত; তোমাতে কিছুমাত্র বিকল্প বা স্পন্দন বা কল্পনা নাই।

তুমি আবার ভয়েরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ। প্রাণিগণের গতি তুমি;

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা প্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪ ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫ ॥

পবিত্রেরও পবিত্র তুমি, মহোচ্চপদ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি একাই সেই পদেরও নিয়ন্তা; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ; তুমি রক্ষাকর্ত্তাদিগেরও রক্ষক।

তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মাদি তাঁহাদেরও ঈশ্বর; তুমি প্রভু অর্থাৎ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; তুমি সর্ব্বরূপে রূপ মিশাইয়া থাকিলেও কোথাও প্রকাশমান হইতেছ না; তোমার তত্ত্ব কোনও রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না; কোন ইন্দ্রিয় তোমাকে গোচর করিতে পারে না অথচ তুমি মাত্রই সত্য; তুমি চিন্তার সীমায় নও; তোমার ক্ষরণ নাই বা ক্ষয় নাই; তুমি ব্যাপক; তুমি অব্যক্ত তত্ত্ব স্বরূপ; জগতের প্রকাশক চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ অগ্নিরও তুমি প্রকাশক; তুমি ভক্তি জ্ঞান ইত্যাদির অস্ফুরণরূপ অপায় বা বিঘ্ন হইতে রক্ষা কর। (পায়াৎ-রক্ষেৎ)। (অপায়াৎ-ভক্তিবুদ্ধ্যাদি-বিশ্লেষাৎ)।

একমাত্র তোমাকেই আমরা স্মরণ করিব, একমাত্রই তোমার মন্ত্রই জপ করিব, জগতের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ তুমি তোমাকেই আমরা নমস্কার করিব, তুমিই একমাত্র সৎ, সকলের আধার তুমি কিন্তু তোমার আধার

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
প্রদোষে যঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥

জগন্মঙ্গল ব্রহ্ম কবচম্

পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ।
কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্‌বিভুঃ ॥ ১ ॥
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২ ॥

কেহ নাই, তুমি অবলম্বন শূন্য ঈশ্বর। তুমি ভব সমুদ্রের পোতস্বরূপ, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। ব্রহ্মের এই পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্র যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যিনি ইহা পাঠ করেন তিনি পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করেন। বিশেষতঃ সোমবারে প্রাজ্ঞব্যক্তি এই স্তোত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ বান্ধবগণকে শুনাইবেন এবং বুঝাইবেন।

কবচ—পরমাত্মা আমার মস্তক রক্ষা করুন। পরমেশ্বর হৃদয় রক্ষা করুন, জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন। সর্ব্বদর্শী বিভু বদন রক্ষা করুন; বিশ্বাত্মা কর দ্বয় রক্ষা করুন। চিন্ময় আমার চরণ দ্বয় রক্ষা করুন। সনাতন ব্রহ্ম আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ঋষিন্যাস করিয়া ব্রহ্মকবচ পাঠ করিতে হয়, করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মময় হয়েন।

শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঃ।
ঋষিছন্দোঽনুষ্টুবিতি পরব্রহ্ম দেবতা।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যঃ পঠেৎ ব্রহ্মকবচং ঋষিন্যাস পুরঃসরম্।
স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়োভবেৎ॥

প্রণাম ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ॥
বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে॥

ঋষিন্যাস—অস্য শ্রীজগন্মঙ্গল কবচস্য সদাশিবঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাপ্ত্যৈ শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্য কবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ মুখেঽনুষ্টুপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাপ্ত্যৈ শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্য কবচ পাঠে বিনিয়োগঃ।

করন্যাস—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সৎ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। চিৎ মধ্যমাভ্যাং বষট্। একং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যং বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অঙ্গন্যাস—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। সৎ শিরসে স্বাহা। চিৎ শিখায়ৈ বষট্। একং কবচায় হুঁ। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

প্রাণায়াম—সমগ্র মূলমন্ত্রে বা প্রণব দিয়া।

প্রণাম—তুমি পরব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণাতীত তোমাকে নমস্কার; তুমি সৎস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। পরমেশ্বরের আরাধনাতে বাচিক কায়িক

বা মানসিক যেরূপ ইচ্ছা ত্রিবিধ নমস্কার করা যাইতে পারে। ভাবশুদ্ধির জন্য প্রণাম আবশ্যক।

[ব্রহ্মপূজার পর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। এ পূজার আবাহন বিসর্জ্জন নাই। সকল সময়ে সর্ব্ব স্থানে ব্রহ্মসাধন হয়। স্নাত অস্নাত, ভুক্ত অভুক্ত সকল অবস্থাতে হৃদয় পবিত্র করিয়া ব্রহ্মের পূজা করিতে হয়। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" এই মন্ত্রদ্বারা পক্ক অপক্ক সমস্ত দ্রব্য শোধন করিয়া লইলে তাহাতে স্পর্শ দোষ হয় না। যাঁহার সমুদয়ই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে তিনি জাতিবিচার বা স্পর্শ অস্পর্শ বিচার কি করিবেন? যতদিন তাহা না হয় ততদিনই বিচার চাই।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের সন্ধ্যাবিধি—প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় যে কোন স্থানে ও যে কোন আসনে ব্রহ্মের ধ্যান করা যায়। পরে ১০৮ গায়ত্রী জপ। পরে ব্রহ্মার্পণমস্তু এই মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রণাম করিবে। গায়ত্রী যথা—

পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নোব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।

প্রাতঃকৃত্য—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া ব্রহ্ম মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম করিয়া পরমব্রহ্মের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম এই মন্ত্র স্মরণ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ—৩২ হাজার ব্রহ্মমন্ত্র জপ ৩২ শত হোম ৩২০ তর্পণ ৩২ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন। অর্থাৎ ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণভোজন। ব্রহ্মমন্ত্রের যিনি গুরু তিনিই সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করেন। সেই গুরুর নিকটে এই মন্ত্র লইতে হয়। ব্রাহ্মণে ও ব্রাহ্মণেতর সকলেই এই মন্ত্র লইতে পারে। গুরু শিষ্যের মস্তকে ১০৮ বার ঐ মন্ত্র জপ করিয়া দিবেন পরে ব্রাহ্মণ-শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ৭ বার ও ব্রাহ্মণেতর শিষ্যের বামকর্ণে সাতবার জপ করিয়াদিলেই মন্ত্র লওয়া হইল।

৫

অভীষ্টদ স্তব।

নমো হিরণ্যগর্ভায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে।
অবিজ্ঞাত-স্বরূপায় কৈবল্যায়ামৃতায় চ ॥ ১ ॥
যন্ন বেদা * বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্।
ন যত্র বাক্ প্রভবতি † নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥২॥
যোগিনো যং হৃদাকাশে প্রণিধানেন নিশ্চলাঃ।
জ্যোতীরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥
কালাৎপরায় কালায় স্বেচ্ছয়া পুরুষায় চ।
গুণত্রয়স্বরূপায় নমঃ প্রকৃতিরূপিণে ॥ ৪ ॥
বিষ্ণবে সত্ত্বরূপায় রজোরূপায় বেধসে।
তমসে রুদ্ররূপায় স্থিতিসর্গান্তকারিণে ॥ ৫ ॥

"দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানাম্ ইতরেষাঞ্চ বামতঃ।"

মন্ত্রজপের পূর্ব্বে ও পরে হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্র জপকে বলে সেতু এবং মস্তকে জপ করাকে বলে কুল্লুকা।

ব্রহ্মরূপী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মকে নমস্কার। ইহাঁর আপনি আপনি স্থিতিরূপ স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না। ইনি কেবল আনন্দস্বরূপ ইঁহাকে নমস্কার। যাঁহাকে বেদও জানেন না, মনও যাঁহাকে চিন্তা করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, যেখানে বাক্য পৌঁছিতে পারে না সেই জ্ঞানাত্মাকে নমস্কার। যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া যে অখণ্ডব্রহ্মকে জ্যোতিরূপে হৃদাকাশে দর্শন করেন সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি কাল

---

* দেবা ইতি বা পাঠঃ।

† প্রসরতি ইতি বা পাঠঃ।

নমো বুদ্ধিস্বরূপায় ত্রিধাঁহঙ্কৃতয়ে নমঃ।
পঞ্চতন্মাত্ররূপায় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মনে ॥ ৬ ॥
নমোনমঃ স্বরূপায় পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনে।
ক্ষিত্যাদি পঞ্চরূপায় নমস্তে বিষয়াত্মনে ॥ ৭ ॥
নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্ব্বর্ত্তিনে নমঃ।
অর্ব্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥
অনিত্যনিত্যরূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ।
সমস্তভক্তকৃপয়া স্বেচ্ছাবিষ্কৃতবিগ্রহ ॥ ৯ ॥
তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তবস্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্ব ভূতানি তে পাদোঃ শীর্ষো স্তোঃ সমবর্ত্তত ॥ ১০ ॥
নাভ্যা আসীদ্ অন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষু সূর্য্যস্তব প্রভো ॥ ১১ ॥

হইতেও শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব কালস্বরূপ, যিনি স্বেচ্ছায় পুরুষ, যিনি সত্ত্ব-রজস্তম গুণান্বিতা প্রকৃতি সেই তোমাকে নমস্কার। সৃষ্টিস্থিতি লয়কর্ত্তা সত্ত্বরূপ বিষ্ণু, রজোরূপ ব্রহ্মা, তমোরূপ রুদ্র তুমি তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার, তুমি ত্রিবিধ অহংকার তোমাকে নমস্কার। তুমি পঞ্চতন্মাত্ররূপ, তুমি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ, তুমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চরূপ তোমাকে নমস্কার, তুমি রূপরসাদি বিষয়-রূপেও আছ তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মাণ্ডরূপ তুমি, তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে তুমি তোমাকে নমস্কার। তুমি নূতন তুমি পুরাতন, তুমি বিশ্বরূপ তোমাকে নমস্কার। অনিত্য ও নিত্যরূপ তুমি সৎ ও অসতের পতি তুমি তোমাকে নমস্কার। সমস্ত ভক্তগণের উপরে কৃপা করিয়া তুমি স্বেচ্ছাক্রমে শরীর ধারণ কর।

ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব।
ঈশ ত্বয়াবাস্য মিদং হি সর্ব্বং
নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ১২॥

যঃ স্তোষ্যত্যনয়া স্তুত্যা শ্রদ্ধাবান্ প্রত্যহং শুচিঃ।
মাং বা হরং বা বিষ্ণুং বা তস্যতুষ্টাঃ সদা বয়ম্॥ ১৩॥
দাস্যামঃ সকলান্ কামান্ পুত্রান্ পৌত্রান্ পশূন্ বসু।
সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যং নির্ভয়ত্বং রণে জয়ম্॥ ১৪॥
ঐহিকামুষ্মিকান্ ভোগানপবর্গং তথাক্ষয়ম্।
যদ্ যদিষ্টতমং তস্য তত্তৎ সর্ব্বং ভবিষ্যতি॥ ১৫।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঠিতব্যঃ স্তবোত্তমঃ।
অভীষ্টদ ইতিখ্যাত স্তবোঽয়ং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥ ১৬॥

বেদসকল তোমার নিশ্বাস। অখিলজগৎ তোমা হইতে নির্গত তোমার স্বেদবিন্দু। তোমার পাদদেশে বিশ্বভূতগণ, আকাশে তোমার শীর্ষদেশ; নাভিদেশে অন্তরীক্ষ; বনস্পতিসকল তোমার লোমরাজি; চন্দ্র তোমার মন হইতে জাত। হে প্রভো! সূর্য্যই তোমার চক্ষু। তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত, এই জগতে যে স্তব করে সেও তুমি, যাহা দিয়া স্তব করে তাও তুমি, যাহাকে স্তব করে তাও তুমি। হে ঈশ্বর! এই সমস্তজগৎ তোমাদ্বারাই আচ্ছাদিত অতএব তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। ব্রহ্মা তখন প্রণত দেবগণকে বলিতে লাগিলেন—যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে প্রত্যহ এই স্তবদ্বারা আমাকে, হরকে অথবা বিষ্ণুকে স্তুতি করে, আমরা সর্ব্বদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বাভীষ্ট—পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন, সৌভাগ্য, আয়ু, আরোগ্য, অভয়, রণে জয়,

৬

সমকালে নিগুর্ণসগুণ।

অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরাসিদ্ধির্ন ত্বনুষ্ঠানদুঃখতঃ॥
ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাশে নালভ্যো বিষমেন চ।
স্বানন্দাভাসরূপোহসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে॥
কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপোদান ব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্॥
চিন্মাত্রমেষ শশিভৃচ্চিন্মাত্রং গরুড়েশ্বরঃ।
চিন্মাত্রমেব তপনশ্চিন্মাত্রং কমলোদ্ভবঃ॥ ৮॥

ঐহিক পারত্রিক ভোগ ও নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করি। যাহা যাহা তাহার ইষ্টতম তৎ সমস্তই তাহার হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই উত্তম স্তব সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এই স্তোত্র অভীষ্টদ নামে খ্যাত।

এই দেবাদিদেব পরমাত্মাকে জানাই তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়। জ্ঞান হইতেই পরমসিদ্ধি লাভ হয়; কোন প্রকার কষ্টকর অনুষ্ঠানে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ইনি দূরেও নহেন নিকটেও নহেন, কোন প্রকার কষ্টকর কার্য্যদ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না। আপন আনন্দের আভাস স্বরূপ ইনি, ইঁহাকে স্বদেহেই লাভ করা যায়। তপস্যা দান ব্রতাদি পরমপুরুষকে লাভের পক্ষে কিছুই উপকার করিতে পারে না। স্বভাবে বা আপনি আপনি ভাবে বিশ্রান্তি ভিন্ন এবিষয়ে অন্য কোন সাধনা নাই। বিস্মৃত কণ্ঠহারকে স্মরণ করিলেই যেমন তাহা কণ্ঠেই পাওয়া যায় ইনিও সেইরূপে লভ্য।

এই চিন্মাত্র দেবই চন্দ্রশেখর মহাদেব, এই চিন্মাত্র দেবই গরুড়েশ্বর

যস্মাদ্বিষ্ণাদয়ো দেবাঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ।
যস্মাজ্জগন্ত্যনন্তানি বুদ্‌বুদা জলধেরিব ॥ ৯ ॥
যং যান্তি দৃশ্যবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্।
য আত্মানং পদার্থঞ্চ প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ১০ ॥
য আকাশে শরীরে চ দৃষৎস্বপ্সু লতাসু চ।
পাংসুষদ্রিষু বাতেষু পাতালেষু চ সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
যঃ প্লাবয়তি সংরুদ্ধং পুর্য্যষ্টকমিতস্ততঃ।
যেন মূকীকৃতা মূঢ়াঃ শিলাধ্যানমিবাস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥
ব্যোম যেন কৃতং শূন্যং শৈলা যেন ঘনীকৃতাঃ।
আপোদ্রুতাঃ কৃতা যেন দীপো যস্য বশো রবিঃ ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণু, এই চিন্মাত্র দেবই এই সূর্য্য, এই চিন্মাত্র দেবই এই কমলযোনি ব্রহ্মা।

ইঁহা হইতেই বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবতা সূর্য্য হইতে রশ্মির ন্যায় জন্মিতেছে। অনন্ত জগৎ ইঁহা হইতে সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ মত জন্মিতেছে। ইঁহাতেই দৃশ্যবস্তু সমূহ প্রলয়কালে মহাসমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হওয়ার মত প্রবেশ করিতেছে। প্রদীপ যেমন আপনাকে ও অন্যবস্তুকে প্রকাশ করে সেইরূপ ইনিও আপনাকে ও অন্যবস্তু সমূহকে প্রকাশ করিতেছেন। ইনিই আকাশে শরীরে, পাষাণে জলে, লতায় ভস্মে, পর্ব্বতে বায়ুতে ও পাতালে অবস্থিত। ইনি পুর্য্যষ্টককে—কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মভূত, প্রাণ অবিদ্যা কাম কর্ম্ম অন্তঃকরণ প্রভৃতি সংঘাতকে ইতস্ততঃ অন্তরে বাহিরে আপন চিৎদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া প্লাবিত করিতেছেন। ইনি মূঢ়কে মূক ও পাষাণকে ধ্যানভাবে রাখিয়াছেন। চেতনের চেতনা ও অচেতনের বৈচিত্র ইনিই দিতেছেন। ইনিই আকাশকে শূন্য

বায়ুর্ভূত্বা বিক্ষিপতে চ বিশ্বমগ্নির্ভূত্বা দহতে বিশ্বরূপঃ।
আপোভূত্বা মজ্জয়তে চ সর্ব্বং ব্রহ্মাভূত্বা সৃজতে বিশ্বসংঘান্॥
জ্যোতির্ভূতঃ পরমোঽসৌ পুরস্তাৎ প্রকাশতে যৎ প্রভয়া বিশ্বরূপঃ
অপঃ সৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতাত্মযোনিঃ পুরাকরোৎ সর্ব্বমেবাথ বিশ্বম্॥
ঋতূনুৎপাতান্ বিবিধান্যদ্ভুতানি মেঘান্ বিদ্যুৎ সর্ব্বমৈরাবতং চ।
সর্ব্বং কৃৎস্নং স্থাবরং জঙ্গমং চ বিশ্বাত্মানং বিষ্ণুমেনং প্রতীহি॥
মৃত্যুশ্চৈব প্রাণিনামন্তকালে সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ শাশ্বতো ধর্ম্মবাহঃ।
ভূতং চ যচ্চেহ ন বিদ্ম কিঞ্চিদ্বিষক্‌সেনাৎ সর্ব্বমেতৎ প্রতীহি॥
যৎ প্রশস্তং চ লোকেষু পুণ্যং যচ্চ শুভাশুভম্।
তৎসর্ব্বং কেশবোঽচিন্ত্যো বিপরীতমতঃ পরম্।

মহাভারতে।

করিতেছেন ও জলকে দ্রব করিতেছেন। ইঁহার বশীভূত হইয়াই রবি দীপ্ত স্বভাববিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

এই বিশ্বরূপ পুরুষ বায়ু হইয়া বিশ্বকে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, অগ্নি হইয়া সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন, সলিল হইয়া সমস্ত বস্তু নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া বিশ্ব-সমস্ত সৃজন করেন। এই পরম পুরুষ জ্যোতিস্বরূপ হইয়া আপনার জ্যোতির প্রভায় আপনি বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। পূর্ব্বে সলিল সৃষ্টি করিয়া এই সর্ব্বভূতের জন্মদাতাই সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ইনিই ঋতু, ইনিই উৎপাৎ, বিবিধ অদ্ভুৎবস্তু, ঐরাবত, স্থাবর জঙ্গম, সমস্তই এই বিশ্বাত্মা বিষ্ণু, ইহা তুমি জান।

এই ধর্ম্মবাহক নিত্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রাণিগণের অন্তকালে মৃত্যুরূপে আগমন করেন। এই জগতে যত প্রাণী দেখিতেছ তাহা বিষ্বকসেন হইতে পৃথক্ নহে জানিও। এই জীবলোকেই যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ

৭

শ্রীভগবান ও ভক্ত।

অহং হি সর্ব্ব ভাবানামন্তস্তিষ্ঠামি সর্ব্বগঃ।
মাং সর্ব্বসাক্ষিণং লোকা ন জানন্তি প্লবঙ্গম ॥ ৩ ॥
সর্ব্বে লোকা নমস্যন্তি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো দেবং ভূতাধিপতিমীশ্বরম্ ॥ ৭ ॥
মাং পশ্যন্তীহ বিদ্বাংসো ধার্ম্মিকা বেদবাদিনঃ।
তেষাং সন্নিহিতো নিত্যং যে ভক্ত্যা মামুপাসতে ॥ ৯ ॥

এবং যাহা কিছু অশুভ সেই সমস্তই ভাবনার অতীত কেশব। ইঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ আছে ইহা জল্পনা কল্পনা মাত্র।

সর্ব্বগামী আমি, সকলভাবের অন্তরে আমিই থাকি। হে মহাবীর! মানবেরা সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ আমাকে জানেনা। সমস্তলোকে এবং লোক পিতামহ ব্রহ্মাও আমাকেই নমস্কার করেন। আমি সকলভূতের অধিপতি, পরমেশ্বর, দেবতা। যোগিগণ আমাকেই ধ্যান করেন। বেদজ্ঞ ধর্ম্ম-পরায়ণ বিদ্বানগণ আমাকে দেখিতে পান আর যে সকল ভক্ত সর্ব্বদা আমার উপাসনা করে আমি তাহাদের নিকটেই থাকি। [মানুষ! তোমার ভয় কি? তুমি সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাক,—বাক্য, কর্ম্ম ও ভাবনা তাঁহাকে সমর্পণ করা রূপ উপাসনা দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তাকর বুঝিবে তিনি তোমার কাছে কাছেই আছেন। যদি অনুভবে না আইসে তবে শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এইবাক্য বিশ্বাস কর ঠিক বুঝিবে তিনি কাছে কাছে ঘুরিতেছেন। তিনি যখন নিকটে তখন তুমি ত যমকেও ভয় করনা অন্য পরে কা কথা।]

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ধার্ম্মিকা মামুপাসতে।
তেষাং দদামি তৎ স্থানমানন্দং পরমং পদম্ ॥ ১০ ॥
অন্যেঽপি যে বিকর্ম্মস্থাঃ শূদ্রাদ্যা নীচজাতয়ঃ।
ভক্তিমন্তঃ প্রমুচ্যন্তে কালে ময়ি চ সঙ্গতাঃ ॥ ১১ ॥
ন মদ্ভক্তা বিনশ্যন্তি মদ্ভূতা বীতকল্মষাঃ।
আদাবেতৎ প্রতিজ্ঞাতং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ১২ ॥
যো বা নিন্দতি তং মূঢ়ো দেবদেবং স নিন্দতি।
যো হি তং পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স পূজয়তি মাং সদা ॥ ১৩ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং মদারাধনকারণাৎ।
যো মে দদাতি নিয়তঃ স মে ভক্তঃ প্রিয়ো মতঃ ॥ ১৪ ॥
অহমেব হি সংহর্ত্তা স্রষ্ঠাহং পরিপালকঃ।
মায়াবী মামিকা শক্তি র্মায়া লোকাবিমোহিনী ॥ ১৮ ॥
মমৈব চ পরাশক্তি র্যা সা বিদ্যেতি গীয়তে।
নাশয়ামি তয়া মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ আমার উপাসনা করেন; আমি তাহাদিগকে আনন্দময় পরমপদ প্রদান করি। আবার কুকর্ম্মপরায়ণ শূদ্রাদি নীচজাতিরাও আমাতে ভক্তিমান্ হইলে কালে সংসার হইতে মুক্ত হয় ও আমার সহিত মিলিত হয়। আমার ভক্তগণ কখনই বিনষ্ট হয় না। তাহারা নিষ্পাপ হইয়া আমারই সারূপ্য লাভ করে। আমি অবতীর্ণ হইবার সময়েই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, আমার ভক্তের বিনাশ নাই। যে মূঢ় আমার ভক্তের নিন্দা করে, সে দেবদেব আমারই নিন্দা করে। যিনি ভক্তকে পূজা করেন, তিনি আমারই পূজা করেন। আমার আরাধনার জন্য যিনি সংযমী হইয়া আমাকে পত্র পুষ্প

অহং হি সর্ব্বশক্তীনাং প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকঃ।
আরাধভূতঃ সর্ব্বেষাং নিধানমমৃতস্থ চ ॥ ২০ ॥
একা সর্ব্বান্তরা শক্তিঃ করোতি বিবিধং জগৎ।
আস্থায় ব্রহ্মণো রূপং মন্ময়ী মদধিষ্ঠিতা ॥ ২১ ॥
অন্যা চা শক্তির্বিপুলা সংস্থাপয়তি মে জগৎ।
ভূত্বা নারায়ণোঽনন্তো জগন্নাথো জগন্ময়ঃ ॥ ২২ ॥
তৃতীয়া মহতী শক্তি র্নিহন্ত্রী সকলং জগৎ।
তামসী মে সমাখ্যাতা কালাখ্যা রুদ্ররূপিণী ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বলোকৈকনির্ম্মাতা সর্ব্বলোকৈকরক্ষিতা।
সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তা সর্ব্বাত্মাহং সনাতনঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বেষামেব বস্তূনামান্তর্যামী পিতাপ্যহম্।
মধ্যেবান্তঃস্থিতং সর্ব্বং নাহং সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ২ ॥
ভবতা চাদ্ভুতং দৃষ্টং যৎ স্বরূপন্ত মামকম্।
মায়ৈষা বেথ মে বৎস সা মায়া দর্শিতা ময়া ॥ ৩ ॥
যো হি সর্ব্বগতঃ সাক্ষী কালচক্রপ্রবর্ত্তকঃ।
হিরণ্যগর্ভো মার্ত্তণ্ডঃ সোঽপি মদ্দেহ সম্ভবঃ ॥ ৯ ॥

ফল ও জল দিয়া পূজা করেন, তিনিই আমার ভক্ত ও প্রিয়। আমিই সৃজন-পালন-লয়কর্ত্তা। আমি মায়াবী। আমার শক্তি মায়াই লোক-দিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। বিদ্যানামে আমার আর এক পরাশক্তি আছে। সেই পরাশক্তি দ্বারা আমি যোগিগণের হৃদয়ে থাকিয়া মায়া নাশ করি।

শ্রীভগবান রামচন্দ্র আপন প্রিয়ভক্তকে পুনরায় যাহা বলিলেন সংক্ষেপে তাহার ভাবার্থ এই—সর্ব্বশক্তির প্রয়োগকর্ত্তা ও সংসারকর্ত্তা আমিই। সকলের আধার ও অমৃতের নিধান আমি। আমারই একটি শক্তি

স সর্ব্বলোকনির্ম্মাতা মন্নিয়োগেন সর্ব্ববিৎ।
ভূত্বা চতুর্ম্মুখঃ সর্গং সৃজ্যত্যেবাত্মসম্ভবঃ ॥ ১২ ॥
যোঽপি নারায়ণোঽনন্তো লোকানাং প্রভুরব্যয়ঃ।
মমৈব পরমামূর্ত্তিঃ করোতি পরিপালনম্ ॥ ১৩ ॥
যোঽন্তকঃ সর্ব্বভূতানাং রুদ্রঃ কলাত্মকঃ প্রভুঃ।
মদাজ্ঞয়াসৌ সততং সংহরত্যেব মে তনুঃ ॥ ১৪ ॥
হব্যং বহন্তি দেবানাং কব্যং কব্যাশিনামপি।
পাকঞ্চ কুরুতে বহ্নিঃ সোঽপি মচ্ছক্তি চোদিতঃ ॥ ১৫ ॥
যঃ স্বভাসা জগৎ কৃৎস্নং প্রকাশয়তি সর্ব্বদা।
সূর্য্যো বৃষ্টিং বিতনুতে শাস্ত্রেণৈব স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২০ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চ তথাশ্বিনৌ।
অন্যাশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বা মচ্ছাসনমধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
ভূমিরাপোঽনিলো বহ্নিঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্নিয়োগান্মম বর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥
অশেষ জগতাং যোনি র্মোহিনী সর্ব্বদেহিনাম্।

ব্রহ্মরূপ ধরিয়া সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধজগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আমার আর এক শক্তি নারায়ণ অনন্ত জগন্নাথ হইয়া জগৎ পালন করিতেছে। আমার তৃতীয়া মহাশক্তি রুদ্ররূপে জগৎ নাশ করে। আমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি। এই বিশ্ব আমাতেই সংস্থিত আমিই সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করি। সর্ব্বলোকের নির্ম্মাতা, রক্ষিতা, সংহর্ত্তা সর্ব্বাত্মা আমিই। সর্ব্ববস্তুর পিতাও আমি অন্তর্যামীও আমি। তুমি আমার যে নারায়ণমূর্ত্তি এই মাত্র দেখিলে, উহা আমি মায়াদ্বারা দেখাইলাম। কালচক্রের প্রবর্ত্তক মার্ত্তণ্ডরূপী হিরণ্যগর্ভ,

মায়া বিবর্ত্ততে নিত্যং সাপীশ্বর নিয়োগতঃ ॥ ৪৬ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন মম শক্ত্যাত্মকং জগৎ।
ময়ৈব পূর্য্যতে কৃৎস্নং ময্যেব প্রলয়ং ব্রজেৎ ॥ ৪৯ ॥
অহং হি ভগবানীশঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সনাতনঃ।
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম মত্তো হ্যন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৫০॥

ভক্ত ও ভগবান্।

ধ্যাত্বা হৃদিস্থং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না
বদ্ধাঞ্জলি র্বায়ুসুতো মহাত্মা।
ওঙ্কারমুচ্চার্য্য বিলোক্য দেব—
মন্তঃ শরীরে নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১ ॥
ত্বামেকমীশং পুরুষং প্রধানং
প্রাণেশ্বরং রামমনন্তযোগম্।
নমামি সর্ব্বান্তর সন্নিবিষ্টং
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা, নারায়ণ, রুদ্র, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, যম, কুবের, নিঋতি, ঈশান, বামদেব, গণপতি, কার্ত্তিক, মরীচি, সরস্বতী—ইহারা সকলেই আমার নিয়োগে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। মায়াও আমার আদেশে সমস্তই করিতেছেন।

মহাত্মা বায়ুপুত্র হৃদয়স্থিত দেবতার ধ্যান করিয়া, মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে সেই অন্তঃশরীরে হৃদয়গুহাশায়ী ইষ্টদেবতাকে দেখিতে পাইলেন।

তুমিই একমাত্র ঈশ্বর। তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রধান, তুমিই প্রাণেশ্বর,

ত্বত্তঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ
সর্ব্বাত্মস্থষ্টেঃ পরমাণুভূতঃ।
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়াং
স্ত্বামেব সর্ব্বং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ৫ ॥
হিরণ্যগর্ভো জগদন্তরাত্মা
ত্বত্তোঽধিজাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
স জায়মানো ভবতা বিসৃষ্টো
যথাবিধানং সকলাঃ সসর্জ্জ ॥ ৬ ॥
ত্বত্তে বেদাঃ সকলাঃ সম্প্রবৃত্তা—
স্ত্বয্যেবান্তে সংস্থিতিং তে লভন্তে।
পশ্যামি ত্বাং জগতো হেতুভূতং
নৃত্যন্তং স্বে হৃদয়ে সন্নিবিষ্টম্।

তুমিই অনন্তকীর্ত্তি। সকলের অন্তরে তুমিই অধিষ্টিত। তুমিই ব্রহ্মময় প্রচেতা, তুমিই পবিত্র রামমূর্ত্তি, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

জগৎপ্রসবকারিণী প্রকৃতি তোমা হইতে উদ্ভূত। সৃষ্ট আত্মাসমূহের পরমাণুস্বরূপ তুমি। তুমি অণু হইতেও অণু, আবার মহৎ হইতেও মহৎ। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম তুমি আবার অতি বৃহৎও তুমি। সাধুগণ তোমাকেই সর্ব্বময় বলেন।

হিরণ্যগর্ভ তুমি, জগতের অন্তরাত্মাও তুমি। তোমা হইতেই পুরাণ-পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তোমার আদেশে যথা-বিধি এই বিশ্বপ্রবাহের সৃষ্টিবিধান করিতেছেন।

বেদসকল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া অন্তে তোমাতেই স্থিতি

ত্বয়ৈ বেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং
মায়াবীত্বং জগতামেকনাথঃ।
নমামি ত্বাং শরণঞ্চ প্রপদ্যে
যোগাত্মানং চিৎপতিং দিব্য নৃত্যম্॥ ৮॥
পশ্যামি ত্বাং পরমাকাশমধ্যে
নৃত্যন্তং তে মহিমানং স্মরামি।
সর্ব্বাত্মানং বহুধা সন্নিবিষ্টং
ব্রহ্মানন্দ মনুভূয়ানুভূয়॥ ৯॥
ওঙ্কারস্তে বাচকো মুক্তিবীজং
ত্বামক্ষরং প্রকৃতৌ গূঢ়রূপম্।
ত্বং ত্বাং সত্যং প্রবদন্তীহ সন্তঃ
স্বয়ম্প্রভং প্রভাবতো যৎ প্রকাশম্॥ ১০॥

লাভ করে। জগতের হেতুভূত তোমাকে আমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া নৃত্য করিতে দেখিতেছি।

এই জগৎচক্র তুমিই ঘুরাইতেছ। জগতের একনাথ তুমিই আর তুমি মায়াবী। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং আমি তোমার শরণ লইতেছি। তুমি যোগাত্মা, তুমি চিতের পতি এবং অপূর্ব্ব নৃত্যপরায়ণ।

আমি পরমাকাশমধ্যে তোমাকে নৃত্য করিতে দেখিতেছি এবং তোমার মহিমা স্মরণ করিতেছি। তুমি বিবিধরূপে বিরাজিত সকল বস্তুর আত্মা। আমি তোমাকে যতই দেখিতেছি, ততই আমার পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইতেছে॥

মুক্তিবীজ ওঙ্কার তোমাকে বলিয়া দিতেছেন। তুমি অক্ষর কিন্তু তোমার রূপ প্রকৃতিতে গুপ্ত। সাধুগণ বলেন যে তুমি সত্যস্বরূপ স্বয়ম্প্রভ ও দীপ্তিবিশিষ্ট সমস্ত বস্তুর প্রকাশ শক্তি।

একো বেদো বহুশাখো হ্যনন্ত-
স্ত্বামেবৈকং বোধয়ত্যেকরূপম্।
সংবেদ্যত্বং ত্বাং শরণং যে প্রপন্না—
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১২
একো দেব স্ত্বং করোষীহ বিশ্বং
ত্বং পালয়স্যখিলং বিশ্বরূপম্।
ত্বয্যেবান্তে বিলয়ং বিন্দতীদং
নমামি ত্বাং শরণং ত্বাং প্রপন্নঃ॥ ১৪ ॥
ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব রুদ্রো ভগবানপীশঃ।
ত্বং বিশ্বনাভিঃ প্রকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি॥ ১৭ ॥

বেদ এক। তাহার বহুশাখা। সুতরাং তাহা অনন্ত। বেদসকল একমাত্র তোমাকেই তুমি যে একরূপ তাহাই বুঝাইতেছেন। সম্যক্-রূপে জানিবার বস্তু তুমিই। যাঁহারা তোমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই চিরশান্তি লাভ করেন—অন্যের সে শান্তি হয় না।

একমাত্র দেবতা তুমি। তুমিই এই বিশ্বের সৃষ্টিবিধান কর। বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া তুমিই নিখিল বিশ্বকে পরিপালন করিতেছ। আর তোমাতেই অন্তিমে এই সমস্ত লয় হইবে। আমি তোমার শরণ লইলাম। তোমাকে আমার প্রণাম।

তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই রুদ্র, তুমিই ভগবান্, আর তুমিই ঈশ্বর, মানুষের কর্ম্মচক্রের নাভি যেমন চিত্ত সেইরূপ বিশ্বনাভি যে প্রকৃতি, তুমিই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তুমি সর্ব্বেশ্বর তুমিই পরমেশ্বর।

ত্বৎ পাদপদ্ম স্মরণাদশেষং
সংসারবীজং বিলয়ং প্রয়াতি।
মনো নিয়ম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়াম্যেকরসং ভবন্তম্॥ ২১॥
নমোঽস্তু রামায় ভবোদ্ভবায়
কালায় সর্ব্বৈক হরায় তুভ্যম্।
নমোঽস্তু রামায় কপর্দ্দিনে তে
নমোঽগ্নয়ে দর্শয় রূপমগ্র্যম্॥ ২২॥
ততঃ স ভগবান্ রামো লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ।
সংহৃত্য পরমং রূপং প্রকৃতিস্থোঽভবৎ স্বয়ম্॥
স্তোষ্যন্তি যেঽনয়া স্তুত্যা তে যাস্যন্তি পরাং গতিম্॥

৯

শ্রীগীতায় বিভূতিযোগ।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

তোমার পাদপদ্মস্মরণে সংসার-বীজ নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয়। এক রস তুমি। আমি মনকে সংযত এবং শরীরকে স্থির করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণ করিতেছি।

জগতের উদ্ভবকর্ত্তা এবং সর্ব্বসংহারক কালরূপী রামচন্দ্রকে নমস্কার। শিবরূপী ও অগ্নিরূপী তোমাকে নমস্কার। হে প্রভু! তোমার পূর্ব্বকার সৌম্য রূপ এখন প্রদর্শন কর।

তখন প্রভু ভগবান্ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সহিত আপন পরমরূপ সংহার করিয়া স্বয়ং প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিলেন স্তব দ্বারা যাঁহারা আমার স্তুতি করেন, তাঁহারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥
পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

ততং—ব্যাপিয়া আছি। পূর্ণ আমি আমাতে আমার অংশ স্বরূপ ভূতগণ আছে, কিন্তু খণ্ডভূতে অখণ্ড আমি নই। আমার যোগমৈশ্বর্য্য দেখ। আমাতে আমিই আছি—ভূতাদি যাহা কিছু আমা হইতে পৃথক্ তাহা আমাতে নাই। ইন্দ্রজালে আছে মত দেখায়। আমার আত্মা—আমার স্বরূপটি যাহা—তাহা ভূতসমূহকে ধরিয়া আছে, পালন করিতেছে তথাপি এই স্বরূপটি ভূতস্থ নহে। তবু যে বলি আমাতেই সর্ব্বভূত ইহা আকাশের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়াও বায়ু যেমন সর্ব্বত্রগামী ও মহান্ সেইরূপ। হন্ত—হে? বিস্তরস্য—বিভূতি সমূহের অন্ত নাই। তাই প্রধান প্রধান কিছু বিভূতি বলিতেছি। [আমিই আছি। আর যাহা

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবি রংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥

কিছু তাহা আমাকে আশ্রয় করিয়া আমার মায়া ইন্দ্রজালরূপে আমাতেই ভাসাইয়াছে। মানুষ যে মৃত্যুর ভয় করে, আমিই মৃত্যুরূপে মানুষকে গ্রহণ করি। মানুষ যে রোগ শোক দুঃখকে এত ভয় করে এই সকল আমিই। এ সব মানুষ একবারে বুঝিবে না বলিয়া, তাই প্রধান প্রধান বস্তুতে আমার বিভূতি বলিতেছি] গুড়াকেশ নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন। অংশুমান্ রবিঃ—রশ্মিযুক্ত সূর্য্য। মরুতাং—মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচিনামক শ্রেষ্ঠ বায়ু। যক্ষরক্ষসাং—যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে ধনপতি কুবের। অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি।

পুরোধসাঞ্চ—পুরোহিতগণের মধ্যে। গিরাং—পদাত্মক বাক্য সকলের মধ্যে। উচ্চৈশ্রবসং—অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাঃ। আয়ুধানাং—

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্‌।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্‌ ॥

অস্ত্রসকলের মধ্যে বজ্র। কামধুক্‌—কামধেনু। প্রজনঃ—প্রজা উৎপত্তির হেতুভূত কাম। যাদসাং—জলচরগণের মধ্যে। কলয়তাং—সংখ্যাকারী-দিগের মধ্যে। বৈনতেয়—গরুড়। রামঃ—দাশরথি রাম। ঝষাণাং—মৎস্যগণের মধ্যে। সর্গাণাং—সৃষ্টির আদি অন্ত মধ্য। উশনাঃ—শুক্রাচার্য্য। গুহ্যানাং—গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে আমি চুপ করিয়া থাকা

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
অনেন বহুনৈতেন কি জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

১০

অর্জ্জুন ও বিশ্বরূপ।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

উদ্দেশতঃ—সংক্ষেপে। বিভূতিমৎ—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। শ্রীমৎ—সম্পত্তিযুক্ত। ঊর্জ্জিতং—বলপ্রভাবাদিদ্বারা শ্রেষ্ঠ। অবগচ্ছ—জানিও। এতেন বহুনা জ্ঞাতেন—এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহুজ্ঞানে আবশ্যক কি? একাংশেন বিষ্টভ্য—একদেশমাত্রে ব্যাপিয়া।

কিন্তু তুমি এই স্বকীয় চর্ম্মচক্ষুদ্বারা আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না; অতএব তোমাকে দিব্য জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিতেছি; তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অর্থাৎ অঘটনঘটনাসামর্থ্য দেখ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরোহরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ, মহাযজ্ঞেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া, অর্জ্জুনকে ঐশ্বরিক অপূর্ব্বরূপ দর্শন করাইলেন॥২

[সেই রূপ কীদৃশ, তাহা কহিতেছেন]—অসংখ্য মুখবিশিষ্ট, অসংখ্য নেত্রবিশিষ্ট, অসংখ্য অদ্ভুত দর্শনীয়বস্তু বিশিষ্ট, অসংখ্য দিব্য আভরণবিশিষ্ট এবং অসংখ্য উদ্যত দিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধ দ্রব্যে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রকাশময় অনন্ত (পরিচ্ছদ শূন্য) এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট॥১০॥১১

যদি আকাশে এককালে সহস্র সূর্য্যের প্রভা উত্থিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার (বিশ্বরূপের) প্রভার কথঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে॥ ১২

তৎকালে পাণ্ডুনন্দন সেই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের দেহে নানাভাগে বিভক্ত সমগ্র জগন্মণ্ডল [তদীয় অবয়বরূপে] একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন॥ ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ॥
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ* ॥ ১৬

অনন্তর অর্জ্জুন [সেই অদ্ভুত আকৃতি দর্শনে] বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিততনু হইয়া ভগবান্‌কে মস্তকদ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪

অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেব, তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ, পৃথক্ পৃথক্ প্রাণিসমূহ, দিব্য ঋষিগণ, সমুদয় সর্পগণ ও তোমার নাভিকমলে অবস্থিত [দেবাদির ও ঈশ্বর] ব্রহ্মাকে অবলোকন করিতেছি ॥ ১৫

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, তুমি অসংখ্য বাহু উদর মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ ; আমি সকলদিকেই তোমাকে দর্শন করিতেছি। কিন্তু [সর্ব্বব্যাপী বলিয়া] তোমার অন্ত, মধ্য বা আদি কিছুই দেখিতেছি না ॥ ১৬

* বিশ্বরূপমিতি বা পাঠঃ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমস্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরমং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

কিরীটধারী গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জ, দুর্লক্ষ্য (চর্ম্মচক্ষুর দর্শনাযোগ্য) প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ইয়ত্তাপরিশূন্য—এতাদৃশ তোমাকে আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি॥ ১৭

[তোমার ঐশ্বর্য্য এইরূপ অচিন্ত্য অতএব]—তুমি অক্ষরস্বরূপ, পর-ব্রহ্ম, [মুমুক্ষুগণের] জ্ঞাতব্য এই বিশ্বের চরম আশ্রয়; তুমি অব্যয়, সনাতন পুরুষ ও নিত্যধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া আমার অভিমত॥ ১৮

উৎপত্তি স্থিতি ও লয়রহিত, অনন্তবীর্য্যসম্পন্ন, অনন্তবাহুবিশিষ্ট তোমাকে অবলোকন করিতেছি; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র স্বরূপ, তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন বর্ত্তমান রহিয়াছে; তুমি স্বীয় তেজে নিখিল বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২

হে মহাত্মন্ একমাত্র তুমি স্বর্লোক ও ভূলোকের এই অন্তর (অন্তরীক্ষ) এবং দিকসকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; তোমার এই অপূর্ব্ব ভয়াবহ রূপ অবলোকন করিয়া আমি লোকত্রয়কে অতীব ভীত দেখিতেছি ॥ ২০

ঐ বসু প্রভৃতি দেবগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন ; [তন্মধ্যে] কেহ কেহ অতি ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে [জয় জয় রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি বাক্যে] রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন ; মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ স্বস্তিবাচন করিয়া উৎকৃষ্ট ও সুবিস্তীর্ণ স্তোত্রসমূহ দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, উষ্মপা, (পিতৃগণ) এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব, কুবেরাদি যক্ষ, বিরোচনাদি অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছে ॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩
নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

হে মহাবাহো, তোমার অসংখ্য বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, অসংখ্যবাহু উরু ও চরণবিশিষ্ট, অসংখ্য উদরবিশিষ্ট, অসংখ্য দন্তদ্বারা ভীষণ (অর্থাৎ বিকৃতাকার ও ভয়ানক) বিশাল আকৃতি দর্শন করিয়া লোক সমুদায় ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥ ২৩

[আমি যে কেবলমাত্র ভীত হইয়াছি তাহা নহে; প্রত্যুত]—হে বিষ্ণো, আকাশস্পর্শী (শূন্যব্যাপী) তেজোময়, নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিবৃতমুখবিশিষ্ট ও অত্যুজ্জ্বল বিশালনেত্রবিশিষ্ট তোমাকে অবলোকন করিয়া আমি অতিমাত্র ব্যথিতচিত্ত হওয়ায় ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪

হে দেবেশ, দন্তদ্বারা ভীষণ প্রলয়াগ্নিতুল্য তোমার মুখসকল দর্শন করিয়া [ভয়াবেশে] আমি দিক্ সকল চিনিতে পারিতেছি না, (দিশাহারা হইয়াছি) সুখও পাইতেছি না; হে জগদাধার, প্রসন্ন হও ॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ।
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ২৮

[সপ্তম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "এই যুদ্ধে জয়পরাজয়াদি আর যাহা কিছু দেখিতে চাও তৎসমুদায় আমার দেহেই দেখ" এখন অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া কহিতেছেন]—[জয়দ্রথাদি] রাজগণের সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্রগণই এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও ঐ কর্ণ [শিখণ্ডি ধৃষ্টদ্যুম্নাদি] আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণসহ দ্রুতবেগে তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তক দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিতেছি ॥২৬॥২৭

যেমন [বহুমার্গগামিনী] নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই ভূলোকস্থ বীরগণ (সকলদিকেই) জাজ্বল্যমান তোমার মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

[অবশভাবে প্রবেশের নদী দৃষ্টান্ত কথিত হইল; বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত কহিতেছেন]—যেমন বেগবান্ পতঙ্গগণ [বুদ্ধিপূর্ব্বক] মরণের জন্যই প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই জনসমূহও মরণের জন্যই মহাবেগ তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

জ্বলন্ত মুখ সমূহ দ্বারা তুমি লোকসমুদায়কে গ্রাস করিতে করিতে বারংবার ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, (বিশ্বব্যাপী) তোমার তীব্র প্রভাসকল স্বতেজে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া দগ্ধ করিতেছে ॥৩০

উগ্ররূপধারী তুমি কে? তাহা আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হও; আদি পুরুষ স্বরূপ তোমাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; কারণ তোমার কার্য্য আমি অবগত নহি ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন।—আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল। লোক সকলের সংহারার্থ ইহলোকে প্রবৃত্ত আছি। তুমি বধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে (ভীষ্মদ্রোণাদির সেনাদলে) যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে গাত্রোত্থান কর; শত্রুগণকে [বিনা ক্লেশে] পরাজিত করিয়া যশোলাভ কর; এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। [যদিও] [কালস্বরূপ] আমি ইহাদিগকে (তোমার শত্রুগণকে) [যুদ্ধের] পূর্ব্বেই নিহত করিয়াছি; [তথাপি] হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩

[২য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে অর্জ্জুন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তন্নিবারণার্থ কহিতেছেন]—মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ ও

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।

কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে তুমি বধ কর; ভয় করিও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর॥ ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন।—কেশবের এই কথা শুনিয়া কম্পান্বিতকলেবর অর্জ্জুন অতিশয় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক অবনত কলেবরে গদ্গদস্বরে পুনরায় কহিলেন॥ ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন।—হে হৃষীকেশ [তুমি এইরূপ অদ্ভুত প্রভাবযুক্ত এবং ভক্তবৎসল অতএব] তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে [কেবল আমি নহি] জগৎ যে অতিশয় হৃষ্ট ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এ সকলই ঠিক (অর্থাৎ আশ্চর্য্য নহে)॥ ৩৬

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগদাধার, তুমি ব্রহ্মা অপে-

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯

ক্ষাও গুরু এবং ব্রহ্মারও জনক; অতএব তোমাকে জগতীস্থ ভূতগণ কেন না নমস্কার করিবে? যেহেতু তুমি সৎ [ব্যক্ত জগৎ] অসৎ (অব্যক্ত প্রকৃতি) আর এই দুইয়ের অতীত (মূলকারণ) যে অবিনাশী ব্রহ্ম, তাহাও তুমি ॥ ৩৭

তুমি দেবতাগণের আদি, কারণ তুমি অনাদিপুরুষ; এই বিশ্ব তোমাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তুমি [বিশ্বের] জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞাতব্য বস্তু, তুমি পরম ধাম (বিষ্ণুপদ) ; [অতএব] হে অনন্তরূপ তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ ॥ ৩৮

[তুমি সর্ব্বদেবতাত্মক, অতএব তুমি সকলেরই নমস্য; এই বলিয়া স্তব করিতে করিতে অর্জ্জুন স্বয়ং নমস্কার করিতেছেন]—তুমি বায়ু যম অগ্নি বরুণ শশাঙ্ক (অর্থাৎ সর্ব্বদেবাত্মক), তুমি প্রজাপতি (পিতামহ) এবং [তাঁহারও জনক বলিয়া] প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার, পুনরায় সহস্র সহস্র নমস্কার, আবারও সহস্র সহস্র নমস্কার ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২

[ভক্তিশ্রদ্ধাদিদ্বারা আদরাধিক্যহেতু নমস্কারে তৃপ্তি না পাইয়া পুনরায় নমস্কার করিতেছেন]—হে সর্ব্বস্বরূপ তোমার সম্মুখে ও পৃষ্ঠভাগে নমস্কার; তোমার সকল দিকেই নমস্কার; [ভগবানের সর্ব্বাত্মতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কহিতেছেন]—হে অনন্তবীর্য্য, তুমি অমিতবিক্রম; তুমি [সুবর্ণ নির্ম্মিত বলয়াদিতে কারণস্বরূপ সুবর্ণের ন্যায়] সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ॥ ৪০

[অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন]—তোমার এই মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানায়, আমি অজ্ঞতা বা প্রণয় হেতু, বয়স্য মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি তুচ্ছতাচ্ছীল্যভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত, তোমার প্রভাব চিন্তারও অতীত; আমি বিহার শয়ন উপবেশন ও ভোজনকালে একান্তে অথবা সখিগণের সমক্ষে

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুম্॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

তোমাকে পরিহাসার্থ যে অবজ্ঞা করিয়াছি, তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি॥ ৪১॥ ৪২

[ভগবানের অচিন্ত্যপ্রভাব কহিতেছেন]—হে অমিতপ্রভাব, তুমি এই চরাচর জগতের পিতা; সুতরাং তুমি পূজ্য, গুরু এবং গুরু অপেক্ষাও গুরুতর; ত্রিলোকে তোমার সমান অপর কেহ নাই, [কারণ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থের সত্তাই নাই] তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোথায় আছে?॥৪৩

হে দেব, তুমি জগতের একমাত্র ঈশ্বর; অতএব আমি দণ্ডবৎ অবনত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা [দয়া করিয়া] পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ এবং প্রিয়ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রীতিলাভ করেন, সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪৪

[অনন্তর প্রার্থনা করিতেছেন]—হে দেব, তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬
শ্রীভগবানুবাচ।
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

রূপ দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন বিহ্বল হইতেছে; অতএব [আমার মনোবেদনা নিবৃত্তির জন্য] তোমার সেই [সৌম্য] রূপ আমাকে দেখাও; হে দেবেশ, হে জগদাধার প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

আমি পূর্ব্বে তোমাকে যেমন দেখিয়াছি, সেইরূপই কিরীটশোভিত, গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো সেই [কিরীটাদিযুক্ত] চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হও [এতদ্দ্বারা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বাবধি কিরীটাদিযুক্তই দেখিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া বোধ হয়] ॥ ৪৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন, [তুমি ভয় পাইতেছ কেন?] আমি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় যোগমায়াপ্রভাবে আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই ॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

[এই দুর্লভদর্শন রূপ দেখিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ]—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞাধ্যয়ন [বেদাধ্যয়ন ব্যতীত যজ্ঞাধ্যয়নের অভাব হেতু এখানে যজ্ঞশব্দদ্বারা কল্পসূত্রাদি যজ্ঞ বিদ্যা বুঝিতে হইবে] দান দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া অথবা চান্দ্রায়ণাদি উৎকট তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ, নরলোকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না [কেবলমাত্র তুমি মদনুগ্রহে দেখিয়া কৃতার্থ হইলে]॥ ৪৮

আমার এই ভীষণ রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন ক্লেশ বা চিত্ত-বিভ্রম না হয়; তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় আমার এই সেই [চতুর্ভুজ] রূপই অবলোকন কর॥ ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন।—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

স্বীয় [কিরীটগদাদিযুক্ত বসুদেব গৃহে জাত চতুর্ভুজ] মূর্ত্তি দর্শন করাই-লেন; মহাত্মা (বিশ্বরূপ) প্রসন্নমূর্ত্তি হইয়া [বিশ্বরূপ দর্শনে] ভীত অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিলেন॥ ৫০

অর্জ্জুন কহিলেন।—হে জনার্দ্দন তোমার এই সৌম্য মনুষ্যমূর্ত্তি দর্শন আমি অধুনা প্রসন্নচিত্ত এবং প্রকৃতিস্থ লইলাম॥ ৫১

দ্বিতীয় উল্লাস।

১

শক্তি-বিশ্বরূপ।

১

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তোতুমারব্ধাঃ সীতাং রাক্ষসনাশিনীম্।
যা সা মাহেশ্বরী শক্তি জ্ঞানরূপাতি মানসা ॥ ১ ॥
অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা রামবল্লভা।
স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানো সুধামলা ॥ ২ ॥
একা সা বৈষ্ণবীশক্তি রণে কোপাধিযোগতঃ।
পরাপরেণ রূপেণ ক্রীড়ন্তী রামসন্নিধৌ ॥ ৩ ॥
সেয়ং করোতি সকলং তস্যাঃ কার্য্যমিদং জগৎ।
ন কার্য্যং চাপি করণমীশ্বস্যেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

১

ব্রহ্মাদি দেবগণ রাক্ষসনাশিনী সীতাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। যিনি সেই মাহেশ্বরী শক্তি, জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ, মন যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, যিনি ভিন্ন অন্য কেহই নাই, অখণ্ডতত্ত্বে যাঁহার অবস্থান, যিনি রামপ্রিয়া, যিনি সূর্য্যের স্বাভাবিকী অমল প্রভারও মূল ; এই একা অদ্বিতীয়া বৈষ্ণবীশক্তিই ইনি। নানাবিধ উপাধিতে যুক্ত হইয়া ইনি সেই পরমপুরুষ রামের নিকটে পরা ও অপরা রূপে ক্রীড়া করেন। ইনিই সমস্ত করিতেছেন। এই জগৎ ইহারই কার্য্য ঈশ্বরে কোন কার্য্য বা কারণ নাই ইহা নিশ্চয়।

২

কাত্বং দেবি! বিশালাক্ষি! শশাঙ্কাবয়বাঙ্কিতে।
ন জানে ত্বাং মহাদেবি! যথাবৎ ব্রূহি পৃচ্ছতে॥

৩

মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বর সমাশ্রয়াম্।
অনন্তামব্যয়ামেকাং যাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ॥ ১॥
অহং বৈ সর্ব্ব ভাবানামাত্মা সর্ব্বান্তরা শিবা।
শাশ্বতী সর্ব্ববিজ্ঞানা সর্ব্বমূর্ত্তি প্রবর্ত্তিকা॥ ২॥
অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে পদমৈশ্বরম্॥ ৩॥

২

কপট মানুষরূপী ভগবান বলিলেন হে দেবি! হে বিশালাক্ষি! হে পূর্ণচন্দ্রাননি! তুমি কে? হে মহাদেবি! তোমাকে ত আমি জানিনা। তুমি তোমার প্রকৃতিপরিচয় দাও।

৩

বৈদেহী তখন বলিতে লাগিলেন—আমাকে মহান্ ঈশ্বরাশ্রিত পরমা-শক্তি বলিয়া জানিও। মুমুক্ষুগণ আমাকে এক অদ্বিতীয়, অব্যয়রূপে দর্শন করেন। সমস্ত ভাবের অন্তরে, সকলের অন্তরে, আমি মঙ্গলময়ী রূপে অবস্থান করি, আমি নিত্যা, আমি সমস্তই অনুভব করি, আমা হইতেই জগতের সমস্ত মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, আমি অন্তহীন, আমার মহিমাও অনন্ত, আমিই জীবকে সংসার-সমুদ্র পার করিয়া দিয়া থাকি। হে রাম! আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক স্বরূপ দর্শন কর।

ইত্যুক্ত্বা বিররামৈষা রামোঽপশ্যচ্চ তৎপদম্।
কোটি সূর্য্য প্রতীকাশং বিষকৃতেজো নিরাকুলম্॥ ১॥
জ্বালাবলি সহস্রাঢ্যং কালানল শতোপমম্।
দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্॥ ২॥
ত্রিশূল বরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়াবহম্।
প্রশাম্য সৌম্যবদনমনন্তৈশ্বর্য্যসংযুতম্॥ ৩॥
চন্দ্রাবয়ব লক্ষ্যাঢ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্।
কিরীটিনং গদাহস্তং নূপুরৈরুপশোভিতম্॥ ৪॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
শঙ্খচক্রকরং কামং ত্রিনেত্রং কৃত্তিবাসসম্॥ ৫॥
অন্তঃস্থং চান্তবাহ্যস্থং বাহ্যাভ্যন্তরতঃ পরম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং শান্তং সর্ব্বাকারং সনাতনম্।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্র যোগীন্দ্রৈরীড্যমান পদাম্বুজম্॥ ৬॥

জানকী এই কথার পরে বিরতা হইলেন। আর শ্রীভগবান রামচন্দ্র তাঁহার পরমপদ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তিনি কোটিসূর্য্যের মত সমন্তাৎ প্রসারিত সীমাশূন্য তেজোরাশি; সহস্র সহস্র জ্বালামালা দীপ্ত এবং শত প্রলয় অগ্নির মত। দেখিলেন, করাল দ্রংষ্ট্রা, দুর্দ্ধর্ষ, মস্তক জটামণ্ডলে মণ্ডিত। হস্তে ত্রিশূল ও বর, ভয়ঙ্করী ঘোরামূর্ত্তি, বদন প্রসন্ন, প্রশান্ত, অনন্ত ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত। বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত ভালতট, কোটি চন্দ্রসম মুখমণ্ডল; শিরে কিরীট, হস্তে গদা, আর চরণ নূপুরে সুশোভিত। পরিধানে দিব্য অম্বর, গলদেশে দিব্যমাল্য, গাত্রে দিব্যগন্ধানুলেপন। ঐ কমনীয় মূর্ত্তি শঙ্খচক্রধর, নয়নত্রয়ভূষিত, কৃত্তিবাস! কি আশ্চর্য্য! অন্তরে ঐ মূর্ত্তি, অন্তরের বাহিরেও ঐ মূর্ত্তি এবং বাহ্য-অভ্যন্তরের পরবর্ত্তীও উহা।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ পদমৈশ্বরম্॥ ৭॥
দৃষ্ট্বা চ তাদৃশং রূপং দিব্যং মাহেশ্বরং পদম্।
ভয়েন চ সমাবিষ্টঃ স রামো হৃতমানসঃ॥ ৮॥
আত্মন্যাধায় চাত্মানমোঙ্কারং সমনুস্মরন্।
নাম্নামষ্টসহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্॥ ৯॥

৫

অনয়া সহিতো রাম সৃজস্তবসি হংসি চ।
নানয়া রহিতো রাম কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমপিক্ষমঃ॥
পশ্যৈতাং জানকীং রাম ত্যজ ভীতিং মহাভুজ।
নির্গুণাং সগুণাং সাক্ষাৎ সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতাম্॥

৬

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোত মোতঞ্চ ধরণীধর।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ॥ ১২॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।
পশুপক্ষীস্বরূপাঽহং চাণ্ডালোঽহঞ্চ তস্করঃ॥

উহা সর্ব্বশক্তিময়, শান্ত, সর্ব্বাকার ও সর্ব্বদাই আছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যোগীন্দ্র ইঁহার পদপদ্ম আরাধনা করেন। উহার পাণিপাদ সকলদিকে—চক্ষু,মস্তক ও মুখ সকল দিকে। ঐ ঐশ্বরিক পরমরূপ সকলকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত। ঐ দিব্য মাহেশ্বর পদ দর্শন করিয়া, রঘুনাথ ভয়ে আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া আত্মাতে আত্মা স্থির করিলেন এবং পরম পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক ১০০৮ বার নাম করিয়া পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুন্নপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
যদ্যস্তি চেৎ তৎ শূন্যং স্যাৎ বন্ধ্যা পুত্রোপমং হি তৎ॥
রজ্জুর্যথা সর্পমালা ভেদৈরেকা বিভাতি হি।
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ॥
অধিষ্ঠানাতিরেকেন কল্পিতং তন্ন ভাসতে।
তস্মাৎ মৎসত্তয়ৈবৈতৎ সত্তাবান্নান্যথা ভবেৎ॥

২

নারায়ণী স্তুতি।

ঋষিরুবাচ॥ ১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাস্তু বিকাসিতাশাঃ॥ ২
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।

ঋষি কহিলেন॥ ১॥ সেই যুদ্ধে দেবী মহাসুরপতি শুম্ভকে বধ করিলে বহ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ ইষ্টলাভে প্রসন্ন বদন ও পূর্ণমনস্কাম হইয়া কাত্যায়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২

হে শরণাগত দুঃখনাশিনী দেবি, তুমি প্রসন্না হও, হে অখিলজগজ্জননি

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ৩
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহী স্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥ ৪
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তি রনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫
বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥ ৬

তুমি প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি তুমি প্রসন্না হও; [লক্ষ্মীরূপে] সমুদয় জগৎ পালন কর; হে দেবি তুমি সচরাচর জগতের নিয়ন্ত্রী ॥ ৩

হে অপ্রতিহতপ্রভাবে, তুমি মহীরূপে অবস্থান করিতেছ, অতএব একমাত্র তুমিই জগতের আধাররূপা; তুমিই জলরূপে অবস্থিতা আছ, অতএব তুমিই এই নিখিল জগতের পোষণ করিতেছ ॥ ৪

হে দেবি, তুমি অপার মহিমা বৈষ্ণবী শক্তি; সংসারে তুমিই এই সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ করিতেছ; অতএব তুমি নিখিল জগতের মূল কারণ মহামায়া; তুমি প্রসন্না হইলে নিশ্চয়ই সংসারবন্ধনের মোচনকারিণী হইয়া থাক ॥ ৫

হে দেবি শ্রুত্যাদি অষ্টাদশ বিদ্যা তোমারই অংশভেদ মাত্র অর্থাৎ

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৭
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৮
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি। *
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৯

তোমাতে এবং বিদ্যাতে প্রভেদ নাই; তবে কিরূপে তোমার স্তব সম্ভবে? জগতে চতুঃষষ্টি কলা, পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্ম এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়নৈপুণ্য-বিশিষ্ট ব্রহ্মাণী প্রভৃতি নারীগণ তোমারই অংশস্বরূপা; একমাত্র তুমিই জননীরূপে এই সমুদায় জগৎ পূর্ণ করিতেছ অর্থাৎ এই জগৎই তুমি এবং তুমিই জগৎ; অতএব তুমি স্তবার্হগণের শ্রেষ্ঠা; স্তুতি বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠোক্তি আর কি থাকিতে পারে? ॥ ৬

চিদানন্দ স্বরূপা তুমি যখন সর্ব্বভূতা অর্থাৎ সর্ব্বভূতে বিরাজিতা বলিয়া অনুভূতা হও, তখনি ভোগমোক্ষদাত্রী বলিয়া লোকে তোমাকে স্তব করিতে পারে (নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মরূপা তোমার গুণ না থাকায় স্তব হইতেই পারে না ইহাই ভাবার্থ) [তোমার সাকারাবস্থাতেও] এমন কোন্ কথা আছে যাহা তোমার স্তবরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? ৭

তুমি প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমিই ভোগ ও মোক্ষদান করিয়া থাক; হে দেবি হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৮

তুমি কলাকাষ্ঠাদি সময়রূপে ভূতগণের রূপান্তর প্রাপ্তির বিধান করিয়া থাক; অতএব হে বিশ্ববিনাশক্ষমে [কালরূপিণী] নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯

---

* কাষ্ঠাকলাদিরূপেণ ইতি বা পাঠঃ। ৯

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৪
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরে হনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৫

হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলরূপিণি, হে কল্যাণদায়িনি, হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-সাধিকে, হে সর্ব্বরক্ষাকারিণি, হে ত্রিনয়নে, হে গৌরি, হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি॥ ১০

হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শক্তি-স্বরূপে, অবিনশ্বরে, গুণাধারে, গুণময়ে, নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি॥ ১১

হে শরণাগত দীন ও আর্ত্ত জনগণের পরিত্রাণকারিণি, সর্ব্বজীবের পীড়া নাশিনি, দেবি নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি॥ ১২

হে হংসযুক্তরথারূঢ়ে, কমণ্ডলু-জল-প্রক্ষেপকারিণি (তদ্দ্বারা শত্রু-বিনাশিনি) ব্রহ্মাণীরূপধারিণি দেবি নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি॥ ১৩

হে মাহেশ্বরী স্বরূপে, ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র ও সর্পধারিণি মহাবৃষভারূঢ়ে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি॥ ১৪

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২০

হে ময়ুর-কুক্কুট পরিবৃতে মহাশক্তিধারিণি মনোরমে কৌমারীস্বরূপে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৫

হে শঙ্খচক্রগদা ও শার্ঙ্গনামক পরমাস্ত্রধারিণি বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি প্রসন্না হও; তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৬

হে উগ্র মহাচক্রধারিণি, দণ্ডদ্বারা বসুমতীর উদ্ধারকারিণি, বরাহরূপ-ধারিণি কল্যাণদায়িনি নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৭

হে উগ্র নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যসমূহনিধনোদ্যতে, ত্রিভুবনের ত্রাণসাধন হেতু পূজিতে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৮

হে কিরীটধারিণি, মহাবজ্রধারিণি সহস্রনেত্রপরিশোভিতে বৃত্রপ্রাণবিনা-শিনি ইন্দ্রশক্তিরূপে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৯

হে শিবদূতীরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যমহাসৈন্য-বিনাশিনি, ভয়ঙ্কররূপে, মহাগর্জ্জনকারিণি নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২০

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২১
লক্ষ্মী লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২২
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২৩
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২৪
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্ ॥
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫

হে দংষ্ট্রাভীষণমুখি, নৃমুণ্ডভূষণে, মুণ্ডাসুরনাশিনি চামুণ্ডারূপে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১

হে লক্ষ্মীরূপে, লজ্জারূপে, মহাবিদ্যারূপে, শ্রদ্ধারূপে, পুষ্টিরূপে স্বধারূপে, নিত্যস্বরূপে, প্রলয়রাত্রিরূপে, মহামোহরূপে, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২২

হে মেধারূপে, হে সরস্বতি, হে শ্রেষ্ঠে, হে সত্ত্বগুণময়ি, হে রজোগুণময়ি, হে তমোগুণময়ি, হে নিয়তিরূপে,হে ঈশ্বরি প্রসন্না হও ; হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২৩

তুমি জগত্ত্রয়রূপিণী, তুমি সর্ব্বনিয়ন্ত্রী, তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা, হে দেবি সঙ্কটে ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ; হে দেবি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২৪

হে কাত্যায়নি, তোমার পরম মনোহর লোচনত্রয়শোভিত এই বদন সর্ব্বভূত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক ; তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৫

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে র্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥ ২৬
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥ ২৭
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৮
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টাতু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ২৯

হে ভদ্রকালি উৎকটপ্রভামণ্ডলে রিপুগণের অধৃষ্য, অতি তীক্ষ্ণ, অসংখ্য অসুরনাশক তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক; তোমাকে নমস্কার করি॥ ২৬

হে দেবি শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া তোমার যে ঘণ্টা দৈত্যগণের তেজঃ হরণ করে, তাহা মাতার স্থায় পুত্রস্বরূপ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে রক্ষা করুক॥ ২৭

হে চণ্ডিকে তোমার হস্তসম্পর্কে উজ্জ্বল এবং অসুরগণের রক্ত ও বসা লিপ্ত তোমার খড়্গ আমাদের কল্যাণ বিধান করুক; আমরা তোমাকে প্রণাম করি॥ ২৮

তুমি তুষ্ট হইলে অশেষ রোগ বিনাশ কর, রুষ্ট হইলে সমস্ত অভিলষিত অর্থ বিনষ্ট কর; তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে তাহাদের বিপদ হয় না, তোমাকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে তাহারা সকলেরই আশ্রয়ণীয় হয়॥ ২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ ৩০
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩১
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩২

হে মাতঃ হে দেবি! ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অনেকরূপে বিবিধ আত্মমূর্ত্তি পরি গ্রহ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরগণের তুমি অদ্য যে বধ সাধন করিলে, তাহ তোমা ব্যতীত আর কে করিতে পারে? ৩০

হে দেবি! বিবেকযুক্ত বিচাররূপ দীপাবলীতে উদ্ভাসিত চতুর্দ্দশ বিদ্য (অথবা আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা সকলে), মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণপ্রণী স্মৃতিশাস্ত্র এবং বেদোপনিষৎ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিতেও যিনি প্রগা তমোময় মমত্বরূপ গর্ত্তে এই বিশ্বকে বিঘূর্ণিত করিতে পারেন, এমন ব্যক্তি তুমি ভিন্ন আর কে আছে? ॥ ৩১

যথায় রাক্ষসগণ, উগ্রবিষ সর্পগণ, সশস্ত্র রিপুগণ দস্যুগণ এবং দাবান আছে সেই সেই স্থানে এবং নদীসমুদ্রাদিতে অবস্থান পূর্ব্বক তুমি বি পালন করিতেছ॥ ৩২

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩৩
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩৪
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৫

তুমি বিশ্বেশ্বরী সুতরাং বিশ্ব পালন করিতেছ [যেহেতু জগতের তুমিভিন্ন আর রক্ষাকর্ত্রী নাই]; তুমি জগদ্রূপা সুতরাং বিশ্ব ধারণ করিতেছ [যেহেতু জগৎ তোমারই অংশভূত]; হে দেবি, তুমি ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া; যাঁহারা তোমাতে ভক্তি নম্র তাঁহারাই জগতের আশ্রয়ভূত হইয়া থাকেন ॥ ৩৩

হে দেবি প্রসন্না হও; যেমন এখনি স্মরণ মাত্র অসুর বধ করিয়া তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিলে, সেইরূপ সর্ব্বদা শত্রুভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিও; সমুদায় জগতের দুঃখকারণ সকল শীঘ্র শান্তি কর এবং অধর্ম্মের পরিণতি বশতঃ যে সকল প্রচণ্ড উপসর্গ উৎপন্ন হয় তৎ সমুদয়েরও শান্তি বিধান কর ॥ ৩৪

হে দেবি জগদ্দুঃখনাশিনি, তুমি প্রসন্না হও, ত্রিলোকবন্দনীয়ে তুমি প্রণতগণের অভীষ্টদায়িনী হও ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ ॥ ৩৬

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৭

দেবা উচুঃ ॥ ৩৮

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯

দেব্যুবাচ ॥ ৪০

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥ ৪১
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৪২

দেবী কহিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে অমরগণ আমি প্রীতা হইয়াছি; জগতের উপকারক যে কোন বর তোমরা মনে মনে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা-কর, দিতেছি ॥ ৩৭

দেবগণ কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি, যেমন তুমি আমাদের শত্রু নাশ করিলে, এইরূপে ত্রিভুবনের সর্ব্ববিধ দুঃখের উপশম করিও ॥ ৩৯

দেবী কহিলেন ॥ ৪০ ॥ বৈবস্বত মনুর অধিকারে অষ্টাবিংশতি পরিমিত চতুর্যুগে (দ্বাপরের অন্তে কলির আদিতে) শুম্ভ নিশুম্ভ নামে অন্য দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে ॥ ৪১

আমি নন্দগোপ গৃহে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া তৎকালে উক্ত শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিব ॥ ৪২

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥ ৪৩
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥ ৪৪
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্॥ ৪৫
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥ ৪৬
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনান্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥ ৪৭

পুনরায় [ঐ বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে অষ্টাবিংশতি পরিমিত চতুর্যুগের দ্বাপর উত্তীর্ণ হইয়া কলি আসিলে] আমি অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিত্তিবংশজাত দানবগণকে বধ করিব॥ ৪৩

সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে আমার দন্তসকল দাড়িম্বকুসুমতুল্য রক্তবর্ণ হইবে॥ ৪৪

তজ্জন্য স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যে মানবগণ সর্ব্বদা স্তব কালে আমাকে রক্তদন্তিকা নামে অভিহিত করিবেন॥ ৪৫

পুনরায় শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইলে, পৃথিবী জলসম্পর্ক শূন্য হইলে মুনিগণ সম্যক্‌রূপে স্তব করিলে আমি অযোনিসম্ভবারূপে প্রাদুর্ভূতা হইব॥ ৪৬

তৎকালে নেত্রশতদ্বারা আমি মুনিগণকে দর্শন করিব এজন্য মানবগণ আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্ত্তন করিবে॥ ৪৭

তেতোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি॥ ৪৮
তত্রৈবচ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥ ৪৯
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥ ৫০
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥ ৫১
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয়ষট্‌পদম্‌॥ ৫২
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্‌।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকা স্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥ ৫৩

হে দেবগণ অনন্তর আমি আত্মদেহজাত প্রাণরক্ষক শাকমূলাদিদ্বারা পুনরায় বৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় জনগণকে পালন করিব; তৎকালে পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব [বৈবস্বতমন্বন্তরে চত্বারিংশ যুগে শতাক্ষী এবং শাকম্ভরী অবতার; শাকম্ভরীদেবী নীলবর্ণা]। ঐ অবতারকালে (শতাক্ষী শাকম্ভরীর অবতারকালেই) আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিব; এজন্য আমার নাম দুর্গাদেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে॥ পুনরায় যখন আমি হিমালয় পর্ব্বতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া মুনিগণের রক্ষণার্থ রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিব, তখন সমুদায় মুনিগণ প্রণত হইয়া আমাকে স্তব করিবেন; এই জন্য আমার নাম ভীমাদেবী

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে নারায়ণী-স্তুতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৩

সৃষ্টি-তত্ত্ব। দ্বিতীয়প্রকার।

(১)

তস্মিন্নেব ক্ষণে জাতা ব্যোমবাণী নভস্তলে।
মায়াবীজং সহস্রাক্ষ জপ তেন সুখী ভব ॥ ৪৯
ততো জজাপ পরমং মায়াবীজং পরাৎপরং।
লক্ষবর্ষং নিরাহারো ধ্যানমীলিত লোচনঃ ॥ ৫০
অকস্মাৎ চৈত্রমাসীয় নবম্যাং মধ্যগে রবৌ।
তদেবাবিরভূত্তেজস্তস্মিন্নেব স্থলে পুনঃ ॥ ৫১

বলিয়া বিখ্যাত হইবে [ভীমাদেবীও নীলবর্ণা দংষ্ট্রাকরাল বদনা; ইনি চন্দ্রহাস, ডমরু এবং নৃমুণ্ড ও পানপাত্র ধারিণী। বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চাশত্তম চতুর্যুগে আবির্ভূত হইবেন]। যৎকালে অরুণ নামক অসুর ত্রিভুবনে মহা উৎপাত করিবে, তখন আমি অসংখ্য ষটপদ-বিশিষ্ট ভ্রামর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবনের হিতার্থ সেই মহাসুরকে বধ করিব; তৎ-কালে সকলে ভ্রামরী বলিয়া আমার স্তব করিবে। [বাস্তবিক রক্ত-দন্তিকা প্রভৃতি ছয়টী অবতার অদ্যাপি আবির্ভূত হন নাই। পরন্তু আবির্ভূত হইবেন। ভ্রামরী অবতার বৈবস্বতমন্বন্তরে ষষ্টিতম চতুর্যুগে হইবেন]। এইরূপ যখন যখন অসুরগণ কর্ত্তৃক উৎপাৎ ঘটিবে, তখনি তখনি আমি আবির্ভূত হইয়া শত্রু সংহার করিব ॥ ৪৮—৫৪

তেজোমণ্ডল মধ্যে তু কুমারীং নবযৌবনাম্।
ভাস্বজ্জপা প্রসূনাভাং বালকোটিরবিপ্রভাম্॥ ৫২
বাল-শীতাংশু-মুকুটাং বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনীং।
চতুর্ভির্ব্বরহস্তৈস্তু বরপাশাঙ্কুশাভয়ান্॥ ৫৩
দধানাং রমণীয়াঙ্গীং কোমলাঙ্গলতাং শিবাং।
ভক্তকল্পদ্রুমামম্বাং নানাভূষণভূষিতাম্॥ ৫৪
ত্রিনেত্রাং মল্লিকামালাকবরীজট শোভিতাং।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতাম্॥ ৫৫
দন্তচ্ছটাভিরভিতঃ পদ্মরাগীকৃতক্ষমাং।
প্রসন্নস্মেরবদনাং কোটিকন্দর্প সুন্দরাম্॥ ৫৬
রক্তাম্বর পরীধানাং রক্তচন্দন চর্চ্চিতাং।
উমাভিধানাং পুরতো দেবীং হৈমবতীং শিবাম্॥ ৫৭
নির্ব্ব্যাজকরুণামূর্ত্তিং সর্ব্বকারণ কারণাং।
দদর্শ বাসবস্তত্র প্রেমগদ্গদিতান্তরঃ॥ ৫৮
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নো রোমাঞ্চিততনুস্ততঃ।
দণ্ডবৎ প্রণনামাথ পাদয়োর্জ্জগদীশিতুঃ॥ ৫৯
তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ভক্তিসন্নত কন্ধরঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপি॥ ৬০
প্রাদুর্ভূতঞ্চ কস্মাত্তদ্বদ সর্ব্বং সুশোভনে।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ করুণার্ণবা॥ ৬১

(২)

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বকারণ কারণং।
মায়াধিষ্ঠানভূতন্তু সর্ব্ব সাক্ষি নিরাময়ম্॥ ৬২

হৈমবতী উমা তখন দেবরাজকে বলিতে লাগিলেন বাসব! আমার

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥ ৬৩

(৩)

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাস্থশ্চ হ্রীং ময়ং
দ্বেবীজে মম মন্ত্রৌ স্তো মুখ্যত্বেন সুরোত্তম॥ ৬৪
ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈক ভাগঃ সম্প্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দ নামকঃ॥ ৬৫
মায়া প্রকৃতি সংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়োভাগ ঈরিতঃ।
সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী॥ ৬৬

যে রূপ তুমি দেখিয়াছ, আমার ঐরূপই ব্রহ্মের রূপ। উহা সর্ব্ব কারণের কারণ। উহার মধ্যে মায়ার গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থান করিতেছে বলিয়া উহা সর্ব্বসাক্ষী। ব্রহ্মে উপাধি ও অহং অভিমান রূপ কোন আময় নাই বলিয়া উহা নিরাময়।

বেদ সকল যে পরমপদ মনন করেন, সমস্ত তপস্যাতে যাঁহার কথা বলা হয়, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য করা হয় সেই পরম পদের কথা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

ওঁ এই একাক্ষরই ব্রহ্ম। ওঁকার আবার হ্রীং মন্ত্র, বেদ ইহা বলেন। হে দেবরাজ! আমার মন্ত্রের এ দুইটিই মুখ্যবীজ। এই উভয় বীজদ্বারাই আমি উপাস্য। যে হেতু আমি ওঁ ও হ্রীং এই ভাগদ্বয়বতী হইয়াই জগৎ সৃজন করি তাই একভাগের নাম সচ্চিদানন্দ [ওঁ বীজটি তাহার বাচক] দ্বিতীয় ভাগটির নাম মায়া বা প্রকৃতি।

চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।
সাম্যাবস্থাত্মিকা চৈষা মায়া মম সুরোত্তম॥ ৬৭
প্রলয়ে সর্ব্বজগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি।
প্রাণিকর্ম্ম পরীপাকবশতঃ পুনরেব হি॥ ৬৮॥

সে মায়াই পরাশক্তি আর আমি হইতেছি শক্তিমতী। আমিই সর্ব্ব-শক্তিমতী ঈশ্বরী। জ্যোৎস্নাকে যেমন চন্দ্র হইতে অভিন্ন দেখা যায় সেইরূপ এই সম্যাবস্থাত্মিকা মায়া, হে সুরোত্তম! আমা হইতে অভিন্ন। ওঁ হইতেছে ব্রহ্মের বীজ আর হ্রীং হইতেছে মায়ার বীজ। যখন ব্রহ্ম ও মায়া চন্দ্র ও চন্দ্রিকার মত তখন এই দুই বীজের যে কোনটি লও তাহাতেই আমার উপাসনা হইবে।

মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ আমা হইতে অভিন্ন হইয়াই থাকে। [অর্থাৎ আমি আমিই থাকি—যদি জগৎটাকে মিথ্যা বলিতে বড়ই ক্লেশ হয় তবে না হয় জগৎটা আমি হইয়াই থাকে। সত্য কথা কি তাই দেখ। গতি-শীল যাহা তাহা জগৎ আর স্থিতিটি যাহা তাহা আমি। মহাপ্রলয়ে গতিটি স্থিতিরূপে থাকে। (যদি গতির স্থিতিত্ব কখন সম্ভব হয় তবে) সাম্যাবস্থা-রূপিণী যে মায়া তাহা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত অথবা তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের মত—ভাব পদার্থ। ইহাই আপনি আপনি ব্রহ্ম। ইহাকে শক্তি বলিতে পার না। তবেই হইল ব্রহ্মে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন কিছুই থাকিতে পারে না। যদি বলি জগৎটা বীজরূপে থাকে তবে বল দেখি কোন্ সহকারী কারণ পাইয়া জগৎ বীজ হইতে জগৎ বৃক্ষ জন্মে? আর যদি বল সাম্যাবস্থা থাকে তবে সাম্যাবস্থাকেই, আপনি আপনি ব্রহ্ম বল, মহাপ্রলয়ে পরম শান্ত এই 'আপনি আপনি' যে ভাব তাহাই মহাপ্রলয় অন্তে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে যেন ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। যাহাকে সাম্যাবস্থা

তদেবমব্যক্তং বক্তিভাবমুপৈতি চ।
অন্তর্মুখা তু যাবস্থা সা মায়ার্ত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥
বহির্ম্মুখা তু যা মায়া তমঃশব্দেন সোচ্যতে।
বহির্ম্মুখাত্তমোরূপাজ্জায়তে সত্বসম্ভবঃ ॥ ৭০ ॥

বল তাহা গুণত্রয়েরইত সাম্যাবস্থা। তবে সেই সাম্যাবস্থাতে অবশ্যই বৈষম্যের বীজ আছে। এই জন্য বলা হয় মায়াতে বীজ ভাবে জগৎ থাকে কিন্তু ব্রহ্মে নহে। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্" শক্তিভূতা যিনি জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন তিনি জগন্মূর্ত্তি। যতদিন জগৎ আছে ততদিন জগন্মূর্ত্তি তিনি আছেনই। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগতব্যক্তমূর্ত্তিনা" যিনি জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তিতেই জগৎ ব্যাপিনী। শক্তির ব্যক্ত মূর্ত্তি এই জগৎ কিন্তু অব্যক্ত মূর্ত্তিটি চৈতন্য জড়িত মায়া। জগৎ যখন না থাকে তখন অব্যক্ত মূর্ত্তিতে যে শক্তি ছিলেন তিনি ব্রহ্মস্পর্শে শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়েন। তখন তিনি যে আছেন তাহাও বলা যায় না, তিনি যে নাই তাহাও বলা যায় না। এই অবস্থায় তাঁহাকে নিত্যাও বলা যায় না, অনিত্যাও বলা যায় না। শক্তিকে নিত্যা যখন বলা হয় তখন শক্তি, যে শক্তিমান লইয়া উঠেন ও লয় হয়েন সেই শক্তিমান্‌কে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাণিগণের ফলদানোন্মুখ কর্ম্ম দ্বারা আবার জগৎ সৃষ্টি হয়।

কর্ম্মের মূল হইতেছে বাসনা। বাসনা তৃপ্ত হইলে কর্ম্মের ভোগ হইয়া যায়। ভোগ হইয়া গেলে কর্ম্মের ক্ষয় ও হয়। কিন্তু জীবের অতৃপ্ত বাসনা গুলির কি হয়? এই অতৃপ্ত বাসনাগুলি বীজরূপে প্রকৃতিতে অর্থাৎ বৈষম্যভাব প্রাপ্ত মায়াতে থাকে। জীবের পুঞ্জীকৃত অতৃপ্ত বাসনার ফলদানের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

রজোগুণস্তদৈব স্যাৎ সর্গাদৌ সুরসত্তম।
গুণত্রয়াত্মকাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৭১ ॥
রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকো ভবেৎ।
তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্ব্বকারণরূপধৃক্ ॥ ৭২ ॥

বেদে যখন বলা হইয়াছে "প্রথমতঃ তমোগুণের সৃষ্টি হইল" তখন বেদ গুণগুলি যে নিত্য নহে তাহা বলিতেছেন। গুণই যদি নিত্যা না হয় তবে গুণসাম্য যে মায়া তাহা কি? মায়ধীশকে যখন লক্ষ্য করা হয় না তখন মায়া অনিত্যা। প্রথমতঃ তমোগুণের সৃষ্টি হইল ইহা বলিলে মায়ার পুনরুৎপত্তির অনুমান করা হইল। অথচ যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাশও আছে। তবে মায়া যে নিত্যা তাহা বলা যায় কিরূপে? আমি তোমার সন্দেহ দূর করিবার জন্য যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর।

এই সাম্যাবস্থা অব্যক্ত রূপটি ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত হয়। মায়া বলিলে যাহাকে অনুমান করা যায় তাহার দুইটি অবস্থা। একটি অন্তর্ম্মুখী দ্বিতীয়টি বহির্ম্মুখী। সাম্যাবস্থাটি অব্যক্ত ভাবে যখন আমাতে লীন থাকে তখন উহাকে অন্তর্ম্মুখী মায়া বলে। আবার মায়া যখন সৃষ্টির প্রাক্কালে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন তখন এই বহির্ম্মুখী মায়ার নাম হয় তমঃ। বেদ বলেন প্রথমেই এই তমঃ সৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকালে এই বহির্ম্মুখ তমোরূপ হইতে সত্ত্ব গুণের এবং সত্ত্ব গুণের পরে রজ গুণের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন গুণবিশিষ্ট। গুণগুলি কখন পৃথক্ ভাবে থাকে না। ব্রহ্মাতে তমঃ সত্ত্ব গুণ অপেক্ষা রজোগুণের প্রাধান্য। বিষ্ণুতে তমঃ ও রজঃ অপেক্ষা সত্ত্বের প্রাধান্য এবং রুদ্রদেবে সত্ত্ব ও রজঃ অপেক্ষা তমোগুণের প্রাধান্য। এই জন্য রুদ্র যিনি তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কারণ।

স্থূলদেহো ভবেৎ ব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরি স্মৃতঃ।
রুদ্রস্তু কারণো দেহ স্তুরীয়া ত্বহমেব হি ॥ ৭৩ ॥
সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণী।
অতঃ উর্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মদ্রূপং রূপবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৪ ॥
নির্গুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়াহীনং সগুণং মায়য়া যুতম্। ৭৫ ॥
সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ সম্প্রবিশ্য চ।
প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭৬ ॥
সৃষ্টিস্থিতি তিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥ ৭৭ ॥
মদ্ভয়াদ্বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নি মৃত্যবস্তদ্বৎ সাহং সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা। ৭৮ ॥
মৎপ্রসাদাদ্ভবদ্ভিস্তু জয়ো লব্ধোঽস্তি সর্ব্বথা।
যুষ্মানহং নর্ত্তয়ামি কাষ্ঠপুত্তলিকোপমান্ ॥ ৭৯ ॥
কদাচিদ্দেব বিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং ক্বচিৎ।
স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছয়া সর্ব্বং কুর্ব্বে কর্ম্মানুরোধতঃ ॥ ৮০ ॥

আমি তুরীয়া। আমার স্থূল দেহ হইতেছে ব্রহ্মা, সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ বিষ্ণু, কারণ দেহ হইতেছে রুদ্র।

আমার তুরীয়রূপ যেটি তাহাকে সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণী সাম্যাবস্থা বলা হয়। ইহার উপরে ও আমার আর একটি রূপবর্জ্জিত রূপ আছে তাহাই পরব্রহ্ম। তবেই হইল আমার দুই প্রকার রূপ। একটি নির্গুণ অপরটি সগুণ। আমার মায়া বর্জ্জিত রূপটি হইতেছে নির্গুণরূপ আর মায়া জড়িতরূপটি হইতেছে সগুণরূপ। সেই মায়াত্মিকা সগুণরূপিণী আমি

তাং মাং সর্ব্বাত্মিকাং যূয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্ব্বতঃ।
অহঙ্কারাবৃতাত্মানো মোহপ্রাপ্তা দুরন্তকম্॥ ৮১॥
অনুগ্রহং ততঃ কর্ত্তুং যুষ্মদ্দেহাদনুত্তমম্।
নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি॥
অতঃপরং সর্ব্বভাবৈ হিত্বা গর্ব্বন্তু দেহজং।
মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দ রূপিণীম্॥ ৮৩॥

সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের ভিতরে থাকিয়া জীব সকলকে সদা-সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্যের শ্রুতিবিহিত ফলভোগের জন্য প্রেরণা করি। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও কারণাত্মক রুদ্রদেবকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্য্যে আমি প্রেরণা করি। অর্থাৎ আমার ইচ্ছাতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দ্বারা সৃজন পালন লয় হইতেছে। আমার ভয়ে বায়ু বহে, আমার ভয়ে সূর্য্য উদয়াস্তগামী হয়, ইন্দ্র, অগ্নি ও যম আমার ভয়েই স্ব স্ব কর্ম্ম করেন। এই আমাকেই সর্ব্বোত্তমা জানিও। আমার প্রসাদেই তোমরা অসুর সংগ্রামে সর্ব্বপ্রকারে জয়লাভ কর। আমিই তোমাদিগকে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নাচাই। কর্ম্মফলে কখন দেবতার জয় কখন বা দৈত্যদিগের বিজয়, স্বতন্ত্রা আমি—আমি স্বেচ্ছায় কর্ম্মানুরোধে এই সমস্ত করিতেছি। তোমরা গর্ব্ববশতঃ আমি যে সর্ব্বাত্মিকা ইহা ভুলিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলে। তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমার দেহ হইতে সহসা এক তেজ নির্গত হইয়াছিল। তাহাকেই তোমরা যক্ষরূপে দেখিয়াছিলে। অতঃপর তোমরা সর্ব্বতোভাবে তোমাদের দেহাত্মবুদ্ধিজাত গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী আমার শরণাপন্ন হও।

চতুর্থ বিশ্রাম

আত্মা—উপাসনা।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসন বোধনম্।
সাধনং কাণ্ডযুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্॥
ত্রিবিধো বিদ্যাধিকারী। উত্তমো মধ্যমোঽধমশ্চ।
সর্ব্বাত্মাৎ সংসারাৎ বিরক্ত একাগ্রচিত্তঃ সদ্যোমুক্তি কাম উত্তমঃ।
তৎপ্রতি আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদিত্যাদিনা ব্রহ্মবিদ্যোক্তা।
হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তদ্বারা ক্রমমুক্তি কামো মধ্যমঃ।
তৎপ্রতি উক্থ মুক্থমিত্যাদিনা প্রাণবিদ্যোপাস্তিরুক্তা।
যস্তু দ্বিবিধাং মুক্তিমকাময়মানঃ প্রজাপশ্বাদিমাত্র কামোঽধমঃ।
তৎপ্রতি সংহিতোপাসনং তৃতীয়ারণ্যকেঽভিধীয়তে।

কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বেদে এই তিন কাণ্ড আছে। প্রথম দুইটীতে আছে সাধনা আর শেষটীতে আছে সাধ্য বা উদ্দেশ্য। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর, শেষে জ্ঞানানুষ্ঠানে শ্রবণ মনন ধ্যান কর। ইহাই মুক্তির উপায়। ইহার অধিকারী কে?

উত্তম, মধ্যম, অধম—বিদ্যার এই ত্রিবিধ অধিকারী। সমস্ত বস্তুতে বিরক্ত হইয়া এবং সংসারে বিরক্ত হইয়া যিনি আত্মাতে একাগ্রচিত্ত হয়েন এবং সদ্যসদ্যই মুক্তি চান তিনি উত্তম। ইঁহার প্রতি "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" এই 'আপনি আপনি' ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ।

সগুণ বা হিরণ্যগর্ভকে লাভ করিয়া ক্রমমুক্তি যিনি ইচ্ছা করেন তিনি মধ্যম। তাঁর প্রতি 'উক্থমুক্থম্' ইত্যাদি প্রাণবিদ্যোপাসনার উপদেশ।

সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি ইহার কোনটিই যিনি চান না, কিরূপে ধন ধান্য পুত্র কন্যা পশু বিত্ত ইত্যাদি হইবে ইহাই চান তিনি অধম। তাঁর প্রতি সংহিতাদির উপাসনা বলা হইয়াছে।

প্রথম উল্লাস

১

প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্।

প্রাতঃস্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসংঘঃ॥ ১

প্রাতর্ভজামিমনসো বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং
স্তং দেব দেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥ ২

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্ক বর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।

১। প্রাতে হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ স্মরণ করিতেছি ইনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, পরমহংস গতি এবং তুরীয় (চতুর্থ)। ইনিই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে নিত্য অভিমান করেন। আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, আমি ভূতসংঘ নহি।

২। প্রাতে আমি মনে মনে বাক্যাতীতের ভজনা করি তাঁহার অনুগ্রহে নিখিল বাক্য ফুটিতেছে। 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' এই প্রণালীতে যে অবাচ্য বস্তুর সন্ধান করিতে হয় সেই প্রভুই দেবদেব অজ, অচ্যুত, আদিনাথ বলিয়া কথিত।

যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষ মূর্ত্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩
শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয় বিভূষণম্।
প্রাতঃকালে পঠেৎ যস্তু সগচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৫

২

ধন্যাষ্টক স্তোত্রম্।

তজ্‌জ্ঞানং প্রকাশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং,
তজ্‌জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থম্।
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ॥ ১ ॥

৩। প্রাতে অন্ধকারাতীত, জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ সনাতন পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি। ইঁহাতেই এই বিচিত্র জগৎ-রজ্জু সর্পের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিলোকভূষণ এই তিনটি শ্লোক যিনি প্রভাতে পাঠ করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

১। যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞান, আর উপনিষদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই জ্ঞেয় এবং যাঁহারা পরমার্থনিশ্চয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ তাঁহারাই ধন্য ; অবশিষ্ট সকলে ভ্রমের বশীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

আদৌ বিজিত্যা বিষয়ান্ মদমোহরাগ-
দ্বেষাদি শত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ।
জ্ঞাত্বাঽমৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা
কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমধোগতি হেতুভূতা-
মাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ।
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে
মানাবমান সদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ।
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি
কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাক ফলানি ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥

২। যে পুরুষেরা প্রথমে বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া এবং মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া যোগরাজ্য লাভ করিয়াছেন আর রমণসুখপ্রদায়িনী পরমাত্মবিদ্যা অনুভব করিয়া অমৃতফল লাভ করিয়াছেন, আহা! তাঁহারা গৃহে থাকিয়াও পরম সুখে বিচরণ করেন এবং তাঁহারাই ধন্য।

৩। যাঁহারা সংসারে অধোগতির হেতুভূতা রতি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পান করতঃ ত্যক্তস্পৃহ ও বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজন প্রদেশে বিচরণ করেন তাঁহারাই ধন্য।

৪। যাঁহারা ভববন্ধনের হেতুভূত 'আমি আমার' এই দুই পদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া মানাপমানে সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন এবং

তক্তৈষণাত্রয়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গা
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।
জ্যোতিঃ পরাৎপরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥
নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু
ন স্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজম্।
যৈর্ব্রহ্মতৎ সমনুপাসিতমেকচিত্তা
ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানপঙ্ক পরিমগ্নমপেতসারং
দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবসক্তম্।

এই সংসারের অন্য কর্ত্তা আছেন জানিয়া সেই সর্ব্বময় কর্ত্তাতে কর্ম্মপরিপাকফল সমর্পণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই ধন্য।

৫। যাঁহারা পুত্রোৎপত্তি জন্য দারপরিগ্রহ,লক্ষণরূপ পুত্রৈষণা, গবাদি ও বিত্তাদি প্রাপ্তি, ইচ্ছারূপ বিত্তৈষণা এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃলোক জয় ও বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয়রূপ লোকৈষণা, এই এষণাত্রয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষ পদের অনুসন্ধান করেন, এবং অমৃততুল্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্ম-জ্যোতি দর্শন করেন সেই দ্বিজগণই ধন্য।

৬। পরব্রহ্ম অসৎ নহেন, সৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহান্ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, কেবল একমাত্র জগতের কারণ, যাঁহারা এই প্রকারে সেই পরব্রহ্মোপাসনায় একাগ্রচিত্ত থাকেন তাঁহারাই ধন্য। অপর লোক সকল সংসারপাশবদ্ধ।

৭। যাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন, সারশূন্য দুঃখের আকর স্বরূপ

সংসার বন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চয়ন্তি ॥ ৭ ॥
শান্তৈরনন্যমতির্ভির্মধুর স্বভাবৈ
রেকত্ব নিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ ॥ ৮ ॥
অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তু কামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥ ৯
সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।

জন্ম-মৃত্যু-জরা পরিপূর্ণ ভববন্ধনকে অনিত্য দেখিয়া জ্ঞানখড়্গে ইহা ছেদন করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারাই ধন্য।

৮। যাঁহারা শান্ত,—অনন্যমতি, মধুর স্বভাব, একত্ব নিশ্চয়কারী মনের দ্বারা নিবৃত্ত মোহ, সাধুগণের সহিত নির্জ্জন প্রদেশে শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরমপদ সেই স্বরূপকে সম্যক্ চিন্তা করেন তাঁহারাই ধন্য।

৯। যিনি নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ পরিত্যাগ করিয়া যিনি সংসারবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষম বিষয় সকলকে বিষবৎ যিনি জ্ঞান করিয়াছেন তিনিই পরমহংস এবং তিনিই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন।

১০। যখন ভাগ্যবশে কোন ব্যক্তির পরব্রহ্ম দর্শন হয় তখন নিখিল জগৎই আনন্দকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ জ্ঞান হয়, সমস্ত জলই গঙ্গাজলবৎ পবিত্র বোধ হয়, সকল ক্রিয়াই পবিত্র হইয়া

বাচঃ প্রাকৃত সংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্ব্বাবস্থিতিরস্ত বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥ ১০

ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং
ধন্যাষ্টক স্তোত্রম্।

৩

সৃষ্টি-তত্ত্ব [তৃতীয় প্রকার]

এতস্মাৎ পরমাচ্ছান্তাৎ পদাৎ পরম পাবনাৎ।
যথেদমুত্থিতং বিশ্বং তচ্ছৃণুত্তময়া ধীয়া॥ ১

যায়। প্রাকৃত বা সংস্কৃত সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্য তুল্য হয়, পৃথিবী বারাণসী এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতিই সুখকর বোধ হইয়া থাকে।

পরম শান্ত পরম পবিত্র এই পরমপদ হইতে যে প্রকারে এই বিশ্ব উত্থিত হয় তাহা উত্তম বুদ্ধি দ্বারা তুমি শ্রবণ কর। [মহাপ্রলয় হইয়া গেলে যখন সমস্ত বিশ্ব লয় হয় তখন যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই পরম-পদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি স্পন্দন-রহিত অবস্থায় 'আপনি আপনি' থাকেন। এই অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও সৃষ্টিকালে তিনি যেন স্পন্দনযুক্ত অবস্থায় আইসেন। স্পন্দনরহিত অবস্থায় যিনি পরম শান্ত মঙ্গলময়, তাঁহার স্পন্দনযুক্ত মত অবস্থাটিই ত্রিজগৎরূপে স্থিতি। যিনি স্পন্দ ও অস্পন্দ রূপে বিলাস করেন, করিয়াও যিনি এক শুদ্ধ ভরিতাকার—পূর্ণাকার; যিনি না থাকিলে চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রকাশ পদার্থ, অন্ধকার মত হইয়া যায়; যিনি থাকাতে এই ত্রিজগৎ মৃগ তৃষ্ণিকার ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে; যাহার মনোভাব গ্রহণ অবস্থাতে যে স্পন্দন উঠে তাহাতে নিশিভ্রাম্যমান জলন্ত

সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।
সর্ব্বাত্মকঞ্চ তৎ স্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু॥ ২॥
তস্মানন্ত প্রকাশাত্মরূপস্যানন্ত চিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ॥ ৩॥

অঙ্গারের চক্রাকারতার ন্যায় এই জগল্লক্ষ্মী পুনঃ পুনঃ উদয় হয় এবং যিনি মনোভাব ত্যাগ করিয়া নিস্পন্দ অবস্থা লাভ করিলে এই জগদাড়ম্বর নিবৃত্ত হইয়া যায়; যিনি বাগিন্দ্রিয়শূন্য মূকের তুল্য হইয়াও বাচাল; মননশীল হইয়াও প্রস্তরের ন্যায়; নিত্যতৃপ্ত হইয়াও যিনি সহস্র মুখে ভোজন করেন; কোথাও সংস্থিত না হইয়াও যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; মন নাই তথাপি যিনি মানস সৃষ্টি করেন; নাট্যশালার দীপ সাহায্যে নটের নৃত্য করার মত যিনি সাক্ষী স্বরূপে থাকাতে চিত্তের বিবিধ স্পন্দন হয়; সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, কল্লোল, ক্ষুদ্র লহরীর মত যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উঠিতেছে; এক কথায় কর্ম্মেন্দ্রিয় উপাধিতে যে ক্রিয়া হইতেছে, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উপাধিতে যে রূপরসাদি বিষয় অনুভূত হইতেছে; এবং অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চেতনা—এই সমস্ত তুমি যাহা জানিতেছ সেই সমস্তই সেই দেব, সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীল পরমাত্মা। সমস্ত বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিতেছ তাহা বস্তুতঃ সেই পরম শান্ত পরম পদই]।

যেমন সুষুপ্ত অবস্থাটিই স্বপ্নবৎ—স্বপ্নমত প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্মই সর্গবৎ—সৃষ্টি মত প্রকাশ পান। সর্ব্বাত্মক সুষুপ্ত স্থানটিই সেই ব্রহ্ম-স্থান। অর্থাৎ সমষ্টি সুপ্ত পুরুষের স্বরূপটিই এই ব্রহ্ম। যে ক্রমে এই ব্রহ্ম হইতে এই সর্ব্বত্র ভাসমান সৃষ্টি উত্থিত হয় তাহা শ্রবণ কর।

সুষুপ্তিতে বিষয় ভোগের দ্বারগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। পুরুষের অন্নময় প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আবরণগুলি থাকে না। থাকে একটি মাত্র

তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং মর্শন পূর্ব্বকম্॥ ৪॥
ভাবি নামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিত রূপকম্।
আকাশাদণুশুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্॥ ৫॥

আবরণ। ইহা অজ্ঞান-আবরণ; ইহা আপন পরিপূর্ণ স্বরূপের বিস্মৃতি; আমিই সেই এই স্থিতির অভাব। তথাপি এই সুষুপ্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ হয় বলিয়া স্বরূপানন্দের অতি ক্ষীণ স্ফুরণে সুপ্ত-পুরুষ আনন্দভুক্। স্থূল সূক্ষ্ম কোন প্রকার চিত্ত স্পন্দন না থাকায় সুপ্তপুরুষ অনায়াস পদে স্থিতিলাভ করিয়া আনন্দময়।

সুষুপ্তিতে কুয়াসার মত একটা স্বরূপের বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান পুরুষকে ছাইয়া থাকে। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একটা আদ্যন্তশূন্য তমঃ বা ভৌতিক-প্রকাশের অভাব যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল ইহাও সেইরূপ। সুপ্ত আত্মপুরুষের তমঃ বা অজ্ঞান আবরণে লগ্ন ছায়া ছায়া মত এই বিশ্বটা, এই ভাবি বিচিত্র নামরূপ মাখা বিশ্বটা, প্রথমে ছায়ার মত থাকে। ক্রমে ছায়া ছায়া মতটাই স্বপ্ন নগরের মত ভাসে। ক্রমে তাহাই আরও স্থূল হইয়া সৃষ্টিরূপে ভাসিয়া উঠে। এই সৃষ্টি ভাসার ব্যাপারটাই তোমাকে বলিতেছি।

অনন্তপ্রকাশ আত্মরূপ সেই চিন্মণির সত্তাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব স্বভাবতঃ অজস্র ভাবে উঠিতেছে। বেশ করিয়া ধারণা কর মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। স্থূল যাহা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থূলের সূক্ষ্ম সংস্কার সঙ্কল্পশক্তিতে আছে। এই সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি সূক্ষ্ম জগৎ লয় করিবার জন্য ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে। আর পরম শান্ত চলন-রহিত, পরম শিব চৈতন্যকে স্পর্শ করিয়া এই সঙ্কল্পশক্তি নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর কিছুই নাই। এক অনন্তপ্রকাশ—অথ

ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতশ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথা॥ ৬॥

'আপনি আপনি' ভাব মাত্র অবশিষ্ট। ইনিই অনন্ত চিন্মণি; চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ মণি। অনন্ত প্রকাশটি ইঁহার আত্মরূপ। বিশ্ব বলিয়া কোন কিছুই নাই। বিশ্বের পরিবর্ত্তে এক আদ্যন্ত শূন্য তমঃ এই বিশ্বের অভাব সূচক অজ্ঞান, জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ চিন্মণিকে যেন বেষ্টন করিয়া আছে। জ্ঞানের আশেপাশে যেন অজ্ঞান আছে। "আর কিছুই নাই" এই অভাব বোধরূপ অজ্ঞানটা যেন সৎস্বরূপ, অস্তি-স্বরূপ আছে স্বরূপ-ব্রহ্মের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছে। 'আছে' এই ভাবের সঙ্গে 'নাই' এই অভাবটা অথবা অস্তির সঙ্গে নাস্তিটা যেন অবস্থিত। এই অভাবের মধ্যে বিশ্বটা ছায়া ছায়া মত আছে। কিরূপে? দেখ। অভাবটা কার অভাব? না বিশ্বের অভাব। বিশ্বত নাই কিন্তু বিশ্বের অভাবরূপ একটা ভাব যেন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে আছে। সেই জন্য বলা হইতেছে মহাপ্রলয়ে স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ বা শুদ্ধবোধরূপ যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন এই বিশ্বটা তাঁহারই সত্তামাত্রাত্মক। চিৎ ও আনন্দমাত্রাত্মক নহে।

চিন্মণির যে সত্তা অবলম্বন করিয়া বিশ্ব অজস্র ভাবে উঠে, বিশ্ব লয় হইয়া গেলে সেই সত্তাটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্তা হইতে যে ক্রমে বিশ্ব উঠে তাহাই বলা হইতেছে। যেহেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তা মাত্র, যেহেতু সেই চিন্মণির পরমার্থ রূপটি মাত্রই এই বিশ্বের সত্তা সেই হেতু মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ উঠে সেইরূপ সেই চিন্মণি হইতে এই বিশ্ব ঝলক স্বভাবতঃ অজস্রভাবেই উঠে। স্বভাবতঃ অর্থাৎ অবুদ্ধি পূর্ব্বক যখন অজস্র বিশ্বঝলক চিন্মণির পরমার্থ সত্তা অবলম্বন করিয়া উঠে তখন ঐ সত্তা আপনাতে আপনি কিঞ্চিৎ চেত্যতা, কিঞ্চিৎ বহির্মুখতা, কিঞ্চিৎ সৃষ্টি

ঘনসংবেদনা পশ্চাৎ ভাবি জীবাদি নামিকা
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্॥ ৭ ॥

বিষয়ক ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়েন। যেহেতু সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দশক্তি প্রথমে স্বভাবতঃ উঠে, প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক উঠে, সেই হেতু সেই অবুদ্ধিপূর্ব্বক উঠাটাই বুদ্ধিপূর্ব্বক বিশ্ব সৃষ্টির কারণ হয়। অবুদ্ধি পূর্ব্বক যাহা হয় তাহাতে যে চলন হয় তাহাই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপারের মূল সূত্র। যেমন ভোজনের ইচ্ছা না থাকিলেও যদি কেহ জোর করিয়া ভোজন করায় তখন যেমন ভোজনেচ্ছার উদ্রেক হয় সেইরূপ পরম শান্ত চলন রহিত ব্রহ্মে স্বভাবতঃ ঝলক উঠিলে অনিচ্ছারও ইচ্ছা জন্মে। সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছাই ইহা। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কিছু উঠাই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টির কারণ। সেই জন্যই বলা হইতেছে এই সমস্ত বিশ্ব "আর কিছুই নাই" এই অভাব বোধরূপ অজ্ঞান অবলম্বনে পরিপূর্ণ অস্তি ভাবের উপর কল্পনা মাত্র। চিন্মণি কিরূপে চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতায় আসিলেন তাহা বলা হইল। এই চেত্যতাটি কিন্তু সম্বিৎ দ্বারা বা জ্ঞান দ্বারা এখনও অহং স্পর্শ করে নাই। অর্থাৎ অহং স্পর্শ পূর্ব্বক জাগতিক বস্তু সকল যেরূপ নামরূপ গ্রহণ করে, এই চেত্যতা এখনও তাহা করে নাই। ইহা এখনও 'অহং মর্শন পূর্ব্বকং অগৃহীতাত্মকম্'।

সেই চিন্মণির সত্তাটি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, শুদ্ধ বোধ মাত্র। সেই শুদ্ধ বোধটি সমস্ত সৃজ্য বিষয়ের ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান তৎপর অর্থাৎ "আছের" সঙ্গে যে "নাই" জড়িত সেই "নাই" এর মধ্যে সমস্ত সৃজ্য-বিষয়ের ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান তৎপরতাও আছে। ঐ ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপাভাস বিশিষ্ট হইয়াই সেই সত্তাটি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মে সৃষ্টি ইচ্ছা কেন জাগে তাহাই বলা হইল। এই

সত্তৈব ভাবনামাত্রসারা সংসরণোন্মুখী।
তদা বস্তু স্বভাবেন স্বনুতিষ্ঠতি তামিমাম্ ॥ ৮ ॥
সমনন্তরমেধাস্যাঃ খ সত্তোদেতি শূন্যতা।
শব্দাদি গুণ বীজং সা ভবিষ্যদভিধার্থদা ॥ ৯ ॥

সঙ্কল্প শক্তিরূপা মায়াটি যখন ব্রহ্মে ভাসেন তখনই ব্রহ্মে বিচিত্র জগৎ ভাসার মত দেখায়।

সেই পরমা সত্তা যখন চেত্যতা লাভ করেন তখন সেই চেত্যতার মধ্যে ভাবি নামরূপের অনুসন্ধান রূপ বৃত্তি থাকে। ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান বৃত্তি দ্বারাই ঐ সত্তা ঐ শুদ্ধবোধ কিঞ্চিৎ উহিতরূপ কিঞ্চিৎ উহ্যরূপ অর্থাৎ রূপাভাস ধারণ করেন। চিতের ঈক্ষণ বৃত্তির যে চেত্যতা তাহা বিষয় উপাধি লাভে যেরূপে ঈশ্বর ভাব ও জীব ভাব প্রাপ্ত হয়েন এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইতেছে। চেতনাত্মক ব্রহ্ম সত্তা হইতে অভিন্ন যে পরমা সত্তা তাহাই চিন্নাম যোগ্যা হয়েন। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই সংজ্ঞার উপযুক্ত হয়েন। পরমা সত্তা চিন্নাম যোগ্যা হইবার পর "আমি বহু হইব" এই ঈক্ষণ-সম্বেদন রূপ যে সঙ্কল্প, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে সঙ্কল্প ঘন বা দৃঢ়ীভূত হয়। তাহার পরেই আত্ত কলনা হয়। আত্তা গৃহীতা কলনা তদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্ম-ভাব লক্ষণ পরিচ্ছেদ কলনা হয়। অর্থাৎ আমি বহু হইব এই সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তিচ্ছলে তাহা হইতে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপে আত্মভাবের পরিচ্ছেদ কল্পনা হয়। তখন আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভূমাত্মভাবের বিস্মৃতি এবং আপনার পরম পদের পরিত্যাগও যেন ঘটে। ইহাতেই ভাবি প্রাণধারণোপাধিক জীব হিরণ্যগর্ভাদি নাম তিনি ধারণ করেন।

ব্রহ্মসত্তা তখনও ভাবনামাত্র সারা ; তখনও বিকারাদি ক্রিয়া সারা হয় নাই। পরমা সত্তা তখন ভাবনা বিশেষ দ্বারাই সংসারোন্মুখী হয়েন।

৪

নির্ব্বাণষট্‌কম্।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥ ১॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।

ইহাতে তাঁহার ব্রহ্ম স্বভাবের কোন বিকার উৎপন্ন হয় না। যিনি অবিকৃত স্বভাব, ভাবনা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। তবে জীব ভাব কিরূপে উঠে যদি বল, তাহার উত্তর এই যে সেই পরম সত্তার উপরে এই পরিচ্ছিন্ন ভাবনা, রজ্জুর উপরে সর্প ভাসার মত উঠে। ইহার নাম ব্রহ্মসত্তার উপরে জীবভাবের উত্থান। এই জীবসত্তা পরে ইতর ভূতের অবকাশ প্রদান করে বলিয়া এক শূন্যপ্রায় খ সত্তার তখন উদয় হয়। খ সত্তাই আকাশ। আ—সমন্তাৎ কাশতে প্রকাশতে—আকাশের এই অর্থ সূর্য্যাদি সৃষ্টির পরে হয়। ভবিষ্যতে যে শব্দাদি উঠিবে সেই সমস্ত গুণের বীজ স্বরূপ এই খ সত্তা। পরাশক্তির সঙ্কল্পেই এই অসৎরূপ জগৎজাল সৎমত ভাসে।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত আমি নহি; কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ কিংবা বায়ুও আমি নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব, আমি (চিদানন্দ স্বরূপ) শিব॥ ১॥

প্রাণ সংজ্ঞা আমার নাই, আমি প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান,

ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৪ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥

ব্যান) পঞ্চ বায়ু, মেদাদি সপ্ত ধাতু, অন্নময়াদি (অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ) পঞ্চকোষ, বাক্য, পদ, উপস্থ ও পায়ুও নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ২ ॥

কোন কিছুতে আমার অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই; আমার লোভও নাই, মোহও নাই; আমার মদ, মাৎসর্য্য ভাবও নাই; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষও আমার নাই। আমিই চিদানন্দ স্বরূপ শিব ॥ ৩ ॥

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য কিংবা ভোক্তা নহি, আমি জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু কিম্বা শিষ্য কিছুই নাই; আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব ॥ ৫ ॥

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥ ৬॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ।

৫

আত্ম-ষট্ক।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদি দূরঃ
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্॥ ১॥
রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি,
স্বাত্মা জ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু
র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্॥ ২॥

আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। সঙ্গ বা মুক্তি কিম্বা পরিমাণ এ সমস্ত আমার কিছুই নাই। আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব॥ ৬॥

১। আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় সমূহও নহি, মনও নহি; অহঙ্কারও নহি পঞ্চপ্রাণও নহি, বুদ্ধিও নহি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ক্ষেত্র, বিত্ত হইতে ভিন্ন নিত্য সাক্ষী সর্ব্ব জীবেরআত্মা শিবই আমি।

২। রজ্জু জানা না থাকিলে রজ্জুই যেমন সর্প বলিয়া প্রতিভাত হয় আপনার আত্মাকে জানা না হইলে সেইরূপ আত্মাকে জীব বলিয়াই

মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীহ বিশ্বং
সত্যং বাহ্যং বস্তু ময়োপকॢপ্তম্।
আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং
ময্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহম্॥ ৩ ॥
আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং
সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবত্তন্ন সত্যং
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্॥ ৪ ॥

নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো, দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্ত্তৃত্বাদি চিন্ময়স্যাস্তি নাহঙ্কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোঽহম্॥ ৫ ॥

ভ্রম হয়। আপ্ত বাক্য দ্বারা ভ্রমনাশ হইলে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই যেমন জানা যায় সেইরূপ গুরু বাক্য দ্বারা জানা যায় আমি জীব নহি, শিবই আমি।

৩। চেতন আমি ভিন্ন এই সত্য বিশ্ব বলিয়া অন্য কিছুই নাই। বাহিরে যে সকল বস্তু দেখা যায় তাহা মায়া, কল্পিত। দর্পণের ভিতরে ভাসমান প্রতিবিম্বের ন্যায় অদ্বয় চেতন আমিতেই সমস্ত ভাসিতেছে। এই হেতু শিবই আমি।

৪। মোহ বশতঃ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ আমাতে এই অসত্য বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে। মোহ নিদ্রায় যে স্বপ্ন তাহা যেমন সত্য নয় সেইরূপ যাহা দেখিতেছি তাহাও সত্য নহে। অসত্য দৃশ্য দর্শন যখন না থাকে তখন শুদ্ধ পূর্ণ নিত্য এক শিবই থাকেন। সেই শিবই আমি।

৫। আমি জন্মাই নাই, আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হই নাই, আমি নাশ-প্রাপ্তও হইব না। দেহের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এই সব বলা হয়। কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম অহঙ্কারের। চিন্ময়ের, আত্মার, আমার এ সব নাই। শিবই আমি।

নাহং দেহো জন্ম-মৃত্যুঃ কুতো মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে, নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে॥৬

* ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্বিরচিতং আত্মষট্কম্॥

৬। আমি দেহ নহি আমার জন্ম-মৃত্যু কিরূপে হইবে? আমি প্রাণ নই আমার ক্ষুধা পিপাসা থাকিবে কিরূপে? আমি চিত্ত নহি আমার শোক মোহ থাকিবে কিরূপে? আমি কর্ত্তা নহি আমার বন্ধন ও মুক্তি হইবে কিরূপে?

দ্বিতীয় উল্লাস।

১

সার সাধনা—শ্রীগীতা হইতে।

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

[ব্রাহ্মণের স্বভাববিহিত কর্ম্ম সকল হইতেছে]—শম (মনঃ সংযম), দম (বাহেন্দ্রিয়ের সংযম) তপস্যা, (১৭শ অঃ ১৪শ প্রভৃতি শ্লোকোক্ত শারীরাদি) শৌচ (অন্তর্ব্বহিঃ শুদ্ধি) ক্ষমা, আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রার্থ বোধ), বিজ্ঞান (মানসিক প্রত্যক্ষ), আস্তিক্য (পরলোকে বিশ্বাস)॥ ৪২

[ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতেছে] পরাক্রম শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, উদারতা, শাসনক্ষমতা॥ ৪৩

[বৈশ্য ও শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতেছে]—কৃষি, পাশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং [দ্বিজগণের] পরিচর্য্যা শূদ্রদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম॥ ৪৪

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

[ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির এইরূপ কর্ম্ম সকল যে জ্ঞানের হেতু, তাহা কহিতেছেন]—স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করেন। [স্বকর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি কিরূপে হয় তাহা সার্দ্ধশ্লোকে কহিতেছেন]—স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যেরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর॥ ৪৫

যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (উৎপত্তি) হয় এবং যিনি (কারণস্বরূপ যে আত্মা) এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে॥ ৪৬

[স্বকর্ম্মণা এই বিশেষণের সার্থকতা কহিতেছেন]—বিগুণ (অঙ্গহীন) স্বধর্ম্মও, সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া লোকে পাপভাগী হয় না॥ ৪৭

[যদি সাংখ্যমতানুসারে স্বধর্ম্মে হিংসাদি দোষ মনে করিয়া পরধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে পরধর্ম্মেও ত ঐরূপ দোষ আছে, এজন্য কহিতেছেন] —হে কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। যেহেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায়, সমুদায় কর্ম্মই দোষে আবৃত। [যেমন অগ্নির

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১

ধূমরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার ও শীতাদি নিবৃত্তির জন্য শুদ্ধ তেজমাত্র গ্রহণীয়, সেইরূপ কর্ম্ম সকলেরও দোষাংশ ত্যাগ করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্য গুণাংশই সেবনীয়]॥ ৪৮

[ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকলের দোষাংশ পরিত্যাগে কিরূপে গুণাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তদুত্তরে কহিতেছেন]—যাঁহার বুদ্ধি, সকল বিষয়েই অনাসক্ত, যিনি নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ, তিনি আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হন। [যদিও আসক্তি ও ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমানের অভাবে তাহা নৈষ্কর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হয়; ইহা ৫ম অঃ ৮ম শ্লোক প্রভৃতিতে বলা হইয়াছে; তথাপি এই শ্লোকে উক্তবিধ সন্ন্যাস দ্বারা ৫ম অঃ ১৩শ শ্লোকোক্ত পরমনৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরূপ পরমহংস সম্বন্ধীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন বলা হইল]॥ ৪৯

[এবংবিধ পরমহংসসম্বন্ধীয় জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির প্রকার ছয়টি শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন]—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন এবং যাহা জ্ঞানের চরমনিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি; শ্রবণ কর॥ ৫০

[উক্তপ্রকারে] বিশুদ্ধ সাত্বিকবুদ্ধি যুক্ত হইয়া, সাত্বিকী ধৃতি দ্বারা আত্মাকে (চিত্তবৃত্তিকে) স্থির করিয়া, শব্দাদি বিষয় সমুহ এবং রাগ দ্বেষ

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫॥

পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র-স্থানবাসী, পরিমিতভোজী, বাক্য, শরীর ও মনঃসংযমকারী মহাত্মা, সর্ব্বদা ধ্যানযোগে তৎপর হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক অহঙ্কার বল (দুরাগ্রহ), দর্প কাম ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া মমত্বপরিশূন্য হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন॥ ৫১। ৫২। ৫৩।

[আমিই ব্রহ্ম এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ে অবস্থানের ফল কহিতেছেন]—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ও প্রসন্নচিত্তব্যক্তি [দেহাদিতে অভিমান না থাকায় [নষ্ট বস্তুর জন্য] শোক করেন না এবং [অপ্রাপ্ত বস্তু] আকাঙ্ক্ষা করেন না। [অতএব] [রাগদ্বেষাদিজনিত বিক্ষেপের অভাবে] সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া [জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানস্বরূপ] পরমশ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তিলাভ করেন॥ ৫৪॥

আমি যাদৃশ (সর্ব্বব্যাপী) এবং যাহা (ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ) তাহা একান্ত ভক্তিযোগে প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হন এবং তদনন্তর (জ্ঞান-পরিপাকে) আমাকে স্বরূপতঃ অবগত হইয়া আমাতে প্রবেশ করেন

২

সারসাধনা—শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ হইতে।

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভ জলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন পরিগ্রহঃ॥ ৪৭
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়।
প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানম্॥ ৪৮
চরাচরং জগৎ কৃস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্।
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥ ৫০

(অর্থাৎ স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ হন; তখন তাঁহার সুখ দুঃখ শোকাদি কিছুই থাকে না)॥ ৫৫।

প্রাতঃকালে তীর্থ নদীর জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য ক্রিয়া প্রথমেই করিবে। পরে একাকী নির্জ্জন স্থানে সুখজনক আসনে বসিবে। যে আসনে অনেকক্ষণ সুখে বসা যায় তাহাই হইল সুখাসন। সর্ব্ব বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং বাহিরের বিষয় যে বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। বাহিরের বিষয়ে প্রবৃত্ত যে ইন্দ্রিয় সমূহ তাহাদিগকেও ধীরে ধীরে আত্মাতে লাগাইবে। [এই ব্যাপার গুরুমুখে জানিয়া লইলে সহজ সাধ্য হয়। নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া পাদুকা পঞ্চক ধ্যানে ইহা সহজে হয়] হে অনঘ! ইহার পরে সর্ব্বদা বিচার কর যে প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন। কোন্‌টি আত্মা তাহা দেখ।

সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ আর দেহ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি, ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত

শৃণু বৈ চরিতং তস্য ভক্তৈর্নিত্যমনন্যধীঃ।
এবং চেৎ কৃতপূর্ব্বাণি পাপানি চ মহান্ত্যপি।
ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথাঽগ্নেস্তূলরাশয়ঃ॥ ৬২
ভজস্ব রামং পরিপূর্ণমেকং বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ।
হৃদা সদা ভাবিত ভাবরূপমনামরূপং পুরুষং পুরাণম্॥ ৬৩

ধনুক ধারণ করিয়াছেন এমন শ্রীলক্ষ্মণ দ্বারা তিনি সেবিত। এই প্রকারে সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব হৃদিস্থিত পরমাত্মা যে রামচন্দ্র তাঁহাকে ধ্যান করিলে পরম ভক্তিযুক্ত যে পুরুষ তিনি যে মুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার উপরে ভক্ত-বর্ণিত রাম-চরিত্র তুমি একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ কর; ইহাতে তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত মহাপাতকও অগ্নি যেমন ক্ষণ-মাত্রে তুলারাশিকে বিনষ্ট করে সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি শ্রীরামকে ভজনা কর। শ্রীরাম সর্ব্বজগতে পরিপূর্ণ পদার্থ; তিনি অদ্বিতীয়; তাঁহার সহিত বৈরী ভাব ত্যাগ কর; তাঁহাতে ভক্তিযুক্ত হও। সর্ব্বদা হৃদয়ে ভাবনা করিয়া করিয়া সেই অনাম অরূপ পুরাণ-পুরুষকেই ভজনা কর।

[সার সাধনা ইহাই। কারণ ইহাতে প্রতিদিনই সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়ার অন্তে মুক্তির কার্য্য যে দেহ হইতে আমি-চৈতন্য-পৃথক ইহা ভাবনা করিয়া করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। যদি দেহ হইতে চেতন পৃথক্ এই জ্ঞান তোমার অনুভব সীমায় আসিয়া যায় তবে ত তোমার হইয়াই গেল আর যদি বিচার দ্বারা উহা তোমার অনুভবে না আইসে তবে হৃদয়ে পাদুকা-পঞ্চক দ্বারা সেই শ্যামসুন্দরের ধ্যান কর তোমার হইবে। এই সাধনায় প্রতিদিন নিত্যক্রিয়া সহ নির্গুণ স্থিতির চেষ্টা ও সগুণ ধ্যানের যত্ন সমকালে করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৩)

সার সাধনা—শ্রুতি হইতে।

[আশ্বলায়ন ঋষি মহাসরস্বতীর স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ ও রূপ সহ মহাদেবীকে পূজা করিয়া, তাঁহার দর্শন লাভ করেন। তৎ সাহায্যে সৃষ্টিতত্ত্ব: (পূর্ব্ব লিখিত কয়েক প্রকার দেখ) বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরে আত্মজ্ঞানের এই সাধনা প্রাপ্ত হয়েন।]

अस्तिभाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पञ्चकम् ।
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ १
अपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्द तत्परः ।
समाधिं सर्व्वदा कुर्य्यात् हृदये वाऽथवा बहिः ॥ २

ভাবার্থ—অস্তিভাতিপ্রিয় এবং নামরূপ এই লইয়া জগতের যা কিছু। তন্মধ্যে অস্তিভাতিপ্রিয় বা সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ এবং নাম ও রূপ এই দুইটি জগতের রূপ।

প্রথমে সচ্চিদানন্দ-পরায়ণ হও। তিনি আছেন, সর্ব্বত্র আছেন এইটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর। গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে ইহার বিচার বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া বিশ্বাসে ভাবনা কর তিনি আছেন। শত্রু মিত্রে, সুরূপ কুরূপে, মাতা পিতাতে, স্ত্রী পুত্রেতে, বালকে বৃদ্ধে, কুমার কুমারীতে, তিনি সকলে আছেন। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে তিনি, চন্দ্র সূর্য্য তারকায় তিনি, আকাশ বায়ুতে তিনি, বিষাদে শান্তিতে তিনি, বাক্যে ভাবনায় তিনি, প্রাণে মনে তিনি—তিনি ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, বিশ্বাসে ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখ। শুধু তিনি যে আছেন

सविकल्पो निर्व्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि ।
दृश्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनर्द्विधा ॥ २

তাহাই নহে ; কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইয়া আছেন। আর তিনি তোমার আছেন। কেন বৃথা (সাত পাঁচ) ভাব ? তিনি তোমার আছেন, সকলের আছেন, ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হও। হইয়া তাঁহাকে ডাক আর সেবা কর, নিজের, সংসারের, সমাজের, সকলের সেবা কর, আর সেবা দ্বারা ডাকা হইতেছে ইহা স্মরণে রাখ। শুধু তিনি আছেন আর তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাহাই নহে তিনি আনন্দ-স্বরূপ। তুমি যখন তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া করিয়া প্রাণ ভরিয়া ফেলিবে, যখন তোমার সকল ভাবনা, সকল বাক্য, সকল কর্ম্ম, তাঁহার শ্রীচরণে অর্পিত হইবে তখন নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানসিদ্ধি দ্বারা তুমি আনন্দভোগ করিতে করিতে আনন্দ-স্বরূপে পৌঁছিতে পারিবে। এই সাধনার ক্রম—'আমি তোমার', 'তুমি আমার' এবং সর্ব্বশেষে 'তুমিই আমি'।

প্রথমেই পরোক্ষভাবে সচ্চিদানন্দ তৎপর হও। হইয়া নাম ও রূপ অবলম্বন কর। করিয়া হৃদয়ে বা বাহিরে সর্ব্বদা সমাধি কর। বুঝ, বুঝিয়া অভ্যাস কর দেখিবে যেখানে যেখানে মন যাইবে সেইখানে সেইখানে তোমার জন্য পরমানন্দ অপেক্ষা করিতেছেন। হৃদয়ে নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প দুই প্রকার সমাধিই হয়। আবার সবিকল্প সমাধিও দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দবিদ্ধ এই দুই প্রকার। তবেই হইল হৃদয়ে তিন প্রকার সমাধি হয়। দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দবিদ্ধ এই দুই সবিকল্প ও স্বানুভূতি রসময় নির্ব্বিকল্প সমাধি।

कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास्तत् साक्षित्वेन चेतनम्।
ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः॥ ४
असङ्ग सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः।
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः॥ ५
स्वानुभूति रसावेशात् दृश्यशब्दाद्यपेक्षितुः।
निर्विकल्पः समाधि स्यान्निवातस्थित दीपवत्॥ ६
हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि।
समाधिराद्य सन्मात्रान्नामरूप पृथक् कृतिः॥ ७
स्तब्धीभावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्व्ववन्मतः।
एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत् कालं निरन्तरम्॥ ৮

চিত্তগত কাম ক্রোধাদি অথবা কামনা সঙ্কল্পাদি দৃশ্যবস্তু এবং ইহাদের সাক্ষী চেতন ভাব এই দৃশ্য ও দ্রষ্টা ভাব সকলেই অনুভব করেন। এই দুইটিকে ধ্যান কর তবেই দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি হইবে। আবার ঐ যে চেতনভাব স্বরূপ দ্রষ্টাভাব তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়া ধ্যান কর, এই চেতন ভাবটি আমি। এই চেতন ভাবটির কোন প্রকার আসক্তি নাই ইহা অসঙ্গ, ইহা সচ্চিদানন্দ, ইহা স্বপ্রকাশ, ইহার কাছে দুই দুই কিছুই নাই ইহা দ্বৈতবর্জ্জিত। এই ভাবে ভাবিত হইয়া আছি বা অস্মি এই শব্দানুবিদ্ধ অস্মিতারূপ সবিকল্প সমাধি অভ্যাস কর। এই দুই প্রকার সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে ভিতরে অনুভূতি রসের উদয় হইবে। দৃশ্য ও শব্দ সমাধি সাহায্যে যখন স্বানুভূতি রস পাইতে থাকিবে তখন বায়ুশূন্যস্থানে দীপশিখার মত অচঞ্চল অবস্থা লাভ করিবে। ইহা অনন্ত সুখের অবস্থা। এই আনন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ করাই নির্ব্বিকল্প

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্ ॥ ৯
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাऽস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১০
ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি।
ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
ইত্যুপনিষদ্। ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ হরি ওঁ তত্সত্।
সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্।

সমাধি। হৃদয়ে যেমন এই তিন প্রকার সমাধি অভ্যাস করিবে সেইরূপ বাহিরে বা যে কোন বস্তুতে নাম ও রূপ পৃথক করিয়া 'সৎ বা অস্তি বা আছি' এই ভাবে এবং তাহা হইতে জাত রসাস্বাদ হেতু স্তব্ধীভাব রূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি, অন্তরে বাহিরে এই ছয় সমাধি অভ্যাসে কাল কাটাও। এই ভাবে সমাধি করিতে করিতে পরমাত্মাকে জানা হইলে যখন দেহাভিমান গলিত হইয়া যাইবে তখন মন যেখানেই কেন যাউক না সেইখানে ইহা পরমানন্দে মগ্ন হইয়া অমৃতত্বে স্থিতিলাভ করিবে। সেই পরাবরমূর্ত্তি দর্শন সীমায় আসিলে হৃদয় লগ্ন 'আমি আমার' রূপ গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বলিতেছেন, জীবত্ব ও ঈশত্ব আমাতেই কল্পিত। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষরূপে জানে সেই মুক্ত ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চম বিশ্রাম

শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রাণি।

প্রথম উল্লাস।

১

শ্রীমন্নারায়ণ—স্বরূপ-বিশ্বরূপ-আত্মরূপ।

অথ হৈনং ভারদ্বাজঃ [বৃহস্পতিঃ] পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং কিং তারকম্। কিং তারয়তীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায়েতি তারকং চিদাত্মকমিত্যুপাসিতব্যম্। ওমিত্যেকাক্ষরমাত্মস্বরূপম্। নম ইতি দ্ব্যক্ষরং প্রকৃতি স্বরূপম্। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরং পরব্রহ্ম স্বরূপম্। ইতি য এবং বেদ। সোঽমৃতো ভবতি।

ওমিতি ব্রহ্মা ভবতি। নকারো বিষ্ণুর্ভবতি। মকারো রুদ্রো ভবতি। নকার ঈশ্বরো ভবতি। রকারোঽণ্ডবিরাড় ভবতি। য়কারঃ পুরুষো ভবতি। ণকারো ভগবান্ ভবতি। য়কারঃ পরমাত্মা ভবতি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পরমপুরুষো ভবতি। অয়মৃগ্বেদঃ প্রথমঃ পাদঃ।

ওঁ পূর্ণমমিতি শান্তিঃ॥ তারসারোপনিষদ্।

২

মধুসূদন স্তোত্রম্।

ওঁ মিথ্যাজ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীর্ণেন জীর্য্যতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন। ১॥

ওঁকার কে আমি জানি নাই এই হেতু বিষয়ানুরাগরূপ অজীর্ণতায়

ন গতির্বিদ্যতে নাথ ! ত্বমেব শরণং মম।
পাপ-পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন !! ২ ॥
মো হিতো মোহ জালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ! ৩ ॥
ভ ক্তি হীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন ! ৪ ॥
গা তাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহিমাং মধুসূদন ! ৫ ॥

আমি জর্জ্জরিত। এইজন্য ইদানীং আমি মোহ-নিদ্রা প্রাপ্ত হইতেছি। হে মধুসূদন ! তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

হে নাথ ! আমার আর গতি নাই। আমি তোমাকেই আশ্রয় করিতেছি। আমি পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। হে মধুসূদন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

আমি পুত্র, দারা গৃহাদির প্রতি মমতাকৃষ্ট হইয়া মোহজালে জড়িত হইয়াছি। বিষয় তৃষ্ণা আমাকে সর্ব্বদা পীড়ন করিতেছে, হে মধুসূদন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

হে প্রভো ! আমি ভক্তিহীন, আমি দীন, আমি শোক দুঃখে নিতান্ত আতুর, আমি অনাশ্রয়, আমি অনাথ, হে মধুসূদন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

এই দীর্ঘ সংসার-পথে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে করিতে আমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি আর যেন এখানে না আসিতে হয়। হে দেব ! তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

ব   হবো হি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারং পৃথক পৃথক।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন! ৬॥

তে   ন দেব! প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থে ত্বৎপরায়ণঃ।
দেহি সংসার-মোক্ষত্বং ত্রাহিমাং মধুসূদন॥ ৭॥

বা   চা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা ন কৃতং ময়া।
সোঽহং কর্ম্ম দুরাচার ত্রাহিমাং মধুসূদন! ৮॥

সু   কৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণব মগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন! ৯॥

দে   হান্তর সহস্রেষু চান্যান্যং ভ্রামিতং ময়া।
তির্য্যগ্ যোনি মনুষ্যেষু ত্রাহিমাং মধুসূদন! ১০॥

পৃথক্ পৃথক্ বহু যোনিদ্বার আমি দেখিলাম। হায়! গর্ভবাসে কি ভীষণ দুঃখ। হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর॥ ৬॥

হে দেব! বহু বার গর্ভবাসে দুঃখ পাইয়া এখন পরিত্রাণের জন্য তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সংসার হইতে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর॥ ৭॥

বাক্যের দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কার্য্যে তাহা করি নাই। সেই আমি। আমি বড়ই কর্ম্ম দুরাচার। হে মধুসূদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৮॥

সুকৃত আমি কিছুই করি নাই; কতই দুষ্কৃত করিয়াছি। তাই সংসার-সাগরে মগ্ন হইতেছি। হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর॥ ৯॥

সহস্র সহস্র দেহে এবং অন্যান্য তির্য্যক্ যোনিতে ও মনুষ্য যোনিতে কতই পরিভ্রামিত হইতেছি, হে মধুসূদন! আমাকে এই প্রকার যোনি-দ্বার ভ্রমণ-দুঃখ হইতে রক্ষা কর॥ ১০॥

বা চয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণ ভীতোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥ ১১॥
স্ম ত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ।
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহিমাং মধুসূদন! ১২॥
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র সূর্য্যোদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষর চিন্তকাঃ॥ ১৩॥
ঊর্দ্ধপাতাল মর্ত্ত্যেষু ব্যাপ্তং লোক জগত্রয়ম্।
দ্বাদশাক্ষরাৎ পরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতম্॥ ১৪॥
দ্বাদশাক্ষরমিদং স্তোত্রং সর্ব্বকাম ফলপ্রদং।
গর্ভবাস নিবাসেন শুকেন পরিভাষিতম্॥ ১৫॥

আমি উন্মত্তবৎ তোমার নিকটে কতই প্রলাপ বকিলাম। ঠাকুর! আমি জরামরণাদি ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর॥ ১১॥

যে কোন স্থানে স্ত্রী-পুরুষাদি যে কোন আকারে আমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হউক না কেন, প্রভো! এই কর, যেন সর্ব্বত্রই তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে, হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর॥ ১২॥

এই সংসারে চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ পুনঃ পুনঃ যাইতেছে আসিতেছে। কিন্তু যাহারা তোমার "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের উপাসক তাহারা অদ্যাপি এই সংসারে পুনরাবৃত্তি করে না॥ ১৩॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক যিনি ব্যাপিয়া আছেন সেই বাসুদেব বলিতেছেন এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সদৃশ শ্রেষ্ঠ বস্তু আর দ্বিতীয় নাই॥ ১৪॥

শুকদেব গর্ভবাসাবস্থায় এই দ্বাদশাক্ষর স্তোত্র বলিয়াছেন ইহা সর্ব্ব কামনা ও সর্ব্ব ফলপ্রদ॥ ১৫॥

দ্বাদশার্ণং নিরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে ।
সগচ্ছেদ্বৈষ্ণবং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥ ১৬ ॥
ইতি শ্রীশুকদেববিরচিতং মধুসূদন-স্তোত্রং ।

৩

শ্রীবিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্রম্ ।

পরং পরস্মাৎ প্রকৃতেরনাদিমেকং নিবিষ্টং বহুধা গুহায়াং ।
সর্ব্বালয়ং সর্ব্বচরাচরস্থং নমামি বিষ্ণুং জগদেকনাথম্ ॥ ১ ॥
বিষ্ণুপঞ্জরকং দিব্যং সর্ব্বদুষ্টনিবারণং ।
উগ্রতেজো মহাবীর্য্যং সর্ব্বশত্রুনিকৃন্তনম্ ॥ ২ ॥
ত্রিপুরং দহমানস্য হরস্য ব্রহ্মণোদিতং ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি আত্মরক্ষাকরং নৃণাম্ ॥ ৩ ॥
পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো জঙ্ঘে চৈব ত্রিবিক্রমঃ ।
ঊরূ মে কেশবঃ পাতু কটীং চৈব জনার্দ্দনঃ ॥ ৪ ॥
নাভিং চৈবাচ্যুতঃ পাতু গুহ্যং চৈব তু বামনঃ ।
উদরং পদ্মনাভশ্চ পৃষ্ঠং চৈব তু মাধবঃ ॥ ৫ ॥
বামপার্শ্বং তথা বিষ্ণুর্দ্দক্ষিণং মধুসূদনঃ ।
বাহূ বৈ বাসুদেবশ্চ হৃদি দামোদরস্তথা ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি নিরাহারে থাকিয়া একাদশী তিথিতে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করে সেই ব্যক্তি যেখানে স্বয়ং যোগেশ্বর বিরাজ করেন সেই বৈষ্ণব স্থানে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

শ্রেষ্ঠ হইতেও প্রধান, প্রকৃতির অনাদি, একমাত্র হইয়াও বহু প্রকারে বহু দেহে প্রবিষ্ট, সকলের আধার, স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী, জগতের একমাত্র নাথ বিষ্ণুকে নমস্কার করিতেছি। মহাবীর্য্য, সর্ব্বশত্রু-

কণ্ঠং রক্ষতু বারাহঃ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলং।
মাধবঃ কর্ণমূলে তু হৃষীকেশশ্চ নাসিকে ॥ ৭ ॥
নেত্রে নারায়ণো রক্ষেল্ললাটং গরুড়ধ্বজঃ।
কপোলৌ কেশবো রক্ষেৎ বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কশ্চ সর্ব্বেষামঙ্গানাং রক্ষকো ভবেৎ।
পূর্ব্বস্যাং পুণ্ডরীকাক্ষ আগ্নেয়্যাং শ্রীধরস্তথা ॥ ৯ ॥
দক্ষিণে নারসিংহশ্চ নৈঋত্যাং মাধবোঽবতু।
পুরুষোত্তমো মে বারুণ্যাং বায়ব্যাঞ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥
গদাধরস্তু কৌবের্য্যামৈশান্যাং পাতু কেশবঃ।
আকাশে চ গদা পাতু পাতালে চ সুদর্শনঃ ॥ ১১ ॥
সন্নদ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু প্রবিষ্টো বিষ্ণুপঞ্জরঃ।
বিষ্ণুপঞ্জরবিষ্টোঽহং বিচরামি মহীতলে ॥ ১২ ।
রাজদ্বারেঽপথে ঘোরে সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে।
নদীষু চ রণে চৈব চৌরব্যাঘ্রভয়েষু চ ॥ ১৩ ॥
ডাকিনীপ্রেতভূতেষু ভয়ং তস্য ন জায়তে।
রক্ষ রক্ষ মহাদেব! রক্ষ রক্ষ জনেশ্বর! ॥ ১৪ ॥
রক্ষন্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
জলে রক্ষতু বারাহঃ স্থলে রক্ষতু বামনঃ ॥ ১৫ ॥

নাশন, সর্ব্ব অনিষ্ট নিবারক, উগ্রতেজ সম্পন্ন এই দিব্য স্তোত্র। ব্রহ্মা ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাদেবকে মনুষ্যগণের আত্মরক্ষাকর যে বিষ্ণুপঞ্জর স্তোত্র বলিয়াছিলেন আমি অন্ত তাহা প্রকাশ করিতেছি— অন্ত অংশ সুগম বলিয়া ফলশ্রুতির অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইল। এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে চিররোগী, ব্রহ্মবধকারী, গুরুদারাগামী, স্ত্রী

অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্ব্বতঃ পাতু কেশবঃ।
দিবা রক্ষতু মাং সূর্য্যো রাত্রৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ॥ ১৬॥
পন্থানং দুর্গমং রক্ষেৎ সর্ব্বমেব জনার্দ্দনঃ।
রোগবিঘ্নহতশ্চৈব ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ॥ ১৭॥
স্ত্রীহত্যো বালঘাতী চ সুরাপো বৃষলীপতিঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যঃ পঠেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী লভতে গতিম্॥ ১৯॥
আপদো হরতে নিত্যং বিষ্ণুস্তোত্রার্থসম্পদা।
যস্ত্বিদং পঠতি স্তোত্রং বিষ্ণুপঞ্জরমুত্তমম্॥ ২০॥
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
গোসহস্রফলং তস্য বাজপেয়শতস্য চ॥ ২১॥
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
সর্ব্বকামং লভেদস্য পঠনান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ২২॥
জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে।
জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥ ২৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইন্দ্রনারদসম্বাদে শ্রীবিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

ও বালক হত্যাকারী, মদ্যপায়ী, বেশ্যাগামী, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পুত্র, ধন, বিদ্যা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি ঐ সমস্ত লাভ করেন। যিনি সর্ব্বদা এই স্তব পাঠ করেন তাঁহার কোন আপদ থাকে না এবং সর্ব্বসম্পদ লাভ হয়। যিনি ইহা পাঠ করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। এই স্তব পাঠ করিলে মানব সহস্র গোদান, শত বাজপেয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। জলে, স্থলে, পর্ব্বতমস্তকে, জ্বালামালাকুল সর্ব্বত্রই বিষ্ণু। সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়।

দ্বিতীয় উল্লাস।

১

শ্রীবিষ্ণু প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্।

প্রাতঃস্মরামি ভবভীতিমহার্ত্তি শান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূত বর বারণ-মুক্তি হেতুং
চক্রায়ুধং তরুণ-বারিজ-পত্র-নেত্রম্॥ ১ ॥

প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য
পারায়ণ-প্রবণ-বিপ্রপরায়ণস্য ॥ ২ ॥

১। আমি সংসার-ভয়ে বড়ই ভীত হইয়াছি। আমি এই প্রাতঃকালে ভীম ভবার্ণবের ভীষণ ভয়-কাতরতা শান্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্নারায়ণকে স্মরণ করিতেছি। আমার ভগবানের বাহন গরুড়, নাভিদেশ হইতে পদ্ম ভাসিয়া উঠিয়াছে। ভয়ঙ্কর কুম্ভীর দ্বারা অভিভূত ভয়ভীত গজেন্দ্রের মুক্তি জন্য তিনি চক্রাস্ত্রধারী। নূতন পদ্ম-পত্রাঙ্কিত নেত্র মত তাঁহার চক্ষু। আমি তাঁহাকে স্মরণ করি।

২। আমি এই প্রভাতে মানস বাক্য ও মস্তক দ্বারা সেই নরক-সমুদ্রের ত্রাণকর্ত্তার, সেই স্বাধ্যায়-নিরত বিপ্রের প্রিয় পরমপুরুষ নারায়ণের পাদপদ্মে প্রণাম করি।

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং
প্রাক্ সর্ব্বজন্মকৃত পাপভয়াপহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্র পতিতাঙ্ঘ্রি গজেন্দ্রঘোর
শোক-প্রণাশনকরো ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩ ॥
শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃপ্রাতঃ পাঠেন্নরঃ।
লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ ॥ ৪ ॥

২

শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান-গায়ত্রী।

ধ্যান ১ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।

৩। প্রভু! যাঁহারা তোমার ভজনা করেন তাঁহাদিগকে তুমি পূর্ব্ব সমস্ত জন্মকৃত পাপভয় হইতে অভয় দিয়া থাক; গজেন্দ্রমোক্ষণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যখন মহাহস্তীর চরণ করাল বদনে আক্রমণ করিয়া গভীর জলের দিকে ইহাকে টানিতেছিল আর গজেন্দ্র তাহার সহিত বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও কুম্ভীর হইতে পরিত্রাণ পাইল না শেষে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে তোমার আশ্রয় লইয়াছিল তুমি তাহার শোক নিবারণ করিয়াছিলে; হে প্রভু! হে শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীবিষ্ণু, আমি এই প্রাতঃ-কালে তোমার ভজনা করিতেছি।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে যে মনুষ্য এই তিনটি পবিত্র শ্লোক পাঠ করেন, লোকত্রয়ের গুরু শ্রীহরি তাঁহাকে আপনার চরণ, আপনার পরমপদ প্রদান করেন।

বাহিরে সূর্য্যমণ্ডলের মত অন্তরে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সর্ব্ব-

কেয়ূরবান্ কনক-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খ-চক্রঃ।

ধ্যান ২ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগন-সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যান গম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥

গায়ত্রী ১ ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

গায়ত্রী ২ ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ নমো নারায়ণায়—মূলমন্ত্র

ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা—তুলসীপ্রদানে।

কালেই ধ্যানের বস্তু। নারায়ণ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে কেয়ূর (তাড়) কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট, গলায় হার। তাঁহার শরীর সুবর্ণময়। তিনি শঙ্খ-চক্রাদি হস্তে ধারণ করিয়াছেন।

পরম শান্ত আকৃতি; অনন্ত নাগের উপরে শয়ন, নাভি হইতে পদ্ম ভাসিয়াছে, দেবতাগণের ঈশ্বর, বিশ্বের আধার, আকাশ মত সর্ব্বব্যাপী, মেঘবর্ণ, শুভ অঙ্গবিশিষ্ট, লক্ষ্মীর স্বামী, পদ্মের মত নয়ন, যোগিগণ ধ্যান-যোগে মাত্র তাঁহাকে জানিতে পারেন, সংসার ভয় হইতে ত্রাণকারী এবং সর্ব্বলোকের একমাত্র নাথ, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি।

এস আমরা সেই ত্রৈলোক্য রক্ষাকর্ত্তাকে জানি, সেই কামদেবকে ধ্যান করি। সেই বিষ্ণুই আমাদিগকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপথে প্রেরণ করেন।

৩

বিষ্ণোরষ্টাবিংশতি নাম-স্তোত্রম্।

অৰ্জ্জুন উবাচ।

কিং নু নামসহস্রেণ জপন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
যানি নামানি দিব্যানি তানি চাচক্ষ্ব কেশব ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহং চ বামনং চ জনার্দ্দনং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং মধুসূদনং ॥২
পদ্মনাভং সহস্রাক্ষং বনমালং হলায়ুধং।
গোবর্দ্ধনং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২
বিশ্বরূপং বাসুদেবং রামং নারায়ণং হরিং।
দামোদরং শ্রীধরং চ বেদাঙ্গং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩
অনন্তং কৃষ্ণং গোপালং জপতো নাস্তি পাতকং।
গবাং কোটি প্রদানস্য অশ্বমেধশতস্য চ ॥ ৫
কন্যাদান সহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
অমায়াং বা পৌর্ণমাস্যামেকাদশ্যাং তথৈব চ ॥ ৬
সন্ধ্যাকালে স্মরন্নিত্যং প্রাতঃকালে তথৈব চ।
মধ্যাহ্নে চ জপন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিষ্ণোরষ্টাবিংশতি নামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

ষোড়শ নাম স্তব।

ওঁ ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥ ২
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ॥ ৩
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥ ৪
ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

৫

শ্রীবিষ্ণু প্রার্থনা ও প্রণাম।

প্রার্থনা। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

ঔষধ সেবনে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিবে, ভোজনে জনার্দ্দন, শয়নে পদ্মনাভ, বিবাহকালে প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্রধারী, প্রবাসে ত্রিবিক্রম, মৃত্যুকালে নারায়ণ, প্রিয়জনমিলনে শ্রীধর, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, বিপদকালে মধুসূদন, বনে নরসিংহ, অগ্নিমধ্যে জলশায়ী, জলমধ্যে বরাহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন রাম, যাত্রাকালে বামন এবং সর্ব্বকার্য্যে শ্রীমাধবকে স্মরণ করিবে। এই ১৬ নাম প্রাতঃকালে উঠিয়া যিনি পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপনাশক পুণ্য হয় এবং তিনি বিষ্ণুলোকে মহিমান্বিত হইয়া বাস করেন।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং তৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্ ॥

প্রণাম নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৩ ॥

হে হরি! হে মুরারি! হে মধুকৈটভরিপু! হে গোপাল! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে শোরি! [বসুদেবের পিতা শূরের বংশজাত] হে যজ্ঞেশ্বর! হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণু! হে জগদীশ! আমি নিরাশ্রয় আমাকে রক্ষা কর।

কত পাপ আমি করিয়াছি, কত পাপ এখনও করিতেছি, পাপেই আমার মতি, পাপ হেতুই আমাকে জন্ম লইতে হইয়াছে; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমাকে রক্ষা কর। তুমি সকল পাপ হরণ কর বলিয়াই শ্রীহরি।

তুমি ব্রহ্মণ্যদেব তোমাকে নমস্কার তুমি গো ব্রাহ্মণ হিতকারী তোমায় নমস্কার, তুমি জগতের হিতসাধক গোবিন্দ। তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

হে ভৃত্যগণের দুঃখহারি! হে প্রণতপাল! হে ভব সমুদ্রের কাণ্ডারি! হে মহাপুরুষ আমি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি। তুমি সর্ব্বত্র ধ্যান

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগা-দরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ৩৪॥ ভাগবত। ১১।৫।

৬

ষট্‌পদীস্তোত্রম্।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো! দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥ ১॥
দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগ সচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতি পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২॥

যোগ্য। তুমি ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদির যে তিরস্কার তাহা হরণ কর; তুমি সকল মনোরথ পূর্ণ কর, তুমি গঙ্গা প্রভৃতি সকল তীর্থের আশ্রয় বলিয়া পরম পবিত্র, একমাত্র আশ্রয় স্থান তুমিই, তাই ব্রহ্মা শিবাদিও তোমাকে স্তব করেন, প্রাকৃতজনের আর কথা কি? অন্যের পক্ষে একান্ত দুস্ত্যজ্য, দেববাঞ্ছিত রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া হে ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি পিতৃবাক্যে বনগমন করিয়াছিলে, হে ভক্তবৎসল! তুমি তোমার একান্ত প্রিয়তমা সীতার ঈপ্সিত মায়ামৃগের অনুধাবন করিয়াছিলে হে মহাপুরুষ! তোমার চরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি।

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয় মৃগতৃষ্ণার শান্তিবিধান কর, সর্ব্বজীবে আমার দয়া বিস্তার কর এবং আমাকে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর॥ ১॥

স্বর্গগঙ্গা সুরধুনী যে পাদপদ্মের মকরন্দ স্বরূপ, যে পাদপদ্মের পরিমল

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৩ ॥
উদ্ধৃতনগ নগভিদনুজ দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ ॥ ৪ ॥

উপভোগ করিতে পারিলে সচ্চিদানন্দে স্থিতি লাভ হয়, শ্রীপতির যে চরণারবিন্দ সংসার ভীতি ছেদন করে আমি সেই চরণাব্জযুগল বন্দনা করি ॥ ২ ॥

তোমায় আমায় যে ভেদ তাহা দূরীভূত হইলেও হে নাথ! তোমারই আমি ইহাই সত্য কিন্তু আমার তুমি হইতেই পার না। কারণ সমুদ্রেরই তরঙ্গ এইরূপ বলা যায় তরঙ্গের সমুদ্র ইহা কখনও নহে। [শ্রুতির সহিত এই শ্লোকটির বিরোধ দৃষ্ট হয়। সরস্বতী রহস্য উপনিষদে এবং অন্য অনেকস্থানে দেখা যায় মায়ার যে আবরণ শক্তি তাহাতে চেতন ও জড়ের ভেদ, ব্রহ্ম ও সৃষ্টির যে ভেদ অথবা দেহ ও আত্মার যে ভেদ তাহা আবৃত হয় বলিয়া দেহাত্ম বোধ হয়, ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া বোধ হয় ইত্যাদি। এই ভেদটির আবরণ যখন না হয় তখন দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র বলিয়া আত্মা আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। বেদান্ত মতে ভেদটি দূর হইলেই অজ্ঞানটি প্রবল হয়। এই শ্লোকে যে ভেদ দূর হওয়ার কথা বলা হই-তেছে তাহা অংশ ও পূর্ণের ভেদ। কিন্তু যিনি পূর্ণ তাঁহার অংশই হয় না। যদি বল হয় তবে সেটা মায়িক মাত্র। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসিলে যেমন নীল আকাশ খণ্ড মত বোধ হয় সেইরূপ। এই শ্লোক ভগবান্ শঙ্করের কৃত নহে বলিয়াই মনে হয়।]

হে গোবর্দ্ধনধারিন্! হে পর্ব্বতপক্ষবিদারক ইন্দ্রানুজ! হে দৈত্যকুলের অমিত্র! হে সূর্য্যচন্দ্র চক্ষু! তুমি যাঁহার দৃষ্টিপথে আইস তাঁহার সমস্ত

মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাং।
পরমেশ্বরপ্রতিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্॥ ৫ ॥
দামোদর গুণমন্দির সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভব-জলধি-মথন মন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ ৬ ॥
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ ॥
ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং ষট্পদীস্তোত্রম্।

৭

অভয় আশ্বাস। (দেবীপুরাণে)।

মূর্দ্ধ্না প্রণেমুস্তে গত্বা তুষ্টুবুশ্চ পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বং নিবেদনঞ্চক্রুর্ভয়স্য কারণং হরৌ ॥

জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখন কি সংসার তাহার কাছে অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় না?

মৎস্যাদি দশ-অবতাররূপে অবতরণ করিয়া তুমি পৃথিবীকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর আমি তোমার প্রতিপাল্য আমি বড়ই ভবতাপে ভীত হইয়াছি।

হে দামোদর! হে গোবিন্দ! সমস্ত গুণরাশির মন্দির তুমি। আহা কি সুন্দর তোমার মুখারবিন্দ! তুমি সংসার সমুদ্র মথনের মন্দর স্বরূপ, তুমি আমার পরম সংসার ভয় নিবারণ কর ॥ ৬ ॥

হে নারায়ণ! হে করুণাময়! আমি তোমার শ্রীচরণে শরণ লইলাম। হে প্রভু! এই ষট্পদী স্তোত্ররূপ ভ্রমর যেন আমার বদনপদ্মে সদা বাস করে ॥ ৭ ॥

নারায়ণশ্চ কৃপয়া তেভ্যশ্চ হ্যভয়ং দদৌ।
স্থিরা ভবত হে ভীতা ভয়ং কিঞ্চ ময়ি স্থিতে॥
স্মরন্তি যে তত্র তত্র মাং বিপত্তৌ ভয়ান্বিতাঃ।
তাং স্তত্র গত্বা রক্ষামি চক্রহস্ত ত্বরান্বিতঃ॥
পাতাহং জগতাং দেবাঃ কর্ত্তা চ সততং সদা।
স্রষ্টা চ ব্রহ্মরূপেণ সংহর্ত্তা শিবরূপতঃ॥
শিবোঽহং ত্বমহঞ্চাপি সূর্য্যোঽহং ত্রিগুণাত্মকঃ।
বিধায় নানারূপঞ্চ করোমি সৃষ্টি পালনম্॥

তাঁহারা শ্রীমন্নারায়ণের নিকটে গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং শ্রীহরিকে ভয়ের কারণ সমস্ত নিবেদন করিলেন। নারায়ণ তখন কৃপা করিলেন; করিয়া অভয় দিয়া বলিলেন তোমরা শান্ত হও; ভীত হইও না। আমি থাকিতে তোমাদের ভয়ের কারণ কি? যাহারা বিপদে পড়িয়া ভয়ান্বিত হইয়া যেখানে যেখানে আমাকে স্মরণ করে, আমি চক্রহস্তে সত্বর সেখানে গমন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করি। হে দেবতাবৃন্দ! আমিই জগতের পালন কর্ত্তা, এবং সর্ব্বদাই কর্ত্তা। ব্রহ্মরূপে আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং শিবরূপে আমিই সংহার-কর্ত্তা। শিবও আমি, তুমি ব্রহ্মাও আমি আর যে সূর্য্যকে সংহার করিতে শিব ত্রিশূল ধরিয়াছেন সে সূর্য্যও আমি। আমিই নানারূপ ধারণ করিয়া সৃজন পালন করি।

৮

মন্দোদরীকৃত রামবতার পর্য্যন্ত।

মৎস্যো ভূত্বা পুরা কল্পে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ।
ররক্ষ সকলাপদ্ভ্যো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥৪৬॥
রামঃ কূর্ম্মোঽভবৎপূর্ব্বং লক্ষযোজন বিস্তৃতঃ।
সমুদ্রমথনে পৃষ্ঠে দধার কনকাচলম্ ॥৪৭॥
হিরণ্যাক্ষোঽতিদুর্বৃত্তো হতোঽনেন মহাত্মনা।
ক্রোড়রূপেণ বপুষা ক্ষৌণীমুদ্ধরতা কচিৎ ॥৪৮॥
ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা।
হতবান্নারসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ ॥৪৯॥
বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বদ্ধা জগত্রয়ম্।
আক্রম্যাদাৎ সুরেন্দ্রায় ভৃত্যায় রঘুসত্তমঃ ॥৫০॥

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বকল্পে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বৎ মনুকে সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন কারণ ইনি ভক্তবৎসল, ভক্তজন ইঁহার নিতান্ত প্রিয়। এই শ্রীরাম পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থন সময়ে লক্ষযোজন বিস্তৃত কচ্ছপরূপ ধারণ করিয়া পৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র অতি দুর্বৃত্ত হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করতঃ বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনই পূর্ব্বে নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ত্রিলোক কণ্টক হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এই রঘুসত্তম বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনপদ দ্বারা, তিনলোক আক্রমণ করেন এবং বলিরাজাকে বদ্ধ করিয়া আপন সেবক ইন্দ্রকে ঐ ত্রিভুবন প্রদান করেন। এই রামচন্দ্র

রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতাভূমের্ভরাবহাঃ।
তান্ হত্বা বহুশো রামো ভুবং জিত্বা হ্যদাত্মনেঃ ॥৫১॥
স এব সাম্প্রতং জাতো রঘুবংশে পরাৎপরঃ।
ভবদর্থে রঘুশ্রেষ্ঠো মানুষত্বমুপাগতঃ ॥৫২॥

যুদ্ধকাণ্ড ১০ অঃ।

৯

বিষ্ণু-স্তব

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্নিহত্য শঙ্খং রিপুমত্যুদগ্রং।
দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় বিষ্ণুং তমাদিং ভজমৎস্যরূপম্ ॥ ১ ॥
দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহাব্ধৌ দেবাসুরৈর্ব্বাসুকিমন্দরাদ্যৈঃ।
ভূমের্মহাবেগবিঘুর্ণিতায়াস্তং কূর্ম্মমাধারগতং স্মরামি ॥ ২ ॥

পরশুরাম রূপধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় আকারধারী রাক্ষস সমূহকে একবিংশতি বার বিনাশ করেন এবং এইরূপে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পৃথিবী ভার হরণ করেন এবং কশ্যপকে পৃথিবী দান করেন। সেই পরাৎপর **রামচন্দ্র** সম্প্রতি রঘুবংশে আপনার বিনাশ জন্য মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যিনি প্রলয়কালে সমুদ্রগর্ভ হইতে বেদ সকল উদ্ধার করিয়া অতীব ভীষণ শঙ্খাসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক বেদরাশি ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন সেই আদিদেব মৎস্যরূপী বিষ্ণুকে ভজনা কর ॥ ১ ॥

সমুদ্র মন্থনকালে দিব্যামৃত লাভের নিমিত্ত দেবগণ ও অসুরগণ, বাসুকি ও মন্দরাদি একত্র করিয়া যখন মহাসিন্ধুকে মন্থন করেন এবং মন্থনবেগে পৃথিবী যখন বিঘুর্ণিতা হইয়াছিল, সেই সময় যিনি কূর্ম্মরূপে

সমুদ্রকাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা মেরুকিরীটভারা।
দন্তাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতাভূত্তমাদিলোকং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥
ভক্তার্ত্তিভঙ্গক্ষময়া ধিয়া য স্তম্ভান্তরালাদুদিতো নৃসিংহঃ।
রিপুং সুরাণাং নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্ব্বিদারয়স্তং ন চ বিস্মরামি ॥ ৪ ॥
চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য।
একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্ব্বগতং নমামি ॥ ৫ ॥
ত্রিসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দ্দণ্ডবলেন সম্যক্ তমাদিশূরং প্রণমামি বিষ্ণুম্ ॥ ৬ ॥

পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন সেই কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুকে আমি স্মরণ করি ॥ ২ ॥

সমুদ্র যাঁহার কাঞ্চীস্বরূপ, নদী সকল যাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রস্বরূপ, সুমেরু যাঁহার মুকুট স্বরূপ সেই বসুন্ধরাকে যিনি দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই শূকররূপী আদিদেব বিষ্ণুর আমি শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩ ॥

ভক্ত প্রহ্লাদের আর্ত্তি দর্শনে ক্ষমা বুদ্ধি পরিহার করিয়া যিনি স্ফটিক-স্তম্ভান্তরাল হইতে নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া সুররিপু হিরণ্যকশিপুকে নখাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই দেবকে আমি বিস্মৃত হইব না ॥৪॥

চতুঃসমুদ্ররূপ আভরণে অলঙ্কৃত পৃথিবীতে যাঁহার একখানি চরণ-ন্যাসের স্থান হইল না এবং স্বর্গও যাঁহার দ্বিতীয় পদন্যাসের স্থান প্রদানে অসমর্থ সেই সর্ব্বব্যাপী ত্রিবিক্রমরূপী বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

যিনি প্রচণ্ড বাহুবলে ত্রিসপ্তবার নৃপতিবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ নিহত করিয়া তাহাদের রক্তময় সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন সেই আদিশূর পরশুরামমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

কুলে রঘূণাং সমবাপ্য জন্ম বিধান সেতুং জলধের্জলান্তঃ।
লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥৭॥
হলেন সর্ব্বান্ নৃপতীন্নিহত্য চকার চূর্ণং মুষলপ্রহারৈঃ।
যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্ররামম্ ॥৮॥
পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সম্ভাবয়ং শ্চীবর চিহ্ন বেশম্।
চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্ ॥৯॥
কল্পাবসানে তুরগাধিরূঢ়ো সংঘট্টয়ামাস নিমেষ মাত্রাৎ।
যস্তেজসা নির্দ্দহতাতিভীম স্তং কল্কিনং বিশ্বপতিং ভজামঃ ॥১০॥
শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং দোর্ভির্দ্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ম্।
শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥১১॥

যিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রমধ্যে সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক লঙ্কেশ্বর রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সীতাপতিকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

যিনি কৃষ্ণের বলে বলীয়ান্ হইয়া হলাঘাতে নৃপতিবৃন্দকে নিহত ও মুষল প্রহারে সমস্তই চূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বলরামকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করি ॥৮॥

যিনি পূর্ব্বকালে সুরকুলদ্বারা অসুরকুল বিজয় করার নিমিত্ত চীবর বেশ ধারণ করতঃ মূলীভূত অমোঘ শাস্ত্ররাশি প্রণয়ন করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধরূপী বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

কল্পাবসানকালে ঘোটকে আরোহণ করিয়া যিনি জগৎকে সংঘটিত করতঃ নিমেষমধ্যে আপনার ভয়ঙ্কর তেজদ্বারা যেন জগৎ দগ্ধ করিবেন সেই বিশ্বপতি কল্কিকে আমরা ভজনা করি ॥ ১০ ॥

যিনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, যিনি

ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে শয়ানমন্তঃস্মিতশোভিবক্ত্রম্।
উৎফুল্লনেত্রাম্বুজমম্বুদাভমাদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি ॥১২॥
প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥১৩॥

১০

জয়দেবকৃত—দশাবতারস্তোত্রম্।

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর! জয় জগদীশ হরে!॥ ১ ॥

গরুড়ারূঢ়, যিনি বক্ষস্থলে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সমগ্র জগতের আদিভূত সেই তমালনীল বিষ্ণুকে আমি হৃদয়ে ধ্যান করি ॥ ১১ ॥

যিনি ক্ষীরসাগরে অনন্তশয্যায় শয়ান থাকেন, যাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্য পরিশোভিত, যাঁহার নেত্রযুগল উৎফুল্ল অম্বুজসদৃশ সেই শ্রুতিকথিত আদিপুরুষকে আমি বারংবার স্মরণ করি ॥ ১২ ॥

মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত এই স্তব পাঠ করতঃ জগন্নাথ জগন্ময় পুরুষোত্তমকে পরিতৃপ্ত করিবে ॥ ১৩ ॥

প্রলয় সমুদ্রের জলে জগন্মণ্ডল পরিপ্লাবিত হইলে তুমি বেদসকল রক্ষা করিবার জন্য হস্তে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলে এবং খেদযুক্ত না হইয়া অর্ণবপোতের চরিত্র স্বীকার করিয়াছিলে। হে কেশব! হে মৎস্যরূপ-ধারিন্! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১ ॥

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণিধরণ কিণচক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ! জয় জগদীশ হরে!॥ ২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ! জয় জদীশ হরে!॥ ৩॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে!॥ ৪॥

একদিন এই ক্ষিতি তোমার অতি বিশাল পৃষ্ঠে অবস্থিত ছিল আর ধরণী বহন জন্য তোমার পৃষ্ঠের চর্ম্ম অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। হে কচ্ছপরূপধারিন্! হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ২॥

একদিন তোমার শুভ্র দন্তাগ্রে লগ্না পৃথিবী চন্দ্রের কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। হে কেশব! হে বরাহরূপধারিন্! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৩॥

একদিন হে নৃসিংহরূপধারিন্! তোমার অতি সুন্দর করকমলে অদ্ভুত নখরাগ্র দেখা গিয়াছিল; তদ্দ্বারা তুমি হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভ্রমরকে দলিত বা বিদারিত করিয়াছিলে। অতি কোমল করকমলের কেশরস্বরূপ নখর দ্বারা সুদৃঢ় দৈত্যদেহ বিদারণ অতি অদ্ভুতই বটে। হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীর জনিত জনপাবন।
কেশব ধৃত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে!॥ ৬॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে!॥ ৭॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি মিলিত যমুনাভম্।
কেশব ধৃত হলধর রূপ জয় জগদীশ হরে!॥ ৮॥

একদিন হে অদ্ভুত বামন! হে অপূর্ব্ব বামনমূর্ত্তে! হে পদনখজাত গঙ্গাজলে জগৎ পবিত্রকারিন্! হে কেশব! হে বামন রূপধারিন্! তুমি পাদত্রয়ে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়া দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিয়াছিলে। হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৫॥

হে পরশুরাম-রূপধারিন্! একদিন তুমি ক্ষত্রিয় রুধিররূপ জলে জগৎকে স্নান করাইয়া ইহাকে নিষ্পাপ ও তাপশূন্য করিয়াছিলে। হে কেশব! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৬॥

হে রঘুপতিরূপধারিন্! একদিন ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণেরও বাঞ্ছনীয়, দশাননের দশমুণ্ড রূপ রমণীয় বলি তুমি দশ দিকে বিতরণ করিয়াছিলে! হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৭॥

হে হলধররূপধারিন্! একদিন তুমি তোমার শুভ্র দেহে তোমার

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে!॥ ৯॥
ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত কল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে!॥ ১০॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিত মুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত দশবিধ রূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১॥

লাঙ্গলের আঘাত-ভয়ে ভীত পাদ-পতিত যমুনার ন্যায় আভা-বিশিষ্ট নীল-বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলে! হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়-যুক্ত হও॥ ৮॥

হে ধৃতবুদ্ধ শরীর! আহা! পশুবলি দর্শনে ব্যথিত তোমার সদয় হৃদয় একদিন যজ্ঞবিধি সম্বন্ধীয় শ্রুতি সমূহকে নিন্দা করিয়াছিল। হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৯॥

হে কেশব! হে কল্কিরূপধর! তুমি ম্লেচ্ছগণের বিনাশার্থ ধূমকেতুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয় ভীষণ অসি ধারণ করিয়া থাক! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ১০॥

হে কেশব! হে ধৃত দশবিধরূপ! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও। তুমি জয়দেব কবির এই উদার (মহার্থযুক্ত), সুখদায়ক, শুভদায়ক, ভবসংসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই স্তোত্র শ্রবণ কর॥ ১১॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১২ ॥

১১

নারায়ণস্তোত্রং।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥
করুণাপারাবারা বরুণালয়গম্ভীরা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১

প্রলয়পয়োধিজলমগ্ন বেদ উদ্ধারকারী মৎস্যরূপাবতার তুমি, স্বীয় পৃষ্ঠে জগৎ বহনকারী কূর্ম্মাবতার তুমি, দন্তাগ্রে ভূমণ্ডল উদ্ধারকারী বরাহ অবতার তুমি, হিরণ্যকশিপুর বক্ষবিদারণকারী নরসিংহ অবতার তুমি, বলির ছলনাকারী বামনাবতার তুমি, ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী পরশুরাম অবতার তুমি, রাবণ বিনাশকারী শ্রীরামাবতার তুমি, লাঙ্গলধারী বলরাম অবতার তুমি, সর্ব্বত্র করুণা বিস্তারকারী বুদ্ধ অবতার তুমি, ম্লেচ্ছ মূর্চ্ছাকারী কল্কি অবতার তুমি এই দশাবতার বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

হে নারায়ণ! তোমার করুণা বরুণালয় সাগরের ন্যায় অতীব গভীর, কেহ তোমার করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১ ॥

ঘননীরদসংকাশা কৃতকলিকল্মষনাশা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২
যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তুভমণিহারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৩
পীতাম্বরপরিধানা সুরকল্যাণনিধানা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৪
মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৫
রাধাঽধরমধুরসিকা রজনীকরকুলতিলকা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৬

হে নারায়ণ! তোমার দেহ-কান্তি ঘন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ২॥

হে নারায়ণ! তুমি যমুনা তীরে বিহার করিয়া থাক, তুমি কৌস্তুভ-মণির হার গলে পরিধান করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৩॥

হে নারায়ণ! তুমি পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়াছ, তুমি সুরগণের মঙ্গল-বিধান করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ৪॥

হে নারায়ণ! তুমি মনোহর গুঞ্জাফলকে অঙ্গের অলঙ্কার রূপে ধারণ কর, তুমি মায়া মানুষ বেশ ধারণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ৫॥

মুরলীগানবিনোদা বেদস্তুতভূপাদা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭
বর্হিনিবর্হাপীড়া নটনাটকফণিক্রীড়া।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮
বারিজভূষাভরণা রাজিবরুক্মিণীরমণা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯
জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০
পাতকরজনীসংহর করুণাময় মামুদ্ধর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১

হে নারায়ণ! তুমি বেণুবাদন পূর্ব্বক চিত্ত বিনোদন করিয়া থাক; বেদ সকল তোমারই এক পদেস্থিত বিভূতির স্তব করে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে গোবিন্দ! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৭ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা আপন চূড়া সুশোভিত করিয়াছ, ফণিক্রীড়া নাটকের নট তুমি। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি পদ্ম অলঙ্কারে নিজ অঙ্গ অলঙ্কৃত কর, তুমি রাধিকা এবং রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৯ ॥

হে নারায়ণ! তোমার নয়নদ্বয় পদ্মপত্রাঙ্কিত নেত্রের ন্যায় মনোহর, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূলসূত্র। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি এই পাপরূপ তামসী রাত্রিকে অর্থাৎ বিশ্বরূপ

অঘবকক্ষয় কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে।
নারায়ণ নারারণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২
হাটকনিভ পীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাবর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩
দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪
গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫

মায়া প্রপঞ্চকে সংহার কর। হে করুণাময়! আমাকে উদ্ধার কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১১ ॥

হে নারায়ণ! তুমি অঘাসুর ও বকাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে কেশব! হে কংসারে! হে কৃষ্ণ! হে মুরারে! হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১২ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীত বসন পরিধান করিয়া থাক। হে মাধব! তুমি আমাকে অভয়দান কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি রাজা দশরথের কুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে এবং তুমি দানব-দর্প সংহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥

হে নারায়ণ! তুমি গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলে এবং গোপী-গণের চিত্ত হরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৫ ॥

সরযূ তীরবিহারা সজ্জন মানস চারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬
বিশ্বামিত্রমখত্রা বিবিধপরাসুচরিত্রা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা ধরণীসুতসহমোদা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥
জনকসুতাপ্রতিপালা জয় জয় সংস্মৃতিলীলা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥
দশরথবাক্‌ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরযূনদীর তীরে বিহার করিয়া থাক এবং সজ্জন-গণের মানসে বিচরণ কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার সুচরিত্র বিবিধ জনের গতি স্থান। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৭ ॥

হে নারায়ণ! তোমার চরণে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চিহ্নিত রহিয়াছে, তুমি ধরণীসুতা সীতার সহিত আমোদ করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৮ ॥

হে নারায়ণ! জনক-তনয়া সীতা সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন। তোমার সংসার-লীলা জয়যুক্ত হউক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি দশরথের বাক্যে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছ।

মুষ্টিকচাণূরসংহারা মুনিমানসবিহারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥
বালীনিগ্রহশৌর্য্যাবরসুগ্রীবহিতকার্য্যা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥
মাং মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥
জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে গোবিন্দ! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি মুষ্টিক ও চাণূর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই মুনিগণের মনের হংসস্বরূপ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২১ ॥

হে নারায়ণ! তুমি বালিকে বিনাশ করিয়া অপরিমিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ এবং সদ্‌গুণ সম্পন্ন সুগ্রীবের অনেক হিতকার্য্য সাধন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে গোপাল! তোমার জয় হউক ॥ ২২ ॥

হে নারায়ণ! হে বংশীধারি! তুমি ভব-সাগরের একমাত্র কর্ণধার। আমাকে পরিত্রাণ কর। হে শ্রীধর! আমায় রক্ষা কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক ॥ ২৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ধীর, তুমি সমুদ্রকেও বন্ধন করিয়াছিলে এবং রাবণের কণ্ঠ বিদারণ করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৪ ॥

তাটীমদদলনাট্যানটগুণবিবিধধনাঢ্যা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥
গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥
সম্ভ্রমসীতাহারা সাকেতপুরবিহারা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥
অচলোদ্ধৃতিচঞ্চৎকর ভক্তানুগ্রহতৎপর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥
নৈগম গান বিনোদা রক্ষঃসুতপ্রহ্লাদা
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ত্রাটীমদ (?) দলে নৃত্য করিয়াছিলে এবং নটের বিবিধগুণে তুমি গুণী, হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৫ ॥

হে নারায়ণ! গৌতম-পত্নী অহল্যা তোমার পূজা করিয়াছিল। তুমি তাহার প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সীতার সম্ভ্রমহার স্বরূপ, তুমি অযোধ্যাপুর বিহারী। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৭ ॥

হে নারায়ণ! তুমি আপন করে পর্ব্বত ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি রক্ষঃ সুত প্রহ্লাদের নিগম গানে সন্তুষ্ট হইয়াছ।

ভারতিযতিবরশঙ্কর নামামৃতমখিলান্তর।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ।

১২

আর্ত্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশকম্।

প্রহ্লাদ প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয়
স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ।
বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎসল্যমাবেদয়-
ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১

হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ভারতি প্রভৃতি যতিগণের মঙ্গলকারী, তোমার নামামৃত অখিলজনের অন্তরে আনন্দ বর্দ্ধন করে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৩০ ॥

১। রে প্রহ্লাদ! হরি যদি তোমার প্রভু এবং যদি তিনি সর্ব্বত্র থাকেন তবে এই স্তম্ভে তাঁহাকে দেখাও। হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিলে যে হরি সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং নিজ নখ দ্বারা অসুরের বক্ষ বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদের প্রতি ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন আর্ত্ত-ত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি। *

---

* যত্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তোমদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে।
ভাগবত ৭। ৮। ১২

শ্রীরামায় বিভীষণোঽয়মধুনা হ্যার্ত্তো ভয়াদাগতঃ
সুগ্রীবানয় পালয়েঽহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্।
এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-
বার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২
নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্ধৃতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং
পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ।
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩

২। রাবণের ভয়ে ভীত বিভীষণ আর্ত্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এখন আসিয়াছেন। শ্রীরাম বলিলেন সুগ্রীব! বিভীষণ আসিয়াছে তাহাকে আনয়ন কর এবং তাহাকে রক্ষা কর। এইরূপে যিনি বিভীষণকে অভয় দিয়াছিলেন এবং সকলেই ইহা জানেন যে তিনিই বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্যও দিয়াছিলেন। সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি। *

৩। কুম্ভীর গজেন্দ্রের পদধারণ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে গজেন্দ্র শুণ্ড উত্তোলন করিয়া যখন আর্ত্তরবে বলিতে লাগিল হে ব্রহ্মেশ! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! আমাকে রক্ষা কর তখন যিনি "ক্রন্দন করিওনা" এই বলিয়া চক্রদ্বারা কুম্ভীর-বদন হইতে হস্তীকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি।

* সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥ ৩২॥
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে
ক্বাসি ক্বাসি সুযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্।
ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোঽরক্ষদাপদ্‌গতা
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৪
যৎপাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং
যন্নামামৃতপানতো জনুমতাং তাপত্রয়ং শাম্যতি।
পাষাণশ্চ যদঙ্ঘ্রিতো বরবধূরূপং মুনেরাপ্তবা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৫
যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপারমিতং সংসারবারাংনিধিং
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈবাদ্ভুতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্য দাসোঽস্ম্যহ-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৬ *

৪। হা কৃষ্ণ! হা অচ্যুত! হা কৃপাজলনিধে! হা পাণ্ডবদিগের গতি! কোথায়, কোথায় তুমি? দুর্য্যোধন আমার অপমান করিতেছে। তুমি তোমার দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। আর্ত্তা হইয়া এইরূপ বলিলে বিপন্না দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ জন্য অক্ষয় বস্ত্র দিয়া যিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি।

৫। যাঁহার পাদপদ্মের নখের জলে ত্রিজগতের পাপ রাশি ধ্বংস হয়, যাঁহার নামামৃত পূর্ণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বসন্তাপ দূর হয়, পাষাণও যাঁহার চরণ-রেণু স্পর্শে গৌতমবধূ অহল্যার নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি।

৬। যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র অতি দুর্জ্জন ব্যক্তিও এই অপরিমিত সংসার সাগর পার হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্ব

* এই শ্লোকের প্রথম অংশ অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায়।

পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্।
যোঽদাৎ তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৭
নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ।
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি-
র্হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৮
ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসসং ক্ষোভিতং
দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্।

কারণের অদ্ভুত কারণ, ত্রিজগতের নাথ যিনি তাঁহার কি আমি দাস নই? সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

৭। ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব ভ্রাতা উত্তমকে পিতার ক্রোড়ে দেখিয়া তাহার মত পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলে যখন সুরুচি তাঁহার অপমান করেন, আর মাতার মুখে "ডাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়" শুনিয়া তপস্যা করিলে, সেই শরণাগত ভক্তকে যিনি স্বর্ণ সিংহাসন দান করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি।

৮। যে ব্রজগোপিকাগণ নিজ কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জারভাবে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছিল এবং যাঁহাকে নাথ জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, যাঁহাকে ভক্তি করিলে তিনি অতুলনীয় মুক্তিফল দান করেন এবং যিনি উপপত্নীগণেরও সদ্গতিবিধান করেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

ভুক্ত্বাঽতর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৯
যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজ-
স্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তম বিভো রক্ষাতুরং মামিতি।
পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোঽথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১০
যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সম্বর্ত্তকালে মহা-
লীলাক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্।
যঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধত্বাচ্চ যোঽগাৎ প্রিয়-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১১

৯। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সহস্র শিষ্য সহিত দুর্ব্বাসা মুনি যখন দ্রৌপদীর নিকটে উপস্থিত হন, দ্রৌপদী তখন আতিথ্য-সৎকার অবহেলা ভয়ে ভক্তিযুক্ত মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জানাইলেন তিনি ক্ষুধার্ত্ত। সকলের আহার শেষ হইয়াছে তথাপি কৃষ্ণানুরোধে অনুসন্ধান করিয়া স্থালী-লগ্ন শাককণা মাত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করায় যিনি সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরিতৃপ্তি বিধান করেন সেই আর্ত্ত-ত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

১০। সভাতে রাবণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বিভীষণ সমুদ্র তীরে শ্রীরঘুনাথের শরণাপন্ন হইয়া "আমাকে রক্ষা করুন" বলিলে যিনি দশাননানুজকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

১১। মহাপ্রলয়ে যে নারায়ণ হরি স্বয়ং বৃহদাকার লীলা বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাসমুদ্রমগ্ন পৃথিবীকে বহন করিয়াছিলেন এবং যিনি

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বনে
রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ।
যেঽরক্ষদ্দৃশ দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১২
যঃ সান্দীপিনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং
চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমাণার্ত্তয়ে।
সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১৩
যন্নামস্মরণাদঘৌঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাঽজামিলঃ
প্রাণান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘ দাবার্ত্তিযুক্।

পাপীদিগকে শীঘ্র বিনাশ করিয়া প্রিয় ভক্তগণের নিকটে আগমন করেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি॥

১২। যিনি ত্রিভুবনে মনুষ্যগণের মধ্যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর, যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, যিনি রাধিকার সর্ব্বপ্রকার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া নাথ ভাবিয়া যাঁহার শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাগ্রস্ত পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি॥ ১২॥

১৩। যিনি আপন প্রভুশক্তিবলে নিজগুরু সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি॥ ১৩॥

১৪। পুরাকালে অজামিল নামে দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ

সম্ভো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধ
শ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪
যোঽরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং
দীনং দীনচকোরপালনবিধুঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ।
তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা ক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫
যৎ-কল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে
যৎসংশ্লেতিপতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ।
যো যোগীন্দ্রমনঃ সরোরুহতমঃ-প্রধ্বংসবিদ্ভানুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬

ভগবান্ নারায়ণের নাম স্মরণ করায় সেই ব্রাহ্মণের নিখিল পাপ আশু বিনষ্ট হয় এবং সেই ব্রাহ্মণ ভগবৎপরায়ণ অম্বরীষ হয়েন এবং ভগবন্নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করেন। তখন শ্রীহরি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠ নগরীতে স্থাপন করেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

১৫। কোন সময়ে নারায়ণ পথিমধ্যে অতি দীন বসনাদিশূন্য কুচৈল নামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি পৃথুকা গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শঙ্খচক্রধারী স্বীয়রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

১৬। যিনি মনোহর নির্ম্মল গুণসমূহের আকর, যাঁহার বাক্য সকলে মন্ত্ররূপে শিক্ষা করে, আগমশাস্ত্র মতে যাঁহাতে বিশ্বসকল প্রতিষ্ঠিত, যিনি

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে
চন্দ্রাম্ভোজবটে পটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে।
শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্র-ভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণং স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১৭
বাৎসল্যাদভয় প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ কবিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাধ্রুবাঃ॥ ১৮
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশকংসম্পূর্ণম্।

যোগীবৃন্দের মনঃ পদ্মস্থিত তিমির সংহারে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, সেই আর্ত্ত-ত্রাণপরায়ণ নারায়ণই আমার গতি।

১৭। যিনি কালিন্দীর হৃদয়াভিরাম সর্ব্বকল্যাণকর পবিত্র পুলিন-প্রদেশে কেলি করিতেন, ঐ বিস্তীর্ণ পুলিন চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল থাকিত, সর্ব্বদা কমল প্রস্ফুটিত থাকিত এবং ব্রহ্মা যাঁহার আরাধনা করিতেন, আর যিনি শ্রীরঙ্গদেশে অনন্তশয্যায় ভোগমূর্ত্তিতে নিরন্তর শয়ান থাকেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি।

১৮। বাৎসল্য, অভয়প্রদান, দুঃখ নিবারণ, ঔদার্য্য, পাপধ্বংশন, অগণিত শ্রেয়োবিধান প্রভৃতির জন্য শ্রীপতিই সর্ব্বজগতের সেব্য, এই সমস্তের সাক্ষী হইতেছেন প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, পাঞ্চালী, অহল্যা এবং ধ্রুব।

তৃতীয় উল্লাস।

১

শক্তি দশাবতার।

তোড়লতন্ত্রে—তারা দেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যাৎ মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা।
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সমুদ্ভবা॥

নিত্যতন্ত্রে—কৃষ্ণস্তু কালিকা দেবী শ্রীরামস্তারিণী তথা।
ভার্গবঃ ষোড়শী বিদ্যা বামনো ভুবনেশ্বরী॥
মৎস্যস্তু বগলা দেবী বরাহশ্ছিন্নমস্তিকা।
ধূমাবতী কূর্ম্মরূপা নৃসিংহো ভৈরবী স্বয়ম্॥
বুদ্ধরূপা মহালক্ষ্মীর্মাতঙ্গী কল্কিরূপিণী।
এতা দশমহাবিদ্যা অবতারা হরের্দ্দশ॥

[কল্পভেদে শক্তির দশ অবতার পৃথক্‌রূপে বিষ্ণুর অবতার হয়েন।]

২

চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই উপাস্য নহে।

শিব চিন্মাত্র শ্রয় মায়য়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিৎ নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা॥

সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী।
সা শিবাপরমাদেবী শিবাহভিন্না শিবঙ্করী ॥

শক্তি — ভগবন্ দেবদেবেশ মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা।
তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ ॥
শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ।
দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো! ॥

শিব — নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ।
মায়াধিষ্টান চৈতন্যং উপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্ ॥

দেবী ভাগবতে।

৩

মূলে এক, উপাধি মাত্রে ভেদ।

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাহখিলা ধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
তাসাস্তিসৃণাং শক্তীনাং দেবাঙ্গীকার লক্ষণঃ।
সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥
হরিদ্রুহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা।
পালনোৎপত্তি নাশার্থং প্রতি সর্গঃ স্মৃতোহি সঃ ॥

শেষ বিশ্রাম।

অবতার উপাসনা।

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে ॥

প্রথম উল্লাস।

১

পঞ্চপ্রকার পূজা।

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ মে।
অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চ প্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে॥ ১
তত্রাভিগমনং নাম দেবতা স্থান মার্জ্জনং।
উপলেপনং নির্ম্মাল্য দূরীকরণমেব চ॥ ২
উপাদানং নাম গন্ধ পুষ্পাদি চয়নং তথা।
যোগো নাম স্ব দেবস্য স্বাত্মত্বেনৈব ভাবনা॥ ৩
স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থ সন্ধান পূর্ব্বকোজপঃ।
সূক্ত স্তোত্রাদি পাঠস্তু হরিসংকীর্ত্তনং তথা।
তত্বাদি শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪
ইজ্যানাম স্বদেবস্য পূজনন্তু যথার্থতঃ।
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চাঃ কথিতাস্তব সুব্রত।
সার্ষ্টি-সামীপ্য-সালোক্যসাযুজ্য-সারূপ্যদাঃ ক্রমাৎ॥৫

অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা এই পঞ্চপ্রকার অর্চ্চনা। দেবতার স্থান মার্জ্জন, স্থান লেপন এবং নির্ম্মাল্য দূরীকরণের নাম অভি-গমন। পূজার নিমিত্ত গন্ধ-পুষ্পাদিচয়নকে উপাদান বলে। ইষ্টদেবতাই আমার অ স্ব এই ভাবনার নাম যোগ। মন্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান পূর্ব্বক

২

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধিং বিনা পূজায়া নিস্ফলত্বাত্তন্নিরূপ্যতে ॥
আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেব শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি! তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ ॥ ১ ॥
সুস্নাতৈর্ভূতশুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে।
ষড়াঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিরুদীরিতা ॥ ২ ॥
সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দর্পণোদরবৎ শুভং।
বিতান ধূপ দীপাদি পুষ্পমাল্যাদি শোভিতম্।
পঞ্চবর্ণ রজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৩ ॥
গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৪ ॥
পূজাদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রৈশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদীন্ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫ ॥

যে জপ, স্তোত্রাদি পাঠ, হরিসংকীর্ত্তন, অধ্যাত্ম শাস্ত্র অভ্যাস ইহার নাম স্বাধ্যায়। যথার্থরূপে ইষ্টদেবতার পূজার নাম ইজ্যা। এই পাঁচপ্রকার অর্চ্চনা দ্বারা যথাক্রমে দেবতার সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য সাযুজ্য এবং সারূপ্য প্রাপ্তি হয়।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ভিন্ন পূজা নিস্ফল। (১) পুণ্যজলে স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা হয় আত্মশুদ্ধি। (২) পূজাস্থান মার্জ্জন, অনুলেপনের দ্বারা দর্পণের মত নির্ম্মল করা, চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ, পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করিয়া পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা চিত্রিত করা হইল স্থানশুদ্ধি।

পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ দীপাদীন্ মাল্যাদীন্নুদকেন চ॥
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান দেবশুদ্ধিরিতীরিতা।
পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাৎ পূজা সমাচরেৎ॥

৩

বিষ্ণু উপাসকের দ্বাদশ শুদ্ধি।

গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ॥ ১॥
পূজার্থং পত্র পুষ্পাণাং ভক্তৈবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ২॥
তন্নাম কীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা চ কৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৩॥

---

(৩) মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোম ক্রমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুই-বার পাঠে হয় মন্ত্রশুদ্ধি। (৪) পূজার দ্রব্য কুশাগ্র দ্বারা মূল ও ফট্ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রাদি দেখাইলে হয় দ্রব্যশুদ্ধি। (৫) পীঠ-শক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ মুদ্রায় সকলী করণ করিয়া মূল-মন্ত্রে দীপাদি ও মাল্যাদি প্রোক্ষণ করিলে হয় দেবশুদ্ধি। এই ভাবে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিয়া তবে পূজা করিবে।

বিষ্ণু মন্দিরে গমন, দেবতার সঙ্গে সঙ্গে তৎপশ্চাতে গমন, ভক্তি প্রদক্ষিণ—ইহাতে পাদশুদ্ধি হয়। পূজার জন্য পত্রপুষ্পাদি সংগ্রহ ও প্রতিমূর্ত্তি উত্তোলনে করশুদ্ধি হয়। ইহা সর্ব্বশুদ্ধি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

তৎকথা শ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ॥ ৪ ॥
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্য মালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য তপোধন।
বিশুদ্ধিঃস্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে ॥ ৬ ॥
পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ ॥ ৭ ॥

৪

ভূতশুদ্ধি।

ভুতশুদ্ধি—শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং ॥
অব্যয় ব্রহ্ম সম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥

রামার্চ্চন চন্দ্রিকা।

ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তনে বাক্যশুদ্ধি হয়। হরি কথা শ্রবণে ও উৎসব দর্শনে কর্ণ ও নেত্র শুদ্ধি হয়। শ্রীহরির পাদোদক, নির্ম্মাল্য ও মালা ধারণ করিয়া নমস্কার করিলে হয় শিরঃশুদ্ধি। নির্ম্মাল্যের গন্ধপুষ্পাদি আঘ্রাণে নাসিকার শুদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলে অর্পিত পরম পবিত্র পত্রপুষ্পাদি দ্বারা লোকের সকল দ্রব্যের বিশুদ্ধি হয়।

শরীরের আকারে আকারিত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের পরব্রহ্ম সম্পর্কে যে শোধন তাহাই ভূতশুদ্ধি।

ভুতশুদ্ধির কার্য্য ও ভাবনা—

(১) বহ্নিবীজেন দেবেশি! বহ্নে প্রকার মাচরেৎ ॥
৫। ৯০। মহানির্ব্বাণ

বহ্নিবীজ রং মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত করিবে এবং ভাবনা করিবে যে চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার জলন্ত অগ্নিশিখা, তাহার মধ্যে আমি পদ্মাসনে বসিয়াছি।

(২) চিৎভাবে করতলদ্বয় নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হং+সঃ মন্ত্রে জীবাত্মাকে পরব্রহ্মে যোজনা করিবার জন্য অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা "প্রাণাপানৌ নিবধ্যাথ" প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিবে। "জীবং ব্রহ্মণি সংযোজ্য হংসমন্ত্রেণ সাধকঃ" ১১। ৮। ২ দেবী ভাগবত।

(৩) ভাবনা

(ক) পদ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানে ব্রহ্মযুক্ত চতুষ্কোণ যন্ত্র, তন্মধ্যে লং বীজযুক্ত স্বর্ণ বর্ণ পৃথিবী মণ্ডল।

(খ) জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্র তুল্য পদ্মদ্বয় যুক্ত রং বীজযুক্ত শ্বেতবর্ণ সলিল মণ্ডল।

(গ) নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে রং বীজযুক্ত রক্তবর্ণ ত্রিকোণাকৃতি বহ্নিমণ্ডল।

(ঘ) হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত ধূম্রবর্ণ যং বীজ বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল।

(ঙ) ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত হং বীজযুক্ত নির্ম্মল মনোহর বর্ত্তুলাকার আকাশমণ্ডল।

(৪) এবং ভূতানি সঞ্চিন্ত্য প্রত্যেকং সংবিলাপয়েৎ।
ভুবং জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ নভস্যমুম্॥ ৮
বিলাপ্য খমহঙ্কারে মহত্তত্ত্বেঽপ্যহঙ্কৃতিং।
মহান্তং প্রকৃতৌ মায়ামাত্মনি প্রবিলাপয়েৎ॥
শুদ্ধ সংবিন্ময়ো ভূত্বা চিন্তয়েৎ পাপপুরুষং।
বাম কুক্ষিস্থিতং কৃষ্ণমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্॥

দেবী ভাগবত। ১১।৮।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতির সহিত [গন্ধাদি ঘ্রাণ সংযুক্তাং] পৃথিবীকে জলে লীন ভাবনা কর ; [রসাদি জিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ] জিহ্বা রস প্রভৃতির সহিত জলকে অগ্নিতে, রূপ ও চক্ষু সহিত অগ্নিকে বায়ুতে, স্পর্শ ও ত্বক্ সহিত বায়ুকে আকাশে, শব্দ সহিত আকাশকে অহংতত্ত্বে, অহং-তত্ত্বকে বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি বা মায়াকে আত্মাতে লয় করিবে। এইরূপে শুদ্ধ সংবিদ্ বা জ্ঞানময় হইয়া বাম কুক্ষিস্থিত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে চিন্তা করিবে।

(৫) অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পাপ পুরুষের ভাবনা—

ব্রহ্মহত্যা শিরোযুক্তং স্বর্ণস্তেয় ভুজদ্বয়ম্।
মদিরাপান হৃদয়ং গুরুতল্প কটিদ্বয়ম্॥
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতকম্।
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্॥
খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমধোবক্ত্রং সুদুঃসহম্॥

পাপপুরুষের মাথাটি ব্রহ্মহত্যা ; হাত দুইখানি সুবর্ণচুরি, হৃদয়টি মদ্যপান, কটিদ্বয় হইতেছে গুরুপত্নী গমন, গুরুদারগামীর সংসর্গ-কারী পুরুষ ইহার পদদ্বয়, অন্যান্য পাতক ইহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; উপপাতক রোমরাজি। এই কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন। ইহার হাতে খড়্গ ও ঢাল, ইনি সদা ক্রুদ্ধ, সদা অধোমুখ এবং অতি দুঃসহ।

(৬) বায়ু বীজ "যং" স্মরণ পূর্ব্বক বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া পাপ পুরুষকে শুষ্ক করিবে। যাঁহারা গুরু সাহায্যে প্রণায়ামে সমর্থ তাঁহারা বামনাসা দ্বারা যং বীজ বা 'ওঁ যং ওঁ' মন্ত্র ১৬ বার জপকরিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ করিবেন এবং ঐ আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা পাপময় দেহ শুষ্ক হইল ইহা ভাবনা করিবে। তৎপরে নাভিদেশে রং বীজ অথবা 'ওঁ রং ওঁ' এই

রক্তাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাব্জৈ
শূলং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথগুণমপ্যঙ্কুশং পঞ্চবাণান্।

রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করতঃ নিজ শরীরসহ পাপ-পুরুষকে দগ্ধ করিবে। পরে ললাটদেশে শুক্লবর্ণ বং বীজ অথবা 'ওঁ বং ওঁ' এই বরুণ বীজ চিন্তা করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার জপ করিবে।

পরে যং এই বায়ু বীজ জপ দ্বারা শরীর হইতে সেই দগ্ধ পাপপুরুষের ভস্ম বাহির করিবে। সেই দেহ সমুত্থিত ভস্ম বং এই চন্দ্র বীজ জপ দ্বারা একত্র করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে লং এই পৃথ্বীবীজ জপ দ্বারা নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা সেই পিণ্ডাকৃতি ভস্ম ঘনীভূত করিয়া স্বর্ণময় ডিম্ব এবং বিশুদ্ধ মুকুরের ন্যায় ভাবনা করতঃ হং এই আকাশ বীজ জপ করিবে। এইরূপে জপ করিতে করিতে সেই চন্দ্রসুধা প্লাবিত ভস্মপিণ্ড হইতে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। "আপাদশীর্ষ পর্য্যন্তম্ আপ্লাব্য তদনন্তরম্। উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্।" মহানি ৫।১০৩। অর্থাৎ এইরূপে আপাদ-মস্তক পর্য্যন্ত অমৃতবারি দ্বারা প্লাবিত করিয়া নূতন দিব্য দেহ হইয়াছে ভাবনা করিবে। মহানির্ব্বাণ মতে, তৎপরে পুনর্ব্বার চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ভূতবর্গ উৎপাদনপূর্ব্বক 'সোঽহং' এই মন্ত্র ভাবনা দ্বারা জীবাত্মাকে হৃৎপদ্মে আনয়ন করিবে এবং পরমাত্মার সংসর্গে কুণ্ডলিনী সুধাময় জীবাত্মাকে হৃদয়পদ্মে স্থাপনপূর্ব্বক মূলাধার গঠিত হইয়াছেন ভাবনা করিবে। মহানির্ব্বাণ মতে, পরে নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া 'আং ক্রীং ক্রোঁ। হংসঃ সোঽহং' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আত্মদেহে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। দেবী ভাগবতে বলেন, শেষে দেহে প্রাণশক্তিকে স্থাপন করিয়া ধ্যান করিবে।

বিভ্রাণাসৃক্‌কপালং ত্রিনয়নলসিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু সুখকরী প্রাণশক্তি পরাণঃ ॥
এবং ধ্যাত্বা প্রাণশক্তিং পরমাত্মস্বরূপিণীম্‌।
বিভূতি ধারণং কার্য্যং সর্ব্বাধিকৃতি সিদ্ধয়ে ॥

(৫)

প্রণাম-প্রদক্ষিণ-আত্মসমর্পণ-আরত্রিক।

প্রণাম স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥

প্রদক্ষিণ একং দেব্যাং রবৌসপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধ প্রদক্ষিণম্‌ ॥

রক্তবর্ণ সমুদ্রমধ্যে পোতস্থিত রক্তবর্ণ পদ্মের উপরে যিনি উপবেশন করিয়া আছেন, যাঁহার ছয় হস্তে শূল, ইক্ষুনির্ম্মিত চাপ, পাশ, অঙ্কুশ, পঞ্চবাণ, এবং রক্তবর্ণ কপাল রহিয়াছে, সেই পীনস্তনী ত্রিনয়না বালসূর্য্য-রূপা পরা প্রাণশক্তি আমাদের সুখ প্রদান করুন। এই ভাবে পরমাত্মা-রূপিণী প্রাণশক্তির ধ্যান করিয়া সকল কার্য্যের অধিকার-লাভের জন্য বিভূতি ধারণ করিবে। ইতি ভূতশুদ্ধি।

বিষ্ণুকে বামদিকে রাখিয়া, শক্তি ও শঙ্করকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া এবং গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবে। ইহার অন্যথায় প্রণাম নিষ্ফল। [বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য, চক্ষু এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। ইহার উপরে পদদ্বয়, বক্ষ ও মন এই অঙ্গগুলি যোগ করিয়া প্রণাম করিলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়।

স্ত্রীদেবতাকে একবার বা তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। দেবতাকে

সকৃৎ ত্রির্ব্বা বেষ্টনেন দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব দেবস্য তুষ্টিদঃ॥

কালিকাপুরাণে।

আত্মসমর্পণ—ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণশিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং, যদুক্তং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। ওঁ তৎসৎ॥

আরত্রিক—

আদৌ চতুষ্পাদতলৈক দেশে দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্।
সর্ব্বেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারানারত্রিকং তন্মুনয়ো বদন্তি॥

দক্ষিণদিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সূর্য্যকে সাতবার, গণপতিকে তিনবার, বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কারণ শিব প্রদক্ষিণে যোনি-পীঠের অগ্রবর্ত্তী স্থান যে সোম সূত্র তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে নাই।

আরত্রিকের নিয়ম হইতেছে অগ্রে দেবতার পদতলে দৃষ্টি রাখিয়া ৪, নাভিদেশে ঐরূপে ২, মুখমণ্ডলে দৃষ্টি রাখিয়া রাখিয়া ৩, ও সর্ব্বগাত্রে ৭ বার দৃষ্টি রাখিয়া রাখিয়া আরত্রিক করিতে হয়। প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ, দ্বিতীয়ে শঙ্খস্থ জল, তৃতীয়ে ধৌতবস্ত্র, চতুর্থে আম্র, অশ্বত্থ বা বিল্বপত্র, তৎপরে প্রণিপাত। সমস্তই যথাবিধি ঘুরাইয়া আরত্রিক করিবে। কর্পূর যজ্ঞ-ধূপ ও চামর ব্যজনাদি দ্বারাও আরত্রিক হয়।

দ্বিতীয় উল্লাস—গণপতিস্তোত্রাণি।

১

অথ গণপতি উপনিষদ্—স্বরূপ-বিশ্বরূপ-আত্মরূপ-রূপ।

यं नत्वा मुनयः सर्व्वे निर्व्विघ्नं यान्ति तत्पदम्।
गणेशोपनिषद्वेद्यं तद्ब्रह्मैवाऽस्मि सर्व्वगम्॥
ओँ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः।

हरिः ओँ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्त्ताऽसि। त्वमेव केवलं धर्त्ताऽसि। त्वमेव केवलं हर्त्ताऽसि। त्वमेव केवलं सर्व्वं खल्विदं ब्रह्माऽसि। त्वं साक्षादात्माऽसि। नित्यं ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि। अव त्वं माम्। अव श्रोतारम्। अव वक्तारम्। अव दातारम्। अव धातारम्। अव शिष्यम्। अव पुरस्तात्तात्। अव दक्षिणात्तात्। अव पश्चात्तात्। अव चोत्तरात्तात्। अव चोर्द्धात्तात्। अवाऽधरात्तात्। सर्व्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्।

त्वं वाङ्मय स्त्वं चिन्मयस्त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दाऽद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माऽसि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि।

सर्व्वं जगदिदं त्वत्तो जायते।
सर्व्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति।

सर्व्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति।
सर्व्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति।

त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नमः। त्वं चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि। त्वं गुणत्रयाऽतीतः। त्वं कालत्रयाऽतीतः। त्वं देहत्रयाऽतीतः।

त्वं मूलाऽऽधारे स्थितोऽसि नित्यम्।

त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा। त्वं विष्णुः। त्वं रुद्रः। त्वमिन्द्रः। त्वमग्निः। त्वं वायुः। त्वं सूर्य्यः। त्वं चन्द्रमाः। त्वं ब्रह्म। त्वं भूर्भुवः सुवरोम्। गणाऽऽदिं पूर्व्वमुच्चार्य्य वर्णाऽऽदिं तदनन्तरम्। अनुस्वारः परतरः। अर्धेन्दुलसितं तथा॥ १॥

तारेण युक्तमेतदेव तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्व्वरूपम्। अकारोमध्यमरूपम्। अनुस्वारश्चाऽन्त्यरूपम्। विन्दुरुत्तररूपम्। नादः सन्धानम्। संहिता सन्धिः। सैषा गाणेशीविद्या। गणकऋषिः। नृचद्गायत्रीछन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता। ओँ गं गणपतये नमः।

एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।

एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्।
अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्॥
रक्तं लम्बोदरं शूर्पं सुकर्ण रक्तवाससम्।
रक्तगन्धाऽनुलिप्ताऽङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्॥

भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुत्तमम्।
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्॥
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः॥

नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्त्तये नमो नमः। एतदथर्वशिरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते। स सर्व्वतः सुखमेधते। स सर्व्वविघ्नै र्न वाध्यते। स पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातरधीयानः पापोऽपापो भवति। धर्म्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्व्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति।

सहस्रावर्त्तनाद्यद्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्नञ्जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्व्वणवाक्यं ब्रह्माऽऽद्याचरणं विद्यात्। न विभेति कदाचनेति। यो दूर्व्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साऽऽज्य-समिद्भिर्यजति स सर्व्वं लभते स सर्व्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा सूर्य्यवर्चस्वी भवति। सूर्य्यग्रहणे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा स सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमु-

ঘ্নতি। স সর্ব্ববিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে স সর্ব্বতঃ সুখমেধতে স পঞ্চমহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে...

ঘ্নতি। স সর্ব্ববিঘ্নবতি ন সর্ব্ববিঘ্নবতি। য এবং বেদেত্যুপ-
নিষদ্। ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥
ইতি গণপত্যুপনিষৎ সমাপ্তা॥

২

গণেশাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

সর্ব্বে উচুঃ।

যতোঽনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা যতো নির্গুণাদপ্রমেয়া গুণাস্তে।
যতো ভাতি সর্ব্বং ত্রিধাভেদ ভিন্নং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ১
যতশ্চবিরাসীজ্জগৎ সর্ব্বমেতৎ তথাব্জাসনো বিশ্বগো বিশ্বগোপ্তা।
তথেন্দ্রাদয়ো দেবসঙ্ঘা মনুষ্যাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ২

সমস্ত দেবগণ গণপতির স্তব করিতে লাগিলেন—যে অনন্ত শক্তি হইতে বিবিধ প্রকার জীব সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, যে নির্গুণ পদার্থ হইতে অপরিমেয় গুণরাশি বিকশিত হইয়াছে, যাঁহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ত্রিধাভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজমান আছে আমরা সেই গণপতিকে সর্ব্বদা নমস্কারপূর্ব্বক ভজনা করি॥ ১

যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, যাঁহা হইতে এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বপাতা ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন, যাঁহা হইতে ইন্দ্রাদি দেবসমূহ এবং মনুষ্যসকল আবির্ভূত হইয়াছে আমরা সেই গণদেবকে সর্ব্বদা নমস্কারপূর্ব্বক ভজনা করি॥ ২

যতো বহ্নিভানু ভবো ভূর্জ্জলঞ্চ যতঃ সাগরাশ্চন্দ্রমা ব্যোম বায়ুঃ।
যতঃ স্থাবরা জঙ্গমা বৃক্ষসঙ্ঘাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ৩
যতো দানবাঃ কিন্নরা যক্ষসঙ্ঘাঃ যতশ্চারণা বারণাঃ শ্বাপদাশ্চ।
যতঃ পক্ষিকীটা যতো বীরুধশ্চ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ৪
যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষোর্যতঃ সম্পদো ভক্ত সন্তোষিকাঃ স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্যসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ৫
যতঃ পুত্রসম্পদ্ যতো বাঞ্ছিতার্থাঃ যতোঽভক্তবিঘ্নাস্তথাঽনেকরূপাঃ।
যতশ্চার্থধর্ম্মৌ যতঃ কামমোক্ষৌ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ৬

যাঁহা হইতে অগ্নি, সূর্য্য, শিব, পৃথিবী ও জল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদ্র সকল, চন্দ্রমা, আকাশ এবং বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ সকল এবং বৃক্ষ সমূহ উৎপন্ন হইতেছে আমরা সেই গণপতিকে নমস্কার পূর্ব্বক ভজনা করি॥ ৩

যাঁহা হইতে দানব, কিন্নর এবং যক্ষসমূহ আবির্ভূত হইতেছে, যাঁহা হইতে চারণ (দেবযোনি বিশেষ) হস্তিসমূহ, শ্বাপদগণ এবং পক্ষী কীট ও লতারাজি সম্ভূত হইতেছে, আমরা সেই গণেশকে সর্ব্বদা নমস্কার পূর্ব্বক ভজনা করি॥ ৪

যাঁহা হইতে বুদ্ধির বিকাশ হয়, যাঁহার প্রসাদাৎ মুমুক্ষুব্যক্তির অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, যাঁহা হইতে ভক্তগণের সন্তোষকারিণী সম্পত্তি লাভ হয়, যাঁহা হইতে বিঘ্নরাশির বিনাশ এবং কার্য্য সুসিদ্ধ হয় সেই গণদেবকে আমরা নমস্কার পূর্ব্বক ভজনা করি॥ ৫

যাঁহা হইতে পুত্রাদি সম্পত্তি, বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধি এবং অভক্তজনগণের অনেকপ্রকার বিঘ্ন সমুৎপন্ন হয়, যাঁহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম ও মোক্ষ

যতোঽনন্তশক্তিঃ স শেষো বভূব ধরাধারণেঽনেকরূপে চ শক্তঃ।
যতোঽনেকধা স্বর্গলোকা হি নানা সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ৭
যতোবেদবাচোঽতিকুণ্ঠা মনোভিঃ সদা নেতি নেতীতি যত্তা গৃণন্তি।
পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দভূতং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ৮

পুনরূচে গণাধীশঃ স্তোত্রমেতৎ পঠেন্নু যঃ।
ত্রিসন্ধ্যং ত্রিদিনং তস্য সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবিষ্যতি॥ ৯
যো জপেদষ্টদিবসং শ্লোকাষ্টকমিদং শুভং।
অষ্টবারং চতুর্থ্যান্তু সোঽষ্টসিদ্ধীরবাপ্নুয়াৎ॥ ১০
যঃ পঠেন্মাসমাত্রন্তু দশবারং দিনে দিনে।
স মোচয়েৎ বন্ধগতং রাজবধ্যং ন সংশয়ঃ॥ ১১

বিকাশ হইয়াছে আমরা নিরন্তর সেই গজাননকে নমস্কার পূর্ব্বক ভজনা করি॥ ৬

যাঁহা হইতে অনন্তদেব পৃথিবীধারণ-বিষয়ে অনেক প্রকার শক্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহা হইতে স্বর্গ-লোকাদি নানাবিধ লোক সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা সর্ব্বদা সেই গণদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক ভজনা করি॥ ৭

বেদবাক্যরাশি সর্ব্বদা "নেতি নেতি" বাক্যদ্বারা অর্থাৎ 'ইহা নয়, ইহা নয়' এই প্রকার বাক্যদ্বারা যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, সেই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ চিদানন্দমূর্ত্তি গণেশকে আমরা সর্ব্বদা নমস্কার ও ভজনা করি॥ ৮

দেবগণ এই প্রকারে স্তব করিলে তখন গণেশ বলিলেন, যে ব্যক্তি এই স্তোত্র দিনত্রয় পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে তাহার সর্ব্ব কার্য্য সুসিদ্ধ হয়॥ ৯

যে ব্যক্তি অষ্টদিবস পর্য্যন্ত এই শ্লোকাষ্টক পাঠ করেন, অথবা চতুর্থী

বিদ্যাকামো লভেদ্বিদ্যাং পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ।
বাঞ্ছিতান্ লভতে সর্ব্বানেকবিংশতিবারতঃ॥ ১২॥
যো জপেৎ পরয়া ভক্ত্যা গজাননপরো নরঃ।
এবমুক্ত্বা ততো দেবশ্চান্তর্ধানং গতঃ প্রভুঃ॥ ১৩॥
ইতি গণেশ-পুরাণে উপাসনা খণ্ডে শ্রীগণেশাষ্টকং।

৩

হরিদ্রা গণেশ ধ্যান ও কবচ।

ধ্যান হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হরিদ্রাবসনং স্মরেৎ।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং মোদকং দণ্ডমেব চ॥

তিথিতে একাদিক্রমে অষ্টবার পাঠ করেন তিনি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১০

যিনি এই স্তোত্র একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যেকদিন দশবার করিয়া পাঠ করেন, তিনি রাজার ভয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত করাইতে পারেন ইহাতে সংশয় নাই॥ ১১

এই স্তোত্র একবিংশতি বার পাঠ করিলে বিদ্যাকামী ব্যক্তি বিদ্যা পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র এবং সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় লাভ করিতে পারেন॥ ১২॥

যিনি পরম ভক্তি-সহকারে এই স্তোত্র জপ করেন, তিনি গজাননত্ব প্রাপ্ত হয়েন। প্রভু গজানন দেব এই প্রকার বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন॥ ১৩॥

কবচ—ঈশ্বর উবাচ॥

শৃণু বক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১॥
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গণেশস্য মনুং জপেৎ।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটি শতৈরপি॥ ২॥
ওঁ আমোদশ্চ শিরঃ পাতু প্রমোদশ্চ তথোপরি।
সম্মদো ভ্রূযুগে পাতু ভ্রূমধ্যে চ গণাধিপঃ॥ ৩॥
গণক্রীড়ো নেত্রযুগ্মং নাসায়াং গণনায়কঃ।
গণক্রীড়ান্বিতঃ পাতু বদনে সর্ব্বসিদ্ধয়ে॥ ৪॥
জিহ্বায়াং সুমুখঃ পাতু গ্রীবায়াং দুর্ম্মুখঃ সদা।
বিঘ্নেশো হৃদয়ে পাতু বিঘ্ননাশশ্চ বক্ষসি॥ ৫॥
গণানাং নায়কঃ পাতু বাহুযুগ্মে সদা মম।
বিঘ্নকর্ত্তা চ উদরে বিঘ্নহর্ত্তা চ লিঙ্গকে॥ ৬॥
গজবক্ত্রঃ কটিদেশে একদন্তো নিতম্বকে।
লম্বোদরঃ সদা পাতু গুহ্যদেশে মমারুণঃ॥ ৭॥
ব্যালযজ্ঞোপবীতী মাং পাতু পাদযুগে তথা।
জাপকঃ সর্ব্বদা পাতু জানু জঙ্ঘে গণাধিপঃ॥ ৮॥
হারিদ্রঃ সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বাঙ্গে গণনায়কঃ।
য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং গণেশস্য মহেশ্বরি॥ ৯॥
কবচং সর্ব্বসিদ্ধাখ্যং সর্ব্বপাপবিমোচনং।
সর্ব্ব সম্পৎ প্রদং সাক্ষাৎ সর্ব্বশত্রুক্ষয়ঙ্করম্॥ ১০॥
গ্রহপীড়া জ্বরো রোগো যে চান্যে গুহ্যকাদয়ঃ।
পঠনাৎ শ্রবণাদেব নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১১॥
ধনধান্যকরং দেবি কবচং সুরপূজিতং।

সমো নাস্তি মহেশানি ত্রৈলোক্যে গণপস্ত চ ॥ ১২ ॥
হারিদ্রস্ত মহেশানি কবচস্ত চ ভূতলে।
কিমন্যৈরসদালাপৈর্যত্রায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ ॥ ১৩ ॥
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে হরিদ্রা-গণেশ-কবচং সমাপ্তং ॥

৪

ধ্যান-গায়ত্রী-প্রণাম প্রদক্ষিণ প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্।

ধ্যান ১ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপ ব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

ধ্যান ২ বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমল-সরসিজং হস্তপদ্মৈর্দধানম্।
উদ্যৎ বালেন্দুমৌলিং দিনকর-কিরণোদ্দীপ্ত বস্ত্রাঙ্গশোভং
নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্ ॥

মহানির্ব্বাণ। ১৩। ১৪৪।

যিনি খর্ব্বাকৃতি, স্থূলকায়; যাঁহার মুখ শ্রেষ্ঠ হস্তীর মুখের মত, যিনি লম্বোদর, যিনি সুন্দর, ক্ষরিত মদের গন্ধে লুব্ধ হইয়া ভ্রমর সকল উড়িয়া উড়িয়া যাঁহার গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে; যিনি দন্তাঘাতে আপন ভক্তগণের শত্রুগণকে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের রক্তে সিন্দুরের শোভা ধারণ করেন; সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা অভীষ্টপ্রদ পার্ব্বতী-তনয় গণপতিকে বন্দনা করি।

যাঁহার শরীরের আভা বন্ধুক পুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ; যিনি ত্রিনেত্র,

প্রণাম দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ॥

প্রদক্ষিণ যানি কানি চ পাপানি সর্ব্বকাল কৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে॥

৫

শ্রীগণেশ দ্বাদশনামানি।

প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কং।
ভক্ত্যা ব্যাসং স্মরেন্নিত্যমায়ুঃ কামার্থ সিদ্ধয়ে॥ ১॥
প্রথমং বক্রতুণ্ডঞ্চ একদন্তং দ্বিতীয়কং।
তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্ত্রং চতুর্থকম্॥ ২॥
লম্বোদরং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ।
সপ্তমং বিঘ্নরাজঞ্চ ধূম্রবর্ণং তথাষ্টমম্॥ ৩॥

যিনি গজেন্দ্রবদন, সর্পের যজ্ঞোপবীত যাঁহার গলায়, যিনি করচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ (অসি) ও সুচারু পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ, যাঁহার বসন ও অঙ্গরাগ উদিত দিনকর কিরণ সদৃশ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; যাঁহার দেহ নানাপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, যিনি রক্তপদ্মের উপরে উপবিষ্ট আছেন সেই গণপতিকে ভজনা কর।

গায়ত্রী—একদণ্ডায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ॥

ইন্দ্রের শিরঃস্থিত পারিজাত পুষ্প পরাগ দ্বারা রক্তবর্ণ শ্রীগণপতির পাদপদ্মের রেণু আমাদের বিঘ্ন হরণ করুক।

নবমং ভালচন্দ্রঞ্চ দশমন্তু বিনায়কং।
একাদশং গণপতিং দ্বাদশন্তু গজাননম্॥ ৪ ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
ন চ বিঘ্নভয়ং তস্য সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্॥ ৫ ॥

৬

গণেশ-প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং
সিন্দুরপুর-পরিশোভিত-গণ্ডযুগ্মম্।
উদ্দণ্ড বিঘ্ন পরিখণ্ডন চণ্ড দণ্ড—
মাখণ্ডলাদি-সুর-নায়কবৃন্দ-বন্দ্যম্॥ ১ ॥
প্রাতর্নমামি চতুরানন বন্দ্যমান—
মিচ্ছানুকূলমখিলঞ্চ বরং দদানম্।
তং তুন্দিলং দ্বিরসনাধিপ-যজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥ ২ ॥
প্রাতর্ভজাম্যভয়দং খলুভক্ত শোক—
দাবানলং গণবিভুং বর কুঞ্জরাস্যম্।
অজ্ঞান-কানন-বিনাশন-হব্যবাহ—
মুৎসাহবর্দ্ধনমহং সুতমীশ্বরস্য॥ ৩ ॥
শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং সদা সাম্রাজ্যদায়কম্।
প্রাতরুত্থায় সততং প্রপঠেৎ প্রযতঃ পুমান্॥ ৪ ॥

শ্রীগণপতির দ্বাদশ নাম যিনি ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করেন তাঁহার বিঘ্নভয় থাকে না।

৭

লম্বোদর স্তোত্রং।

হে গণেশ! সুরশ্রেষ্ঠ! লম্বোদর! পরাৎপর।
হেরম্ব মঙ্গলারম্ভ গজবক্ত্র ত্রিলোচন॥ ১॥
ত্রিলোচনসুত শ্রীদ শ্রীধর স্মরণেপ্সিত।
পরমানন্দ পরম পার্ব্বতীনন্দন স্বয়ম্॥ ২॥
সর্ব্বত্র পূজ্য সর্ব্বেণ জগৎপূজ্য জগদ্গুরো।
জগদীশ জগদ্বীজ জগন্নাথ নমোঽস্তুতে॥ ৩॥
যৎ পূজা সর্ব্বপুরতো যঃ স্তুতঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যঃ পূজিতঃ সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈস্তং নমাম্যহম্॥ ৪
পরমারাধনেনৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
পুণ্যকেন ব্রতেনৈব যং প্রাপ্য পার্ব্বতী সতী॥ ৫॥
তং নমামি সুরশ্রেষ্ঠং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং গরিষ্ঠকং।
জনশ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ তং নমামি গণেশ্বরম্॥ ৬॥
ইতি লম্বোদরং স্তোত্রং নারদেন পুরা কৃতং।
পূজাকালে পঠেন্নিত্যং জয়স্তস্য পদে পদে॥ ৭॥
সঙ্কল্পতঃ পঠেৎ যো হি বর্ষমেকং সুসংযতঃ।
বিশিষ্ট পুত্রং লভতে পরং কৃষ্ণ পরায়ণম্॥ ৮॥
যশস্বিনঞ্চ বিদ্বাংসং ধনিনং চিরজীবিনং।
বিঘ্ননাশো ভবেত্তস্য মহৈশ্বর্য্যং যশোঽমলম্।
ইহৈব চ সুখং ভুক্ত্বা অন্তে যাতি হরেঃ পদম্॥ ৯॥
ইতি শ্রীজ্ঞানামৃতসারে গণেশ স্তোত্রং সমাপ্তং।

তৃতীয় উল্লাস।

প্রথম স্তবক—শ্রীসূর্য্য স্তোত্রাণি।

১

রূপ—স্বরূপ—বিশ্বরূপ—আত্মরূপ।

अथ सूर्य्योपनिषत्।

सूदितत्वाऽतिरिक्ताऽरि सूरिनन्दाऽऽत्मभावितम्।
सूर्य्यनारायणाऽऽकारं नौमि चित्सूर्य्यवैभवम्॥

ओं भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। हरिः ओं॥ अथ सूर्य्याऽथर्व्वाऽङ्गिरसं व्याख्यास्यामः।

ब्रह्माऋषिः। गायत्रीछन्दः। आदित्यो देवता। हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं वीजम्। हृल्लेखा शक्तिः। वियदादिसर्गसंयुक्तम् कीलकम्। चतुर्व्विध पुरुषाऽर्थसिद्धार्थे विनियोगः। षट्स्वराऽऽरूढ़ेन वीजेन षड़ङ्गं रक्ताऽम्बुजसंस्थितं सप्ताऽश्वरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाऽभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्य्य नाराऽयणं य एवं वेद सवै ब्राह्मणः।

ओं भूर्भुवःसुवः। ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्य्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्य्यात् यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं

কর্ম্মকর্ত্তাঽসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাঽসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং বিষ্ণুরসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং রুদ্রোঽসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষমৃগসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং যজুরসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং সামাঽসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষমথর্ব্বাঽসি। ত্বমেব সর্ব্বং ছন্দোঽসি। আদিত্যাদ্বায়ুর্জায়তে। আদিত্যাদ্ভূমির্জায়তে। আদিত্যাদাপো জায়ন্তে। আদিত্যাজ্জ্যোতির্জায়তে। আদিত্যাদ্ব্যোমদিশো জায়ন্তে। আদিত্যাদ্দেবা জায়ন্তে। আদিত্যাদ্বেদা জায়ন্তে। আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলং তপতি। অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম। আদিত্যোঽন্তঃকরণমনোবুদ্ধিচিত্তাঽহঙ্কারাঃ। আদিত্যো বৈ ব্যানঃ-সমানোদানোঽপানঃপ্রাণঃ। আদিত্যো বৈ শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসন-ঘ্রাণাঃ। আদিত্যো বৈ বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাঃ। আদিত্যো বৈ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। আদিত্যো বৈ বচনাঽদানাঽগমন-বিসর্গাঽনন্দাঃ। আনন্দময়ো জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময় আদিত্যঃ। ইত্যাদি।

২

ফলশ্রুতি—ধ্যান—গায়ত্রী—মন্ত্র—প্রণাম।

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ॥

অন্যত্র— গণেশং বিঘ্ননাশায় নিষ্পাপায় দিবাকরং।
বহ্নিং শুদ্ধায় বিষ্ণুঞ্চ মুক্তয়ে পূজয়েন্নরঃ॥
শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাঞ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে।
সম্পূজ্য তান্ লভেৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতমতোঽন্যথা॥ ব্রহ্মবৈ

অপূজ্য প্রথমং সূর্য্যমপরান্ যঃ প্রপূজয়েৎ।
ন তদ্ভূতকৃতং পাপং সংপ্রতীচ্ছন্তি দেবতাঃ॥
যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্নপূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরী॥ নন্দিকেশরসংহিতা
শিবং ভাস্করমগ্নিঞ্চ কেশবং কৌশিকীমপি।
মনসা নার্চ্চয়ন্ যাতি ব্রহ্মলোকাদধোগতিঃ॥ কালিকাপুরাণে

ধ্যানম্—ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈক সিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ
র্মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

গায়ত্রী— আদিত্যায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহি।
তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥

পূজামন্ত্র—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য

প্রণাম— জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

শ্রীসূর্য্যদেব রক্তপদ্ম-আসনে আসীন, অনেক গুণের সমুদ্র, সমস্ত জগতের অধিপতি। ইঁহাকে আমরা ভজনা করি। দুইটী পদ্ম, বর এবং অভয় করকমলে ধারণ করিয়া আছেন। কপালে মাণিক্য, অঙ্গের দীপ্তি অরুণবর্ণ এবং ইহার ত্রিনয়ন।

যাঁহার জবাকুসুমের ন্যায় বর্ণ, যিনি কশ্যপ ঋষির পুত্র, যিনি অতিশয় জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অন্ধকার নাশ করেন, এবং যিনি সমস্ত পাপ হনন করেন, সেই দিবাকরকে প্রণাম করি।

৩

জয়াদিত্যমহাস্তোত্রাষ্টকম্।

ন ত্বং কৃতং কেবলসংশ্রুতশ্চ যজুষ্যেবং ব্যাহরত্যাদি দেব।
চতুর্ব্বিধা ভারতী দূরদূরং ধৃষ্টঃ স্তৌমি স্বার্থকামঃ ক্ষমৈতৎ॥ ১॥
মার্ত্তণ্ড সূর্য্যাংশুরবিস্তথেন্দ্রো ভানুর্ভগশ্চার্য্যমা স্বর্ণরেতাঃ।
দিবাকরো মিত্র বিষ্ণুশ্চ দেব খ্যাতস্ত্বং বৈ দ্বাদশাত্মা নমস্তে॥ ২॥
লোকত্রয়ং বৈ তব গর্ভগেহং জলাধারঃ প্রোচ্যসে খং সমগ্রং।
নক্ষত্রমালা কুসুমাভিমালা তস্মৈ নমো ব্যোমলিঙ্গায় তুভ্যম্॥ ৩॥
ত্বং দেবদেবস্তমনাথনাথ স্তং প্রাপ্যপালঃ কৃপণে কৃপালুঃ।
ত্বং নেত্রনেত্রং জনবুদ্ধি বুদ্ধিরাকাশকাশো জয় জীব জীবঃ॥ ৪॥

১। হে আদিদেব! আপনি কাহারও কৃত নহেন পরন্তু কেবলমাত্র শ্রুতই হইতেছেন; যজুর্ব্বেদ ইহাই বলিতেছেন। পরা পশ্যন্তি মধ্যমা বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ বাণী আপনার তত্ত্বনির্ণয়ে দূরে দূরেই অবস্থান করে। ধৃষ্ট আমি—স্বার্থসাধন জন্য আপনাকে স্তব করিতেছি। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

২। মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, অংশু, রবি, ইন্দ্র, ভানু, ভর্গ, অর্য্যমা, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশাত্মারূপে আপনি খ্যাত। হে দেব! আপনাকে নমস্কার!

৩। এই ত্রিলোক আপনার অন্তর্গৃহ, সমস্ত আকাশ আপনার জলাধার, এই নক্ষত্রমালা আপনার পুষ্পমালা, ব্যোমলিঙ্গ আপনি, আপনাকে নমস্কার।

৪। হে দেবদেব! আপনি অনাথনাথ; আপনি শরণাগতপালক; আপনি কৃপণের উপরেও কৃপালু; আপনি চক্ষুরও চক্ষু; জনগণের বুদ্ধির

দারিদ্র্যদারিদ্র্যনিধে নিধীনামমঙ্গলা মঙ্গল শর্ম্ম শর্ম্ম।
রোগপ্ররোগঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং চিরং জয়াদিত্য জয়াপ্রমেয় ॥ ৫ ॥
ব্যাধিগ্রস্তং কুষ্ঠরোগাভিভূতং ভগ্নঘ্রাণং শীর্ণদেহং বিসংজ্ঞং।
মাতা পিতা বান্ধবাঃ সন্ত্যজন্তি সর্ব্বৈস্ত্যক্তং পাসি কোঽস্তি ত্বদন্যঃ ॥ ৬ ॥
ত্বং মে পিতা ত্বং জননী ত্বমেব ত্বং মে গুরুর্ব্বান্ধবাশ্চ ত্বমেব।
ত্বং মে ধর্ম্মস্ত্বঞ্চ মে মোক্ষমার্গো দাসস্তভ্যং ত্যজ বা রক্ষ দেব ॥ ৭ ॥
পাপোঽস্মি মূঢ়োঽস্মি মহোগ্রকর্ম্মা রৌদ্রোঽস্মি নাচারনিধানমস্মি।
তথাপি তুভ্যং প্রণিপত্য পাদয়োর্জয়ং ভক্তানামর্পয় শ্রীজয়ার্ক ॥ ৮ ॥

ও বুদ্ধি আপনি; আপনি আকাশের প্রকাশক; জীবের জীবন; আপনার জয় হউক।

৫। আপনি দরিদ্রতাকেও দরিদ্র করেন, আপনি নিধির নিধি, অমঙ্গলেরও অমঙ্গল, মঙ্গলের মঙ্গল, আপনি রোগের রোগ। হে প্রমাণাতীত! হে জয়াদিত্য! আপনি চিরকাল পৃথিবীতে খ্যাত। আপনি জয়যুক্ত হউন।

৬। ব্যাধিগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগে পীড়িত, ভগ্ন নাসিক, শীর্ণদেহ, সংজ্ঞা-শূন্য মনুষ্যকে মাতা পিতা বান্ধব সকলে ত্যাগ করে। সকলে ত্যাগ করিলেও আপনি ভিন্ন কে তাদৃশ মানুষকে রক্ষা করে?

৭। আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার মাতা, আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার বান্ধব, আপনিই আমার ধর্ম্ম, আপনিই আমার মোক্ষমার্গ। রক্ষা করুন বা ত্যাগ করুন আমি আপনার দাস।

৮। পাপ আমি, মূঢ় আমি, মহা উগ্রকর্ম্মা, মহা রুদ্র স্বভাব আমি, আমি সদাচারও পালন করিতে পারি না। তথাপি আপনার পাদযুগলে

নারদ উবাচ।

এবং স্তুতো জয়াদিত্যঃ কমঠেন মহাত্মনা।
স্নিগ্ধ গম্ভীরয়া বাচা প্রাহ তং প্রহসন্নিব।
জয়াদিত্যাষ্টকমিদং যত্তয়া পরিকীর্ত্তিতং।
অনেন স্তোষ্যতে যো মাং ভুবি তস্য ন দুর্ল্লভম্॥
রবিবারে বিশেষেণ মাং সমভ্যর্চ্চ যঃ পঠেৎ।
তস্য রোগা ন শিষ্যন্তি দারিদ্র্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
ত্বয়া চ তোষিতো বৎস! তব দদ্মি বরং ত্বমুম্।
সর্ব্বজ্ঞো ভুবি ভূত্বা ত্বং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি॥

প্রণত হইয়া আপনারই জয় কীর্ত্তন করিতেছি হে জয়ার্ক! আপনি ভক্তজনের জয়বিধান করুন।

নারদ বলিলেন—মহাত্মা কমঠ এইরূপে স্তব করিলে, ভগবান্ জয়াদিত্য হাস্য করিতে করিতে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিলেন হে কমঠ! তোমার কীর্ত্তিত এই জয়াদিত্যাষ্টক দ্বারা যে মানব আমার স্তব করিবে ভূতলে তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকিবে না। বিশেষতঃ রবিবারে আমার অর্চ্চনা করিয়া যে কেহ এই স্তব পাঠ করিবে তাহার রোগ ও দরিদ্রতা নিশ্চয়ই থাকিবে না। বৎস! তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে তুমি ভূতলে সর্ব্বজ্ঞ হইবে এবং পরে মুক্তি লাভ করিবে॥

[রক্তমাল্য, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, গন্ধাদি অনুলেপন, ধূপ, ঘৃত, পায়স, নৈবিদ্যাদি দ্বারা সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়।]

৪

শ্রীসূর্য্য-প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্।

প্রাতঃ স্মরামি খলু তৎ সবিতুর্বরেণ্যং রূপং হি মণ্ডলমৃচোঽথ তনুর্যজূংষি।
সামানি যস্য কিরণাঃ প্রভবাদিহেতুং ব্রহ্মাহরাত্মকমলক্ষ্যমচিন্তনীয়ম্॥ ১
প্রাতর্নমামি তরণিং তনুবাঙ্মনোভিঃ ব্রহ্মেন্দ্রপূর্ব্বকসুরৈর্নুতমর্চ্চিতঞ্চ।
বৃষ্টিপ্রমোচন-বিনিগ্রহ-হেতুভূতং ত্রৈলোক্যপালনপরং ত্রিগুণাত্মকঞ্চ॥ ২
প্রাতর্ভজামি সবিতারমনন্তশক্তিং পাপৌঘ-শত্রুভয়-রোগহরং পরঞ্চ।
তং সর্ব্বলোক-কলনাত্মক-কালমূর্ত্তিং গোকণ্ঠবন্ধনবিমোচনমাদিদেবম্॥ ৩

শ্লোকত্রয়মিদং ভানোঃ প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ।
স সর্ব্বব্যাধিনির্ম্মুক্তঃ পরং সুখমবাপ্নুয়াৎ॥

৫

শ্রীসূর্য্য দ্বাদশ নাম স্তোত্রম্।

ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

প্রথমং ভাস্করং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরং।
তৃতীয়ং তিমিরারিঞ্চ চতুর্থং লোকসাক্ষিণম্॥ ১
পঞ্চমং ভাকরং নাম ষষ্ঠং বিকটমেবচ।
মার্ত্তণ্ডং সপ্তমং নাম আদিত্যঞ্চ তথাষ্টকম্॥ ২
নবমং রবিনামানং দশমং সূর্য্যমেব চ।
অর্কঞ্চৈকাদশং নাম দ্বাদশং তীক্ষ্ণতেজসং॥ ৩

ভাস্কর, দিবাকর, তিমিরারি, লোকসাক্ষী, প্রভাকর, বিকট, মার্ত্তণ্ড, আদিত্য, রবি, সূর্য্য, অর্ক ও তীক্ষ্ণতেজা এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায়

দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
আন্ধ্যং কুষ্ঠং হরেত্তস্য দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্॥
সর্ব্বতীর্থ-কৃতস্নানং সর্ব্বলোকৈক বন্দনং॥ ৪
প্রভাতে ব্রহ্মরূপঞ্চ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপিণং।
সায়াহ্নে হররূপঞ্চ সূর্য্যদেবো নমোঽস্তুতে॥ ৫

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে।

৬

আদিত্য-স্তোত্রম্।

আদিত্যো মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো ভুবনেশ্বরঃ।
আদিত্যান্নাপরো দেবো হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ॥
আদিত্যমর্চ্চয়েৎ ব্রহ্মা শিব আদিত্যমর্চ্চয়েৎ।
যদাদিত্যময়ং তেজো মম তেজস্তদর্জ্জুন॥
আদিত্যং মন্ত্রসংযুক্তং আদিত্যং ভুবনেশ্বরম্।
আদিত্যং যে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চয়েৎ সূর্য্যং স্মরেৎ ভক্ত্যা তু যো নরঃ।
ন স পশ্যতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মনি চার্জ্জুন॥
আদিত্যং চ শিবং বিদ্যাৎ শিবমাদিত্যরূপিণম্।
উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ॥

পাঠ করেন, শ্রীসূর্য্যদেব তাহার আন্ধ্য, কুষ্ঠ ও দারিদ্র্য নিশ্চয় হরণ করেন এবং তিনি সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল প্রাপ্ত হন ও সকল লোক কর্ত্তৃক তিনি বন্দনীয় হইয়া থাকেন। প্রভাতকালে ব্রহ্মারূপী, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপী এবং সন্ধ্যাকালে হররূপী শ্রীসূর্য্যদেবকে নমস্কার করি।

উদয়ে ব্রহ্মণোরূপং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ ॥
অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণুস্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ দিবাকরঃ ॥
নাস্ত্যাদিত্যসমোদেবো নাস্ত্যাদিত্যসমা গতিঃ।
প্রত্যক্ষো ভগবান্ বিষ্ণু র্যেন বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
আদিত্যশ্চার্চ্চিতোদেব আদিত্যঃ পরমং পদং।
আদিত্যো মাতৃকো ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্ময়ংজগৎ ॥
আদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবং নরঃ।
নাদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ ॥
ত্রিগুণং চ ত্রিতত্ত্বং চ ত্রয়ো দেবা স্ত্রয়োগ্নয়ঃ।
ত্রয়াণাং চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্বং তুরীয়স্ত্বং নমোঽস্তুতে ॥

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

৭

সূর্য্যমণ্ডলস্তোত্রম্।

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে ॥ ১
যন্মোদয়ে নেহ জগৎ প্রবুধ্যতে প্রবর্ত্ততে চাখিল কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
ব্রহ্মেন্দ্রনারায়ণরুদ্রবন্দিতঃ স নঃ সদা যচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ ॥ ২
নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্ররশ্ময়ে সহস্রশাখান্বিত সম্ভবাত্মনে।
সহস্রযোগোদ্ভবভাবভাগিনে সহস্রসংখ্যাযুগধারিণে নমঃ ॥ ৩
যন্মণ্ডলং দীপ্তিকরং বিশালং রত্নপ্রভং তীব্রমনাদিরূপং।
দারিদ্র্যদুঃখক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ৪

যন্মণ্ডলং দেবগণৈঃ সুপূজিতং বিপ্রৈঃ স্তুতং ভাবনমুক্তিকোবিদং।
তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৫
যন্মণ্ডলং জ্ঞানঘনং ত্বগম্যং ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপং।
সমস্ততেজোময়দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৬
যন্মণ্ডলং গূঢ়মতিপ্রবোধং ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাং।
যৎ সর্ব্বপাপক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৭
যন্মণ্ডলং ব্যাধিবিনাশদুঃখং যদৃগ্‌যজুঃ সামসু সংপ্রগীতং।
প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৮
যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ।
যদ্যোগিনো যোগজুষাং চ সংঘাঃ পুমাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৯
যন্মণ্ডলং সর্ব্বজনেষু পূজিতং জ্যোতিশ্চ কুর্য্যাদিহমর্ত্ত্যলোকে।
যৎ কালকালাদিমনাদিরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১০
যন্মণ্ডলং বিষ্ণুচতুর্মুখাখ্যং যদক্ষরং পাপহরং জনানাং।
যৎকালকল্পক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১১
যন্মমণ্ডলং বিশ্বসৃজাং প্রসিদ্ধং উৎপত্তিরক্ষাপ্রলয়প্রগল্‌ভং।
যস্মিন্ জগৎ সংহরতেঽখিলং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১২
যন্মণ্ডলং সর্ব্বগতস্য বিষ্ণোরাত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধতত্ত্বং।
সূক্ষ্মান্তরৈর্যোগপথানুগম্যং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১৩
যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণ সিদ্ধসংঘাঃ।
যন্মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১৪
যন্মণ্ডলং বেদবিদোপগীতং যৎ যোগিনাং যোগপথানুগম্যং।
তৎ সর্ব্ববেদং প্রণমামি সূর্য্যং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১৫

মণ্ডলাষ্টমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥

৮

অর্ঘ্য প্রণাম ও প্রার্থনা।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে
ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ স্বাহা॥
নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্রভানবে নমোঽস্তু বৈশ্বানর জাতবেদসে।
ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে॥
নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে।
দত্তমর্ঘ্যং ময়া ভানো ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তুতে॥
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং দেব গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে॥
নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে।
মমেদমর্ঘ্যং গৃহ্ণ ত্বং দেবদেব নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্ব দেবাধিদেবায় আধিব্যাধিবিনাশিনে।
ইদং গৃহাণ মে দেব সর্ব্বব্যাধির্বিনশ্যতু॥
নমঃ সূর্য্যায় শান্তায় সর্ব্বরোগবিনাশিনে।
মমেপ্সিতং ফলং দত্ত্বা প্রসীদ পরমেশ্বর॥
নমোনমস্তেঽস্তু সদা বিভাবসো সর্ব্বাত্মনে সপ্তহয়ায় ভানবে।
অনন্তশক্তির্মণিভূষণেন দদস্ব ভুক্তিং মম মুক্তিমব্যয়ম্॥

শ্রীসূর্য্যনারায়ণার্পণমস্তু।

৯

আদিত্য হৃদয় শেষাংশ।

একচক্রো রথো যস্য দিব্যঃ কনকভূষিতঃ।
স মে ভবতু সুপ্রীতঃ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ॥
আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়স্তু দিবাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তং চতুর্থস্তু প্রভাকরঃ॥
পঞ্চমস্তু সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠশ্চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমং তু বিভাবসুঃ॥
নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকঃ।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি দ্বাদশং সূর্য্য এব চ॥
দ্বাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ।
দুঃস্বপ্ননাশনশ্চৈব সর্ব্বদুঃখঞ্চ নশ্যতি॥
দদ্রু কুষ্ঠহরশ্চৈব দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবং।
সর্ব্বতীর্থপ্রদশ্চৈব সর্ব্বকামপ্রবর্দ্ধনম্॥
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্ত্যা নিত্যমিদং নরঃ।
সৌখ্যমায়ুস্তথাঽরোগ্যং লভতে মোক্ষমেব চ॥
অগ্নিমীড়ে নমস্তভ্যমিষেত্বোর্জ্জে স্বরূপিণে।
অগ্ন আয়াহি বীতস্বং নমস্তে জ্যোতিষাংপতে॥
শন্নো দেবি নমস্তভ্যং জগচ্চক্ষুর্নমোঽস্তুতে।
পঞ্চমায়োপবেদায় নমস্তভ্যং নমো নমঃ॥
পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বরথসংযুক্তো দ্বিভুজঃস্যাৎ সদা রবিঃ॥

আদিত্যস্য নমস্কারং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
জন্মান্তরসহস্রেষু দারিদ্র্যং নোপজায়তে ॥
উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং
নিখিল ভুবন নেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্।
তিমিরকরিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্ ॥

ইতি শ্রীভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে আদিত্য-হৃদয়-শেষ স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

১০

অগ্নিধ্যান—প্রণাম—আত্মাগ্নিহোত্র।

ধ্যান পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥

প্রণাম নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে মখেশ্বরাণাম্মুখতামুপেয়ুষে।
চরাচরণাং জঠরেষু সংস্থিতে ত্রিধাবিভক্তেস্তু নমোঽস্তুবহ্নয়ে॥

অগ্নিহোত্র আত্মাগ্নিহোত্রবহ্নৌ তু প্রাণায়াম বিবর্দ্ধিতে।
বিশুদ্ধচিত্তহবিষা বিধ্যুক্তং কর্ম্ম জুহ্বতঃ ॥
নিষ্কৃতিস্তস্য কা লোকে কৃতকৃত্যস্তদা খলু।
প্রয়োগকালে সম্প্রাপ্তে জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

———

দ্বিতীয় স্তবক।

জরাপদুদ্ধার স্তোত্রাণি।

১

শ্রীসূর্য্যস্তবরাজঃ।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥ বশিষ্ঠ উবাচ।

স্তবং স্তত্র তত শাম্বঃ কৃশো-ধমনি সন্ততঃ।
রাজন্ নাম সহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরং॥ ১
খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ২

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতী-সুত।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥ ৩

বশিষ্ঠ মুনি বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ দিলীপ! শাম্ব এত কৃশ যে তাঁহার সেই দেহ শিরাপরিব্যাপ্ত। শাম্ব তখন সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সহস্রাংশু দিবাকরের স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১

সূর্য্যদেব কৃষ্ণাত্মজ শাম্বকে অতিশয় ক্ষীণ দেহ দেখিয়া স্বপ্নে দর্শন দান করতঃ পুনরপি বলিতে লাগিলেন॥ ২

শ্রীসূর্য্যদেব বলিলেন, হে জাম্ববতী-তনয় মহাবাহো শাম্ব! তোমার সহস্র নাম পাঠের প্রয়োজন নাই, তুমি বক্ষ্যমান মঙ্গলপ্রদ এই স্তব পাঠ কর॥ ৩

যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বাবৎসাঽবধারয় ॥ ৪

ওঁ অস্য শ্রীসূর্য্যস্তবরাজস্তোত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীসূর্য্যোদেবতা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক সর্ব্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ রথস্থং চিন্তয়েৎ ভানুং দ্বিভুজং রক্তবাসসং।
দাড়িম্বীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মাদিভিরলঙ্কৃতম্ ॥
ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥ ৫
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৬
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥ ৭
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশঙ্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৮

হে বৎস! আমার যে নাম সমূহ গোপনীয় পবিত্র ও শুভফলপ্রদ তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব! তুমি অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৪

সূর্য্যদেবকে রথারূঢ় চিন্তা করিবে। তিনি দ্বিভুজ, তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, তিনি দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, এবং পদ্মাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ॥ ৫

বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, শ্রীমান্ লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা, সর্ব্বদেব-নমস্কৃত এই একবিংশতি নাম সম্বলিত স্তব আমার অভীষ্ট বস্তু ॥ ৬–৭

য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যাঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চৈব দুষ্কৃতং।
একজপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ॥ ১০
এষঃ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্য মন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥ ১১
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥ ১২
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৩

ইহা লোকত্রয়ে স্তবরাজ বলিয়া বিখ্যাত, ইহা সৌন্দর্য্যপ্রদ, আরোগ্য-জনক, ধন বর্দ্ধক ও কীর্ত্তিকর। ৮

হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি এই স্তব দ্বারা উদয় ও অস্ত সময়ে প্রণত হইয়া আমার স্তব করে, সেই মানব সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ৯

যে আমার নিকট একবার মাত্র এই স্তব পাঠ পূর্ব্বক মদীয় মন্ত্র জপ করে, তাহার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হয়। ১০

এই স্তব জপনীয়, ইহা স্বয়ং হোমস্বরূপ এবং সন্ধ্যোপাসনা স্বরূপ, অর্থাৎ এই স্তব পাঠ দ্বারা সন্ধ্যোপাসনার ফললাভ হয়। এই স্তব বলি-প্রদান মন্ত্র, অর্ঘ্যদান মন্ত্র, ও ধূপপ্রদান মন্ত্র স্বরূপ। ১১

অন্নদান, স্নান, প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ ইত্যাদিতে এই মহামন্ত্র পূজিত হইলে ইহা সর্ব্বব্যাধি হরণ করে এবং শুভ প্রদান করে। ১২

ভগবান্ জগদীশ্বর সূর্য্যদেব, কৃষ্ণতনয়কে আহ্বানপূর্ব্বক এই প্রকার বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৩

শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনং।
পূতাত্মা নীরজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্ ॥ ১৪

২

সূর্য্যাষ্টক-স্তোত্রম্।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। শাম্ব উবাচ।

আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তুতে ॥ ১
সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজং।
শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২
লোহিতং রথমারূঢ়ং সর্ব্বলোক পিতামহং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩

তখন শাম্বও এই স্তবরাজ পাঠপূর্ব্বক সপ্তাশ্ববাহন সূর্য্যদেবকে স্তব করতঃ পূর্ব্বোৎপন্ন রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূতাত্মা, নীরোগ ও শ্রীসম্পন্ন হইলেন। ১৪

শাম্ব বলিতে লাগিলেন, হে আদিদেব! তোমাকে প্রণাম—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে দিবাকর! তোমাকে নমস্কার। হে প্রভাকর! তোমাকে নমস্কার। ১

হে সূর্য্যদেব! তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া থাক, তুমি কশ্যপতনয় ও প্রচণ্ডমূর্ত্তি, তুমি শ্বেতপদ্মধারীদেব, তোমাকে আমি নমস্কার করি। ২

তুমি রক্তবর্ণ এবং রথারোহী, তুমি সমস্ত লোকের পিতামহ-স্বরূপ, তুমি মানবগণের মহাপাপরাশি হরণ করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বদা দ্যোতন স্বভাব, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩

ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৪
বৃংহিতং তেজঃ পুঞ্জঞ্চ বায়ুরাকাশমেবচ।
প্রভুঞ্চ সর্ব্বলোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৫
বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশং হার-কুণ্ডল-ভূষিতং।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৬
তং সূর্য্যং জগৎকর্ত্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৭
তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞান-বিজ্ঞান-মোক্ষদং।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৮
সূর্য্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহপীড়া-প্রণাশনং।
অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ॥ ৯

তুমি ত্রিগুণমূর্ত্তি সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছ, তুমি মহাশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বপাপহারী দেব, তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৪

তুমি তেজোময় বস্তু, সুতরাং তোমার তেজঃপুঞ্জে বায়ু ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তুমি সমস্ত লোকের প্রভু, তোমাকে নমস্কার। ৫

তুমি বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং হার ও কুণ্ডলে ভূষিত, তুমি একচক্রধারী দেব, তোমাকে প্রণাম করি। ৬

তুমি জগৎকর্ত্তা, মহাতেজঃপ্রভায় প্রদীপ্ত ও মহাপাপহর দেব, তোমাকে প্রণাম করি। ৭

যিনি জগতের অধীশ্বর, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মোক্ষপ্রদাতা, সেই মহাপাপহারী সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। ৮

যে ব্যক্তি এই সূর্য্যাষ্টক স্তব নিত্য পাঠ করে, তাহার গ্রহপীড়া

আমিষ্যং মধুপানঞ্চ যঃ করোতি রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা॥ ১০
স্ত্রী-তৈল-মধু-মাংসানি যস্ত্যজেত্তু রবের্দিনে।
ন ব্যাধিঃ শোক-দারিদ্র্যং সূর্য্যালোকং স গচ্ছতি॥ ১১

৩

জয়দুর্গার ধ্যান।

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-রবিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

অন্তর্হিত হয়, আর অপুত্র ব্যক্তি স্তব পাঠ করিলে পুত্র এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া থাকে। ৯

যে ব্যক্তি রবিবারে মৎস্য, মাংস ও মদ্য পান করে সেই মানব সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত রোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপরও প্রতি জন্মে দরিদ্রতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১০

যে ব্যক্তি রবিবারে স্ত্রী, তৈল, মদ্য ও মাংস সম্ভোগ না করে, তাহার ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতা হয় না এবং মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি সূর্য্যালোকে গমন করে। ১১

তোমার বর্ণ নিবিড় মেঘের মত, তুমি কটাক্ষ করিলে দৈত্যকুল ভয়ে অভিভূত হয়, তুমি মুকুটে চন্দ্রলেখা নিবদ্ধ রাখিয়াছ, তুমি চারি হস্তে শঙ্খ চক্র খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণ করিয়াছ; তুমি ত্রিনয়না। তুমি সিংহ পৃষ্ঠে

৪

শ্রীদুর্গাষ্টকম্।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ২
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকো গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৩

আরোহণ করিয়া আছ। তুমি আপন তেজে নিখিল ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়াছ। দেবগণ পরিবেষ্টিত, সিদ্ধিকামী জনগণ সেবিত জয়দুর্গাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিবে।

১। মা শরণাগতবৎসলে! শিবে! দয়াবতি! তোমাকে প্রণাম করি। মা! তুমি জগৎব্যাপিনী, তুমিই বিশ্বরূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছ। মা তোমাকে প্রণাম করি। মা! তোমার পাদপদ্ম জগতে বন্দনা করে তোমাকে প্রণাম। হে জগত্তারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! আমাকে পরিত্রাণ কর।

২। মা! নিখিল জগৎ তোমার স্বরূপ চিন্তা করে তোমাকে প্রণাম। মা! মহাযোগিনি! মা! জ্ঞানরূপিণি তোমাকে প্রণাম। হে সদানন্দ স্বরূপিণি! হে জগত্তারিণি! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! আমাকে ত্রাণ কর।

৩। অনাথ, দীন, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত, বদ্ধজীবের হে দেবি! তুমিই একমাত্র গতি, তুমিই তাহাদের নিস্তারকর্ত্রী। মা জগত্তারিণি! তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! আমায় ত্রাণ কর।

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৪
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলালসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৬
ত্বমেকাজিতা রাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৭

৪। ঘোর অরণ্যে, দারুণ যুদ্ধে, শত্রুর মধ্যে, অনলে, সাগরে, প্রান্তরে রাজদ্বারে হে দেবি! তুমিই একমাত্র গতি এবং নিস্তারের কারণ। হে জগত্তারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! আমায় ত্রাণ কর।

৫। পারাপার শূন্য, অতি দুস্তর, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদসাগরে যাহারা মগ্ন হে দেবি! তুমিই একমাত্র তাহাদের গতি, তুমিই তাহাদের পার করিবার নৌকা। হে জগত্তারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! আমার ত্রাণ কর।

৬। মা! চণ্ডিকে! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি চণ্ডাসুরের দোর্দ্দণ্ডলীলা অবলীলাক্রমে খণ্ডন করিয়া ইন্দ্রের অশেষ ভয় বিনাশ করিয়াছ। মা! তুমিই গতি। তুমিই বিঘ্নরাশি বিনাশকারিণী। মা জগত্তারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! আমার ত্রাণ কর।

৭। মা! তুমি অদ্বিতীয়া, বিষ্ণুর আরাধিতা, সত্যবাদিনী, অপরিচ্ছিন্না, অপরাজিতা, দুষ্টজনের প্রতি রুষ্টা, শিষ্টজনের প্রতি তুষ্টা, তুমিই ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী। মা! জগত্তারিণি! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। দুর্গে! তুমি আমাকে ত্রাণ কর॥

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥ ১০
সমস্ত-শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা।
স সর্ব্বদুষ্কৃতিং তীর্ত্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১১

৮। মা! মঙ্গলময়ি! ভীমনাদিনি! হে সরস্বতি! হে অরুন্ধতি! হে সত্যস্বরূপে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তুমি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালিনী! তুমি শচী! তুমি কালরাত্রি! তুমি সতী! মা! জগত্তারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি! দুর্গে! আমাকে রক্ষা কর।

৯। মা! তুমি দেবগণের, সিদ্ধগণের, বিদ্যাধরগণের, মুণিগণের, দৈত্যগণের, মনুষ্যগণের এবং ব্যাধিপীড়িত জনগণের রক্ষাকর্ত্রী। যাহারা বিচারার্থ রাজদ্বারে নীত, যাহারা দস্যু কর্ত্তৃক ত্রাসপ্রাপ্ত তাহাদেরও তুমি একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী। হে দেবি! হে দুর্গে! মা! প্রসন্না হও।

১০। আপদুদ্ধারের জন্য আমি এই স্তব বলিলাম। ইহা ত্রিসন্ধ্যা বা একসন্ধ্যা পাঠ করিলেই স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে যে কোন সঙ্কট হইতে মুক্ত হওয়া যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঠনাদস্য দেবেশি কিন্ন সিধ্যতি ভূতলে।
স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি ॥ ১২
ইতি শ্রীবিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ।

৫

তারিণী স্তবঃ।

মহাদেব উবাচ।

ঘোররূপে মহারাবে সর্ব্বশত্রুবশঙ্করি।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ১
সুরাসুরার্চ্চিতে দেবি সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে।
জাড্যপাপহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ২
জটাজূটসমাযুক্তে লোলজিহ্বানুকারিণি।
দ্রুতবুদ্ধিকরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৩
সৌম্যরূপে ঘোররূপে চণ্ডরূপে নমোঽস্তু তে।
সৃষ্টিরূপে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৪
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং পাঠমাত্রতঃ।
ষণ্মাসৈঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫
বুদ্ধিং দেহি যশো দেহি কবিত্বং দেহি দেহি মে।
কুবুদ্ধিং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৬
ইন্দ্রাদি-দিবিষদ্বৃন্দবন্দিতে করুণাময়ি।
তারাধিনাথনাথাখ্যে ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৮

১১। হে দেবি! আমি সংক্ষেপে এই যে স্তবরাজ বলিলাম, ইহা সমস্ত অথবা ইহার একটিমাত্র শ্লোক যে ব্যক্তি পাঠ করিবে সে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্॥ ৮
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্‌যস্তু সততং ভক্তিমান্ নরঃ।
তস্য শত্রুঃ ক্ষয়ং যাতি মহাপ্রজ্ঞা চ জায়তে॥ ৯
পীড়ায়াং বাপি সংগ্রামে জপ্যে দানে তথা ভয়ে।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১০
স্তোত্রেণানেন দেবেশি স্তুত্বা দেবীং সুরেশ্বরীং।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্ব্ববিদ্যানিধির্ভবেৎ॥ ১১
ইতি তে কথিতং দিব্যং স্তোত্রং সারস্বতপ্রদম্।
অস্মাৎ পরতরং নাস্তি স্তোত্রং তন্ত্রে মহেশ্বরি॥ ১২
ইতি শ্রীবৃহন্নীলতন্ত্রে শ্রীতারিণীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

তৃতীয় স্তবক।

১

সঙ্কটা-স্তোত্রম্।

নারদ উবাচ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
আখ্যানানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্॥ ২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম॥ ৩
দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যে নির্ব্বেদং পরমং গতঃ॥ ৪
তদানীন্তু ততঃ কাশীং পুরীং যাতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যৈ র্মহাযশাঃ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদনমেতৎ ত্বং মাং নিবেদয়॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিৎ ব্রূহি মহামতে॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্ব্বতঃ।
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্॥ ৮
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা।
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তং চতুর্থং দুঃখহারিণী॥ ৯
সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং ভীমবদনা সর্ব্বরোগহরাষ্টমম্॥ ১০
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১১
ইত্যুক্‌ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং বারাণসীং যযৌ॥ ১২
ততঃ সংপূজ্য তাং দেবীং বিশ্বেশ্বরসমন্বিতাং।
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রয়ভূষিতাম্॥ ১৩
মালাকমণ্ডলূপেতাং পদ্মশঙ্খগদাযুতাং।
ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্মবিভূষিতাম্॥ ১৪
বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ॥ ১৫
এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনং।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যা প্রসূতিকৃৎ॥

২

ছিন্নমস্তাধ্যানম্।

প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং
দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা।

নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং
রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্ ॥ ১
দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্তৃকাং খপরঞ্চ
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী।
দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তী মুদা
নাগাবদ্ধশিরোমণির্ম্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ ॥ ২
বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরং
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী
শক্তিঃ সাপি পরাপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী ॥ ৩

৩

প্রচণ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্রম্।

নাভৌ শুদ্ধসরোজবক্ত্রবিলসদ্বন্ধূকপুষ্পারুণং
ভাস্বদ্ভাস্করমণ্ডলং তদুদরে তদ্‌যোনিচক্রং মহৎ।
তন্মধ্যে বিপরীতমৈথুনরত-প্রদ্যুম্ন-তৎকামিনী-
পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ককোটিবিলসত্তেজঃস্বরূপাং শিবাম্ ॥ ১
বামে ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহাকর্ত্তৃকাং
প্রত্যালীঢ়পদাং দিগন্তবসনামুন্মুক্তকেশব্রজাম্।
ছিন্নাত্মীয় শিরঃসমুল্লসদসৃগ্‌ধারাং পিবন্তীং পরাং
বালাদিত্যসম-প্রকাশবিলসন্নেত্রত্রয়োদ্ভাষিণীম্ ॥ ২
বামাদন্যত্র নালং বহু-বহুলগলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ
পায়ন্তীমস্থিভূষাং কর-কমল-লসৎকর্ত্তৃকামুগ্ররূপাম্।

রক্তামারক্তকেশীমপগতবসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং
প্রত্যালীঢ়োরুপাদামরুণিতনয়নাং যোগিনীং যোগনিদ্রাম্॥ ৩
দিগ্বস্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়-ঘন-ঘটা ঘোররূপাং প্রচণ্ডাং
দংষ্ট্রাদুপ্রেক্ষ্যবক্ত্রোদর-বিবরলসল্লোলজিহ্বাগ্রভাষাম্।
বিদ্যুল্লোলাক্ষিযুগ্মাং হৃদয়তটলসদ্ভোগিভীমাং সুমূর্ত্তিং
সদ্যশ্ছিন্নাত্মকণ্ঠপ্রগলিত-রুধিরৈর্ডাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্॥ ৪
ব্রহ্মেশানাচ্যুতাদ্যৈর্দ্দিবিসদনিকরৈরর্চ্চিতাং ভক্তিপুষ্পৈ-
রাত্মজ্ঞৈর্যোগিমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমনিশং চিন্তিতাং বিশ্বরূপাম্।
সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবনজননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তা-
মিষ্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলি-কলুষহরাং চেতসা চিন্তয়ামি॥ ৫
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহৃতীর্ঘটয়িতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তনুং
ত্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয়বিকৃতির্ব্রহ্মাচ্যুতঃ শূলভৃৎ।
তামাদ্যাং প্রকৃতিং স্মরামি মনসা সর্ব্বার্থ-সংসিদ্ধয়ে
যস্যাঃ স্মের-পদারবিন্দযুগলে লাভং ভজন্তেঽমরাঃ॥ ৬
অপি পিশিত-পরস্ত্রী-যোগ-পূজাপরোঽহং
বহুবিধজড়ভাবারম্ভ-সম্ভাবিতোঽহম্।
পশুজন-বিরতোঽহং ভৈরবীসংস্থিতোঽহং
গুরুচরণপরোঽহং ভৈরবোঽহং শিবোঽহম্॥ ৭
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্॥ ৮
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোঽপি বা।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি! বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়িনী॥ ৯
ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ।
বসুন্ধরাং মহাবিদ্যামষ্টসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ১০

বৈয়াঘ্রাজিনরঞ্জিত-স্বজঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে
খর্ব্বেঽনির্ব্বচনীয়পর্ব্বসুভগে মুক্তাবলীমণ্ডিতে।
কণ্ঠ্রীং কুন্দরুচিং বিচিত্ররচিতাং জ্ঞানং দধানে পদ্মে
মাতর্ভক্তজনানুকম্পিত মহামায়েঽস্তুতুভ্যঃ নমঃ ॥ ১১

৭

নবগ্রহস্তোত্রম্। (ব্যাসঃ।)

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ১ ॥
দধিশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরার্ণবসমুদ্ভবং।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥ ২ ॥
ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ মঙ্গলং প্রণমাম্যহম্॥ ৩ ॥
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সৌম্যগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্॥ ৪ ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥ ৫ ॥
হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥ ৬ ॥
নীলাঞ্জনসমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজং।
ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্॥ ৭ ॥
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥ ৮ ॥

পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
ইতি ব্যাসমুখোদ্গীতং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ বিঘ্নশান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
নরনারীনৃপাণাঞ্চ ভবেদ্দুঃখপ্রণাশনং।
ঐশ্বর্য্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ১১ ॥
গ্রহনক্ষত্রজাঃ পীড়াস্তস্করাগ্নিসমুদ্ভবাঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

৮

নবগ্রহপীড়াহর-স্তোত্রম্।

গ্রহাণামাদিরাদিত্যো লোকরক্ষণকারকঃ।
বিষমস্থানসম্ভূতাং পীড়াং হরতু মে রবিঃ ॥ ১
রোহিণীশঃ সুধামূর্ত্তিঃ সুধাগাত্রঃ সুধাশনঃ।
বিষমস্থানসম্ভূতাং পীড়াং হরতু মে বিধুঃ ॥ ২
ভূমিপুত্রো মহাতেজা জগতাং ভয়কৃৎ সদা।
বৃষ্টিকৃদবৃষ্টিহর্ত্তা চ পীড়াং হরতু মে কুজঃ ॥ ৩
উৎপাতরূপো জগতাং চন্দ্রপুত্রো মহাদ্যুতিঃ।
সূর্য্যপ্রিয়করো বিদ্বান্ পীড়াং হরতু মে বুধঃ ॥ ৪
দেবমন্ত্রী বিশালাক্ষঃ সদা লোকহিতে রতঃ।
অনেকশিষ্যসম্পূর্ণঃ পীড়াং হরতু মে গুরুঃ ॥ ৫
দৈত্যমন্ত্রী গুরুস্তেষাং প্রাণদশ্চ মহামতিঃ।
প্রভুস্তারাগ্রহাণাঞ্চ পীড়াং হরতু মে ভৃগুঃ ॥ ৬

সূর্য্যপুত্রো দীর্ঘদেহো বিশালাক্ষঃ শিবপ্রিয়ঃ।
দীর্ঘচারঃ প্রসন্নাত্মা পীড়াং হরতু মে শনিঃ ॥ ৭
মহাশিরা মহাবক্রো দীর্ঘদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
অতনুশ্চোর্দ্ধকেশশ্চ পীড়াং হরতু মে তমঃ ॥ ৮
অনেকরূপবর্ণৈশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
উৎপাতরূপো জগতাং পীড়াং হরতু মে শিখী ॥ ৯

৯

শ্রীশীতলাষ্টকম্। (স্কন্দপুরাণম্।)

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ অস্য শ্রীশীতলাস্তোত্রস্য মহাদেব ঋষিঃ।
অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ। শ্রীশীতলা দেবতা। লক্ষ্মীর্বীজম্।
ভবানী শক্তিঃ। সর্ব্ববিস্ফোটকনিবৃত্তয়ে
জপে বিনিয়োগঃ

ঈশ্বর উবাচ।

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরাং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥ ১
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাং।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥ ২
শীতলে! শীতলে! চেতি যোব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি ॥ ৩
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা পূজয়তে নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ ৪
শীতলে! জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধযুতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্ ॥ ৫

শীতলে ! তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥ ৬
গলগণ্ডগ্রহারোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে ! যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৭
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বামেকাং শীতলে ! ত্রাত্রীং নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥৮
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্তাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ! তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে ॥ ৯
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ ১০
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ১১
শীতলে ! ত্বং জগন্মাতা শীতলে ! ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ! ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমোনমঃ ॥ ১২
রাসভো গর্দ্দভশ্চৈব খরো বৈশাখনন্দনঃ।
শীতলাবাহনশ্চৈব দূর্ব্বাকন্দনিকৃন্তনঃ ॥ ১৩
এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ।
তস্য গেহে শিশূনাঞ্চ শীতলারুঙ্ ন জায়তে ॥ ১৪
শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যং চ সদা তস্মৈ শ্রদ্ধাভক্তিযুতায় বৈ ॥ ১৫

১০

জ্বরস্তোত্রম্ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ।
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশোদশ ॥ ১

অথ নারায়ণো দেব স্তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ॥ ২
মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দ্দিতঃ।
অলব্ধ্বাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রণতাঞ্জলিঃ॥ ৩

জ্বর উবাচ।

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং যত্তদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্॥ ৪
কালো দৈবং কর্ম্মজীবস্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসংঘাতো বীজরোহ প্রবাহস্ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥ ৫
নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈর্দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্ত্তমানান্ জন্মৈতত্তে ভারহারায় ভূমেঃ॥ ৬
তপ্তোঽহং তে তেজসা দুঃসহেন শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ।
তাবত্তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ভয়ম্।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ভয়ম্॥ ৮
ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্যোৎস্যন্ জনার্দ্দনম্॥ ৯

১৫

বটুকভৈরব স্তোত্রম্।

কৈলাশশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
শঙ্করং পরিপ্রপচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥ ১

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥ ২
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তি-পুষ্টি-প্রসাধকম্॥ ৩
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতং।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষ-বিবর্দ্ধনম্॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধার-হেতুকং।
সর্ব্বদুঃখ প্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হনম্॥ ৫
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥ ৬
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনং।
স্নেহাদ্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥ ৭
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ॥ ৮
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ॥ ৯
কুরুদ্বয়ং ততঃপশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবী প্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং * প্রিয়ে॥ ১০
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভং।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥ ১১

* ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং।

স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥ ১২
পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকম্।
নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা॥ ১৩
ন চ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥ ১৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥ ১৫
তস্য নাম সহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানিচ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥ ১৬
যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণং।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্॥ ১৮
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্॥ ১৯
দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ষড়্দীর্ঘযুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা॥ ২০
অঙ্গানি যানি যুক্তানি প্রণবানি চ কল্পয়েৎ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্॥ ২১

অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনং।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥ ২২
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশেতু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনং।
ত্রিনেত্রমুর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকং।
পাদয়োর্দ্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ॥ ২৩
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমং।
পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকম্॥ ২৪
নামাষ্টশতকস্যাস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৫
দেবতা কথিতা চাস্য সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ।
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ *॥ ২৬

---

* ওঁ অস্য শ্রী আপদুদ্ধারক মহাভৈরব স্তোত্রস্য বৃহদারণ্যক ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ। শ্রীবটুক ভৈরবো দেবতা। ভৈরবীশক্তিঃ। হ্রীং বীজম্। অগ্নিস্তত্ত্বম্। সর্ব্বকামার্থ-সিদ্ধয়ে পাঠে বিনিযোগঃ।

ওঁ করকলিত কপালঃ কুণ্ডলীদণ্ডপাণি-
স্তরুণ তিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতিঃ।
ক্রতুসময়সপর্য্যা-বিঘ্নবিচ্ছেদ হেতু-
র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥
ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈ কিঙ্কিনী নূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিবিধবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনসং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥
ওঁ উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং বরম্।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলং

ওঁ ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ॥ ২৭
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ২৮
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥ ২৯
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥ ৩০
ধনদো ধনহারীচ ধনপঃ প্রতিভানবান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥ ৩১
কালঃ কপালমালীচ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥ ৩২
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাঙ্গবরধারকঃ ॥ ৩৩
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।

বক্ কারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥
ওঁ ধ্যায়েন্নীলাভ্রকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরু (মথ গদাং) নখশূলীশখ শূলাণ্ডয়াস্তম্।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
পর্য্যাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎ কিঙ্কিণী নূপুরাঢ্যম্ ॥
সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতং অপমৃত্যু নিবারণং।
আয়ুরারোগ্য জননমপবর্গফলপ্রদম্ ॥
রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদং।
তামসং রোগশমনং কৃত্যাভূতভয়াপহম্।

ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥ ৩৪
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্কর-প্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥ ৩৫
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ শশিশেখরঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতি র্ভূধরাত্মকঃ ॥ ৩৬
কঙ্কালধারী মুণ্ডীচ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ॥ ৩৭
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুগ্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥ ৩৮
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ।
কামী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্ বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥ ৩৯
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সার্ব্বকামদম্ ॥ ৪০
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমং।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ ৪১
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ॥ ৪২
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ॥ ৪৩
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪৪
একাদশ-সহস্রন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪৫
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ।

স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ ॥ ৪৬
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীং।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥ ৪৭
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৮
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
পঠেদ্ বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥ ৪৯
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫০
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাং স্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥৫১
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে ॥ ৫২
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৫৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ॥ ৫৪
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহং।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥ ৫৫
খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ॥ ৫৬
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন-চয়প্রভং।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদ-সঙ্কুলম্ ॥ ৫৭
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতং।

ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমং।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৯

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বর সংবাদে বটুকভৈরব স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

৬

শ্রীহনূমৎ—স্তোত্রম্।

ধ্যান— মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোর রাবং সমুৎসৃজন্ ॥
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমং।
জ্বলদগ্নিং সমং নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণং।
এবং রূপং হনুমন্তং ধ্যাত্বা যঃ প্রজপেন্মনুম্ ॥
লক্ষজপাৎ প্রসন্নঃ স্যাৎ সত্যং তে কথিতং ময়া।
যত্র তত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং তত্র তত্র শিরসা কৃতাঞ্জলিং।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমতঃ রাক্ষসান্তকম্ ॥

ঈশ্বর-উবাচ।

যো জাতমাত্র সময়ে বলবান্ গভস্তের্বিম্বং নিরীক্ষ্য ফলমিত্যবিচার্য্য সম্যক্।
জগ্রাহ পাণিযুগলে সহসা মুমোচ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্ ॥ ১
অত্যুৎকটপ্রকটিতাতলধৈর্য্যবর্য্যশ্রীরামকার্য্যকরণে প্রথিতৈকবীরঃ।
গত্বা বিলঙ্ঘ্য গতবারিধিবারিতীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্ ॥ ২

নিয়য়শোকবনভূরুহরক্ষপালান্ ভঞ্জন্ মহাবহুপশূংশ্চ শতং সহস্রম্।
ভুঞ্জন্ ফলানি বিবিধানি হি বীক্ষ্য সীতাং শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো
হনুমান্॥ ৩

বিভ্রৎ সদা বপুষি বজ্রচয়ে বলীয়ান্ তেজঃ সহায় সময়ং প্রকটীচকার।
লঙ্কাং দদাহ দশবক্ত্রসভাসমক্ষং শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্॥ ৪

মুদ্রাং সমর্প্য রঘুনন্দননামচিহ্নাং চূড়ামণিং জনকরাজসুতাগতন্তং।
আনীয় রামমভিবেদয়তি স্ম বীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্॥ ৫

রামানুজে মহতি যো জগতীতলে চ শক্ত্যা হতে রণমুখে দশকন্ধরেণ।
আনীয় ভেষজমজীবয়দেব চাশু শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্॥ ৬

কারাগৃহে মনসি চিন্তিত এব যস্মিন্ বদ্ধো জনো হি লভতে তত আশু
মোক্ষম্।

ক্রব্যাদযক্ষশবরাদিভয়াপহারী শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্॥ ৭

তুভ্যং নমঃ সকলমঙ্গলদায়কায় তুভ্যং নমোঽস্তু পবনানলসম্ভবায়।
তুভ্যং নমোঽস্তু জগতাং পরমোপকর্ত্রে সর্ব্বার্থদুঃখহরণায় নমো নমস্তে॥ ৮

ইদং হনূমতঃ স্তোত্রং মহাপাতকনাশনং।
সংগ্রামজয়দং পুণ্যং দেবানামপি দুর্লভম্॥ ৯
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নানে বা শয়নেঽপি বা।
বিষং ন বাধতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ॥১০
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনং।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি নারী পত্যুঃ প্রিয়া ভবেৎ॥১১
বায়োঃসুতস্য স্তোত্রস্য পঠনাৎ শ্রবণাত্তথা।
লভতে সকলান্ কামান্ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে॥১২
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
দুর্ব্বলো বলমাপ্নোতি ভবেৎ বায়ুসুতোপমঃ॥ ১৩

বিঘ্নাঃ সর্ব্বে পলায়ন্তে তং দৃষ্ট্বা নাত্র সংশয়ঃ।
সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে।
বন্ধনান্মুক্তিমাপ্নোতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ ॥ ১৪
ইতি শ্রীগরুড়তন্ত্রে হনূমৎকল্পে শ্রীহনূমৎস্তোত্রং সমাপ্তম্।

১১

সংকষ্টনাশনস্তোত্রম্।

দেবা ঊচুঃ।

নমো মৎস্যকূর্ম্মাদিনানাস্বরূপৈঃ সদা ভক্তকার্য্যোদ্যতায়ার্ত্তিহন্ত্রে।
বিধাত্রাদিসর্গস্থিতিধ্বংসকর্ত্রে গদাশঙ্খপদ্মারিহস্তায় তেঽস্তু ॥ ২
রমাবল্লভায়াসুরাণাং নিহন্ত্রে ভুজঙ্গারিযানায় পীতাম্বরায়।
মখাদিক্রিয়াপাককর্ত্রে বিকর্ত্রে শরণ্যায় তস্মৈ নতাঃ স্মো নতাঃ স্মঃ ॥৩
নমো দৈত্যসন্তাপিতামর্ত্ত্যদুঃখাচলধ্বংসদম্ভোলয়ে বিষ্ণবে তে।
ভুজঙ্গেশতল্পেশয়ায়ার্কচন্দ্রদ্বিনেত্রায় তস্মৈ নতাঃ স্মো নতাঃ স্মঃ ॥ ৪

নারদ উবাচ।

সংকষ্টনাশনং নাম স্তোত্রমেতৎ পঠেত্তু যঃ।
স কদাচিন্ন সংকষ্টৈঃ পীড্যতে কৃপয়া হরেঃ ॥ ৫
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে পৃথুনারসংবাদে সঙ্কষ্টনাশনং নাম স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

১২

মৃত্যু স্তোত্রম্।

সূত উবাচ।

স্তোত্রং পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতং।
দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১

শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ং।
অধোক্ষজং প্রপন্নোঽস্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ২
বরাহং বামনং বিষ্ণুং নরসিংহং জনার্দ্দনং।
মাধবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৩
পুরুষং পুষ্করক্ষেত্রবীজং পুণ্যং জগৎপতিং।
লোকনাথং প্রপন্নোঽস্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৪
সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনং।
মহাযোগং প্রপন্নোঽস্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৫
ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞযোনিমযোনিজং।
বিশ্বরূপং প্রপন্নোঽস্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৬
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য স্তোত্রং তস্য মহাত্মনঃ।
অপযাতস্ততো মৃত্যুর্বিষ্ণুদূতৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ৭
ইতি তেন জিতো মৃত্যুর্মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে নৃসিংহে নাস্তি দুর্লভম্ ॥ ৮
ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিয়তঃ শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যাৎ নরস্যাচ্যুতচেতসঃ ॥ ৯
হৃৎপদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং নারায়ণং শাশ্বতমপ্রমেয়ম্।
বিচিন্ত্য সূর্য্যাদভিরাজমানং মৃত্যুং স যোগী জিতবান্ তথৈব ॥ ১০

১৩

যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স মে রক্ষাং করিষ্যতি ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

চতুর্থ উল্লাস।

শ্রীদেবী স্তোত্রাণি।

পঠেৎ চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
কারয়েৎ হরিনামানি কলৌ কার্য্য চতুষ্টয়ম্!
লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব জগন্মাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥
অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে।
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ॥ ১৮ ॥
তস্মাৎ যূয়ং পরাম্বাং তাং শরণং যাত মা চিরং।
নির্ব্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি ॥ ১৯ ॥

দেবী ভাঃ ৭।৩১।

চণ্ডীপাঠ, দুর্গামন্ত্র জপ, পার্থিব শিবপূজা, এবং হরিনাম করান কলিতে এই চারি কার্য্য আবশ্যক। তারকাসুর বধের পূর্ব্বে দেবতাগণ শ্রীবিষ্ণুকে দুঃখ জানাইলে শ্রীবিষ্ণু তখন দেবতাদিগকে দেবীর উপেক্ষা সম্বন্ধে বলেন—

কি লালন, কি তাড়ন কোন বিষয়েই সন্তানের প্রতি মাতার অকারুণ্য যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ জগতের নিয়ন্ত্রী সেই জগন্মাতা আপন সন্তানগণের দোষ বা গুণ বিষয়ে কখন অকরুণা করেন না। সন্তানের পদে পদেই অপরাধ হয় কিন্তু মা ভিন্ন আর কে সেই অপরাধ সহ্য করিতে পারে? অতএব তোমরা অবিলম্বে অকপট চিত্তে সেই জগজ্জননীর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিবেন।

প্রথম স্তবক।

১

শ্রীদেবী-স্বরূপ।

অহমেবাস পূর্ব্বস্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরব্রহ্মৈক নামকম্‌॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ং।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা॥
ন সতী সা না সতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা॥
পাবকস্যোষ্ণতে বেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকে বেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা॥
তস্যাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে।
অভেদেন বিলীনাঃ স্যুঃ সুষুপ্তৌ ব্যবহারবৎ॥

হে নগাধিপ! সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম অন্য কিছুই ছিল না। সেই আমি হইতেছি আপনি আপনিরূপ, জ্ঞান বা সম্বিৎ স্বরূপ এবং এক পরমাত্মা নাম বিশিষ্ট। আমার সেই আপনি আপনি ভাবটিকে কেহ তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারে না, কেহ জাতি গুণাদি বিশেষণ দিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে না ইহা এই; কোন পদার্থের সহিত তাহার উপমা হয় না এবং তাহার জরামরণাদি কোনরূপ বিকার নাই। সেই আপনি আপনি ভাবের কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তি, মায়া নামে শ্রুত হয়। সেই মায়াকে আছেও বলা যায় না, বন্ধ্যা পুত্রের মত নাইও বলা

স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্॥
চৈতন্যস্য সমাযোগাৎ নিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চ পরিণামাচ্চ সমবায়িত্ব মুচ্যতে॥
কেচিত্তাং তপইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্॥

যায় না এবং এই দুয়ের বিরোধী আলোক অন্ধকারের ন্যায় একত্র অবস্থান করে ইহাও বলা যায় না। অর্থাৎ মায়াটি সদ্ভাব, অসদ্ভাব এবং সদ্‌সদ্‌ভাব—ইহাদের অতীতা অনির্ব্বচনীয়া কোন যৎকিঞ্চিৎ ভাবরূপ পদার্থ। ইহার কিন্তু অস্তিত্ব মোক্ষকাল পর্য্যন্ত থাকে। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, সূর্য্যের যেমন দীধিতি, চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আপনি আপনি যে আমি, আমার মায়াও আমাতে সেইরূপ স্বাভাবিকী শক্তি। ব্যবহারিক কর্ম্ম সকল যেমন সুষুপ্তিতে অভিন্ন ভাবে লীন হয়, প্রলয় কালে সেইরূপ মায়াতে জীবের কর্ম্মসকল, জীব সকল ও কাল সকল লয় প্রাপ্ত হয়। আমি আপনি আপনি গুণাতীতা হইলেও আমার স্বতঃসিদ্ধ ঐ শক্তির যোগেই সগুণভাব ধারণ করি। সংসারের বীজভাব ইহাই। মায়ার ঐ আবরণ শক্তি পানা যেমন জল হইতে জন্মিয়া জলকেই ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ আপনার আধার যে আমি সেই আমিকে যেন আবরণ করে। ইহাতে সমস্ত দোষের বা অবিদ্যার বা অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আমার উপরে মায়া কিছু একটা ভাসায়, যেমন রজ্জুর উপরে সর্প ভাসে সেইরূপ। রজ্জুর সহিত সর্পের ভেদ আছে সেই ভেদটিকে মায়া আবরণ করে; করিয়া রজ্জুকেই সর্প মত দেখায় তাহাতেই সমস্ত অবিদ্যা সমস্ত অজ্ঞানের ব্যাপার জন্মে।

বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্র বিশারদাঃ।

অবিদ্যামিতরে প্রাহুর্ব্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ॥ ১০ দেবী ভাঃ ৭।৩২

শ্রীদেবী বিশ্বরূপ।

(१)

ओं भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। हरिः ओं॥

सर्व्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः॥ काऽसि त्वं महादेवि ? साऽब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृतिपुरुषाऽऽत्मकं जगच्छून्यं चाऽशून्यं च। अहमानन्दा नाऽनन्दाः। विज्ञानाऽविज्ञानेऽहम्। ब्रह्माऽब्रह्मणी वेदितव्ये। इत्याहाऽथर्व्वणी श्रुतिः। अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि। अहमखिलं जगत्। वेदोऽहमवेदोऽहम्। विद्याऽहमविद्याऽहम्। अजाऽहमनजाऽहम्। अधश्चोर्द्ध्वं च तिर्य्यक् चाऽहम्।

মায়ার সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের সমাযোগ হইলে মায়াতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে সেই মায়া-অবচ্ছিন্ন চিৎপ্রতিবিম্বই জগতের নিমিত্ত কারণ। এই প্রপঞ্চরূপ পরিণাম বশতই মায়াটিকে জগতের সামবায়িক কারণ বলা হয়। সেই মায়াকেই কেহ বলেন তপ, কেহ বলেন তম, কেহ বলেন জড়, কেব বলেন অজ্ঞানের জ্ঞান, কেহ বলেন প্রধান, কেহ বলেন প্রকৃতি, কেহ বলেন শক্তি, কেহ বলেন অজা। শৈবশাস্ত্রবিশারদগণ মায়ার নাম দেন বিমর্শ এবং বেদতত্ত্বের অর্থ চিন্তকগণ ইহার নাম দেন অবিদ্যা।

(২)

স্তৌর্মূর্দ্ধি সঙ্গতাস্তে, ললাটেরুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃশুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যো,দন্তোষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যো, মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্য-মাকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবূরূ, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ, অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্মাসাঋতবঃ সন্ধ্যাকালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমেষমহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ।

৩

দেবীসূক্ত।

অথ দেবীসূক্তপাঠনিয়মঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥

অহং রুদ্রেভিরিত্যস্য ব্রহ্মাত্মা ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আত্মাদেবী দেবতা দেবীসূক্তজপে বিনিয়োগঃ।

অহমিত্যষ্টর্চ্চং ত্রয়োদশং সূক্তম্। অম্ভৃণস্য মহর্ষেঃ দুহিতা বাঙ্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ। অতঃ সর্ষিং। সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্ব্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা। তেন হ্যেষা তাদাত্ম্যমনুভবন্তী সর্ব্বজগদ্রূপেণ সর্ব্বস্যা-ধিষ্ঠানত্বেন চাহমেব সর্ব্বং ভবামীতি স্বাত্মানং স্তৌতি। দ্বিতীয়া জগতী, শিষ্টাঃ সপ্ত ত্রিষ্টুভঃ তথা চানুক্রান্তম্। অহমষ্টৌ বাগাম্ভৃণী তুষ্টাবাত্মানং দ্বিতীয়া জগতীতি॥ গতো বিনিয়োগঃ।

অথ দেবীসূক্তং।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২

অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগাম্ভৃণী যদ্ব্রহ্ম জগৎকারণং তদ্রূপা ভবন্তী। রুদ্রেভিঃ রুদ্রৈঃ একাদশভিঃ। ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। তদাত্মনা চরামি। এবং বসুভিরিত্যাদৌ তত্তদাত্মনা চরামীতি যোজ্যম্। তথা মিত্রাবরুণা মিত্রঞ্চ বরুণঞ্চ। সুপাং লুগিতি দ্বিতীয়ায়া আকারঃ। উভ উভৌ অহমেব ব্রহ্মীভূতা বিভর্ম্মি ধারয়ামি। ইন্দ্রাগ্নী অপ্যহমেব ধারয়ামি। উভ উভৌ অশ্বিনাবপ্যহমেব ধারয়ামি। ময়ি হি সর্ব্বং জগৎ শুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সৎ দৃশ্যতে, মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ত্ততে; তাদৃশ্যা মায়ায়া আধারত্বেনাসঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ॥ ১

অহং আহনসং আহন্তব্যং অভিষোতব্যং সোমং যদ্বা শত্রূণাং আহন্তারং দিবি বর্ত্তমানং দেবতাত্মানং সোমং বিভর্ম্মি। তথা অহং ত্বষ্টারং উত অপি চ পূষণং ভগং চ বিভর্ম্মীতি যোজনীয়ম্। তথা হবিষ্মতে হবির্যুক্তায়

চণ্ডিকাদেবী অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নামে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মুখ দিয়া বলিতেছেন,—আমি একাদশ রুদ্ররূপে এবং অষ্ট বসুরূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য রূপে বিচরণ করি, আমিই বিশ্বদেবরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্রাবরুণকে, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি॥ ১

দেবতাগণের শত্রুনাশক সোমকে আমিই ধারণ করিতেছি, আমিই

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩

সুপ্রাব্যে শোভনং হবিঃ দেবানাং প্রাব্যে প্রাপয়িত্রে। অবতেস্তর্পণার্থাৎ ইপ্রত্যয়স্ততশ্চতুর্থী। সুন্বতে সোমাভিষবং কুর্ব্বতে যজমানায় দ্রবিণং ধনং যাগফলরূপং অহমেব ধারয়ামি॥ ২

অহং রাষ্ট্রী ঈশ্বরী তথা বসূনাং ধনানাং সর্ব্বস্য যাগাদিফললক্ষণানাং সংগমনী সঙ্গময়িত্রী প্রাপয়িত্রী। চিকিতুষী যৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যং পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানবতী স্বাত্মতয়া সাক্ষাৎকৃতবতীত্যর্থঃ। অতএব যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞার্হাণাং প্রথমা মুখ্যা। সৈবংগুণবিশিষ্টাহং তাং মাং ভূরিস্থাত্রাং বহুভাবেন অবতিষ্ঠমানাং ভূরি ভূরীণি বহূনি ভূতজাতানি আবেশয়ন্তীং জীবভাবেনাত্মানং প্রবেশয়ন্তীং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ব্যদধুঃ দেবা বিদধতি। যে যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ সর্ব্বং মামেব কুর্ব্বন্তীতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৩

ত্বষ্টাকে ধারণ করিতেছি, আমিই পূষা এবং ভগনামক সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। সোমযজ্ঞের দ্বারা যাহারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করে, তাহাদের সেই যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই দান করিয়া থাকি॥ ২

আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, আমি উপাসকগণের ধনদায়িনী, ইষ্টফলদাত্রী, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শিনী, উপাসক দেবগণের মধ্যে আমিই প্রধানা, আমি সর্ব্বরূপে সর্ব্বদেহে বিরাজ করিতেছি, নিখিল পদার্থের সত্তা বা জীবনরূপেও অবস্থিতি করিতেছি, এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু করেন, তাহা আমার আরাধনাতেই পর্য্যবসিত হয়॥ ৩

मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम्।
अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि ॥ ४
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः।
यं यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥ ৫

যঃ অন্নং ভোক্তৃশক্তিরূপয়া ময়ৈব অত্তি। যশ্চ বিপশ্যতি আলোকয়তি শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিব্যাপারং করোতি সোঽপি ময়ৈব। পশ্যতীত্যাদি যোজনীয়ম্। য জনা ঈং ঈদৃশীং অন্তর্যামিরূপেণ অবস্থমানাঃ অজ্ঞানন্তঃ উপক্ষিয়ন্তি হীনা ভবন্তি। যদ্বা মামমন্তবঃ মদ্বিষয়কজ্ঞানরহিতা ইত্যর্থঃ। হে শ্রুত বিশ্রুত সখে শ্রুধি ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। শ্রদ্ধিবং শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা তয়া যুক্তং শ্রদ্ধমানেন লভ্যং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু ইতি যাবৎ। তে তুভ্যং বদামি উপদিশামি। ৪।

অহং স্বয়মেব ইদং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু বদামি উপদিশামি। দেবেভিঃ দেবৈঃ উত অপি মানুষেভিঃ মানুষৈঃ জুষ্টং সেবিতম্। ঈদৃক্ বস্ত্বাত্মিকা অহং

আমিই সকলের ভোজনশক্তিরূপিণী, আমি দর্শনশক্তিরূপিণী, আমিই জীবন শক্তি-স্বরূপিণী আমিই শ্রবণ-শক্তিরূপিণী, অতএব আমা দ্বারাই সকলে ভোজন করিয়া থাকে, আমার দ্বারাই সকলে দর্শন করিয়া থাকে, আমার দ্বারাই জীবিত থাকে এবং আমার দ্বারাই সকলে শ্রবণাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা আমার এইরূপ প্রকৃততত্ত্ব অবগত নহে, তাহারা সংসারের জন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশের দ্বারা প্রপীড়িত হয়। হে বিখ্যাত সখে। তোমাকে এই দুর্লভ উপদেশ দান করিতেছি, তুমি শ্রবণ করিয়া ইহা স্মরণ রাখিও। ৪।

দেবগণ ও মনুষ্যগণের উপাসিত যে ব্রহ্ম তাহা আমি স্বয়ং। আমি

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ হ॥ ৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ ৭

কাময়ে যং পুরুষং রক্ষিতুং বাঞ্ছামি তং তং উগ্রং রু[illegible]যজমানায় দ্রবি[illegible]ঃ অধিকং করোমি। ব্রহ্মাণং স্রষ্টারং ঋষিং অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিন[illegible] ভন-প্রজ্ঞং চ করোমি ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ৫।

ত্রিপুরবধসময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য মহাদেবস্য ধনুঃ চাপং অহং আতনোমি মৌর্ব্ব্যা আততং করোমি। কিমর্থং ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টা তস্মৈ। শরবে শত্রুং হিংসকং ব্রহ্মহিংসকং ত্রিপুরবাসিনং অসুরং হন্তবৈ হন্তুং হিংসিতুং। উশব্দঃ পূরকঃ। অহমেব জনায় জনরক্ষণায় সমদং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামং কৃণোমি করোমি তথা দ্যাবা পৃথিবী দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তর্যা-মিতয়া আবিবেশ প্রবিষ্টবতী। ৬।

পিতরং দিবং অহং সুবে জনয়ামি। কস্মিন্ অস্য পরমাত্মনঃ মূর্দ্ধন্

যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করি, তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা করি। তাহাকে ঋষি বা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের দ্রষ্টা করি, এবং সুন্দর প্রজ্ঞাশালী করি। ৫।

রুদ্র যে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমারই কার্য্য, আমিই তাহাকে নিহত করার নিমিত্ত আপন শক্তি দ্বারা রুদ্রের ধনু বিস্তৃত করিয়াছি, আমার উপাসকজনের রক্ষার নিমিত্ত আমিই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি, আমি এই স্বর্গ ও পৃথিবীর বহিরন্তরে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি। ৬।

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরোদিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিমা সম্বভূব ॥৮॥

মূর্দ্ধনি উপরি। কারণভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদি কার্য্যজাতং বিবর্ত্ততে তন্তুষু পট ইব। মম চ যোনিঃকারণং সমুদ্রে সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতান্ ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা তস্মিন্। অপ্সু ব্যাপনশীলাযু ধীবৃত্তিষু অন্তর্ম্মধ্যে যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। যত ঈদৃগ্‌ভূতাহমস্মি ততো হেতোঃ বিশ্বা বিশ্বানি ভুবনা ভুবনানি অনু অনুপ্রবিষ্টা ভূত্বা বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উত অপি চ অমূং দ্যাং স্বর্গলোকং উপলক্ষণমেতৎ কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভূতেন মায়াত্মকেন দেহেন মদীয়েন উপস্পৃশামি। যদ্বা অস্য ভূলোকস্য মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি অহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে জলধৌ অপ্সু উদকেষু অন্তর্ম্মধ্যে মম যোনিঃ কারণভূতঃ অম্ভৃণাখ্যঃ ঋষিঃ বর্ত্ততে। যদ্বা সমুদ্রে অন্তরীক্ষে অপ্সু অম্ময়েষু দেবশরীরেষু মূল কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে। ততোঽহং কারণাত্মিকা সতী সর্ব্বাণি ব্যাপ্নোমি ॥ ৭ ॥

বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি আরভমাণা কারণরূপেণ উৎপাদয়ন্তী অহমেব পরেণ অনধিষ্ঠিতা স্বয়মেব প্রবামি প্রবর্ত্তে বাত ইব যথা বাতঃ পরেণ অপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাতি তদ্বৎ। উক্তং নিগময়তি পর ইতি সকারান্তঃ পরস্তাদিত্যর্থঃ। যথা অধঃ ইতি অদর্থে।

আমিই এই ভূলোকের উপর স্বর্গলোককে প্রসব করিয়াছি, পরমাত্মাতে যে সর্ব্বব্যাপিনী ধীবৃত্তি আছে তন্মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মচৈতন্যই আমার আবির্ভাবের কারণ। সেই হেতু আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছি এবং প্রকৃতিরূপেও সমস্তে স্পর্শ করিয়া আছি। ৭।

আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর আমার কোনও কার্য্য করিতে অন্যের সহায়তার

নমো বিমলবদনায়ৈ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পরমকলায়ৈ
কেবলপরমানন্দচ্ছন্দোহকপালে ইতি।
সিদ্ধিকরে স্ফেঁ স্ফোঁ হ্রাঁ হ্রীঁ স্বাহাস্বরূপিণী।
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতং ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বঞ্চ বৌষট্ ত্বঞ্চোঙ্কারঃ।
ত্বঞ্চ লজ্জাদিবীজং হব্যং ভোক্তা ত্বং বৈ স্বয়ং দেবী ত্বং বৈ দেবাঃ।
শুক্লপক্ষে পুষ্যাস্ত্বং পিত্রাস্তাঃ কৃষ্ণপক্ষে প্রপূজ্যাস্ত্বং বৈসত্যং নিষ্প্রথত স্বরূপম্।
ত্বং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা রুদ্র।
দ্যৌবামপি হান্তি সা ত্বম্ শুদ্ধবাম মেকং প্রবর্দ্ধস্তাং দেবীবোধয়ে নঃ॥
ইতি ঋগ্বেদীয়-শ্রীদেবীসূক্তং সম্পূর্ণং।

পরো দিবা দিবঃ আকাশস্য পরস্তাৎ। এনা পৃথিব্যাঃ। পরঃ পরস্তাৎ। উপলক্ষণমেতৎ। উপাদানমুপলক্ষণং। এতদুপলক্ষিতসর্ব্বস্মাৎ বিকার-জাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানা অসঙ্গোদাসীনকূটস্থচৈতন্যরূপাহং মহিমা মহিম্না তত্রাবতী সংবভূব। এতৎ সর্ব্বভূতাম্মীত্যর্থঃ। ৮।

অপেক্ষা নাই, আমি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তরবাহিরে বায়ুর ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছি এবং পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই আমি নিজ মহিমায় অধিষ্ঠিতা আছি, কিন্তু আমি স্বয়ং নির্লিপ্তা, আমাতে কোনওরূপ অবিদ্যা-মালিন্য নাই। ৮।

ইতি শ্রীমৎ সায়নাচার্য্যকৃত-দেবীসূক্তভাষ্যং সমাপ্তম্।

৪

শ্রীদেবী স্তুতি।

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म्मफलेषु जुष्टाम्।
दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरां नाशयते नमः॥ १॥
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।
सानो मन्द्रेषमूर्ज्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतै तु॥ २॥
कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्।
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्॥३॥
महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्व्वसिद्धिश्च धीमहि
तन्नो देवीः प्रचोदयात्॥ ४॥

দ্যোতনশীলা তুমি! তুমি ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত কর বলিয়া তুমি মহাদেবী তোমাকে নমস্কার, তুমি মঙ্গলদায়িনী তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। তুমি মূল প্রকৃতিরূপিণী, তুমি চিৎপ্রকৃতিরূপিণী। তোমাকে সংযতচিত্তে আমরা প্রণিপাত করিতেছি। তুমি অগ্নিবর্ণা—জ্ঞানাগ্নি দীপ্তা, তুমি তপস্যা প্রভাবে অতিশয় তেজোময়ী, চন্দ্রসূর্য্য অগ্নি স্বরূপিণী তুমি, যে যেমন কর্ম্ম করে তুমি তাহার জন্য সেইরূপ কর্ম্মফল বিধান কর; দুঃখেই তোমার কোলে যাওয়া যায়, তুমি দীপ্তিময়ী ক্রীড়াময়ী। মা! আমি তোমার শরণ লইলাম। সংসার-সাগর হইতে নিস্তার-কারিণী তুমি। দুঃখময় সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবার

নমো বিরাট্ স্বরূপিণ্যৈ নমঃ সূত্রাত্মমূর্ত্তয়ে।
নমো ব্যাকৃতরূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥
যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জুসর্পস্রগাদিবৎ।
যজ্জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥
নুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থং চিদেকরসরূপিণীং।
অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্ ॥ ৭ ॥
পঞ্চকোশাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয় সাক্ষিণীং।
পুনস্ত্বং পদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্ ॥ ৮ ॥
নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে।
নানামন্ত্রাত্মিকায়ৈ তে করুণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥
ইতি স্তুত তদা দেবৈর্মণিদ্বীপাধিবাসিনী।
প্রাহ বাচা মধুরয়া মত্তকোকিল নিঃস্বনা ॥ ১০ ॥

জন্য তোমাকে প্রণাম করিতেছি! বাক্য সকল তোমার শক্তিতেই উচ্চারিত হয়। দেবতাগণ তোমাকে দেবি! * * * দেবি! তুমি অন্নবলাদি সর্ব্বার্থসাধক বাক্স্বরূপিণী। আমাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি আমাদের সম্মুখীন হও। সর্ব্বান্তক কালেরও রাত্রি তুমি, বেদ সকল তোমাকেই স্তব করেন, বিষ্ণুশক্তি মহালক্ষ্মী তুমি, ভাবী স্কন্দমাতা তুমি, ব্রহ্মশক্তি বেদমাতা সরস্বতী তুমি, দেবমাতা অদিতি তুমি, দক্ষ দুহিতা সতী তুমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি জগতের মঙ্গলবিধায়িনী তুমিই অখিল জগতকে পবিত্র কর। আমরা তোমাকে মহালক্ষ্মীরূপে জানিতেছি, সর্ব্বশক্তিরূপে ধ্যান করিতেছি। মা তুমি সেই জ্ঞান ও ধ্যানে আমাদিগকে প্রেরণ কর। বিরাট্স্বরূপিণী তুমি তোমাকে নমস্কার; হিরণ্যগর্ভরূপিণী তুমি তোমাকে নমস্কার। তুমি মহদাদি

শ্রীদেব্যুবাচ।

তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুষ্মাকং ভক্তিশালিনাং।
সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখসংসার সাগরাৎ॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

৫

অথ চণ্ডীপাঠক্রমঃ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ দুর্গামাহাত্ম্যমুত্তমং।
শীঘ্রং সিধ্যতি তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মহামতে॥

ব্যাকৃতরূপিণী তোমাকে নমস্কার, তুমি ব্রহ্মের মূর্ত্তি তোমাকে নমস্কার। রজ্জুতে ও মালাতে যেমন অজ্ঞানে সর্প ভাসে সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ লোকে দেখে তুমিই জগৎরূপে ভাসিয়াছ। তোমাকে জানিলেই জগদাদি লয় হইয়া যায়। সেই ভুবনেশ্বরী তুমি! তোমাকে আমরা প্রণিপাত করি। অখণ্ড আনন্দস্বরূপিণী তুমি, এক মাত্র চিৎ বা জ্ঞানরসস্বরূপিণী তুমি, তুমি তৎপদের লক্ষ্যার্থরূপিণী; তুমি বেদের অর্থ সমূহের ভূমিকা, পঞ্চকোশ হইতে ভিন্না তুমি, জাগ্রদাদি তিন অবস্থার সাক্ষিণী তুমি, ত্বম পদেরও লক্ষ্যার্থরূপিণী তুমি; তুমি জীবে জীবে আবার আত্মারূপিণী, হ্রীঙ্কাররূপিণী, নানা মন্ত্ররূপিণী, করুণাময়ী তুমি তোমাকে নমস্কার। দেবতাগণ মণিদ্বীপাদিবাসিনীকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি, মধুর কোকিল-স্বরে বলিলেন আমি তোমাদের আদি। আমার ভক্তদিগকে এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে আমিই আছি।

অর্গলং কীদৃশং প্রোক্তং বিস্তরেণ বদস্ব তৎ।
প্রসন্নো যদি মে ব্রহ্মন্ শ্রোতুং কৌতূহলং মহৎ॥

ব্রহ্মোবাচ॥

বিধায় পূজনং দেব্যা যথাশক্তি যথাবিধি।
সমাহিতমনা ভূত্বা প্রপঠেদর্গলং ততঃ॥
অর্গলং পাপজাতস্য দারিদ্র্যস্য তথাপরং।
ইদমাদৌ পঠিত্বা তু পশ্চাৎ শ্রীচণ্ডিকাং জপেৎ॥
অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিতঃ॥
অর্গলং দুরিতং হন্তি কীলকং ফলদং তথা।
কবচং রক্ষতে নিত্যং চণ্ডিকাত্রিতয়ং দিশেৎ॥
অর্গলং হৃদয়ে যস্য স চার্গলময়ঃ সদা।
ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য শিবেন রচিতং পুরা॥
কীলকং হৃদয়ে যস্য স কীলিতমনোরথঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নান্যথা শিবভাষিতম্॥
কবচং হৃদয়ে যস্য স ব্রহ্মকবচঃ খলু।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বমিতি নিশ্চিত্য চেতসা॥

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা তত্তৎফলসিদ্ধিকামঃ শ্রীমচ্চণ্ডিকাপ্রীতিকামো বা মার্কণ্ডেয় উবাচ ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ওঁ ইত্যন্তগ্রন্থস্য দেবীমাহাত্ম্যফলকস্য সকৃৎ ত্রিকৃৎত্রিকৃত্বো বা পাঠমহং করিষ্যে। তত আসনাধো জলাদিনা ত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ ইতি আধারশক্তিং সংপূজ্য তদুপরি আসনমাস্তীর্য। পৃথ্বীতিমন্ত্রস্য

মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলংছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনমিতি সংপ্রার্থ্য তস্মিন্নাসনে প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা উপবিশেৎ। ততঃ বামে গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে গণপতয়ে নমঃ ইতি গুরুগণপতী নত্বা ভূত-শুদ্ধাদিকং কুর্য্যাৎ।

প্রথমং নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্ ইতি মন্ত্রেণ পুস্তকং সংপূজ্য আধারে স্থাপয়েৎ॥

[আধারে স্থাপয়িত্বাতু পুস্তকং বাচয়েৎ ততঃ।
হস্ত সংস্থাপনাৎ দেবী নিহন্ত্যর্দ্ধফলং যতঃ॥
যাবন্ন পূর্য্যতেঽধ্যায় স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্।
অনুক্রমং পঠেদ্দেবি শিরঃকম্পাদিকং ত্যজেৎ॥
ভ্রমাদধ্যায়মধ্যে চেদ্ বিরামো ভবতি প্রিয়ে।
পুনরধ্যায় মারভ্য পঠেৎ সর্ব্বং মুহুস্ততঃ॥
হুনেৎ প্রদীপিতে বহ্নৌ তিলধান্যাদি তণ্ডুলান্।
ধর্ম্মসামর্থ্যসংসিদ্ধ্যৈ মোক্ষার্থী পায়সং হুনেৎ॥

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রে শ্রীহরগৌরীসংবাদে।]

অথ চণ্ডীধ্যানম্।

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥

ইতি ধ্যাত্বা, ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীং নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ যথা-শক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য অর্গলাং পঠেৎ॥

৬

অথ অর্গলা স্তোত্রম্।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ওঁ জয়ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপসারিণি। *
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥ ১

জয়ন্তী (সর্ব্বোৎকৃষ্টা; গুণত্রয় সাম্যাবস্থোপাধিক-ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সর্ব্বকারণত্বাৎ) মঙ্গলা (মঙ্গং জননমরণাদিরূপং সর্পণং ভক্তানাং লাতি নাশয়তি সা মোক্ষপ্রদা মঙ্গলেত্যুচ্যতে) কালী (কলয়তি ভক্ষয়তি সর্ব্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি) ভদ্রকালী (ভদ্রং মঙ্গলং কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো দাতুমিতি ভদ্রকালী; ভদ্রকালী সুখপ্রদেতি রহস্যাগমেঽর্থকথনাৎ) কপালিনী (ব্রহ্মাদীন্ নিহত্য তেষাং কপালং গৃহীত্বা প্রলয়কালে অটতীতি। প্রপঞ্চরূপাম্বুজং হস্তে যস্যা ইতি বা কপালিনী মত্বর্থীয় ইনিঃ; প্রপঞ্চাম্বুজহস্তা চ কপালিন্যুচ্যতে পরেতি রহস্যাগমাৎ) দুর্গা (দুঃখেন অষ্টাঙ্গযোগসর্ব্বকর্ম্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা) ক্ষমা (ভক্তানামন্যেষাং বা সর্ব্বানপরাধান্ ক্ষমতে জননীত্বাৎ সাতিশয় কারুণ্যবতী ক্ষমা ইতি উচ্যতে) শিবা (চিদ্রূপিণী) ধাত্রী (সর্ব্বপ্রপঞ্চধারণকর্ত্রী)

হে দেবি, হে চামুণ্ডে, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ কর; হে মা, তুমি (বিঘ্নকারী) ভূতগণের অপসারণ করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ কর; হে সর্ব্বন্তর্যামিনি, হে দেবি, হে কালরাত্রিস্বরূপে, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে

---

* জয় ভূতার্ত্তিহারিণি ইতি বা পাঠঃ।

মধুকৈটভবিধ্বংসি * বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২
মহিষাসুরনির্নাশ-বিধাত্রি বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩
ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৪

স্বাহা (দেবপোষিণী) স্বধা (পিতৃপোষিণী) এতাদৃঙ্ মহাগুণবতী যা ত্বমসি ততস্তে তুভ্যং নমো নমস্কার এবাস্তু কেবলম্। নতু তাদৃশ্যাঃ পরিচর্য্যায়াং সামর্থ্যমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১

মধুকৈটভয়োর্বিধ্বংসিনী নাশিনী চ সা বিধাতুর্ব্বরদা চ ইত্যর্থঃ। মধু-কৈটভনাশার্থঃ ব্রহ্মণা স্তুতা সতী তস্মৈ বরং দদৌ ইতি কথা দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধা। রূপং রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্তু। রূপং ভবেদ্ বিন্দুরমন্দকান্তিরিত্যাগমাৎ তদ্দেহি মহ্যং মৎকৃত-নমস্কারে-নৈব প্রসন্না সতী তথা জয়ং জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো বেদস্মৃতিরাশি স্ততো জয়মুদীরয়েদিত্যত্র প্রসিদ্ধস্তং দেহি। যশো দেহি সহনৌ যশঃ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনজন্যং যশস্তদ্দেহি কাম-ক্রোধাদীন্ শত্রূন্ জহি নাশয় ॥ ২

বিরাজ কর। মা, তুমি জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা—এই সকল নামে অভিহিত হও, তোমাকে প্রণাম করি। মা, তুমি মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি বিধাতাকে বর দিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমাকে রূপ—স্বরূপেস্থিতি—দাও, যশ—তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদক যশ দাও এবং আমার কামক্রোধাদি শত্রুগণকে

---

* মধুকৈটভবিদ্রাবি ইতি বা পাঠঃ।

রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৫
নিশুম্ভশুম্ভনির্নাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৬
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৭
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৮
নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৯

বিনাশ কর। মা, তুমি মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছ; হে সৃষ্টিকারিণি, হে বরদে, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি ধূম্রলোচনকে বধ করিয়াছ, তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রদান করিয়া থাক; হে দেবি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি রক্তবীজকে বধ করিয়াছ, চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছ; হে দেবি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি নিশুম্ভকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি ত্রৈলোক্যের শুভদায়িনী, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তোমার চরণদ্বয় সকলে বন্দনা করিয়া থাকে, তুমি সকল সৌভাগ্য প্রদান কর; হে দেবি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তোমার রূপ ও চরিত্র অচিন্তনীয়, তুমি সকল শত্রু বিনাশ করিয়া থাক; তুমি আমাকে রূপ

স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১০
চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। *
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্। †
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪

দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে অপর্ণে, হে দুরিতহারিণি, তোমাকে যাহারা সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, তাহাদিগকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তাহাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে চণ্ডিকে, হে ব্যাধিনাশিনি, তোমাকে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করে, তাহাদিগকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তাহাদের শত্রু-গণকে বিনাশ কর। মা, তুমি যুদ্ধে সর্ব্বদা জয়লাভ করিয়া থাক, তুমি পাপ নাশ কর; হে চণ্ডিকে, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দেবি, তুমি আমাকে সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও, পরম সুখ দাও, রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দেবি, তুমি আমার কল্যাণ বিধান

---

* দেহি মে পরমংসুখ মিতি বা পাঠঃ।
† পরমাং শ্রিয়মিতি বা পাঠঃ।

সুরাসুরশিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৫
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু। *
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৬
দেবি প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডদৈত্যদর্পনিসূদনি। †
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৭
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৮
চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্রসংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৯

কর ও বিপুল সম্পত্তি বিধান কর; আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি বিদ্বেষিগণের বিনাশ সাধন কর, আমার প্রচুর বল বিধান কর, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, (প্রণত) সুরাসুরগণের শিরঃস্থিত মুকট-রত্নে তোমার চরণকমল ঘষিত হইতেছে; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি আমাকে বিদ্বান্, যশস্বী ও লক্ষ্মীবান্ কর; আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে চণ্ডিকে, তুমি প্রচণ্ড দৈত্যগণের দর্প নাশ করিয়াছ; মা, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে চতুর্ভুজে, চতুরানন ব্রহ্মা তোমার স্তব করিয়া থাকেন; হে

---

* লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু ইতি বা পাঠঃ।

† বিনাশিনি ইতি বা পাঠঃ।

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০
হিমাচলসুতানাথসংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১
ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাবপূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২২
দেবি ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৩
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪
তারিণি দুর্গসংসারসাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫

তারিণীমিতি মার্কণ্ডেয়পুরাণপ্রসিদ্ধয়া মদালসয়া বাশিষ্ঠরামায়ণ-প্রসিদ্ধয়া চূড়ালয়া চ তুল্যাম্। আদ্যয়া পুত্রস্তারিতো দ্বিতীয়য়া পতিরেব তারিত ইতি তত্রাখ্যানাৎ॥ ২৫

পরমেশ্বরি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু-গণকে বিনাশ কর। হে দেবি, বিষ্ণু তোমায় সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে স্তব করিয়া থাকেন; হে অম্বিকে, তুমি সর্ব্বদা আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে পরমেশ্বরি, পার্ব্বতীপতি মহাদেব তোমায় স্তব করিয়া থাকেন; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে পরমেশ্বরি, শচীপতি ইন্দ্র তোমায় ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন; তুমি আমাকে রূপ দাও,

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥ ২৬

ইত্যর্গলাস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

৭

অথ কীলকস্তব।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে ॥ ১

জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দেবি, তুমি ভক্ত-জনদিগকে অবাধ আনন্দ ও অভ্যুদয় দান করিয়া থাক; হে অম্বিকে, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। মা, যেরূপ স্ত্রী আমার মনোহারিণী হইবে ও আমার অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিবে—সেইরূপ ভার্য্যা আমাকে দাও, রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে অচলনন্দিনি, তুমি দুর্গম ভবসাগর হইতে সকলের পার করিয়া থাক; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুগণকে বিনাশ কর। লোকে এই স্তব পাঠ করিয়া তার পর দেবীমাহাত্ম্যরূপ মহাস্তোত্র পাঠ করিবে। যে এইরূপে সপ্তশতীনামক দেবীস্তোত্র পাঠ করে, সে দুর্লভ বর প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন অনূদিত—

(কীলক শব্দের অর্থ চাবি; অর্গলস্তোত্রের ন্যায় এই স্তব পাঠ করিলে দেবীমাহাত্ম্যের চাবি খোলা হয় অর্থাৎ পাঠের সম্যক্ ফল পাওয়া যায়)।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন।—বিশুদ্ধ জ্ঞানই যাঁহার মূর্ত্তি, বেদত্রয় যাঁহার

সর্ব্বমেতদ্বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামপি কীলকং।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্যতৎপরঃ॥ ২
সিধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি কর্ম্মাণি সকলান্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ॥ ৩
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জপ্যেন সিধ্যেত্তু সর্ব্বমুচ্চাটনাদিকম্॥ ৪
সমগ্রাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্ব্বমেবমিদং শুভম্॥৫
স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
স প্রাপ্নোতি সুপুণ্যেন তাং যথাবন্নিমন্ত্রণাম্॥ ৬
সোঽপিক্ষেমমবাপ্নোতি সর্ব্বমেব ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ॥ ৭

দিব্য চক্ষুঃ, যিনি শ্রেয়োলাভের হেতু, সেই চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণি মহাদেবকে প্রণাম করি। (দেবীমাহাত্ম্যরূপ) মন্ত্রসমূহের এই কীলক সর্ব্বতোভাবে যে অবগত হয়, সেই (দেবীমন্ত্র) জপপরায়ণ হইয়া সতত মঙ্গল লাভ করে। এই সকল স্তোত্র দ্বারা যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে স্তব করে, তাহাদের (শত্রুর) উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাহাদের মন্ত্র ঔষধ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই; বিনা মন্ত্রজপে উচ্চাটনাদি সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাদেব মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন—জগতে (যে যাহা মনে করিবে, চণ্ডীপাঠে) সমস্তই ত সিদ্ধ হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া তিনি চণ্ডিকার এই শুভ স্তোত্র (কীলক দ্বারা) গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা যথাবিধি মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, তাহার যেরূপ পুণ্য লাভ করে, (যে এই কীলকস্তব পাঠ করে) সেও

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্॥ ৮
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ।
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽথ গন্ধর্ব্বো জায়তে ধ্রুবম্॥ ৯
ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে।
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১০
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্ব্বীত হ্যকুর্ব্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সংপূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ॥ ১১
সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদা॥ ১২

তাদৃশ উৎকৃষ্ট-পুণ্যবলে দেবীকে প্রাপ্ত হয় এবং নিঃসন্দেহ সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ করে। (শুক্লপক্ষের) বা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে একাগ্র-চিত্ত হইয়া (এই স্তব) যে দান করে ও প্রতিগ্রহ করে অর্থাৎ শোনায় ও শোনে (তাহার প্রতিই দেবী প্রসন্ন হন), অন্যথা তিনি প্রসন্ন হন না। এইরূপ কীলক দ্বারা মহাদেব (দেবীমাহাত্ম্য) বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি (কীলকস্তব পাঠ দ্বারা) কীলক উন্মুক্ত করিয়া প্রত্যহ চণ্ডী পাঠ করে, সে সিদ্ধ হয়, সে দেবীর গণ (অনুচর) হয়, এবং তৎপরে সে নিশ্চয়ই গন্ধর্ব্ব হইয়া জন্মে। তাহার কোন কার্য্যে অপটুতা থাকে না, কোথাও ভয় জন্মে না, সে অপমৃত্যুর বশ হয় না, এবং মৃত্যু হইলে মোক্ষ লাভ করে (ইহা) অবগত হইয়া (দেবীমাহাত্ম্যপাঠ) আরম্ভ করিয়া, অগ্রে এই কীলকস্তব (পাঠ) করিবে, তাহা না করিলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব পণ্ডিতেরা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া অগ্রে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগেরও যে কিছু সৌভাগ্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়,

শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ॥ ১৩
ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ॥ ১৪
চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ।
হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ॥ ১৫
অগ্রতোঽমুং মহাদেবকৃতং কীলকবারণম্।
নিষ্কীলঞ্চ তদা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ॥ ১৬

৭

অথ দেবী-কবচম্।

অস্য দেবীকবচস্য ব্রহ্মঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো মহিষমর্দ্দিন্যাদয়ো দেবতা দেবী প্রীত্যর্থং জপে বিনিযোগঃ। ইতি পঠিত্বা দেবীং ধ্যায়েৎ॥ ১

কালীং রত্ননিবদ্ধনূপুরলসৎপাদাম্বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চীরত্নদুকূলহারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।

তৎসমস্তই সেই দেবীর প্রসাদে হইয়া থাকে; অতএব (দেবীর) এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে এই স্তোত্র পাঠ করিলে প্রচুর পরিমাণে সমগ্র সম্পত্তি লাভ হয়; অতএব ইহা পাঠ করা আবশ্যক। সেই দেবীর প্রসাদেই যখন সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ ও তৎপরে মোক্ষলাভ হয়, তখন কেন না লোকে তাঁহাকে স্তব করিবে? যে ব্যক্তি চণ্ডিকাকে সর্ব্বদা মনে ও স্মরণ করে, সে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার হৃদয়ে দেবী সর্ব্বদা বাস করিয়া থকেন। মহাদেবকৃত এই কীলক-স্তব অগ্রে) পাঠ করিয়া কীলক উন্মুক্ত করিয়া, তবে একাগ্রচিত্ত হইয়া সকলের দেবীস্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শূলাস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজামুদ্বক্ত্রপীনস্তনী-
মাবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্‌॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদ্‌গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্‌।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্ব্বভূতোপকারকং।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎ শৃণুষ মহামুনে॥ ২
প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্‌॥ ৩
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমঃ কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্‌॥ ৪

(কবচ শব্দের অর্থ বর্ম্ম। বর্ম্ম দ্বারা যেমন শরীর রক্ষিত হয়, সেইরূপ ইহা পাঠে দেবীর নামাবলী দ্বারা শরীরের রক্ষা বিধান করা হয় বলিয়া ইহাকেও কবচ কহে)।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—জগতে যাহা অত্যন্ত গোপনীয়, যাহা মানবগণকে সকল বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করে, যাহা কেহ কাহাকেও বলেন নাই, হে পিতামহ, আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন—হে বিপ্র, অতিশয় গোপনীয়, সকল প্রাণীর উপকারক ও পবিত্র—দেবীর একটী কবচ আছে; হে মহর্ষে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। প্রথম নাম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় নাম ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় নাম চণ্ডঘণ্টা, চতুর্থ নাম কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম নাম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ নাম কাত্যায়নী,

নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥ ৬
অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৭
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্করীম্ ॥ ৮
যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ॥ ৯
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা।
নারসিংহী মহাবীর্য্যা শিবদূতী মহাবলা ॥ ১০
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।
ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ১১

সপ্তম নাম কালরাত্রী, অষ্টম নাম মহাগৌরী, নবম নাম সিদ্ধিদাত্রী—এই নয়টী নামে নয়টী মূর্ত্তি নবদুর্গা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

এইরূপে মহাত্মা ব্রহ্মা নিজেই এই সকল নাম বলিয়াছেন। অগ্নিতে দহ্যমান, যুদ্ধে শত্রুমধ্যগত এবং বিষম ও দুর্গম স্থানে ভয়ার্ত্ত হইয়া যাহারা তাঁহার শরণাগত হয়, তাহাদের সঙ্কুল যুদ্ধেও কোনও অমঙ্গল ঘটে না, এবং তাহারা শোক দুঃখ ও ভয়জনক কোন বিপদ্ দর্শন করে না। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করে, তাহাদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

শবারূঢ়া চামুণ্ডা, মহিষবাহনা বারাহী, গজারূঢ়া ঐন্দ্রী, গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী, মহাবীর্য্যা নারসিংহী, মহাবলা শিবদূতী, বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, ময়ূরবাহনা কৌমারী, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণী, পদ্মাসনা

লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া।
শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা ॥ ১২
ইত্যেতা মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বযোগসমন্বিতাঃ।
নানাভরণশোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ ॥ ১৩
শ্রেষ্ঠৈশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্ব্বা দিব্যহারপ্রলম্বিভিঃ।
ইন্দ্রনীলৈর্ম্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৪
দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্ ॥ ১৫
খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ।
কুন্তায়ুধঞ্চ খড়্গঞ্চ শার্ঙ্গায়ুধমনুত্তমম্ ॥ ১৬
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ।
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবতানাং হিতায় বৈ ॥ ১৭
নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে।
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি ॥ ১৮

পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী শ্বেতরূপধারিণী বৃষবাহনা ঈশ্বরী দেবী।—এই সমস্ত মাতৃগণ সর্ব্ববিধ-যোগযুক্ত, নানা অলঙ্কারে ভূষিত ও নানা রত্নে শোভিত। সকলেরই দিব্য হারে শ্রেষ্ঠ মুক্তা, ইন্দ্রনীল, মহানীল ও সুন্দর পদ্মরাগ মণি বিলম্বিত রহিয়াছে। সকল দেবীকেই রথারূঢ়া ও (শত্রুর প্রতি) ক্রোধাকুলা দেখা যায়। শঙ্খ চক্র গদা শক্তি হল মুসল খেটক তোমর পরশু পাশ কুন্ত খড়্গ উৎকৃষ্ট-ধনু—এইরূপ নানা অস্ত্র—তাঁহারা দৈত্যগণের দেহনাশ, ভক্তগণের অভয়বিধান ও দেবগণের হিতসাধনের জন্য ধারণ করিতেছেন।

হে উগ্রমূর্ত্তিধারিণি, হে প্রচণ্ডপরাক্রমশালিনি, হে মহাবলে, হে

ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষে শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিনি ॥ ১৯
প্রাচ্যাং রক্ষতু মাহেন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈঋ´ত্যাং খড়্গধারিণী ॥ ২০
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্বায়ব্যাং বায়ুদেবতা।
উদীচ্যাং পাতু কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥ ২১
ঊর্দ্ধং ব্রাহ্মী চ মাং রক্ষেদধস্তাদ্বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শববাহনা ॥ ২২
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥ ২৩
শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা।
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে যশস্বিনী ॥ ২৪
নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে।
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্ম্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী ॥ ২৫

মহোৎসাহে, হে মহাভয়বিনাশিনি, তোমাকে প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি শত্রুগণের দুর্দর্শনা ও ভয়বর্দ্ধিনী; মা, আমাকে রক্ষা কর।

ঐন্দ্রী আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, অগ্নিদেবতা অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, বারাহী দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন, খড়্গধারিণী নৈঋ´তকোণে রক্ষা করুন, বারুণী পশ্চিম দিকে রক্ষা করুন, বায়ুদেবতা বায়ুকোণে রক্ষা করুন, কৌবেরী উত্তর দিকে রক্ষা করুন, শূলধারিণী ঈশান কোণে রক্ষা করুন, ব্রহ্মাণী ঊর্দ্ধ দিকে রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী অধোদিকে রক্ষা করুন। শবারূঢ়া চামুণ্ডা আমার দশ দিক্ রক্ষা করুন। জয়া আমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, বিজয়া পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করুন, অজিতা বামপার্শ্বে রক্ষা করুন, অপরাজিতা দক্ষিণপার্শ্বে রক্ষা করুন, দ্যোতিনী আমার শিখাকে রক্ষা

কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী।
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরৌষ্ঠে চ চর্চ্চিকা ॥ ২৬
অধরে চামৃতা চৈব জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ ২৭
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চণ্ডিকা।
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥ ২৮
কামাখ্যা চিবুকং রক্ষেদ্বাচং মে সর্ব্বমঙ্গলা।
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্দ্ধরী ॥ ২৯
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকূবরী।
খড়্গধারিণ্যুভৌ স্কন্ধৌ বাহূ মে বজ্রধারিণী ॥ ৩০
হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীস্তথা।
নখান্ শূলেশ্বরী রক্ষেৎ কক্ষৌ রক্ষেন্নরেশ্বরী ॥ ৩১

করুন, উমা মস্তকে অবস্থান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, মালাধরী ললাটে রক্ষা করুন, যশস্বিনী ভ্রূমধ্যে রক্ষা করুন, চিত্রনেত্রা নেত্রদ্বয়ে রক্ষা করুন, যমঘণ্টা নেত্রের পার্শ্বদ্বয় রক্ষা করুন, শঙ্খিনী চক্ষুর মধ্যভাগে রক্ষা করুন, দ্বারবাসিনী কর্ণদ্বয়ে রক্ষা করুন, কালিকা গণ্ডদ্বয়কে রক্ষা করুন, শাঙ্করী কর্ণমূলে রক্ষা করুন, চর্চ্চিকা ওষ্ঠে রক্ষা করুন, অমৃতা অধরে রক্ষা করুন, সরস্বতী জিহ্বায় রক্ষা করুন, কৌমারী দন্ত সকলকে রক্ষা করুন, চণ্ডিকা কণ্ঠের মধ্যভাগে রক্ষা করুন, চিত্রঘণ্টা ঘণ্টিকা অর্থাৎ আলজিব রক্ষা করুন, মহামায়া তালু রক্ষা করুন, কামাখ্যা চিবুক রক্ষা করুন, সর্ব্বমঙ্গলা আমার বাক্য রক্ষা করুন, ভদ্রকালী গ্রীবাদেশে রক্ষা করুন, ধনুর্দ্ধরী পৃষ্ঠবংশে অর্থাৎ মেরুদণ্ডে রক্ষা করুন, নীলগ্রীবা কণ্ঠের বহির্ভাগে রক্ষা করুন, খড়্গধারিণী স্কন্ধদ্বয় রক্ষা করুন, বজ্রধারিণী আমার বাহুদ্বয় রক্ষা করুন, দণ্ডিনী হস্তদ্বয়ে রক্ষা করুন, অম্বিকা হস্তের অঙ্গুলী সকল রক্ষা করুন, সুরেশ্বরী হস্তের নখ সকল রক্ষা করুন, নরেশ্বরী কক্ষদ্বয়

স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী।
হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী ॥ ৩২
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদ্‌গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা।
মেঢ্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাহিনী ॥ ৩৩
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদূরূ মে ঘনবাহনা।
জঙ্ঘে মহাবলা রক্ষেজ্জানূ মাধবনায়িকা ॥ ৩৪
গুল্‌ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে চ কৌশিকী।
পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতালবাসিনী ॥ ৩৫
নখান্‌ দংষ্ট্রাঃ করালীচ কেশাগ্নে উর্দ্ধকেশিনী।
রোমকূপানি কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা ॥ ৩৬
রক্তং মাসং বসাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্ব্বতী।
অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী ॥ ৩৭

(অর্থাৎ বগল) রক্ষা করুন, মহাদেবী স্তনদ্বয় রক্ষা করুন, শোকবিনাশিনী মন রক্ষা করুন, ললিতা দেবী হৃদয়ে রক্ষা করুন, শূলধারিণী উদরে রক্ষা করুন, কামিনী নাভিদেশে রক্ষা করুন, গুহ্যেশ্বরী গুহ্যদেশ রক্ষা করুন, দুর্গন্ধা মেঢ্র অর্থাৎ লিঙ্গ রক্ষা করুন, গুহ্যবাহিনী পায়ু অর্থাৎ মলদ্বার রক্ষা করুন, ভগবতী কটিদেশ রক্ষা করুন, ঘনবাহনা আমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, মাধবনায়িকা জানুদ্বয় রক্ষা করুন, নারসিংহী গুল্‌ফদ্বয়ে রক্ষা করুন, কৌষিকী পায়ের উপরিভাগে রক্ষা করুন, শ্রীধরী পায়ের অঙ্গুলী সকল রক্ষা করুন, পাতালবাসিনী পায়ের তলা রক্ষা করুন, দংষ্ট্রাকরালী পায়ের নখ সকল রক্ষা করুন, উর্দ্ধকেশিনী আমার কেশ সকল রক্ষা করুন, কৌমারী রোমকূপ সকল রক্ষা করুন, যোগেশ্বরী ত্বক্‌ (অর্থাৎ চর্ম্ম) রক্ষা করুন, পার্ব্বতী রক্ত মাংস চর্ব্বি মজ্জা অস্থি ও মেদ রক্ষ

পদ্মাবতী পদ্মকোষে কফেচূড়ামণিস্তথা।
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্ব্বসন্ধিষু॥ ৩৮
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা।
অহঙ্কারং মনোবুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্ম্মধারিণী॥ ৩৯
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকং।
বজ্রহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা॥ ৪০
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা॥ ৪১
আয়ুরক্ষতু বারাহী ধর্ম্মং রক্ষতু পার্ব্বতী।
যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী॥ ৪২
গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা।
পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মীর্ভার্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী॥ ৪৩

করুন, কালরাত্রী অন্ত্র (অর্থাৎ নাড়ী) সকল রক্ষা করুন, পদ্মাবতী পদ্মকোষে অর্থাৎ ষট্‌চক্রের প্রত্যেক চক্রে রক্ষা করুন, চূড়ামণি কফে রক্ষা করুন, জ্বালামুখী নখের জ্যোতি রক্ষা করুন, অভেদ্যা সমুদায় সন্ধি-স্থলে রক্ষা করুন, ছত্রেশ্বরী ছায়া রক্ষা করুন, ধর্ম্মধারিণী আমার অহঙ্কার মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন, বজ্রহস্তা আমার প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান—শরীরস্থ এই পঞ্চবায়ু রক্ষা করুন, কল্যাণশোভনা আমার প্রাণ রক্ষা করুন, যোগিনী রস রূপ গন্ধ শব্দ ও স্পর্শে আমাকে রক্ষা করুন, নারায়ণী সর্ব্বদা সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ রক্ষা করুন, বারাহী আয়ু রক্ষা করুন, পার্ব্বতী ধর্ম্ম রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী আবার সর্ব্বদা যশ কীর্ত্তি ও সম্পত্তি রক্ষা করুন। হে ইন্দ্রাণি, তুমি আমার বংশ রক্ষা কর; হে চণ্ডিকে, তুমি আমার গবাদি পশু সকল রক্ষা কর। মহালক্ষ্মী পুত্র-

ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যকাং তথা।
মার্গং ক্ষেমঙ্করী রক্ষেদ্‌বিজয়া সর্ব্বতঃ স্থিতা॥ ৪৪
রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি দুর্গে দুর্গাপহারিণি॥ ৪৫
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্ব্বদা জপেৎ॥ ৪৬
ইদং রহস্যং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতং।
পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ॥ ৪৭
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে।
তত্রার্থলাভঃ পুণ্যঞ্চ বিজয়ঃ সর্ব্বকালিকঃ॥ ৪৮
যং যং চিন্তয়তে চিত্তে তং তমাপ্নোতি লীলয়া।
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্নোত্যবিকলঃ পুমান্॥ ৪৯

দিগকে রক্ষা করুন, ভৈরবী ভার্য্যাকে রক্ষা করুন, ধনেশ্বরী ধন রক্ষা করুন, কৌমারী কন্যাকে রক্ষা করুন, ক্ষেমঙ্করী পথ রক্ষা করুন, বিজয়া সর্ব্বস্থানে অবস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যে যে স্থান কবচ-বিরহিত হইয়া অরক্ষিত রহিল,—হে দেবি, হে দুর্গে, হে সঙ্কটহারিণি, আমার সেই সমস্ত স্থান তুমি রক্ষা কর।

সর্ব্বরক্ষাকর এই পবিত্র কবচ সর্ব্বদা জপ করিবে। হে বিপ্রর্ষে, তোমার ভক্তিগুণে এই গোপনীয় কবচ আমি তোমার নিকট বলিলাম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করে, তবে দেবীর কবচ দ্বারা এইরূপে দেহ রক্ষা না করিয়া এক পাও গমন করিবে না। লোকে সর্ব্বদা কবচে আবৃত হইয়া যেথানে যেথানে অবস্থান করে, সেই সেই স্থানে তাহার অর্থলাভ ও সর্ব্বদা বিজয় লাভ হয়। যে যে বিষয় কামনা করে, সেই সেই বিষয় অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অবিকল অর্থাৎ সুস্থদেহ

নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
ত্রৈলোক্যে চ ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্॥ ৫০
ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৫১
দেবী তুষ্টা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ।
জীবেৎ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ॥ ৫২
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে লূতাবিস্ফোটকাদয়ঃ।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্বিষম্॥ ৫৩
অভিচারাণি সর্ব্বাণি মন্ত্র যন্ত্রাণি ভূতলে।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ॥ ৫৪
সহজাঃ কুলিকা মালা ডাকিনী যোগিনী তথা।
অন্তরীক্ষ চরা ঘোরা ডাকিনী চ মহারবা॥ ৫৫

হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে। যে মানব কবচ দ্বারা আবৃত থাকে, সে নির্ভয় হয়, সংগ্রামে পরাজিত হয় না, এবং ত্রিভুবনে পূজনীয় হয়। দেবগণেরও দুর্ল্লভ এই দেবীকবচ যে ব্যক্তি পবিত্র ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায়-পাঠ করে, দেবী তাহার বশীভূতা হন, সে ত্রিভুবনে কোনও স্থানে পরাজিত হয় না, সম্পূর্ণ একশত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার অপমৃত্যু ঘটে না, মাকড়শা-দংশন-জন্য বিস্ফোটকাদি সমস্ত ব্যাধি নষ্ট হয়। স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে উৎপন্ন, জঙ্গম অর্থাৎ সর্পদংশনাদি-জন্য, অথবা কৃত্রিম যে কিছু বিষ আছে, এবং ভূতলে আভিচারিক অর্থাৎ মৃত্যুসাধন যে সকল মন্ত্র ও যন্ত্র আছে তৎসমস্ত, আর ভূচর খেচর কুলজ উপদেশজ সহজ কুলিক—এই সকল বিশেষ বিশেষ সর্প, ডাকিনী শাকিনী,

গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥ ৫৬
নশ্যন্তি দর্শনাত্তস্য কবচেনাবৃতো হি যঃ।
মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞাং তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবেৎ ॥ ৫৭
যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্ত্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
তস্মাজ্জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুখে ॥ ৫৮
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ।
নির্ব্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপসমুদ্ভবা ॥ ৫৯
যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননং।
তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী ॥ ৬০
দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্ল্লভম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়া প্রসাদতঃ ॥ ৬১

ও আকাশচর ভয়ঙ্কর মহারব ডাকিনীগণ, এবং গ্রহ ভূত পিশাচ যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস ব্রহ্মরাক্ষস বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রভৃতি দেবযোনি সকল কবচাবৃত ব্যক্তির দর্শনমাত্রে বিনষ্ট হয়। রাজার মানবৃদ্ধি ও কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়। অতএব, হে মুনে, ভক্তিমান্ হইয়া এই অভীষ্টপ্রদ কবচ সর্ব্বদা পাঠ করিবে।

অগ্রে কবচ পাঠ করিয়া যে সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করে, তাহার নিশ্চিত চণ্ডীপাঠজন্য সিদ্ধি লাভ হয়। যতদিন পৃথিবী, পর্ব্বত বন ও গহনের সহিত, নিজ মণ্ডল ধারণ করিবে অর্থাৎ যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, তত দিন, (কবচপাঠপূর্ব্বক) যে চণ্ডী পাঠ করে, তাহার বংশ পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিবে। সেই মনুষ্য মহামায়ার প্রসাদে দেহান্তে, দেবগণেরও দুর্ল্লভ যে পরম স্থান, তাহা লাভ করে। সেই ভক্ত সেইরূপ স্থানে গমন

তত্র গচ্ছতি ভক্তোঽসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি।
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিহরব্রহ্মবিরচিতং
দেব্যাঃ কবচং সমাপ্তম্ ॥

করে, যেখান হইতে সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। সে অতি উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে এবং শিবের সমতা প্রাপ্ত হয়।

(শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন অনূদিত)

উপসংহার।

যে অক্ষর অনুচ্চারিত হইয়াছে, এবং যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে, হে সুরেশ্বরি, তোমার প্রসাদে সে সমস্ত পূর্ণ হউক। হে জগদম্বিকে, এই পাঠে আমি বিসর্গ, অনুস্বার ও কোনও অক্ষর ছাড়িয়া যাহা কিছু উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা তোমার কৃপায় সমধিক সম্পূর্ণ হউক, এবং সর্ব্বদা সঙ্কল্পসিদ্ধি হউক। তোমার এই স্তবে যাহা মাত্রাহীন, অনুস্বারহীন, বিসর্গহীন, পদহীন দ্বিপদহীন ও বর্ণাদিহীন হইয়াছে,—হে মা, ভক্তিপূর্ব্বক বা অভক্তিপূর্ব্বক প্রথম হইতেই তাড়াতাড়ি করিয়া যাহা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছি,—এবং চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ বা অজ্ঞান বশতঃ যাহা পড়া হইয়াছে কিংবা পড়া হয় নাই,—হে ভগবতি, হে বরদে, সে সমস্ত তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ হউক। হে মা ভগবতি, প্রসন্ন হও; হে ভক্তবৎসলে, প্রসন্ন হও; হে দেবি, দয়া কর; হে দুর্গে দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। হে শঙ্করপ্রিয়ে, যাহার জন্য এই স্তব পাঠ করিলাম, তাহার দেহের ও গৃহের সর্ব্বদা শান্তি হউক।

৮

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

প্রথমচরিত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। মহাকালী দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। নন্দাশক্তিঃ। রক্তদন্তিকা বীজম্। অগ্নিস্তত্ত্বম্। ঋগ্‌বেদস্বরূপম্। শ্রীমহাকালীপ্রীত্যর্থং প্রথম-চরিত্র-জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষু-চাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌৎ শয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ১

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ। *
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম॥ ২
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভুব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় কহিলেন॥ ১॥ [পুরাণবিদ্‌গণ] যাঁহাকে অষ্টম মনু বলেন, [তিনি] সূর্য্যের পুত্র এবং সবর্ণার গর্ভজাত; আমি সবিস্তারে তাঁহার উৎপত্তির বিষয় কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২॥

সেই মহাভাগ রবিনন্দন সাবর্ণি মহামায়ার ইচ্ছাক্রমে যেরূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন, [তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি]॥ ৩॥

---

* কল্পে কল্পে যথাক্রমং স্বায়ম্ভুবঃ স্বারোচিষঃ উত্তমঃ তামসঃ রৈবতঃ চাক্ষুষঃ বৈবস্বতঃ সাবর্ণিঃ দক্ষসাবর্ণিঃ ব্রহ্মসাবর্ণিঃ ধর্ম্মসাবর্ণিঃ রুদ্রসাবর্ণিঃ দেবসাবর্ণিঃ ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চ এতেষামন্যতমঃ জগতামধীশ্বরো ভবতি। অধুনা বৈবস্বত-মনোরধিকারঃ।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৫
তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈ র্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ ॥ ৬
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগ স্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৭
অমাত্যৈ র্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোশো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৮

পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ মনুর অধিকারে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র চৈত্রের বংশ-সম্ভূত সুরথ নামক রাজা সমুদয় ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

তৎকালে শূকরভোজী যবন রাজগণ, ঔরস পুত্রগণের ন্যায় প্রজাগণের সম্যক্ পালনকারী সেই রাজা সুরথের শত্রু হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তাহাদের সহিত অতিপ্রবলদণ্ডধারী সেই রাজা সুরথের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে হীনবল হইলেও সেই কোলাবিধ্বংসী রাজগণ তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

অনন্তর রাজা সুরথ স্বীয় রাজধানীতে আগমন করিয়া নিজদেশ মাত্রের অধিপতি হইলেন; সেই প্রবল শত্রুগণও তথায় আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ॥ ৭ ॥

অনন্তর অধার্ম্মিক দুরাত্মা বলবান্ অমাত্যগণ সেখানেও (স্বরাজ-ধানীতে) সেই বলহীন ভূপতির হস্তী অশ্ব রাষ্ট্র প্রভৃতি বল এবং ধনাগার অপহরণ করিল ॥ ৮

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥ ৯
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্॥ ১০
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরং স্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥ ১১
সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়াহীনং পুরং হি তৎ॥ ১২
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈ র্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা।
ন জানে সপ্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ॥ ১৩
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে।
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ॥ ১৪

অনন্তর হৃতাধিপত্য সেই ভূপতি একাকী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়া-ব্যপদেশে গহন বনে প্রস্থান করিলেন॥ ৯

তিনি (রাজা সুরথ) সেই বনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির আশ্রম অবলোকন করিলেন; ঐ আশ্রম পরস্পরহিংসাশূন্য শ্বাপদগণে পরিব্যাপ্ত এবং মুনির শিষ্যগণে পরিশোভিত॥ ১০

তিনি সেই মুনি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল সেই মুনিবরের আশ্রমে অবস্থান করিলেন; কখন বা তপোবনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ১১

তৎকালে সেই আশ্রমে মমত্ববশীকৃতচিত্ত সেই রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অসচ্চরিত্র আমার সেই ভৃত্যগণ, পূর্ব্বে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক পালিত এবং অধুনা মদ্বিহীন সেই রাজধানী ধর্ম্মানুসারে পালন

অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽস্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্।
অসম্যগ্‌ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্॥ ১৫
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি।
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ॥ ১৬
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ।
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ॥ ১৭
সশোক ইব কস্মাৎ ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্॥ ১৮
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্॥ ১৯

করিতেছে কি না? সদা মদস্রাবী মহামাত্র-(মাহুত) সহিত আমার সেই শূরহস্তী এক্ষণে আমার বৈরিগণের বশীভূত হইয়া কিরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইবে তাহা আমি জানি না। যে সকল ভৃত্য সর্ব্বদা আমার অনুগত ছিল, এক্ষণে তাহারা পুরস্কার, বেতন ও ভোজ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই অন্য নরপতিগণের সেবা করিতেছে; তাহারা ব্যসনাদিতে অপরিমিত ব্যয়শীল; সুতরাং সর্ব্বদা ব্যয় করিতে করিতে আমার সেই অতিদুঃখসঞ্চিত ধনাগার শূন্য করিয়া ফেলিবে। রাজা এবংবিধ এবং অন্যবিধ নানা চিন্তা করিতেছিলেন। একদা সেই মুনির আশ্রম সমীপে তিনি এক বৈশ্যকে অবলোকন করিলেন। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—অহে তুমি কে? এখানে তোমার আগমনের কারণ কি? কি জন্য তোমাকে শোকান্বিত ও বিমনার ন্যায় দেখিতেছি? সেই বৈশ্য রাজার এইরূপ প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে বিনয়াবনত হইয়া রাজাকে উত্তর করিলেন॥ ১২—১৯

বৈশ্য উবাচ ॥ ২০

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ॥ ২১

পুত্রদারৈ র্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ।

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ ॥ ২২

বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ।

সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্ ॥ ২৩

প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ।

কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্ ॥ ২৪

কথংতে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥ ২৫

রাজোবাচ ॥ ২৬

যৈ র্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ ॥ ২৭

তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৮

বৈশ্য কহিলেন ॥ ২০ ॥ আমি সমাধিনামা বৈশ্য; ধনিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; দুর্বৃত্তপুত্রভার্য্যা ও পুত্রবধূগণ ধনলোভে আমাকে দূরীকৃত করিয়াছে। পত্নী ও পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; এজন্য আমি ধনার্থ দুঃখী হইয়া বনে আসিয়াছি; আমার বন্ধু ও মাতুলাদি স্বজনগণও আমারে উপেক্ষা করিয়াছেন; আমি এখানে থাকিয়া পুত্র স্বজন ও পত্নী প্রভৃতির মঙ্গল বা অমঙ্গল সংবাদ জানিতে পারিতেছি না; গৃহে এক্ষণে তাহাদের মঙ্গল কি অমঙ্গল, আমার সেই পুত্রাদিরা ধর্ম্মপথে আছে কি অধর্ম্ম পথে আছে, আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ২১—২৫

রাজা কহিলেন ॥ ২৬ ॥ যে সকল লুব্ধ পুত্রদারাদি ধন হেতু তোমাকে দূরীকৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমার মন কি জন্য স্নেহবদ্ধ হইতেছে? ॥ ২৭।২৮

বৈশ্য উবাচ ॥ ২৯

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্ গতং বচঃ ॥ ৩০
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ।
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈ নিরাকৃতঃ ॥ ৩১
পতিস্বজনহার্দ্দিঞ্চ হার্দ্দি তেষেব মে মনঃ।
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে ॥ ৩২
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু।
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে ॥ ৩৩
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ৩৫

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ॥ ৩৬

বৈশ্য কহিলেন ॥ ২৯ ॥ আপনি মদ্‌বিষয়ক বাক্য যেরূপ বলিলেন তাহা ঠিক; কিন্তু কি করি, আমার মন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও মিত্রপ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আমায় দূরীভূত করিয়াছে, তাহাদেরই প্রতি আমার মন স্নেহানুরক্ত হইতেছে। হে মহামতে বন্ধুগণ অনিষ্টকারী হইলেও যে তাহাদের উপর চিত্ত প্রীতিশালী থাকে, ইহা কি তাহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। সেই পুত্রাদির জন্য আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চিত্ত-বৈকল্য জন্মিতেছে; আমাতে প্রীতিবিহীন সেই পুত্রাদিতে আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না; আমি করি কি? ॥ ৩০—৩৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে বিপ্র ক্রৌষ্টুকে, অনন্তর সমাধি নামক সেই বৈশ্য এবং রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ উভয়ে মিলিয়া সেই মুনির নিকট উপস্থিত

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ।
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্ ॥ ৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু র্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ৩৮

রাজোবাচ ॥ ৩৯

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥ ৪০
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ॥ ৪১
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম।
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ ॥ ৪২
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি।
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ ॥ ৪৩
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ॥ ৪৪

হইলেন। তাঁহারা উভয়ে সেই মুনির সহিত যথাযোগ্য যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়া এই কথা আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬—৩৮

রাজা কহিলেন ॥ ৩৯ ॥ ভগবন্, আমি আপনাকে একটি রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাকে উপদেশ করুন; চিত্ত বশীভূত করিতে না পারায়, আমার মনের যে দুঃখ হয়, ইহার কারণ কি? জানিয়াও অজ্ঞের ন্যায় আমার রাজ্যে ও নিখিল রাজ্যাঙ্গে যে মমত্ব বোধ হয়, ইহারই কারণ কি? এই বৈশ্যও পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, ভার্য্যা ও ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক দূরীকৃত এবং স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন; তথাপি তাহাদের প্রতি ইনি অতি স্নেহবান্। এইরূপে আমি এবং এই বৈশ্য উভয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি; আমরা বিষয়ের দোষ অনুভব

মমাস্তচ ভবতোষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৪৫

ঋষিরুবাচ ॥ ৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে ॥ ৪৭

বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে ॥ ৪৮

কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্ ॥ ৪৯

যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।

জ্ঞানঞ্চতন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ৫০

করিতেছি, তথাপি আমাদের মন মমত্বে আকৃষ্ট হইতেছে। হে মহাত্মন্ আমি এবং এই বৈশ্য উভয়েই জ্ঞানী; তথাপি যে আমাদের মোহ জন্মিতেছে, ইহার কারণ কি? এইরূপ মূর্খতা বিবেকান্ধ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে ॥ ৪০—৪৫

ঋষি কহিলেন।৪৬॥ সমুদায় প্রাণীরই ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আছে; (অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান নাই; ইহাতে যদি তাহার জ্ঞান, জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, তবে তোমরাও জ্ঞানী বটে); হে মহাভাগ, ইন্দ্রিয়ের বিষয় কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ বিভিন্নরূপে ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। কোন কোন জন্তু দিবাভাগে দেখিতে পায় না; সেইরূপ কোন কোন জন্তু রাত্রি কালে অন্ধ; কোন্ কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রি উভয় সময়েই দৃষ্টিশক্তিহীন; কোন্ কোন জীব দিবারাত্রি সমভাবে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। মনুষ্যগণ জ্ঞানী ইহা সত্য বটে, কিন্তু কেবল যে তাহারাই জ্ঞানী এমন নয়; যেহেতু পশুপক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি সকলেই জ্ঞান সম্পন্ন। সেই মৃগপক্ষিগণের স্বাভাবিক স্বজাতিগত জ্ঞান যেরূপ, তবাদৃশ

মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ।
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগান্ শাবচঞ্চুষু॥ ৫১
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি॥ ৫২
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ॥ ৫৩
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ॥ ৫৪
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা॥ ৫৫

মনুষ্যগণেরও যেরূপ মৃগপক্ষিগণেরও সেইরূপ; অন্য যে জ্ঞান অর্থাৎ যাহাকে প্রকৃত জ্ঞান কহে, তাহাও উভয়েরই সমান অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান সাধারণ মনুষ্যেরও নাই পশ্বাদি ইতর প্রাণীরও নাই। এই পক্ষিগণকে দেখ; সামান্য জ্ঞান সত্ত্বেও ইহার মমতা বশতঃ নিজে ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়াও শাবকচঞ্চুতে আহারদানে ব্যগ্র হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ এই মনুষ্যগণ প্রত্যুপকার প্রাপ্তি জন্য (উত্তরকালে সন্তানগণ আমাদের সেবা করিবে এই আশায়) লোভ বশতঃ পুত্রগণের প্রতি স্নেহশীল হইয়া থাকে, ইহা কি তুমি দেখিতে পাও না? তথাপি মনুষ্যগণ মহামায়া প্রভাবে বাসনারূপ আবর্ত্তবিশিষ্ট মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইয়া সংসারস্থিতির হেতু হইয়া থাকে। জগৎপালক পরমেশ্বরের যোগনিদ্রাস্বরূপ যে মহামায়া, তিনিই এই জগৎকে সম্যকরূপে মোহিত করিতেছেন; অতএব এই মোহবিষয়ে বিস্ময় বোধ করিও না। দেবী অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রকাশিকা ভগবতী

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৬
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী ॥ ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮
রাজোবাচ ॥ ৫৯
ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ॥ ৬০
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ।
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ॥ ৬১
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৬২

অর্থাৎ অচিন্ত্যমহিমা সেই মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে স্বীয় শক্তিবশে বিবেক হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। তিনি এই সমগ্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; [অথচ তিনি এই চরাচর জগৎ পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু রক্ষা করেন]; সেই বরদায়িনী, বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষীভূতা এই মহামায়া প্রসন্ন হইলেই মানবগণের মুক্তির হেতুভূতা হইয়া থাকেন? তিনি (মহামায়া তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা বিদ্যা ; অতএব তিনি মুক্তির কারণস্বরূপা এবং সনাতনী অর্থাৎ নিত্যা ; আবার তিনিই সংসাররূপ বন্ধনের হেতু ; তিনিই ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী ॥ ৪৭—৫৮

রাজা কহিলেন ॥ ৫৯ ॥ হে ভগবন্ হে দ্বিজ, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে? কিরূপে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন? তাঁহার কার্য্যই বা কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, সেই দেবী যেরূপ স্বভাববিশিষ্টা যেরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্টা এবং যাহা হইতে উৎপন্না তৎসমুদায় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৬০ । ৬১ । ৬২

ঋষিরুবাচ ॥ ৬৩

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৬৪
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা ॥ ৬৫
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে ॥ ৬৬
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ।
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৬৭
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৬৮
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনং।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ৬৯

ঋষি কহিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই দেবী নিত্যা অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমানা; এই জগতই তাঁহার মূর্ত্তি; তাঁহা হইতেই এই জগৎ বিস্তারিত হইয়াছে; তথাপি তাঁহার আবির্ভাব আমার নিকট নানারূপে শ্রবণ কর। তিনি যখন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য লোকে আবির্ভূ্তা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিত হন। প্রলয় কালে (ব্রহ্মার নিশাবসানে) সমুদায় জগন্মণ্ডল একার্ণবীকৃত হইলে অর্থাৎ কারণরূপ একমাত্র মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে যখন ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু অনন্তশয্যা অবলম্বন করিয়া যোগনিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমলজাত, ভয়ঙ্কর মধু ও কৈটভ নামক দুই বিখ্যাত অসুর [বিষ্ণুর নাভিকমলস্থ] ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভি-কমলস্থ সেই মহাতেজস্বী প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই উগ্রস্বভাব অসুরদ্বয়কে দর্শন করিয়া এবং জনার্দ্দনকে যোগনিদ্রাপন্ন দেখিয়া, হরির চৈতন্য সম্পা-

প্রবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াং।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্॥ ৭০
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥ ৭১

ব্রহ্মোবাচ॥ ৭২

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা॥ ৭৩
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥ ৭৪
ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ॥ ৭৫
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥ ৭৬

দনের জন্য একাগ্রচিত্তে হরিনেত্রে অবস্থিতা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ভগবতী অতুলনীয়া, বিষ্ণুরও নিদ্রাস্বরূপা সেই যোগনিদ্রার (মহামায়ার) স্তব করিতে লাগিলেন। [এতদ্দ্বারা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তি সূচিত হইল]॥ ৬৪—৭১

ব্রহ্মা কহিলেন॥ ৭২॥ হে নিত্যে অক্ষরে (-ব্রহ্মস্বরূপে) তুমি স্বাহা (দেবহবির্দানমন্ত্ররূপা) তুমি স্বধা (পিতৃলোকহবির্দানমন্ত্ররূপা) তুমি বষট্‌কার (ইন্দ্রহবির্দানমন্ত্ররূপা) এবং উদাত্তাদি স্বরূপা; তুমি অমৃতরূপিণী; তুমি মাত্রাত্মিকা (প্রণবরূপিণী), ত্রিধা (সত্ত্বরজস্তমোময়ী) হইয়া অবস্থান করিতেছ; যাহা অর্দ্ধমাত্রা (নির্গুণা) তাহাও তুমি; যাহা অনুচ্চার্য্যা (অব্যক্তরূপা) তাহাও তুমি; তুমিই প্রসিদ্ধা সন্ধ্যা, সাবিত্রী, হে দেবি তুমিই পরমা জননী অর্থাৎ আদি মাতা। হে দেবি, তুমি

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ॥ ৭৭
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ॥ ৭৮
কালরাত্রি র্মহারাত্রি র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা ॥ ৭৯

[ব্রাহ্মীরূপে] এই জগন্মণ্ডল সৃষ্টি করিতেছ, তুমি [বৈষ্ণবীরূপে] এই জগৎ পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই [রৌদ্রীরূপে] এই জগৎ ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ক্রমশঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন এই বিশ্বমণ্ডল তুমি একাকিনী হইয়াও ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী রৌদ্রীরূপ শক্তিদ্বারা ধারণ করিয়া আছ॥ হে সর্ব্বজ্ঞে সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিরূপা (আপনাকেই আপনি সৃষ্টি করিয়া থাক); পালনকালে তুমিই স্থিতিরূপা (আপনিই সৃষ্ট হইয়া আপনাকেই যতকাল প্রয়োজন, পালন করিয়া থাক); প্রলয়কালে তুমিই এই জগতের সংহাররূপিণী (আপনিই আপনাতে লয়প্রাপ্ত হও)॥ তুমি 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্যা মহাবিদ্যা; তুমি মহামায়া অর্থাৎ সর্ব্বমোহিনী, তুমি মহামেধা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞা, তুমি মহাস্মৃতি অর্থাৎ বেদবিদ্যা; তুমি মহামোহস্বরূপা, তুমি অতি প্রকাশরূপা মহাদেবশক্তি এবং তুমি মহাসুরী (আসুরীশক্তি)। হে দেবি, তুমি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ সর্ব্বভূতের কারণরূপা প্রকৃতি; অথচ তুমিই আবার ঐ গুণত্রয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধন করিয়া থাক। তুমিই জগতের প্রলয়সাধিকা রাত্রিরূপিণী; তুমিই মহারাত্রি অর্থাৎ ব্রহ্মারও প্রলয় তোমাতেই হইয়া থাকে; আর তুমিই মোহরাত্রি অর্থাৎ মহামায়া নামধারিণী

লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ॥ ৮০
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা।
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্য স্ত্বতিসুন্দরী ॥ ৮১
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে ॥ ৮২
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ ॥ ৮৩

সংসার সৃষ্টিকর্ত্রী। তুমি শ্রী (সম্পদ্‌রূপিণী লক্ষ্মী অথবা শ্রীং ইতি লক্ষ্মীবীজরূপা); তুমি সর্ব্বনিয়ন্ত্রী মহাদেবশক্তি অথবা কামবীজ-স্বরূপা, তুমি হ্রী অর্থাৎ কুকর্ম্ম গোপনেচ্ছা অথবা হ্রীং ইতি ভুবনেশী বীজরূপা, তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি; তুমি লজ্জা অর্থাৎ দুষ্কর্ম্ম-করণে অন্যে জানিতে পারিয়াছে বলিয়া মনঃকষ্ট; তুমি পুষ্টি (পোষণ), তুমি তুষ্টি (হর্ষ), তুমি শান্তি (ইন্দ্রিয় সংযম), এবং তুমিই ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা অর্থাৎ এই সকল মাতৃকারূপা ও তুমি খড়্গধারিণী, [একহস্তস্থিত মুণ্ডধারণে] শত্রুগণের ভয়দায়িনী, গদাবিশিষ্টা, চক্রহস্তা, শঙ্খধারিণী, চাপহস্তা এবং বাণ, ভুশুণ্ডী ও পরিঘ নামক অস্ত্রধারিণী। [এই শ্লোকে দেবীর দশভুজাত্ব সূচিত হইল]। তুমি ঐহিক সুখদাত্রী বলিয়া আহ্লাদরূপা, তুমি স্বর্গাদি সুখহেতুভূত বলিয়া ভক্তগণের অতি মনোহরা এবং বাক্যা-তীত পরমানন্দময়ী বলিয়া আহ্লাদক বস্তুগণেরও আহ্লাদরূপা; তুমি ব্রহ্মাদি ও ইন্দ্রাদিরও পরম নিয়ন্ত্রী; অতএব তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হে সর্ব্বস্বরূপে, যাহা কিছু বস্তু যে কোন স্থানে বা যে কোন কালে বর্ত্তমান আছে বা অতীত হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে হইবে, সে সমুদায়

সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ ॥ ৮৪
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা ॥ ৮৫
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ॥ ৮৬
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৮৭

ঋষিরুবাচ ॥ ৮৮

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। ৮৮
বিষ্ণোঃপ্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥ ৮৯

বস্তুর যে শক্তি তাহা যখন তুমিই, তখন তোমার আর স্তব কি করিব? যে তুমি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা বিষ্ণুকেই নিদ্রাপরবশ করিয়াছে, তাদৃশ তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ? জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা আমি এবং সংহারকর্ত্তা ঈশানকেও যখন তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছ, তখন তোমাকে স্তব করিতে কে শক্তিমান্ হইবে? জগন্মোহিনী সেই (অনির্ব্বচনীয়া) তুমি এই প্রকারে তোমার স্বকীয় অসাধারণ মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দ্বারা মৎকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে স্তুতা হইয়া এই মহাপরাক্রান্ত অসুর মধুকৈটভকে মোহিত কর; জগৎপতি অপ্রতিহত বলশালী বিষ্ণুর শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ কর এবং মহাসুরযুগলকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রবোধিত কর ॥ ৭৩—৮৭

ঋষি কহিলেন ॥ ৮৮ ॥ তৎকালে বিষ্ণু-নাভিকমলে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া সেই যোগনিদ্রারূপা দেবী বিষ্ণুর প্রবোধন জন্য এবং মধুকৈটভের

নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্য স্তথোরসঃ। ৯০
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ। ৯০
একার্ণবেঽহিশয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তৌ।
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ॥ ৯২
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ।
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ॥ ৯৩
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ।
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ॥ ৯৪
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥ ৯৫
শ্রীভগবানুবাচ॥ ৯৬
ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি॥ ৯৭

বিনাশ জন্য বিষ্ণুর চক্ষু মুখ নাসিকা বাহুদ্বয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া অব্যক্তজন্মা অর্থাৎ কারণরূপ বিষ্ণু হইতে জাত ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচরে অবস্থিত হইলেন [অর্থাৎ ব্রহ্মা যোগনিদ্রাভিভূত হইলেন]। জগৎপাতা জনার্দ্দন যোগনিদ্রা মুক্ত হইয়া একার্ণবে অনন্ত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং সেই দুরাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত, ক্রোধে আরক্তনেত্র এবং ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে অবলোকন করিলেন; তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অনন্তর জগদ্-ব্যাপক ভগবান্ হরি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পঞ্চসহস্র বৎসর তাহাদের সহিত বাহুযুদ্ধ করিলেন। অতি বলোন্মত্ত এবং মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত সেই অসুরদ্বয় ভগবান্কে কহিল, "আমাদের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর" ॥ ৮৯—৯৫

কি মন্তেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৯৮

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৯

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ ॥১০০

বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ।

(প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।)

আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ১০১

ঋষিরুবাচ ॥ ১০২

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।

কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩

এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।

প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামিতে ॥ ১০৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন ॥ ৯৬ ॥ যদি তোমরা আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাক তবে উভয়েই আমার বধ্য হও; এ যুদ্ধে অন্য বরের প্রয়োজন কি? ইহাই আমার অভিলষিত বর ॥ ৯৭। ৯৮

ঋষি কহিলেন ॥ ৯৯ ॥ এই প্রকারে মহামায়া মোহিত সেই অসুরদ্বয় তৎকালে সমুদায় জগৎ জলময় অবলোকন করিয়া ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষকে কহিল। (তোমার সহিত যুদ্ধে আমরা প্রীত হইয়াছি; তুমি আমাদের শ্লাঘ্য মৃত্যু অর্থাৎ তোমার হস্তে মৃত্যু আমরা শ্লাঘা মনে করি); যেখানে পৃথিবী জলে আবৃত নহে আমাদিগকে তথায় বধ কর ॥ ১০০। ১০১

ঋষি কহিলেন ॥ ১০২ ॥ শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া তাহাদের মস্তকদ্বয় স্বীয় উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১০৩

এই মহামায়া এইরূপে ব্রহ্মার স্তবে স্বয়ং (দেবকার্য্যসাধনার্থ বিষ্ণুর

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধুকৈটভ-বধো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শরীর হইতে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; এই দেবীর প্রভাব পুনরায় শ্রবণ কর; আমি তোমায় বলিতেছি॥ ১০৪

দ্বিতীয় স্তবক।

১

শ্রীচণ্ডী-প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্।

প্রাতঃস্মরামি শরদিন্দুকরোজ্জ্বলাভাং সদ্রত্নবন্মকরকুণ্ডল-হারভূষাম্।
দিব্যায়ুধোর্জ্জিতসুনীলসহস্রহস্তাং, রক্তোৎপলাভ-চরণাং ভবতীং পরেশাম্॥১
প্রাতর্নমামি মহিষাসুর-চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভাসুরপ্রমুখ-দৈত্যবিনাশদক্ষাম্
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনিমোহনশীল-লীলাং চণ্ডীং সমস্তসুরমূর্ত্তিমনেকরূপাম্॥ ২

যিনি শরৎকালীন্ চন্দ্রকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল আভাবিশিষ্টা, সৎরত্ন নির্ম্মিত মকর কুণ্ডল ও হারভূষণে বিভূষিতা এবং যাঁহার সুনীল সহস্র হস্ত, দিব্য আয়ুধসমূহ দ্বারা বলশালী, যাঁহার চরণদ্বয় রক্তোৎপলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং যিনি পরমেশ্বরী, তাহাকে প্রাতঃকালে চিন্তা করি। ১

যিনি মহিষাসুর, চণ্ড, মুণ্ড ও শুম্ভাসুর প্রমুখ অসুর বিনাশে পটু, যাঁহার লীলা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ও মুনিদিগকে মোহিত করিতে সমর্থ, যিনি সমস্ত সুরবৃন্দের মূর্ত্তিধারিণী বলিয়া অনেকরূপা সেই চণ্ডিকা দেবীকে আমি প্রাতঃকালে প্রণাম করি। ২

প্রাতর্ভজামি ভজতামভিলাষদাত্রীং ধাত্রীং সমস্ত জগতাং দুরিতাপহন্ত্রীম্।
সংসারবন্ধনবিমোচন হেতুভূতাং মায়াং পরাং সমধিগম্য পরস্য বিষ্ণোঃ॥ ৩
শ্লোকত্রয়মিদং দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ পঠেন্নরঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৪

২

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাং।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্তদনুসরণং ক্লেশহরণম॥ ১॥
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহেণালসতয়া।
বিধেয়াশক্যত্বাৎ তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূৎ॥

যিনি স্বীয় ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন, যিনি নিখিল জগতের পালনকর্ত্রী, যিনি সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট করেন, যিনি সংসার-বন্ধন বিমোচনের হেতুভূতা, যিনি জ্ঞানগম্য পরদেবতা বিষ্ণুর পরমামায়া, তাঁহাকে আমি প্রাতঃকালে ভজনা করি। ৩

যে মানব চণ্ডিকা দেবীর স্তুতি প্রকাশক এই শ্লোক পাঠ করে সে সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করতঃ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৪

১। মা আমি তোমার মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, স্তুতি কথাও জানি না; তোমার অর্চ্চনান্তে যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহাও আমি জানি না, তোমায় পাইলাম না বলিয়া বিলাপও আমার জানা নাই। কিন্তু মা আমি এই মাত্র জানি যে তোমার শরণ লইলে তুমি সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক।

তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥
শিশৌ নাসীদ্বাক্যং জননী তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরো বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ।
ইদানীঞ্চেন্তীতো মহিষ-গলঘণ্টা-ঘনরবাৎ
নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৩ ॥
হরিঃ শেতে শেষে ননু কমলজো নাভি কমলে
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্।
ভবাত্তীতেমাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা
নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৪ ॥

২। মা আমি শাস্ত্রবিধি জানি না। আমার অর্থ নাই, আমি নিরন্তর আলস্যের বশীভূত তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য তাহাও দুঃসাধ্য সুতরাং তোমার পূজায় উদাসীন। হে সকলজনোদ্ধারিণি! কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল ত্রুটী, সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। কেন না আমি তোমার কুপুত্র। জননি! কুসন্তান অনেক হইয়া থাকে সত্য কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥

৩। মা! শিশুকালে বাক্‌শক্তি না থাকায় তোমার মন্ত্র জপ করিতে পারি নাই, কিশোর কালে বিদ্যাশিক্ষায় এবং পরে বিষম বিষয় কার্য্যে মন আবদ্ধ হইয়াছিল; এখন এই শেষ দশায় যমের বাহন মহিষের গললগ্ন ঘন্টাধ্বনি ঘন ঘন শ্রবণে ভীত হইতেছি। সুতরাং হে গণেশ জননি! আর আমার অবলম্বন নাই। মা! আমি আর কার শরণ লইব?

৪। শ্রীহরি শেষ নাগের উপরে শুইয়া আছেন, ব্রহ্মা তাঁহার নাভি কমলে ধ্যান মগ্ন, মহাদেবও প্রতিদিন সমাধিতে মগ্ন। মা! সংসার ভীত

ন মে বাক্যং যুক্তং ন হি যদনুরক্তং জপবিধৌ
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধর-কন্যে মম মনঃ।
প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণ-রহিত-পুত্রেঽধিকদয়া
নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥
স্বয়ম্ভূস্তৎ পাদাম্বুজ কর্ত্তৈব জগতাং
অভূৎ কর্ত্তা ধর্ত্তা হরিরপি তথৈবাস্ত জগতঃ।
সদা ভঙ্গী শম্ভুঃ পদকমলমেতাদৃশমৃতে
নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৬ ॥
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।

ও নিরাশ্রয় আমি! তোমার যুগল চরণ কমল ব্যতীত আর কাহার শরণ লইব?

৫। আমার বাক্য তোমার স্তবের উপযুক্ত নহে, কারণ তোমার জপে ইহা অনুরক্ত নহে, হে ধরণিধরকন্যে! আমার মন পূজাতেও অনুরক্ত নহে, ধ্যানেও নহে। মা! প্রসন্ন হও! নির্গুণ পুত্রের প্রতিই জননীর দয়া অধিক দেখা যায়। আমি ত অবলম্বন শূন্য। লম্বোদর জননি! এখন আমি আর কার শরণাপন্ন হইব?

৬। ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্ম ভজন করেন বলিয়াই সৃষ্টির কর্ত্তা, বিষ্ণুও সেই জন্য জগতের পালন কর্ত্তা এবং শম্ভুও জগতের সংহার কর্ত্তা হইয়াছেন সেই জন্য। অতএব মা! তোমার এইরূপ মহিমান্বিত চরণ কমল ব্যতীত, নিরাশ্রয় আমি, আমি আর কাহার আশ্রয় লইব?

৭। মা এই পৃথিবীতে তোমার বহুপুত্র আছে তাহারা সকলেই সরল। তাহাদের মধ্যে আমি তোমার এক মাত্র তরল পুত্র। মা

মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৭
জগন্মাতর্মাত স্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৮
পরিত্যক্ত্বা দেবান্ বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীঞ্চেন্মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৯
শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটি কনকৈঃ।

সর্ব্বমঙ্গলে! আমাকে তোমার এরূপ ত্যাগ করা উচিত হয় না; কেন না, কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখনও নয়।

৮। হে জগন্মাতঃ! হে মাতঃ! আমি কখনও তোমার চরণসেবা করি নাই, তোমার জন্য অর্থ ব্যয়ও আমি করি নাই। তথাপি যে তুমি আমাকে এরূপ অনুপম স্নেহ কর, তাহাতে মনে হয় কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখনও নয়।

৯। আমি বিবিধ সংসারসেবায় ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া দেবসেবা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এইরূপে আমার পঞ্চাশীতি (৮৫) বৎসরের অধিক বয়স ব্যয়িত হইয়াছে। এখনও যদি মা! তোমার কৃপা না পাই, তবে হে লম্বোদর জননি, আমি অবলম্বন শূন্য হইলাম, আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব?

তবার্পর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং—
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ১০

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণি-গ্রহণ-পরিপাটীফলমিদম্ ॥ ১১

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ১২

১০। মা, জপকালে কে তোমার ধ্যানের স্বরূপ মূর্ত্তি জানিতে পায়? অপর্ণে! তোমার মন্ত্রের বর্ণমাত্র মানবের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তাহার এই ফল হয় যে, যে শ্বপাক (ব্যাধ) নিতান্ত নিরক্ষর, সেও মধুর ভাষায় বক্তৃতার অধিকারী হয়; আর রঙ্ক (দরিদ্র) নিশ্চিন্ত মনে চিরকাল কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া সুখে বিহার করে।

১১। যে পশুপতি অঙ্গে চিতাভস্ম মাখিতেন, গরল পান করিতেন, দিক্ ভিন্ন অন্য বসন যাঁহার ছিল না, যিনি জটাধারী, সর্পহার ভিন্ন যাঁহার মণিমুক্তার হার ছিল না, নরকপাল যাঁহার হস্তে, ভূতের ঈশ্বর যিনি, আজ তিনিও যে জগতের এক মাত্র ঈশ্বর হইয়াছেন, মা ভবানি! সে কেবল মা তোমারই পাণিগ্রহণের ফল।

১২। মা, মোক্ষ বা ধনের আশা আমার নাই, শশিমুখি! জ্ঞান বা সুখও আমি আর চাহি না, অতএব জননি! আমি তোমার নিকট

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্নকৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব ॥ ১৩

আপৎসুমগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১৪

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তিচেন্ময়ি।
অপরাধপরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১৫

প্রার্থনা করিতেছি, "মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানী" এই নাম জপ করিতে করিতে যেন আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়।

১৩। মা! আমি বিধিমত বিবিধ উপচারে তোমার আরাধনা করি নাই, প্রত্যুত রুক্ষ চিন্তা ও রুক্ষ বাক্য দ্বারা আমি কত অপরাধই না করিয়াছি। শ্যামে! তাই আমি আজ অনাথ, এখন তুমি যদি নিজ স্নেহ-গুণে আমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও কৃপা কর তাহাতে কেবল মা তোমারই উচিত করা হয়।

১৪। হে করুণার্ণবেশি! দুর্গে! মা আমি আজ বিপদ্ সাগরে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি, ইহা আমার শঠতা বলিয়া মনে করিও না। কেন না সন্তান ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইলেই জননীকে স্মরণ করে।

১৫। জগদম্বে! আমার প্রতি যদি তোমার সম্পূর্ণ কৃপাই থাকে, তাহা থাকিতেও পারে; ইহাতে আর বিচিত্র কি? কারণ সন্তান পাপ করিয়া পাপ রাশিতে ডুবিয়া পড়িলেও মা তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করেন না।

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি, পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥ ১৬
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীদেব্যপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রং সমাপ্তম্।

৩

ভবান্যষ্টকম্। (শঙ্করাচার্যঃ)।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্নদাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥১॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গঃ কুরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥ ২ ॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৩ ॥

১৬। মা, আমার মত পাতকী আর নাই আর তোমার মত পাপ-নাশিনীও নাই। ইহা বুঝিয়া মহাদেবি! তোমার যেরূপ যোগ্য হয় তুমি তাহাই কর।

১। পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, কন্যা, ভরণপোষণ কর্ত্তা, ভৃত্য, স্বামী, স্ত্রী, বিদ্যা ও জীবিকাবৃত্তি প্রভৃতি সকলই অসার হে ভবানি! অন্তকালে গতি বিধান করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থা।

২। লোভে প্রমত্ত হওয়ায় অসৎপথে গমন করতঃ কুকর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া মহাদুঃখদায়ক অপার সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি। মা ভবানি! তুমিই আমার গতি।

৩। আমি দান ধ্যান, যোগ, তন্ত্র, স্তব, পূজা, ন্যাস প্রভৃতি কিছুই জানি না মা ভবানি! তুমিই আমার গতি।

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ! গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥৪॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥৫॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে! গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥৬॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে! সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥৭॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি! ॥৮॥

৪। হে জননি! পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি, লয়, ভক্তি, ব্রতও জানি না মা! আমার একমাত্র গতি তুমিই।

৫। কুসঙ্গে লীন হওয়াতে আমার মতি কুকর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া আমাকে কুলাচার হইতে পরিচ্যুত করিয়াছে এজন্য আমি কুদৃষ্টিতে রত হইয়া সর্ব্বদা কুৎসিত বাক্য বলিতেছি; মা তুমিই আমার গতি।

৬। হে শরণ্যে! আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র. চন্দ্র, ভাস্কর প্রভৃতি দেবগণকে ও জানি না, মা তুমিই আমার একমাত্র গতি।

৭। বিবাদে, বিষাদে, আপদে, বিদেশে, জলে, অগ্নিমধ্যে, পর্ব্বতে, শত্রুদিগের মধ্যে ও বন মাঝারে, হে শরণ্যে তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর, মা তুমিই আমার একমাত্র গতি।

৮। হে ভবানি! আমি আশ্রয়হীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, ক্ষীণ-দেহ এবং জড়মুকবৎ হইয়া গিয়াছি। মা! বিপদে পতিত হইয়া জানিতে পারিতেছি আমার একমাত্র গতিদায়িনী তুমিই।

তৃতীয় স্তবক।

১

শ্রীদুর্গা ধ্যান।

জটাজূট-সমাযুক্তা-মৰ্দ্ধেন্দু-কৃতশেখরাং।
লোচন-ত্রয়-সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্ ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারু-দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীম্ ॥
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমূর্দ্ধতঃ ॥

তুমি জটাকলাপসংযুক্তা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র তাহাতে তোমার শিরোভাগ বড়ই সুশোভিত, তোমার তিন চক্ষু, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ, অত পুষ্পের ন্যায় তোমার বর্ণ, তোমার গঠন অতি সুন্দর, তোমার চক্ষু অতি মনোহর, তুমি নবযৌবনসম্পন্না, যেখানে যা সাজে সেইঅলঙ্কার তুমি পরিয়াছ, তোমার দশনপংক্তি অতি সুন্দর, সেইরূপ সুন্দর স্থূল ও উন্নত পয়োধর তোমার, তুমি ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়াছ, তুমি মহিষাসুরমর্দ্দন করিতেছ, মৃণালের ন্যায় দীর্ঘ, কোমলস্পর্শ, দশবাহু বিশিষ্টা তুমি; তোমার দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল এবং ক্রমশঃ খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, এবং শক্তি

ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বৎ দ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং ॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত-বিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটী-কুটিলাননং।
সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধির-বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বাম-মঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ-মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥

দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে ; আর খেটক, বৃহৎধনু. নাগপাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, বা পরশু তোমার বামদিকের পাঁচ হস্তে ঊর্দ্ধ হইতে ক্রমশঃ নিম্নে আসিয়াছে। অধোদেশে বিচ্ছিন্ন মস্তক মহিষ দেখা যাইতেছে। ঐ মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়ায় তথা হইতে সেইরূপ ভীষণ খড়্গহস্ত এক দানব উঠিয়াছে। তুমি তাহার হৃদয়কে শূলে বিদ্ধ করিয়াছ এবং সে নির্গত দন্ত দ্বারা ভূষিত; তাহাও ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ভয়ানক। মা দুর্গা! তুমি নাগপাশ যুক্ত বামহস্ত দ্বারা তাহার কেশ ধরিয়া আছ। ঐ দেখ দেবীর সিংহ প্রচুরপরিমাণে দৈত্যরক্ত পান করায় সিংহের মুখ হইতে রুধির বাহির হইতেছে। দেবীর দক্ষিণপাদ সিংহের উপর সমভাবে অবস্থিত, তাঁহার বাম পাদের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাবে মহিষাসুরের স্কন্ধের উপর স্থাপিত।

আভিঃ শক্তিভি-রষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাম্॥

গায়ত্রী মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥
হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

প্রণাম সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

২

দুর্গাগীতা।

নানাতন্ত্রমতং দেবি নানাযন্ত্রং প্রকাশিতং।
ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞাতুং কঃ সমর্থো মহীতলে॥ ১
নানামার্গে প্রধাবন্তি পশবো হতবুদ্ধয়ঃ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যান্তি রসাতলে॥ ২
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি পথ্যং বচ্মি পুনঃ পুনঃ।
ন ভুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা দুর্গানিষেবণাৎ॥ ৩

পার্ব্বত্যুবাচ।

গোলকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্স্বরূপিণী॥ ৪

মার এইরূপ দেবগণ স্তব করিতেছেন এই ভাবে ধ্যান করিবে। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তি দ্বারা তুমি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ দায়িনী জগৎ জননীকে এইরূপে ধ্যান করিবে।

মা! সমস্ত মঙ্গলকর পদার্থেরও মঙ্গলকারিণি! মঙ্গলময়ি! সর্ব্ব শুভকামনা সিদ্ধিদায়িনি! শরণাগতবৎসলে ত্রিনয়নে! হে গৌরাঙ্গি! হে নারায়ণি! হে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণি! তোমাকে প্রণাম করি।

কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে॥ ৫
গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মানাং।
যোগমধ্যে পুষাহঞ্চ পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা॥ ৬
পত্রে মালুর পত্রঞ্চ পীঠে যোনিস্বরূপিণী।
হরিহরাত্মিকা বিপ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্চ্চিতা॥ ৭
বিশেষানুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়া শঙ্কর প্রভো।
যত্র কুত্র স্থলে নাথ শক্তিস্তিষ্ঠতি শঙ্কর।
তত্রৈবাহং মহাদেব নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৮
শক্তিমার্গং পরিত্যজ্য যোঽন্যমার্গে হি ধাবতি।
করস্থং স মণিং ত্যক্ত্বা ভূতিভারং প্রধাবতি॥ ৯

৩

দুর্গাকবচম্।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ২
ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয়॥ ৩
উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী॥ ৪
সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা॥ ৫

অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহূ বজ্রধারিণী।
কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্॥ ৬
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।
কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবূরূ বিন্ধ্যবাসিনী॥ ৭
মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী।
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে।
রক্ষ মাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ৮
ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যা-ফলপ্রদং।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ॥ ৯
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ।
ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে॥ ১০
রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥ ১১
ইতি শ্রীকুব্জিকাতন্ত্রে শ্রীদুর্গাকবচং সমাপ্তম্॥

৪

দুর্গাস্তোত্রং।

সঞ্জয় উবাচ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতং।
অর্জ্জুনস্য হিতার্থায় কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—কৃষ্ণ যুদ্ধোদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে বাসুদেবেন ধীমতা।
অবতীর্য্য রথাৎ পার্থঃ স্তোত্রমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩

অর্জ্জুন উবাচ।

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে॥ ৪
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তুতে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥ ৫
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণভূষিতে ॥ ৬

হিতের জন্য কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি শত্রু পরাজয়ের নিমিত্ত শুচি হইয়া এবং সংগ্রামাভিমুখী হইয়া দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন কর ॥ ১-২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিলে, পার্থ রথ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩

হে আর্য্যে! হে সিদ্ধসেনানি! তুমি মন্দরাচলবাসিনী, তুমি কুমারী, তুমি কালী, তুমি কাপালী, তুমি কপিলা, ও তুমি কৃষ্ণপিঙ্গলা; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

হে ভদ্রকালি! তোমাকে প্রণাম, হে মহাকালি! তোমাকে প্রণাম। হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! তোমাকে নমস্কার ॥৫

হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে! হে জয়ে! তুমি ময়ূরপুচ্ছ মস্তকে ধারণ করিয়াছ এবং নানাভরণে বিভূষিতা; তুমি

অট্টশূলপ্রহরণে খড়্গ-খেটকধারিণি
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে ॥ ৭
মহিষাসৃক্ প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি।
অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে॥ ৮
উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি।
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তুতে ॥ ৯
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি।
জম্বু-কটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥ ১০
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তার-বাসিনি॥ ১১

অট্টশূল, খড়্গ ও খেটকধারিণী, তুমি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তুমি নন্দগোপকুলসম্ভূতা। তুমি সর্ব্বদা মহিষরক্তপ্রিয়া, তুমি কৌশিকী, তুমি পীতবাসিনী, তুমি অট্টহাসিনী, তুমি চক্রবৎ বৃত্তমুখী ও তুমি রণপ্রিয়া, তোমাকে নমস্কার ॥ ৬-৮

হে উমে! হে শাকম্ভরি! হে মহেশ্বররূপে শ্বেতে! হে কৃষ্ণে! তুমি মধুকৈটভনাশিনী, তুমি পীতনেত্রা বিবিধ মনুষ্যরূপে বিরূপাক্ষী ও মার্জ্জারাদি-রূপে সুধূম্রাক্ষী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৯

হে বেদশ্রুতি মহাপুণ্য স্বরূপিণি। হে ব্রহ্মণ্য দেবি! হে অতীতজ্ঞে! জম্বুদ্বীপ রাজধানী ও দেবালয় তোমার নিত্য সন্নিহিত স্থান। তুমি বিদ্যাসকলের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং শরীরীদিগের মধ্যে মহানিদ্রা (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা মুক্তি) তুমি কার্ত্তিকেয় জননী, ভগবতী, দুর্গা ও

স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে॥ ১২
স্তুতাঽসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎ প্রসাদাদ্রণাজিরে॥ ১৩
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্॥ ১৪
ত্বং জম্ভিনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা॥ ১৫
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তি-শ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যো বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ॥ ১৬

কান্তারবাসিনী, তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্তরূপিণী উক্ত হইতেছে। হে মহাদেবি! আমি বিশুদ্ধচিত্তে তোমাকে স্তব করিতেছি; তোমার প্রসাদে যুদ্ধাঙ্গনে আমার নিত্য জয় হউক॥ ১০—১৩

কান্তারে, ভয়স্থলে, দুর্গে, ভক্তদিগের আলয়ে ও পাতালে তুমি সর্ব্বদা বাস করিয়া থাক এবং যুদ্ধে দানবগণকে পরাজিত কর॥ ১৪

তুমি জম্ভিনী (তন্দ্রা), মোহিনী (নিদ্রা), মায়া (অদ্ভুতদর্শন) তুমি হ্রী (লজ্জা নামিকা চিত্তবৃত্তি—ইহাতে কামাদি বৃত্তির কথাও রহিল) শ্রী, তুমি সন্ধ্যা, প্রভাবতী ও সাবিত্রী জননী। তুমি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি ও চন্দ্রসূর্য্যবর্দ্ধিনী (অত্যন্ত কান্তিমতী) এবং তুমি ভূতিমানদিগের গৃহে সম্পৎস্বরূপা এবং সিদ্ধচারণগণের তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানগম্যা হইয়া থাক॥ ১৫-১৬।

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পার্থস্য বিজ্ঞায় ভক্তিং মানববৎসলা।
অন্তরিক্ষ-গতোবাচ গোবিন্দস্যাগ্রতঃ স্থিতা ॥ ১৭

দেব্যুবাচ।

স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।
নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণ সহায়বান্॥ ১৮
অজেয়স্ত্বং রণেঽরীণামপি বজ্রভৃতঃ স্বয়ং।
ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥ ১৯
লব্ধা বরস্তু কৌন্তেয়ো মেনে বিজয়মাত্মনঃ।
আরুরোহ ততঃ পার্থো রথং পরমসম্মতম্।
কৃষ্ণার্জ্জুনাবেকরথৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥২০
য ইদং পঠতে স্তোত্রং কল্য উত্থায় মানবঃ।
যক্ষ রক্ষ পিশাচেভ্যো ন ভয়ং বিদ্যতে সদা ॥২১

সঞ্জয় বলিলেন,—অনন্তর মানববৎসলা দুর্গা অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোবিন্দের অগ্রে অবস্থিতা হইয়া বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ নর! নারায়ণ তোমার সহায়, তুমি রণে শত্রুগণের অজেয়, তোমাকে বজ্রধারী স্বয়ং ইন্দ্রও জয় করিতে অসমর্থ। বরদাত্রী দেবী অর্জ্জুনকে এই প্রকার বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৭-১৯

কুন্তি-তনয় অর্জ্জুন বরপ্রাপ্ত হইয়া মনে মনে আত্মবিজয় বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে রথে অবস্থিত সেইরথে আরোহণ করিলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একরথে অবস্থিত হইয়া দিব্যশঙ্খধ্বনি করিলেন। যে মানব প্রত্যূষে উত্থিত হইয়া এই স্তোত্রপাঠ করে, তাহার কদাচ যক্ষ, রাক্ষস ও

ন চাপি রিপবস্তেভ্যঃ সর্পাদ্যা যে চ দংষ্ট্রিণঃ।
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য সদা রাজকুলাদপি ॥২২
বিবাদে জয়মাপ্নোতি বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
দুর্গন্তরতি চাবশ্যং তথা চৌরৈর্ব্বিমুচ্যতে ॥২৩
সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি লক্ষ্মীং প্রাপ্নোতি নিশ্চলাং।
আরোগ্য বলসম্পন্নো জীবেৎবর্ষশতংতথা ॥২৪

ইতি শ্রীদুর্গা স্তোত্রম্।

৫

ভগবতীপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্রম্।

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দসুতে
গিরিবরবিন্ধ্যশিরোঽধিনিবাসিনি বিষ্ণুবিলাসিনি জিষ্ণুসুতে।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ১
সুরবরবর্ষিণি দুর্দ্ধরধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবনপোষিণি শঙ্করতোষিণি কল্মষমোষিণি ঘোষরতে।
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতনাশিণি দুর্ম্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ২

পিশাচ হইতে ভয় থাকে না এবং তাহার শত্রু ভয়ও থাকে না, এবং দংষ্ট্রী ও সর্পাদি হিংস্রজীব হইতে ও রাজকুল হইতে তাহার ভয় থাকে না। সে ব্যক্তি অবশ্যই বিবাদে জয়লাভ করে, বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। দুর্গ হইতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হয়, চোর ভয় তাহার থাকে না; সংগ্রামে নিশ্চলা লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এবং সে আরোগ্য ও বলশালী হইয়া শত-বর্ষ জীবিত থাকে ॥ ২০—২৪

অয়ি জগদম্ব মদম্ব কদম্ববনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণিতুঙ্গহিমালয়শৃঙ্গনিজালয়মধ্যগতে।
মধুমধুরে মধুকৈটভ-গঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ৩
অয়ি শতখণ্ডবিখণ্ডিত-রুণ্ডবিতুণ্ডিত-শুণ্ডগজাধিপতে
রিপুগজগণ্ডবিদারণ-চণ্ডপরাক্রম-শুণ্ডমৃগাধিপতে।
নিজভুজদণ্ডনিপাতিতচণ্ডবিপাতিতমুণ্ডভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ৪
অয়ি রণদুর্ম্মদশত্রুবধোদিতদুর্দ্ধরনির্জ্জরশক্তিভৃতে
চতুরবিচারধুরীণমহাশিবদূতকৃতপ্রমথাধিপতে।
দুরিতদুরীহদুরাশয়দুর্ম্মতিদানব-দূতকৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ৫
অয়ি শরণাগতবৈরিবধূবরবৈরিবরাভয়দায়করে
ত্রিভুবনমস্তকশূলবিরোধিশিরোধিকৃতামলশূলকরে।
দুমিদুমিতামরদুন্দুভিনাদমহোমুখরীকৃততিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ৬
অয়ি নিজহুঙ্কৃতিমাত্রনিরাকৃতধূম্রবিলোচনধূম্রশতে
সমরবিশোষিতশোণিতবীজসমুদ্ভবশোণিতবীজলতে।
শিবশিবশুম্ভনিশুম্ভমহাহবতর্পিতভূতপিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ৭
ধনুরনুসঙ্গরণক্ষণসঙ্গপরিস্ফুরদঙ্গনটৎকটকে
কণকপিশঙ্গপৃষৎকনিষঙ্গরসদ্ভটশৃঙ্গহতাবটুকে।
কৃতচতুরঙ্গ বলক্ষিতিরঙ্গঘটদ্বহুরঙ্গরটদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ৮

সুরললনা-তত-থেয়িতথেয়িতথাভিনয়োত্তরনৃত্যরতে
থিথিকটথিক্কটথিকটথিমিধ্বনিধীরমৃদঙ্গনিনাদরতে।
তুরগমুখেরিত-মান-সমন্বিত-মানসমোহন-গীতরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ৯
জয় জয় জপ্য জয়েজয়শব্দপরস্তুতিতৎপরবিশ্বনুতে
ঝণঝণঝিঞ্জিমিঝিঙ্কৃতনূপুরসিঞ্জিতমোহিতভূতপতে।
নটিতনটার্দ্ধনটীনটনায়কনাটিতনাট্যসুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ১০
অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহরকান্তিযুতে
শ্রিতরজনীরজনীরজনীরজনীরজনীকরবক্ত্রবৃতে।
সুনয়নবিভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ১১
সহিতমহাহবমল্লমতল্লিকবল্লিতরল্লকমল্লরতে
বিরচিতবল্লিকপল্লিকমল্লিকঝিল্লিকভিল্লকবর্গবৃতে।
সিতকৃতফুল্লসমুল্লসিতারুণতল্লজপল্লবসল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ১২
অবিরলগণ্ডগলন্মদমেদুরমত্তমতঙ্গজরাজগতে
ত্রিভুবনভূষণভূতকলানিধিরূপপয়োনিধিরাজসুতে।
অয়ি সুখদে জনলালস-মানস-মোহন-মন্মথ-রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ১৩
কমলদলামলকোমলকান্তিকলাকলিতামলভাললতে
সকলবিলাসকলানিলয়ক্রমকেলিচলৎকলহংসকুলে।
অলিকুলসংকুলকুবলয়মণ্ডলমৌলিমিলদ্বকুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ১৪

করমুরলীরববীজিতকূজিতলজ্জিতকোকিলমঞ্জুমতে
মিলিতপুলিন্দমনোহরগুঞ্জিতরঞ্জিতশৈলনিকুঞ্জগতে।
নিজগুণভূতমহাশবরাগণসদ্গণসম্ভৃতকেলিলতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ১৫
কটিতটপীতদুকূলবিচিত্রময়ূখতিরস্কৃতচন্দ্ররুচে
প্রণতসুরাসুরমৌলিমণিস্ফুরদংশুলসন্নখচন্দ্ররুচে।
জিতকনকাচলমৌলিপদোর্জ্জিতনির্ঝরকুঞ্জরকুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ১৬
বিজিতসহস্রকরৈকসহস্রকরৈকসহস্রকরৈকনুতে
কৃতসুরতারকসঙ্গরতারকসঙ্গরতারকসূনুসুতে।
সুরথসমাধিসমানসমাধিসমাধিসমাধিসুজাতরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ১৭
পদকমলঙ্করুণানিলয়ে বরিবস্যতি যোঽনুদিনং স শিবে
অয়ি স কথং কমলে কমলে কমলানিলয়ঃ কমলানিলয়ে।
তব পদমেব পরম্পদমেবমনুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ১৮
কনকলসৎকলসিন্ধুজলৈরনুসিঞ্চিনু তে গুণরঙ্গভুবং
ভজতি স কিং ন শচীকুচকুম্ভতটীপরিরম্ভসুখানুভবম্।
তব চরণং শরণং করবানি নতামরবাণিনিবাসি শিবং
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ১৯
তব বিমলেন্দুমিবেন্দুকলং বদনেন্দুমলং ননু কূলয়তে
কিমু পুর হূতপুরীন্দুমুখীসুমুখীভিরসৌ বিমুখীক্রিয়তে।
মম তু মতং শিবনামধনে ভবতীকৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে ॥ ২০

অয়ি ময়ি দীনদয়ালুময়াকৃপয়ৈব ত্বয়া ভবিতব্যমুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি যয়াসি তথা নু মিতাসি রতে।
যদুচিতমত্র ভবত্যুররীকুরুতাদুরুতাপ-মপাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥ ২১

৬

শ্রীলক্ষ্মী।

ধ্যান পাশাক্ষ মালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাং
রৌক্স পদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

গায়ত্রী মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ায়ৈ ধীমহি
তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ॥ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈনমঃ॥

অঞ্জলি নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ।

লক্ষ্মীকে ধ্যান করিবে দক্ষিণে পাশ অস্ত্র ও অক্ষমালা (জপমালা) বামে পদ্ম ও অঙ্কুশ; পদ্মাসনে উপবিষ্টা; ত্রিলোকের মাতা, গৌরাঙ্গী, সুরূপা, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা; বামকরে স্বর্ণপদ্ম এবং দক্ষিণকরে বর। লক্ষ্মী দ্বিভূজা।

মা! হরিপ্রিয়ে! তোমাকে আমি প্রণাম করি। তুমি সমস্ত প্রাণীকে বর দিয়া থাক। যাহারা তোমার শরণাপন্ন হয় তাহাদের যে গতি তোমার পূজার ফলে আমার যেন সেই গতি হয়।

প্রণাম বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি! মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে।

৭

লক্ষ্মীর দ্বাদশ নাম।

ঈশ্বর উবাচ।

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্প-দীচ শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

মা! পদ্মধারিণি! পদ্মবাসিনি! তুমি বিশ্বরূপধারী মহাবিষ্ণুর ভার্য্যা। তুমি লোককে শুভ প্রদান কর। মা! তুমি আমাকে সকল দুঃখ হইতে ত্রাণ কর। মহালক্ষ্মি! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

ঈশ্বর বলিতে লাগিলেন হে দেবি কমলে তুমি ত্রৈলোকা পূজিতা, তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি যেমন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদা স্থিরভাবে আছ সেইরূপ আমাতেও স্থিরা হও। ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, কলা, ভূতি হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ, ঈ, শ্রী, পদ্মধারিণী লক্ষ্মীর এই দ্বাদশ নাম যিনি লক্ষ্মী পূজা করিয়া পাঠ করেন তাঁহার গৃহে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে লক্ষ্মী স্থিরভাবে বাস করেন।

৮

শ্রীদেবকৃত লক্ষ্মীস্তোত্রম্।

শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈনমঃ।

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে ॥ ১ ॥
উপমে সর্ব্ব-সাধ্বীনাং দেবীনাং দেব-পূজিতে।
ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মৃততুল্যঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ২ ॥
সর্ব্বসম্পৎ-স্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী।
রাসেশ্বর্য্যাধিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৩ ॥
কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধু-কন্যকা।
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীস্ত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে ॥ ৪
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্দেবদেবী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বঞ্চ বৃন্দাবনবনেঽবনৌ ॥ ৬ ॥

মা ভগবতি! তুমি ক্ষমাশীলা, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপিণী; তোমাতে ক্রোধাদি দোষ নাই। মা! তুমি ক্ষমা কর। সমস্ত সাধ্বী-দেবী-জনের তুমিই উপমা স্বরূপিণী। সমস্ত দেবতা তোমাকে পূজা করেন। তুমি ভিন্ন এই জগৎ মৃতবৎ, নিষ্ফল, তুমিই সমস্ত সম্পত্তি স্বরূপিণী; সবার সবই তুমি; তুমি রাসের অধীশ্বরী; সমস্ত স্ত্রীলোক তোমারই অংশ। কৈলাসে তুমি পার্ব্বতী, ক্ষীরোদ সাগরে তুমি সিন্ধুকন্যা, তুমি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী এবং ভূতলে মর্ত্ত্যলক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠে তুমি মহালক্ষ্মী, তুমি দেবদেবী সরস্বতী। তুমি গঙ্গা, তুমি তুলসী, তুমি ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী।

কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডীরে চন্দ্রা চন্দনকাননে।
বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গেচ সুন্দরী ॥ ৭ ॥
পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকীবনে ॥ ৮ ॥
কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ।
রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে গৃহে ॥ ৯ ॥
ইতি লক্ষ্মীস্তবং পুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতং শুভং।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স বৈ সর্ব্বং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বমঙ্গলদং স্তোত্রং শোকসন্তাপনাশনম্।
হর্ষানন্দকরং শশ্বৎ ধর্ম্মমোক্ষসুহৃৎপ্রদম্ ॥ ১১ ॥

৯

বেদে সরস্বতী।

নীহার-হারঘনসার-সুধাকরাভাং
কল্যাণদাং কনক চম্পকদামভূষাম্।

তুমি গোলোকে কৃষ্ণের প্রাণময়ী স্বয়ং রাধিকা। পৃথিবীতে বৃন্দাবনের বনে তুমি রাসকালে রাসেশ্বরী। ভাণ্ডীর বনে তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া; চন্দন-কাননে তুমি চন্দ্রাবলী। চম্পকবনে তুমি বিরজা, শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে তুমি সুন্দরী। পদ্মবনে পদ্মাবতী তুমি, মালতীবনে তুমি মালতী, কুন্দবনে কুন্দদন্তী, কেতকীবনে সুশীলা। দেবি! তুমি কদম্ব কাননে কদম্বমালা। তুমি রাজার গৃহে রাজলক্ষ্মী এবং গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মী। সমস্ত দেবতাকৃত এই পবিত্র লক্ষ্মী স্তব যিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া পাঠ করেন তিনি নিশ্চয়ই সমস্তই লাভ করেন। সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ শোক-সন্তাপ-নাশক, হর্ষানন্দকর এবং নিত্য ধর্ম্ম মোক্ষ সুহৃদপ্রদ এই স্তোত্র।

উত্তুঙ্গপীন কুচকুম্ভমনোহরাঙ্গীং
বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূত্যৈ॥
চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজ বন হংসবধূর্ম্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥১
নমস্তে শারদে দেবি! কাশ্মীর-পুরবাসিনি।
তামহং প্রার্থয়ে নিত্যং বিদ্যাদানং চ দেহি মে॥২
অক্ষসূত্রাঙ্কুশধরা পাশ-পুস্তকধারিণী।
মুক্তাহার সমাযুক্তা বাচি তিষ্ঠতু মে সদা॥৩

মা! এই তোমার স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ। আহা! কি সুন্দর তোমার রূপ! এরূপের বুঝি বর্ণনা হয় না।

নীহার, মুক্তারহার, ঘনসার কর্পূর, আর সুধাসার চন্দ্রের ধবলতা তোমার অঙ্গকান্তি। আর ঐ হস্ত! কল্যাণদায়িনি—কল্যাণ দিবার জন্যই তুমি বরদণ্ডমণ্ডিত-করা। মা! সুবর্ণময় চম্পকমাল্যে তোমার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে। উত্তুঙ্গ পীন কুচকুম্ভ-মনোহরাঙ্গি! মা বাণি! মন বাক্য ও বিভূতি দ্বারা আমি তোমাকে প্রণাম করি।

মা! তুমি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখরূপ কমলবনের হংসবধূস্বরূপিণী। মা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতি! আমার মানস সরোবরে একবার আসিয়া বিহার কর।

হে কাশ্মীরপুরবাসিনি! হে দেবি! শারদে! তোমাকে প্রণাম। মা! তোমার নিকট নিত্য এই প্রার্থনা করি যে তুমি আমাকে বিদ্যা দাও, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান কর।

মা তুমি অক্ষসূত্র, অঙ্কুশ আর পাশ ও পুস্তক হস্তে ধারণ করিয়া আছ। তোমার গলদেশে মুক্তার হার। মা! তুমি সর্ব্বদা আমার বাক্যে অধিষ্ঠান কর।

कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्व्वाभरणभूषिता।
महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् ॥४
या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा।
भक्त-जिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी ॥५
नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृत कुन्तलाम्।
भवानीं भवसन्ताप-निर्व्वापण-सुधानदीम् ॥६
यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्तिं च वाञ्छति।
सोऽभ्यर्च्यैना दशश्लोक्या नित्यं स्तौति सरस्वतीम् ॥৭

মা! শঙ্খের মত ত্রিরেখাযুক্ত ঐ কণ্ঠ, সুন্দর আরক্ত ঐ ওষ্ঠ। মা! সর্ব্বাভরণে ভূষিত ঐ মূর্ত্তি কতই সুন্দর হইয়া চক্ষে ঝলসিতেছে। দেবি! মহাসরস্বতি! তুমি আমার জিহ্বাগ্রে সন্নিবিষ্ট হও।

বাগ্‌দেবী তুমি। তুমি শ্রদ্ধা, ধারণা ও মেধাস্বরূপিণী। তুমি ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রহ্মাণী। তুমি ভক্তজনের জিহ্বাগ্রবাসিনী। তুমিই শম দমাদি গুণ প্রদান করিয়া থাক নতুবা মানুষে ঐ সমস্ত গুণ কোথায় পাইবে?

মা! আমি তোমাকে প্রণাম করি। আহা! কি সুন্দর চন্দ্রলেখা-লঙ্কৃত ঐ অলকমালা—ঐ চূর্ণকুন্তলরাজি। মা তুমি ভবরাণী। মা তুমি ভবসন্তাপ নির্ব্বাপণের সুধানদী।

যদি কেহ মায়ের ভাবভরা কবিত্ব চাও, যদি কেহ সর্ব্বদা সকল অবস্থায় মায়ের ক্রোড়ে নির্ভয় হইয়া থাকিতে চাও, যদি কেহ মায়ের প্রসাদ ভোগ আর মায়ের মত মুক্তি চাঁও তবে এস এই দশশ্লোকী মহামন্ত্রে নিত্যই মা সরস্বতীর অর্চ্চনা কর।

তস্যৈবং স্তুবতোনিত্যং সমভ্যর্চ্য সরস্বতীম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাঽভিযুক্তস্য ষণ্মাসাৎ প্রত্যয়োভবেৎ ॥৮
ততঃ প্রবর্ত্ততে বাণী স্বেচ্ছয়া ললিতাঽক্ষরা।
গদ্যপদ্যাত্মকৈঃ শব্দৈরপ্রমেয়ৈ র্বিবক্ষিতৈঃ ॥ ৯
অশ্রুতো বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়ঃ সারস্বতঃ কবিঃ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হোবাচ সরস্বতী ॥ ১০

মা সরস্বতীকে নিত্য এইরূপে পূজা করিতে হইবে তাহার পরে শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া এই স্তব পাঠ করিতে হইবে। ছয়মাস ধরিয়া এইরূপ পূজা কর, স্তুতি পাঠ কর, দেখিবে নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

তখন স্বেচ্ছাক্রমে, সুললিত বর্ণে, গদ্য পদ্যময়, ভাবভরা ভাষা তোমার মুখবিবর হইতে বাহির হইবে। মা তখন জিহ্বাগ্রে বসিয়া কথা কহিবেন নতুবা এত সুন্দর কথা কি কখন মানুষে কহিতে পারে ?

সরস্বতীর উপাসক প্রায়ই ভক্ত কবি। গুরুমুখে না শুনিলেও তিনি অর্থ বোধে সমর্থ হন। সরস্বতীই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন।

আশ্বলায়ন ঋষি তখন বলিতে লাগিলেন—আমি ছয়মাসকাল ব্রত ধারণ করিয়া দশশ্লোকী মহামন্ত্রে মায়ের পূজা ও স্তব করিয়া যে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যাই আত্মবিদ্যা। মা আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। যে জীব-চৈতন্যকে এতদিন "আমি" "আমি" করিতাম, মা শিক্ষা দিলেন—আমি তাহাকে "তুমি" "তুমি" করিতে লাগিলাম আর সকলের মধ্যেই এই খণ্ড-চৈতন্য দেখিয়া 'তুমি' বলিতে শিখিলাম। মা দেখাইয়া দিলেন বলিয়া আমার "আমিকে" সর্ব্বদা বলিতে লাগিলাম

১০

সরস্বতী পূজা।

ধ্যান তরুণশকল-মিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল-বিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নমঃ॥

পুষ্পাঞ্জলি

যা কুন্দেন্দু তুষার-হার-ধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণা বরদণ্ড মণ্ডিতকরা যা শ্বেত পদ্মাসনা।

"তুমি" সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিত্যকালেই তুমি ব্রহ্ম। অর্থাৎ জীব-চৈতন্য আমার নিকটে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত। মা সরস্বতী ছয় প্রকার সমাধি আমাকে শিক্ষা দিলেন তাহার সাধনা করিয়াই আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি।

[এতানি সচন্দন পুষ্প বিল্ব পত্রাণি ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ॥ মূল মন্ত্র বদ বদ বাগ্বাদিনী স্বাহা]

মা! নূতন চন্দ্রকলা তুমি কপালে ধারণ করিয়াছ, তুমি শ্বেতবর্ণা, তুমি স্তনভারে নমিতাঙ্গী, তুমি শ্বেত পদ্মে উপবিষ্টা, তোমার নিজ কর-কমলে লেখনী ও পুস্তক শোভা পাইতেছে। তুমি বাগ্দেবী তোমাকে প্রণাম করিতেছি। মা! সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভে অধিকারী করিয়া আমা-দিগকে রক্ষা কর।

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, তুষার হারের ন্যায় শুভ্রবর্ণা যিনি শুভ্র বস্ত্রে দেহ আবরণ করিয়া আছেন, যাঁহার হস্ত উত্তম বীণা-দণ্ড দ্বারা শোভিত, যিনি

যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর-প্রভৃতিভি র্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা॥
সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণা-পুস্তক-ধারিণী।
মুরারি-বল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

প্রণাম সরস্বতি! মহাভাগে! বিদ্যে! কমল লোচনে
বিশ্বরূপে! বিশালাক্ষি! বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।

১১

সরস্বতী স্তোত্রম্।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥

শ্বেত পদ্মে উপবিষ্টা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা দ্বারা যিনি সর্ব্বদা পূজিতা, অশেষ জড়তা-নাশিনী সেই দেবী সরস্বতী আমাকে সতত রক্ষা করুন। যিনি বীণা-পুস্তক-ধারিণী, সেই সর্ব্বশুক্লা, হরিপ্রিয়া দেবী সরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করুন। ভদ্রকালী মঙ্গল বিধায়িনীকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। সরস্বতীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ শাস্ত্র এবং বিদ্যালয় সমূহকেও প্রণাম। মা! সরস্বতি! ঐশ্বর্য্য-শালিনি! বিদ্যারূপিণি! কমললোচনে! বিশ্বরূপিণি! বিশালক্ষি! তোমাকে প্রণাম করি। মা বিদ্যা দাও।

সরস্বতী শ্বেতপদ্মোপরি সমাসীনা, দীপ্তিশালিনী, শ্বেতপুষ্পে সুশোভিতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, নিত্যা ও শ্বেত গন্ধ গাত্রে মাখিয়াছেন। তিনি শ্বেতবর্ণ

শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা॥
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা সুরদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃস্তূয়তে সদা॥
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসরস্বতি স্তোত্রম্।

১২

সরস্বতী দ্বাদশ নাম।

প্রথমে ভারতী নাম দ্বিতীয়ে চ সরস্বতী।
তৃতীয়ে সারদা দেবী চতুর্থে হংসবাহিনী॥
পঞ্চমে জগতী খ্যাতা ষষ্ঠং বাগীশ্বরী তথা।
সপ্তমে কুমুদী প্রোক্তা অষ্টমে ব্রহ্মচারিণী॥
নবমং বুধমাতা চ দশমে বরদায়িনী।
একাদশে চন্দ্রকান্তিঃ দ্বাদশে অবনীশ্বরী॥
দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
জিহ্বাগ্রে বসতে নিত্যং ব্রহ্মারূপা সরস্বতী॥

জপমালাধারিণী, শ্বেত-চন্দন-চর্চ্চিতা, শ্বেতবীণা ধারিণী, শুভ্রবর্ণা ও শ্বেত অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা। তিনি বরদায়িনী এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেব ও দানব কর্তৃক বন্দিতা, মুনিগণ সর্ব্বদা তাঁহার অর্চ্চনা ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি এই স্তবপাঠ পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যায় জগদ্ধাত্রী সরস্বতীদেবীকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্ব বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন।

১৩

শ্রীসরস্বতী স্তোত্রম্।

হ্রীঁং হ্রীঁং হৃদ্যৈক-বীজে শশিরুচিকমলা কল্পবিস্পষ্ট শোভে
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতি-বনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রি পদ্মে।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদসম্পাদয়িত্রি
প্রোৎপ্লুষ্টাজ্ঞানকূটে মুরহরদয়িতে দেবী সংসারসারে॥ ১
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভব-মুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে
রূপারূপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্ব্বিকারে।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাত তত্ত্বে
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে॥ ২

মা! তুমি একমাত্র হ্রীঁং বীজের বশীভূতা, তুমি চন্দ্রের ন্যায় কান্তি সম্পন্না, তুমি পদ্মভূষণে বিভূষিতা, তুমি ভব্যা ও প্রণতজন সম্বন্ধে অনুকূল-কারিণী, তুমি কুবুদ্ধি বন সম্বন্ধে দাবানল স্বরূপা, তোমার পাদপদ্ম জগৎ-জনের বন্দনীয়। হে পদ্মে, তুমি পদ্মোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছ, তুমি প্রণত-জনগণের চিত্তে সর্ব্বদা আমোদ প্রদান করিয়া থাক, তুমি অজ্ঞান সমূহ দগ্ধ করিয়া থাক, তুমি শ্রীহরির প্রিয়া এবং সংসারের সারভূতা॥ ১

মা! ঐঁ এই মন্ত্রটী তোমার অতিশয় ইষ্ট, তুমি ব্রহ্মার মুখকমলের ঐশ্বর্য্য স্বরূপিণী; তুমি রূপ ও অরূপের প্রকাশয়িত্রী, সকল-গুণময়ী আবার নির্গুণ, নির্ব্বিকারও তুমি। কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে কোন বিষয়ে তুমি নাই, তোমাকে পাওয়াও যায় না। তোমার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না। তুমি বিশ্বময়ী এবং বিশ্বের অন্তরালেও তুমি, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সকলেই তোমায় প্রণাম করেন। তুমি কলাতীতা, ও নিত্যশুদ্ধস্বরূপা॥ ২

হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচি-মুকুটে বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে
মাতর্ম্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশান্তাং।
বিদ্যে বেদান্ত-গীতে শ্রুতি-পরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে
মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা সারদে শুভ্রহারে॥ ৩
ধী ধী ধী ধারণাখ্যে ধৃতি-মতি-নুতিভি-র্নামভিঃ কীর্ত্তনীয়ে
নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণ-নমিতে নূতনে বৈ পুরাণে।
পুণ্যে পুণ্য প্রবাহে হরিহর-নমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে
মাত্রে মাত্রার্দ্ধ-তত্ত্বে মতিমতি-মতিদে মাধব-প্রীতিদানে॥ ৪

মা! তুমি হ্রীং মন্ত্রজপকারীর প্রতি পরিতুষ্টা, তোমার মুকুট তুষার শুভ্র, তোমার হস্ত সর্ব্বদা বীণা ধারণে ব্যগ্র। হে মাতঃ! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার জড়তা বিনাশ কর এবং আমাকে শান্ত বুদ্ধি প্রদান কর। তুমি বিদ্যাস্বরূপিণী, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র তোমার চরিত্র গান করিয়া থাকে, শ্রুতি তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, তুমি মোক্ষদাত্রী এবং মুক্তির সোপানরূপা। তোমার প্রভাব জ্ঞানমার্গের অতীত। হে শারদে, তুমি শুভ্রহারমণ্ডিতা, তুমি আমার সম্বন্ধ বরদাত্রী হও॥ ৩

মা! তুমি ধীস্বরূপা, তোমাকে লোকে ধারণা বলে, তুমি ধৃতি, মতি এবং নুতি নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছ; মা! নিত্য ও অনিত্যের নিমিত্ত তুমি। মুনিগণ তোমাকে প্রণাম করিয়া থাকেন, তুমি কখনও নবীনা আবার কখন প্রাচীনা, দেবীরূপে তুমি পবিত্র; নদীরূপে তোমার প্রবাহ ও পবিত্র। হরি ও হর তোমাকে নমস্কার করেন, তুমি নিত্যশুদ্ধ, সুন্দর বর্ণময়ী, তুমি মাত্রাত্মিকা এবং অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপিণী। তুমি বুদ্ধিদাত্রী এবং মাধবের প্রীতি সম্পাদয়িত্রী॥ ৪

হ্রীং ক্লীং ধীং হ্লীং স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তক-ব্যগ্রহস্তে
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে স্তম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধ-প্রবাহে কুরু মম কুমতি-ধ্বান্তর্ব্বিধ্বংসমীড্যে-
গীর্গৌর্ব্বাগ্ ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা-সিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা ॥৫
স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ত্যজেথাঃ
মা মে বুদ্ধির্ব্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে যাতু পাপং
মা মে দুঃখং কদাচিদ্বিপদি চ সময়েঽপ্যস্তু মে নাকুলত্বং।
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্ম্মাস্তু কণ্ঠা কদাচিৎ ॥ ৬
ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো
বাণী বাচস্পতেরপ্যভিমতবিভবো বাক্‌পটুর্ম্মৃষ্টপঙ্কঃ।

তুমি হ্রীং ক্লীং ধীং হ্লীং স্বরূপিণী, তুমি আমার পাপ বিনাশ কর, তোমার হস্ত সর্ব্বদা পুস্তক ধারণে ব্যগ্র, তুমি সতত সন্তুষ্ট চিত্তা। হে স্মিতমুখি সুভগে, তুমি অভক্ত গণের মুখস্তম্ভন কারিণী এবং স্তম্ভবিদ্যা স্বরূপিণী, তুমি আমার কুমতি অন্ধকার বিনাশ কর। হে সর্ব্বলোক পূজ্যে! তুমি গীঃ, গৌ, বাক্ ও ভারতী নামে কীর্ত্তিতা রহিয়াছ, কবীন্দ্র-গণের রসনায় সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাক, তুমি সিদ্ধিবিদ্যা স্বরূপিণী। আমি তোমাকে স্তব করিতেছি ও বন্দনা করিতেছি, তুমি আমার রসনায় অধিষ্ঠিতা থাক কখনই ইহা পরিত্যাগ করিও না ॥ ৫

হে দেবি, আমার বুদ্ধি যেন কদাপি বিরুদ্ধপথগামী না হয় এবং আমার মন ও যেন পাপ পথে না যায়। আমার যেন কদাপি দুঃখভোগ না হয়; আমি যেন বিপদ্ সময়ে ব্যাকুলচিত্ত না হই, আমার বুদ্ধি শাস্ত্র-বিচার ও কবিত্ব বিষয়ে প্রসার প্রাপ্ত হউক, এবং কোথাও যেন ইহা বাধাপ্রাপ্ত না হয় ॥ ৬

স স্বাদিষ্টার্থলাভী সুতমিব সততং রক্ষতি সা চ দেবী
সৌভাগ্যং তস্য গেহে প্রসরতি কবিতা-বিঘ্নমস্তং প্রয়াতি ॥ ৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্বাদিষ্টার্থলাভবান্ ॥ ৮

পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেকবিংশতিং।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৯

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণ ভূষিতাং।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোক নাত্র সংশয় ॥ ১০

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রভাতে ভক্তিবিনম্র হইয়া এই সমস্ত শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক সরস্বতী দেবীকে স্তব করে, তাহার বাচস্পতি হইতেও অধিক বাগ্মিত্ব জন্মে এবং সেই ব্যক্তি অতিশয় বিভবসম্পন্ন হয় ও বাক্‌পটুতা লাভ করে, তাহার সমস্ত পাপপঙ্ক বিদূরিত হয়। তাদৃশ ব্যক্তি ইষ্টবস্তু লাভ করিতে পারে এবং সরস্বতী দেবী তাদৃশ পুরুষকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন এবং তাহার গৃহে সৌভাগ্য বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহার মুখ হইতে সতত কবিতা বাহির হয় এবং সমস্ত বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৭

যে মানব ব্রহ্মচারী, ব্রতী ও মৌনী হইয়া নিরামিষ ভোজন করত ত্রয়োদশী দিনে এই সরস্বতী স্তব পাঠ করে, সে ব্যক্তি ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া থাকে ॥ ৮

যে ব্যক্তি পক্ষদ্বয়ে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্লবস্ত্র ও শুক্লাভরণ ভূষিতা সরস্বতী দেবীর ধ্যান করত একবিংশতিবার অবিচ্ছেদে এই স্তব পাঠ করে সেই ব্যক্তি ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৯ । ১০

ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভং।
প্রযত্নেন পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১

ইতি সরস্বতী স্তোত্রম্।

ব্রহ্মা স্বয়ং এই শুভ সরস্বতী স্তব বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে সে অন্তে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে ॥ ১১

চতুর্থ স্তবক।

১

শ্রীনবমণিমালিকাস্তোত্রম্। (কালিদাসঃ)

বাণীং জিতশুকবাণীমলিকুলবেণীং ভবাম্বুধিদ্রোণীং।
বীণাশুকশিশুপাণিং নতগীর্ব্বাণীং নমামি শর্ব্বাণীম্ ॥ ১ ॥
কুবলয়দলনীলাঙ্গীং কুবলয়রক্ষৈকদীক্ষিতাপাঙ্গীং।
লোচনবিজিতকুরঙ্গীং মাতঙ্গীং নৌমি শঙ্করার্দ্ধাঙ্গীম্ ॥ ২ ॥
কমলা কমলজকান্তা করসারসদত্তকান্তকরকমলাং।
করযুগলবিধৃতকমলাং কমলাং বিমলাঙ্কচূড়সকলকলাম্ ॥ ৩ ॥

১। শুকপক্ষীর কণ্ঠস্বর জিনিয়া যাঁহার কণ্ঠস্বর, ভ্রমরকুল বিনিন্দিত যাঁহার কেশ গুচ্ছ, যিনি ভব সমুদ্রের তরণী, যাঁহার হস্তে বীণা ও শুক-শিশু, দেবতাগণ যাঁহার চরণে প্রণত সেই শর্ব্বাণীকে আমি প্রণাম করি।

২। নীলপদ্মপত্রের ন্যায় যিনি নীলবরণী, যাঁহার তেরছ কটাক্ষ নীলপদ্ম ছড়াইতে অতি কুশল, যিনি নয়ন দ্বারা হরিণীর নয়নকে পরাস্ত করিয়াছেন সেই শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গিনী মাতঙ্গী দেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি।

৩। যিনি কমলা, কমলের মত যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি মনোহর করকমলের উপর সুন্দর হস্ত প্রদান করিয়া আছেন, যি নি করযুগলে পদ্ম-ধারণ করিয়া আছেন সেই শশাঙ্কচূড় মহাদেবের সর্ব্বস্বরূপিণী কমলাকে আমি প্রণাম করি।

সুন্দরহিমকরবদনাং কুন্দসুরদনাং মুকুন্দনিধিসদনাং।
করুণোজ্জীবিতমদনাং সুরকুশলায়াসুরেষু কৃতকদনাম্। ৪ ॥
অরুণাধরজিতবিম্বাং জগদম্বাং গমনবিজিতকাদম্বাং।
পালিতসুজনকদম্বাং পৃথুলনিতম্বাং ভজে সহেরম্বাম্ ॥ ৫ ॥
শ্যামলিমসৌকুমার্য্যাং সৌন্দর্য্যানন্দসম্পদুন্মেষাং।
তরুণিমকরুণাপূরাং নবজলকল্লোললোচনাং বন্দে ॥ ৬ ॥
দয়মানদীর্ঘনয়নাং দেশিকরূপেণ দর্শিকাভ্যুদয়াং।
বামকুচনিহিতবীণাং বরদাং সঙ্গীতমাতৃকাং বন্দে ॥ ৭ ॥

৪। যিনি শশাঙ্ক সুন্দর বদনা, যিনি কুন্দকুসুম-দশনা, যিনি মুকুন্দের সার-সর্ব্বস্বের আলয়, যাঁহার করুণায় মহাদেব-ভস্মীকৃত কামদেব জীবন পাইয়াছিলেন, যিনি দেবগণের মঙ্গল সাধন জন্য অসুরকুল বিনাশ করিয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

৫। যাঁহার অরুণাধর বিম্বফলকে পরাস্ত করে, যিনি জগজ্জননী, যাঁহার মন্থর গমন মরাল-গতিকে লজ্জা দেয়, যিনি সাধুজনগণের পালয়িত্রী, যিনি ঘন জঘন মণ্ডলা সেই গণেশ জননীকে প্রণাম করি।

৬। যিনি অতি সুন্দর শ্যামলবর্ণে সুকুমারী, যিনি সৌন্দর্য্য প্রভৃত আনন্দ সম্পদের উন্মেষকারিণী, যিনি নব নব করুণা প্রদর্শন ব্যাপারে পরিপূর্ণা, যাঁহার চক্ষু নূতন জল কল্লোলের মত কত অস্ফুট কথা কয় আমি তাঁহাকে বন্দনা করি।

৭। যাঁহার সুদীর্ঘ নয়নে সদাই করুণা ভরা দৃষ্টি, গুরুরূপে যিনি জগতের মঙ্গল প্রদর্শন করেন, যাঁহার বাম স্তনের উপরে বীণা নিহিত সেই বরদায়িনী সঙ্গীত জননীকে বন্দনা করি।

নতজনরক্ষাদীক্ষাং রক্ষাং প্রত্যক্ষদেবতাধ্যক্ষাং।
বাহীকৃতহর্য্যক্ষাং ক্ষপিতবিপক্ষাং সুরেষু কৃতপক্ষাম্ ॥ ৮ ॥
বীণারসানুষঙ্গং বিকচকচামোদমাধুরীভৃঙ্গং।
করুণাপূরতরঙ্গং কলয়ে মাতঙ্গকন্যকাপাঙ্গম্ ॥ ৯ ॥
স ঋ গ ম প ধ নি স তান্তাং বীণাসংক্রান্তকান্তহস্তান্তাং।
শান্তাং মৃদুলস্বান্তাং কুচভরতান্তাং নমামি শিবকান্তাম্ ॥ ১০ ॥
অবটুতটঘটিতচূলীং তাড়িততালীং পলাশতাটঙ্কাং।
বীণাবাদনবেলাং কম্পিতশিরসাং নমামি মাতঙ্গীম্ ॥ ১১ ॥
নখমুখমুখরিতবীণাস্বাদ-নব-নবোল্লাসং।
মুখমম্বমোদয়তু মাং মুক্তাতাটঙ্কমুগ্ধহসিতং তে ॥ ১২ ॥

৮। প্রণত জনের রক্ষাই যাঁহার ব্রত, যিনি প্রত্যক্ষ রক্ষারূপিণী, যিনি দেবতাগণের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সিংহবাহিনী, যিনি বিপক্ষ নাশ কুশলা, যিনি সর্ব্বদা দেবতাগণের পক্ষে তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

৯। আপন ঝঙ্কৃত বীণা গুঞ্জনে ভরিত-হৃদয়া মাতঙ্গ-কন্যকার করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপাঙ্গকে আমি ফুল্লফুল-মধুগন্ধ-মুগ্ধভৃঙ্গ বলিয়া মনে করি।

১০। যাঁহার কমনীয় হস্ত বীণায় সংলগ্ন হইয়া স ঋ গ মাদি ঝঙ্কার তুলিতেছে, শান্ত মৃদুধ্বনি কারিণী কুচভরনমিতাঙ্গী শিব কান্তাকে আমি প্রণাম করি।

১১। যাঁহার কেশপাশ গ্রীবাদেশে বিগলিত, যিনি তন্ত্রীতাড়নে তাল রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার কর্ণভূষণ মৃদুমন্দ আন্দোলিত, বীণা বাদনে ব্যাপৃতা থাকায়] যাঁহার মস্তক মৃদু মৃদু কম্পিত সেই মাতঙ্গীকে আমি প্রণাম করি।

১২। সুন্দর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা আলোড়িত হওয়ায়] বীণা যে

ওঙ্কারপঞ্জরশুকীমুপনিষদুদ্যানকেলিকলকণ্ঠীং।
আগমবিপিনময়ূরীং আর্য্যামন্তর্বিভাবয়ে গৌরীম্॥ ১৩॥
শরণাগতজনভরণাং করুণাবরুণালয়াম্বরারণাং।
মণিময়দিব্যাভরণাং চরণাম্ভোজাতসেবকোদ্ধরণাম্॥ ১৪॥
তুঙ্গস্তনজিতকুম্ভাং কৃতপরিরম্ভাং শিবেন গুহডিম্বাং।
দারিতশুম্ভনিশুম্ভাং নর্ত্তিতরম্ভাং পুরোহিবিগতদম্ভাম্॥ ১৫॥

ঝঙ্কার তুলিতেছে তাহার আস্বাদনে যাঁহার হৃদয়ে নব নব উল্লাস উত্থিত হইতেছে মা! সেই তোমার মুক্তাকর্ণভূষণ-শোভিত মুগ্ধহাস্যজড়িত বদন চন্দ্রমা আমাকে আমোদিত করুক।

১৩। ওঁকার পিঞ্জরের শুকপক্ষিণী তুমি, উপনিষদ্ উদ্যানের ক্রীড়ারতা রাজহংসী তুমি, আগম বিপিনের ময়ূরী তুমি, তুমি আর্য্যা, তুমি গৌরী, আমি অন্তরে তোমাকে ভাবনা করি।

১৪। যিনি আশ্রিত জনের ভরণপোষণ করেন, যিনি করুণার সমুদ্র, যিনি দিব্যবস্ত্রে অপূর্ব্ব শোভাময়ী, যিনি মণিমাণিক্যাদি দিব্যাভরণ ভূষিতা, যিনি আপন চরণ-কমল-সেবাকারী ভক্ত-বৃন্দের উদ্ধার-কর্ত্রী আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

১৫। মা! তোমার উন্নত স্তনযুগল হস্তীর মস্তকস্থিত কুম্ভকে পরাজয় করে। তুমি মহাকালের সহিত রতিক্রীড়ায় আসক্তা, তুমি কার্ত্তিকের জননী, তুমি শুম্ভ নিশুম্ভকে বিদারণ করিয়াছ এবং তোমাকে দেখিয়া চিদম্বরে অহিভূষণ আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন তথাপি তাহাতে তোমার কোন প্রকার অহঙ্কার ছিল না। মা! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

ধন্যাং সুরবরমান্যাং হিমগিরিকন্যাং ত্রিলোকমূর্দ্ধন্যাং।
বিহিতবৃহদ্ভ্রমবন্যাং বেদ্মি বিনা ত্বাং ন দেবতামন্যাম্॥ ১৬॥
এতাং নবমণিমালাং পঠন্তি ভক্ত্যা যে পরাশক্ত্যাঃ।
তেষাং বদনে সদনে নৃত্যতি বাণী রমা চ পরমমুদা॥ ১৭॥

২

দক্ষিণাকালী ধ্যান।

করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাম্॥

১৬। মা! তুমি ধন্যা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠগণের পূজনীয়া, তুমি হিমগিরির কন্যা, তুমি ত্রিলোকের শীর্ষ স্থানীয়া। তুমি ভিন্ন অন্য কোন দেবতা আমি জানি না।

১৭। এই নবমণি মালিকা নামিকা পরাশক্তির স্তোত্র যাঁহারা ভক্তি সহকারে পাঠ করেন তাঁহাদের বদনে ও বাস ভবনে সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিরোধ ত্যাগ করিয়া পরমানন্দে বাস করেন।

ক্রীং দক্ষিণাকালিকাকৈ নমঃ। [ইঁহার দক্ষিণ পদ শিবের বক্ষে এবং শক্তিরূপা ইনি পুরুষকে জয় করিয়া শীঘ্র মুক্তি দেন তজ্জন্য নাম দক্ষিণাকালী।

তুমি পাপীর নিকটে ভয়ঙ্কর বদনা, ঘোরামূর্ত্তি, তুমি মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, তুমি দক্ষিণাকালী। তুমি সর্ব্বোত্তমোত্তমা এবং নরমুণ্ডমালায় বিভূষিতা। বামদিকের নিম্ন-করকমলে সদ্যখণ্ডিত অতএব রক্তাক্ত নরমুণ্ড এবং ঊর্দ্ধ করকমলে খড়্গ আবার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় ও

মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলৎরুধির-চর্চ্চিতাম্ ॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাং।
ঘোরদ্রংষ্টাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥
শবাণাং কর-সংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলৎরক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়-বাসিনীং।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥
দন্তুরাং-দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্ ॥

নিম্নহস্তে বর। তুমি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, তুমি উলঙ্গিনী, তোমার কণ্ঠ সংলগ্ন মুণ্ডমালা-বিগলিত রুধিরে তোমার সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত। তোমার দুই কর্ণে দুই মৃত শিশু অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় তুমি অতি ভয়ঙ্করী। তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি ভয়ানক এবং মুখবিবরও অতি ভয়ানক। তোমার স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। তোমার কটিতটের ভূষণ হইতেছে মৃত বালক কর-নিকর। তুমি হাস্যমুখী। তোমার ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় তোমার মুখ আরক্ত দেখা যাইতেছে। তুমি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছ, তোমার মূর্ত্তি অতি উগ্র, মহাপ্রলয়ে পরব্রহ্মই সকলের লয় স্থান বলিয়া ঐ শ্মশান গৃহে তোমার বাস; প্রাতঃকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তুমি ত্রিলোচনী। তোমার দন্ত সকল উচ্চ উচ্চ, তোমার কেশরাশি তোমার দক্ষিণ অঙ্গ আবৃত করিয়া লম্বিত। তুমি শবরূপ মহাদেবের

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকাম-সমৃদ্ধিদাম্ ॥

৩

কাল্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্।

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহং
তেনাদ্যেঽকীর্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো গরিষ্ঠৈঃ।
স্থিত্বা জন্মান্তরে নঃ পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ঃ কাপি সেবা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১ ॥
বাল্যে বালাভিলাষৈর্জড়িতজড়মতি-র্বাললীলাপ্রসক্তো
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্।

হৃদয়ে দক্ষিণপদ অগ্রে দিয়া দাঁড়াইয়া আছ; ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া শিবাগণ তোমার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। মহাকালের সহিত তুমি বিপরীত ক্রীড়ায় রত [মহাকালের সংহার চেষ্টা এবং তোমার রক্ষা চেষ্টা ইহাই বিপরীত ক্রীড়া]। তোমার সন্তানগণের আত্মাকে রক্ষা করিতেছ বলিয়া তুমি সুখপ্রসন্নবদনা এবং তোমার বদন কমল সদাই ঈষৎ হাস্যমাখা। ধর্ম্ম, কাম, সমৃদ্ধিদায়িনী কালীকে এইরূপে চিন্তা করিবে

মা! পূর্ব্ব জন্মে মানুষ শরীর পাইয়াও আমি তোমার চরণযুগল আশ্রয় করি নাই, তোমাকে পূজাও করি নাই, সেই হেতু হে আদ্যে! গুরুতর অকীর্ত্তিসমূহ ও জঠরানল কর্ত্তৃক আমি বাধ্য হইয়াছি এবং ইহজন্ম লাভ করিয়াও এখন কোথায় তোমার আশ্রয় পাইব কিম্বা কোথায় ভজনা করিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিনা। অতএব, হে বিস্তৃতাননে! হে স্বেচ্ছারূপধারিণি! হে ভয়ানকে! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১ ॥

নাচারো নাপি পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতির্নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥ ২॥
প্রাপ্তোঽহং যৌবনঞ্চেদ্বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী পরধনহরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
তৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥ ৩॥
প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ
ক প্রাপ্তঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নামসংকীর্ত্তনং বা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥ ৪॥
বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ
কর্ণাঘ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।

বাল্যকালে বাল্যাভিলাষদ্বারা জড়িত ও জড়বুদ্ধি থাকায়, আমি বাল্য-ক্রীড়াসক্ত হইয়াছিলাম; সুতরাং হে মাতঃ! কলি-পাপনাশিনী ও ভোগ-মোক্ষের একমাত্র দানকর্ত্রী যে তুমি, তোমাকে আমি জানি নাই; আমার আচার নাই, পূজার কথাও নাই, শ্রুতিজ্ঞান কিম্বা সেবাও নাই; অতএব, হে প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ২॥

আমি যখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন সর্প তুল্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা দংশিত-কলেবর হওয়ায় আমার বিবেক বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল; সুতরাং (মোহবশতঃ) পরস্ত্রী ও পরধন হরণে সদা অভিলাষী হইতে লাগিলাম, তোমার পাদপদ্মযুগল কোন সময় মনদ্বারা ক্ষণকালও চিন্তা করি নাই; অতএব, হে প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৩॥

পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৫ ॥
কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ কচিদপিসলিলৈর্নার্চ্চিতং নৈব পুষ্পৈঃ
নো নৈবেদ্যাদি-চেষ্টা কচিদপি ন কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণকথনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৬

প্রৌঢ়দশায় পুত্রকন্যা ভার্য্যাদির ভরণার্থ অন্নাদির জন্য চেষ্টিত ও ভিক্ষাভিলাষী হইয়া, কোথায় পাইব, কোথায় যাইব, প্রতিদিন বারম্বার এবম্প্রকার চিন্তাদ্বারা জীর্ণদেহ হইয়াছি, কিন্তু তোমার চিন্তা করি নাই, করিতে প্রবৃত্তিও ছিল না এবং ভজনা বা নামকীর্ত্তন কিছুই করি নাই; অতএব, প্রকটিতবদনে ইচ্ছাময়ি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪ ॥

এখন বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিহীন এবং শ্বাসকাশ অতিসারাদি রোগদ্বারা অবশ-দেহ হইয়াছি, নেত্রহীন ও গলিতদন্ত, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তিহীন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য হইয়াছি এবং সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসাভিভূত থাকি, এক্ষণে জীবনের শেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অন্য কিছু নয় কেবল প্রতিদিন মরণই চিন্তনীয় হইয়াছে, তথাপি এখনও তোমার চিন্তা আইসে না; অতএব হে প্রকটিতবদনে কামরূপে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৫

পূর্ব্বাহ্নে স্নান করিয়া, কখনও পুষ্প ও সলিল দ্বারা তোমার পূজা (লোকে যেমন করে, আমি সেরূপ) করি নাই এবং তোমার জন্য নৈবেদ্যাদির অন্বেষণ কখনও করি নাই, কখনও আমার ভাব আইসে নাই ভক্তির উদয় নয় নাই। বিশেষতঃ কখনও তোমার ন্যাস, পূজা, গুণ-কথন বা তোমার সম্বন্ধে কোন চিন্তাও করি নাই; অতএব ইত্যাদি ॥৬

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৭
কালাভ্রশ্যামলাঙ্গীং বিগলিতচিকুরাং খড়্গমুণ্ডাভিরামাং
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘনেত্রাম্।
সংসারস্যৈকসারাং মনসি ন চ কদা ভাবিতো ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥৮
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং
ভাগ্যাভাবায় চাহং ভবজননি ভবৎ-পাদপদ্মং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং প্রযাচে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৯

সংসারভয়নাশিনী, সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী, নিত্যানন্দোদয়কর্ত্রী, দেবের সারভূতা, এবং নিত্যলীলা ও দয়াযুক্তা যে তুমি, তোমাকে অদ্যাপিও জানিলাম না; কেবল বৃথা কার্য্যের অনন্ত ইচ্ছা দ্বারাই প্রতিদিন দুঃখসমূহকর্ত্তৃক আমি পীড়িত হইতেছি; অতএব ইত্যাদি ॥ ৭

মা তুমি জলভরা মেঘের মত শ্যামলাঙ্গী, মুক্তকেশী, খড়্গমুণ্ডে অপূর্ব্ব শোভাধারিণী এবং ত্রাসিত-ত্রাণকারিণী রাক্ষসগণের মুণ্ডদ্বারা রচিত মালা ধারণ করিতেছ; দীর্ঘনয়না ও সংসারের সারস্বরূপা তুমি, তোমাকে চিন্তাদ্বারা কখন ভাবি নাই; অতএব ॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমার পাদপদ্মদ্বয়ে সদা প্রণাম করিয়া থাকেন; কিন্তু, হে ভব-জননি! দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার সেই (দুর্লভ) পাদপদ্ম আমি কখন ভজনা করি নাই অতএব সদা লোভ মোহ দ্বারা

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামনাভোগলুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক ধ্যানন্তে ক চার্চ্চা ক চ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥ ১০
রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতা
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা
কিন্তে পূজাবিধানং ক চ মনুজপনং কানুরাগঃ ক চাস্থা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥ ১১
মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশসঙ্ঘাবৃতস্য
ক্ষুত্তৃড়্নিদ্রান্বিতস্য স্মরণবিরহিনঃ পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তেঃ।

বিকৃতবুদ্ধি ও কামুক আমি, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, হে কামরূপে করালে, প্রকটিত বদনে! আমার এই সকল দোষ মার্জ্জনা কর॥ ৯

রাগদ্বেষ দ্বারা মত্ত, পাপাক্রান্ত-শরীর, কামনা ও ভোগাভিলাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচাররহিত, কুলাচারে মতিহীন ও কৌলপুরুষের সঙ্গশূন্য যে আমি, তোমার ধ্যান কোথায়, পূজা ও মন্ত্রজপ কোথায় কিছুই জানি না, অতএব ॥ ১০

আমি রোগী, দুঃখী, নিঃস্ব, পরাধীনতা হেতু কৃপণ, ক্ষুদ্রচিত্ত, পাপিষ্ঠ এবং নিদ্রালস্য বশীভূত, আমি কেবল স্বোদরপূরণেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, এখন [শেষ দশায়] তোমার পূজার বিধান কি প্রকার ও মন্ত্র জপই বা কোথায় এবং তাহাতে অনুরাগ ও প্রবৃত্তিই বা কোথায় পাইব? অতএব॥ ১১

মা! মিথ্যা মোহরাগে মুগ্ধমনা, মহাক্লেশে পতিত, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও

দারিদ্রস্থ ক ধর্ম্মঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১২
মাতস্তাতস্থ দেহাজ্জননীজঠরগস্তাবদালব্ধদেহঃ
ত্বংকর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্মহেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাপ্যহমপি ভবিতা সর্ব্বমেতত্ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩
ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং জগদ্বায়ুরূপা
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকাহংকৃতিশ্চ।
আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১৪

নিদ্রান্বিত, স্মরণশক্তিহীন এবং পাপপ্রবৃত্ত, এমন যে দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার ধর্ম্মই বা কোথায়, ভজনাই বা কোথায় আর সাধুসঙ্গে অবস্থানই বা কোথায় ঘটিয়া থাকে ; অতএব ॥ ১২

হে মাতঃ! আমি, পিতৃদেহ হইতে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, এই দেহ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তুমিই ইহার কর্ত্রী ও কারয়িত্রী এবং করুণাময়ী তুমিই এই কর্ম্মহেতুস্বরূপা এবং তুমিই চিত্তাশ্রিতা অহং-বুদ্ধিরূপা সুতরাং আমার কর্ত্তব্য সকল তোমার নিমিত্তই হইয়া থাকে। (আমি নিমিত্তমাত্র, তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি) অতএব ॥ ১৩

তুমি ভূমি ও জলসমূহ, তুমিই অগ্নি, তুমি জগৎ, তুমি বায়ু, আকাশ, মন, প্রকৃতি, অহংপূর্ব্বিকা অহঙ্কার এবং পরমাত্মাও তুমি। হে জননি! এই সংসারে তোমার পর আর কিছুই নাই। যেহেতু তুমি অনাদি অনন্ত ; অতএব ॥ ১৪

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।
ধূমা মাতঙ্গী নিত্যা ত্বমসি চ বগলা হিঙ্গুলাখ্যা ত্বমেব
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৫
স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো
দুষ্কীর্ত্তিং দুঃখসঙ্ঘং পরিভবতি সদা বিঘ্নতানাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিৎ যদি ভবতি পুনঃ সর্ব্বদা সাপরাধঃ
সর্ব্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা ॥ ১৬ ॥
জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্দ্দানশীলো দয়াত্মা
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুগণবিমুখঃ সৎপথাচারশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মবলম্বাৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি গুপ্তার্ণবতন্ত্রে শ্রীহর-পার্ব্বতী সংবাদে অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রম্

তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি হিমালয় কন্যা, সুন্দরী, ভৈরবী তুমি, তুমি দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, শিবা, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী, তুমি নিত্যা, তুমি বগলা, তুমি হিঙ্গুলা, তুমি দশমহাবিদ্যা, অতএব ॥ ১৫

এই স্তবদ্বারা সর্ব্বদা ভক্তিভাবে যে ব্যক্তি দেবীকে নমস্কার করেন, তাঁহার দুষ্কর্ম্ম ও দুর্গতি সকল বিনষ্ট হয়, বিঘ্ননাশ হয় এবং শারীরিক ও মানসিক পীড়া কদাচ হয় না, তিনি সর্ব্বদা অপরাধী হইলেও ইচ্ছাময়ী জগজ্জননী পুত্রজ্ঞানে (তাঁহার) সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন ॥ ১৬॥

এই স্তব যিনি পাঠ করেন, তিনি স্বীয় ক্ষমতাদ্বারা পণ্ডিতগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, দয়াবান, ধনী ও জ্ঞানী হন, এবং নিত্য আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়, মূর্খসঙ্গরহিত এবং সৎপথাবলম্বী হইয়া (অন্তিম-

৪

নীল সরস্বতী (তারা) ধ্যান।

প্রত্যালীঢ়-পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নব-যৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং *
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥
খড়্গাকর্ত্তৃ-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াং।
কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাং।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্॥

কালে) ভবানীপাদপদ্মাশ্রয়-হেতু অনায়াসে (এ ঘোর) ভবসাগর পার হন॥ ১৭॥

তুমি বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মানা, তুমি ঘোর নরমুণ্ডমালা ভূষিতা, খর্ব্বাকৃতি, লম্বোদরা, ভয়ঙ্করী, তোমার কটিদেশ ব্যাঘ্র চর্ম্মে আবৃত, তুমি নবযুবতী, শ্বেতাস্থিপট্টিকাযুক্ত পঞ্চনরকপাল তোমার ললাটে। তুমি চতুর্ভুজা, তুমি লোল-জিহ্বাধারিণী, মহাভয়ঙ্কর-রূপা ও বরপ্রদানশীলা। তোমার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ, ও কাটারি, বাম-হস্তদ্বয়ে নরকপাল ও উৎপল। তোমার মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ একটিমাত্র উগ্রজটা এবং তথায় সর্পত্রয়াকৃতি ত্রিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। [অক্ষোভ্যঃ দেবী মূর্দ্ধন্ত-ত্রিমূর্ত্তিনাগরূপধৃক্]। নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ নয়নত্রয়-

---

* শ্বেতাস্থি পট্টিকাযুক্ত কপাল পঞ্চ শোভিতাম্ ইতি তন্ত্রচূড়ামণৌ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণা-প্যুক্তং বিচিত্রাস্থি মালাং ললাটে করালাং কপালকলাবিতং ধারয়ন্তীমিতি।

জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদ্রংষ্ট্রাং করালিনীং।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাং॥
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোবারিস্থিতাম্।
হূং তারায়ৈ নমঃ।

৫

নীল সরস্বতী স্তোত্রম্।

মাতর্নীল-সরস্বতি! প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পৎ প্রদে
প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবর-লোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে
খড়্গাঞ্চাদধতি ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥ ১

ভূষিতা তুমি। তুমি জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থান করিতেছ, তুমি বিকট দন্ত-পংক্তি বিশিষ্টা, এবং তুমি রশ্মি-শ্রেণি-মণ্ডিতা। তুমি আপনার ভাবে আপনি হাস্যবদনা। তুমি স্ত্রীজনোচিত বিবিধ ভূষণে অলঙ্কৃতা, এবং তুমি প্রলয় কালীন বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেত-পদ্মোপরি আসীনা। এইভাবে দেবীকে ধ্যান করিবে।

১। হে মাতঃ নীলসরস্বতি! তুমি প্রণত ভক্ত দিগকে শুভাদৃষ্ট ও ঐশ্বর্য্য প্রদান কর, তুমি শবরূপী শিবহৃদয়োপরি প্রত্যালীঢ়পদে অর্থাৎ বামপদ অগ্রে প্রসারণ পূর্ব্বক দক্ষিণপদ সঙ্কোচ করত অবস্থান করিতেছ। তোমার মুখপদ্ম ঈষৎ হাস্যযুক্ত, তুমি প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় লোচনত্রয় ধারিণী, তুমি চারিহস্তে যথাক্রমে নৃকপাল, পদ্ম ও খড়্গ ধারণ করিয়াছ, তুমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়; মা! পরমেশ্বরি! আমি তোমাকে আশ্রয় করি।

বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধীশ্বরি
গদ্য-প্রাকৃত-পদ্যজাত রচনা সর্ব্বত্র সিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবর-লোচন-ত্রয়যুতে কারুণ্যবারাংনিধে
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্ ॥ ২
খর্ব্বে! গর্ব্বসমূহ-পূরিততনো! সর্পাদি বেশোজ্জ্বলে
ব্যাঘ্রত্বক্-পরিবীত-সুন্দরকটিব্যাধূত-ঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃ পরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ-
গ্রন্থিশ্রেণি-নৃমুণ্ড-দাম-ললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩
মায়ানঙ্গ-বিকাররূপললনা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকে
হুঁ-ফট্‌কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ।

২। হে বাগীশ্বরি! তুমি ভক্তজনসম্বন্ধে কল্পলতিকার ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, হে সর্ব্বার্থসিদ্ধীশ্বরি! তোমার অনুগ্রহে মানুষ গদ্য ও প্রাকৃত রচনাশক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞতারূপ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারে, তোমার নয়নত্রয় নীলইন্দীবরের ন্যায় শোভমান, তুমি করুণার সমুদ্র, মা! কৃপাপূর্ব্বক সৌভাগ্যামৃত বর্ষণ করিয়া আমাদের মত ব্যক্তি দিগকে অভিষিক্ত কর।

মা! তুমি খর্ব্বাকার ধারণ করিলেও ঐশ্বর্য্যাদিকুলবিস্তার গর্ব্ব সমস্ত তোমার শরীরকে সম্পূরিত করিয়া রাখিয়াছে, তোমার শরীর সর্পালঙ্কারে উজ্জ্বল, তোমার ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সুন্দর কটিদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টা দুলিতেছে, সদ্যচ্ছিন্ন রুধিরধারা স্রাবি-নরমুণ্ডদ্বয়ের কেশপাশ গ্রথিত নৃমুণ্ডমালা তোমার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, হে ভীমে! তুমি আমাদের ভয় বিনাশ কর।৩

৪। হে মন্ত্রাত্মিকে! তুমি মায়ারূপিণী ও অনঙ্গবিকাররূপিণী ললনা, অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দুস্বরূপিণী, তুমি হুঁ ফট্‌কার স্বরূপিণী, তুমি মাদৃশব্যক্তির

মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মাপরা
বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নুতামাশ্রয়ে ॥ ৪
ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং
তস্য শ্রীপরমেশ্বরী ত্রিনয়ন-ব্রহ্মাদি সাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্
মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে ॥ ৫
মাতস্ত্বৎপদ-পঙ্কজদ্বয়-রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণ
স্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কেগতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে
তত্তুল্যাং নিয়তং যথা মুভিরমী * নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্ ॥ ৬

আশ্রয়। হে জননি! তোমার স্থূলা, অতিসূক্ষ্মা ও পরা এই ত্রিমূর্ত্তি বেদের অগোচর হইলেও কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত সেইমূর্ত্তি আমরা আশ্রয় করিলাম।

৫। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া তোমার সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। হে শ্রীপরমেশ্বরি মাতঃ! তাঁহারা শিব ও ব্রহ্মাদির সমানতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি মানুষ আশুফল প্রাপ্তি অভিলাষে, তোমার পাদপদ্ম সেবায় বিমুখ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আরাধনা করে এবং পুনঃ পুনঃ সংসার সাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকে।

৬। হে মাতঃ! ইন্দ্রাদি যে সমস্ত দেবতা তোমার পাদপদ্মের রেণু মুকুটে মাখিয়া যুদ্ধার্থ গমন করেন তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা দেবতা, আমার তুল্য কেহই নাই বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, তাহারা তাহাদের স্পর্দ্ধানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হয় এবং নিশ্চয়ই স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়।

---

* যথাহ সুভিরমী, শুচিবরী, মুভিরমী ইত্যাদি কোন পাঠেই অর্থ সংলগ্ন হয় না।

ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে
ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে॥ ৭
লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনং।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥ ৮
তারাষ্টকমিদং রম্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ॥ ৯
লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥ ১০

৭। হে মাতঃ! তোমার নাম স্মরণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, নাগাধিপতি, দৈত্য, দানবেন্দ্রগণ, খেচর, ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ, ডাকিনীগণ এমন কি কুপিত যম পর্য্যন্তও পলায়ন করিয়া থাকে; ইহারা ক্ষণকালের জন্যও ত্বদীয় নাম স্মরণকারী মানবকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

৮। হে মাতঃ! যাহারা তোমার চরণ সেবা করে তাহাদিগের সম্পদ্ বৃদ্ধি হয় এবং সিদ্ধগণ ও অধোমুখ রুদ্রানুচরগণ বশীভূত হয়। তাহারা বৈরিস্তম্ভ, যুদ্ধস্থলে গজ স্তম্ভন এবং মোহন করিতে পারে। অধিক কি তাহারা কামদেবের ন্যায় দেহ সৌন্দর্য্য লাভ করে এবং অতি নির্ব্বোধও বৃহস্পতির তুল্য হয়।

৯-১১। যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া পবিত্রভাবে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে মনোহর এই তারাষ্টক পাঠ করে, সেই ব্যক্তি উত্তম কবিতা

কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিং চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

৬

ত্রিপুর-সুন্দরী-স্তোত্রম্।

সর্ব্বচৈতন্যরূপাস্তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥
কদম্ববনচারিণীং মুনিকদম্ব-কাদম্বিনীং
নিতম্বজিত-ভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্।
নবাম্বুরুহ-লোচনাং অভিনবাম্বুদ-শ্যামলাং
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১

শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকে; অধিকন্তু অচঞ্চলা লক্ষ্মী লাভ করিয়া যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু উপভোগ করতঃ কীর্ত্তি, কান্তি, রোগশূন্যতা এবং সর্ব্বলোকে সুখ্যাতি প্রাপ্তি পূর্ব্বক দেহান্তে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে।

সমস্ত বস্তুর মূলে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তাহাই যাঁহার রূপ সেই আদি বিদ্যা স্বরূপিণী যিনি এস আমরা তাঁহার ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণা করেন।

১। যিনি কদম্ব বনমধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেঘের বর্ণ ধরিয়া উদয় হন, যাঁহার নিতম্বদেশ ভূধরকে জয় করিয়াছে, সুরনিতম্বিনীগণ সর্ব্বদা যাহার চরণ সেবা করেন, যাঁহার নয়ন-যুগল নূতন কমলের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি অভিনব নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীই আমার আশ্রয়।

কদম্ববনবাসিনীং কনকবল্লকীধারিণীং
মহার্হ মণিহারিণীং মুখসমুল্লসদ্বারুণীম্।
দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোচনীং তারিণীং
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২

কদম্ববনশালয়া কুচভরোল্লসন্মালয়া
কুচোপমিতশৈলয়া গুরুকৃপালসদ্বেলয়া।
মদারুণকপোলয়া মধুরগীতবাচালয়া
কয়াপি ঘননীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩

কদম্ববনমধ্যগাং কনকমণ্ডলোপস্থিতাং
ষড়ম্বুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধসৌদামিনীম্।

২। যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকপদ্ম ধারণ করিতেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহের হার কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বদা যাহার মুখ-কমল বারুণী দ্বারা উল্লসিত, যিনি দয়া করিয়া ভক্তবৃন্দের বিভব বৃদ্ধি করেন, যাঁহার লোচন অতিশয় বিশাল, যিনি সর্ব্বদা জগৎ পালনাদি কার্য্যে ব্যাস্তা এবং ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীই আমার আশ্রয়।

৩। কদম্ববন-বাটিকা যাঁহার আলয়, যাঁহার স্তনযুগলের উপর পুষ্পমালা শোভা বিস্তার করে, যাঁহার কুচ যুগল গিরিবরের ন্যায়, গুরুর মত কৃপা দ্বারা যিনি উদ্বেলিত, যাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত, যিনি সর্ব্বদা মধুর গীতিধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণা, সেই ত্রিপুরসুন্দরী কবচরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

৪। যিনি কদম্ববন মধ্যে সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা, যিনি আধারাদি ষট্‌চক্রে বাস করেন, যিনি সতত সিদ্ধগণের হৃদয়ে সৌদামিনীর মত উদয়

বিড়ম্বিতজপারুচিং বিকচচন্দ্রচূড়ামণিং
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪
কুচাঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকুন্তলালঙ্কৃতাং
কুশেশয়নিবাসিনীং কুটিলচিত্তবিদ্বেষিণীম্।
মদারুণবিলোচনাং মনসিজারি-সম্মোহিনীং
মতঙ্গমুনিকন্যকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫
স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুনীলাম্বরাং
গৃহীতমধুপাত্রিকাং মধুবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্।
ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিতচূলিকাং শ্যামলাং
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬

হয়েন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করে, নির্ম্মল চন্দ্রকে চূড়ামণি স্বরূপে যিনি ধারণ করেন, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীই আমার আশ্রয়।

৫। যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া বাদন করিতেন, যিনি কুটিল চূর্ণ কুন্তলে অলংকৃতা, যিনি রক্তপদ্মোপরি বাস করেন, যিনি কুটিল চিত্তের দ্বেষকারিণী, যাঁহার লোচন যুগল মদভরে আরক্ত রহিয়াছে, যিনি মদনান্তক মহাদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মতঙ্গ মুনির কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই মধুরভাষিণীই আমার আশ্রয়।

৬। সেই প্রথমপুষ্পিণীকে স্মরণ করি, যাহার নীলাম্বরে রুধির বিন্দু বিরাজিত, যিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে যাঁহার নেত্রাঞ্চল ঘূর্ণিত, উন্নত ঘন স্তনভারে যিনি পরমাসুন্দরী, যাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীই আমার আশ্রয়।

সকুঙ্কুম বিলেপনাং অলকচুম্বিকস্তূরিকাং
সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপ-পাশাঙ্কুশাম্।
অশেষজনমোহিনীং অরুণমাল্যভূষাম্বরাং
জপাকুসুমভাসুরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্॥ ৭

পুরন্দর-পুরন্ধ্রিকাং চিকুরবন্ধ-সৈরিন্ধ্রিকাং
পিতামহ-পতিব্রতাং পটুপটীর-চর্চ্চারতাম্।
মুকুন্দরমণীং মণী-লসদলঙ্ক্রিয়াকারিণীং
ভজামি ভুবনাম্বিকাং সুরবধূটিকা-চেটিকাম্॥ ৮

শ্রীশঙ্করঃ।

৭। যাঁহার অঙ্গে কুঙ্কুমাদি চর্চ্চিত, যাঁহার অলকাবলি কস্তুরী চূর্ণে রঞ্জিত, মন্দ হাস্যে যাঁহার নয়ন ভঙ্গী অতি মনোহর, যিনি চারি হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল লোককে মোহিত করেন, যিনি মালা ও রক্তবসনে বিভূষিতা আছেন, যাঁহার দেহ-কান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় অতিশয় সমুজ্জ্বল, সেই অম্বিকাকে জপ কার্য্যে আমি স্মরণ করি।

৮। যিনি পুরন্দরপুরের পুরন্ধ্রীস্বরূপা, যিনি কেশ বন্ধনে সৈরিন্ধ্রীর রূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি, যিনি সুঘৃষ্ট চন্দন চর্চ্চার অনুরাগিণী, যিনি মুকুন্দের রমণীস্বরূপা, যিনি নিয়ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ যাঁহার দাসী কার্য্যে নিরত আছেন, আমি তাঁহাকে ভজনা করি।

৭

জগদ্ধাত্রী ধ্যান।

সিংহস্কন্ধাধি-সংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগ-যজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খ শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বাম-পাণিদ্বয়ান্বিতাং।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্ক সদৃশীতনুং।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীং।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥
দুং জগদ্ধাতৃদুর্গায়ৈ নমঃ॥

তুমি সিংহের স্কন্ধে আরূঢ়া, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, চতুর্ভুজা, মহাদেবী, এবং তুমি সর্পকে যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিয়া আছ। তোমার বামহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনু, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ। তুমি রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া আছ, তোমার শরীর বালসূর্য্যের ন্যায়। তুমি ভবসুন্দরী, নারদাদি মুনিগণ তোমাকে সেবা করিতেছেন। তোমার উদরে নাভিপদ্মের মৃণালের মত রোমাবলী বলয়াকার ত্রিবলীর সহিত যুক্ত। হৃদয়স্থিত সুধাসমুদ্র মধ্যবর্ত্তী রত্নময় মহাদ্বীপে যে সিংহাসন তাহার উপরে প্রফুল্ল কমলে তুমি উপবেশন করিয়া আছ। মহাদেবের গৃহলক্ষ্মী তুমি। তোমাকে ঐ ভাবে আমরা ধ্যান করি।

৮

জগদ্ধাত্রী-স্তোত্রম্।

শ্রীশিব উবাচ।

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ১
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচার-প্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ২
জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৩
পরমাণু স্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণি।
স্থূলাদিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৪

শ্রীশিব বলিলেন, হে জগদ্ধাত্রি! তুমি নিখিল জগতের আধার ও আধেয় স্বরূপা, তুমি ধৃতিরূপা, তুমি সমস্ত জগতের ভার বহন করিতেছ, তুমি অচল স্বরূপা; জগৎ ধারণ করিয়াও তুমি ধীরভাবে অবস্থিতা রহিয়াছ তোমাকে নমস্কার॥ ১

তুমি শব, তুমিই শক্তি, তুমিই শক্তিতে অবস্থান করিতেছ, আবার তুমিই শক্তিবিগ্রহধারিণী। তুমি শাক্তগণের সদাচারে সন্তুষ্টা। হে দেবি! হে জগদ্ধাত্রি! তোমাকে নমস্কার॥ ২

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি ভক্তগণের সম্বন্ধে জয় প্রদান করিয়া থাক, তুমি জগদানন্দরূপিণী, এই অনন্ত জগতের মধ্যে একমাত্র তুমিই পূজিতা। হে সর্ব্বব্যাপিণি দুর্গে দেবি! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার॥ ৩

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি পরমাণু ও দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণী, তুমি স্থূল ও সূক্ষ্মরূপা, তোমাকে নমস্কার॥ ৪

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৫

কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৬

মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চ-সারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৭

অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৮

দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৯

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপা, প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ু রূপা, তুমি ভাবাভাব স্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার॥ ৫

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি কালাদিরূপা, কালেশ্বরী এবং কালাকাল-বিভেদ কারিণী, তুমি সর্ব্বরূপিণী সর্ব্বজ্ঞা, তোমাকে নমস্কার॥ ৬

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি অভক্তগণের মহাবিঘ্নকারিণী, আবার ভক্তগণের উৎসাহ-দাত্রী, হে মহামায়ে! তুমি বরদাত্রী, তুমি নিখিল প্রপঞ্চ মধ্যে সারবস্তু, তুমি সাধ্বীগণের ঈশ্বরী, তোমাকে নমস্কার॥ ৭

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি অগম্যস্বরূপা, জগতের আদিভূতা, মাহেশ্বরী, তুমি বরাঙ্গনাস্বরূপা, অশেষরূপ-ধারিণী, তোমাকে নমস্কার॥ ৮

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি দ্বিসপ্তকোটি মন্ত্রের শক্তিস্বরূপা, নিত্যা, সর্ব্ব-শক্তিস্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার॥ ৯

তীর্থ-যজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ১০
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখ-মোচিনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ১১
অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশ-হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ১২
ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রীস্তবঃ ॥

৯

মাতঙ্গী-স্তোত্রম্।

ঈশ্বর উবাচ।

আরাধ্য মাতশ্চরণাম্বুজে তে ব্রহ্মাদয়ো বিশ্রুতকীর্ত্তিমাপুঃ।
অন্যে পরং বা বিভবং মুনীন্দ্রাঃ পরাং শ্রিয়ং ভক্তিভরেণ চান্যে ॥ ১

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি তীর্থ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও যোগের সারভূত পদার্থ, তুমি জগন্ময়ী, তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী, আবার সর্ব্বস্থিতাও তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০

হে জগদ্ধাত্রি! তুমি দয়ারূপিণী, তুমি ভক্তগণকে দয়া করিয়া দর্শন দিয়া থাক, তোমার হৃদয় দয়াদ্বারা আর্দ্রীকৃত, তুমি ভক্তগণের দুঃখ মোচনকারিণী, হে দুর্গে! তুমি সমস্ত আপদ হইতে ত্রাণ কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১

হে জগদ্ধাত্রি! মহাযোগীর ঈশ্বর যিনি তাঁহার হৃদয়পদ্মে যে ধাম, যে ধামে যাওয়া যায় না সেই তোমার ধাম, সীমাশূন্য স্থির ভাবরাশিতে তোমার অবস্থান, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২

মাতঃ! ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া বিশ্রুত

নমামি দেবীং নবচন্দ্রমৌলীং মাতঙ্গিনীং চন্দ্রকলাবতংসাং।
আম্নায়কৃত্য প্রতিপাদিতার্থং প্রবোধয়ন্তীং হৃদি সাদরেণ ॥ ২
বিনম্র-দেবাসুর-মৌলিরত্নৈর্বিরাজিতং তে চরণারবিন্দং।
অকৃত্রিমাণাং বচসাং বিগুল্ফং পদাৎ পদং শিঞ্জিত-নূপুরাভ্যাম্ ॥ ৩
কৃতার্থয়ন্তীং পদবীং পদাভ্যাং, আস্ফালয়ন্তীং কুচবল্লীকং তাং।
মাতঙ্গিনীং মদ্‌হৃদয়ং ধিনোতি লীলাং কৃতাং শু-দ্ধনিতম্ববিম্বাং ॥ ৪
তালীদলেনার্পিতকর্ণভূষাং মাধ্বীমদোদ্‌ঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাং।
ঘনস্তনীং শম্ভুবধূং নমামি তড়িল্লতাকান্ত্যবলক্ষ্যভূষাম্ ॥ ৫

কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, অন্ত মুনীন্দ্রগণও পরম বিভব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অপর অনেকে ভক্তিভরে ত্বদীয় পাদপদ্ম অরাধনা করিয়া পরমা শ্রীলাভ করিয়াছেন ॥ ১

যাঁহার ভালদেশে শশিকলা শোভা পাইতেছে, যিনি বেদ প্রতিপাদিত অর্থকে সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রবোধিত করেন সেই মাতঙ্গিনী দেবীকে নমস্কার করি ॥ ২

হে দেবি! তোমার চরণপদ্ম অবনতশিরা দেবাসুরগণের মৌলিরত্ন-দ্বারা বিরাজিত, তুমি অকৃত্রিম বাক্যের অনুকূল, তুমি শব্দায়মান নূপুর বিশিষ্ট চরণদ্বয় দ্বারা এই ধরামণ্ডলীকে কৃতার্থ করিতেছ, তুমি সর্ব্বদা বীণা আস্ফালিত করিতেছ। মা! মাতঙ্গিনি! তুমি বীণাধ্বনি যুক্ত লীলাদ্বারা আমার হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়াছ ॥ ৩। ৪

তুমি তালীদল দ্বারা কর্ণপুটে বিভূষণ ধারণ করিয়াছ, মাধ্বীক মদ্যপান বশতঃ তোমার নয়ন-পদ্ম বিঘূর্ণিত হইতেছে, ঘনস্তনী তুমি, তুমি মহেশ্বরের বধূ, বিদ্যুল্লতার ন্তায় দীপ্তিবিশিষ্ট অলঙ্কারে তোমাকে অলঙ্কৃত দেখা যাইতেছে। তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫

চিরেণ লক্ষং প্রদদাতু রাজ্যং স্মরামি ভক্ত্যা জগতামধীশে।
বলিত্রয়াঙ্কং তব মধ্যমম্ব নীলোৎপলং সুশ্রিয়মাবহন্তীম্ ॥ ৬

কান্ত্যা কটাক্ষৈর্জ্জগতাং ত্রয়াণাং বিমোহয়ন্তীং সকলান্ সুবেশি।
কদম্বমালাঙ্কিত-কেশপাশাং মাতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামি ॥৭

ধ্যায়েয়মারক্ত-কপোলবিম্বং, বিম্বাধর ন্যস্তললামবশ্যং।
আলোললীলালকমায়তাক্ষং মন্দস্মিতং তে বদনং মহেশি ॥ ৮

স্তুত্যানয়া শঙ্করধর্ম্মপত্নীং মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাং তাং।
স্তুবন্তি যে ভক্তিযুতা মনুষ্যাঃ পরাং শ্রিয়ং নিত্যমুপাশ্রয়ন্তি ॥ ৯

হে জগৎকর্ত্রি! আমি ভক্তিসহকারে তোমাকে স্মরণ করি, দৃষ্টিমাত্রেই তুমি রাজ্য প্রদান কর। মাতঃ তোমার দেহ মধ্যভাগ বলিত্রয়ে অঙ্কিত, তুমি নীলোৎপল-সদৃশ শ্রী ধারণ করিতেছ ॥ ৬

হে সুবেশি! তুমি কান্তি ও কটাক্ষ-দ্বারা ত্রিজগদ্বাসী জনগণকে বিমোহিত করিতেছ, তোমার কেশ পাশ কদম্বমালা দ্বারা সম্বদ্ধ; তুমি মাতঙ্গ কন্যা, তোমাকে হৃদয়ে ভাবনা করি ॥ ৭

হে মহেশি! তোমার যে বদন প্রদেশস্থ কপোলবিম্ব রক্তবর্ণ, বিম্বাধর পরম সৌন্দর্য্য পূর্ণ যাহাতে চপল অলকাবলী বিরাজিত, চক্ষু আয়ত ও যে বদনে মন্দ মন্দ হাস্য শোভা পাইতেছে, সেই বদন পদ্ম ধ্যান করি ॥ ৮

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া শঙ্করের ধর্ম্মপত্নী বাগধিদেবী মাতঙ্গিনীকে এই স্তব দ্বারা স্তুতিবাদ করে, তাহারা সর্ব্বদা পরম শ্রী প্রাপ্ত হয়। ॥ ৯

১০

মাতঙ্গী-কবচম্।

শিরো মাতঙ্গিনী পাতু ভুবনেশী তু চক্ষুষী।
তোতলা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং মম॥
পাতু কণ্ঠে মহামায়া হৃদি মাহেশ্বরী তথা।
ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু গুদে কামেশ্বরী মম॥
উরুদ্বয়ে তথা চণ্ডী জঙ্ঘায়াঞ্চ রতিপ্রিয়া।
মহামায়া পদে পায়াৎ সর্ব্বাঙ্গেষু কুলেশ্বরী॥
য ইদং ধারয়েন্নিত্যং জায়তে সর্ব্বদানবিৎ।
পরমৈশ্বর্য্য-মতুলং প্রাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ॥

পঞ্চম স্তবক।

শ্রাদ্ধে পিতৃ-মাতৃ-গয়া ষোড়শী মন্ত্রাঃ।

১

পিতৃ-স্তোত্রম্।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রং মহাফলং।
পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ১
নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥ ২
সর্ব্বযজ্ঞ-স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণা-সাগরায় চ॥ ৩
পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাঙ্ঘ্রয়ে।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা॥ ৪
নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে সুখহেতবে।
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ॥ ৫
সদাপরাধক্ষমিণে সুখদায় সুখায় চ।
দুর্ল্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥ ৬
ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনে তথা॥ ৭
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে কৃতাঞ্জলিঃ।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জপ্যাদিবাঞ্ছিতম্॥ ৮

নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ॥ ৯
অকর্ম্মণ্যস্তু যঃ স্তূয়াৎ পিতরং সুরভাবতঃ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মান্বিতো ভবেৎ॥ ১০॥

২

পিতৃষোড়শী মন্ত্রাঃ।

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতি র্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১
মাতামহকুলে যে চ গতি র্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ২
বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতি র্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৩
অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৪
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৫
দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভি র্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৬
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মাপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৭
অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈঃ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহ॥ ৮

রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৯
অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১০
অনেকযাতনাসংস্থাঃ যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১১
অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১২
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৩
পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৪
জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তি স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৫
দিব্যান্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতা অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৬
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেনানেন সর্ব্বদা॥ ১৭
যে বান্ধবা বান্ধবা বা যে হন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তঃ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥ ১৮
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যেহবান্ধবা মৃতাঃ॥ ১৯
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার-বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥ ২০

বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তঃ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ২১
অব্রাহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম সঙ্গতাশ্চ ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত-সেবকাশ্চ ॥ ২২
মিত্রাণি দাসাঃ পশবশ্চ বৃক্ষাঃ দৃষ্টা হৃদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥ ২৩

৩

মাতৃ-স্তোত্রম্।

ব্যাস উবাচ।

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী।
দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥ ১
আরাধ্যা মায়াপরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥ ২
দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্ব্বৈ পঞ্চবিংশতিং।
শ্রবণাৎ পঠনান্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদুঃখাদ্‌বিমুচ্যতে ॥ ৩
দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীং।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে ॥ ৪
ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণং।
পরাশর-মুখাৎ পূর্ব্বমশ্রৌষং মাতৃসংস্তবৌ ॥ ৫
যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপযুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ॥
ইতি শ্রীবৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাতৃস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৪

মাতৃষোড়শীমন্ত্রাঃ।

গর্ভাদবগমে দুঃখং বিষয়ে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১
মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ২
শৈথিল্যং প্রসবে প্রাপ্তে মাতুরত্যন্তদুষ্করং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৩
পদ্‌ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৪

৫

মাতৃগয়াষোড়শীমন্ত্রাঃ।

দশমাসোদরে গর্ভো ধৃতো মাত্রা সুদুঃখিতং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১
মহতী বেদনা দুঃখং জননে চাপি পুষ্কলং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ২
সম্পূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৩
শিথিলে গাত্রবন্ধেষু মাতুঃ স্যাৎ পরিপীড়নং।
তস্য নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৪
গাত্রভঙ্গেন যম্মাতু র্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৫

বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৬
মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপ-দুঃখিতা।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৭
যৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যাণি কাথানি বিবিধানি চ।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৮
নীচোচ্চভ্রমণে দুঃখং গর্ভে দূরাচ্চ সংস্থিতে।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৯
তৃষ্ণার্ত্তায়াস্তু যদ্দুঃখং শুষ্কে কণ্ঠে চ তালুনি।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১০
রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নং।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১১
দুর্লভানি চ ভক্ষ্যাণি রুদত্যাত্মভবে সতি।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১২
ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্ দুঃখং মাতুশ্চ পীড়িতে।
তস্যনিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৩
এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্যন্মাতা দুঃখিতা সদা।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৪

ষষ্ঠ স্তবক।

গঙ্গা স্তোত্রাণি।

১

গঙ্গা-ধ্যানম্।

ওঁ স্বরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাং।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাং।
সুধাপ্লাবিত-ভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্॥
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভি-রভিষ্টুতাম্॥

২

গঙ্গামুখনিঃসৃত-গঙ্গা-স্তোত্রম্।

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্ব্বে গঙ্গাস্তোত্রমনুত্তমং।
দ্বাদশৈতানি নামানি যত্র স্তোত্রে শুভানি বৈ।
কীর্ত্তিতানি ঋষিশ্রেষ্ঠা গঙ্গয়া দয়য়া স্বয়ম্॥ ১
নন্দিনী নলিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী॥ ২
দ্বাদশৈতানি নামানি যত্র তত্র জলাশয়ে।
স্নানোদ্যতঃ স্মরেন্নিত্যং তত্র তত্র ভবাম্যহম্॥ ৩

৩

গঙ্গাষ্টকং। (বাল্মীকিঃ)

মাতঃ! শৈলসুতা-সপত্নি! বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি!
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নামস্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১ ॥
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে! বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সঙ্ঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎ-
কার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥ ২ ॥
উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বা-
ঽবারীণঃ স্যাং জনন-মরণ-ক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ।

মা! তুমি পার্ব্বতীর সপত্নী! তুমি পৃথিবীর সাজ সজ্জায় পৃথিবীর বক্ষে চঞ্চল হারের মত। বিজয়-পতাকা হাতে লইয়া যেমন বিজীতের সিংহাসনে উঠা যায় সেইরূপ তোমার আশ্রয় লইলে লোকে সহজেই স্বর্গাদি লোক পায় বলিয়া তুমি স্বর্গে যাইবার বিজয়-পতাকা। হে ভাগীরথি! তোমাকে এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার তটে বাস, তোমার জলপান, তোমার তরঙ্গে দেহ ভাসান, তোমার নাম স্মরণ এবং তোমাকে দর্শন করিতে করিতে যেন আমার দেহত্যাগ হয়। হে গঙ্গে! হে নরকনিবারিণি! বরং তোমার তীরস্থিত তরুকোটরে পক্ষী হইয়া থাকা ভাল অথবা তোমার জলে মৎস্য কিম্বা কচ্ছপ হওয়াও ভাল বিবেচনা করি তবু গঙ্গাহীনদেশে তেমন রাজা হইতেও ইচ্ছা করি না, যে বিজয়ী রাজার মদমত্ত হস্তীর গলদেশস্থিত ঘণ্টাশব্দে ভীত হইয়া পলায়িত শত্রুদিগের

ন ত্বন্যত্র প্রবিরল-রণৎ-কঙ্কণ-কাণমিশ্রং
বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ ॥ ৩ ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটাম্বুলুলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্।
দিব্যস্ত্রী-কর-চারু-চামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি! ত্রিপথগে! ভাগীরথি! স্বংবপুঃ ॥ ৪ ॥
অভিনব-বিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথন-মৌলের্মালতীপুষ্প-মালা।

বনিতারা আপন আপন স্বামীর প্রাণরক্ষার্থ স্তব করে। বারম্বার জন্ম ও মৃত্যুর ভয়াবহ ক্লেশ সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া আরও এই প্রার্থনা করিতেছি যে—তোমার সমীপবর্ত্তী স্থানে বৃষ, পক্ষী, অশ্ব, সর্প, হস্তী ইহার যে কোন একটী হইয়া জন্মগ্রহণ করিব তথাপি তুমি যে দেশে নাই সেই দেশে সর্ব্বদা হস্ত চালনাহেতু হস্তস্থিত কঙ্কণের মনোহর ঝনৎকার শব্দ মিশ্রিত চামর বায়ু দ্বারা বীজিত মহারাজ হইতে ইচ্ছা করি না; মা পরমেশ্বরি! ত্রিপথগামিনি গঙ্গে! মা! কবে আমার সেই দিন হইবে যখন আমি দেখিব যে—আমার এই মৃত দেহকে কাকে ঠুকরাইতেছে, কুকুরে গ্রাস করিতেছে, কখন ইহা তোমার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, কখন স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে আবার তটে লাগিতেছে এবং শৃগালেরা ইহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, আর আমি, তোমার জলে দেহত্যাগ হইয়াছে বলিয়া—আমি দেখিতেছি আমার দিব্যমূর্ত্তি হইয়াছে এবং অপ্সরাগণ সুন্দর চামর হস্তে লইয়া দেহ সম্পর্ক জন্য ত্রিতাপ তাপিত আমাকে বাতাস দিয়া শীতল করিতেছে। বিষ্ণুর চরণকমলের নিম্নস্থিত দণ্ডাকার অভিনব মৃণাল তুমি, কন্দর্প দর্পহারি-মহাদেবের মস্তকের মালতীকুসুমমালা

জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষপিত-কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥ ৫ ॥
যত্তৎ-তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী লতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকর-প্রতাপ-রহিতং শঙ্খেন্দু-কুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধ-কিন্নর-বধূ-তুঙ্গস্তনাস্ফলিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥ ৬ ॥
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতম্-
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৭ ॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজো-বিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৮ ॥

তুমি, মোক্ষলক্ষ্মীর বিজয়-পতাকা তুমি; মা! কলি-কল্মষনাশিনি; মা! জাহ্নবি! তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছ তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর। তোমার তীরস্থিত তাল, তমাল, শাল, সরল বৃক্ষের আন্দোলিত শাখাশ্রিত লতাসমূহে আচ্ছন্ন, সূর্য্যের কিরণ সম্পর্ক রহিত, শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দকুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, স্নানকালে গন্ধর্ব্ব, অমর, সিদ্ধ ও চারণ জাতির রমণীগণের অতি উন্নত স্তনযুগল দ্বারা আস্ফালিত নির্ম্মল গঙ্গাজলে আমি যেন প্রতিদিন স্নান করিতে পাই। বিষ্ণুর চরণ হইতে ক্ষরিত মহাদেবের মস্তকে বিচরণকারী, কলুষবিনাশক, মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুন। পাপকে যিনি অপহরণ করেন, দুষ্কৃত শত্রু জানিয়া যিনি নাশ করেন, যিনি তরঙ্গ ধারণ করেন, যিনি হিমালয়ের গুহা বিদীর্ণ করিয়া দূর দূরান্তরে ছুটিয়াছেন, যিনি শ্রীহরির পদরজ লইয়া ক্রীড়া করেন, সেই

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য গাত্রকলিকল্মষ-পঙ্ক-মাশু
মোক্ষং লভেৎ পতিত নৈব নরো ভবাব্ধৌ ॥ ৯ ॥

৪

দ্রুপদাখ্য গঙ্গাষ্টকম্। (ব্যাসঃ)

যত্ত্যক্তং জননী গণৈ র্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
র্যস্মিন্ পান্থ-দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্ত তদীদৃশং বপুরহো সুপ্রীয়সে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথী ॥১॥
অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি শশি-শেখর-মৌলি-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনু-বিতরণ-সময়ে হরতা দেয়া ন মে হরিতা ॥২॥

মঙ্গলজনক গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুন। যে ব্যক্তি পবিত্রচিত্ত হইয়া প্রভাত সময়ে বাল্মীকি বিরচিত শুভকর গঙ্গাষ্টক স্তব পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে কলির পাপরূপ কর্দ্দম প্রক্ষালন করিয়া মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

যে মৃতদেহ জননীগণও ত্যাগ করেন, বন্ধু বান্ধবেরাও যাহাকে স্পর্শ করে না, পথিকদিগের চক্ষে পড়িলে যে মৃতদেহ দেখিয়া তাহারাও হরিস্মরণ করে, এরূপ দেহকেও তুমি ক্রোড়ে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাক। অতএব মা ভাগীরথি! তুমিই যথার্থ মাতা এবং তুমি করুণা পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ॥১॥

হরিপাদ পদ্ম হইতে তোমার প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি শশি-শেখর মহাদেবের মস্তকে মালতী পুষ্পের মালার মত বিরাজ করিতেছে; তোমার

শূন্যীভূতা শমন নগরী নীরবা রৌরবাস্থা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্য-পাত্রৈক হস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥৩॥
পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্ন চাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গং।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গম্ ॥৪॥

জলে আমার মৃতদেহ যখন সমর্পিত হইবে তখন তুমি আমাকে হরত্ব দিও, হরিত্ব দিও না; কারণ হরিত্ব দিলে তুমি চরণে থাকিবে কিন্তু শিবত্ব দিলে তুমি আমার মস্তকে থাকিবে ॥২॥

মা! গঙ্গে! যে অবধি তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে সেইদিন হইতে যম পুরী শূন্য হইয়াছে, কারণ তোমার জলে স্নান ও দেহ-ত্যাগ করিয়া কেহই আর পাপী থাকিতেছে না। কাজেই রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হইয়াছে কারণ সেখানে যাইবার লোক আর হইতেছে না। আহা! প্রতিদিন যাতায়াত করিতে করিতে স্বর্গের রথ সকল ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে কারণ কোটি কোটি লোক তোমার জলে দেহ ত্যাগ করিতেছে এবং তাহাদের সকলকেই বহনের জন্য নিরন্তর স্বর্গের রথ গতা-গতি করিতেছে; এবং স্বর্গলোকে দেবতাগণ সিদ্ধগণের সহিত এক একটি অর্ঘ্য পাত্র হস্তে লইয়া তোমার জলে ত্যক্ত দেহ ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনা জন্য দাঁড়াইয়া আছেন ॥৩॥

এই গঙ্গাজলে, যাহারা দেহ ত্যাগকরে, তাহাদের আর দেহ ধারণ করিতে হয় না আর যদিই তাহারা আবার দেহ পায়, তাহা হইলে বিষ্ণু দেহ পাইয়া হস্তে সুদর্শন চক্র, শয়নে শেষ নাগ, যানে গরুড় পক্ষী ও চরণে গঙ্গাজল পাইয়া থাকে ॥৪॥

কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোক-জননি ত্বদ্বারি-পুরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈক-মাদায় যৎ ॥৫॥
কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বর-পুর-নিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততিকায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥৬॥

মা ত্রিলোকজননি। কত (তৃতীয়) চক্ষু, কত নরকপাল, কত কত ব্যাঘ্রছাল ও হস্তি-চর্ম্ম, কত বিষ, কত সর্প, কত কত চন্দ্রকলা, কত তুমি, তুমি তোমার জলময় পুরীমধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছ? কেননা তোমার জলে নিমজ্জিত জন্তু-কদম্ব সকলেই ঐ সকল বস্তু লইয়া শিব সাজিয়া উত্থিত হইতেছে ॥৫॥

অবীচিনরক কোথায় যখন তোমার তরঙ্গ ভঙ্গ নয়ন পথে পতিত হয়? তোমার জল পান করিলে তুমি বিষ্ণু লোকে বাস করিবার অধিকার দাও। মা! গঙ্গে! তোমার ক্রোড়ে যদি দেহীদিগের দেহ পতিত হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ইন্দ্রপদ লাভও অতি তুচ্ছ, কারণ সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির কাছে ইন্দ্রত্ব লাভ আর অধিক কি? মাত গঙ্গে, তোমার কি অদ্ভুত আচরণই জগতে প্রকাশ পাইতেছে! প্রথমতঃ জলরূপিণী তুমি। তুমি কিন্তু জল হইয়াও সমস্ত পাতক অগ্নির মত দগ্ধ করিতেছ দ্বিতীয়তঃ

এ শ্লোকটি কালিদাসের এবং বষ্টটি শঙ্করাচার্য্য কৃত। এই দেখিয়া এই স্তবটিতে যে অন্ত কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এরূপ মনে হয়।

ত্বমন্তো লোকানা-মখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগল্ভী নিম্নানা-মপি নময়সি সর্ব্বোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুরারাতি-নিবহা-
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥৭॥

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতি-বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥৮॥

ব্যাসেনোক্তং মহাপুণ্যং ক্রপদাখ্যং কৃতং মুদা
গঙ্গাষ্টকং পঠন্ মর্ত্ত্যঃ পাপতাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯॥

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং ক্রপদাখ্যং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

জল নিম্নগামী বলিয়া তুমি নিজে নিম্নস্থান সমূহে গমন কর; কিন্তু তোমার নিকট যাহারা প্রণত হয়, তাহাদিগকে তুমি সকলের উপরে যে বিষ্ণুলোক সেই লোকে লইয়া যাও ॥৬॥

মা! সুরধুনি। তুমি পুণ্যবান্‌কেই উদ্ধার করিয়া থাক; কিন্তু সে ত নিজের পুণ্যবলেই তরিয়া যায়, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব কি আছে মা? যদি এই গতিবিহীন মহাপাপী আমাকে উদ্ধার কর তবেই এজগতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, এবং সেই মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব ॥৭॥৮

ব্যাস কর্ত্তৃক হৃষ্টমনে রচিত এই পরম পবিত্র ক্রপদাখ্য গঙ্গাষ্টক যে মানব পাঠ করে সে পাপতাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৯

৫

গঙ্গা স্তোত্রম্।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥২
হরিপদপদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪

হে দেবি গঙ্গে! হে সুরেশ্বরি, হে ভগবতি! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বাস করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মল সম্পর্ক নাই; জননি! তোমার চরণকমলে যেন আমার মতি থাকে ॥ ১

মা! সুখদায়িনি ভাগীরথি! তোমার জলের মহিমা বেদে বর্ণিত আছে। তোমার মহিমা আমি কিছুই জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর ॥ ২

গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্ম হইতে তরঙ্গরূপিণী হইয়া বাহির হইয়াছ। তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কৃপাময়ি! তুমি আমার পাপভার দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে লইয়া চল ॥ ৩

দেবি! যে ব্যক্তি তোমার পবিত্র জলপান করিয়াছে সে পরমপদ

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি (খলু) মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে ॥৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে বিমুখ-বনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥৬
তব চেন্মাতঃ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥৮

পাইয়াছে। মাতর্গঙ্গে! যে তোমাকে ভক্তি করে কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না ॥ ৪

মা পতিতোদ্ধারিণি! মা জাহ্নবি! মা গঙ্গে! তুমি পর্ব্বত-পতি হিমালয়কে খণ্ডন করিয়া কত সুন্দর ভঙ্গিতে মণ্ডিত হইয়া ছুটিয়াছ। তুমি ভীষ্মের জননী, তুমি জহ্নু মুনির কন্যা, ত্রিভুবনে তোমার অপেক্ষা পাতক-হারিণী আর কেহ নাই মা! তুমি ত্রিভুবনে প্রশংসনীয়া ॥ ৫

দেবি! তুমি কল্পলতার ন্যায় জগতে ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণাম করে সে কদাচ শোকে পতিত হয় না, দেবি! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, তোমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চল কটাক্ষে মুগ্ধ হয় না ॥ ৬

গঙ্গে! তোমার স্রোতে যে ব্যক্তি স্নান করে তোমার কৃপায় তাহাকে আর জননী-জঠরে আসিতে হয় না। হে জাহ্নবি! হে নরক-নিবারিণি! তুমি পাপবিনাশিনী। তোমার মহিমাতে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৭

মা! তোমার অঙ্গ কখন অসৎ হয় না, অপি চ তোমার তরঙ্গ সকল

রোগং শোকং পাপং তাপং হরমে ভগবতি কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥৯
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০
বরমিহনীরে কমঠো মীনঃ কিম্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতৌ শ্বপচে দীন স্তব দূরে ন নৃপতিকুলীনঃ ॥১১

অতি পুণ্য প্রদান করে, জাহ্নবি! তোমার কটাক্ষ করুণাপূর্ণ, তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই। মাতঃ! ইন্দ্র তোমায় প্রণাম করেন বলিয়া তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়া যায়, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয় তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮

হে ভগবতি! তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতি হরণ কর, তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং পৃথিবীর বক্ষে তুমি হাররূপে শোভা পাইতেছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি ॥ ৯

দেবি! তুমিই অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দময়ি; আমি কাতর হইয়া তোমাকে বন্দনা করিতেছি তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে বাস করে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠেই তাহার বাস ॥ ১০

দেবি! তোমার জলে বরং কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকা ভাল, তোমার তীরে বরং ক্ষীণতনু কৃকলাস হইয়া থাকা ভাল অথবা তোমার তীর হইতে ক্রোশদ্বয় মধ্যে অতি দরিদ্র চণ্ডাল হইয়া থাকাও ভাল তথাপি দূরদেশে কুলীন নৃপতি হওয়াও ভাল নহে ॥ ১১

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিম-মমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্॥১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুর-কান্তপদ-পজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিগলিত ভারং।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতু চ বিষয়ীদ-মিতি সমাপ্তম্॥১৪

শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ।

গঙ্গাষ্টকং।

ভগবতি ভবলীলা মৌলীমালে! তবাম্ভঃ
কণমণু পরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।

দেবি! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপিণী, তোমা হইতে কাহারও প্রাধান্য নাই। তুমি জলময়ী এবং তুমি জহ্নুমুণির কন্যা। যে মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে সে নিশ্চয়ই সকলই জয় করিতে পারে॥ ১২

যাহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে তাহাদের বড় সুখেই এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়। কারণ অতি মধুর সুন্দর পদযুক্ত পজ্ঝটিকা ছন্দে বিরচিত এই গঙ্গাস্তব পরমানন্দে গ্রথিত ও অতি সুললিত॥ ১৩

এই অসার সংসার মধ্যে এই গঙ্গা স্তব অতি সার বস্তু ইহা ভক্তবৃন্দের অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং ইহা ভক্তজনের দুঃখভার বিগলিত করে। শঙ্কর-সেবক শঙ্করাচার্য্য কৃত এই স্তব সংসারী ব্যক্তি পাঠ করুন এখানে ইহা সমাপ্ত হইল॥ ১৪

মা! ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালা স্বরূপিণী, যাহারা তোমার জলের কণামাত্রও স্পর্শ করে তাহারা কলিকালীন

অমরনগরনারী চামরগ্রাহিণীনাং
বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি ॥ ১

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূনির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২

মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিজালং
স্নানং সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্।
সায়ং প্রাতর্মুনীনাং কুশকুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং
পায়ান্নো গাঙ্গ্যমম্ভঃ করিকরভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩

সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয় হইতে মুক্ত হইয়া সুরনারীগণের চামর ব্যজনকারিণী অপ্সরাগণের ক্রোড়ে লুণ্ঠিত হয় ॥ ১

দেবি গঙ্গে! তুমি ব্রহ্মাণ্ড বিদারিণী, তুমি মহাদেবের মস্তকস্থিত জটাসমূহকে সমুদ্ভাসিত করিতেছ, তুমি স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময় সুমেরু-পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছ, অনন্তর ধরণী পৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জগতের জীবগণের পাপরাশি বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতেছ, তুমি সাগরকে পূর্ণ করিয়াছ তুমি সুরপুরীর নদী স্বরূপে স্বর্গলোক পবিত্র করিয়াছ! মা! তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর ॥ ২

মা! তোমার যে জল, ক্রীড়ার্থ-নিমগ্ন-হস্তী সকলের মস্তক হইতে ক্ষরিত মদিরার গন্ধে উন্মত্ত ভ্রমর সকল দ্বারা নিরন্তর চুম্বিত হইতেছে, আর স্নানার্থ আগত সিদ্ধ রমণীগণের কুচ যুগ বিগলিত কুঙ্কুম দ্বারা তোমার যে জল পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে, মুনিগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে যে কুশ

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্।
ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জহ্নোর্ম্মহর্ষেরিয়ং
কন্যাকল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪
শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণী সমুৎসারিণী
শেষাহেরনুকারিণী হরশিরো বল্লীদলাকারিণী
কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫

কুসুম দ্বারা দেবপিতৃগণের অর্চ্চনা করেন, এবং তাহাতে সেই সকল কুশ-কুসুমে তীর সমীপস্থ তোমার যে জল আচ্ছন্ন থাকে, ক্রীড়াশীল হস্তি-শাবকগণের শুণ্ড দ্বারা রুদ্ধবেগ সেই জল আমাদিগকে পবিত্র করুক ॥ ৩

অনন্ত নাগের উপরে শয়ান শ্রীভগবানের পবিত্র পাদোদক প্রথমে আদি-পিতামহ ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে জলরূপে নিয়মিত ছিল, পরে মহাদেবের জটার বিভূষণ স্বরূপ মণিরূপে তুমি অবস্থান করিয়াছ, অনন্তর তুমি ভূতলে আসিয়া জহ্নু মুনির তনয়া ভাব স্বীকার কর; মা! তুমি কলিকালের পাপ বিনাশকারিণী; রাজা ভগীরথ কর্ত্তৃক তুমি আনীত বলিয়া ভাগিরথী নাম ধারণ করিয়াছ ॥ ৪

তুমি পর্ব্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছ, তোমার জলে যাহারা স্নান করে, তাহাদিগকে তুমি পরিত্রাণ কর, তুমি সাগরে বিহার কর, জন্মমরণাদি ভবভয় সমূহ তুমি বিনাশ কর, তুমি শেষ নাগের বক্রগতি অনুকরণ করিয়া ছুটিয়াছ, তুমি মহেশ্বরের শিরঃস্থিত জটামধ্যে ভ্রমণ করিয়া একরূপ আকার ধরিয়াছ, তুমি কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছ, আর তুমি সকলের মনোহারিণী রূপে বিরাজ করিতেছ॥ ৫

কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে! পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ! শাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতি লঘুঃ ॥ ৬
ভগবতি! তব তীরে নীরমাত্রাশনোঽহং
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকলুষভঙ্গে! স্বর্গসোপানসঙ্গে
তরলতরতরঙ্গে! দেবি! গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭
মাতঃ শাম্ভবি! শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে
ভূয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী ॥ ৮

মা! অবীচি নামক নরক কোথায় যায় যাহার নয়ন পথে তোমার বীচিমালা পতিত হয়? আর যে ব্যক্তি তোমার জলপান করে, তাহাকে তুমি বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি কোন তনুধারী ব্যক্তি তোমার ক্রোড়ে আপন দেহ অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব-পদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬

ভগবতি! তোমার তীরে নীর মাত্র পান করিয়া আমি সমস্ত বিষয় বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতেছি, মা! সর্ব্ব-পাপহারিণি গঙ্গে! তোমার সঙ্গ স্বর্গারোহণের সোপান, হে তরলতর তরঙ্গে! হে দেবি গঙ্গে! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৭

মা! শাম্ভবি! তুমি শম্ভু সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিয়া আছ; আমি মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে তোমার তীরে আমার এই

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯

শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ-।

গঙ্গাষ্টকং। (কালিদাস)

কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপিদ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিংচ ত্বংচ কতি ত্রিলোকজননি! ত্বদ্বারিপূরোদরে
মজ্জজ্জন্তুকদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ ॥ ১ ॥
দেবি! ত্বৎপুলিনাঙ্গনে স্থিতিজুষাং নির্ম্মানিনাং জ্ঞানিনাং
স্বল্পাহারনিবদ্ধশুদ্ধবপুষাং তার্ণং গৃহং শ্রেয়সে।

দেহ-অবসান সময়ে আমি যেন সানন্দে নারায়ণের চরণ যুগল স্মরণ করিতে করিতে প্রাণপ্রয়াণ উৎসব করিতে পারি আর যেন আমার হরি-হরে অভিন্না সনাতনী ভক্তি অবিচ্যুত থাকে ॥ ৮

যে ব্যক্তি একচিত্তে পুণ্যপ্রদ এই গঙ্গাষ্টক পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ৯

১। মা! ত্রিলোক জননি! কত [তৃতীয় চক্ষু], কত নরকপাল, কত কত ব্যাঘ্রছালা ও হস্তি-চর্ম্ম, কতবিষ, কতসর্প, কত কত চন্দ্রকলা, আর কত কত তুমি আপনি, তুমি তোমার জলময় পুরীমধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছ? কেননা তোমার জলে নিমগ্ন জন্তুকদম্ব, প্রত্যেকেই ঐ সকল বস্তুতে শিব সাজিয়া উত্থিত হইতেছে।

২। দেবি! নিরভিমানী, স্বল্পাহার নিয়মে পবিত্র দেহ, জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তোমার পুলিনাঙ্গনে [চরপ্রদেশে] তৃণ নির্ম্মিত গৃহে বাস করাও

নান্যত্র ক্ষিতিমণ্ডলেশ্বরশতৈঃ সংরক্ষিতো ভূপতেঃ
প্রাসাদো ললনাগণৈরধিগতো ভোগীন্দ্রভোগোন্নতঃ॥ ২॥
তত্তত্তীর্থগতৈঃ কদর্থনশতৈঃ কিং তৈরনর্থাশ্রিতৈ-
র্জ্যোতিষ্টোমমুখৈঃ কিমীশবিমুখৈর্যজ্ঞৈরবজ্ঞাদৃতৈঃ।
স্যুতে কেশববাসবাদিবিবুধাগারাভিরামাং শ্রিয়ং
গঙ্গে! দেবি! ভবত্তটে যদি কুটীবাসঃ প্রয়াসং বিনা॥ ৩॥
গঙ্গাতীরমুপেত্য শীতলশিলামালম্ব্য হৈমাচলীং
যৈরাকর্ণি কুতূহলাকুলতয়া কল্লোলকোলাহলঃ।
তে শৃণ্বন্তি সুপর্ব্বপর্ব্বতশিলাসিংহসানাধ্যাসনাঃ
সংগীতাগমশুদ্ধসিদ্ধরমণীমঞ্জীরধীরধ্বনিম্॥ ৪॥

মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন কিন্তু অন্যত্র সহস্র সহস্র রাজন্যবর্গ পরিরক্ষিত, পরমা সুন্দরী স্ত্রীজনে বিভূষিত, ভোগী শ্রেষ্ঠগণের ভোগ্য বস্তু পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদও তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হয় না।

৩। দেবি গঙ্গে! তোমার তটে অনায়াসে যদি কুটীবাস হয়, তবে কেশব ও বাসবাদি দেবগণের সুসজ্জিত গৃহের সমস্ত সৌন্দর্য্যই যখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নানাতীর্থগতঃ শত শত কুঅর্থ-যুক্ত, অনর্থের আশ্রয়ীভূত, জ্যোতিষ্টোম প্রমুখ, ঈশ্বর বিমুখ যজ্ঞ সকল কেননা অনাদৃত হইবে?

৪। গঙ্গাতীরে গমন করিয়া, হিমাচলের শীতল প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন করিয়া কৌতূহলাকুল চিত্তে যাহারা তোমার তরঙ্গ ভঙ্গের কল কল কোলাহল শ্রবণ করে তাহারা সুমেরু পর্ব্বতের শিলা-সিংহাসনে আসীন হইয়া সংগীতার্থ আগত সিদ্ধ রমণীগণের বিশুদ্ধ তালমান যুক্ত নৃত্য কালে নূপুর ধ্বনিই শ্রবণ করে।

দূরং গচ্ছ সকচ্ছগং চ ভবতো নালোকয়ামো মুখং
রে! পারাক! বরাক! সাকমিতরৈর্নাকপ্রদৈর্গম্যতাম্।
সত্তঃপ্রোত্থিতমন্দমারুতরজঃ প্রাপ্তা কপোলস্থলে
গঙ্গাম্ভঃকণিকা বিমুক্তগণিকা সঙ্গায় সম্ভাব্যতে॥ ৫॥
বিষ্ণোঃ সঙ্গতিকারিণী হরজটাজূটাটবীচারিণী
প্রায়শ্চিত্তনিবারিণী জলকণৈঃ পুণ্যৌঘবিস্তারিণী।
ভূভৃৎকন্দরদারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী
শ্রেয়ঃ স্বর্গবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী॥ ৬॥
ব্যাচালং বিকলং খলং শ্রিতমলং কামাকুলং ব্যাকুলং
চাণ্ডালং তরলং নিপীতগরলং দোষাবিলং চাখিলং।
কুম্ভীপাকগতং তমন্তককরাদাকৃষ্য কস্তারয়ে
ন্মাতর্জহ্নুনরেন্দ্রনন্দিনি! তব স্বল্পোদবিন্দুং বিনা॥ ৭॥

৫। রে ইতর ভোগাভিলাষ! তুমি ইতর ক্ষণিক স্বর্গপ্রদ দেবগণের সহিত দূরে প্রস্থান কর আর আমরা তোমার মুখাবলোকন করিব না। সদ্যোত্থিত মন্দমারুত আনীত গঙ্গাজল কণা যখন আমাদের গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতেছ তখন আমরা ব্যভিচার শূন্য হইয়া সদ্য সদ্য মুক্তি লাভই করিব।

৬। মা! তুমি বিষ্ণুর সঙ্গ কর, মহাদেবের জটাজূটারণ্যে বিচরণ কর, তোমার জলকণা পাইলে আর অন্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক করে না, তুমি বহুল পুণ্য বিস্তার কর, তুমি হিমালয়ের গুহাকার গহ্বর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছ, তোমার জলে যে স্নান করে তাহাকেই তুমি ত্রাণ কর, মা! স্বর্গ বিহারিণি! মনোহারিণি গঙ্গে! তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৭। মা! জহ্নু রাজনন্দিনি! তোমার অতি অল্প জলবিন্দু বিনা বাচাল, বিকল (উন্মাদ) খল (কুটিল), পাপ কর্ম্ম নিরত, কামাসক্ত,

শ্লেষ্মশ্লেষণয়া নলেঽমৃতবিলে কাসাকুলে ব্যাকুলে
কণ্ঠে ঘর্ঘরঘোষনাদমলিনে কায়ে চ সংমীলতি।
যাং ধ্যায়ন্নপি ভারভঙ্গুরতরাং প্রাপ্নোতি মুক্তিং নরঃ
স্নাতুশ্চেতসি জাহ্নবী নিবসতাং সংসারসন্তাপহৃৎ ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকং। (কালিদাস)

নমস্তেঽস্তু গঙ্গে! ত্বদঙ্গ প্রসঙ্গাৎ ভুজঙ্গাস্তুরঙ্গাঃ কুরঙ্গাঃ প্লবঙ্গাঃ।
অনঙ্গারিরঙ্গাঃ সসঙ্গাঃ শিবাঙ্গা ভুজঙ্গাধিপাঙ্গীকৃতাঙ্গা ভবন্তি ॥১॥
নমো জহ্নুকন্যে! ন মন্যে ত্বদন্যৈর্নিসর্গেন্দুচিহ্নাদিভির্লোকভর্ত্তুঃ।
অতোঽহং নতোঽহং সতো গৌরতোয়ে বশিষ্ঠাদিভির্গীয়মানাভিধেয়ে ॥২॥
ত্বদামজ্জনাৎ সজ্জনো দুর্জ্জনো বা বিমানৈঃ সমানঃ সমানৈর্হি মানৈঃ।
সমায়াতি তস্মিন্ পুরারাতিলোকে পুরদ্বারসংরুদ্ধদিক্‌পাললোকে ॥৩॥
স্বরাবাসদম্ভোলিদম্ভোঽপি রম্ভাপরীরম্ভসম্ভাবনাধীরচেতাঃ।
সমাকাঙ্ক্ষতে ত্বত্তটে বৃক্ষবাটী-কুটীরে বসন্নেতু মায়ুর্দিনানি ॥৪॥
ত্রিলোকস্য ভর্ত্তুর্জটাজূটবন্ধাৎ স্বসীমান্তভাগে মনাক্ প্রস্খলন্তঃ।
ভবান্যা রুষা প্রৌঢ়সাপত্ন্যভাবাৎ করেণাহতাস্ত্বত্তরঙ্গা জয়ন্তি ॥৫॥

চঞ্চল, চাণ্ডাল, দ্রব-বিষপায়ী, অখিল দোষে কলুষিত, কুম্ভীপাক নরকে পতিত ব্যক্তিদিগকে বলপূর্ব্বক যমের হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া কে আর ত্রাণ করিতে পারে?

৮। নাড়ী বিবর গুলি যখন শ্লেষ্মায় ভরিয়া উঠে, ঘন ঘন শ্বাস কাসে যখন ব্যাকুল করিয়া তুলে, কণ্ঠে যখন ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে দেহ যখন অতিশয় মলিন হয়—যখন এই গুলির সংযোগ হয় তখন যাঁহাকে ধ্যান করিয়া মানুষ অনায়াসে মুক্তি লাভ করে সেই সর্ব্ব সংসার সন্তাপ হারিণী জাহ্নবী গঙ্গা স্নানেচ্ছুক নর নারীর হৃদয়ে সদা বাস করুন।

জলোন্মজ্জদৈরাবতোদ্দানকুম্ভ-স্ফুরৎ প্রস্খলৎসান্দ্রসিন্দূররাগে।
ক্বচিৎপদ্মিনীরেণুভঙ্গপ্রসঙ্গে মনঃ খেলতাং জহ্নুকন্যাতরঙ্গে ॥৬॥
ভবত্তীরবানীরবাতোত্থধূলি-লবস্পর্শতস্তৎক্ষণং ক্ষীণপাপঃ।
জনোঽয়ং জগৎপাবনে ত্বৎ প্রসাদাৎ পদে পৌরুহূতেঽপি ধত্তেঽবহেলাম্॥৭
ত্রিসন্ধ্যানমল্লেখকোটীরনানা বিধানেকরত্নাংশুবিম্বপ্রভাভিঃ।
স্ফুরৎপাদপীঠে হঠেনাষ্টমূর্ত্তে-র্জটাজুটবাসে নতাঃ স্মঃ পদং তে ॥৮

ইদং যঃ পঠেদষ্টকং জহ্নুপুত্র্যা-
স্ত্রিকালং কৃতং কালিদাসেন রম্যম্।
সমায়াস্যতীন্দ্রাদিভির্গীয়মানং
পদং কৈশবং শৈশবং নো লভেৎ সঃ ॥৯

সপ্তম স্তবক।

কাশী-অন্নপূর্ণা-স্তোত্রাণি।

অশি-বরুণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ॥

ইতি স্কান্দে।

কাশীস্তোত্রম্।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ১
জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ২
পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহর্নিশম্।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৩
পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্য-পরাজিতাঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৪
সংসার-ভয়ভীতা যে যে বদ্ধাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৫
শ্রুতি-স্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচার-বিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৬
যে চ যোগপরিভ্রষ্টা স্তপোদানবিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥ ৭

মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে।
আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শম্ভোরানন্দকাননম্॥ ৮
আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতিঃ সতাম্।
বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ॥ ৯

ইতি শ্রীমৎ পরমাহংস পরিব্রাজকার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
কাশীস্তোত্রম্।

মণিকর্ণিকাষ্টকম্। (শঙ্করাচার্য্যঃ)

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে! হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে।
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণাৎ
তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ॥ ১॥
ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন-
র্জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।

১। হে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে জীবের প্রাণপ্রয়াণ উৎসব সময়ে সাযুজ্য মুক্তি দাতা হরি ও হর পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া থাকেন; হরি যখন বলেন এই মনুষ্য আমার রূপ ধারণ করুক তখনই সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ হইতে সহসা ভৃগুপদ লাঞ্ছিত গরুড়ারূঢ় পীত বসন পরিধায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্গত হয়।

২। ইন্দ্রাদি দেবগণের ভোগাবসানে পতন হইলে তাহারাই মনুষ্য রূপে আইসেন মনুষ্য আবার পাপ করিতে করিতে পশু, কীট ও পতঙ্গাদি

যে মাতর্মণিকর্ণিকে! তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ
সাযুজ্যেঽপি কিরীট কৌস্তভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ॥ ২
কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ॥ ৩
গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে॥ ৪

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু জননি! মণিকর্ণিকে! যে একবার তোমার জলে অবগাহন করে সেই মনুষ্য বিধৌতপাপ হইয়া কিরীট কৌস্তুভমণি বিভূষিত অক্ষয় নারায়ণ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩। গঙ্গা দ্বারা অলঙ্কৃতা মুক্তিদায়িনী কাশীপুরীই ধন্যা, কারণ তাঁহাতে সুখকরী এই মণিকর্ণিকা; আর এখানে মুক্তি ইহাঁর চিরকিঙ্করী হইয়া বাস করিতেছে। একদিবস বিধাতা লঘু গুরু পরীক্ষা করিবার মানসে তুলাদণ্ডের একদিকে সকল দেবগণের সহিত স্বর্গধাম ও অপর দিকে কাশীধাম ওজন করিয়া দেখিলেন যে অতিশয় গুরু কাশীধাম ক্ষিতিতলে অবস্থান করিল ও লঘু স্বর্গধাম শূন্যমার্গে প্রস্থান করিল।

৪। সকল স্থানে গঙ্গাতীর উত্তম হইলেও তাহার মধ্যে কাশীধাম অত্যুত্তম সেই কাশীধামেও আবার মণিকর্ণিকা সর্ব্বোত্তম; যে মণিকর্ণিকাতে স্বয়ং মহাদেব মুক্তি দান করিয়া থাকেন; পাপরাশি-বিনাশে

দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা॥ ৫
একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো
যো হ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ।
যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে! তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা-
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্?॥ ৬
ত্বত্তীরে মরণং তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।

সক্ষম, দেবগণেরও দুর্লভ এই মণিকর্ণিকাস্থল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য বলেই মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৫। অপার দুঃখসাগরে মগ্ন প্রাণিগণ কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে বিবেচনা করিয়া বিধাতা সর্ব্বসুখদায়িনী এই কাশীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, স্বর্গবাস প্রভৃতি সুখের হইলেও ভোগাবসানে যখন তথা হইতে পতন আছে তখন স্বর্গবাসাদি তুচ্ছ। কিন্তু এই কাশী মুক্তি পুরী। ইহা সদা মঙ্গলদায়িনী। ইনি কাশীবাসি দিগকে উত্তরোত্তর ধর্ম্ম অর্থ কাম ও প্রদান করেন ও অন্তিমে মুক্তিদান করিয়া থাকেন।

৬। হে জননি মণিকর্ণিকে! যাঁহারা তোমার জলে অবগাহন করেন তাঁহারা যখন শ্রীবৎসলাঞ্ছন, মুরলীধারী, গোবর্দ্ধনধারণকারী হরি অথবা গঙ্গাধর নীলকণ্ঠ শঙ্কররূপ ধারণ করেন তখন তাঁহাদের বহুত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

৭। তোমার তীরে মরণ বড়ই মঙ্গল কর, দেবতারাও ইহা প্রশংসা

আয়াস্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোঽভূৎ সদা
পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি ? ॥ ৭
মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত-
স্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮
কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং
তৎসর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥ ৯

করেন; তোমার তীরে দেহত্যাগকারী মনুষ্যকে দেখিবার জন্য ইন্দ্র সহস্রলোচনে তৎপর হইয়া চাহিয়া থাকেন, সূর্য্যও সহস্র কিরণ দ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়া সতর্কভাবে লক্ষ্য করেন যে মৃত ব্যক্তি বৃষারূঢ় কিম্বা গরুড়ারূঢ় হইয়া কোন্ মন্দিরে গমন করিতেছে ?

৮। বেদার্থ দীক্ষাগুরু ব্রহ্মা স্বীয় পরিমাণের শত বৎসর ভাবনা করিয়াও মণিকর্ণিকার মধ্যাহ্নকালীন স্নানজন্য পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হইলেন না, অনন্তর মহাদেব যোগবলে সেই পুণ্যের পরিমাণ এই নির্ব্বাচন করিলেন যে, ঐ পুণ্য, স্নানকারী ব্যক্তির সপ্তপুরুষ পর্য্যন্তকে নারায়ণ অথবা শিব করিবে।

৯। কোটি শত চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নিজের পাপ মাত্র নাশরূপ ফললাভ হয় কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, সেই সমস্তই মণিকর্ণিকা স্নানের পুণ্যান্তর্গত রহিয়াছে; মনুষ্য স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে সংসার সমুদ্র গোষ্পদের মত পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদন প্রাপ্ত হয়।

কাশীপঞ্চকং। (শঙ্করাচার্য্যঃ)

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২

কোষেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোঽন্তরাত্মা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হইলে যে পরম শান্ত অবস্থায় স্থিতি হয় তাহাই তীর্থ প্রধানা মণিকর্ণিকা, আর তখন যে জ্ঞানের প্রবাহ চলে তাহাই বিমলা আদি গঙ্গা, নিজবোধরূপা সেই কাশীই আমি ॥ ১

যে নিজবোধরূপা কাশীতে ইন্দ্রজালের মত কল্পিত মনের বিলাসরূপ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ভাসিতেছে, সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপা নিজবোধ-রূপা কাশীপুরীই আমি ॥ ২

অন্নময়াদি কোষে যিনি বিরাজমান, বুদ্ধি যাঁহার ভবানী, প্রতি দেহ যাঁহার গৃহ, সর্ব্বগত অন্তরাত্মা, যেখানে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী শিব, নিজবোধরূপা কাশীপুরীই সেই আমি ॥ ৩

সর্ব্ব প্রকাশিকা নিজবোধরূপা কাশী, কাশিতেই বিরাজিত; ব্রহ্মই ব্রহ্মে প্রকাশিত। সেই কাশী যিনি জানেন তিনিই কাশী প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥ ৪

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫

দণ্ডপাণি-স্তোত্রম্।

রত্নভদ্রাঙ্গজোদ্ভূত পূর্ণভদ্রসুতোত্তম।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু মে যক্ষ কাশীবাসং শিবাপ্তয়ে ॥ ১
ধন্যো যক্ষঃ পূর্ণভদ্রো ধন্যা কাঞ্চনকুণ্ডলা।
যস্যা জঠরপীঠেঽভূর্দ্দণ্ডপাণে মহামতে ॥ ২
জয় যক্ষপতে ধীর জয় পিঙ্গললোচন।
জয় পিঙ্গজটাভার জয় দণ্ডমহায়ুধ ॥ ৩
অবিমুক্তমহাক্ষেত্রসূত্রধারোগ্রতাপস।
দণ্ডনায়ক ভীমাস্য জয় বিশ্বেশ্বর-প্রিয় ॥ ৪
সৌম্যানাং সৌম্যবদন ভীষণানাং ভয়ানক।
ক্ষেত্রপাপধিয়াং কাল মহাকাল মহাপ্রিয় ॥ ৫
জয় প্রাণদ যক্ষেন্দ্র কাশীবাসাচ্চ মোক্ষদ।
মহারত্নস্ফুরদ্রশ্মিচয়চর্চ্চিতবিগ্রহ ॥ ৬

এই শরীরই কাশীক্ষেত্র, ত্রিভুনজননী সর্ব্বব্যাপিনী জ্ঞানই গঙ্গা, এই ভক্তি ও শ্রদ্ধাই গয়া, নিজ গুরুর চরণ যুগল ধ্যান রূপ যে যোগ তাহাই প্রয়াগ, সকল লোকের মনের সাক্ষীস্বরূপ অন্তরাত্মাই তুরীয় বিশ্বেশ্বর, এই ভাবে সমস্ত তীর্থই যখন আমার দেহের মধ্যে বাস করেন তখন আর অন্য তীর্থে প্রয়োজন কি? ॥ ৫

মহাসম্ভ্রান্তিজনক মহোদ্‌ভ্রান্তিপ্রদায়ক।
অভক্তানাঞ্চ ভক্তানাং সম্ভ্রান্ত্যাদ্‌ভ্রান্তিনাশক ॥ ৭
প্রাস্থ্যানেপথ্যচতুর জয় জ্ঞাননিধিপ্রদ।
জয় গৌরীপাদপদ্মে মোক্ষেক্ষণবিচক্ষণ ॥ ৮
যক্ষরাজাষ্টকং পুণ্যমিদং নিত্যং ত্রিকালতঃ।
জপামি মৈত্রাবরুণো বারাণস্যাপ্তিকারণম্ ॥ ৯
দণ্ডপাণ্যষ্টকং ধীমান্ জপন্ বিঘ্নৈর্ন জাতুচিৎ।
শ্রদ্ধয়া পরিভূয়েত কাশীবাসফলং লভেৎ ॥ ১০

কালভৈরবাষ্টকম্।

দেবরাজসেব্যমানপাবনাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
ব্যালযজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্।
নারদাদিযোগিবৃন্দবন্দিতং দিগম্বরং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ১
ভানুকোটিভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং
নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্।
কালকালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং
কশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ২

১। দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার পতিত পাবন চরণ কমল সেবা করেন, সর্প যাঁহার গলদেশের যজ্ঞসূত্র, যিনি চন্দ্রশেখর, যিনি দয়া নিধান, নারদাদি যোগিগণ যাঁহাকে বন্দনা করেন, যিনি দিগম্বর আমি সেই কাশিপুরের অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করিতেছি।

২। যিনি কোটি সূর্য্য প্রতীকাশ, যিনি সংসার সাগরের কর্ণধার এবং পরাৎপর, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণে রঞ্জিত, যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু ও

শূলটঙ্কপাশদণ্ডপাণি-মাদিকারণং
শ্যামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরাময়ম্।
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ৩
ভক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং
ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্।
নিক্বণন্মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিণীলসৎকটিং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ৪
ধর্ম্মসেতুপালকং ত্বধর্ম্মমার্গনাশকং
কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভুম্।

ত্রিলোচন, যিনি কালসংহারকারী মহাকাল এবং পদ্মপলাশলোচন, যিনি অক্ষমালা ও শূল ধারণ করেন এবং যিনি সনাতন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে আমি ভজনা করিতেছি।

৩। শূল, টঙ্ক (পাষাণভেদী অস্ত্র বিশেষ) নাগপাশ ও দণ্ড যাঁহার হস্তে, যিনি এই জগতের আদি কারণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদি দেব, অবিনাশী ও নিরাময়, যাঁহার (অসুর-বিনাশকারী) বিক্রম অতি ভয়ানক, যিনি জগতের প্রভু এবং বিচিত্র তাণ্ডবপ্রিয়, কাশিকা রাজধানীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে আমি ভজনা করি।

৪। যিনি ভক্তজনের ভোগ ও মোক্ষবিধান করেন, যাঁহার দেহ প্রশস্ত ও মনোরম, যিনি ভক্তবৎসল ও সুখাসীন, এই ত্রিভুবন যাহার মূর্ত্তি, যাঁহার কটিদেশ মধুরধ্বনিবিশিষ্ট মনোহর স্বর্ণকিঙ্কিণী দ্বারা পরিশোভিত, কাশিকা রাজধানীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করিতেছি।

৫। যিনি (সংসার সাগরের) ধর্ম্মরূপ সেতু রক্ষা করেন, এবং

স্বর্ণবর্ণশেষ-পাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৫
রত্ন-পাদুকা প্রভাভিরামপাদযুগ্মকং
নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্।
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংষ্ট্রমোক্ষণং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৬
অট্টহাস-ভিন্ন-পদ্মজাণ্ড-কোষ-সন্ততিং
দৃষ্টিপাত-নষ্টপাপ-জালমুগ্রশাসনম্।
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালি-কন্ধরং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৭

অধর্ম্মপথ বিনাশ করেন, যিনি ভক্তজনের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন ও বিমল আনন্দ দান করেন, যিনি এই সংসারের প্রভু, স্বর্ণের ন্যায় মনোহর বর্ণ-বিশিষ্ট অনন্ত সর্পরূপ রজ্জুতে যাঁহার অঙ্গ সুশোভিত, কাশিকা রাজধানীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি।

৬। রত্ননির্ম্মিত পাদুকা দ্বারা যাঁহার পদযুগল বিরাজিত, যিনি সনাতন, মনোভিরাম এবং যিনি সর্ব্বতোভাবে অদ্বিতীয়, যিনি ত্রিজগতের ইষ্টদেব ও নিরঞ্জন (নির্লিপ্ত), যিনি ভক্তের জন্য মৃত্যুর দিগ্বিজয়জনিত দর্প বিনাশ করেন, কালের করালদংষ্ট্রার মধ্য হইতে যিনি ভক্তকে উদ্ধার করেন, কাশিকা রাজধানীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করিতেছি।

৭। (প্রলয় সময়ে) যাঁহার অট্টহাসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোষ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাপজাল ভস্মীভূত হয়, যাঁহার (দেবাসুর শিরোধার্য্য) শাসন নিতান্ত উগ্র, যিনি সাধকগণকে অষ্টসিদ্ধি দান করেন, এবং যাঁহার গলদেশ নরকপাল মালায় অলঙ্কৃত; কাশিকাপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করিতেছি।

ভূতসঙ্ঘনায়কং বিশালকীর্ত্তিদায়কং
কাশীবাসিলোক-পুণ্যপাপশোধকং বিভুম্।
নীতিমার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৮
কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং
জ্ঞানমুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণ্য বর্দ্ধনম্।
শোক-মোহ-দৈন্য-লোভ-কোপতাপনাশনং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৯
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

অন্নপূর্ণা।

ধ্যান রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্ন প্রদান-নিরতাং স্তন-ভার-নম্রাম্।

৮। যিনি (প্রমথ প্রভৃতি) ভূতগণের (জীব সমূহের) নায়ক, যিনি কীর্ত্তিলিপ্সু জনগনকে কর্ম্মানুযায়ী অসাধারণ কীর্ত্তি দান করেন, যাঁহার প্রসাদে কাশীবাসিজনগণের পুণ্যপ্রভাবে পাপরাশি দূরীভূত হয়, যিনি জগতের বিভু এবং নীতিপথে অভিজ্ঞ, যিনি (সনাতন বলিয়া) পুরাতন এবং জগৎপতি; কাশিকাপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করিতেছি।

৯। যাঁহারা বিচিত্র পুণ্যবর্দ্ধন, জ্ঞান ও মুক্তিসাধন, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ, কোপ ও তাপনাশক এই 'কালভৈরবাষ্টক' পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় শ্রীকালভৈরবের পদপ্রান্তে উপনীত হন।

তুমি রক্তবর্ণা, তুমি বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া আছ। নবোদিত

নৃত্যান্ত-মিন্দু শকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজেভগবতীং ভব-দুঃখ-হন্ত্রীম্ ॥
হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।

প্রণাম অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং সমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারু-চরণে ভক্তিং দেহি দীন-দয়াময়ি ॥
সর্ব্ব সমল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১

চন্দ্রকলা তোমার চূড়ায়। তুমি অন্নদানে রত এবং স্তনভাবে নতাঙ্গী। অর্দ্ধেন্দুশেখর মহেশ্বরকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তুমি আনন্দিত। ভবদুঃখ হারিণী ভগবতীকে আমি ভজনা করি।

মা! অন্নপূর্ণে তোমাকে প্রণাম করি। মা জগদম্বা তোমাকে প্রণাম। দীন-দয়াময়ি! তোমার চারুচরণে ভক্তি দাও।

হে সর্ব্বমঙ্গলেরও মঙ্গল-কারিণি! হে মঙ্গলময়ি! হে সর্ব্ব অভিলাষের ফলদায়িনি! হে শরণাগতবৎসলে! হে ত্রিনয়নে! হে গৌরি! হে নারায়ণি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নিরন্তর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ, স্বীয় হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়াছ, সৌন্দর্য্যরূপ রত্নের আকর তুমি,

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥২

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩

তুমি ভক্তবৃন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরী, তুমি প্রলয় পর্ব্বত বা হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছ, তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী। মা করুণাময়ি! অন্নপূর্ণেশ্বরি তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নানাপ্রকার বিচিত্র রত্নের দ্বারা আশ্চর্য্য বেশ-ভূষাকারিণী, তুমি স্বুবর্ণ-খচিত বসন পরিধান হেতু বিলাসবতী, তোমার বক্ষস্থিত কুচ-কুম্ভে মুক্তাহার বিলম্বিত হওয়ায় এই স্থান উজ্জ্বল হইয়াছে, তুমি সর্ব্বাঙ্গে কাশ্মীর দেশীয় কুঙ্কুম ও অগুরু অনুলিপ্ত করিয়া স্বীয় দেহের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি কাশীপুরীর অধিশ্বরী। মা! করুণাময়ি! অন্নপূর্ণেশ্বরি তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২

দেবি! তুমি যোগানন্দদাত্রী, তুমি ভক্তগণের রিপুক্ষয়কারিণী, তুমি ধর্ম্মার্থ শ্রদ্ধাদায়িনী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তরঙ্গ স্বরূপিণী, তুমি ত্রিভুবনের রক্ষয়িত্রী, তুমি সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর এবং সকলের বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার আবাস স্বরূপিণী! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী। মা করুণাময়ি অন্নপূর্ণেশ্বরি! মা তুমি আমায় ভিক্ষা দাও।

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৪
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৫
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।

তুমি কৈলাস পর্ব্বতের গুহা মধ্যে স্বীয় আলয় স্থাপন করিয়াছ। মাতঃ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী, এবং তুমিই কৌমারীরূপ ধারণ করিয়াছ, তুমিই বেদার্থের প্রকাশ করিয়াছ ও তুমিই প্রণবময়ী। দেবি! তুমি মোক্ষদ্বারস্থ কপাটের উদ্ঘাটন কর এবং তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী। জননি! করুণাময়ি! অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও॥ ৪

দেবি! তুমি দৃশ্যাদৃশ্য অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত জীবকে বহন করিতেছ অর্থাৎ সকলের আশ্রয় তুমি, এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড তোমার উদর; তুমি সংসার নাটক লীলার উচ্ছেদ কর, তুমিই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপের অঙ্কুর স্বরূপিণী, তুমি শ্রীবিশ্বনাথের মনকে প্রসন্ন কর। মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমিই কাশীপুরাধীশ্বরী। করুণাময়ি! তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫

হে অন্নপূর্ণে! তুমি অবনীমণ্ডলস্থ জনসমূহের ঈশ্বরী, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তুমি জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্ন প্রদান করিয়া থাক।

সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৬
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৭
দর্ব্বী পাকসুবর্ণরত্নঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা।
বামে চারুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী তপঃ ফলকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৮

তুমি তোমার বেণীতে সমগুচ্ছ নীল কেশ তরঙ্গ ধারণ করিয়াছ, জীবগণের নিত্য অন্নদানের ঈশ্বরী তুমি, সকল আনন্দ তুমিই দিয়া থাক, তুমিই মঙ্গল অবস্থা প্রদান কর। হে জননি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী। মা! করুণাময়ি! তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৬

পঞ্চাশৎ বর্ণময়ি! অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণমালা দ্বারা তুমিই বর্ণনীয়া, তুমিই মহাদেবের ত্রিবিধ ভাব বিধানকারিণী, তুমিই কাশ্মীরাদি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিবিধ লহরী-স্বরূপিণী, নিত্যই তোমা হইতে সর্ব্ববস্তু অঙ্কুরিত হইতেছে, তুমিই প্রলয়রাত্রিস্বরূপা। তুমি সকল প্রকার কামনা ও আকাঙ্ক্ষার জনয়িত্রী, তুমিই লোক সকলের উন্নতিদায়িনী। হে কাশীপুরাধিশ্বরি! করুণাময়ি! অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও॥ ৭

দক্ষিণ হস্তে হাতা ও বামভাগে স্বর্ণনির্ম্মিত পাকপাত্র তোমার। রম্যস্তনী তুমি, তুমি শিবের সহচরী এবং সমস্ত সৌভাগ্যদানে ঈশ্বরী।

চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুন্তলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৯

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১০

তুমি ভক্তের অভীষ্ট প্রদান কর, তপস্যার ফলপ্রদান কর, তুমি কাশীশ্বরী। মা করুণাময়ি! অন্নপূর্ণে! ঈশ্বরি! তুমি ভিক্ষা দাও॥৮

দেবি! তুমি কোটী কোটী চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভা-শালিনী, চন্দ্রকিরণের বিম্বধারিণী তুমি, তুমি চন্দ্র সূর্য্য ও অনলের ন্যায় সমুজ্জ্বল কেশপাশধারিণী, তুমিই চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সুশীতল বর্ণের ঈশ্বরী, জননি! তুমি চতুর্ভুজা, মালা, পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, মা করুণাময়ি অন্নপূর্ণে ঈশ্বরি, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥৯

মাতঃ! তুমি ক্ষত্রিয়কুল ত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান কর, তুমি জীবগণের জননী, তুমি করুণাসাগর স্বরূপিণী, তুমি ভক্তবৃন্দকে মোক্ষ প্রদান করিয়া করিয়া থাক, এবং নিরন্তর সকলের কল্যাণ বর্দ্ধন কর। জননি! তুমিই বিশ্বেশ্বরীও তুমিই লক্ষ্মী! তুমিই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ, এবং তুমিই ভক্তগণের আপদ সকল বিনাশ কর। হে অন্নপূর্ণে! হে কাশীপুরীর অধীশ্বরি। হে করুণাময়ি! তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥১০

অন্নপূর্ণে! সদা পূর্ণে! শঙ্করপ্রাণবল্লভে!।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি! ॥
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥ ১১

শ্রীশঙ্করঃ।

হরগৌর্য্যষ্টকম্।

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২
চলৎকণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ বিভ্রৎফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৩
বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ প্রফুল্লপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৪
প্রপন্নভক্তে সুখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৫

হে অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজিতা তুমি মহাদেবের প্রাণপ্রিয়া। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে ভিক্ষা দাও অর্থাৎ আমি যেন সংসারে অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জ্জন করিতে পারি পার্ব্বতী দেবী আমার মাতা, দেব মহেশ্বর পিতা, শিবভক্ত সকলেই বান্ধব আর আমার স্বদেশ হইতেছে ত্রিভুবন ॥ ১১

চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৬

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরগৌর্য্যষ্টকং সমাপ্তম্।

পঞ্চম উল্লাস।

শ্রীমহাদেব স্তোত্রাণি।

প্রথম স্তবক।

১

শ্রীশিবস্বরূপ বিশ্বরূপ আত্মারূপ।

यत्परं ब्रह्म स एको य एकः स रुद्रो यो रुद्रः सः ईशानो य ईशानः स भगवान् महेश्वरः। अथर्वशिर उपनिषत्

২

ওঁ একং ব্রহ্মৈবা দ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চিৎ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাৎ একং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্॥

স্কন্দপুরাণে।

৩

प्रणम्य शिरसा पादौ शुको व्यासमुवाच ह।
को देवः सर्व्वदेवेषु कस्मिन् देवाश्च सर्व्वशः॥
कस्य शुश्रूषणान्नित्यं प्रीता देवा भवन्ति मे।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पिता शुकम्॥
सर्व्वदेवाऽऽत्मको रुद्रः सर्व्वे देवाः शिवात्मकाः।
रुद्रस्य दक्षिणे पार्श्वे रविर्ब्रह्मा त्रयोऽग्नयः॥
वामपार्श्वे उमा देवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः।
या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स हि चन्द्रमाः॥
ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शङ्करम्।
येऽर्चयन्ति हरिं भक्त्या तेऽर्चयन्ति वृषध्वजम्॥

ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनार्द्दनं।
ये रुद्रं नाऽभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम् ॥
रुद्रात् प्रवर्त्तते बीजं बीजयोनिर्जनार्द्दनः।
यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥
ब्रह्मविष्णुमयो रुद्रः अग्नीषोमाऽत्मकं जगत्।
पुंलिङ्गं सर्व्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं भगवत्युमा ॥
उमा रुद्रात्मिकाः सर्व्वाः प्रजा स्थावरजङ्गमाः।
व्यक्तं सर्व्वमुमारूपमव्यक्तं तु महेश्वरम् ॥
उमा शङ्करयोर्योगः स योगो विष्णुरुच्यते।
यस्तु तस्मै नमस्कारं कुर्यात् भक्तिसमन्वितः ॥
आत्मानं परमाऽत्मानमन्तराऽत्मानमेव च।
ज्ञात्वा त्रिविधमात्मानं परमात्मानमाश्रयेत् ॥
अन्तरात्मा भवेत् ब्रह्मा परमात्मा महेश्वरः।
सर्वेषामेव भूतानां विष्णुरात्मा सनातनः ॥
अस्य त्रैलोक्यवृक्षस्य भूमौ विटपशाखिनः।
अग्रं मध्यं तथा मूलं विष्णुब्रह्ममहेश्वराः ॥
कार्य्यं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः।
प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्त्तिरेका त्रिधाकृता ॥
धर्म्मो रुद्रो जगत् विष्णुः सर्वज्ञानं पितामहः।
श्रीरुद्र रुद्ररुद्रेति यस्तं ब्रूयाद्विचक्षणः ॥
कीर्त्तनात् सर्वदेवस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते।
रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मै तस्यै नमो नमः।
रुद्रः सूर्य्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः।
रुद्रो दिवा उमा रात्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मै तस्यै नमो नमः।
रुद्रो वह्निरुमा स्वाहास्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै तस्यै नमो नमः।
रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो गन्ध उमा पुष्पं तस्मै तस्यै नमो नमः।
रुद्रोऽर्थ अक्षरः सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो लिङ्गमुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः।
कुत्रचित् गमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपिणः।
आकाशमेकं सम्पूर्णं कुत्रचिन्नैव गच्छति ॥

रुद्रहृदयोपनिषत्।

দ্বিতীয় স্তবক।

১

শিব-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্।
খট্টাঙ্গশূলবরদাভয়হস্তমীশং সংসার- রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥ ১
প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধদেহং সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥ ২
প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদিভেদরহিতং ষড়্ভাবশূন্যং সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥ ৩
প্রাতঃ সমুত্থায় শিবং বিচিন্ত্য শ্লোকত্রয়ং যেঽনুদিনং পঠন্তি।
তে দুঃখজাতং বহুজন্মসঞ্চিতং হিত্বাপদং যান্তি তদেব শম্ভোঃ॥ ৪

২

শিবাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্রম্।

আদৌ কর্ম্ম প্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্‌যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১

প্রথমে কর্ম্মে আসক্ত হওয়ায় কতই পাপ করিয়া ফেলিয়াছি কারণ যখন আমি জননী জঠরে ছিলাম, তখন বিষ্ঠা মূত্রাদি অপবিত্র বস্তু মধ্যে নানারূপ ব্যথা ভোগ করিতে হইয়াছে এবং মাতার জঠরাগ্নি আমাকে

বাল্যে দুঃখাতরেকান্ মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগাদিদুঃখাক্রন্দিতপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ২
প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়-বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৩

নিরতিশয় যাতনা দিয়াছে। তখন আমি যে দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত হইয়াছি তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ? হে শম্ভো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১

বাল্যকালে স্বীয়মলে সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত থাকিত বলিয়া কত দুঃখ পাইতাম, স্তনপানে কত পিপাসা হইত কিন্তু তাহা মিলিত না, ইন্দ্রিয়সমূহ ছিল কিন্তু তাহাদের ব্যবহারে অশক্ত বলিয়া মশকাদি তমোগুণ প্রধান জন্তুগণ নিরূপায় আমাকে কতই হিংসা করিত। নানা রোগ জনিত দুঃখে কেবল রোদন করিতাম—তখন একবারও শ্রীশঙ্করকে স্মরণ করি নাই; হে শম্ভো! হে শিব! হে মহাদেব! অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর॥ ২

যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সর্প হইয়া আমার মর্ম্ম-সন্ধিতে দংশন করিত, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কেবল ধন, পুত্র ও যুবতী সম্ভোগের আস্বাদেই সুখ ভাবিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকিতাম। অহো! আমার হৃদয় শিব-চিন্তা বিহীন হইয়া মান ও গর্ব্বের বশীভূত ছিল। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৩

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাধিতাপৈঃ
পাপৈরোগৈর্ব্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৪
নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে।
জ্ঞাতো ধর্ম্মো বিচারৈঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৫
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।

বার্দ্ধক্যে আধিদৈবিকাদিতাপে তাপিত আমি, আমার ইন্দ্রিয় সকলের গতিমতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পাপ, রোগ, বিয়োগে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আমি উৎসাহ হীন ও দীন হইয়া পড়িয়াছি, আমার পাপ মন মিথ্যা মোহের অভিলাষে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; ইহা একবারও ধূর্জ্জটীর ধ্যানে নিমগ্ন হয় না; হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪

স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম সকল অঙ্গীহীন না করিয়া সম্পাদন করা পদে পদে দুঃসাধ্য, না করিলেও প্রত্যবায়—আমি এই সব কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম, হে স্মরারে! তখন দ্বিজগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ব্রহ্মলাভের পন্থাস্বরূপ বৈদিক কার্য্যে আমার কিসে প্রবৃত্তি হইতে পারে? যখন ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে আস্থা করি নাই যখন আমার বিচার শক্তিও নাই তখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন আর করিবে কে? অতএব হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৫

নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পৈস্ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৬
দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতং পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭
ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহ-বদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গ-তীরে ব্রত-জপ-নিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৮

আমি স্নানবিধি অনুসারে প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কখনও পূজার্থ গঙ্গাজল আহরণ করি নাই, কোন অরণ্য মধ্যে গমন পূর্ব্বক বিল্বদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার চরণে গন্ধপুষ্প প্রদান করিব এই কামনা করিয়া কোন সরোবর হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ দীপ আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬

হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা এই পঞ্চামৃত পূর্ণ মিলিত ঘট শত দ্বারা লিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও শিবলিঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত করি নাই, কখন সুবর্ণপুষ্প দিয়া পূজাও করি নাই, কখন ধূপ কর্পূর প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত নৈবেদ্যোপহারও প্রদান করি নাই। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৭

হে মহেশ্বর আমি তোমাকে কখন তোমার ধ্যান করিয়া তোমার

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎ-কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিত-বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গজ্ঞে ব্রহ্মবাক্যে সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ! ॥ ৯
নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণ-বিরহিতো ধ্বস্ত-মোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্ত-দৃষ্টির্ব্বিদিত-ভব-গুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাঽবস্থয়া ত্বাং বিগত-কলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ! ॥ ১০

প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে বহুতর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ বীজমন্ত্রে অগ্নিতে লক্ষ আহুতি তোমাকে স্মরণ করিয়া প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে রুদ্রসূক্ত জপদ্বারা কোন ব্রতাচরণ জন্য অবস্থান করি নাই, হে শম্ভো ! আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৮

হে শম্ভো ! আমি ষট্‌চক্রস্থিত পদ্মে পদ্মে ওঙ্কারময় বায়ুকে সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনী পথে লইয়া যাই নাই এবং পরাবস্থায় শান্ত হইয়া প্রকটিত বিভব, জ্যোতিরূপ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর তুমি, তোমার সম্মুখে বেদ-বাক্যে, সর্ব্বদেহস্থ তোমাকে স্মরণ করি নাই হে শিব ! হে শম্ভো ! হে মহাদেব ! তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৯

কামক্রোধাদি বস্ত্রশূন্য হইয়া, বিষয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ হইয়া, সত্ত্বরজস্তম অতিক্রম করিয়া এবং অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া আমি কখন নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক বিগত পাপ হইয়া একাগ্রচিত্তে তোমার ধ্যান করি নাই, তোমাতে কলিমল নাই তথাপি কখন প্রেমোন্মত্ত অবস্থায়

চন্দ্রোদ্ভাসিত-শেখরে স্মর-হরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিত-কণ্ঠ-কর্ণ-বিবরে নেত্রোত্থ-বৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্ কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥ ১১
কিং বাহনেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিংবা পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥ ১২
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।

আমি তোমার চিন্তা করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১০

যাঁহার মৌলি প্রদেশ চন্দ্রকিরণে প্রদীপ্ত, যিনি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের মঙ্গলসাধন করেন, যিনি সর্পদ্বারা কণ্ঠে এবং কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম্মদ্বারা সুন্দর অঙ্গ আবরণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের জন্য সেই হরে চিত্তবৃত্তি অর্পণ কর, অন্য কর্ম্মে প্রয়োজন কি?॥ ১১

দানে, ধনে, হস্তী, অশ্ব বা রাজ্যপ্রাপ্তিতে কি হইবে? কিম্বা পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও পশু দ্বারা কোন্ ফললাভ হইবে, এই দেহ বা গৃহ কোন্ পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে? ইহাদিগকে ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া শীঘ্রই মন হইতে দূর করিয়া দাও এবং আত্মলাভের জন্য গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্ব্বতীবল্লভকে ভজনা কর॥ ১২

লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥ ১৩
করণচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাঽপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেণসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি।
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ॥ ১৫

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যাঃ।

চাহিয়া দেখ দেখিতে দেখিতে আয়ু বিনাশ পাইতেছে, প্রতিদিন যৌবন ক্ষয় পাইতেছে, গতদিন পুনরায় আর আগমন করিতেছেনা, সর্ব্ব-সংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলই ভক্ষণ করিতেছে, এই যে লক্ষ্মী—ইহাও সলিলতরঙ্গভঙ্গের ন্যায় চপল, এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, অতএব হে শরণাগতপালক! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ১৩

হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার হস্তকৃত, পাদকৃত, বাক্যকৃত, শরীর কৃত, কর্ম্মকৃত, শ্রবণকৃত, নয়নকৃত ও মানসিক যে যে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি, হে করুণাসাগর! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। যে শম্ভো! হে মহাদেব! তোমার জয় হউক॥ ১৪

যাঁহার গাত্র ভস্মানুলেপনে শ্বেতচর্ণ, হাস্য শ্বেতবর্ণ, হস্তে শ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্বাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল শ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেণ মিশ্রণে জটা শ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, সেই সর্ব্বশ্বেত শঙ্করদেব পাপক্ষয় করিয়া বিভব প্রদান করুন॥ ১৫

৩

শ্রীশ্রীশিব ধ্যানম্।

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপিবরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতঞ্চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণি-নিভং পার্ব্বতীশং ভজামি॥ ১
বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্য-শশাঙ্ক-বহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দ-প্রিয়ম্
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥ ২

প্রশান্তমূর্ত্তি, পদ্মাসনে যিনি অবস্থিত, চন্দ্র যাঁহার মস্তকে মুকুটরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র, যিনি দক্ষিণ বাহুতে শূল, বজ্র, খড়্গ, কুঠার ও বর মুদ্রা ধারণ করেন এবং বাম বাহুতে যিনি সর্প, নাগপাশ, ঘণ্টা, ডমরু ও অঙ্কুশ ধারণ করেন, নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও শুভ্র সেই পার্ব্বতী-পতি মহাদেবকে ভজনা করিতেছি॥ ১

দেবতাগণের গুরু দেব-উমাপতিকে প্রণাম করিতেছি, যিনি জগতের কারণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি, সর্পগণ যাঁহার শরীরের ভূষণ, যিনি মৃগ (মৃগ নামক মুদ্রা) ধারী তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। যিনি পশুগণের (জীবগণের) পতি, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি যাঁহার নয়ন, তাহাকে প্রণাম করিতেছি, যিনি মুকুন্দের প্রিয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি, যিনি ভক্তজনের আশ্রয় ও তাহাদের বরদাতা তাঁহাকে প্রণাম

মৌলৌ চন্দ্র-দলং গলে চ গরলং জূটে চ গঙ্গাজলং
ব্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শূলং কপালং করে।
বামাঙ্গে দধতং নমামি সততং প্রালেয়শৈলাত্মজাং
ভক্তক্লেশহরং হরং স্মরহরং কর্পূরগৌরং পরম্॥ ৩

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি-নিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমর-গণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ব-বীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥ ৪

করিতেছি, যিনি শিব (মঙ্গলময়) ও শঙ্কর (মঙ্গলকর) তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি॥ ২

যাঁহার ভালদেশে চন্দ্রকলা, গলদেশে গরল (কালকূট নামক বিষ), জটাজূটে দ্রবময়ী গঙ্গা, বক্ষে সর্পমালা, নয়নে অনল, হস্তে শূল ও কপাল এবং অঙ্গের বামভাগে শৈলবালা বিরাজ করিতেছেন; যিনি ইহাদিগকে ধারণ করেন, ভক্তদুঃখহারী, কন্দর্পবিনাশকারী, কর্পূরের ন্যায় ধবলকান্তি, সেই পরাৎপর শ্রীমহাদেবকে প্রণাম করিতেছি॥ ৩

যিনি রজত পর্ব্বতের ন্যায় ধবল ও উন্নত, চারুচন্দ্রাভরণে যাঁহার ভালদেশ অলঙ্কৃত, রত্নময় বেশ ভূষায় যিনি বিরাজমান, যিনি কুঠার, মৃগ নামক মুদ্রা, বর ও অভয় হস্তে ধারণ করেন, যাঁহার মূর্ত্তি প্রসন্নমধুর, যিনি পদ্মাসনে আসীন, চারিদিক হইতে দেবতাগণ যাঁহার স্তুতি করিতেছেন, যাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, যিনি এই বিশ্ব-তরুর বীজ এবং বিশ্বের আদি যিনি ত্রিনেত্র ও পঞ্চানন সেই সর্ব্বভয়হারী মহেশ্বরকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে॥৪

প্রণাম — ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

ক্ষমাপ্রার্থনা — আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

৪

শ্রীশিব মানস-পূজা।

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং
নানারত্নবিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।
জাতীচম্পকবিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপস্তথা
দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্॥ ১
সৌবর্ণে মণিখণ্ডরত্নরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পানসম্।
শাকানামযুতং জলং রুচিকরং কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বলং
তাম্বূলং মনসা ময়া বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভো স্বীকুরু॥ ২

তুমি মঙ্গলস্বরূপ তোমাকে প্রণাম। তুমি শান্তমূর্ত্তি, তুমি বিবিধ কারণের হেতু; হে পরমেশ্বর আমি তোমাকে আত্মনিবেদন করিতেছি তুমিই আমার গতি।

১। বহুবিধ রত্ন রচিত সুন্দর আসন, শীতল স্নানীয় জল, মনোহর বস্ত্র, নানাবিধ রত্নময় আভরণ, মৃগমদসৌরভযুক্ত চন্দন, জাতী, চম্পক বিল্বপত্র যুক্ত নানাবিধ পুষ্প, ধূপ ও দীপ আমি মনে মনে আয়োজন করিয়াছি হে দয়ানিধি হে দেব হে পশুপতে, তুমি গ্রহণ কর।

২। মণি খণ্ড ও রত্ন দ্বারা খচিত সুবর্ণময় পাত্রে আমি ভক্তি পূর্ব্বক ঘৃত, পায়স, পঞ্চবিধ খাদ্য, দধি, দুগ্ধ, রম্ভা ও পনস (কঁটাল) ফল, বহুবিধ

ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকঞ্চাদর্শকং নির্ম্মলং
বীণাভেরি মৃদঙ্গ কাহলকলা গীতঞ্চ নৃত্যন্তথা।
সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতির্ব্বহুবিধা হ্যেতৎসমস্তং ময়া
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো পূজাং গৃহাণ প্রভো ॥৩
আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো
যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥ ৪
ইত্যেবং হরপূজনং প্রতিদিনং যো বা ত্রিসন্ধ্যং পঠেৎ
সেবাশ্লোকচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং পূজা হরে র্মানসী।

শাক, সুস্বাদু কর্পূরসুবাসিত জল ও তাম্বূল মনে মনে সংগ্রহ করিয়াছি ও রচনা করিয়াছি প্রভো, তুমি গ্রহণ কর।

৩। ছত্র, চামর যুগল, ব্যজন, নির্ম্মল দর্পণ, বীণা, ভেরী, মৃদঙ্গ কাহল প্রভৃতি বাদ্য, কলাসংযুক্ত গীত এবং নৃত্য, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, বহুবিধ স্তব, এই সমস্তই প্রভো আমি মানস কল্পনায় তোমাকে সমর্পণ করিলাম—বিভো! তুমি পূজা গ্রহণ কর।

৪। আমি যাহাকে আত্মা বা আমি বলি এই আত্মাই তুমি, আর আমার (সতত নৃত্যশালিনী) মতিই গিরিজা, আর পঞ্চ (ভূতময়) প্রাণ তোমার সহচর, আমার এই শরীর তোমার পূজামণ্ডপ, বিষয়ভোগরূপ কার্য্যকলাপ তোমার পূজা, আর আমি যে নিদ্রা যাই ইহা তোমাতেই সমাধিলাভ, আমার এই পদসঞ্চালন ইহা তোমারই প্রদক্ষিণবিধি যাহা কিছু কথা বলি সে সমস্তই তোমার স্তব, যে কর্ম্ম আমি করি, শম্ভো! সে সমস্তই তোমার আরাধনা।

সোঽয়ং সৌখ্যমবাপ্নুয়াদ্দ্যুতিধরং সাক্ষাদ্ধরের্দর্শনং
ব্যাসস্তেন মহাবসান-সময়ে কৈলাস-লোকংগতঃ ॥ ৫

করচরণ-কৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজংবা
শ্রবণনয়নজংবা মানসংবাঽপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৬

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ শ্রীশিবমানসপূজাস্তবঃ সমাপ্তঃ।

শিব পঞ্চাক্ষর স্তোত্রম্।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ ন কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১

৫। যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় এইরূপে শ্রীহর মানস পূজা স্তবরূপ 'সেবা শ্লোক চতুষ্টয়' পাঠ করেন, অথবা (হরি হর অভেদ বোধে) যিনি প্রতিদিন শ্রীহরির মানস পূজা করেন, তিনি (ইহলোকে) সুখলাভ করেন এবং দিব্য কান্তিময় শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। মহর্ষি ব্যাস এইরূপে প্রলয় সময়ে কৈলাস লোকে গমন করিয়াছিলেন।

৬। আমি হস্তপদাদি দ্বারা বা বাক্য ও শরীর দ্বারা অথবা কর্ম্ম দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, চক্ষু কর্ণ ও মনের অসাবধানতায় আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আমার বিদিতই হউক বা অবিদিতই হউক হে দয়াসিন্ধো, তুমি সে সমস্ত ক্ষমা কর, হে শম্ভো! শ্রীমহাদেব! তোমার জয় হউক।

১। যিনি নাগের হার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ভস্ম দ্বারা অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর, যিনি নিত্য, শুদ্ধ ও দিগম্বর সেই নকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি।

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায় নন্দীশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায়
মন্দারপুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায় তস্মৈ মকারায় নমঃ শিবায় ॥ ২
শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর নাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ শিকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩
বশিষ্ট-কুম্ভোদ্ভব গৌতমার্য্য-মুনীন্দ্র-দেবার্চ্চিত-শেখরায়।
চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায় তস্মৈ বকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪
যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় তস্মৈ য়কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫

২। যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনী বারি বিলোড়িত চন্দন দ্বারা নিরন্তর অনুলিপ্ত, যিনি নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথ গণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর, মন্দার পুষ্পাদি নানাবিধ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাঁহার পূজা করেন, সেই মকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি।

৩। যিনি মঙ্গল দাতা, যিনি নানারূপধারিণী গৌরীর বদন কমল সমূহের প্রকাশক সূর্য্য, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন, সমুদ্রমন্থনকালে বিষপান করিয়া যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছে এবং যিনি নিয়ত বৃষবাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি।

৪। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতমাদি ঋষি এবং মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি যাঁহার নয়ন, সেই বকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি।

৫। যিনি যজ্ঞস্বরূপ, যিনি আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার করে পিনাক নামক ধনু বিরাজিত, যিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত), যিনি ক্রীড়াশীল, যিনি দ্যুতিমান্ এবং দিক সকল যাঁহার বসন, সেই 'য়' কারাত্মক শিবকে নমস্কার।

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥ ৬

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রং॥

৬

শ্রীশিবাষ্টকং। (শঙ্করাচার্য্যঃ)

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ১
গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম্।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ২
মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরন্তম্।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৩
তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৪
গিরীন্দ্রাত্মজাসংগৃহীতার্দ্ধদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদাসন্নগেহম্।
পরব্রহ্মব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৫
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্।
বলীবর্দযানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৬
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রং বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৭

৬। মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর স্তোত্র যিনি শিব সন্নিধানে সর্ব্বদা পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবের সহিত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারং।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥ ৮
স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং বিচিত্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রযাতি ॥ ৯

৭

শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকম্।

গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপং গৌরী-নিরন্তর-বিভূষিতবামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং-বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥১
বাচামগোচরমনেক-গুণ-স্বরূপং বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিতপাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২
ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ শূলপাণিং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৩

যাঁহার জটাকলাপ গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে রমণীয়, যাঁহার বামাঙ্গ নিরন্তর গৌরীদ্বারা বিভূষিত, যিনি নারায়ণের প্রিয়, কন্দর্পের দর্পহারী, এবং বারাণসীপুরীর অধীশ্বর, সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥১

যিনি বাক্যের অগোচর, যিনি অনেক গুণের একাধার, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার পাদপীঠ সেবা করেন, যিনি বাম অঙ্গে নিজশক্তি পার্ব্বতীকে ধারণ করেন, বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥২

যিনি ভূতগণের অধীশ্বর, সর্পভূষণে যাঁহার অঙ্গ ভূষিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপ বসনে যিনি আচ্ছাদিত, যিনি জটাধারী ও ত্রিনেত্র, যাঁহার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, অভয়, বর ও শূল বিরাজমান, বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৩

শীতাংশুশোভিতকিরীটবিরাজমানং ভালেক্ষণানলবিশোষিতপঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিতভাস্বরকর্ণপূরং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৪
পঞ্চাননং দুরিতমত্তমতঙ্গজানাং নাগান্তকং দনুজপুঙ্গবপন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৫
তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়মানন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগান্তকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৬
আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশংবারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭

যিনি চন্দ্রশোভিত কিরীটে বিরাজমান, এবং যাঁহার ললাটচক্ষুনির্গত অনল দ্বারা পঞ্চবাণ (কাম) ভস্মীকৃত, যাঁহার কর্ণে নাগরাজের দেহদ্বারা রচিত সুন্দর কর্ণাভরণ শোভা পাইতেছে, বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৪

যিনি পাপরূপ মত্ত হস্তিকুলের সিংহস্বরূপ, দানব-পুঙ্গবরূপ সর্পসমূহের গরুড়স্বরূপ, এবং মরণ, শোক ও জরারূপ বনের দাবানল স্বরূপ, বারাণসী-পুরীর অধীশ্বর সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৫

যিনি তেজোময়, এবং সগুণ হইয়াও যিনি নির্গুণ ও অদ্বিতীয়, যিনি আনন্দের কন্দ অর্থাৎ মূলস্বরূপ যিনি মায়ার গুণে অপরাজিত ও অপ্রমেয়, যিনি নাগাসুরবিনাশকারী, যিনি সকল হইলেও কলারহিত, বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৬

সর্ব্ববিধ আশা পরিত্যাগ করিয়া পরের নিন্দা ও পাপে অনুরাগ হইতে মনকে নিবারণ করিয়া সমাধিগৃহে মনকে আনয়ন পূর্ব্বক হৃদয়কমলের মধ্যগত বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই পরমেশ্বর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৭

রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্য্যধৈর্য্যসুভগং গরলাভিরামং—বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥৮
বারাণসীপুর পতেঃ স্তবনং শিবস্য ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্॥৯

বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিব সন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥১০

ইতি শ্রীবেদব্যাসবিরচিতং শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকং সমাপ্তম্।

৮

শিবনামাবল্যষ্টকম্।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশরক্ষ॥ ১
হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ২

যিনি রাগদ্বেষাদি দোষবর্জ্জিত, এবং স্বীয় ভক্তজনে অনুরক্ত, যিনি বৈরাগ্য ও শান্তির আধার এবং গরলের নীলিমায় যাঁহার কণ্ঠদেশ মনোরম, মাধুর্য্য ও ধৈর্য্যের মিশ্রণে যাঁহার মূর্ত্তি অতি সৌম্য, সেই গিরিজা সহিত বারাণসীপুরীর অধীশ্বর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর॥৮

বারাণসীপুরপতি শ্রীবিশ্বনাথের এই অষ্টসংখ্যক স্তব ব্যাখ্যাত হইল। যে মানব ইহা পাঠ করে সে ইহকালে বিদ্যা, লক্ষ্মী, বিপুলসুখ ও অনন্তকীর্ত্তি লাভ করে এবং দেহান্তে মোক্ষলাভ করে॥৯

যে শ্রীশিব সমীপে এই পবিত্র বিশ্বনাথাষ্টক পাঠ করে সে শ্রীশিব লোক প্রাপ্ত হয় ও শ্রীশ্রীশিবের সালোক্যজনিত আনন্দ লাভ করে॥১০

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৩
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৪
বারণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৫
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকপালমাল সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥৬
কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বৃষাকপে হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৭
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয়বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাধিবাস।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৮

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ।

৯

বেদসারশিবস্তোত্রম্।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্‌গাঙ্গবারিং মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥ ১
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥ ২
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥ ৩
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥৫
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে ॥৬
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ॥
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥৯
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি॥১০
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥১১

শ্রীশঙ্করঃ।

১০

শিবাষ্টক-স্তোত্রম্।

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষগুণং গুণহীন-মহীশ-গণাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ১

তুমি নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ বলিয়া প্রভু, তুমি ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর কেহ নাই, তোমার গুণ সকল বলিয়া শেষ করা যায় না; তুমি আবার নির্গুণ, প্রধান সর্পগণ তোমার আভরণ, তুমি যুদ্ধে ত্রিপুর নামক

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং তনু-নিন্দিত-রাজত-ভূমিধরম্।
বিধি-বিষ্ণু-শিরোধৃত-পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ২

শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥ ৩

নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটিবিধুম্।
বিধু-খণ্ড-বিমণ্ডিত-ভাল-তটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৪

বৃষরাজ-নিকেতনমাদিগুরুং গরলাশন-মার্ত্তি-বিনাশকরম্।
বরদাভয়-শূলবিষাণ-ধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥ ৫

দৈত্য জয় করিয়াছ, হে মঙ্গলদানে—কল্পতরু! হে শিব! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

তোমার বামাঙ্গে পার্ব্বতী বিরাজ করিতেন, তোমার তনু রজতগিরি-কেও পরাস্ত করিয়াছে, তোমার পদদ্বয় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মস্তকে অবস্থিত, হে শিব! হে শিব-কল্পতরু! তোমাকে আমি প্রণাম করি।

তোমার সুন্দর মুকুটে চন্দ্র শোভা ছড়াইতেছেন, সুন্দর ব্যাঘ্রচর্ম্ম তোমার কটিতটে বিলম্বিত, স্বর্গগঙ্গা দ্বারা তোমার জটা পবিত্রীকৃত, হে শিবকল্পতরু আমি তোমাকে প্রণাম করি।

তোমার চারুমুখ মণ্ডল নয়নত্রয়ভূষিত, তোমার মুখপদ্ম কোটি চন্দ্রকে পরাস্ত করিতেছে, তোমার ললাটদেশ চন্দ্রকলাবিমণ্ডিত, হে শিব! হে শিবকল্পতরু আমি তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি বৃষরাজকে বাহন করিয়াছ, তুমি আদি গুরু, তুমি বিষপান করিয়াছ, তুমি আর্ত্তজনের দুঃখনাশ কর, তুমি বর, অভয়, ত্রিশূল ও শিঙ্গা ধারণ করিয়াছ, হে শিব, হে শিবকল্পতরু, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

মকরধ্বজ-মত্ত-মতঙ্গ-হরং করিচর্ম্ম-বিলাস-বিশেষকরম্
স্ফুরদদ্ভুত-কীকস-মাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৬
জগদুদ্ভবপালননাশকরং করুণেশ-গুণত্রয়-রূপধরম্।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৭
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং মুনি-যোগি-মনোঽম্বুজ-ষট্পদকম্।
ভজতোঽখিল-দুঃখ সমৃদ্ধি হরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৮

১১

অসিতকৃত-শিবস্তোত্রম্।

অসিত উবাচ।

জগদ্‌গুরো নমস্তুভ্যং শিবায় শিবদায় চ।
যোগীন্দ্রাণাঞ্চ যোগীন্দ্র গুরূণাং গুরবে নমঃ ॥১
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুস্বরূপেণ মৃত্যুসংসারখণ্ডন।
মৃত্যোরীশ মৃত্যুবীজ মৃত্যুঞ্জয় নমোঽস্তু তে ॥২

তুমি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্জ্জয় কামকে বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি হস্তিচর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার বিশেষ শোভা সম্পাদন করিতেছ, তুমি উজ্জ্বল অদ্ভুত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছ, হে শিব! হে শিবকল্পতরু আমি তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি জগতের সৃষ্টিস্থিতি নাশ কর্ত্তা, তুমি করুণার ঈশ্বর, তুমি তিন গুণে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, তুমি মাধবের প্রিয়, তুমি সাধুজনের একমাত্র গতি, হে শিব! হে শিবকল্পতরু! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি ভূতনাথ, তুমি সেবকগণের সুখ বর্দ্ধক, তুমি মুনি ও যোগিগণের মানস পদ্মের ভ্রমর, তুমি তোমার ভক্তগণের নিখিল দুঃখভার হরণ কর, হে শিব! হে শিবকল্পতরু! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

কালরূপ কলয়তাং কালকালেশ কারণ।
কালাদতীত কালস্থ কালকাল নমেঽস্তুতে ॥৩
গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক।
গুণীশ গুণিনাং বীজ গুণিনাং গুরবে নমঃ ॥৪
ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মভাবে চ তৎপর।
ব্রহ্মবীজস্বরূপেণ জগদ্বীজনমোঽস্তু তে ॥৫

১২

শঙ্করাষ্টকম্।

শীর্ষজটাগণভারং গরলাহারং সমস্তসংহারম্।
কৈলাসাদ্রি-বিহারং পারং ভববারিধেরহং বন্দে ॥১
চন্দ্রকলোজ্জ্বলভালং কণ্ঠব্যালং জগত্ত্রয়ীপালম্।
কৃত-নর-মস্তক-মালং কালং কালস্য কোমলং বন্দে ॥২
কোপেক্ষণ-হতকামং স্বাত্মারামং নগেন্দ্রজা-বামম্।
সংসৃতি-শোক-বিরামং শ্যামং কণ্ঠেন কারণং বন্দে ॥৩
কটিতট-বিলসিত-নাগং খণ্ডিত-যাগং মহাদ্ভুতত্যাগম্।
বিগত-বিষয়-রস-রাগং ভাগং যজ্ঞেষু বিভ্রতং বন্দে ॥৪
ত্রিপুরাদিক-দনুজান্তং গিরিজাকান্তং সদৈব সংশান্তম্।
লীলাবিজিত-কৃতান্তং ভান্তং স্বান্তেষু দেহিনাং বন্দে ॥৫
সুর-সরিদাপ্লুত-কেশং ত্রিদশ-কুলেশং হৃদালয়াবেশম্।
বিগতাশেষক্লেশং দেশং সর্ব্বেষ্টসম্পদাং বন্দে ॥৬
করতল-কলিত-পিণাকং বিগত-জরাকং সুকর্ম্মণাং পাকম্।
পর-পদ-বীত-বরাকং নাকঙ্গমপূগবন্দিতং বন্দে ॥৭

ভূতিবিভূষিতকায়ং দুস্তরমায়ং বিবর্জ্জিতাপায়ম্।
প্রমথসমূহসহায়ং সায়ং প্রাতর্নিরন্তরং বন্দে ॥৮
যস্ত পদাষ্টকমেতদ্ ব্রহ্মানন্দেন নির্ম্মিতং নিত্যম্।
পঠতি সমাহিতচেতাঃ প্রাপ্নোত্যন্তে শৈবমেব পাদম্ ॥৯
ইতি শ্রীমৎপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতং শ্রীশঙ্করাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

১৩

শিব আরত্রিক।

একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং—হর সর্ব্বাধিষ্ঠানম্।
নিষ্কলনির্ম্মলদেবং নিষ্কলনির্ম্মলদেবং—বন্দে সর্ব্বেশম ॥
সত্যং শান্তং সর্ব্বানন্দং চৈতন্যাভরণং—হর চৈতন্যাভরণং।
কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং, কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং—সর্ব্বান্তরভূতম্ ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।১

চণ্ডাংশুশ্চেন্দ্রোপেন্দ্রঃ শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ—হর শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ।
অগ্নির্মৃত্যুর্দেবা, অগ্নির্মৃত্যুর্দেবা—ভীতাস্তব শম্ভো ॥
তং তং স্বং স্বং সর্ব্বং ব্যাপারং কর্ত্তুম্—হর ব্যাপারং কর্ত্তুম্।
অনিদ্রাস্তেনিত্যং, অনিদ্রাস্তেনিত্যং—বর্ত্তন্তে নীতৌ ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।২

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সাহঙ্কারৌ ঊর্দ্ধমধো যাতৌ—হর ঊর্দ্ধমধো যাতৌ।
ঐশ্বর্য্যং তদ্ গন্তং, ঐশ্বর্য্যং তদ্ গন্তং—শীঘ্রং তে শম্ভো ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং পারং নায়াতৌ, হর পারং নায়াতৌ।
ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ, ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ—শরণং তে যাতৌ ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।৩

পূজানিষ্ঠো বিষ্ণুর্নেত্রং তে পাদে ধৃত্বা—হর তে পাদে ধৃত্বা।
ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং—সম্রাজ্যং ভজতে ॥

অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃত্বা পৌলস্ত্যো মানী—হর পৌলস্ত্যো মানী।
গীর্ব্বাণানাং ব্রাতং, গীর্ব্বাণানাং ব্রাতং—স্বাধীনং কুরুতে ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।৪

দেবা দৈত্যা গন্ধর্ব্বাদ্যা লোকে চানন্তাঃ—হর লোকে চানন্তাঃ।
ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রাপ্য, ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রাপ্য—সানন্দীভূতাঃ ॥
শুদ্ধো বুদ্ধো মুক্তো নিত্যস্ত্বং দেব—হর নিত্যস্ত্বং দেব।
অর্ব্বাচীনং যত্তদ্, অর্ব্বাচীনংযত্তদ্—সর্ব্বং ত্বং ভাসি ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।৫

ভূতেশ স্তবমেতং সায়ং যোঽধীতে—হর সায়ং যোঽধীতে।
ধর্ম্মার্থং শুভকামং, ধর্ম্মার্থং শুভকামং—কৈবল্যং ভজতে ॥
ভক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা বাহ্যান্তরভূতং—হর বাহ্যান্তরভূতম্।
দেবাদীনামিষ্টং দেবাদীনামিষ্টং—সম্বিৎগিরিগীতং ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।৬

১৪

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্ ॥১
পরল্যাং বৈজনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥২
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোতমীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুস্থৃণেশং শিবালয়ে ॥৩
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥৪

১৫

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রম্।

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥১
শ্রীশৈলসঙ্গে বিবুধাতিসঙ্গে তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদা বসন্তম্।
তমর্জ্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেকং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ॥ ২
অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহাসুরেশম্ ॥ ৩
কাবেরিকানর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায়।
সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্ত-মোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪
পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বলিকানিধানে সদা বসন্তং গিরিজাসমেতম্।
সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি ॥ ৫
যাম্যে সদঙ্গে নগরেঽতিরম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬
মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমন্তং সংপূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৭
সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকমাশু নাশং প্রয়াতি তং ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥ ৮
সুতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি ॥ ৯
যং ডাকিনীশাকিনিকাসমাজে নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ১০
সানন্দমানন্দবনে বসন্ত-মানন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১১

ইলাপুরে রম্যবিশালকেঽস্মিন্-সমুল্লসন্তঞ্চ জগদ্বরেণ্যম্।
বন্দেমহোদারতরস্বভাবং ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ১২
জ্যোতির্ম্ময়দ্বাদশলিঙ্গকানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজোঽতিভক্ত্যা ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ॥১৩

১৬

শ্রীশিবতাণ্ডব-স্তোত্রম্।

জটাকটাহ সম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোর-চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥ ১
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধু-বন্ধুর
স্ফুরদ্দৃগন্তসন্ততি-প্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণী-নিরুদ্ধ দুর্দ্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি॥ ২

যাঁহার জটাজূটে দেব-নির্ঝরিণী (গঙ্গা) চঞ্চল বীচিমালায় শিরো-দেশের শোভাবর্দ্ধন করতঃ সসম্ভ্রমে ভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার কপাল-তলে (তৃতীয়লোচন) অগ্নি 'ধক্ ধক্' জ্বলিতেছে, কিশোর (অর্দ্ধ) চন্দ্র যাঁহার শেখর (শিরোভূষণ), সেই মহাদেবে প্রতিক্ষণ আমার রতি (মতি) হউক॥ ১

ধরাধরেন্দ্র (শৈলরাজ) নন্দিনী পার্ব্বতীর বিলাসের উপকরণস্বরূপ কুটিল ও চঞ্চল কটাক্ষ সমূহে যাঁহার মন নিতান্ত পরিতোষ লাভ করে, যাঁহার কৃপাকটাক্ষপাতে অসহ্য বিপদ্ যন্ত্রণা দূর হয়, এ হেন কোনও দিগম্বর বস্তুতে (মহাদেবে) আমার মন শান্তিলাভ করুক॥ ২

জটাভুজঙ্গ পিঙ্গল-স্ফুরৎ ফণা-মণিপ্রভা
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্ত দিগ্‌বধূমুখে।
মদান্ধ-সিন্ধুরস্ফুরৎত্বগুত্তরীয়-মেদুরে
মনো-বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি॥ ৩
সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর
প্রসূনধূলি ধোরণী বিধূসরাঙ্ঘ্রি পীঠভূঃ।
ভুজঙ্গ-রাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ৈ চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ॥ ৪
ললাট চত্বর-জ্বলদ্ধনঞ্জয় স্ফুলিঙ্গভা
নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্।

(প্রলয়-তাণ্ডবসময়ে) যাঁহার জটা মধ্যবর্ত্তি-ভুজঙ্গ-সমূহের ফণাস্থিত মণিগণের ইতস্ততঃ বিকীর্ণ পিঙ্গলবর্ণ কিরণরূপ কুঙ্কুম জল দ্বারা দিগ্‌বধূর মুখমণ্ডল বিচ্ছুরিত হয়, মদমত্ত হস্তীর চর্ম্মরূপ উত্তরীয় দ্বারা স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, ভূতপতি মহাদেবে আমার মন অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করুক॥ ৩

সহস্রলোচন (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবগণের (প্রণামকালে) শিরোভূষণ স্বরূপ পুষ্প সমূহের ধূলিপাতে যাঁহার পাদপীঠভূমি অতিমাত্র ধূসর-বর্ণ ধারণ করে, ভুজঙ্গ-রাজ বাসুকির শরীর বলয় দ্বারা যাঁহার জটাজূট নিবদ্ধ হয়, সেই চকোরবন্ধু (চন্দ্র) শেখর সর্ব্বদা কল্যাণ বিধান করুন॥ ৪

যাঁহার ললাট-দেশে প্রজ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-শিখায় পঞ্চবাণ (কন্দর্প) ভস্মীভূত, চন্দ্ররেখা যেখানে শিরোভূষণ-রূপে বিরাজ করিতেছে, যাহা নরকপাল-মালায় অলঙ্কৃত, জটাজূট বিলম্বিত ও দেবরাজ-বন্দিত, মহাদেবের সেই শিরোদেশ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন॥ ৪

যাঁহার ভালতলের ধক্ ধক্ প্রজ্বলিত করাল অগ্নি দ্বারা প্রচণ্ড

সুধাময়ূখলেখয়া বিরাজমানশেখরম্
মহাকপালি সম্পদে শিরো জটালমস্তনঃ ॥ ৫
করালভালপট্টিকা ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াধরীকৃত প্রচণ্ডপঞ্চসায়কে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী-কুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে মতির্মম ॥ ৬
নবীনমেঘমণ্ডলী-নিরুদ্ধদুর্দ্ধরস্ফুরৎ
কুহূনিশীথিনীতমঃ প্রবন্ধবন্ধুকন্ধরঃ।
নিলিম্প নির্ঝরী-ধর স্তনোতু কীর্ত্তি সিন্ধুরঃ
কলা নিধান বন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥ ৭
প্রফুল্ল নীল-পঙ্কজ-প্রপঞ্চ-কালিমচ্ছটা
বিড়ম্বি কণ্ঠ-কন্ধরা-রুচি-প্রবন্ধ-কন্ধরম্।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভব-চ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদন্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে ॥ ৮

পঞ্চবাণ পরাজিত, যিনি শৈলরাজবালা পার্ব্বতীর স্তনাগ্রের বিচিত্র পত্র রচনায় একমাত্র চিত্রকর, এ হেন ত্রিলোচনে আমার মতি হউক ॥ ৬

নবীন মেঘ মণ্ডলীর নিবিড় শ্যামবর্ণে আচ্ছাদিত, অমাবস্যা মধ্য রজনীর অন্ধকারের ন্যায় কালকূটের শ্যামলবর্ণে যাঁহার গলদেশ রঞ্জিত, যিনি দেব নির্ঝরিণী গঙ্গাকে মস্তকে বহন করেন, যিনি করি-চর্ম্ম ধারণ করেন, চন্দ্রকলা দ্বারা যাঁহার দেহ বিভূষিত, সেই ত্রৈলোক্য ভারধারী মহাদেব আমাদের কল্যাণ বর্দ্ধন করুন ॥ ৭

প্রস্ফুটিত নীল কমল সমূহের ন্যায় শ্যামল কণ্ঠশোভায় যিনি অলঙ্কৃত যিনি কন্দর্প ও ত্রিপুরাসুরের বিনাশকর্ত্তা, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী এবং

অগর্ব্বসর্ব্বমঙ্গলা কলা-কদম্ব-মঞ্জরী
রস-প্রবাহ-মাধুরী-বিজৃম্ভণামধুব্রতম্।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে ॥ ৯

জয়ত্যদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ ভুজঙ্গমস্ফুর-
দ্ধগদ্ধগদ্বিনির্গমৎ-করাল-ভাল-হব্যবাট্।
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বনন্ মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-
ধ্বনিক্রমপ্রবর্ত্তিত প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥ ১০

দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োর্ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজো-
র্গরিষ্ঠ-রত্নলোষ্ট্রয়োঃ সুহৃদ্ বিপক্ষপক্ষয়োঃ।

যিনি গজাসুরও অন্ধকাসুরকে বিনাশ করেন, ঈদৃশ মৃত্যুঞ্জয়কে ভজনা করি ॥ ৮

নিরভিমানা সর্ব্বমঙ্গলার বিলাস-বিধৃত কদম্বের মাধুরী বিকাশ বিষয়ে যিনি ভ্রমরতুল্য, কন্দর্প, ত্রিপুরাসুর (সংহার কালে) সংসার, দক্ষযজ্ঞ ও অন্ধকাসুরকে যিনি বিনাশ করেন ঈদৃশ মৃত্যুঞ্জয়কে ভজনা করিতেছি ॥ ৯

নৃত্যকালে যাঁহার ভালদেশে বিবিধ বিলাসরঙ্গে ভুজঙ্গমগণ নৃত্য করে, আর তাহাদের নৃত্যের প্রতি তালে তালে যাঁহার তৃতীয় নয়নের অনল শিখা বিনির্গত হইয়া 'ধক্ ধক্' জ্বলিতে থাকে, মৃদঙ্গের 'ধিমিদ্ধিমি দ্ধিমি' এই মঙ্গল ধ্বনির তালে তালে যিনি প্রচণ্ড তাণ্ডব করেন এ হেন মহাদেবের জয় হউক ॥ ১০

প্রস্তর ও বিচিত্র শয্যা, ভুজঙ্গ ও মুক্তাহার, মহামূল্য রত্ন ও লোষ্ট্রখণ্ড,

তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ
সমং প্রবর্ত্তয়ন্ মনঃ কদাসুখী ভবাম্যহম্॥ ১১

কদানিলিম্পনির্ঝরীনিকুঞ্জকোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্গতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্।
বিমুক্ত লোললোচনো ললামভাললগ্নকঃ
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ কদাসুখীভবাম্যহম্॥ ১২

ইমং হি নিত্যমেব মুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবম্-
পঠন্ স্মরন্ ব্রুবন্নরো বিশুদ্ধমেতি সন্ততম্।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতিনান্যথা গতিং-
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্য চিন্তনম্॥ ১৩

মিত্র ও শত্রু পক্ষ, তৃণ ও কমলনয়না কামিনীগণ, প্রজা ও রাজা, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া কবে আমি সদাশিবের সেবা করিব॥ ১১

কবে আমি চঞ্চললোচনা কামিনীগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত দুর্গতি হইতে অব্যাহতি পাইব? কবে আমি দেব-নির্ঝরিণী (গঙ্গা) র নিকুঞ্জ কোটরে বসিয়া, মনোরম ভাল দেশে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি বহন করিয়া "শিব" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সুখী হইব॥ ১২

যে মানব প্রতিদিন এই অত্যুৎকৃষ্ট স্তব পাঠ, স্মরণ ও কীর্ত্তন করে, সে সতত বিশুদ্ধি লাভ করে এবং সে পরম গুরু হরে আশু অপূর্ব্ব ভক্তি লাভ করে, তাহার অন্যরূপ গতি হয় না। যেহেতু শঙ্করের চিন্তা মানব-গণকে মহাদেবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া উত্তমগতি প্রদান করে॥ ১৩

পূজাবসান-সময়ে দশবক্ত্রগীতং-
যঃ শম্ভুপূজনমিদং পঠতি প্রদোষে।
তস্যস্থিরাং রথগজেন্দ্রতুরঙ্গযুক্তাং
লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখীং প্রদদাতি শম্ভুঃ॥ ১৪

ইতি শ্রীরাবণবিরচিতং শ্রীশিবতাণ্ডবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

১৭

দারিদ্র্য-দহন স্তোত্রম্।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায় কর্ণামৃতায় শশিশেখর ধারণায়।
কর্পূরকান্তি-ধবলায় জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥ ১
গৌরীপ্রিয়ায় রজনীশ-কলাধরায় কালান্তকায় ভুজগাধিপ কঙ্কণায়।
গঙ্গাধরায় গজরাজ বিমর্দ্দনায় দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥ ২
ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগ ভয়াপহায় উগ্রায় দুর্গভবসাগর তারণায়।
জ্যোতির্ম্ময়ায় গুণনাম সুনর্ত্তকায় দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥৩
চর্ম্মাম্বরায় শবভস্ম বিলেপনায় ভালেক্ষণায় মণিকুণ্ডল মণ্ডিতায়।
মঞ্জীর পাদযুগলায় জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥ ৪
পঞ্চাননায় ফণিরাজ বিভূষণায় হেমাংশুকায় ভুবনত্রয় মণ্ডিতায়।
আনন্দভূমি বরদায় তমোহরায় দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥ ৫॥
ভানুপ্রিয়ায় ভবসাগর তারণায় কালান্তকায় কমলাসন পূজিতায়।
নেত্রত্রযায় শুভ-লক্ষণ-লক্ষিতায় দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥ ৬॥

যে ব্যক্তি পূজা শেষকালে এবং প্রদোষ সময়ে রাবণ-কৃত শম্ভুপূজার উপকরণস্বরূপ এই "শ্রীশিবতাণ্ডব" স্তব পাঠ করে, ভগবান্ শম্ভু তাহাকে রথ অশ্ব হস্তিকুল সমৃদ্ধ সুমুখী স্থিরা লক্ষ্মী প্রদান করেন॥ ১৪

রাম-প্রিয়ায় রঘুনাথ-বরপ্রদায় নাগপ্রিয়ায় নরকার্ণব তারণায়।
পুণ্যেষু পুণ্য ভরিতায় সুরার্চ্চিতায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নঃম শিবায় ॥ ৭

মুক্তীশ্বরায় ফলদায় গণেশ্বরায় গীতপ্রিয়ায় বৃষভেশ্বর বাহনায়।
মাতঙ্গ চর্ম্ম বসনায় মহেশ্বরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৮

গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায় পঞ্চাননায় শরণাগত রক্ষকায়।
সর্ব্বায় সর্ব্ব জগতামধিপায় তস্মৈ দারিদ্র্যদুঃখ দহনায় নমঃ শিবায় ॥৯

বশিষ্ঠেন কৃতং স্তোত্রং সর্ব্ব-রোগ নিবারণং।
সর্ব্ব সম্পৎকরং শীঘ্রং পুত্রপৌত্রাদি বর্দ্ধনং।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিতং স হি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০

ইতি বশিষ্ঠ বিরচিতং দারিদ্র্যদহনস্তোত্রম্।

ষষ্ঠ উল্লাস।

শ্রীরাম স্তোত্রাণি।

প্রথম স্তবক।

মঙ্গলাচরণম্।

অপ্রমেয় ত্রয়াতীত নির্ম্মল জ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
মনোগিরাং বিদূরায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥
মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেক জলধৌ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্
বৈরাগ্যাম্বুজ-ভাস্করং হ্যঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধর পুঞ্জপাটন বিধৌ খে সম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলকুলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্॥
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুং চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥
বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাৎ রামায়ণাত্মনা॥
আদৌ রামতপোবনাদি গমনং হত্বা মৃগং কাঞ্চনং
বৈদেহীহরণং জটায়ুমরণং সুগ্রীব সম্ভাষণম্।
বালীনির্দ্দলনং সমুদ্রতরণং লঙ্কাপুরী দাহনং
পশ্চাৎ রাবণ কুম্ভকর্ণাদি হননং চৈতদ্ধি রামায়ণম্॥
কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং।
আরুহ্য কবিতা শাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥
বাল্মীকের্ম্মুনিসিংহস্য কবিতা-বনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্॥

যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরং।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥
অতুলিতবলধামং স্বর্ণ-শৈলাভ-দেহং দনুজবন-কৃশাণুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকল-গুণ-নিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি॥
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসং।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনং।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্॥
মনোজবং মারুত তুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাংবরিষ্ঠং
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি॥
যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং তত্র তত্র শিরসা কৃতাঞ্জলিং।
বাষ্পবারি-পরিপূর্ণ-লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥
জয়তি রঘুবংশ-তিলকঃ কৌশল্যা-হৃদয়-নন্দনো রামঃ।
দশবদন-নিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥
নান্যাস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব! নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

১

শ্রীসীতারাম তত্ত্ব।

তথেতি জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামস্য নিশ্চিতং।
হনুমতে প্রপন্নায় সীতা লোক বিমোহিনী॥

শ্রীসীতোবাচ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥ ১
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥ ২
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা।
তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ॥ ৩
অযোধ্যা নগরে জন্ম রঘুবংশেঽতিনির্ম্মলে।
বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ॥ ৪
অহল্যাশাপশমনং চাপভঙ্গো মহেশিতুঃ।
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ॥ ৫
অযোধ্যানগরে বাসো ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধবধ এব চ॥ ৬
মায়ামরীচমরণং মায়াসীতাহৃতিস্তথা।
জটায়ুষো মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ॥ ৭
শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ সুগ্রীবেণ সমাগমঃ।
বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতান্বেষণমেব চ॥ ৮
সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনং।
রাবণস্য বধো যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ॥ ৯
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়াসহ।
অযোধ্যাগমনং পশ্চাৎ রাজ্যে রামাভিষেচনম্॥ ১০
এবমাদীনি কর্ম্মাণি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেস্মিন্নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি॥ ১১

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতিনানুশোচ-
ত্যাকাঙ্খতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়া গুণাননুগতো হি তথা বিভাতি ॥ ১২

২

শ্রীসীতারাম স্বরূপ, প্রার্থনা, প্রণাম।

মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৮।১০৫
অহং হি মানুষো ভূত্বা হ্যজ্ঞানেন সমাবৃতঃ।
সম্ভবিষ্যাম্যযোধ্যায়াং গৃহে দশরথস্য চ ॥ ঐ
ব্রহ্মবিদ্যা সহায়োঽস্মি ভবতাং কার্য্য সিদ্ধয়ে। ৮।৯৫

স্কান্দে মাহেশ্বর খণ্ডে কেদারখণ্ডঃ।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাত পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাদ্যংস্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায়জগতাং তং জানকীশং ভজে ॥

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি॥
রামত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।

দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া ॥
ইতঃপরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ স্মৃতিঃসদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে।
তন্নামসঙ্কীর্ত্তনমেববাণী করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্ ॥
কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে পাদারবিন্দার্চ্চন মেব কুর্য্যাৎ।
শিরশ্চতে পাদযুগপ্রণামং করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্।
নমস্তভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞান মূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে।
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

৩

সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামরূপ ওঁ।

अकाराद्भवद्‌ब्रह्मा जाम्बवानिति संज्ञकः ।
उकाराक्षरसम्भूत उपेन्द्रो हरिनायकः ॥ १
मकाराक्षरसम्भूतः शिवस्तु हनुमान् स्मृतः ।
बिन्दुरीश्वरसंज्ञस्तु शत्रुघ्नश्चक्रराट् स्वयम् ॥ २
नादो महाप्रभुर्ज्ञेयो भरतः शङ्खनामकः ।
कलायाः पुरुष साक्षाल्लक्ष्मणो धरणीधरः ॥ ३
कलाऽतीता भगवती स्वयं सीतेति संज्ञिता ।
तत्परः परमाऽत्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥ ४

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् । तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं भविष्यद्यच्चाऽन्यत्तत्त्वमन्त्रवर्णं देवताच्छन्दो ऋक्कलाशक्ति सृष्ट्या

त्मकमिति। य एवं वेद। यजुर्वेदो द्वितीयः पादः। अकार वाच्यो ब्रह्मास्वरूपो जाम्बवान् १ उकारवाच्य उपेन्द्र-स्वरूपो हरिनायकः २ मकारवाच्यः शिवस्वरूपो हनुमान् ३ विन्दुस्वरूपः शत्रुघ्नः ४ नादस्वरूपो भरतः ५ कलास्वरूपो लक्ष्मणः ६ कलाऽतीता भगवती सीता चित्स्वरूपा ७ ओं यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान् तत्परः परमपुरुषः पुराण पुरुषोत्तमो नित्यशुद्धबुद्ध मुक्त सत्य परमाऽनन्ताऽद्वयपरिपूर्णः परामात्मा ब्रह्मैवाऽहं रामोऽस्मि भूर्भुवःसुवस्तस्मै वै नमोनमः॥

तारसारोपनिषत्।

দ্বিতীয় স্তবক।

প্রপন্ন গীতা—প্রথম পল্লব।

কলি সন্তরণোপনিষৎ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

শ্রীমহাবীর উবাচ।

ইদং শরীরং শতসন্ধি জর্জ্জরং পতত্যবশ্যং পরিণাম দুর্ব্বহং।
কিমৌষধং পৃচ্ছতি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং রামরসায়ণং পিব॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্ত কলেবরং।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ॥

শ্রীহনুমান বলেন—এই শরীর শত ছিদ্রবিশিষ্ট অতি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মত। অবশ্যই ইহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। পরিণামে জরাজীর্ণ দেহ নিজের কাছেই নিতান্ত ভারবহ। রে মূঢ়! রে দুর্ম্মতে! ইহাকে আবার ভাল করিবার ঔষধ কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সর্ব্ব রোগোপশমকারী শ্রীরাম নাম রস পান কর। অন্য ঔষধ তুচ্ছ। শ্রীমহাদেব বলেন—উর্দ্ধ অঙ্গে সপ্ত এবং নিম্ন অঙ্গে দুই, শরীর এই নবচ্ছিদ্র বিশিষ্ট, ইহা সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত। গঙ্গা জলই ঔষধ আর নারায়ণ হরিই একমাত্র বৈদ্য।

শ্রীশৌনক উবাচ।

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিমুপেক্ষতে॥

শ্রীঅগস্ত্য উবাচ।

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনাং বিষ্ণুচিন্তনম্।
ক্রতুকোটিসহস্রাণাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূঢ়তা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥

শ্রীশৌনক বলেন—হে বৈষ্ণব! তুমি অন্ন বস্ত্রের জন্য বৃথা চিন্তা কর কেন? যে দেবতা বিশ্বম্ভর! যিনি বিশ্বের সকল জীবজন্তুর ভার লইয়াছেন তিনি কি কখন তাঁর ভক্তকে উপেক্ষা করেন? শ্রীঅগস্ত্য বলেন—এক নিমিষ বা অর্দ্ধ নিমিষ মাত্র কালও প্রাণিগণের বিষ্ণুচিন্তার এক-ধ্যান সহস্রকোটি যজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হইলে রূপ, আত্মারূপ, বিশ্বরূপ ও স্বরূপ এই চারিটিই আবশ্যক। রূপটি অবতারের রূপ। রূপটি অবলম্বন করিয়া এইরূপ যাঁহার তিনিই ব্যষ্টিভাবে জীবের আত্মা, আবার সমষ্টি ভাবে তিনিই জগৎব্যাপীরূপে আছেন আবার ইনিই জগৎ নাশে আপনি আপনি ভাবে স্বরূপে সর্ব্বদা। প্রত্যহ ইষ্টদেবতাকে এই ভাবে চিন্তা কর।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেইটিই যথার্থ হানি, সেইই যথার্থ দুঃখ, তাই অন্ধতা, জড়তা ও মূঢ়তা, যে মুহূর্ত্ত বা যে ক্ষণ বাসুদেবের চিন্তা বিনা অতিবাহিত হয়।

শ্রীপৌলস্ত্য উবাচ।

হে জিহ্বে রস-সারজ্ঞে! সর্ব্বদা মধুরপ্রিয়ে।
নারায়ণাখ্যং পীযূষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্॥

শ্রীশুক উবাচ।

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

শ্রীপরাশর উবাচ।

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকর স্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

শ্রীঅঙ্গিরা উবাচ।

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

শ্রীপৌলস্ত্য বলিলেন—হে জিহ্বে! তুমি ত রসের কাঙ্গাল। সার রসও তুমি জান আর সর্ব্বদাই মধুর রস তোমার নিতান্ত প্রিয়। জিহ্বে! তুমি নারায়ণ নামক অমৃত নিরন্তর পান কর। শ্রীশুক বলিলেন—সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত পাইলাম যে নারায়ণই সর্ব্বদাই ধ্যানের বস্তু। শ্রীপরাশর বলিলেন—একবারও যে হরি এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে সে মোক্ষপথে যাইতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে নিশ্চয়। শ্রীঅঙ্গিরা বলিলেন—দুষ্টচিত্ত লোকও যদি স্মরণ করে তাহা হইলেও হরি পাপ সকল হরণ করেন। ইচ্ছা নাই তবুও

শ্রীধন্বন্তরিরুবাচ।

অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্য বদাম্যহম্॥

শ্রীলোমহর্ষণ উবাচ।

নমামি নারায়ণ-পাদ-পঙ্কজং করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা।
বদামি নারায়ণ-নাম-নির্ম্মলং স্মরামি নারায়ণ-তত্ত্বমব্যয়ম্॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্॥

শ্রীদাল্‌ভ্য উবাচ।

কিং তস্য বহুভির্ম্মন্ত্রৈ র্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ॥

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই। শ্রীধন্বন্তরি বলিলেন—অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ এই সমস্ত নাম উচ্চারণ রূপ ঔষধ দ্বারা সকল রোগ নষ্ট হয়। ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি।

শ্রীলোমহর্ষণ বলেন—নারায়ণের পাদপদ্মে প্রণাম; নারায়ণের সর্ব্বদা পূজা, নারায়ণের নির্ম্মল নাম করা এবং নারায়ণের অব্যয় তত্ত্ব স্মরণ করা ইহাই আমার করণীয়। শ্রীগর্গ বলেন নারায়ণ এই মন্ত্র যখন আছে এবং বাক্যও যখন বশে আছে তথাপি যে, মানুষ ঘোর নরকে পতিত হয় ইহাই অতি অদ্ভুত। শ্রীদাল্‌ভ্য বলিলেন যাঁহার জনার্দ্দনে ভক্তি আছে তাঁহার বহুমন্ত্রে কি প্রয়োজন! নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র সর্ব্বার্থ সাধক।

শ্রীবিশ্বামিত্র উবাচ।

কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্থিতম্॥

শ্রীজমদগ্নিরুবাচ।

নিত্যোৎসবো ভবেৎ তেষাং নিত্য শ্রীর্নিত্যমঙ্গলং।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥

শ্রীভরদ্বাজ উবাচ।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥

শ্রীগৌতম উবাচ।

গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশীপ্রয়াগ-গঙ্গাযুতকল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দ নাম্না ন কদাপি তুল্যম্॥

শ্রীবিশ্বামিত্র বলেন দান করা, তীর্থ করা, তপস্যা এবং যজ্ঞ এই সকলে তাঁহার কি প্রয়োজন যিনি সকল মানুষের মনে যে দ্যুতিমান পুরুষ আছেন তাঁহার ধ্যান করেন। শ্রীজমদগ্নি বলেন তাঁহাদেরই নিত্য উৎসব, নিত্য লক্ষ্মী, নিত্য মঙ্গল হয় যাঁহাদের হৃদয়ে মঙ্গলময় শ্রীহরি অবস্থান করেন। শ্রীভরদ্বাজ বলেন যাঁহাদের হৃদয়ে ইন্দীবর শ্যাম জনার্দ্দন বাস করেন লাভ আর জয় তাঁহাদেরই হয়, তাঁহাদের আবার পরাজয় কোথায়? শ্রীগৌতম বলেন কোটি গোদান, গ্রহণে কাশী, প্রয়াগ-গঙ্গায় অযুত কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, মেরুপ্রমাণ সুবর্ণদান ইহার কিছুই গোবিন্দ নামের সহিত কদাপি

শ্রীঅত্রিরুবাচ।

গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দ কীর্ত্তনম্॥
অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্।
তস্মাদুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

শ্রীশুক উবাচ।

অচ্যুতঃ কল্পবৃক্ষোঽসাবনন্তঃ কামধেনবঃ।
চিন্তামণিশ্চ গোবিন্দ স্তস্মাৎ তন্নাম চিন্তয়েৎ॥

দ্বিতীয় পল্লব।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তন্মুখাদ্‌গলিতং রামতত্ত্বামৃত-রসায়নম্।
পিবন্ত্যা মে মনো দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্॥

শ্রীশিব উবাচ

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রাম নাম বরাবনে॥

তুল্য নহে। শ্রীঅত্রি বলেন গোবিন্দ নামে সর্ব্বদা স্নান কর, গোবিন্দ নাম সদা জপ কর, গোবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান কর আর সদা গোবিন্দ কীর্ত্তন কর। গোবিন্দ এই তিন অক্ষরই অক্ষর পরব্রহ্ম। ইহা যিনি সদা উচ্চারণ করেন তিনি ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। শ্রীশুক বলেন এই অচ্যুতই কল্পবৃক্ষ, এই অনন্তই কামধেনু-কোন প্রার্থীকে কখন ইনি হতাশ করেন না। এই গোবিন্দই চিন্তামণি এই জন্য এই নাম চিন্তা কর।

সীতয়াসহিতং রাম নাম জাপ্য প্রযত্নতঃ।
ইদমেব পরংপ্রেমকারণং সংশয়ং বিনা॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ক্ষণার্দ্ধং জানকীজানে নাম বিস্মৃত্য মানবঃ।
মহাদোষালয়ং যাতি সত্যং বচ্মি মহামুনে।
অতস্তৎপাদকমলে ভক্তিরেব সদাঽস্তু মে।
সংসারময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অহোরাত্রং চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বপুণ্যং সমাপ্নোতি রাম নাম প্রসাদতঃ॥
রাম নামামৃতং স্তোত্রং সায়ংপ্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
কুলাযুতং সমুদ্ধৃত্য রামলোকে মহীয়তে॥

শ্রীরাম উবাচ।

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

শ্রীঅহল্যোবাচ।

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারিঃ তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি।

শ্রীজনক উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সহ সীতয়া।
একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা॥
তৎপাদাম্বুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্ত্তকঃ।
বলিস্তৎপাদসলিলং ধৃত্বাভূদ্দিবিজাধিপঃ॥

শ্রীপরশুরাম উবাচ।

যদি মেঽনুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন।
ত্বদ্ভক্তসঙ্গস্তৎপাদে দৃঢ়াভক্তিঃ সদাস্তু মে॥

শ্রীনারদ উবাচ।

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বং হি রাঘব।
তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন॥
অহং তদ্ভক্ত-ভক্তানাং তদ্ভক্তানাং চ কিঙ্করঃ।
অতো মামনুগৃহ্লীষ মোহয়স্ব না মাং প্রভো॥

শ্রীবশিষ্ট উবাচ।

ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্বলোকৈকমোহিনী।
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘূদ্বহ।
গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেব মে॥
তৎপাদ সলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূৎ গিরিজাপতিঃ।
ব্রহ্মাপি মৎ পিতা তে হি পাদতীর্থহতাশুভঃ॥

শ্রীদশরথ উবাচ।

হা রাম হা জগন্নাথ হা মম প্রাণবল্লভ।
মা বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনং গন্তুমর্হসি॥
হা রাম! হা গুণনিধে হা সীতে প্রিয়বাদিনি।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নং মাং ম্রিয়মাণং ন পশ্যসি॥
হা রাম পুত্র হা সীতে হা লক্ষ্মণ গুণাকর।
তদ্বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়ীসম্ভবম্॥

শ্রীবামদেব উবাচ।

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ॥

শ্রীগুহ উবাচ।

বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তেঽঙ্গং রঘূত্তম।
নৈষাদরাজ্যমেতত্তে কিঙ্করস্য রঘূত্তম॥

শ্রীভরদ্বাজ উবাচ।

আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন।
অদ্যাহং তপসং পারং গতোঽস্মি তব সঙ্গমাৎ॥

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

যো ন দ্বেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেৎতন্মনোগৃহম্॥
জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্॥
অহং তে রামনাম্নশ্চ প্রভাবাদীদৃশোঽভবম্।
অদ্য সাক্ষাৎ প্রপশ্যামি সসীতং লক্ষ্মণেন চ॥

শ্রীভরত উবাচ।

যত্র রামত্বয়াদৃষ্টস্তত্র মাং নয় সুব্রত।
সীতয়া সহিতো যত্র সুপ্তস্তদ্দর্শয়স্ব মে॥
অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ।
যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ॥

পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পূজিতে।
তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব॥
গণয়ন্ দিবসান্যেব রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মমুনির্যথা॥

শ্রীকৈকেয়্যুবাচ।

কৈকেয়ী রাম মেকান্তে স্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যবিঘাতনম্॥
কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিত চেতসা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তব॥
গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্।
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষসেঽচিরাৎ।
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ॥

শ্রীঅত্রিরুবাচ।

সর্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ।
তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ॥

শ্রীশরভঙ্গ উবাচ।

অযোধ্যাধিপতির্মেঽস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা।
যদ্বামাঙ্কে স্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা॥

শ্রীসুতীক্ষ্ণ উবাচ॥

ত্বং সর্ব্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োঽপি তন্মন্ত্র জাপ্যবিমুখেষু তনোষি মায়াম্।
তন্মন্ত্রসাধনপরেষপযাতি মায়া সেবানুরূপফলদোঽসি যথা মহীপঃ।
পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোঽপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশম্।
কন্দর্পকোটিসুভগং কমনীয়চাপবাণং দয়াদ্রহৃদয়ং স্মিতচারুবক্ত্রম্॥
সীতাসমেতমজিনাম্বরমপ্রধৃষ্যং সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্।
নীলোৎপলদ্যুতিমনন্তগুণং প্রশান্তং তদ্ভাগধেয়মনিশং প্রণমামি রামম্॥

শ্রীঅগস্ত্য উবাচ।

সদা মে সীতয়া সার্দ্ধং হৃদয়ে রস রাঘব।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাঽপি স্মৃতিঃ স্যান্মে সদা ত্বয়ি॥

সূর্পণখা।

একদা গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদীনি পদানি জগতীপতেঃ॥
দৃষ্ট্বা কামপরীতাত্মা পাদসৌন্দর্য্য-মোহিতা।
পশ্যন্তী সা শনৈরায়াৎ রাঘবস্য নিবেশনম্॥

মারীচ উবাচ।

রামমেব সততং বিভাবয়ে ভীত ভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজ-রত্ন-রমণী-রথাদিকং শ্রোত্রয়োর্যদিগতং ভয়ং ভবেৎ॥
রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া বাহ্যকার্য্যমপি সর্ব্বমত্যজম্।
নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপ্নে রাম মেব মনসানুচিন্তয়ন্॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ইতি সত্যং বচো হরিঃ।
কর্ত্তুং সীতা প্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ ॥
[হরিঃ স্বভক্তবচঃ সত্যং কর্ত্তুং ইত্যাদি]
যন্নামাজ্ঞোঽপি মরণে স্মৃত্বা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ।
কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যন্ তেনৈব নিহতোঽসুরঃ ॥
দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকোঽপিবা।
ত্যজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্ ॥

শ্রীজটায়ুরুবাচ।

অন্তকালেঽপি দৃষ্ট্বা ত্বাং মুক্তোঽহং রঘুসত্তম।
হস্তাভ্যাং স্পৃশ মাং রাম পুনর্যাস্যামি তে পদম্ ॥

কবন্ধ উবাচ।

নমস্তে রামভদ্রায় বেধসে পরমাত্মনে।
অযোধ্যাধিপতে তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রি সেবিত ॥

শ্রীশবর্য্যুবাচ।

যোষিন্মূঢ়াঽপ্রমেয়াত্মন্ হীনজাতি সমুদ্ভবা ॥
তব দাসস্য দাসানাং শতসঙ্খ্যোত্তরস্য বা।
দাসীত্বেনাধিকারোঽস্তি কুতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি ॥
কথং রামাদ্য মে দৃষ্টস্ত্বং মনোবাগগোচরঃ।
স্তোতুং ন জানে দেবেশ কিং করোমি প্রসীদ মে ॥

শ্রীসুগ্রীব উবাচ।

ক্ষণার্দ্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলং।
তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥
তৎপাদপদ্মার্পিতচিত্তবৃত্তি ত্বন্নামসঙ্গীত কথাসু বাণী।
তদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্॥

শ্রীবাল্যুবাচ।

যন্নাম বিবশো গৃহ্নন্ ম্রিয়মাণঃ পরং পদং।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষো মে পুরঃ স্থিতঃ॥

শ্রীস্বয়ম্প্রভোবাচ।

দাসী তবাহং রাজেন্দ্র দর্শনার্থমিহাগতা॥
তদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রাম রামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা॥
মানসং শ্যামলং রূপং সীতালক্ষ্মণসংযুতম্।
ধনুর্ব্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্॥
অঙ্গদৈর্নূপুরৈর্মুক্তাহারৈঃ কৌস্তভকুণ্ডলৈঃ।
শাস্তং স্মরতু মে রাম! বরং নান্যং বৃণে প্রভো॥

সম্পাতিরুবাচ।

যন্নামস্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণো পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিজগতাং রামস্য ভক্তাঃ প্রিয়াঃ
যূয়ং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে শক্তাঃ কথং বানরাঃ॥

শ্রীলঙ্কিনী।

ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব স্মৃতির্মমাসীদ্ভবপাশমোচনী।
তদ্ভক্তসঙ্গোঽপ্যতিদুর্লভো মম প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি॥

শ্রীসীতা।

উদ্‌বন্ধনেন বা মোক্ষে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ॥

শ্রীহনুমান্।

রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো ভক্ত্যাহৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো ভবাম্বুধের্দুঃখ তরঙ্গমালিনঃ॥
ত্বমেব সাক্ষাজ্জগতামধীশো নারায়ণো লক্ষ্মণএব শেষঃ।
যুবাং ধরাভারনিবারণার্থং জাতৌজগন্নাটকসূত্রধারৌ॥

শ্রীবিভীষণ।

ন যাচে রাম রাজেন্দ্র সুখং বিষয়সম্ভবং।
তৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তমে॥

শ্রীমাল্যবানুবাচ।

যৎ পাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবসাগরং।
তরন্তি ভক্তিপূতাত্মা ততো রামো ন মানুষঃ॥
ভজস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্ব্বহৃদাশয়ম্।
যদ্যপি ত্বং দুরাচারো ভক্ত্যা পূতো ভবিষ্যসি॥

শ্রীকুম্ভকর্ণ উবাচ।

ত্যজ বৈরং ভজস্বাদ্য মায়া মানুষরূপিণং।
ভজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘূত্তমঃ॥
ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥
অবতারাঃ সুবহবো বিষ্ণোর্লীলানুকারিণঃ।
তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ॥
রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশং।
অনায়াসেন সংসারং তীর্ত্বা যান্তি হরেঃ পদম্॥
যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসত্ত্বা ধ্যায়ন্তি তস্যচরিতানি পঠন্তি সন্তঃ।
মুক্তাস্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ সীতাপতেঃ পদমনন্তসুখং প্রয়ান্তি॥

শ্রীনারদ উবাচ।

তন্নাম স্মরতাং নিত্যং তদ্রূপমপি মানসে।
তৎপূজানিরতানাং তে কথামৃতপরাত্মনাম্॥
ত্বদ্ভক্তসঙ্গিনাং রাম সংসারো গোষ্পদায়তে॥
অতস্তে সগুণং রূপং ধ্যাত্বাহং সর্ব্বদা হৃদি।
মুক্তশ্চরামি লোকেষু পূজ্যোঽহং সর্ব্বদৈবতৈঃ॥

শ্রীলক্ষ্মণ উবাচ।

উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরণ রামপদাম্বুজম্।
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি
ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিম্॥

শ্রীরাবণ উবাচ।

জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীং।
জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্বলাৎ॥
রামেন নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরংপদম্॥
পরানন্দময়ী শুদ্ধা সেব্যতে যা মুমুক্ষুভিঃ।
তাং গতিং তু গমিষ্যামি হতো রামেণ সংযুগে।
প্রক্ষাল্য কল্মষাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্ল্লভাম্॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যাং অনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমানস্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥

শ্রীসীতোবাচ।

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥

শ্রীহনুমানুবাচ।

তন্নামস্মরতো রাম ন তৃপ্যতি মমো মন।
অতত্তন্নাম সততং স্মরন্ স্থাস্যামি ভূতলে॥
যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরং।
মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোঽয়ং মেঽভিকাঙ্খিতঃ॥
রাম স্তথেতি তংপ্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্॥
তমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে।
স্থিতং ত্বামনুযাস্যন্তি ভোগাঃ সর্ব্বে মমাজ্ঞয়া॥

তৃতীয় স্তবক।

ধ্যান

কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিতং

মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।

সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং

পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

শ্রীরামরহস্য উপনিষদ্।

ধ্যান বৈদেহি সহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে

মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।

অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরং

ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥

প্রলয় মেঘের মত অঙ্গকান্তি, অতি সুকুমার, বীরাসনে উপবেশন, এক হস্তে জ্ঞান মুদ্রা, অপর হস্ত পদ্মের মত জানু দেশে ন্যস্ত। তড়িৎ কান্তি শ্রীসীতাদেবী লীলাকমল হস্তে লইয়া পার্শ্বে বসিয়াছেন আর শ্রীভগবান তাঁহাকে দেখিতেছেন। মস্তকে মুকুট, বাহুতে কেয়ুর, চির-উজ্জল শত অলঙ্কারে বিভূষিত শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি।

কল্পবৃক্ষতলে সুবর্ণের মহামণ্ডপ। তন্মধ্যে মণিময় অথচ পুষ্পের মত কোমল আসন। শ্রীভগবান্ সেই আসনে বীরাসনে উপবিষ্ট, সঙ্গে বিদেহ-রাজতনয়া। অগ্রে শ্রীহনুমান তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; মুনি শ্রেষ্ঠগণ পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীভরত লক্ষণাদি পরিবৃত শ্যামল শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ইনি রাজার রাজা, রঘুকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনং।
ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্‌গুরুম্॥

শ্রীরামস্তবরাজে।

২

প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্।

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দং মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশালনেত্রম্।
কর্ণাবলম্বি-চল-কুণ্ডল-শোভিগণ্ডং কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্॥ ১
প্রাতর্ভজামি রঘুনাথ-করারবিন্দং রক্ষোগণায় ভয়দং বরদং নিজেভ্যঃ।
যদ্‌রাজসংসদি বিভজ্য মহেশ-চাপং সীতাকরগ্রহণমঙ্গলমাপ সদ্যঃ॥ ২
প্রাতর্নমামি রঘুনাথ পদারবিন্দং পদ্মাঙ্কুশাদি শুভরেখি সুখাবহং মে।
যোগীন্দ্রমানস-মধুব্রত-সেব্যমানং শাপাপহং সপদি গৌতমধর্ম্মপত্ন্যাঃ॥ ৩

কৌশল্যার আনন্দ ইনি বর্দ্ধন করেন, ইনিই বরণীয় ভর্গ, ইনিই বিশ্বেশ্বর, ইনিই রঘুনাথ, ইনিই জগদ্‌গুরু।

শয্যাত্যাগ করিয়াই রঘুনাথের মুখকমল স্মরণ করিতেছি। আহা কি সুন্দর মন্দ মন্দ হাস্য, কি মধুর ভাষা, কি বিশাল নেত্র; কর্ণাবলম্বনে চঞ্চল কুণ্ডল নীলগণ্ডস্থলে কি শোভা বিস্তার করিতেছে। নয়নানন্দকর আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু। আহা! ইহা কত সাধ জাগাইয়া দিতেছে। এই প্রাতঃকালে রঘুনাথের করকমল স্মরণ করিতেছি। এই হস্ত রাক্ষসগণের কত ভীতি জন্মাইয়াছিল আবার নিজ জনকে বর দিবার সময় ইহা কত সুন্দর। এই হস্ত জনক সভায় হরধনুভঙ্গ করিয়া যখন সীতার করকমল গ্রহণ করিয়াছিল তখন কত সুন্দর দেখাইয়াছিল; ইহার চিন্তাতে সদ্য সদ্য কতই মঙ্গল হয়। অদ্য প্রভাতে রঘুনাথের পাদপদ্মে

প্রাতর্বদামি বচসা রঘুনাথ-রাম বাগ্‌দোষহারি সকলং শমলং করোতি।
যৎ পার্ব্বতী স্বপতিনা সহ ভোক্তুকামা প্রীত্যা সহস্রহরিনাম সমং জজাপ॥৪
প্রাতঃ শ্রয়ে শ্রুতিনুতাং রঘুনাথমূর্ত্তিং নীলাম্বুদোৎপলসিতেতর রত্ননীলাম্।
আমুক্ত-মৌক্তিক-বিশেষ-বিভূষণাঢ্যাং ধ্যেয়াং সমস্তমুনিভির্জ্জনমুক্তিহেতুম্॥৫
যঃ শ্লোক পঞ্চকমিদং প্রযতঃ পঠেদ্ধি নিত্যং প্রভাতসময়ে পুরুষঃ প্রবুদ্ধঃ।
শ্রীরাম-কিঙ্কর-জনেষু স এব মুখ্যো-ভূত্বা প্রয়াতি হরিলোকমনন্যলভ্যাম্॥

৩

শ্রীরামস্তবরাজঃ।

অস্য শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীসনৎকুমার ঋষিঃ শ্রীরামোদেবতা।

প্রণাম করিতেছি। এই পাদপদ্মে পদ্ম অঙ্কুশ আদি শুভারেখা কতই সুখ বহন করিতেছে। যোগীন্দ্রগণের মানস ভৃঙ্গ সর্ব্বদা ইহার সেবা করে। এই চরণ কমল অহল্যার শাপ মোচন করিয়াছিল। এই প্রভাতে রঘুনাথ রাম নাম আমার বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। ইহা বাক্যদোষ হরণ করিয়া সমস্তই আপ্যায়িত করিতেছে। শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবের সহিত এই নামামৃত ভোগ করিবার জন্য সহস্র হরিনাম তুল্য এই রাম নাম জপ করেন। এই প্রাতঃকালে শ্রুতি যাঁহার চরণে প্রণত সেই রঘুনাথ মূর্ত্তি আশ্রয় করিতেছি। নীলপদ্মের মত, নীলরত্নের মত ইহা কতই সুন্দর সুনীল। এই মূর্ত্তি আবার লম্বমান মণিমুক্তার কত হার, কত অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত। এই মধুর মূর্ত্তি সমস্ত মুনি জনের মুক্তির হেতু। যে পুরুষ এক মনে এই শ্লোক পঞ্চক নিত্য প্রভাত সময়ে জাগ্রত হইয়া পাঠ করেন তিনি শ্রীরাম-কিঙ্করগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অন্যে যাহা লাভ করিতে পারে না সেই হরি লোক লাভ করেন।

অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। সীতা বীজম্। হনুমান্ শক্তিঃ। শ্রীরাম প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

সূত উবাচ।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং ব্যাসং সত্যবতীসুতং।
ধর্ম্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রত্যুবাচ মুনীশ্বরম্॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
কিং তত্ত্বং কিং পরং জাপ্যং কিং ধ্যানং মুক্তিসাধনম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মে মুনিসত্তম॥ ২

বেদব্যাস উবাচ।

ধর্ম্মরাজ মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
যৎ পরং যদ্‌গুণাতীতং যজ্জ্যোতিরমলং শিবম্॥ ৩
তদেব পরমং তত্ত্বং কৈবল্যপদকারণং।
শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকং।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নমিতি বেদবিদো বিদুঃ॥ ৪
শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপন্তি চ সর্ব্বদা।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫
স্তবরাজং পুরা প্রোক্তং নারদেন চ ধীমতা।
তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি হরিধ্যানপুরঃসরম্॥ ৬
তাপত্রয়াগ্নিশমনং সর্ব্বাঘৌঘনিকৃন্তনং।
দারিদ্র্যদুঃখশমনং সর্ব্বসম্পৎকরং শিবম্॥ ৭
বিজ্ঞানফলদং দিব্যং মোক্ষৈকফলসাধনং।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ম্॥ ৮

অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে।
স্মরেৎ কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভম্ ॥ ৯
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং নানারত্নৈশ্চ বেষ্টিতং।
স্মরেন্মধ্যে দাশরথিং সহস্রাদিত্যতেজসম্ ॥ ১০
পিতুরঙ্কগতং রামমিন্দ্রনীলমণিপ্রভং।
কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষং বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতম্ ॥ ১১
ভানুকোটিপ্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতং।
রত্নগ্রৈবেয়কেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১২
রত্নকঙ্কণমঞ্জীরকটিসূত্রৈরলঙ্কৃতং।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং মুক্তাহারোপশোভিতম্ ॥ ১৩
দিব্যরত্নসমাযুক্তমুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতং।
রাঘবং দ্বিভুজং বালং রামমীষৎস্মিতাননম্ ॥ ১৪
তুলসীকুন্দমন্দারপুষ্পমাল্যৈরলঙ্কৃতং।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীদিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ১৫
যোগশাস্ত্রেষ্বভিরতং যোগেশং যোগদায়কং
সদা ভরতসৌমিত্রিশত্রুঘ্নৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৬
বিদ্যাধরসুরাধীশসিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
যোগীন্দ্রৈর্নারদাদ্যৈশ্চ স্তূয়মানমহর্নিশম্ ॥ ১৭
বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠাদিমুনিভিঃ পরিষেবিতং।
সনকাদি মুনিশ্রেষ্ঠৈর্যোগিবৃন্দৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৮
রামং রঘুবরং বীরং ধনুর্ব্বেদবিশারদং।
মঙ্গলায়তনং দেবং রামং রাজীবলোচনম্ ॥ ১৯
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞমানন্দকরসুন্দরং।
কৌশল্যানন্দনং রামং ধনুর্ব্বাণধরং হরিম্ ॥ ২৯

এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুং যজ্জ্যোতিরমলং বিভুং।
প্রহৃষ্টমানসো ভূত্বা মুনিবর্য্যঃ স নারদঃ॥ ২১
সর্ব্বলোকহিতার্থায় তুষ্টাব রঘুনন্দনং।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা চিন্তয়ন্নদ্ভুতং হরিম্॥ ২২
যদেকং যৎপরং নিত্যং যদনন্তং চিদাত্মকং।
যদেকং ব্যাপকং লোকে তদ্রূপং চিন্তয়াম্যহম্॥ ২৩
বিজ্ঞানহেতুং বিমলায়তাক্ষং প্রজ্ঞানরূপং স্বসুখৈকহেতুং।
শ্রীরামচন্দ্রং হরিমাদিদেবং পরাৎপরং রামমহং ভজামি॥ ২৪
কবিং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ সনাতনং যোগিনমীশিতারং।
অণোরণীয়াংস-মনন্তবীর্য্যং প্রাণেশ্বরং রামমসৌ দদর্শ॥ ২৫

নারদ উবাচ।

নারায়ণং জগন্নাথমভিরামং জগৎপতিং।
কবিং পুরাণং বাগীশং রামং দশরথাত্মজম্॥ ২৬
রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্॥ ২৭
সত্যং সত্যপ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং জানকীবল্লভং বিভুং।
সৌমিত্রিপূর্ব্বজং শান্তং কামদং কমলেক্ষণম্॥ ২৮
আদিত্যং রবিমীশানং ঘৃণিং সূর্য্যমনাময়ং।
আনন্দরূপিণং সৌম্যং রাঘবং করুণাময়ম্॥ ২৯
জামদগ্ন্যং তপোমূর্ত্তিং রামং পরশুধারিণং।
বাক্পতিং বরদং বাচ্যং শ্রীপতিং পক্ষিবাহনম্॥ ৩০
শ্রীশার্ঙ্গধারিণং রামং চিন্ময়ানন্দবিগ্রহং।
হলধৃগ্বিষ্ণুমীশানং বলরামং কৃপানিধিম্॥ ৩১

শ্রীবল্লভং কৃপানাথং জগন্মোহনমচ্যুতং।
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদিরূপধারিণমব্যয়ম্॥ ৩২
বাসুদেবং জগদ্‌যোনিমনাদিনিধনং হরিং।
গোবিন্দং গোপতিং বিষ্ণুং গোপীজনমনোহরম্॥ ৩৩
গোগোপালপরীবারং গোপকন্যাসমাবৃতং।
বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশং রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ম্॥ ৩৪
গোগোপিকাসমাকীর্ণং বেণুবাদনতৎপরং।
কামরূপং কলাবন্তং কামিনীকামদং বিভুম্॥ ৩৫
মন্মথং মথুরানাথং মাধবং মকরধ্বজং।
শ্রীধরং শ্রীকরং শ্রীশং শ্রীনিবাসং পরাৎপরম্॥ ৩৬
ভূতেশং ভূপতিং ভদ্রং বিভূতিং ভূতিভূষণং।
সর্ব্বদুঃখহরং বীরং দুষ্টদানববৈরিণম্॥ ৩৭
শ্রীনৃসিংহং মহাবাহুং মহান্তং দীপ্ততেজসং।
চিদানন্দময়ং নিত্যং প্রণবং জ্যোতিরূপিণম্॥ ৩৮
আদিত্যমণ্ডলগতং নিশ্চিতার্থস্বরূপিণং।
ভক্তপ্রিয়ং পদ্মনেত্রং ভক্তানামীপ্সিতপ্রদম্॥ ৩৯
কৌশল্যেয়ং কলামূর্ত্তিং কাকুৎস্থং কমলাপ্রিয়ং।
সিংহাসনে সমাসীনং নিত্যব্রতমকল্মষম্॥ ৪০
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ং দান্তং স্বদারনিয়তব্রতং।
যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞপালনতৎপরম্॥ ৪১
সত্যসন্ধং জিতক্রোধং শরণাগতবৎসলং।
সর্ব্বক্লেশাপহরণং বিভীষণবরপ্রদম্॥ ৪২
দশগ্রীবহরং রৌদ্রং কেশবং কেশিমর্দ্দনং।
বালিপ্রমথনং বীরং সুগ্রীবেপ্সিতরাজ্যদম্॥ ৪৩

নরবানরদেবৈশ্চ সেবিতং হনুমৎপ্রিয়ং।
শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরং শান্তং তারকং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ৪৪
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থং সর্ব্বাধারং সনাতনং।
সর্ব্বকারণকর্ত্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৪৫
নিরাময়ং নিরাভাসং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃ পরম্ ॥ ৪৬
পরাৎপরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদাত্মকং।
মনসা শিরসা নিত্যং প্রণমামি রঘূত্তমম্ ॥ ৪৭
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতং।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষমাজ্ঞয়েগুরুং পরম্ ॥ ৪৮
নমোঽস্তু বাসুদেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তু রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে ॥ ৪৯
নমো বেদান্তনিষ্ঠায় যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে।
মায়ামোহনিরাসায় প্রপন্নজনসেবিনে ॥ ৫০
বন্দামহে মহেশানং চণ্ডকোদণ্ডখণ্ডনং।
জানকীহৃদয়ানন্দবর্দ্ধনং রঘুনন্দনম্ ॥ ৫১
উৎফুল্লামলকোমলোৎপলদলশ্যামায় রামায় তে
কামায় প্রমদামনোহরগুণগ্রামায় রামাত্মনে।
যোগারূঢ়মুনীন্দ্রমানসসরোহংসায় সংসারবি-
ধ্বংসায় স্ফুরদোজসে রঘুকুলোত্তংসায় পুংসে নমঃ ॥ ৫২
ভবোদ্ভবং বেদবিদাং বরিষ্ঠমাদিত্যচন্দ্রানলসুপ্রভাবং।
সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বগতস্বরূপং নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৫৩
নিরঞ্জনং নিষ্প্রতিমং নিরীহং নিরাশ্রয়ং নিষ্কলমপ্রপঞ্চং।
নিত্যং ধ্রুবং নির্ব্বিষয়স্বরূপং নিরন্তরং রামমহং ভজামি ॥ ৫৪

ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজং তং ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপং।
ভূতত্রিনাথং ভুবনাধিপং তং ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্॥৫৫
সর্ব্বাধিপত্যং সমরাঙ্গধীরং সত্যং চিদানন্দময়স্বরূপং।
সত্যং শিবং শান্তিময়ং শরণ্যং সনাতনং রামমহং ভজামি॥ ৫৬
কার্য্যক্রিয়াকারণমপ্রমেয়ং কবিং পুরাণং কমলায়তাক্ষং।
কুমারবেদ্যং করুণাময়ং তং কল্পদ্রুমং রামমহং ভজামি॥ ৫৭
ত্রৈলোক্যনাথং সরসীরুহাক্ষং দয়ানিধিং দ্বন্দ্ববিনাশহেতুং।
মহাবলং বেদনিধিং সুরেশং সনাতনং রামমহং ভজামি॥ ৫৮
বেদান্তবেদ্যং কবিমীশিতারমনাদিমধ্যান্তমচিন্ত্যমাদ্যং।
অগোচরং নির্ম্মলমেকরূপং নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৫৯
অশেষবেদাত্মকমাদিসংজ্ঞমজং হরিং বিষ্ণুমনন্তমাদ্যং।
অপারসম্বিৎসুখমেকরূপং পরাৎপরং রামমহং ভজামি॥ ৬০
তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং স্বতেজসা পূরিতবিশ্বমেকং।
রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি॥ ৬১
লোকাভিরামং রঘুবংশনাথং হরিং চিদানন্দময়ং মুকুন্দং।
অশেষবিদ্যাধিপতিং কবীন্দ্রং নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬২
যোগীন্দ্রসঙ্ঘৈশ্চ সুসেব্যমানং নারায়ণং নির্ম্মলমাদিদেবং।
নতোঽস্মি নিত্যং জগদেকনাথমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬৩
বিভূতিদং বিশ্বসৃজং বিরামং রাজেন্দ্রমীশং রঘুবংশনাথং।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমূর্ত্তিং জ্যোতির্ম্ময়ং রামমহং ভজামি॥ ৬৪
অশেষসংসারবিহারহীনমাদিত্যগং পূর্ণসুখাভিরামং।
সমস্তসাক্ষিং তমসঃপরস্তান্নারায়ণং বিষ্ণুমহং ভজামি॥ ৬৫
মুনীন্দ্রগুহ্যং পরিপূর্ণকামং কলানিধিং কল্মষনাশহেতুং।
পরাৎপরং যৎপরমং পবিত্রং নমামি রামং মহতো মহান্তম্॥ ৬৬

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তথা।
আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন ॥ ৬৭
তাপসা ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথা।
বিপ্রা বেদাস্তথা যজ্ঞাঃ পুরাণধর্ম্মসংহিতাঃ ॥ ৬৮
বর্ণাশ্রমাস্তথা ধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাস্তথৈব চ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা দিক্‌পালা দিগ্‌গজাদয়ঃ ॥ ৬৯
সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠাস্ত্বমেব রঘুপুঙ্গব।
বসবোঽষ্টৌ ত্রয়ঃ কালা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৭০
তারকা দশদিক্ চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন।
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগা নদ্যস্তথা দ্রুমাঃ ॥ ৭১
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনায়ক।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং দানবানাং তথৈব চ ॥ ৭২
মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ।
সর্ব্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেব হি ॥ ৭৩
ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম।
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোঽন্যন্নৈব কিঞ্চন ॥ ৭৪
শান্তং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনং।
রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥ ৭৫

ব্যাস উবাচ।

ততঃ প্রসন্নঃ শ্রীরামঃ প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্।
তুষ্টোঽস্মি মুনিশার্দ্দূল বৃণীষ বরমুত্তমম্ ॥ ৭৬

নারদ উবাচ।

যদি তুষ্টোঽসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরাম করুণানিধে।
ত্বন্মূর্ত্তিদর্শনেনৈব কৃতার্থোঽহং সদা প্রভো ॥ ৭৭

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং পুণ্যোঽহং পুরুষোত্তম।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং সফলঞ্চ মে॥ ৭৮
অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলং তপঃ।
অদ্য মে সফলং কর্ম্ম ত্বৎপাদাম্ভোজদর্শনাৎ॥ ৭৯
অদ্য মে সফলং সর্ব্বং ত্বন্নামস্মরণং তথা।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহদ্বন্দ্বসদ্ভক্তিং দেহি রাঘব॥ ৮০

ব্যাস উবাচ।

ততঃ পরমসংপ্রীতঃ স রামঃ প্রাহ নারদম্॥ ৮১

শ্রীরাম উবাচ।

মুনিবর্য্য মহাভাগ বরমিষ্টং দদামি তে।
যৎ ত্বয়া চেপ্সিতং সর্ব্বং মনসা তদ্ভবিষ্যতি॥ ৮২

নারদ উবাচ।

বরং ন যাচে রঘুনাথ যুষ্মৎপাদাব্জভক্তিঃ সততং মমাস্তু।
ইদং প্রিয়ং নাথ বরং প্রযাচে পুনঃ পুনস্ত্বামিদমেব যাচে॥ ৮৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবমীড়িতো রামঃ প্রাদাৎ তস্মৈ বরান্তরং।
বীরো রামো মহাতেজাঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ ৮৪
অদ্বৈতমমলং জ্ঞানং স্বনামস্মরণং তথা।
অন্তর্দধৌ জগন্নাথঃ পুরতস্তস্য রাঘবঃ॥ ৮৫
ইতি শ্রীরঘুনাথস্য স্তবরাজমনুত্তমং।
সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পত্তিদায়কং মুক্তিদং শুভম্॥ ৮৬
কথিতং ব্রহ্মপুত্রেণ বেদানাং সারমুত্তমং।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং দিব্যং তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৮৭

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তৎসমানি বহূনি চ ॥ ৮৮
স্বর্ণস্তেয়ং সুরাপানং গুরুতল্পগতিস্তথা।
গোবধাদ্যুপপাপানি অনৃতাৎ সম্ভবানি চ।
সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে পাপৈঃ কল্পাযুতশতোত্থিতৈঃ ॥ ৮৯
মানসং বাচিকং পাপং কর্ম্মণা সমুপার্জ্জিতং।
শ্রীরামস্মরণেনৈব তৎক্ষণান্নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৯১
ইদং সত্যমিদং সত্যমেতদিহোচ্যতে।
রামঃ সত্যং পরং ব্রহ্ম রামাৎ কিঞ্চিন্নবিদ্যতে।
তস্মাদ্রামস্বরূপং হি সত্যং সত্যমিদং জগৎ ॥ ৯২

শ্রীরামচন্দ্র রঘুপুঙ্গব রাজবর্য্য রাজেন্দ্র রাম রঘুনায়ক রাঘবেশ।
রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামচন্দ্র দাসোঽহমদ্য ভবতঃ শরণাগতোঽস্মি ॥৯৩

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরং
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥ ৯৪
রামং রত্নকিরীটকুণ্ডলযুতং কেয়ূরহারান্বিতং
সীতালঙ্কৃতবামভাগমমলং সিংহাসনস্থং বিভুম্।
সুগ্রীবাদিহরীশ্বরৈঃ সুরগণৈঃ সংসেব্যমানং সদা
বিশ্বামিত্রপরাশরাদিমুনিভিঃ সংস্তূয়মানং প্রভুম্ ॥ ৯৫
সকলগুণনিধানং যোগিভিঃ স্তূয়মানং
ভুজবিজিতসমানং রাক্ষসেন্দ্রাদিমানম্।
মহিতনৃপভয়ানং সীতয়া শোভমানং
স্মরহৃদয়বিমানং ব্রহ্ম রামাভিধানম্ ॥ ৯৬

রঘুবর তব মূর্ত্তির্শ্যামকে মানসাব্জে
নরকগতিহরং তে নামধেয়ং মুখে মে।
অনিশমতুলভক্ত্যা মস্তকং ত্বৎপদাব্জে
ভবজলনিধিমগ্নং রক্ষ মামার্ত্তবন্ধো ॥ ৯৭
রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটপতিং হরিম্।
কৌশল্যাভক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্ ॥ ৯৮

ইতি শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং নারদোক্তঃ শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ।

৪

শ্রীরামরক্ষা কবচম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ। অথ রামরক্ষা কবচং।

অস্য শ্রীরামরক্ষাকবচ মন্ত্রস্য বুধকৌশিকঋষিঃ শ্রীসীতারামচন্দ্রো-দেবতা অনুষ্টুপ ছন্দঃ। সীতা শক্তিঃ শ্রীমদ্ধনুমান্‌কীলকং শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থে রামরক্ষা কবচ জপে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানম্। ধ্যায়েদাজানুবাহুং ধৃতশরধনুষং বদ্ধপদ্মাসনস্থং
পীতং বাসোবসানং নবকমলদল-স্পর্দ্ধিনেত্রং প্রসন্নম্।
বামাঙ্কারূঢ়সীতা মুখকমলমিলল্লোচনং নীরদাভং
নানালঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামণ্ডলং রামচন্দ্রম্ ॥
চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটি প্রবিস্তরং।
একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতক নাশনং ॥ ১
ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনং।
জানকী লক্ষ্মণোপেতং জটামুকুট-মণ্ডিতম্ ॥ ২

সাসিতূণধনুর্ব্বাণ-পাণিং নক্তচরান্তকং।
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুং ॥ ৩
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৪
ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ।
কৌশল্যেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী ॥ ৫
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ।
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ ॥ ৬
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মুকঃ।
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ ॥ ৭
বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্ব্বাণ বন্দিতঃ।
পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥ ৮
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ।
গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তম ॥ ৯
সুগ্রীবেশ কটিং পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ।
উরূরঘূত্তমঃ পাতু রক্ষকুলবিনাশকৃৎ ॥ ১০
জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ ॥ ১১
এতাং রাম-বলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী-পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥ ১২
পাতালভূধরব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥ ১৩
রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৪

জগজ্জৈত্রেকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিমন্ত্রিতং।
যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥ ১৫
ভূর্জ্জপত্রে স্থিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাং।
কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্‌যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭
বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্॥ ১৮
আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ।
তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধে বুধকৌশিকঃ॥ ১৯
আরামঃকল্পবৃক্ষাণাং বিরামঃ সকলাপদাং।
অভিরামস্ত্রিলোকানাং রামঃ শ্রীমান্ স নঃ প্রভুঃ॥ ২০
ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ।
বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২১
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীক বিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥ ২২
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৩
শরণ্যৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাং।
রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘূত্তমৌ॥ ২৪
আত্তসজ্জধনুষা বিষুস্পৃশা বক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ।
রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পতি সদৈবগচ্ছতাম্॥ ২৫
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা।
গচ্ছন্মনোরথোঽস্মাকং রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ॥ ২৬

অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ।
পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭
রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী।
কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশল্যেয়ো রঘূত্তমঃ॥ ২৮
বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়পরাক্রমঃ॥ ২৯
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং মদ্ভক্তোঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
অশ্বমেধাধিকং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥ ৩০
রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং পদ্মাক্ষং পীতবাসসম্।
স্তুবন্তি নামভির্দিব্যৈর্ন তে সংসারিণো নরাঃ॥
রামংলক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণার্ণবং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।
শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রণকর্কশ রাম রাম শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম॥
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ মনসা স্মরামি শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ বচসা গৃণামি।
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শিরসা নমামি শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপদ্যে॥
মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্রঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালুর্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণো যস্য বামে চ জনকাত্মজা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং বন্দে রঘুনন্দনম্॥

লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং রাজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে ॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে ॥
কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্ ॥
আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥
ভর্জ্জনং ভববীজানামর্জ্জনং সুখসম্পদাং।
তর্জ্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জ্জনম্ ॥
রামোরাজমণিঃ সদা বিজয়তে রামং রমেশং ভজে
রামেণাভিহতা নিশাচরচমূ রামায় তস্মৈ নমঃ।
রামান্নাস্তি পরায়ণং পরতরং রামস্য দাসোস্ম্যহং
রামে চিত্তলয়ঃ সদা ভবতু মে ভো রাম মামুদ্ধর ॥
রামরামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রানামতত্তুল্যং রাম নাম বরাননে ॥
ইতি শ্রীরামরক্ষা স্তোত্রং সমাপ্তম্।

সীতাস্তোত্রম্।

ধ্যান — নীলাম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-সুন্দরমুখীং বিস্মের-বিম্বাধরাম্।

নীলপদ্মের দলের ন্যায় যাঁহার নয়ন অতি সুন্দর, যিনি নীলবস্ত্রে শোভিতা, যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার মুখ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার

কারণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহর-ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থ-ফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্ ॥

প্রণাম দ্বিভূজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন তৎপরাং।
শ্রীরামবণিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

ওঁ শ্রীসীতায়ৈ নমঃ।

নীলনীরজদলায়তেক্ষণাং রামমানস-সরো-মরালিকাং।
ভূতভূতিমনিশং প্রদিৎসতীং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ১

রামপাদবিনিবেশিতেক্ষণাং অঙ্গকান্তি পরিভূতহাটকাং।
চিত্তদারিপরুষোক্তিবিক্লবাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ২

অধর বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও হাস্যযুক্ত, যিনি করুণামৃত বর্ষণ করেন, যাঁহাকে হরিহর ব্রহ্মা বন্দনা করেন, যিনি সকল লোকের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন সেই রামপ্রিয়া জানকীকে আমি ধ্যান করি।

দ্বিভূজা, স্বর্ণবর্ণা, রামমূর্ত্তি দর্শনে ব্যগ্রা, রামপত্নী সীতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

নীল পদ্মদলের মত যাঁহার আয়ত চক্ষু, রামচন্দ্রের মানস সরোবরের যিনি হংসিনী, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে কল্যাণ বিধান করেন, সেই রামবল্লভা সীতাকে মানসে ভাবনা করি। ১

যাঁহার নয়ন কমল রামচন্দ্রের চরণে সদা ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা স্বর্ণবর্ণ লজ্জিত হয়, যিনি মর্ম্মভেদকারী ব্যক্তির প্রতিও পরুষোক্তি প্রয়োগে কাতরা, সেই রামবল্লভা সীতাকে হৃদয়ে ভাবনা করি। ২

কুন্তলাকুলকপোলসুন্দরীং রাহুবক্ত্রগ-সুধাংশু সুদ্যুতিং।
বাসসা পিদধতীং হ্রিয়াকুলাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্॥ ৩

বাঙ্‌মনঃ করণগাং পদাম্বুজে স্বপ্নজাগৃতিষু রাঘবস্থহি।
দেহকান্তি বিজিতেন্দুমণ্ডলাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্॥ ৪

রাম-পাদযুগলং কলয়ন্তীং চেতসা বিনিহতাখিল-পাপাং।
ছায়েব পুরুষ প্রবরেস্থিরাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্॥ ৫

ইন্দ্ররুদ্রধনদাম্বুপালিকৈঃ সদ্বিমানগণসংস্থিতৈর্দ্দিবি।
পুষ্পবর্ষমনুসংস্তুতাঙ্ঘ্রিকাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্॥ ৬

চূর্ণকুন্তল কপোলদেশ পর্য্যন্ত আসায় যিনি অতি সুন্দরী এবং তাহাতে যাঁহার চন্দ্রবদন রাহুবক্ত্রগত সুধাংশুর ন্যায় ঝলমল করে যিনি লজ্জাভরে সর্ব্বদা বসন দ্বারা স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, আমি সেই রামবল্লভা সীতাকে মানসে চিন্তা করি। ৩

যিনি কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, সর্ব্বদা রামের চরণকমলে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার দেহকান্তি চন্দ্রমণ্ডলের শোভাকেও তজ্জন্য জয় করিয়াছে আমি সেই রামবল্লভাকে হৃদয়ে-ধ্যান করি। ৪

যিনি চিত্তে রাম-পাদ-পদ্ম ধ্যান করেন, তজ্জন্য যিনি চিত্তে অখিল পাতক বিনাশ করিয়াছেন, যিনি ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা পুরুষ প্রবর রামচন্দ্রে চিরস্থিরা সেই রামবল্লভাকে হৃদয়ে ধ্যান করি। ৫

ইন্দ্র, রুদ্র, কুবের, বরুণ, প্রভৃতি বিমানস্থ দেবতাগণ ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার চরণে নিরন্তর পুষ্পবর্ষণ পূর্ব্বক যাঁহার স্তব করেন, আমি সেই রামবল্লভাকে মানসে ভাবনা করি। ৬

বৈদ্যুতং হি বপুষা প্রতন্বতীং ধাম বামতনুনির্জ্জিত ত্বিষাং।
ফুল্লনীরজনিভাং বরাননাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ৭
সঙ্ঘৈর্দ্দিবিষদাং বিমানগৈর্ব্বিস্ময়াকুলমনোভিরীক্ষিতাং।
তেজসাপি দধতীং সদা ভৃশং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ৮
এতদষ্টকমনিষ্টহানিকৃদ্ যঃ পঠেদথ শৃণোত্যহর্মুখে।
অন্তরায়রহিতস্ত মৈথিলী তস্য ভূতিমতুলাং প্রযচ্ছতি ॥ ৯

৬

শ্রীরামাষ্টকম্।

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনং।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১

যাঁহার অঙ্গকান্তি বিজলীপ্রভাকেও নিষ্প্রভ করে, যিনি মনোহর দেহ দ্বারা স্বর্ণপ্রভাকেও পরাভূত করিয়াছেন, প্রফুল্ল কমল সৌন্দর্য্য যাঁহার নয়নাভিরামমুখে বিরাজ করে, সেই রামবল্লভাকে মানসে ভজনা করি ॥ ৭

বিমানস্থিত দেবতাবৃন্দের বিস্ময়াকুল মানস সমূহ সর্ব্বদা যাঁহাকে দর্শন করেন, যিনি সর্ব্বকালে মহাতেজঃস্বরূপিণী, সেই রামবল্লভাকে আমি মানসে ভাবনা করি। ৮

যে ব্যক্তি প্রতিদিন দিবসমুখ সময়ে এই অনিষ্টনাশন রামবল্লভাষ্টক-স্তোত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, শ্রীমৈথিলী সীতাদেবী তাঁহাকে নিষ্কণ্টক অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। ৯

বিশেষ সুন্দর, সমস্ত পাপখণ্ডনকারী, স্বভক্তমনোরঞ্জনকারী সেই অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ১

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকং।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ২
নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহং।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৩
স্বপ্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবং।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৪
নিষ্প্রপঞ্চনির্ব্বিকল্পনির্ম্মলং নিরাময়ং।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৫
ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতং।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৬

জটাকলাপশোভিত, সমস্ত পাপনাশক স্বীয় ভক্তের ভয়হারী অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ২

যিনি কৃপার আকরস্বরূপ এবং যিনি দয়া করিয়া ভক্তজনকে নিজের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, যিনি ভবরোগ বিনাশ করেন, যিনি সর্ব্বত্র সমান, মঙ্গলময় ও নিরঞ্জন এমন অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৩

যিনি বাস্তবিক নামরূপবিহীন হইয়াও নিজের প্রপঞ্চরূপ বিশ্বেই আবার কল্পিত হয়েন, সেই নিরাকার, নিরাময়, অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৪

যিনি নির্গুণ অবস্থায় প্রপঞ্চরহিত নির্ব্বিকল্প, নির্ম্মল ও নিরাময় অর্থাৎ নির্গুণ অবস্থায় যাঁহাতে মায়াকৃত প্রপঞ্চবিকল্প প্রভৃতি নাই, চিন্মাত্রবিগ্রহে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ সেই অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৫

যিনি এই ভবসাগরের পোত (নৌকা) স্বরূপ, যিনি অনন্তদেহে পৃথক্ পৃথক্ স্বমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, যিনি গুণ ও কৃপার আকর, এই অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৬

মহাবাক্যবোধকৈ বিরাজমান বাক্পদৈঃ।
পরব্রহ্মব্যাপকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহং।
বিরাজমানদৈহিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাবিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং—
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীবেদব্যাসবিরচিতং শ্রীরামাষ্টকং সমাপ্তম্।

৭

শ্রীরামমন্ত্ররাজ-স্তোত্রম্।

শ্রীহনুমানুবাচ।

তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুষাং।
যথা সুগ্রীবমুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহম্ ॥ ১

সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে বাক্যপদঘটিত তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য ও তজ্জনিত বোধ দ্বারা ভজনা করি। ৭

যিনি মঙ্গলপ্রদ ও সুখপ্রদ, ভবহারী ও সংসার ভ্রমাপহরণকারী, জীবের প্রতি দেহে যিনি বর্ত্তমান, সেই অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৮

যে মানব এই সুপবিত্র ব্যাসভাবিত শ্রীরামাষ্টক শ্রবণ করে, সে বিদ্যা, লক্ষ্মী, বিপুল সুখ ও অনন্তকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং দেহান্তে মোক্ষ লাভ করে ॥ ৯

যিনি সুগ্রীবপ্রমুখ সমসম্বন্ধী বানরগণের রাজা সেই উগ্ররূপীকে আমি

সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়চ্ছ্রিয়ং।
বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্॥ ২
যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাব্ধেঃ করুণামৃতং।
স্তুতো জটায়ুনা যশ্চ মহাবিষ্ণুং নমাম্যহম্॥ ৩
তেজসাপ্যায়িতা যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ।
প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহম্॥ ৪
সর্ব্বতোমুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে।
রাক্ষসেশ্বর-যোধানাং তং বন্দে সর্ব্বতোমুখম্॥ ৫
নৃভাবস্তু প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা নৃষু।
সিংহঃ সত্ত্বেষিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্॥ ৬
যস্মাদ্ বিভ্যতি বাতার্কজ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ।
ভিয়ং ধিনোতু পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্॥ ৭

প্রণাম করি। যিনি সমুদ্রতটে একবারে শরণাপন্ন বিভীষণকে বিশিষ্টালঙ্কা রাজলক্ষ্মী (ঐরের শ্রী) প্রদান করিয়াছিলেন সেই বীরকে আমি প্রণাম করি। যিনি মহান্, যিনি ব্যাপক, যিনি মহাসমুদ্রের দ্বারা পূজিত হইয়া করুণামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন, জটায়ু যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই মহাবিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি। অগ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থ যাঁহার তেজ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া তেজোবিশিষ্ট হয়েন, যিনি আপনিই আপনার প্রকাশক আমি সেই জ্বলন্ত প্রভুকে প্রণাম করি। যিনি যুদ্ধে রাবণের যোদ্ধাদিগকে অবলীলাক্রমে সর্ব্বমুখত্ব দেখাইয়া ছিলেন, সেই সর্ব্বতোমুখকে আমি প্রণাম করি। যিনি আশ্রিত জনের জন্য নর ভাব গ্রহণ করেন, করিয়া দুর্বৃত্তের দমন করেন এবং সাত্ত্বিক মনুষ্য মধ্যে সিংহের ন্যায় উৎকৃষ্ট সেই নৃসিংহরূপীকে নমস্কার করি। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্র, মৃত্যুর সহিত, যাহা হইতে ভীত হয়েন, যিনি পাপের ভয়কেও ভীত করেন সেই ভীষণ

পরন্তু যোগ্যতাপেক্ষারহিতো নিত্যমঙ্গলং।
দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাদ্ যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্॥ ৮
যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদঃ।
তত্রোদাহৃতয়োর্বন্ধো মৃ্ত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥ ৯
যৎপাদপদ্ম-প্রণতো ভবেদুত্তমপূরুষঃ।
তমীশং সর্ব্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্॥ ১০
আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহং।
ভজেঽহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণম্॥ ১১
নিত্যং শ্রীরামভদ্রস্য কিঙ্করা যম-কিঙ্করাঃ।
শিষ্যমষ্যো দিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ॥ ১২
ইমং হনূমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকং স্তবং।
পঠেদনুদিনং যস্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ॥ ১৩
ইতি শ্রীহনুমৎকল্পে মন্ত্ররাজাত্মকং শ্রীরামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

তুমি, তোমাকে নমস্কার। অন্যের যোগত্যা আছে কি নাই তাহা না দেখিয়াই নিজের ঔদার্য্যগুণে নিত্য মঙ্গল দান কর, তোমার মত ভদ্র আর কে আছে? তোমাকে নমস্কার। নিজ সেবকের মৃত্যুকে নিবারণ করিয়া যিনি নিখিল ইষ্টসম্পাদন বিষয়ে বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন,সেই মৃত্যুর মৃত্যু তোমাকে প্রণাম। যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলে উত্তম পুরুষ হওয়া যায়, সর্ব্বদেব-প্রপূজিত সেই ঈশ্বরকে নমস্কার। "আমি" এই অভিমান ত্যাগ করিয়া দাসভাবে সীতা লক্ষণের সহিত রঘুনাথ তোমাকে প্রত্যহ ভজনা করি। যাঁহারা প্রতিদিন রামভদ্রের সেবা করেন যমকিঙ্কর তাঁহাদের কি করিবে? তাঁহাদের সর্ব্বত্রই মঙ্গল হয় এবং অষ্টসিদ্ধি দাসীর ন্যায় তাঁহাদের সেবক। যে ব্যক্তি হনুমৎ প্রোক্ত এই মন্ত্ররাজনামক স্তব প্রত্যহ পাঠ করেন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হয়েন।

৮

শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্।

চিদাকারো ধাতা পরমসুখদঃ পাবনতনু-
র্মুনীন্দ্রৈর্যোগীন্দ্রৈর্যতিপতিসুরেন্দ্রৈর্হনুমতা।
সদা সেব্যঃ পূর্ণো জনকতনয়াঙ্গঃ সুরগুরু
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥১

মুকুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়ালালিতপদঃ
পদং প্রাপ্তা যস্যাধমকুলভবা চাপি শবরী।
গিরাতীতোঽগম্যো বিমলধিষণৈর্বেদবচসা
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥২

ধরাধীশোঽধীশঃ সুরনরবরাণাং রঘুপতিঃ
কিরীটী কেয়ূরী কনককপিশঃ শোভিতবপুঃ।
সমাসীনঃ পীঠে রবিশতনিভে শান্তমনসো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥৩

বরেণ্যঃ শারণ্যঃ কপিপতিসখো মোহনবপু-
র্ললাটে কাশ্মীরো রুচিরগতিভঙ্গঃ শশিমুখঃ।
নরাকারো রামো যতিপতিনুতঃ সংসৃতিহরো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥৪

জ্ঞানই যাঁহার আকার, যিনি সৃজন পালন লয় কর্ত্তা, যিনি পরম সুখ দান করেন, যাঁহার নাম করিলে শরীর পবিত্র হয় যাঁহাকে মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র, সুরেন্দ্র, ও হনুমান সদা সেবা করেন, যিনি পূর্ণ, যিনি জনকতনয়াকে সর্ব্বদা বামাঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি দেব, গুরু, সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্ব্বদা বিহার করুন; ইত্যাদি। অমরদাস

বিরূপাক্ষঃ কাশ্যামুপদিশতি যন্নাম শিবদং
সহস্রং যন্নাম্নাং পঠতি গিরিজা নিত্যমুষসি।
কলাবুদ্গায়ন্তীশ্বরবিধিমুখা যস্য চরিতং
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৫
পরো ধীরো ধীরঃ সুরকুলভবশ্চাসুরহরঃ
পরাত্মা সর্ব্বজ্ঞো নরসুরগণৈর্গীতযশসঃ।
অহল্যাশাপঘ্নঃ কুণপ-শমনঃ কৌশিকসখো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৬
হৃষীকেশঃ শৌরির্ধরণিধরশায়ী মধুরিপু-
রুপেন্দ্রো বৈকুণ্ঠো গজরিপুহরস্তুষ্টমনসঃ।
বলিধ্বংসী বীরো দশরথসুতো নীতিনিপুণো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৭
কবিঃ সৌমিত্রীড্যঃ কপটমৃগঘাতী বনচরো
রণশ্লাঘী দান্তো ধরণিভরহর্ত্তা সুরনুতঃ।
অমানী মানজ্ঞো নিখিলজনপূজ্যো হৃদিশয়ো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৮
ইদং রামস্তোত্রং বরমমরদাসেন রচিতং
উষঃকালে ভক্ত্যা যদি পঠতি যো ভাবসহিতম্।
মনুষ্যঃ স ক্ষিপ্রং জনিমৃতিভয়ং তাপজনকং
পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠং রঘুপতিপদং যাতি শিবদম্ ॥৯

প্রণীত এই শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র স্তোত্র প্রভাত সময়ে যে মনুষ্য ভক্তি পূর্ব্বক ভাবযুক্ত হইয়া পাঠ করে, সে শীঘ্র জন্মমৃত্যুভীতি যুক্ত ও সন্তাপজনক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিদায়ক রামচন্দ্র পদ প্রাপ্ত হয় ॥

সপ্তম উল্লাস

শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রাণি ।

প্রথম স্তবক।

১

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ—রূপ।

ओँ यो रामः कृष्णतामेत्य सार्व्वात्म्यं प्राप्य लीलया।
अतोषयद्देवमौनिपटलं तं नतोऽस्म्यहम्॥

ओँ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। हरिः ओँ श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्रं दृष्ट्वा सर्व्वाङ्गसुन्दरं मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूवुः। तं होचुर्नोऽवद्यमवतारान् वै गण्यन्ते आलिङ्गामो भवन्तमिति। भवाऽन्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिकाभूत्वा मामालिङ्गथ अन्ये येऽवतारास्ते हि गोपा न स्त्रीश्च नो कुरु।

अन्योऽन्य विग्रहं धार्यं तवाङ्गस्पर्शनादिह।
शश्वत् स्पर्शयिताऽस्माकं गृह्णीमोऽवतारान् वयम्॥
रुद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान् स्वयं।
अङ्गसङ्गं करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहम्॥

कृष्णोपनिषदि।

ओँ सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाऽक्लिष्टकर्म्मणे।
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥

ओँ मुनयो हवै ब्राह्मणमूचुः। कः परमो देवः। कुतो मृत्युर्बिभेति। कस्य विज्ञानेनाखिलं विज्ञातं भवति। केनेदं विश्वं संसरतीति। तदुहोवाच ब्राह्मणः। कृष्णो वै परमं

द्वयम्। गोविन्दान्मृत्युर्बिभेति। गोपीजनवल्लभज्ञानेनैतत् विज्ञातं भवति। स्वाहेदं विश्वं संसरतीति।

[ओँ कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा]

सत् पुण्डरीकनयनं मेघाभं वैद्युताम्बरम्।
द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं वनमालिनमीश्वरम् ॥ १
गोपगोपी गवाऽवीतं सुरद्रुमतलाश्रितं।
दिव्यालङ्करणोपेतं रत्नपङ्कजमध्यगम् ॥ २
कालिन्दीजलकल्लोलसङ्गिमारुतसेवितं।
चिन्तयञ्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः ॥

स्तव—ओँ नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्त हेतवे।
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे।
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

যাঁহার প্রশস্ত পঙ্কজ তুল্য নয়ন, মেঘের ন্যায় অঙ্গের আভা, বিদ্যুৎ তুল্য পরিধেয় বসন; যিনি দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাভূষিত, বনমালাধারী, ঈশ্বর, গোপ গোপী গো ইত্যাদিতে পরিবৃত কল্পবৃক্ষতলই যাঁহার আশ্রয়, যিনি উত্তম অলঙ্কারে সজ্জিত, যিনি রত্ন-পঙ্কজ মধ্যে অবস্থিত; আর যমুনাসলিল-তরঙ্গ সঙ্গী বায়ু নিরন্তর যাঁহাকে সেবা করিতেছে, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে চিত্ত দ্বারা যিনি ভাবনা করেন তাঁহার সংসার হইতে মুক্তি হয়।

ব্রহ্মা বলিলেন বিশ্বরূপে তুমিই দাঁড়াইয়া আছ, তোমাকে প্রণাম। তোমা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে, তুমিই বিশ্বের ঈশ্বর,

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
কংস-বংশ-বিনাশায় কেশি-চাণূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে॥
বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥

তুমি বিশ্বাত্মক, গোবিন্দ তোমাকে প্রণাম। তুমিই জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তুমি গোপীজনের নাথ, গোবিন্দ তোমাকে প্রণাম। পদ্মপত্রাঙ্কিত নেত্রের ন্যায় তোমার সুন্দর নয়ন, তোমার গলদেশে কমল-মালা, তোমার নাভিদেশে লোকময় কমল, তুমি কমলার পতি, তোমাকে প্রণাম। ময়ূরপুচ্ছের চূড়া দ্বারা তোমার মস্তক শোভিত, তুমি মনোরম, তোমার বুদ্ধির কুণ্ঠতা নাই, তুমি লক্ষ্মীর মানস-হংসরূপী, গোবিন্দ তোমাকে প্রণাম। তুমিই কংসের বংশ ধ্বংস করিয়াছ, তোমার হস্তেই কেশি, চাণূর প্রভৃতি অসুরেরা বিনষ্ট হইয়াছে, মহাদেব তোমাকেই বন্দনা করেন, তুমিই পার্থ-সারথি হইয়াছিলে, তোমাকে প্রণাম। তুমি সতত বেণু বাদন করিয়া জীবকে আকর্ষণ কর, তুমি গোপালরূপেই কালিয়দমন করিয়াছ, তুমি কালিন্দীতটেই সতৃষ্ণ, তোমার কর্ণে চঞ্চল কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে। তোমার অঙ্গে গোপাঙ্গনাগণের বদন কমল-মালা শোভা বিস্তার করে, তুমি সর্ব্বদা নৃত্যপরায়ণ, তুমি প্রণতজনের

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনা জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন মনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দপরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব॥

প্রতিপালক, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। তুমি পাপনাশন, তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলে, তুমি পূতনা ও তৃণাবর্ত্তের প্রাণ হরণ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম। তোমার কলা বা অংশ হয় না, তোমার মায়াতে বিশ্ব বিমোহিত, তুমি স্বয়ংশুদ্ধ কিন্তু অশুদ্ধের বৈরী তুমি, তুমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, তুমি মহান্, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে পরমানন্দ স্বরূপ! হে পরমেশ্বর! তুমি প্রসন্ন হও। আধি ব্যাধি সর্প হইয়া আমাকে দংশন করিতেছে! প্রভো! আমাকে উদ্ধার কর। হে শ্রীকৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজন মনোহর! হে জগদ্গুরো! আমি সংসারসাগরে ডুবিতেছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর। হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে উদ্ধার কর।

[বেদের এই স্তবগুলি প্রত্যেকটিই মন্ত্র।]

২

সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণরূপ।

রোহিণীতনয়ো বিশ্ব অকারাক্ষরসম্ভবঃ।
তৈজসাত্মকপ্রদ্যুম্ন উকারাক্ষর সম্ভবঃ॥
প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধোঽসৌ মকারাক্ষর সম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ।
প্রণবত্বেন প্রকৃতিত্বং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদোঙ্কার সম্ভূতো গোপালো বিশ্বসম্ভবঃ॥

ইতি গোপালতাপিনী, উ।

যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী। দেবকী ব্রহ্মপুত্রা সা…নিগমো বসুদেবো যো…গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রুমাঃ। লোভ ক্রোধাদয়ো দৈত্যাঃ…গোপরূপো হরিঃ সাক্ষাৎ। শেষনাগো ভবেৎ রামঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্। অষ্টাবষ্ট সহস্রে দ্বে শতাধিক্যা স্ত্রিয়স্তথা। ঋচোপনিষদাস্তা বৈ ব্রহ্মরূপা ঋচস্ত্রিয়ঃ। দ্বেষশ্চাণূরমল্লোঽয়ং মৎসরো মুষ্টিকোজয়ঃ। দর্পং কুবলয়াপীড়ো গর্ব্বো রক্ষঃ খগো বকঃ। দয়া সা রোহিণীমাতা সত্যভামা ধরেতি বৈ। অঘাসুরো মহাব্যাধিঃ কলিঃ কংসঃ স ভূপতিঃ। শমো মিত্র সুদামা চ সত্যাঽক্রূরোদ্ধবো দমঃ…বৃন্দা ভক্তি ইত্যাদি।

ইতি কৃষ্ণোপনিষদি।

প্রপন্ন গীতা।

৩

তৃতীয় পল্লব।

পাণ্ডব উবাচ।

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-ব্যাসাম্বরীষ-শুকশৌনক-ভীষ্ম-দাল্‌ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্ পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ স্মরামি॥ ১

লোমহর্ষণ উবাচ।

ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতি যুধিষ্ঠিরকীর্ত্তনেন পাপং প্রণশ্যতি বৃকোদরকীর্ত্তনেন।
শত্রুর্বিনশ্যতি ধনঞ্জয়কীর্ত্তনেন মাদ্রীসুতৌ কথয়তাং ন ভবন্তি রোগাঃ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ।

যে মানবা বিগতরাগপরাবরজ্ঞা নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষচেতনাস্তে মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি॥ ৩

ইন্দ্র উবাচ।

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মেঘশ্যামং পীতকৌষেয়বাসং শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যোপেতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥ ৫

ভীমসেন উবাচ।

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা বিষাণকোট্যাঽখিলবিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা স মে স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রসীদতাম্॥ ৬

অর্জ্জুন উবাচ।

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমব্যয়ং বিভুং প্রভুং ভাবিতবিশ্বভাবনং।
ত্রৈলোক্যবিস্তারবিচারকারকং হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্॥ ৭

নকুল উবাচ।

যদি গমনমধস্তাৎ কালপাশানুবদ্ধো যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা মম ভবতু হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥৮

সহদেব উবাচ।

তস্য যজ্ঞবরাহস্য বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ॥৯

কুন্ত্যুবাচ।

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে॥১০

মাদ্র্যুবাচ।

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে॥১১

দ্রুপদ উবাচ।

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ॥১২

সুভদ্রোবাচ।

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥১৩

অভিমন্যুরুবাচ।

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ নমো নমস্তে ॥১৪

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো মাং ত্রাহি সংসারভুজঙ্গদষ্টম্ ॥

সাত্যকিরুবাচ।

অপ্রমেয় হরে বিষ্ণো কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত।
গোবিন্দানন্ত সর্ব্বেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে ॥১৬

উদ্ধব উবাচ।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যদেবমুপাসতে।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ ॥ ১৭

ধৌম্য উবাচ।

অপাং সমীপে শয়নে তথাশনে দিবা চ রাত্রৌ চ যথাধিগচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥১৮

সঞ্জয় উবাচ।

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমাত্রং বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥১৯

অক্রূর উবাচ।

অহন্তু নারায়ণদাসদাস-দাসস্য দাসস্য চ দাসদাসঃ।
অন্যেভ্য ঈশো জগতাং নরাণামস্মাদহংধন্যতরোঽস্মি লোকে ॥ ২০

বিদুর উবাচ।

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্রতমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবে জন্মনি জন্মনি॥ ২১

ভীষ্ম উবাচ।

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল॥ ২২

দ্রোণাচার্য্য উবাচ।

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজংস্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতা বিষ্ণুপুরীং কৃতার্থাঃ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥ ২৩

কৃপাচার্য্য উবাচ।

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎ প্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥ ২৪

অশ্বত্থমোবাচ।

গোবিন্দ কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ।
শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুষ্করাক্ষ নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে॥ ২৫

কর্ণ উবাচ।

নান্যদ্ বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়চরণাম্বুজমন্তরেণ শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্॥ ২৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নমো নমঃ কারণবামনায় নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়।
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাব্জগদাধরায় নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥ ২৭

গান্ধার্য্যুবাচ।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥ ২৮

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোস্তুতে॥ ২৯

জয়দ্রথ উবাচ।

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেঽনন্তমূর্ত্তয়ে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ৩০

বিকর্ণ উবাচ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৩১

সোমদত্ত উবাচ।

নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন্।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥ ৩২

বিরাট উবাচ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৩৩

শল্য উবাচ।

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসস-মচ্যুতং।
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্॥ ৩৪

বলভদ্র উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥ ৩৬
সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহুর্যো মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্॥ ৩৭

সূত উবাচ।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥ ৩৮

যম উবাচ।

নরকে পচ্যমানে তু যমেন পরিভাষিতং।
কিং ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ ৩৯

নারদ উবাচ।

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোধ্যানসমাধিভিঃ।
নারাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ ৪০

প্রহ্লাদ উবাচ।

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাহস্তু সদা ত্বয়ি॥৪১
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাহপসর্পতু॥৪২

আবির্হোত্র উবাচ।

কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজপিঞ্জরান্তে অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥৪৩

বশিষ্ঠ উবাচ।

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতককোটয়ঃ ॥৪৪

অরুন্ধত্যুবাচ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৪৫

কশ্যপ উবাচ।

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপসঙ্ঘাতপঞ্জরঃ।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রহতো যথা ॥৪৬

দুর্য্যোধন উবাচ।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৪৭
যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে ॥৪৮

ভৃগুরুবাচ।

নাম্নৈব তব গোবিন্দ কলৌ স্তবঃ শতাধিকং।
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনা চাষ্টাঙ্গযোগতঃ ॥৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥৫০

ব্যাস উবাচ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুথাপ্য চোচ্যতে।
ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৫১

সনৎকুমার উবাচ।

যস্য হস্তে গদা চক্রং গরুড়ো যস্য বাহনং।
শঙ্খঃ করতলে যস্য স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৫২
ইদং পবিত্রমায়ুষ্যং পুণ্যং পাপপ্রণাশনং।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবং স্তোত্রমুত্তমম্ ॥৫৩
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং পাণ্ডবৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৪
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥৫৫

প্রপন্ন গীতা।

শেষ পল্লব—নামপ্রতাপ।

আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্যমর্জ্জুনং প্রতি
নামৈব শরণং জন্তো নামৈব জগতাং গুরুঃ।
নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন নামই মানুষের শরণস্থান, নামই জগতের গুরু; নামই জগতের বীজ (শব্দ হইতে জগৎ) নামই অতি পবিত্র,

ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশো জপঃ।
ন নাম সদৃশ স্ত্যাগো ন নাম সদৃশী গতিঃ ॥
নাম্নৈব পরমং পুণ্যং নাম্নৈব পরমং তপঃ।
নাম্নৈব পরমো ধর্ম্মো নাম্নৈব পরমো গুরুঃ ॥
নাম্নৈব জীবনং জন্তো নাম্নৈব বিপুলং ধনং।
নাম্নৈব জগতাং সত্যং নাম্নৈব জগতাং প্রিয়ম্ ॥
শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলং।
তেষাং মধ্যে পরং নাম বসেন্নিত্যং ন সংশয়ঃ ॥
যেন কেন প্রকারেণ নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ।
শ্রমং বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ ॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ।

ভবত্যেব ভবত্যেব ভবত্যেব মহামতে।
সর্ব্ব পাপ পরিব্যাপ্তা স্তরন্তি নামবান্ধবাঃ ॥

নামের সদৃশ অন্য ধ্যান নাই, নামের সদৃশ অন্য জপ নাই, নাম আশ্রয়ে যে ত্যাগ তাহার মত অন্য ত্যাগ নাই, নামের সদৃশ আর গতি নাই। নামই পরম পুণ্য, নামই পরম তপস্যা, নামই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, নামই পরম গুরু। নামই জন্তুর জীবন, নামই বিপুল ধন, নামই জগতে সত্য, নামই জগতে প্রিয়। বিশ্বাসেই হউক বা অনাদরেই হউক যাহারা মঙ্গল-ধাম নাম গান করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নাম সর্ব্বদা বাস করেন ইহাতে সংশয় নাই। যেমন তেমন করিয়া হউক যাঁহারা নিরন্তর নাম জপ করিয়া যান তাঁহারা বিনা আয়াসে পরম আদরে পরম ধামে গমন করেন। শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন হে মহামতে! তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই ঠিক। নামকে যাঁহারা বন্ধু করিয়াছেন তাঁহারা সমস্ত প্রকার পাপ পরিব্যাপ্ত হইলেও সহজেই পরিত্রাণ পান।

নমোহস্তু নামরূপায় নমোহস্তু নামজল্পিনে।
নমোহস্তু নামশুদ্ধায় নমো নামময়ায় চ ॥

ইতি প্রপন্নগীতা সম্পূর্ণা।

১

যমুনাষ্টক স্তোত্রম্।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং
মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তিবরদাম্।
বিয়জ্জ্বালাং মুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিদিনং
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্॥ ১

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি জাহ্নবিসঙ্গিনি সিন্ধুসুতে
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতি বিনাশকৃতে।
জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশবকেলিনিদানগতে
জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ২

নাম-রূপকে নমস্কার, নাম-জাপককে নমস্কার, নাম করিয়া যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম, যিনি নাম করিয়া করিয়া নামময় হইয়া গিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম।

তুমি কৃপাসাগররূপা, তুমি সূর্য্যদেবের তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছ, তুমি প্রাণিগণের তাপশান্তি কর, তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তুমি ভব-ভয়ের দাবাগ্নিস্বরূপ, তুমি ভক্তগণকে বরপ্রদান কর, আকাশ মার্গেও তোমার প্রভা প্রকাশিত আছে, তুমি সুখপ্রাপ্তির কারণ এবং তুমি নিত্যফল প্রদান কর, ধীরগণ এই যমুনার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১

দেবি! তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি ভাস্করকে বহন করিয়া থাক, তুমি গঙ্গার সহচরীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিন্ধু তনয়ারূপে

অয়ি মধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিদারিণি বেগভরে
পরিজনপালিনি দুষ্টনিসূদিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে।
ব্রজপুরবাসি জনার্জ্জিত পাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধরণে
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৩
অতি বিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং
গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগত পাদসরোজযুগম্।
ঋণ ভয়ভীতিমনিষ্কৃতি পাতক কোটী শতাযুত পুঞ্জতরং
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৪

আবির্ভূতা, তুমি মধুদৈত্যবিনাশকারী কৃষ্ণের ভূষণ স্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষ বর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসীগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপ বিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানস সিদ্ধি কর, তুমি কেশবের ক্রীড়াকেলির প্রধান কারণ। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও! হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ২

অয়ি মধুরে! তুমি বসন্তকালীন আমোদ ও বিলাস প্রদান কর, তুমি প্রচণ্ডবেগে শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দৈত্যাদি দুষ্ট প্রাণিগণকে বিমর্দ্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছাপূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসীগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্ব-জনকে উদ্ধার কর। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৩

আমি অপার বিপদ সাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক যন্ত্রণায় আমার মানস আকুলিত। আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয়প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়াছি, আমি সর্ব্বদা ঋণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবম্ভূত শত শত

নবজলদদ্যুতি কোটিলসত্তনুহেমময়াভরণাঞ্চিতকে
তড়িদবহেলিপদাঞ্চল চঞ্চল শোভিত পীত সুচেল ধরে।
মণিময় ভূষণ চিত্র পটাসন রঞ্জিত গঞ্জিত ভানুকরে
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৫

শুভ পুলিনে মধুমত্ত যদূদ্ভব রাসমহোৎসবকেলি ভরে
উচ্চকুলাচলরাজিত মৌক্তিকহারময়াভররোধসিকে।
নবমণি কোটিক ভাস্বর কঞ্চুক শোভিত তারকহারযুতে
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৬

কোটী পাপে আমি অভিভূত, হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি, তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৪

তোমার শরীর নবীন মেঘমালার ন্যায় প্রগাঢ় নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভান্বিত হইতেছে, তোমার সূর্য্যালোক-দীপ্ত বিবিধ সুবর্ণ ভূষণ মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রের প্রভা সূর্য্য কিরণকে পরাজিত করিয়াছে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৫

তোমার পবিত্র পুলিন ভূমিতে যদুপতি মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়া থাকেন, তোমার তীরে যে সকল অত্যুচ্চ কুলাচল শ্রেণী আছে, তাহারা তোমার মুক্তাময় হাররূপে শোভা পাইতেছে, তোমার মধ্যে যে সকল মণি আছে তাহাতে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া তোমার তারাহারের কার্য্য করে, হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৬

করিবরমৌক্তিক নাসিক-ভূষণবাত চমৎকৃত চঞ্চলকে
মুখকমলামল সৌরভ চঞ্চলমত্তমধুব্রত লোচনিকে !
মণিগণ কুণ্ডললোল পরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে
জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৭

কলরব নূপুর হেমময়াঞ্চিত পাদসরোরুহসারুণিকে
ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তাল বিনোদিত মানস মঞ্জুল পাদগতে।
তব পদ পঙ্কজমাশ্রিত মানব চিত্ত সদাখিল তাপ হরে
জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৮

তুমি যে গজমুক্তা দ্বারা নাসিকায় ভূষণ ধারণ করিয়াছ তাহা বায়ু-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছে, তোমার মুখ কমলের সৌরভে মধুকরগণ মত্ত হইয়া লোচন যুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি-আন্দোলিত হইতেছে তাহার চঞ্চল প্রভা নিরন্তর গণ্ডযুগলকে রাগযুক্ত করিতেছে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৭

তোমার অরুণবর্ণ পাদপদ্মে কলরবপূর্ণ হেমময় নূপুর শোভা পাইতেছে, তোমার গতিকালে যে পাদতলে ধিমি ধিমি শব্দ হয়, ঐ মনোহর শব্দে জনগণের চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া থাকে। আর যে সকল মানব তোমার চরণারবিন্দ আশ্রয় করে, তুমি তাহাদিগের চিত্তের সমস্ত তাপ হরণ কর। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৮

ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিত জনো দুর্গতিযুতো
যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিন মনন্যাশ্রয়তয়া।
হয়া হ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং
সদা ভুক্ত্বা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্॥ ৯

ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং যমুনাষ্টকম্।

২

মুকুন্দমালা।

বন্দে মুকুন্দ-মরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥ ১

যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসার সাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্যচিত্তে এই স্তব পাঠ করে এবং আপনার হস্তে কুসুমাঞ্জলি লইয়া আদিত্য-নন্দিনী যমুনার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইহকালে বিবিধ ভোগে কালযাপন করিয়া পরকালে শ্রীহরিত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৯

পদ্মপলাশলোচন তুমি, কুন্দ পুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্র দন্তচ্ছটা তোমার, তুমি শিশুগোপালবেশধারী, বৃন্দাবনবাসী এবং ইন্দ্রাদি দেবতা কর্ত্তৃক আরাধিত তোমার পাদপদ্ম, এই বসুদেবনন্দন মুকুন্দকে আমি বন্দনা করি। ১

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ২

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বী-ভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থং।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥৪

হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে প্রতিদিন, হে শ্রীবল্লভ! হে বরদ! হে দয়াপর! হে ভক্তপ্রিয়! হে সংসার-লুণ্ঠন-নিপুণ! হে নাথ! হে নাগ-শয়ন! হে জগন্নিবাস! ইত্যাদি রূপে তোমার মধুর নাম সকল কীর্ত্তন-যুক্ত কর। ২

এই দেবকী নন্দন দেব জয়যুক্ত হউন; বৃষ্ণিবংশের প্রদীপ স্বরূপ যে কৃষ্ণ তিনি জয়যুক্ত হউন; মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও কোমল দেহ যাঁহার, তিনি জয়যুক্ত হউন; পৃথিবীর পাপ ভার নাশক যে মুকুন্দ, তাঁহার জয় হউক। ৩

হে মুকুন্দ! তোমার চরণে মস্তক লুণ্ঠন করিতে করিতে একান্তচিত্তে এই প্রার্থনা যে, জন্ম হয় হউক কিন্তু তোমার প্রসাদে প্রতিজন্মে তোমার পাদপদ্ম যেন বিস্মৃত না হই ॥৪

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজ-মধুধত্তেঽদ্ভুতং গুণম্।
যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥৫

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥৬

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥৭

গোবিন্দের পাদপদ্ম মধুর অতি আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যিনি ইহা পান করিয়াছেন, তিনি কখন মোহপ্রাপ্ত হন না, যে ইহার আস্বাদ না পায়, সেই মোহপ্রাপ্ত হয় ॥৫

আমি মুক্তির জন্য তোমার পাদযুগল বন্দনা করি না এবং হে হরে! ঘোর কুম্ভিপাক নরক হইতে পরিত্রাণ জন্য কিম্বা স্বর্গীয় নন্দনকাননে মৃদুতনুলতা রমণী সম্ভোগার্থেও তোমার বন্দনা করি নাই, হে ভগবন্! প্রার্থনা এই, যেন জন্ম জন্মান্তরেও হৃদয় মন্দিরে তোমাকে চিন্তা করিতে পারি ॥৬

ধর্ম্মে আমার আস্থা নাই, ধনেও যত্ন নাই এবং কামোপভোগেও আনন্দ নাই। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যাহা হইবার তাহা হউক, কিন্তু হে ভগবন্! বিশেষরূপে প্রার্থনা এই যে, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি থাকে ॥৭

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক! প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণে বিচিন্তয়ামি ॥৮
সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত! রন্তুম্
সুখকর-মপরং ন জাতু জানে হরিচরণস্মরণাঽমৃতেন তুল্যম্ ॥৯
মা ভৈ র্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ স্বামী নতু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥১০
ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং,
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ১১

স্বর্গে কিম্বা মর্ত্তে কিম্বা নরকে আমার বাস হয় হউক, কিন্তু হে নরকান্তক! যেন অন্তিম কালে প্রস্ফুটিত শারদ পদ্মের ন্যায় অতি সুন্দর তোমার পদযুগল আমি চিন্তা করিতে পারি ॥৮

রে চিত্ত! তুমি কমল লোচন শঙ্খচক্রধারী মুরারিতে রমণ করিতে বিরত হইও না; কারণ হরিচরস্মরণরূপ অমৃতের তুল্য সুখকর তোমার আর কি আছে, তাহা আমি জানি না ॥৯

রে মন্দ মন! তুমি নানাবিধ চিন্তা করিয়া, ভয় পাইও না, তোমার যমযাতনা স্থায়ী নহে এবং পাপ-রিপুগণও প্রবল হইবে না, কেননা শ্রীধর না তোমার প্রভু? অতএব আলস্যত্যাগ করিয়া ভক্তিসুলভ নারায়ণকেই চিন্তা কর; কারণ হরি যখন বিপদ-ভঞ্জন, তখন দাসের কি ক্ষমা নাই? ১০

পুত্র কন্যা ভার্য্যাদির রক্ষা ভারাবনত ও সুখদুঃখস্বরূপ-বায়ু-বিতাড়িত

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং
জননমরণদোলা দুর্গসংসর্গগানাম্।
শরণমশরণানা-মেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্॥ ১২

অপরাধসহস্রসঙ্কুলে পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥ ১৩

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টি র্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্॥ ১৪
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি॥ ১৫

এবং ভবসাগরের বিষম-বিষয়রূপ জলে মগ্ন নিরুপায় মনুষ্যদিগের বিষ্ণুস্বরূপ অর্ণবযানই একমাত্র আশ্রয় হউক। ১১

(পাপভয়ে) ধূলিলুণ্ঠিত, মোহাক্রান্ত এবং জন্ম মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত, পীড়িত মনুষ্যদিগের মঙ্গলপথের প্রয়োজক ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এক চক্রপাণি বিষ্ণুই বিদ্যমান আছেন। ১২

হে হরে! সহস্র অপরাধে অপরাধি ও ভীম ভবার্ণবে পতিত, গতিহীন এবং শরণাগত আমাকে কৃপা করিয়া কেবল তোমার করিয়া লও। ১৩

আমার স্ত্রীত্ব বা মূর্খত্ব কিম্বা কুভাব ও মিথ্যা দৃষ্টি, এ সকল কিছুই যেন না হয় এবং কখন কুদেশে জন্মও যেন না হয় এবং জন্মে জন্মে যেন আমি বিষ্ণুভক্ত হই। ১৪

এই দেহ মন বা বাক্য, ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি এবং আত্মাদ্বারা অভ্যাস বশতও যে সমস্ত কার্য্য আমি করি, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকেই সমর্পণ করিতেছি। ১৫

যৎকৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥ ১৬

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমিমমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ১৭

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূত-মোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ! ভক্তিনাবং প্রদেহি ॥

আমি যাহা করিয়াছি ও করিব সে সমস্তই আমা কর্ত্তৃক হয় নাই, হে মধুসূদন ! তাহা তুমি করিয়াছ এবং তুমিই তাহার ফলভোগী। ১৬

রে চিত্ত ! দুস্তীর্ণ ও গভীর এই ভবসাগর কি প্রকারে পার হইব, ইহা ভাবিয়া তুমি কাতর হইও না; কমল-নয়ন নরকনাশন হরির আশ্রিতা উদ্ধারকারিণী শ্রেষ্ঠ ভক্তিই অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিবেন। ১৭

হে বরদ ! বিষয় তৃষ্ণারূপ জলে পূর্ণ ও মদনরূপ বায়ু দ্বারা বিকম্পিত মোহতরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ এবং স্ত্রীরূপ জলাবর্ত্ত ও পুত্র ভ্রাতৃরূপ কুম্ভীরাদি পরিব্যাপ্ত এই যে সংসার মহাসমুদ্র, হে ত্রিলোকগৃহ ! সেই সংসার সাগরে নিমগ্ন, আমাদিগকে আপনার পাদপদ্মে ভক্তিস্বরূপ যে নৌকা তাহা দান করুন। ১৮

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুস্ফুলিঙ্গোহলঘু-
স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টা যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদধূলিকণঃ॥ ১৯
আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্র ব্রতান্যন্বহং
মেদশ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজ-স্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ॥ ২০
আনন্দ গোবিন্দ-মুকুন্দ রাম নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে॥ ২১

সেই জগদুদ্ধারক শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিকণার জয় হউক, যাহা দৃষ্ট হইলে পৃথিবী ক্ষুদ্র পরমাণু-স্বরূপ, সমুদ্র সমুদায় জলকণা স্বরূপ, প্রখর তেজ সমুদায় ফল্গুস্ফুলিঙ্গ (আবির কণার) স্বরূপ, মরুন্মণ্ডল নিঃশ্বাস-স্বরূপ; নভোমণ্ডল অতিসূক্ষ্ম ছিদ্রস্বরূপ, রুদ্র পিতামহপ্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবস্বরূপ এবং দেব সমুদায় কীটস্বরূপ প্রতীয়মান হয়েন। ১৯

যাঁহার পাদপদ্মযুগলের স্তুতি ব্যতীত বেদাভ্যাস অরণ্যে রোদনের মত, প্রতিদিন কষ্টসাধ্য ব্রত সকল কেবল শরীরশোষক, খাতাদি পূর্ত্তকার্য্য-সকল ভস্মে হোম করার ন্যায় নিরর্থক এবং তীর্থস্নানও হস্তিস্নানের ন্যায় অনর্থক হয়, সেই দেব নারায়ণের জয় হউক। ২০

হে আনন্দময়! গোবিন্দ, মকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনন্ত, নিরাময় এই তোমার নাম সকল অনায়াসে বলিতে সমর্থ হইলেও কোন ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ করে না, কি খেদের বিষয়! কেবল কি মোক্ষলাভেই মনুষ্যদিগের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে? ২১

ক্ষীরসাগরতরঙ্গ-শীকরা-সার-তারকিত-চারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগী-ভোগ-শয়নীয়-শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ২২
ইতি শ্রীকুলশেখরেণ রাজ্ঞা বিরচিতা মুকুন্দমালা সম্পূর্ণা।

৫

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

ইতি মতিরুপকল্পিতাবিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখপমুগতে কচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥১
ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপু-রলক-কুলাবৃতা-ননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্ত মেঽনবদ্যা ॥২
যুধিতুরগরজো বিধূম্রবিষক্ কচলুলিত শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসংকবচেঽস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥৩

ক্ষীরোদসাগর তরঙ্গের জলকণাদ্বারা যাঁহার চারুমূর্ত্তি তারকামণ্ডল-মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যিনি সর্পের ফণারূপশয্যাশায়ী, এরূপ মধুরিপু যে মাধব তাঁহাকে আমি বারম্বার প্রণাম করি। ২২

"আমার মতি যদুবংশ তিলক মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে এই অন্তকালে সমর্পিত হইল। এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; ইনি যদুবংশের প্রধান। ইঁহা অপেক্ষা মহান্ কেহই নাই; ইনি নিজ পরমানন্দে পরিতুষ্ট থাকিয়া ও কেবল বিহারের নিমিত্তই কখন কখন প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হয়েন; তাহাতে ঐ প্রকৃতি, দেহী সৃষ্টি পরম্পরার জননী থাকেন। ত্রিভুবন মধ্যে কমনীয়, তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, এই দেহ সূর্য্যকিরণের ন্যায় গৌরবর্ণ বসনে বিভূষিত, বক্রভাবাপন্ন কুন্তলকুলাবৃত বদন মণ্ডলে সুশোভিত। ইনি অর্জ্জুনের রথের সারথি, ইঁহাতেই আমার ফলাভিসন্ধান রহিতা রতি হউক। যুদ্ধকালে অশ্বগণের খুরাঘাতে সমুত্থিত ধূলি পটলে ধূসরিত, ইতস্তত বিচলিত কুন্তল

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়োরথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্ম্মমাস্তু ॥৪
ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতি মহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥৫
স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতোরথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিবহন্তুমিভঙ্গতোত্তরীয়ঃ ॥৬

দ্বারা বিলুলিত ও শ্রমবারিতে পরিব্যাপ্ত ইহাঁর মুখমণ্ডল অতিশয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল; তৎকালে আমার সুতীক্ষ্ণ বাণ সমূহে ইহাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং গাত্রস্থিত কবচ ও সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছিল; ইহাঁর এই রূপটিতে আমার মন রতি লাভ করুক। যুদ্ধারম্ভ সময়ে অর্জ্জুন যখন ইহাঁকে কুরুপাণ্ডবীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন; তখন ইনি সখার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ ও শত্রু সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বিজয় কামনায় যেরূপে ঐ ভীষ্ম, ঐ দ্রোণ, ঐ কর্ণ ইত্যাদি প্রদর্শনছলে কাল-দৃষ্টি দ্বারা দুর্য্যোধন পক্ষীয় সেনাগণের আয়ুহরণ করিয়াছিলেন, ইহাঁর সেই পার্থ-সখা রূপে আমার চিত্ত রমণ করুক। কৌরব সেনা-সন্নিবেশ অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন দোষ বিবেচনায় স্বজন বধে বিমুখ হইলে, ইনি আবার তত্ত্বোপদেশ দ্বারা তাহার কুবুদ্ধিও হরণ করিয়াছিলেন, এই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার রতি হউক। ইনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত সহসা রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভগ্ন রথচক্র ধারণ করিয়াছিলেন; তৎকালে সিংহ যেমন মত্ত হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হয়, ইনি সেইরূপ আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধ ভরে আমার অভিমুখে ধাবিত হইলে, ইহাঁর গুরু ভারে পৃথিবী প্রতি পদেই কম্পিত হইতেছিল; তখন ইনি আত্মবিস্মৃত

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥৭

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥৮

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥৯

হইয়াছিলেন; ইহাঁর উত্তরীয় বস্ত্র গাত্র হইতে স্খলিত ও ভূতলে পতিত হইয়াছিল; ইহাঁর সেই তাৎকালিক রূপই আমার একমাত্র গতি হউক। আমি আততায়ী, নিরন্তর ইহাঁর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করাতে আমার নিসিত অস্ত্র সমূহে পুনঃপুন আহত, বিধ্বস্ত কবচ ও রুধির বিলিপ্তাঙ্গ ও মদ্বধার্থ সমুদ্যত দেখিয়া, অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ইহাঁকে নিবারণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইনি বল পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার অভিপ্রায়েই আমার অভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন; এই ভগবান্ মুকুন্দই আমার একমাত্র গতি হউন। এক হস্তে অর্জ্জুনের রথের অশ্বরজ্জু, অন্য হস্তে প্রতোদ (চাবুক) ধারণ করিয়া সারথিরূপে শোভমান ভগবানে মুমূর্ষু আমি আমার রতি হউক। যাঁহাকে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে তনুত্যাগকারী সকলেই মুক্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রজবাসিনী গোপিনী সকল মহারাসাদি স্থলে ললিত গতি, বিলাস, মনোহর হাস্য ও সপ্রণয় নিরীক্ষণ দ্বারা ইহাঁ কর্ত্তৃক কল্পিত মহামানে মানিনী হইয়া মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়াছিল, তাহারা কখনই ব্রহ্মজ্ঞানে ইহাঁর পূজা করে নাই কিন্তু তদ্গতচিত্ত হইয়া ইহাঁর গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি কর্ম্ম সকলের অনুকরণ মাত্র

মুনিগণনৃপবর্য্যসংকুলেঽন্তঃ সদসি যুধিষ্ঠির রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদঈক্ষণীয়ো মমদৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা ॥১০
তমিমমহমজংশরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিবনৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥১১

৬

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্। (বিল্বমঙ্গল)।

হে দেব! হে দয়িত! হে জগদেকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো!।
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হাহা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ১ ॥

করিয়াই ইহাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে মুনিগণ ও রাজগণে পরিপূর্ণ সভায় যুধিষ্ঠির সকলকে উপেক্ষা করিয়া ইহাঁকেই প্রধান বরণ করিয়াছিলেন; তৎকালে ইহাঁর মনোহর রূপ সকলেই দেখিয়াছিল; ইনি জগতের আত্মা হইয়াও আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সম্প্রতি আমার নয়ন পথে বিরাজ করিতেছেন। ইনি সেই অজ, স্বনির্ম্মিত শরীরধারী প্রতি জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা; লোক সকল অজ্ঞতাপ্রযুক্ত একই সূর্য্যকে যেরূপ উপাধি ভেদে নানারূপে দর্শন করে, ইহাঁকেও সেইরূপ শরীরি ভেদে ভিন্ন বোধ করিয়া থাকে। ইহাঁর অনুগ্রহে আমার ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে আমি ইঁহাকে এক অভিন্ন পরমাত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।"

বিল্বমঙ্গল বলিলেন হে আমার দেবতা, হে আমার দয়িত। হে জগতের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে দয়ার সাগর! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! তুমি কতদিনে আমাকে দর্শন দিবে? যামে

অংসালম্বিতবামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচি প্রসারেক্ষণং।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্ম্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্॥ ২॥

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ! হে মাধব!।
হে রামানুজ! হে জগত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মাং
হে গোপীজননাথ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥ ৩

কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোঁপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥ ৪

হেলিয়া দাঁড়াইয়াছ তাই তোমার বাম কুণ্ডল স্কন্ধদেশ-পর্য্যন্ত লম্বিত, ঈষৎ উন্নত ভ্রূযুগল, কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কোমল ওষ্ঠ ও অধরপুট, প্রসারিত কুটিল কটাক্ষ, সুকোমল অঙ্গুলী দ্বারা মুরলী ধারণ করিয়া বাদনকারী, কল্পবৃক্ষ মূলে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, জগৎ-মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার; হে গো-পালক! হে কৃপাসাগর! হে লক্ষ্মীপতে! হে কংসান্তক! হে কুম্ভীরধৃত গজেন্দ্রের প্রতি করুণাপ্রদর্শক! হে মাধব! হে বলরামানুজ! হে ত্রিজগদ্‌গুরু! হে কমলনয়ন! হে গোপীনাথ! তুমি আমাকে রক্ষা

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতীর্মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সংভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওংকারার্থ মুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥ ৫

সন্ধ্যাবন্দন! ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান! তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষণ্ণ যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামিতদলং মন্যে কিমন্যে ন মে॥ ৬

কর আমি তোমা ভিন্ন জানি না। তোমার ললাটে কস্তূরী তিলক, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি, নাসিকায় নূতন মুক্তা, করতলে বেণু, হস্তে কঙ্কণ, সর্ব্বশরীরে হরিচন্দন, কণ্ঠে মুক্তাহার, গোপবধূ পরিবেষ্টিত তোমার সেই শ্রেষ্ঠ গোপাল রূপের জয় হউক; যে বংশীধ্বনি লোকের মন হরণ করিতেছে, বেদ মুখরিত করিতেছে, বৃক্ষদিগকেও হর্ষ দিতেছে, পর্ব্বত পর্য্যন্ত আর্দ্র করিতেছে, মৃগদিগকে বিবশ করিতেছে, গো সকলের আনন্দ জন্মাইতেছে, গোপদিগের সম্ভ্রম উৎপাদন করিতেছে, মুনিদিগকে মুকুলিত করিতেছে, সপ্তস্বর বিকাশ করিতেছে, প্রণবের অর্থ উচ্চারণ করিতেছে, গোপশিশু তুমি তোমার সেই বংশীধ্বনির জয় হউক। হে সন্ধ্যাবন্দন! তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান! তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ ও পিতৃগণ! আমি তোমাদের তৃপ্তি জন্মাইতে সক্ষম নহি, আমাকে ক্ষমা কর; আমি যে কোন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক যদুকুল শিরোমণি কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ বিনাশ করিব আমার অন্য দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই।

৭

হরিহরাত্মকস্তোত্রম্। (কাশীখণ্ডম্)

গোবিন্দ! মাধব! মুকুন্দ! হরে! মুরারে!
শম্ভো! শিবেশ! শশিশেখর! শূলপাণে!
দামোদরাচ্যুত! জনার্দ্দন! বাসুদেব!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১

গঙ্গাধরান্ধকরিপো! হর! নীলকণ্ঠ!
বৈকুণ্ঠ! কৈটভরিপো! কমঠাব্জপাণে!
ভূতেশ! খণ্ডপরশো! মৃড়! চণ্ডিকেশ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ২

বিষ্ণো! নৃসিংহ! মধুসূদন! চক্রপাণে!
গৌরীপতে! গিরিশ! শঙ্কর! চন্দ্রচূড়!
নারায়ণাসুরনিবর্হণ! শার্ঙ্গপাণে।
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৩

মৃত্যুঞ্জয়োগ্রবিষমেক্ষণ! কামশত্রো!
শ্রীকান্ত! পীতবসনাম্বুদ! নীল! শৌরে!
ঈশান! কৃত্তিবসন! ত্রিদশৈকনাথ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৪

লক্ষ্মীপতে! মধুরিপো! পুরুষোত্তমাদ্য!
শ্রীকণ্ঠ! দিগ্বসন! শান্ত! পিনাকপাণে!।
আনন্দকন্দ! ধরণীধর! পদ্মনাভ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৫

সর্ব্বেশ্বর! ত্রিপুরসূদন! দেবদেব!
ব্রহ্মণ্যদেব! গরুড়ধ্বজ! শঙ্খপাণে!।

ত্র্যক্ষোরগাভরণ! বালমৃগাঙ্কমৌলে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৬
শ্রীরাম! রাঘব! রমেশ্বর! রাবণারে!
ভূতেশ! মন্মথরিপো! প্রমথাধিনাথ!
চানূরমর্দ্দন! হৃষীকপতে! মুরারে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৭
শূলিন্! গিরীশ! রজনীশকলাবতংস!
কংসপ্রণাশন! সনাতন! কেশিনাশ!
ভর্গ! ত্রিনেত্র! ভব! ভূতপতে! পুরারে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৮
গোপীপতে! যদুপতে! বসুদেবসূনো!
কর্পূরগৌর! বৃষভধ্বজ! ভালনেত্র!
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ! ধর্ম্মধুরীণ! গোপ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৯
স্থাণো! ত্রিলোচন! পিনাকধর! স্মরারে!
কৃষ্ণানিরুদ্ধ! কমলাকর! কল্মষারে!
বিশ্বেশ্বর! ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০
অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্না
সন্দর্ভিতাং ললিতরত্নকদম্বকেন।
সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ॥ ১১

তৃতীয় স্তবক।

শ্রীগীত গোবিন্দম্।

১

[গীতগোবিন্দ সাপের মাথার মণি। সাধনার সহিত মিলাইতে পারিলে ইহার ঝলকে অমৃত উঠে আর না মিলাইতে পারিলে যে গরল উঠে তাহাতে প্রাণহানি নিশ্চয়।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥
যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় আকাশ স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। বনভূমি নিবিড় তমাল বৃক্ষে অন্ধকারময় হইল। রাত্রিও সমাগত। এই কৃষ্ণ ও ভীরু। রাধে! তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। নন্দের এই আদেশে রাধামাধব পথ সমীপবর্ত্তী কুঞ্জের অভিমুখে চলিয়াছেন। যমুনা কূলে তাঁহাদের এই বিজন-বিহার জয়যুক্ত হউক।

শ্রীহরি স্মরণে মন যদি সরস করিতে চাও, যদি রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গে কৌতূহল থাকে তবে জয়দেব সরস্বতীর এই মধুর কোমল পদাবলী শ্রবণ কর।

২

বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারৈরবয়বৈ-
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিত-কৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্প-জ্বর-জনিত-চিন্তাকুলতয়া
বলদ্‌বাধাং রাধাং সরসমিদমুচে সহচরী ॥ ১
ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহি-জনস্য দুরন্তে ॥ ২
উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে ॥ ৩

বসন্তকাল। বাসন্তী কুসুমের ন্যায় সুকুমার অবয়ব, যেন একটি সঞ্চারিণী কনক লতা। আজ শ্রীরাধিকা বনে বনে কত প্রকারেই না শ্রীমাধবের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। কন্দর্প-জ্বর-জনিত চিন্তা অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছে আর মিলন পিপাসা অতিশয় প্রবল হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রীরাধিকাকে তাঁহার কোন সখী সরস বাক্যে বলিতে লাগিলেন, সখি! দেখ দেখ মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ নয়নাভিরাম লবঙ্গলতা সংসর্গে কতই সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ফুলে ফুলে কুঞ্জ কুটীর ভরিয়া উঠিয়াছে। গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের ঝঙ্কার ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া কোকিল কাকলী চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বিরহীর পক্ষে অতি দুরন্ত এই সরস বসন্তে হরি বুঝি কোন যুবতী জনের সঙ্গে বিহার করিতেছেন আর প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন। অতি তীব্র স্বামী সঙ্গাভিলাষে অধীরা প্রবাসী জনগণের বধূজন কতই না বিলাপ করিতেছে। অলিকুলে সমাচ্ছন্ন যে কুসুম সমূহ সেই কুসুমাবলীতে ব্যাপ্ত বকুল পাদপ-

মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালিকয়াতি সুগন্ধৌ
মুনি-মনসামপি মোহন কারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ ৪
উন্মীলন্ মধু-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যাধুত-চূতাঙ্কুর
ক্রীড়ৎ-কোকিল-কাকলী-কলকলৈরুদ্গীর্ণ কর্ণ-জ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্ত-প্রাণসমা-সমাগম-রসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥

৩

চন্দন চর্চ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী
কেলি চলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালী
হরিরিহ মুগ্ধবধূ-নিকরে
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।

গণ যেন নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। স্তবকে স্তবকে মাধবী কুসুমের পরিমলে বনভূমি কতই মনোরম, আবার নব-মল্লিকার সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত। ইহাতে মুনি জনেরও মন মোহিত হয়, এই সরস বসন্ত তরুণ বয়স্ক জনগণের অকারণ বন্ধু।

আম্র মুকুল চারিদিকে গন্ধ ছড়াইতেছে, ভ্রমরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া তাহাতে আসিয়া পড়িতেছে ও তাহাদিগকে কম্পিত করিতেছে; কোকিলগণ ক্রীড়া করিতে করিতে কুহুরবে বিরহী পথিকজনের শ্রোত্র-পীড়া উৎপাদন করিতেছে। প্রণয়িনীর চিন্তায় একাগ্রতা হেতু ক্ষণ-কালের জন্য মিলন সুখ অনুভূত হওয়ায় বিরহী জন কোনরূপে এই কালে দিনপাত করিতেছে।

মানস নয়নে দেখিতেছি শ্রীহরির নীলকলেবর চন্দনে চর্চ্চিত, পরিধানে পীতবসন, গলদেশে বনমালা। কেলিভরে বিচলিত মণিময় কুণ্ডল মণ্ডিত

সঞ্চরদধর-সুধা-মধুরধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশং
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বি লোল-বতংসং ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং স্মরতি মনোমম কৃত পরিহাসম্॥
রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ বিকার-বিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব-বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্॥
হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতর ফেন-কদম্ব করম্বিতমিব যমুনা জল-পূরম্॥
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলয়িত-মূলম্॥
শশি-কিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুম কেশম্।
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মল-মলয়জ-তিলক-নিবেশম্॥

মৃদু হাস্ত ভরিত কপোল দেশ! হরি এই ক্রীড়াসক্তা বিলাসিনী সুন্দরীগণ মধ্যে বিহার করিতেছেন। মোহন বাঁশরী অধর সুধা সঞ্চারে মধুর ধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ প্রচলনে কুটিল কটাক্ষ, মৌলিস্থ শিখিপিচ্ছ কম্পিত করিতেছে, তাহাতে চঞ্চল মণি-কুণ্ডল, গণ্ডদেশের কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। আমার মন এই রাসোৎসবে হাবভাব জড়িত পরিহাস চপল হরিকে স্মরণ করিতেছে। দেখ সখি! বিধুমণ্ডল দর্শনে জলনিধির তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন চঞ্চল হইয়া কি যেন কি ধরিতে চায় সেইরূপ আমি শ্রীরাধিকা, আমার বদন বিলোকনে বিবিধ বিকার লহরী শ্রীকৃষ্ণে বিকসিত হইতেছে। এই সুনীল বক্ষদেশে পরিলম্বিত অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণি খচিত হার, স্ফুটতর ফেন নিকর চুম্বিত সুনীল যমুনা-জলপ্রবাহের মত বোধ হইতেছে। পরিহিত পীত পট্টাম্বর সুকুমার শ্যামদেহ আবরণ করিয়াছে মনে হইতেছে যেন পীত পরাগ পরিবৃত নীলোৎপল সুষমা ধারণ করিয়া আছে।

৪

বিশদ-কদম্ব-তলে মিলিতং কলি-কলুষ-ভয়ং শময়ন্তং
মামপি কিমপি তরঙ্গ-দনঙ্গ-দৃশা মনসা রময়ন্তং
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনোমম কৃত-পরিহাসম্।
গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্॥

শশি কিরণোদ্ভাসিত সুন্দর মেঘোদয়ের ন্যায় কুসুম-বেষ্টিত কেশকলাপ! আহা কতই নয়নাভিরাম! আর ভালতটে ঐ নির্ম্মল চন্দন-তিলক-বিন্যাস! মনে হয় যেন কাল মেঘের মধ্য হইতে উদিত বিধুমণ্ডল।

পুষ্পিত কদম্ব তরুর তলে দাঁড়াইয়া, কলি কলুষ ভয়হারী শ্রীহরি কি এক অনঙ্গ সঞ্চারী কটাক্ষ দ্বারা মনে মনে আমারই সহিত যেন বিহার করিতেছেন। সখি! আমার মন এই রাসোৎসবে হাবভাব জড়িত পরিহাস-চপল হরিকে স্মরণ করিতেছে। আহা! কৃষ্ণ এখন আমায় ত্যাগ করিয়া বলবৎ তৃষ্ণায় অন্যকে লইয়া বিহার করিতেছে। কিন্তু সখি! আমার অবাধ্য মন পুনরায় তাহাকেই অভিলাষ করিতেছে, তাহার গুণগ্রাম চিন্তা করিতেছে, ভ্রমেও তাহাকে ভুলিতে চায় না। তাহার স্মরণে বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছে, সে আমায় অবজ্ঞা করিতেছে, তথাপি তাহার দোষ এ দেখে না। বল এখন আমি কি করি?

৫

নিন্দতি চন্দনমিন্দু-কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্।
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥
বহতি চ গলিত-বিলোচন-জলধরমানন-কমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্ত-দলন-গলিতামৃতধারম্॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥
ধ্যান লয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীব-দুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥

মাধব! তোমার বিরহে শ্রীরাধিকা বড়ই কাতরা। অনঙ্গবাণে ভীতা হইয়া সে এখন ভাবনাতে তোমাতেই যেন লীনা। রাধিকা চন্দনকে নিন্দা করে, চন্দ্র কিরণ লক্ষ্য করিয়া অধীর হইয়া খেদ করে, মলয়-সমীরণে সর্পনিবাসস্থান চন্দনতরুর সংসর্গ আছে ভাবিয়া উহাকে গরল মনে করে। বিকট রাহুর চর্ব্বণে গলিত সুধাধারার মত তাহার সুন্দর বদন কমল হইতে অবিরলধারে নয়ন জল ঝরিতেছে। প্রতিক্ষণ রাধা বলিতেছে মাধব! আমি তোমার চরণে পতিত হইতেছি। তুমি বিমুখ হইলে সুধানিধি হইয়াও চন্দ্র তৎক্ষণাৎ আমার দেহ দগ্ধ করে। তোমায় এখন আর পায় না বলিয়া আমার সখী কখন তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া সম্মুখে তোমার রূপ কল্পনা করিয়া বিলাপ করে, কখন তোমায় পাইয়াছে ভাবিয়া হাস্য করে, কখন তোমায় না পাইয়া বিষণ্ণ হয়, কখন রোদন

৬

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী॥
নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু-বেণুম্।
বহু মনুতে নমুতে তনু-সঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলম্।

করে, কখন উন্মনা হইয়া চঞ্চলপদে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, আবার কখন তোমাকে পুনরায় পাইয়াছে মনে করিয়া মনোদুঃখ পরিহার করে।

মিলন সুখের সার যে অভিসার, কৃষ্ণ মদন-মনোহর বেশ ধারণ করিয়া সেই অভিসারে গিয়াছেন। নিতম্বিনি! গমনে আর বিলম্ব করিও না। সেই হৃদয়েশ্বরের অনুসরণ কর। বনমালী যমুনা তীরে ধীর-সমীরের কুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছেন। তোমার নাম ধরিয়া মৃদুমধুর স্বরে সঙ্কেতসূচক বেণু বাজাইতেছেন। তোমার অঙ্গ স্পর্শী পবন-চালিত ধূলি কণাকেও তিনি আপনা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। পাখী উড়িলে বা পাতা পড়িলে তুমি আসিতেছ মনে করিতেছেন, করিয়া শয্যা রচনা করিতেছেন আর সচকিতনয়নে তোমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। নূপুর বড় মধুর, বড় অধীর। এই চঞ্চল নূপুর অভিসার বিষয়ে শত্রু। ইহাকে ত্যাগ করিয়া চল। কুঞ্জ তিমিরে আবৃত। নীলবসন পরিধান করিয়া

হরিরতিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পূরয় মধুরিপু-কামম্॥

৭

কথিত-সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং।
মম বিফলমিদ-মমলমপি রূপ-যৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণং সখী-জন-বচন-বঞ্চিতা॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং।
তেন মম হৃদয়মিদ-মসমশর-কীলিতম্॥
মম মরণমেব বরমতি-বিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধু-যামিনী।
কাপি হরি-মনুভবতি কৃত-সুকৃত-কামিনী॥

কুঞ্জে চল। হরি তোমাকে নিরতিশয় আদর করেন। রজনীও অবসান হইতেছে ইহা আমি ভাবনা করিতেছি। আমার কথা শ্রবণ কর আর বিলম্ব করিও না শ্রীকৃষ্ণের কামন পূর্ণ কর।

ছি ছি! মর্ম্মসখীও আমায় বঞ্চনা করিল। হরি, কথা দিয়াও যথা সময়ে কুঞ্জে আসিল না। আমার রূপ যৌবন অনিন্দ্য হইয়াও বৃথা হইল। হরি! হরি! এখন আমি কার শরণ লইব? যার সহিত মিলন আশায় আমি এই রাত্রিকালে নিবিড়বনে আসিলাম সেই আমার হৃদয়কে ক্ষণে আশা, ক্ষণে নিরাশা শরে নিরতিশয় বিদ্ধ করিতেছে। আমার মরণই মঙ্গল। আমার দেহ ধারণ নিতান্তই ব্যর্থ। কৃষ্ণ বিরহে আমি চৈতন্যহীনা হইতেছি। কেন আর বিরহানল সহ্য করি? হরি! হরি! এই মধুর বাসন্তী রাত্রি আমাকে বিকল করিতেছে। বুঝি কোন ভাগ্যবতী রমণী

অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণং।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহু-দূষণম্॥
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু-শর-লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতি-বিষমশীলয়া॥
অহমিব নিবসামি ন গণিত-বন-বেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল কলাবতী॥

৮

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি কৌমুদী
হরতি দর-তিমিরমতি ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব-বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥

এখন হরিকে অনুভব করিতেছে। ছি ছি! এই হরি-বিরহানল বহন করিতে করিতে বলয়াদি মণিময় ভূষণও বড়ই সন্তাপকর মনে করিতেছি। কুসুম-সুকুমার তনু আমি, আমার হৃদয় নিহিত এই কুসুমমালাও আজ আমাকে অতিদারুণ-স্বভাব কামবাণ মত নিপীড়ন করিতেছে। আমি বেতস বনও গ্রাহ্য না করিয়া এখানে আসিলাম। হায়! মধুসূদন ত আমায় মনে মনেও স্মরণ করিল না। হরিচরণাশ্রিত জয়দেবের এই এই কোমল কবিত্ব-কলা-শালিনী বাণী প্রেমময়ী রঙ্গময়ী যুবতীর ন্যায় ভক্তহৃদয়ে বাস করুক।

অতি ঘোরং দর-তিমিরং=ঘোরতর ভয়জনক অন্ধকার। স্ফুরদধর-সীধবে=উচ্ছলিতস্ত অধরস্ত সীধবে অমৃতায় অমৃত পানার্থং। রোচয়তি=

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মান-মনিদানং
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতম্।
ঘটয় ভুজ-বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ জাতম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নম্॥
নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপম্।
কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদ-মেত-দনুরূপম্॥

সাভিলাষং করোতি। অনিদানং মানং অকারণং কোপং। সপদি= ঝটিতি। অয়ি সুদতি=অয়ি প্রসন্নবদনে। রদ-খণ্ডনং=রদৈঃ দন্তৈঃ খণ্ডনং দংশনং। ভবতী ইহ ময়ি সততং অনুরোধিনী ভবতু=অস্মিন্ তন্মাত্র শরণে ভবতী ময়ি নিরন্তরম্ অনুকূলা ভবতু। কুসুম শর-বাণ-ভাবেন=কুসুম শরস্য মদনস্য যঃ সম্মোহনাখ্যঃ বাণঃ তস্য ভাবঃ উৎপত্তিঃ যস্মাৎ সানুরাগ-কটাক্ষাবলোকনেন। কৃষ্ণং=কৃষ্ণরূপং মাং ইদং কার্য্যং

স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়োরুপরি মণি-মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশম্।
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশম্॥

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনং
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরস-লস-দলক্তক-রাগম্॥

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়িদারুণো মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্॥

এতদনুরূপং=এতস্য লোচনস্য যোগ্যং স্যাৎ। মণি-মঞ্জরী=মণিমালা। স্ফুরতু=দোদুল্যমানা ভবতু। রসনাপি=কাঞ্চী অপি। রসতু=শব্দায়তাম্॥ ঘোষয়তু=প্রচারয়তু॥ জনিতঃ=কৃতঃ রতি-রঙ্গে=সুরতোৎসবে। পরভাগং=পরমশোভাং॥ করবাণি=বিদধামি। সরস-লসদলক্তক-রাগং=সরসেন আর্দ্রেণ লসতা দীপ্তিমতা উজ্জ্বলেন অলক্তকেন রাগঃ লৌহিত্যং যত্র তাদৃশং সুরঞ্জিতং চরণদ্বয়ং॥ উদারং=বাঞ্ছিতপ্রদং অতএব মণ্ডনং=ভূষণরূপং তব পদপল্লবং মম শিরসি দেহি। মদন-কদনানলঃ=কামসন্তাপাগ্নিঃ ময়ি জ্বলতি। তদুপাহিত বিকারম্=তেন তাপানলেন উপাহিতঃ সমুৎপাদিতঃ বিকারঃ তং॥ হরতু=শময়তু॥ চটুল-

ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচন-জাতম্।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্॥

৯

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল! ধৃতকুণ্ডল!
কলিত-ললিত-বনমাল!
জয় জয় দেব হরে।
দিণ-মণি-মণ্ডল-মণ্ডন! ভব খণ্ডন!
মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন! জনরঞ্জন!
যদুকুল-নলিন-দিনেশ!
মধু-মুর-নরক-বিনাশন! গরুড়াসন!
সুরকুল-কেলি-নিদান!
অমল-কমল-দল-লোচন! ভব মোচন!
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান!
জনকসুতা-কৃতভূষণ! জিত-দূষণ!
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ!
অভিনব-জলধর-সুন্দর! ধৃত-মন্দর!
শ্রী-মুখ-চন্দ্র-চকোর!

চাটু-পটু-চারু = চটুলং চঞ্চলং নানাপ্রকারং চাটু প্রীতিকরং পটু কৌশল-পূর্ণং চারু মনোহরং। মুর-বৈরিণঃ = মুরারেঃ বচনজাতং বাক্যসমূহঃ জয়তি॥ অতিশাতং = পরম-সুখপ্রদম্॥

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।
কুরু কুশলং প্রণতেষু॥
শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদম্।
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতম্
জয় জয় দেব হরে॥

চতুর্থ স্তবক।

১

জগন্নাথ-স্তোত্রং (শ্রীচৈতন্যঃ)।

শ্রীজগন্নাথায় নমঃ।

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবো
মুদাভীরীনারী বদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন বসতি লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২

যিনি এক সময়ে কালিন্দী তটবর্ত্তী বিপিন মধ্যে সঙ্গীত শ্রবণে চঞ্চল হইয়া প্রীতিভরে ভৃঙ্গের ন্যায় গোপাঙ্গণাগণের বদনকমল আস্বাদন করিয়াছিলেন; লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ যাঁহার পাদযুগল অর্চ্চনা করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার নয়ন পথবর্ত্তী হউন॥ ১

যিনি বামভুজে বেণু, মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ এবং কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন প্রান্তে সহচর গোপালদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সদা বৃন্দাবন ধামে বাস ও লীলা করিতে প্রবৃত্ত আছেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টি পথগামী হউন॥ ২

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণী রামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণ শিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ
স্তুতি প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাংসিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫

যিনি মহাসমুদ্রের তীরদেশে, কনকোজ্জ্বল নীলাদ্রির শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলশালী বলরাম ও সুভদ্রার মধ্যভাগে বাস করিতেছেন, যিনি সমস্ত দেবগণকে সেবা করার নিমিত্ত অবসর প্রদান করিতেছেন সেই প্রভু জগন্নাথ দেব আমার নয়ন পথবর্ত্তী হউন ॥ ৩

যিনি কৃপাসিন্ধু তুল্য, যিনি সজল-জলধর-রুচির কান্তি, লক্ষ্মীসরস্বতী যাঁহার বামভাগে অবস্থিত, যাঁহার মুখমণ্ডল অমল কমলবৎ শোভমান, দেবেন্দ্রগণ যাঁহাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, শ্রুতি সমূহ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ দেব আমার নয়নপথগামী হউন ॥ ৪

রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, যিনি তাদৃশ স্তব শ্রবণে পদে পদে

পরব্রহ্মাপীড়াং কুবলয়দলোৎফুল্ল নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্ত শিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কণকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮

প্রসন্ন হয়েন, সেই দয়াসিন্ধু, সকল জগতের বন্ধু, সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া তত্তীরবাসী সেই জগন্নাথ স্বামী আমার নয়ন পথগামী হউন॥ ৫

নিরাকার পরব্রহ্ম স্তবনীয় হইলেও সাকার অবস্থায় যাঁহার নেত্র কুবলয়দলের ন্যায় প্রফুল্ল যিনি নীলাদ্রির উপরে অনন্তের শিরে পদার্পণ করিয়া বাস করতঃ শ্রীরাধিকার রসময় দেহ আলিঙ্গনে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার নয়নপথগামী হউন॥ ৬

আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ মাণিক্যাদি বিভবও প্রার্থনা করি না এবং সকল লোক কমনীয়া মনোহারিণী কামিনীও চাই না, আমি সর্ব্বদা একান্ত মনে প্রার্থনা করি যেন ভূতনাথ যাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করেন সেই প্রভু জগন্নাথ আমার নয়নপথগামী হয়েন॥ ৭

হে সুরপতে! তুমি আমার এই অসার সংসার হরণ কর, হে যাদব-

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি ॥ ৯

২

যুগলকিশোরাষ্টক-স্তোত্রম্।

নবজলধরবিদ্যুদ্দ্যোতবর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদননয়নপদ্মৌ চারুচন্দ্রাবতংসৌ।
অলক-তিলক-ভালৌ কেশবেশ প্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১

বসন-হরিত-নীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গৌ
মণিমরকতদীপ্তৌ স্বর্ণমালা-প্রযুক্তৌ।
কনক-বলয়-হস্তৌ রাসনাট্যপ্রসক্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥২

অতিসুমধুর-বেশৌ রঙ্গভঙ্গিত্রিভঙ্গৌ
মধুরমৃদুলহাস্যৌ কুণ্ডলাকীর্ণকর্ণৌ।
নটবরবররম্যৌ নৃত্যগীতানুরক্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৩

পতে! তুমি আমার অশেষ পাপভারও হরণ কর। যিনি দীন ও অনাথ জনে নিশ্চয় চরণ সমর্পণ করেন, সেই এই প্রভু জগন্নাথ দেব আমার নয়ন-পথগামী হউন ॥ ৮

যে ব্যক্তি শুচি ও সংযত চিত্ত হইয়া, এই জগন্নাথাষ্টক পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯

বিবিধগুণবিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময়মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ।
স্মিতনমিতকটাক্ষৌ ধর্ম্মকর্ম্মপ্রদত্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৪

কনকমুকুটচূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকলবননিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দপুঞ্জৌ।
চরণকমলদিব্যৌ দেবদেবাদি-সেব্যৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৫

অতি সুবলিতগাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ।
মুনিসুরগণভাব্যৌ বেদশাস্ত্রাদিবিজ্ঞৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৬

অতিসুমধুরমূর্ত্তৌ দুষ্টদর্পপ্রশান্তৌ
সুরবরবরদৌ দ্বৌ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রসাদৌ।
অতিরসবশমগ্নৌ গীতবাদ্যৌ বিতানৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৭

আগমনিগমসারৌ সৃষ্টিসংহারকারৌ
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্যবৃন্দাবনস্থৌ।
শমনভয়বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ।
ইদং মনোহরং স্তোত্রং শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ চ সিদ্ধিদৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥৮

ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিনা বিরচিতং যুগলকিশোরাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

৩

মধুরাষ্টকম্।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥১
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥২
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৩
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৪
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৫
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৬
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৭
গোপা মধুরং গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৮

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতং মধুরাষ্টকং সমাপ্তম্।

৪

শ্রীকৃষ্ণকবচম্ (ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্)।

নারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কবচং যৎ প্রকাশিতং।

ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো॥ ১

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা॥ ২
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্ বদামি তে।
অতি গুহ্যতরং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্॥ ৩
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগত্রয়ম্॥ ৪
পঠনাদ্ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা মহিষাদিমহাসুরান্॥ ৫
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৬
ইদং কবচমত্যন্তগুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ॥ ৭
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ॥ ৮
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯
ওঁ প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং মে নেত্রযুগলমষ্টার্ণো ভুক্তিমুক্তিদঃ॥ ১০
ক্লীং পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মং চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্॥ ১১
গোপীজনপদবল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ॥ ১২

গোপীজনপদবল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ং।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ ॥ ১৩
ক্লীং কৃষ্ণঃ ক্লীং করৌ পায়াৎ ক্লীং কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানঃ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং স্তনৌ মম ॥ ১৪
গোপালায়াগ্নিজায়াস্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাঽবতু।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মমনুত্তমঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙেযুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু ॥ ১৬
পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণকং গল্লং ক্লীং কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্থিনী সততং পাতু শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণঠদ্বয়ম্ ॥ ১৭
উরূ সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং পদতো গোপীজনবল্লভো দস্ততঃ ॥ ১৮
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীং হ্রীং শ্রীং সদশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীং শ্রীং ক্লীং চ দশাক্ষরঃ ॥ ১৯
ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ ॥ ২০
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানাথকো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্বাসুদেবায় তৎপরম্ ॥ ২১
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং চ দশার্ণস্তু ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণকঃ ॥ ২২
গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দিশি রক্ষতু।
হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ২৩
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈর্ঋত্যাং দিশি রক্ষতু ॥ ২৪

ক্লীং হৃষীকপদেশায় নমো মাং বারুণোহবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু॥ ২৫
শ্রীং মায়া কামকৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু॥ ২৬
বাত্ময়ঃ কামকৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় তৎপরম্।
শ্রীং গোপীজনবল্লভান্তে ভায় স্বাহা হস্তৌ ততঃ॥ ২৭
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যে সদাবতু।
কালিয়স্ত ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তম্॥ ২৮
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোহপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু॥ ২৯
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ॥ ৩০
ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্॥ ৩১
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণমুখাৎশ্রুতং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥ ৩২
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদ্ দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং স হি সর্ব্বতপোময়ঃ॥ ৩৩
মন্ত্রেষু সকলেষেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরং চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪
হবনাদিদশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েৎ স্বয়ং।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ম্॥ ৩৫
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য পুরশ্চর্য্যাবিধানতঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্বাণী বসেৎ ততঃ॥ ৩৬

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণি পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৭
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণু র্ন সংশয়ঃ॥ ৩৮
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা॥ ৩৯
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাত্ততঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥ ৪০
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যজেদ্‌যঃ পুরুষোত্তমং।
শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি॥ ৪১
ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং সমাপ্তম্॥

শেষ।

১

যাত্রা মঙ্গল।

ধেনুর্ব্বৎস প্রযুক্তা বৃষ গজ তুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নিঃ
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভ দ্বিজ নৃপ গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥ ১

২

তীর্থ-যাত্রা।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং।
বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থ ফলমশ্নুতে॥
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ স তীর্থ ফলমশ্নুতে॥

সবৎসা ধেনু, হস্তী, ঘোটক, দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি, উত্তমা স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, রাজা, বেশ্যা, পুষ্পমালা, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘৃত, দধি, মধু, রজত, স্বর্ণ, আমন ধান্য এই সকল বস্তু যাত্রার সময় দৃষ্টি করিয়া, শ্রবণ করিয়া অথবা পাঠ করিয়া গমন করিলে মানবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

যাঁহার হস্ত পদ মন উত্তমরূপে সংযত, যাঁহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে তিনিই তীর্থ ফল ভোগ করেন। যিনি প্রতিগ্রহ করেন না, যিনি যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট, যিনি অহঙ্কার করেন না, তিনিই তীর্থ ফল ভোগ

অদম্ভকো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গৈর্ যঃ স তীর্থ ফলমশ্নুতে॥
অকোপনোঽমলমতিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থ ফলমশ্নুতে॥

৩

ভৌম তীর্থ।

প্রথমং তীর্থরাজস্তু প্রয়াগাখ্যং সুবিশ্রুতং।
কামিকং সর্ব্বতীর্থানাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥
নৈমিষঞ্চ কুরুক্ষেত্রং গঙ্গাদ্বারমবন্তিকা।
অযোধ্যা মথুরাচৈব দ্বারকাপ্যমরাবতী॥
সরস্বতী সিন্ধুসঙ্গো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।
কাঞ্চী চ ত্র্যম্বকং চাপি সপ্তগোদাবরীতটম্॥
কালঞ্জরং প্রভাসশ্চ তথা বদরিকাশ্রমঃ।
মহালয়স্তথোঙ্কার ক্ষেত্রং বৈ পুরুষোত্তমম্॥

করেন। যিনি দম্ভহীন, যিনি ফলাকাঙ্খা করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, যিনি অল্পাহারী, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি কাহারও সঙ্গ ভাল বাসেন না, তিনিই তীর্থ ফল ভোগ করেন। যাঁহার ক্রোধ জয় হইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি বিষয়াসক্ত নহে, যিনি সত্যবাদী, দৃঢ় অধ্যবসায়শীল, সর্ব্বভূতের সুখদুঃখকে যিনি আপনার সুখদুঃখের সমান দেখেন তাঁহারই তীর্থ সেবার ফল ভোগ হয়।

প্রথম সুবিখ্যাত তীর্থরাজ প্রয়াগ, ইনি সর্ব্বতীর্থের মধ্যে কামনা পূরক এবং ধর্ম্ম. অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদাতা। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) অবন্তী, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অমরাবতী, সরস্বতী, সিন্ধুসঙ্গ,

গোকর্ণো ভৃগুকচ্ছশ্চ ভৃগুতুঙ্গশ্চ পুষ্করং।
শ্রীপর্ব্বতাদি তীর্থানি ধারাতীর্থং তথৈবচ॥
মানসান্যপি তীর্থানি সত্যাদীনি চ বৈ প্রিয়ে।
এতানি মুক্তিদান্যেব নাত্র কার্য্য বিচারণা॥
গয়া তীর্থঞ্চ যৎ প্রোক্তং তৎ পিতৃণাং হি মুক্তিদম্॥
তস্মাৎ ভৌমেষু তীর্থেষু মানসেষু চ নিত্যশঃ।
উভয়েষ্বপি যঃ স্নাতি স যাতি পরমাং গতিম্॥

৪

মানস তীর্থ।

অগস্ত্য উবাচ।

শৃণুতীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে।
যেষু সম্যঙ্ নরঃ স্নাত্বা প্রয়াতি পরমাগতিম্॥
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং তীর্থমার্জ্জবমেবচ॥

গঙ্গাসাগর সঙ্গম, কাঞ্চী (শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী), ত্র্যম্বক, সপ্তগোদাবরী-তট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহালয়, ওঙ্কারক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্ব্বত, ধারাতীর্থ এই সমস্ত বাহ্যতীর্থ এবং সত্য প্রভৃতি মানস তীর্থ প্রিয়ে! এই সকল তীর্থ মুক্তিপ্রদ এবিষয়ে কোন বিচারের প্রয়োজন করে না। গয়া তীর্থের কথা যাহা বলা হয় তাহা পিতৃলোকের মুক্তিপ্রদ। বাহ্য তীর্থ ও মানসতীর্থ এই উভয় তীর্থে যিনি স্নান করেন তিনিই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বলিলেন হে অনঘে! আমি মানসতীর্থ সমুদায় বলিতেছি শ্রবণ কর। এই সমস্ত তীর্থে সম্যক্‌রূপে স্নান করিতে পারিলে মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিব ইহা তীর্থ,

দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা ॥
ন জলাপ্লুত দেহস্য স্নানমিত্যভিধীয়তে।
স স্নাতো যো দমস্নাতঃ শুচিঃ শুদ্ধমনোমলঃ ॥
যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ ॥
ন শরীর মলত্যাগান্নরো ভবতি নির্ম্মলঃ।
মানসে তু মলে ত্যক্তে ভবত্যন্তঃ সুনির্ম্মলঃ ॥
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ জলেষ্বেব জলৌকসঃ।
ন চ গচ্ছন্তি তে স্বর্গমবিশুদ্ধমনোমলাঃ ॥

সকলকে এমন কি যে অপকার করিতেছে, উৎপীড়ন করিতেছে তাহাকেও ক্ষমা করিব ইহা তীর্থ। ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের দিকে রাখিব ইহা তীর্থ। সর্ব্বভূতে দয়া, সরলতা, দান এই সব তীর্থ। মনকে সর্ব্বদা ভগবানে রাখা, সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকা, এই সব তীর্থ। কোন প্রকারে স্ত্রীলোক সম্পর্কে না থাকা রূপ ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ তীর্থ। প্রিয়বাদী হওয়াও তীর্থ। জ্ঞান, ধৈর্য্য, তপস্যা এই সমস্ত তীর্থ। তীর্থের তীর্থ হইতেছে মন শুদ্ধ করা। দেহটাকে তীর্থে ডুবাইলেই স্নান হয় না। বিষয় হইতে মনটাকে ফিরাইয়া ভগবানে রাখিলে যে স্নান তাহাই স্নান। মনের বিষয়-অভিলাষরূপ ময়লা ধুইতে পারিলেই হইল শুচি। তাহা না হইলে শুধু খোল বাজাইলেই শুচি হয় না। যে ব্যক্তি মহালোভী, যে ব্যক্তি লোকের মধ্যে ভেদ জন্মায়, ক্রূর, দাম্ভিক, ভয়ানক বিষয়ী সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলেও সে পাপী ও মলিন।

বিষয়েষ্বতিসংরাগো মানসো মল উচ্যতে।
তেষ্বেব হি বিরাগোঽস্য নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্॥
চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানান্ন শুধ্যতি।
শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিঃ॥
দানমিজ্যাতপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতং তথা।
সর্ব্বাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥
নিগৃহীতেন্দ্রিয়গ্রামো যত্রৈব চ বসেন্নরঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্র নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥
জ্ঞান পূতে ধ্যান জলে রাগদ্বেষমলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিম্॥

শরীরের ময়লা ধুইলেই মানুষ নির্ম্মল হয় না কিন্তু মনের ময়লা ত্যাগ করিতে পারিলে ভিতরে সুনির্ম্মল হওয়া যায়। জোঁক সকল জলেই জন্মে আর জলেই মরে। কিন্তু তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না কারণ তাহাদের মনের ময়লা যায় না বলিয়া তাহারা শুদ্ধ নহে। বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ থাকাই হইতেছে মনের ময়লা। বিষয়ে যাহার বৈরাগ্য আসিয়াছে সেই নির্ম্মল। চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত দোষ থাকে যেমন অহঙ্কার, বিষয়ে আসক্তি, প্রতিহিংসা বৃত্তি, জিদ রাখা এই পাপ তীর্থ-স্নানে শুদ্ধ হয় না। সুরাভাণ্ড শতবার জল ধৌত করিলে তাহার অশুচিত্ব দূর হয় না। যদি সাধুভাব না থাকে তবে দান, যাগ, তপ, শৌচ, তীর্থসেবা ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সবই অতীর্থ। ইন্দ্রিয়গুলি যিনি বশে রাখিয়াছেন তিনি যেখানে বাস করুন না কেন সেই খানেই তাঁহার কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর। যিনি জ্ঞান দ্বার পবিত্র এবং ধ্যান দ্বারা রাগ দ্বেষ যাঁহারা ধৌত হইয়াছে আর পূর্ব্বোক্ত মানসতীর্থে যিনি স্নান করেন তিনিই পরম গতি লাভ করেন।

৫

যোগীর আত্মতীর্থ।

श्रीपर्व्वतं शिरस्थाने केदारं तु ललाटके।
वाराणसी महाप्राज्ञ भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यमे॥
कुरुक्षेत्रं कुचस्थाने प्रयागं हृत्सरोरुहे।
चिदम्बरं तु हृन्मध्ये आधारे कमलालयम्॥
आत्मतीर्थं समुत्सृज्य वहिस्तीर्थानि यो व्रजेत्।
करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्गते॥
भावतीर्थं परं तीर्थं प्रमाणं सर्व्वकर्म्मसु।
अन्यथाऽलिङ्ग्यते कान्ता अन्यथालिङ्ग्यते सुता॥
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान् काष्ठादि निर्म्मितान्।
योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्मप्रत्यय कारणात्॥
वहिस्तीर्थात् परं तीर्थमन्तस्तीर्थं महामुने।
आत्मतीर्थं महातीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकम्॥

श्रीजावालदर्शनोपनिषत्।

[আত্মতীর্থে যাঁহারা যাইতে না পারেন তাঁহাদের জন্য সূক্ষ্ম ও স্থূলতীর্থ আবশ্যক। যোগাভ্যাস কালে তীর্থগমনে কার্য্যের ক্ষতি হয় কিন্তু ঋষি যোগী মুনি সকলেই উপযুক্ত সময়ে তীর্থসেবী]।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

[প্রথম সংখ্যাটি ভাগ বা খণ্ড এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠা বুঝায়। যথা—৩।৭৫=তৃতীয় ভাগে ৭৫ পৃষ্ঠ]।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ধর্ম্মবিষয়ক উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্র।

একাদশ **উৎসব** বৎসর

বার্ষিক মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

উৎসবে লোক-হিতকর কার্য্য কিরূপে করা উচিত তাহার কথা থাকে,—আত্ম-হিতকর সাধনার কথা থাকে,—অনুভূতির কথা থাকে,—মনের শান্তি কিসে হয় তাহার কাজগুলি বিশেষ ভাবে লেখা থাকে। উৎসবে আবার শাস্ত্র-অধ্যয়ন কিরূপে করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য ঋগ্বেদ, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ এই চারিখানি গ্রন্থ মূল ও ব্যাখ্যাসহ প্রচারিত হইতেছে। আমরা সংবাদ পাই, এই মাসিক পত্র পাঠে কত পুত্রহারা জননী, কত উন্মার্গগামী যুবক, কত সাধন-সম্বল-হীন বৃদ্ধ, সান্ত্বনা ও সদুপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। উৎসব সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় দশ বৎসর যাবত এই কার্য্যে ব্রতী আছেন। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া গৃহে গৃহে মনের শান্তি পুনস্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ সাধনা ও শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন আমরা তাহারই বহুল প্রচার জন্য সহৃদয় স্বদেশবাসিগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। এই গুরুতর কার্য্যে শাস্ত্র বিশ্বাসী এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী সকলেরই বিশেষ সহানুভূতি আবশ্যক। যেখানে দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ জন্য শাস্ত্রমত চেষ্টা করা হয় সেখানে নিজের ধর্ম্ম, অপরের উপকার এবং শ্রীভগবানে কৃপা-কটাক্ষলাভ নিশ্চয়ই হইবে। নিবেদন ইতি

বিনীত—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন। ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ভারত সমর—মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

বিচার-চন্দ্রোদয় পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয়

সংস্করণ—বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে। তাই রসজ্ঞ ভাবুকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা, বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ্য বঙ্গানুবাদ সহ দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তত্ত্বান্বেষীর নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী এবম্বিধ গ্রন্থ আর নাই। মূল্য ২৷৷৹ টাকা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী-সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবামাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্র-ভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা-তত্ত্ব" সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

লীলা (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ। যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণের লীলা-উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান, উৎসব আফিস, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

Extracts from the opinions of the Press
& the Public about.

৺কাশীধামের পরমহংস শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী—

রাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমূল্যনিধি আমায় দিয়েছ এর তুলনা নাই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষ্য, টীকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা যাহা আমার চ'খে পড়েচে তোর দয়ার কাছে তাদের দয়া আমার অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। এক কথায় বল্‌তে গেলে তোমার গীতাই গুরু রূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

হাইকোর্টের মাননীয় জজ

শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের মত একজন আধ্যাত্ম-বিশারদ সাধক শ্রীমৎভগবদ্গীতার যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করিবার অধিকার বা সামর্থ্য আমার মত সাংসারিক লোকের নাই। শ্রীগীতার ভাষা ও ভাষ্যের এরূপ বিশদ বিশ্লেষণ, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার এরূপ সমন্বয় এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পাঠকের নানাবিধ সম্ভাবিত সংশয়ের এরূপ সহজ বোধ্য সমাধান আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

অবসর প্রাপ্ত সেশন জজ রায়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহাদুর এম,এ, বি,এল,—

মজুমদার মহাশয়ের গীতা-ব্যাখ্যার মত বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আমি দেখি নাই। তাঁহার গ্রন্থখানা যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ একবার পাঠ করেন তবে তাঁহাদের মতি গতি ফিরিবে বলিয়া মনে আশা হয়। আমি ইহা পড়িয়া বড়ই শান্তি পাইয়াছি।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম,এ, বি,এল,—

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীগীতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা :

উৎসব আফিস হইতে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহার নিকট সকলকেই হেঁটমুণ্ড হইতে হইবে। এই বিরাট-গ্রন্থে যে প্রকার সুপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে বাহির হইয়াছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার মহাশয়! হৃদয়ে ভক্তির প্রাথর্য্য না থাকিলে লেখনী হইতে এবংবিধ অমৃতময় কথা-লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যাত্মা লোককে এক বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। কখন সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব।

বঙ্গবাসী—বহু বৎসর ধরিয়া মজুমদার মহাশয় গীতার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গীতার মর্ম্ম বুঝেন এবং গীতার বহু টীকা ও ভাষ্যের

গূঢ়তত্ত্ব জানেন। তিনি জ্ঞানী ও ভক্ত। তাই তাঁহার রচিত সাবিত্রী, ভদ্রা, কেকয়ী, ভারত সমর ও বিচারচন্দ্রোদয় যখন পড়ি তখন অবসাদে প্রফুল্লতার বিদ্যুদ্দাম ফুটিয়া উঠে। মজুমদার মহাশয়ের অদ্ভুত সাধন-মহিমা ও লিপিকৌশলে অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্নসমূহ এমন ভাবে নিরাকৃত হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিলে গীতার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

বসুমতী—শ্রীগীতায় হিন্দুধর্ম্মের সার উপদেশ অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই গ্রন্থখানির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন—পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহোদয় প্রণীত কেকয়ী পাঠ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। বাল্মিকীর বর্ণনায় বহির্দৃষ্টিতে যে কেকয়ী সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন, রামদয়ালবাবুর অন্তর্দৃষ্টিতে সেই কেকয়ী সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন।

গীতার নব নব সংস্করণে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছে। আজকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলকেই গীতা পাঠ করিতে অন্ততঃ গীতা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে দেখা যায়। কিন্তু গীতার অর্থ কয়জন বুঝে, তাহা জানি না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ। বৎসঃ পার্থ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" স্বয়ং ভগবান্ সমস্ত উপনিষদের সার সঙ্কলন করিয়া যে গীতামৃত প্রকাশ করিয়াছেন, সুধী না হইলে কেহ তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সেরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন কয় জন আছেন? গীতার অনেক টীকা আছে। সেই সকল টীকা পড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিত অনেক পণ্ডিতেরও মাথা

ঘুরিয়া যায়, তাঁহারাও দিশাহারা হইয়া পড়েন। “রাখালের হাতে শালগ্রামের মৃত্যু বলিয়া একটা প্রবাদ আছে; অনেকের হাতে গীতারও সেই দশা ঘটিয়াছে। কেবল তাহাই নহে; গীতা পড়িয়া, তাহার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া, রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে আপনাদের মৃত্যুও ডাকিয়া আনিতেছে।

ফল কথা, গীতা সাধনার বস্তু। সাধক না হইলে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সিদ্ধি লাভ করা যায় না, এবং স্বয়ং সিদ্ধি লাভ না করিলে অপরকেও তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। তাই বলি, গীতার অসংখ্য সংস্করণের মধ্যে রামদয়াল বাবুর গীতাই সর্ব্বোচ্চ আসনের উপযুক্ত। তিনি সুপণ্ডিত, তাহার উপর পরম সাধক, তাহার উপর আবার বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া উহার আলোচনা করিয়াছেন। তাই তিনি গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন এবং অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছে। যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মৈত্র দর্শনরত্ন—ভদ্রার রুচি মর্জ্জিত; চরিত্র বিশ্লেষণ, চরিত্র সজ্জা প্রণালী সুদক্ষ নাটককারের মোহন অঙ্গুলীর পরিচায়ক। ভদ্রার পরিশিষ্টই ভদ্রা-জীবনের গৌরব ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ।

বসুমতী—"উৎসব" ধর্ম্ম বিষয়ক মাসিক পত্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ মাসিক পত্র আর নাই। ইহা সকলেরই পড়া উচিত।

মেদিনীপুর হিতৈষী—আমরা উৎসব পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করি। এই প্রকার মাসিক পত্রের নিয়মিত পাঠক হইলে তবে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যদি মানুষ হইতে চাও, যদি কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে চাও যদি প্রকৃত প্রেম লাভ করিয়া—চিদানন্দে বিভোর হইতে এবং জীবন "নিতুই নব" উৎসবময় করিতে চাও তবে উৎসবের গ্রাহক হও।

হিতবাদী—আমরা উৎসব পড়িয়া হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ বোধ করিতেছি। প্রত্যেক প্রবন্ধ গভীর ভাবদ্যোতক।

Srijut Kumud Chandra Singha B. A.

Maharaja Durgapur Susang.

ভারত সমর—Is a very interesting Book and will occupy a very high place. It is the great Epic in a concise form garbed in a beautiful and pleasant style.

শ্রীযুক্ত কেশব লাল গুপ্ত এম, এ, বি, এল,—উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশী শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে, ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত জীবন যাপন করিলে, আর্য্যসন্তানের কিরূপ দিব্য-জ্ঞান জন্মে "গীতা পরিচয়" পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। মনে হয় এ লেখা রামদয়াল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহা অন্তর্নিহিত সর্ব্ব নর-নারী-বিজড়িত বিশ্ব মূর্ত্তির বাক্য, লেখক ব্রাহ্মণ উপলক্ষ্য মাত্র! লেখক কেবল গ্রন্থ কর্ত্তা নহেন। তিনি সাধক যোগী। যোগ-বলে মানস চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তিনি তেমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউশন।

যাহারা রত্ন বণিক তাহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা মণি চেনেন সুতরাং প্রাপ্তি মাত্র পরম সমাদরে তাহা কণ্ঠে ধারণ করেন। শ্রীগীতা কৌস্তুভমণি অপেক্ষাও মূল্যবান, তাই শ্রীভগবান উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, আর গীতা তাঁহার হৃদয়। একটী বাহিরের অপরটী ভিতরের। পাছে শ্রীগীতা ভীল্ল-পত্নীর হস্তে গজ মুক্তার ন্যায় অপাত্রের হস্তে বিড়ম্বনা ভোগ করেন এই আশঙ্কায় তোমার এই প্রয়াস। তুমি এই প্রয়াসে কীদৃশ সাফল্য লাভ করিয়াছ যাহারা "গীতা পরিচয়" পাঠ করিবেন তাঁহারই তাহা সম্যক্ বুঝিবেন, আমার বোধ হয় তুমিই সর্ব্ব প্রথম শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় তুমি ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। যিনি শ্রীগীতা অধ্যায়ন করিতে চাহেন তিনি তোমার এই "গীতা পরিচয়" পাঠে যে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

Utsab.

The "Pous" number of "Utsav" the Hindu religious magazine edited by Pandit Ramdayal Mazumder, M.A. just to hand contains as usual learned discourses bearing on some essential aspects of Hinduism. It opens with a poem headed "Milan Utsab" which by the very simplicity of its expressions and the pathos they breathe reveals the yearning of a devoted heart for

communion with the Maker of his being. The articles are all replete with thoughts and ideas not hitherto explored from among the crude tennets of the Shastras. But what specially distinguishes the uumber under notice is the new light thrown on the teachings of "Sri Bhagbat" The interpretation given to them by the writer, although differing from that generally in vogue, will come upon many as an agreeable revelation and as such deserves to be carefully perused by those who take interest in a subject of this kind. The series of articles on "Upasanatattwa" appended to the editor's well-known volume "Sabitri" has further been extended in the magazine and will no doubt come in for their share of encomium. Having said this much on the contents of the magazine, we are contrained to say that the annual subscription of Re. 1/- As. 8 will be regarded as very cheap. The Registered office of the magazine is at 162 Bowbazar Street, Calcutta.

Extracts from the Bengalee dated 12. 1. 1916.

"Sabitri 'O' Upasana Tattwa"

(Part 1.)

If India, even in her decadence, can boast of one

thing more than anything else, it is her lofty ideal of womanhood.

Through agss and amid vicissitudes of a trying nature the Indian woman has lived up to her traditions. The glorious examples of Indian womanhood in ancient times has always been a source of inspiration to her and nothing perhaps chntributed more materially in moulding her conduct in life than the divine character of Sabitri of mythological fame. Her name is treasured in the bosom of every Hindu wife with the holiness attaching to divinity. It is from this point of view, therefore, that we welcome a handy volume under the above title from the pen of that distinguished scholar and devotee Pandit Ram Dayal Mazumdar M. A. The book under notice is a learned treatise on the life of Sabitri with reference to the spiritual and moral lesson that it imparts.

Through the life and characterof Sabitri and her princely consort, the auther has drawn the sublime moral of conjugal life. The author's vast learning has only helped him to deal with the subject in a way that at once appeals both to the sentiment and imagination without placing it, as may be suspected, beyond the ordinary intellect. In "Upasana Tattwa" which is

appended to the substantive portion of the book, the author has dwelt on those spiritualistic side-issues which, although closely bearing on tne theme of the book, could not conveniently be incorporated within its short compass, covering about 50 pages, without marring the otherwise lucidity of expressions.

We have no duubt the little treasure will find its merited place in every household. The book which is well illustrated and will soon be followed by the publication of the second part can be had at the" Utsav" Office, 162, Bowbazar Street for six annas, a copy.

REVIEW OF "UTSAB" PUBLISHED IN THE BENGALEE OF 4-8-15.

"UTSAB."

We had occasion, before this, to notice this monthly magazine in our colums sometimes ago. Revival of the past and its assimilation with the present is the order of the day in all spheres of our activities, social, economic, political and religious. What others are working for in other fields of labour the editor of the magazine, Sreejut Ramdyal Mazumdar, M. A. and his assistant are seeking to achieve in the sphere of religion through this very useful publication. It presents before

the reader the abstruse tenets and dogmas of the Hindu shastras in so very simple froms as to make them intelligent and interesting. Thoughts and ideals introduced in poems and dialogues form a special feature of this magazine. As an exponent of orthodox Hinduism it will undoubtedly commend itself to those who take interest in the subject so masterly treated in this magazine. The annual subscription is only 1-8 and the registered office is at 162, Bowbazar Street.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

In these days of Gita, nnfortunately rather run wild, the compilation of one by Sj R. D. Mozumder with its time honored commentaries and interpretations of different annotators from Sankaracharya downwards, along with the author's translation of the same and elaborate elucidation of the texts in his plain healthy and placid Bengali in the form of a dialogue between Sree Krishna and Arjun; is most opportune. It is really the book of the day, of the month, nay of years to come, far superior to its kind in respect of vast information it affords, of the varied matters it contains and of the light it throws in the way of right understanding of them, and above all of certain spirit of earnestness and faith, a genuine "pious feeling" that

he has introduced all along the line to make the abstrusest of subjects, so light, pleasant and interesting a reading. Herein lies the speciality of the book.

Prof. Mahendra Lal Siruar, M. A.
Sanskrit Collego, Calctta.

I feel much pleasure in going through the Sri-Gita an expository work by Sj. Ramdayal Mazumdar M. A. Editor, the Utsab. It is the master-piece of the author, who has made valuable contributions to Hindn religion, and curlture. Its special fature is that he has embodied his thoughts and arguments in Bengali in the form of dialogues between the Seeker and God himself.

Aditya nath Maitra, Head Pandit, Jamtara.

It is the product of profound learning and deep rescarch in the fields of Eastern Philosopy and Sociology, above all, of earnest devotion and steady perseverance not that of a compiler but that of a seeker in the path of realisation and a student of Divine wisdom for about a quarter of a century.

The Benglee :—

It gives us great pleasure to accord a very warm welcome to the publication of Srimad Bhagavad Gita by Srijut Ramdayal Mazumdar M. A. The author is known to us all, as an expert educationist, as the

editor of the monthly magazine Utsab and also the author of such well known books in the Bengali literature as "Bhadra" "Sabirti" etc.

His interpretation of the Gita in regard to "Barnasram Dharma" is quite original. And lastly we find the whole of the "Yoga Basista Gita" appended to it with the author's lucid and happy method of elucidation. These, we are sure, will enable each and every reader to grasp the inner spirit and import of the Gita.